তত ব্যয় বাড়বে। পৃথিবীর সব দেশে এই মেট্রিক সিস্টেম চলছে। যে দু'-একটা দেশ করে নি অত্যন্ত ব্যয়বহুল ব'লে তারা করতে পারে নি কিন্তু তাতে এসে তাদের পৌঁছাতে হবে। আর একটা কথা তা মহাশয় বলেছিলেন—আমাদের শুভঙ্করের আর্যা চলুক, সেটা সকলে গ্রহণ করুক। আমরা যেটা নিয়ে এসেছি সেটা শুভঙ্করের চেয়ে আরও পুরাতন, কারণ দশমিক পদ্ধতি এটা ভারতবর্ষের দান, আর্যভট্টের দান ব'লে পৃথিবীতে স্বীকৃত হয়েছে এবং আমরা পুরাতনকে আবার নূতন ক'রে গ্রহণ ক'রে সোজা এবং প্রকৃষ্ট পদ্ধতিকে গ্রহণ করব। এ ছাড়া এখানে স্টেট স্ট্যান্ডিং মেট্রিক কমিটির কাজ ৩ বছর ধ'রে চলছে, সেই কমিটিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি আছেন, মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রতিনিধি আছেন, ডেসিম্যাল সোসাইটির প্রতিনিধি আছেন, মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধি আছেন, ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনীয়ারসএর প্রতিনিধি আছেন, সমস্ত চেম্বার্স অব কমার্সএর রিপ্রেজেন্টেটিভ আছেন—৩ বছর ধ'রে তাঁরা আলোচনা করছেন এবং আমাদের নানারকম উপদেশ দিচ্ছেন। সুতরাং এটা যে হঠাৎ করা হয়েছে তা নয়; এটা ৩ বছর ধ'রে চলছে এবং আমি যখন বিলটা প্রথম ইন্ট্রোডিউস করি তখন এটা জানিয়েছি যে, ১৯৩৩ সাল থেকে আমাদের এখানে আলোচনা চলছে,

[4—4-10 p.m.]

এবং ১৯৩৪এ সায়েন্স কংগ্রেসএ এই প্রস্তাবটা গৃহীত হয়েছিল যাতে অবিলম্বে মেট্রিক সিস্টেম গ্রহণ করা যায়। কালকে বঙ্কিম মুখার্জি মহাশয় নয়া পয়সার হিসেব এখনও ঠিক হয় নি বলেছেন, এবং বলেছেন যে, আরও দেরি করা উচিত—একটা হজম হোক, তারপরে আর-একটা গ্রহণ করা হবে। আমার মনে হয় খুব বেশি গণিত নিয়ে যাঁরা মাথা ঘামান তাঁরা ছাড়া সাধারণ লোকে একে গ্রহণ করেছেন এবং ভুল গোড়ায় যা হ'ত তার চেয়ে কম হচ্ছে এবং এটা সুষ্ঠু এবং সহজ ব'লে গৃহীত হয়েছে। আজকে এই দশমিক মাপ আর ওজনের যে পদ্ধতি একে গ্রহণ করলে পরে ক্রমে ক্রমে সহজ ব'লেই এবং সরল ব'লেই সাধারণ লোকে নিতে পারবে। তবে এর জন্য সময় লাগবে অনেক। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার ১০ বছর সময় দিয়েছেন। আমাদের এখানে আংশিকভাবে চালু হবে ১৯৬০ পর্যন্ত। তারপরে ক্রমে এটা ব্যাপকতা লাভ করবে। কিন্তু একসঙ্গে সব জায়গায় সকল রকম জিনিসে এটা চলবে না। যেখানে যেখানে আংশিকভাবে চালু হবে সেখানেতে আগে প্রচার করা হবে ডাঃ মজুমদার যেকথা তুলেছিলেন—প্রচার অত্যন্ত প্রয়োজন। কারণ এই নতুন জিনিসকে জনসাধারণের নিকট প্রথম প্রচার করতে হবে। এর জন্য স্লাইডস তৈরি হয়েছে, প্রচার-পুস্তিকা এবং বিজ্ঞাপন তৈরি হয়েছে। আপনারা আপনাদের সম্মতি দিলে পরেই সেই সমস্ত ব্যবস্থা নিয়ে কাজ আরম্ভ হবে। এটা যদিও সময় সাপেক্ষ কোন কিছুই তাড়াতাড়ি করা হবে না। কিন্তু আপনাদের সম্মতি পাওয়ার পর থেকে এটার কাজ শুরু হবে, যে কাজ আজ তিন বছর চলছে।

তারপরে আর-একটা কথাও হয়েছিল যে, এটা পুলিসের হাতেই দিয়ে দেওয়া হউক। অবশ্য খরচার দিক দিয়ে আবার একটা ডিপার্টমেন্ট হবে ব'লে যাঁরা বলেছেন তাঁদের এই কথা বলতে পারি যে, এ পুলিসের কাজ নয়। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন আছে। নানা রকমের স্ট্যাম্পিং এবং এগুলিকে বিচার ক'রে তার কাজের পথ দেখিয়ে দেবার জন্য অভিজ্ঞ লোকের দরকার। আমাদের সেই অভিজ্ঞ কর্মচারীদের মধ্যে আমরা একজনকে শিখিয়ে নিয়েছি। এর জন্য আমাদের বিশেষভাবে শিক্ষিত ইন্সপেক্টর্স তৈরি করতে হবে। প্রচারকার্যের পরেই তাদের কাজ আরম্ভ হবে। প্রচারকার্য যেটা শুরু হয়েছে সেটা ব্যাপকতা লাভ করবে আপনাদের সম্মতি পাবার পরেতে। আর একটা হচ্ছে শিল্পায়ন যেভাবে চলেছে তাতে বিদেশ থেকে আমরা যে কারবার করছি সেখানেও সব মেট্রিক সিস্টেম। আমাদের এখানেও দ্রুত শিল্পায়ন চলছে। একদিক দিয়ে মাপ আর ওজন আর আমাদের কোন রকম দেরি করলে চলবে না। যা কাজ আরম্ভ হয়েছে আরও দ্রুত সেই সব কাজ করতে হবে। শ্রীযুক্ত মিহিরলাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যে প্রশ্ন তুলেছেন যে, সত্যিই এখন তো যে বর্তমান ব্যবস্থা আছে অর্থাৎ ওজনের যেসব বাটখারা আছে তা ছাড়াও যেসব প্রথা আছে তাতে চলতা, ফাউ এইসব দিক দিয়ে অনেক রকম অন্যায় চলছে। এগুলি কিন্তু আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু নয়। এগুলি বর্তমানে পেনাল কোডের

ধারাতেই চলছে, আর অন্য কোন রাস্তা নেই। এখানেও আমাদের কোন মডেল বাটখারা নেই। এখানে ক্যালকাটা কর্পোরেশন বা অন্য যারা করে নতুন বাটখারার সঙ্গে খ'য়ে-যাওয়া বাটখারা মিলিয়ে তফাত আছে কিনা দেখে। আমরা এই মডেল বাটখারা এখানে অবিলম্বে করবার জন্য ব্যবস্থা করব। কারণ দুই রকম ওজনই এখন কিছুকাল পাশাপাশি চলবে। যেখানে মেট্রিকএ চলবে সেখানে ফাউ বা ঢলতা থাকবে না। কিন্তু এই ফাউ বা ঢলতাকে নিরোধ করতে গেলে আমি মিহিরবাবু এবং অন্যান্য বন্ধুদের নিয়ে একটা কমিটি করতে চাই। যাঁরা আমাদের উপদেশ দেবেন যে প্রথা চালু আছে কেনা এবং বিক্রিতে নানা জেলায় এবং নানা রকমের এই যে ৮০ তোলা থেকে ১২০ তোলা পর্যন্ত সেরের যে ব্যবস্থা একে একটা একভাবেতে কি ক'রে আনা যায়। যদিও এটা অত্যন্ত কঠিন এবং জটিল কাজ—সেটা হঠাৎ একটা আইন প্রণয়নের দ্বারা হ'তে পারে না। কারণ যে প্রথা চালু আছে তাকে কি ক'রে আমরা বদলে দিতে পারি এ বিষয়ে আমাদের সময় হয়েছে চিন্তা করার। যেমন নতুন মডেল বাটখারা ও পুরান সেরগুলি আমাদের দেখতে হবে। সেইজন্য আমি শীঘ্র বিরোধীপক্ষের বন্ধুদের নিয়ে একটা ছোট কমিটি ক'রে দিতে চাই। যাতে কি ক'রে এই যে প্রথাগুলি আছে এগুলির ভিতর একটা সমন্বয় করা যায়। একেবারে উঠিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। প্রত্যেক জেলায় প্রত্যেক সাব-ডিভিসনে এক একরকম ওজন এবং কেনাবেচা ও ঢলতা এবং ফাউ চালু আছে। সেগুলিকে এক কথায় উড়িয়ে দেওয়া যায় না। যদিও সেখানে আমরা পেনাল কোডএর ধারায় ফেলতে পারি। কিন্তু কি ক'রে বিশেষ গোলযোগের সৃষ্টি না ক'রে পরিবর্তিত করা যায় এজন্য আমি একটা কমিটি করতে চাই। অন্য আর কোন কথা ওঠে নি যাতে কোন বাদানুবাদের অবসর আছে। সেইজন্য আমি বলব যে, আমাদের এই সমস্ত আলোচনার পর আমার যে প্রস্তাব আছে তা অ্যাসেমব্লি কর্তৃক গৃহীত হউক। এই আমি প্রার্থনা করছি।

The motion of Sj. Deben Sen that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 30th April, 1959, was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 28th February, 1959, was then put and lost.

The motion of the Hon'ble Bhupati Mazumdar that the West Bengal Standards of Weights and Measures (Enforcement) Bill, 1958, be taken into consideration was then put and agreed to.

Clause 1

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that in clause 1(3), in lines 7 and 8, the words "or for different classes of undertakings or for different classes of goods" be omitted.

I also move that clause 1(5) be omitted.

Mr. Speaker, Sir, these are very simple amendments. In the first amendment I want to delete the last portions of sub-clause (3) of clause 1. The provision is so complicated that it is neither expected nor it is expedient to apply the whole of the Act simultaneously to all classes of goods. For the purpose of extension and assimilation of the new system there should be gradual introduction of the thing. I do not object to the other portions, that is, it may be introduced at different dates for different provisions of the Act and for different areas, but the last portion creates some ambiguity and therefore I have sought to delete the ambiguity which may come through different classes of undertakings and different classes of goods.

Now, what are we legislating? We are legislating on two subjects—weights and measures. If on a certain date certain undertakings are excluded or if they are introduced by gradual stages and if these two things are restricted in their application to different classes of goods, there would, in my opinion, be introduction of certain ambiguity which will make the application of this Act difficult, if not possible.

Sj. Mihirlal Chatterjee:

স্যার, মন্ত্রী মহাশয় আমাকে একেবারে ভুল বুঝেছেন, আমি বলছি মেট্রিক সিস্টেম অফ ওয়েট হবে সেই ওয়েটএর ভিতর তো কম বেশি হতে পারে। আমি ডলতার কথাও বলছি না, বর্তমান ওয়েটের কথাও বলছি না।

Mr. Speaker:

যদি ট্যাম্পার্ড বাটখারা হয় এবং সেই ট্যাম্পার্ড বাটখারার দ্বারা কোন জিনিস ওজন করে কেনা হয় এই মেট্রিক সিস্টেমে, তাহলে হোয়াট পানিসমেন্ট ইজ টু ফলো—সেটাই হচ্ছে আপনার কথা। আপনারা একটা মেট্রিক সিস্টেম তৈরি করলেন, তাতে দোকানদারের ঘর থেকে কিছু গেলেও ইট ইজ ইন অর্ডার এবং আড়ৎদার ভুলচুক করে এই এ্যাপ্রুভড মেট্রিক সিস্টেমেই ট্যাম্পার করে এবং একটু সিসা দিয়ে দেয়
or whatever the weight is, that is, when he is measuring with that tampered thing, what will happen?

The Hon'ble Bhupati Majumdar: Wrong weight itself in an offence.

Mr. Speaker: The use of it, the possession of it, are offences—deliberate wrong sales should be likewise punishable.

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

এখন যে বাটখারা হবে তাতে গভর্নমেন্ট স্ট্যাম্প থাকবে, সুতরাং এই প্রশ্ন এখন আসে না।

Sj. Jyoti Basu:

আপনি এটা কনসাল্ট করে নিন, তার পরে করবেন।

Mr. Speaker: I personally feel you should consult immediately after the recess.

We take up new clauses 27A and 27B.

New clauses 27A *and* 27B

Sj. Mihirlal Chatterjee: Sir, I do not move clause 27A.

Mr. Speaker: The House stands adjourned for half an hour.

[At this stage the House was adjourned for half an hour.]

The motion of Sj. Mihirlal Chatterjee that after clause 35(1), the following sub-clause be inserted, namely:—

"(1A) If an offence punishable under this Act is committed by a person acting as an agent or employee of another, the principal or the employee unless he proves that the offence was committed without his knowledge or consent, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished."

was then put and lost.

The question that clause 35 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 36

The question that clause 36 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 37

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that in clause 37, the items (b) and (d) be omitted.

Sir, I object to these provisions in the Bill. A novel procedure has been introduced, viz., the extent of toleration of error in weights and measures. This clause deals with the extent of error to be tolerated or excused in weights and measures. Now, if there is some difference in certain weights and measures, the trying Magistrate has got ample jurisdiction to excuse the offender if he finds that the offence or error has been bona fide.

Now, what is the working method involved? The Central Government has prescribed certain standards and they will supply certain models to the State Government. The State Government, after getting hold of those models, of weights or measures, will multiply these weights and measures on the basis of those models. The State Government may get this done through some agency or they may do it themselves. Therefore, the first thing is that the Central Government will be supplying the State Government with some models of weights and measures and it is the duty of the State Government to multiply them through some agency under their own supervision or do it themselves. Then they will stamp those weights and measures and sell them to the public.

Now, the clause begins with "Subject to any rules that may be made" by the Central Government, but the Central Government under the Standard of Weights and Measures Act, 1956, cannot make any rules. Under the Constitution their only power is to fix certain standards—they will decide that one maund is equal to so many kilograms or one yard is equal to so many metres and so on. Their other responsibility is to make certain models of weights and measures and supply them to the State Governments. These are the responsibilities of the Central Government under the Constitution. So, they are not entitled to make any rules. Whatever rule or working formula will be necessary will have to be done by the State Government.

Sir, I have proposed deletion of items (b) and (d) from this clause. Once a model is purchased by the seller or by the man who generally uses it, it can be re-examined by the State Government or the authorities under this Act at an interval of five years. It may be presumed that in the intervening period, a dishonest seller or a dishonest man who deals with this model may reduce the weight of the metallic substance by corroding or rubbing away a certain portion of it. But as soon as this is detected by

আমাদের বলতে পারতেন যে তাতে স্যাটিসফ্যাক্টরী কাজ হয়েছে, এবং আশা আছে যে সিলেক্টেড এরিয়া যদি আমরা ক্রমশঃ বাড়িয়ে যাই তাহলে আমরা ২ বছরের ভিতরে আমরা ভালভাবে মেট্রিক সিস্টেম চালু করতে পারব। এবং ১০ বছরের ভিতর সারা বাংলাদেশে ভালভাবে চালু হবে। এই সব দিক থেকে মন্ত্রী মহাশয় কিছুই বলেন নি। সেজন্য আমি বলছি সিলেক্টেড এরিয়ার সীমা সম্বন্ধে তিনি যেন সচেতন থাকেন। কারণ তাঁর যে সম্পত্তি তার সঙ্গে সম্পর্ক রেখে যেন সিলেক্টেড এরিয়ার সীমা তিনি নির্ধারণ করেন। তার সম্পত্তি আপাতত আমরা দেখছি একটা মাত্র অফিসার, পার্সোনেল বলতে অর্গানিজেশন বলতে কিছু নাই। কিন্তু যদিও
Controller, Deputy Controller, Assistant Controller, Inspector
এই
whole host of officers will have to be appointed
কিন্তু এ পর্যন্ত ডিপার্টমেন্টের কৃতিত্ব হল একজন অফিসারকে তাঁরা তৈরি করে নিয়ে এসেছেন। এই একজন অফিসার দিয়ে যতটা এরিয়ায় এ'রা আইন চালু করতে পারবেন তা একবার ভেবে দেখবেন। সেইজন্য আমি তৃতীয় পর্যায়ে একথা বলছি যে সুধীরবাবু, মিহিরবাবু যা বলেছেন তার সঙ্গে আমি একমত এবং আমি কেবল বলছি যে এরিয়া সিলেক্ট করবার সময় তার পরিধি বিবেচনা করবার সময় যেন তিনি খেয়াল রাখেন যে তার সেই সম্পত্তি আছে কী না, ম্যানুফ্যাকচারিং ক্যাপাসিটি, পার্সোনাল ক্যাপাসিটি আছে কী না। এবং এখন তিনি দুই বছর সময় পাবেন যে এরিয়াতে এই আইন চালু করবেন সেই এরিয়াতে এই দুই বছর নূতন ও পুরাতন ওজন কো-একজিস্ট করবে এবং এই দুই বছরের একটা এরিয়াতে যদি তিনি ভাল করে আইন চালু করতে পারেন তখনই তার অধিকার হবে আরও এরিয়া বাড়ান এবং সারা বাংলাদেশে ১০ বছরের মধ্যে এই আইন চালু করবার যে আইন আছে তাতে তার অধিকার হবে আইন চালু করতে। এই বলে আমি অ মার বক্তব্য শেষ করছি।

Dr. Golam Yazdani:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মন্ত্রী মহাশয় যে স্ট্যান্ডার্ডস অফ ওয়েটস এ্যান্ড মেজার্স বিলটা আমাদের সামনে এনেছেন তা আমরা সমর্থন করি তবে আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থা দেখে যে রকম ভাবে প্রভিশন এই বিলের মধ্যে থাকা উচিত ছিল তা নেই। কোথায় প্রথমতঃ আরম্ভ হবে তা ঠিক বলা নেই, কোন্ কোন্ জায়গায় কোন্ সময় এই আইন চালু হবে তা ঠিক করার আগে সেখানকার জনসাধারণকে শিক্ষিত কোরে তোলার জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে তার কোন প্রভিশন এখানে নাই। আপাতত এটা যদি থাকত যে বর্তমান যে ওজন এবং মাপের পদ্ধতি রয়েছে সেটা পুরাতন এবং নতুন এই দুটো এক সঙ্গে বহুদিন যাবৎ চলা উচিত ছিল। তারপর যখন নতুন ওজন ও মাপের সঙ্গে লোকে পরিচিত হবে তখন ধীরে ধীরে সমস্ত পদ্ধতিটা নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আইনের ভিতর এরকম কোন কথা নাই। তার পর বিলের মধ্যে এমন কতকগুলি ত্রুটি রয়েছে যা সংশোধন না হলে জনসাধারণের পক্ষে অত্যন্ত অসুবিধা হবে। প্রথমেই যদি আমরা দেখি তাহলে দেখতে পাই ওজন নিয়ে যখন কোন একটা অফেন্স হচ্ছে যে কেউ করুক না কেন, ক্রেতা কিম্বা বিক্রেতা কোথাও যদি কেউ কাউকে ঠকাচ্ছে সেখানে গিয়ে যদি ইনস্পেক্টর হাজির হয় তাহলে আমরা এই বিলের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি ইনস্পেক্টর সেটা ঠিক করে দিতে পারবে।

[6-20—6-30 p.m.]

কিন্তু এখানে যাদের জিনিসগুলি তুলে নেওয়া হবে, তাদের দাম দেওয়া হবে, সে বিষয় কোন সঠিক নিয়ম বা নীতি নির্ধারিত করা নেই। কাজেই আমার মনে হয় কোন একটা জিনিস যা বিক্রি করা হয়ে গিয়েছে, তা ইনস্পেক্টর সিজ্ করে নেবে এবং এই জিনিসের দাম তাদের দেওয়া হবে না। সুতরাং এখানে যেমন ধারাটি রয়েছে, তাতে দেখতে পাই যদি কোন শিল্ড প্যাকেট ইনস্পেক্টর সন্দেহ বশতঃ তার ভিতর কি আছে, তার ওজন ঠিক আছে কি না দেখে এবং সেটা ঠিক হোক বা না হোক, তাহলে তার প্রকৃত দাম, বিক্রেতা, যার কাছ থেকে নেওয়া হচ্ছে, তাকে দেওয়ার একটা নিয়ম আছে। কিন্তু যখন কোন লোকের কাছ থেকে সেই জিনিস পাওয়া গেল, যার কোন একটা ভুয়া ওজন দিয়ে রেখেছে, তখন তার ন্যায্য মূল্য, যে মূল্যটা ব্যবসায়ীকে বা

XXI

Assembly Proceedings

Official Report

West Bengal Legislative Assembly

Twenty-first Session

(December, 1958-January, 1959)

(From 15th December, 1958 to 2nd January, 1959)

The 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 22nd, 23rd, 26th, 27th, 29th, 30th December, 1958 and 2nd January, 1959

West Bengal Legislature Library
Accn No. 238
Date 28 FEB 1962
Catalog No. 328.54/331
Price ...

Published by authority of the Assembly under Rule 134 of the West Bengal Legislative Assembly Procedure Rules

Santipur Water-supply Scheme

***53.** (Admitted question No. *915.) **Sj. Haridas Dey:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Health Department be pleased to state—

(*a*) whether Government have taken any decision on the scheme for water-supply of the Santipur Municipality which has been submitted in the year 1955; and

(*b*) if so, how Government propose to assist the Municipality to implement the scheme?

The Minister of State for Health (the Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray): (*a*) The scheme is proposed to be taken up during the Second Plan period subject to the availability of funds for the purpose from the Government of India.

(*b*) By sanctioning grant to the extent of ¾ of the estimated cost of the scheme and the remainder as loan, if necessary.

[3-50—4 p.m.]

Sj. Haridas Dey:
সেকেন্ড প্ল্যান পিরিয়ডএর মধ্যে এই স্কীম নেওয়া হবে কিনা?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:
আমি তো বলেছি গ্রান্ট হয়েছে, ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট থেকে এলে পরই হবে।

Sj. Haridas Dey:
দু' বছর আগে তদন্ত করে পাবলিক হেল্‌থ ডিপার্টমেন্ট ১১ লক্ষ টাকার স্কীম স্যাংশন করেছিলেন, সুপারিশ করেছিলেন—সেটার কি হ'ল?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray:
এই সেই স্কীম, এটা হবে
subject to the sanction of the India Government.

Sj. Haridas Dey:
মন্ত্রিমহাশয় জানেন কি যে, এই মিউনিসিপ্যালিটি এলাকায় জলকষ্ট আছে?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:
জলকষ্ট নিবারণের জন্যই এইসব স্কীম করা হচ্ছে।

Sj. Haridas Dey:
মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃপক্ষ ওয়ান-থার্ড লোন নিতে রাজী হয়েছে কিনা?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:
সেকথা এখন বলতে পারি না।

Sj. Narayan Chobey:
মন্ত্রি মহাশয় বলতে পারেন কি, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অল্প কিছুদিন আগে ওয়েস্ট বেঙ্গলএ জল সাপ্লাই করবার জন্য ৪ কোটি টাকা স্যাংশন করেছিলেন?

Sj. Bhupal Chandra Panda:

একটা সময় বলতে পারেন?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:

কবে হবে বলতে পারি না, ওটা ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টের ব্যাপার।

Sj. Provash Chandra Roy:

এন ই এস ব্লকগুলি কোন্ সালের মধ্যে শেষ করবার পরিকল্পনা সরকার করেছেন?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:

৩৪০টি সেকেন্ড প্ল্যান পিরিয়ডএ কমপ্লিট করবার কথা এবং ১১৮টি হয়েছে, বাদবাকি যতদূর সম্ভব চেষ্টা হচ্ছে।

Sj. Provash Chandra Roy:

জেলা ডেভেলপমেন্ট কমিটি কর্তৃক থানা এন ই এস ব্লক অন্তর্ভুক্ত করবার জন্য যেভাবে সুপারিশ করা হয়েছে সেইভাবেই কি হবে?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:

কিছুই বলা যায় না, অনেক কিছুরই উপর নির্ভর করে।

Mr. Speaker: The question time over.

[4—4-10 p.m.]

Adjournment Motion

Sj. Jyoti Basu:

স্পীকার মহাশয়, আজকে আপনার একটা রুলিং দেবার কথা ছিল, সেই রুলিং দেবার পর আমি অ্যাডজর্নমেন্ট মোশন আনব না আগে আনব?

Mr. Speaker: You can have your own choice. The Secretary informs me that according to the rules, the adjournment motion must come up first, and the ruling will follow later.

Sj. Jyoti Basu:

আপনি তো আবার এটা রুল আউট করেছেন। আমি তা হ'লে একটু পড়ি, পড়বার নিয়ম তো আছে—

"The proceedings of the Assembly do now adjourn to raise a discussion of urgent public importance and of recent occurrence, namely, statement of the Chief Minister, Government of West Bengal, made on the floor of the Assembly on 17th December, 1958, informing the members that he is not aware about details of consultation held between the Government of India and the Revenue officers of West Bengal on the matter of decision to transfer a part of Berubari Union in Jalpaiguri district to Pakistan and that neither his opinion nor the opinion of the Government of West Bengal were sought or given in the matter of transfer."

মোট চার জন মোশনটা এনেছেন—এটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস ব'লে আমরা একসঙ্গে এটা দিয়েছি। এখানে যাদের নাম নেই তাদেরও সবাই বোধ হয় এ বিষয়ে একমত যে, এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। আপনি কোন কারণ দেখান নি যে, কেন কনসেন্ট রিফিউজ করলেন। তবু একটা কথা বলব, এর আগের দিন এ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন যে, আমাদের সংবিধানে এরকম ব্যবস্থা আছে যে, কোন সেন্ট্রাল বিল আনতে হ'লে আমাদের

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

GOVERNOR

Sreemati PADMAJA NAIDU.

MEMBERS OF THE COUNCIL OF MINISTERS

The Hon'ble Dr. BIDHAN CHANDRA ROY, Chief Minister and Minister-in-charge of the Home Department except the Police and the Defence Branches, Departments of Finance, Development, Co-operation and Cottage and Small-Scale Industries.

The Hon'ble PRAFULLA CHANDRA SEN, Minister-in-charge of the Department of Food, Relief and Supplies and the Department of Refugee Relief and Rehabilitation.

*The Hon'ble KALI PADA MOOKERJEE, Minister-in-charge of the Police and Defence Branches of the Home Department.

The Hon'ble KHAGENDRA NATH DAS GUPTA, Minister-in-charge of the Department of Works and Buildings and the Department of Housing.

The Hon'ble AJOY KUMAR MUKHERJI, Minister-in-charge of the Department of Irrigation and Waterways.

The Hon'ble HEM CHANDRA NASKAR, Minister-in-charge of the Department of Fisheries and of the Forests Branch of the Department of Agriculture, Animal Husbandry and Forests.

The Hon'ble SYAMA PRASAD BARMAN, Minister-in-charge of the Department of Excise.

The Hon'ble Dr. RAFIUDDIN AHMED, Minister-in-charge of the Department of Agriculture, Animal Husbandry and Forests except the Forests Branch.

The Hon'ble ISWAR DAS JALAN, Minister-in-charge of the Departments of Law and Local Self-Government and Panchayats.

The Hon'ble BIMAL CHANDRA SINHA, Minister-in-charge of the Department of Land and Land Revenue.

The Hon'ble BHUPATI MAJUMDAR, Minister-in-charge of the Departments of Commerce and Industries and Tribal Welfare.

The Hon'ble ABDUS SATTAR, Minister-in-charge of the Department of Labour.

*The Hon'ble RAI HARENDRA NATH CHAUDHURI, Minister-in-charge of the Department of Education.

MINISTERS OF STATE

The Hon'ble PURABI MUKHOPADHYAY, Minister of State for the Jails Branch of the Home Department and for the Department of Refugee Relief and Rehabilitation.

The Hon'ble TARUN KANTI GHOSH, Minister of State for the Departments of Development and Refugee, Relief and Rehabilitation.

The Hon'ble Dr. ANATH BANDHU ROY, Minister of State in charge of the Department of Health.

*Member of the West Bengal Legislative Council.

GOVERNMENT BILLS

The West Bengal Estates Acquisition (Second Amendment) Bill, 1958

Sj. Bhupal Chandra Panda:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, গতকালের আলোচনাপ্রসংগে আমি বলেছিলাম যে, ছোট মধ্যস্বত্বাধিকারীদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা যা আইনে ধার্য রয়েছে তা পাবার ক্ষেত্রে সরকারী যা অব্যবস্থা আছে তা চূড়ান্ত। আমরা দেখেছি এইসমস্ত ছোট ছোট জমির মালিক মধ্যস্বত্বাধিকারী যাঁরা ছিলেন তাঁদের স্বল্প সম্পত্তি চ'লে যাবার পর তাঁদের অন্তর্বর্তিকালীন স্বল্প ক্ষতিপূরণের অর্থ পেতে অনেক ক্ষেত্রে অধিক পরিমাণ অর্থ খরচ হয়ে যায়। অর্থাৎ তাদের কম্পেনসেশন পাওয়া টাকার কিছুই কাজে লাগে না। আমি কালকের বক্তৃতার পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। কিন্তু আমি সেইসংগে বলতে চাই যে, স্বল্প আয়ের সম্পত্তির মধ্যস্বত্বাধিকারীদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থার দিকে সরকার যদি বিশেষভাবে নজর না দেন তা হ'লে বর্তমানে তাদের যে আর্থিক সংকট দেখা দিয়েছে তা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না। আমাদের জেলার গড়বেতা থানায় যেসমস্ত ছোট মধ্যস্বত্বাধিকারীরা আছেন তাঁরা সম্মেলন ক'রে সরকারকে তাঁদের অভিযোগ জানিয়েছেন, কিন্তু তার কোন পরিবর্তনের লক্ষণ আজও আমরা দেখছি না। যেসমস্ত স্বল্প আয়ের দেবোত্তর সম্পত্তির মধ্যস্বত্বাধিকারী ছিলেন তাঁদের দূর গ্রামাঞ্চল থেকে জেলা কেন্দ্রে এসে কম্পেনসেশনের অংশ আদায় করতে গিয়ে যে পরিমাণ অর্থের খরচ হয় তার ফলে তাঁদের আর কেউ জেলা কেন্দ্রে আসতে চান না। এই হ'ল স্বল্প মধ্যস্বত্বাধিকারীদের অবস্থা। অন্যদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, বড় বড় জমির মালিক যারা বড় বড় আয়ের মধ্যস্বত্বাধিকারী যারা তাদের সম্বন্ধে সরকারের সমস্ত রাস্তাই সব সময় খোলা রয়েছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, সরকার থেকে যে কম্পেনসেশনের অংশ তাঁদের জন্য আইনত ধার্য হয়েছে তা তাঁরা নিয়মিত পান। অধিকন্তু সেই কম্পেনসেশনের আরও বহুগুণ আদায় ক'রে নেওয়া অর্থ পুষিয়ে নেবার জন্য তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন পন্থা অবলম্ব করেছেন। আমি আপনার মাধ্যমে মন্ত্রিমহাশয়কে জানাতে চাই যে, এইসমস্ত বড় বড় মধ্যস্বত্বাধিকারীরা অর্থাৎ জমিদার, জোতদার—আজকে গ্রামাঞ্চলে এমন অবস্থা সৃষ্টি করেছে যে, তাতে গ্রামের কৃষির অর্থনীতিকে বিরাটভাবে আঘাত করছে এবং তাতে তীব্র খাদ্যসংকটও সৃষ্টি হচ্ছে। এই বড় বড় জমির মালিক জমিদাররা তাদের সীমাবদ্ধ যে জমি সেই জমি রাখার পরিবর্তে তারা বাড়তি জমি আরও বেশি ক'রে রাখবার জন্য যে অভিনব কৌশল অবলম্বন করেছেন জমিদারী দখল আইনের মধ্য দিয়ে তাতে গ্রামাঞ্চলে কৃষকের উপর প্রচন্ড আঘাত আনছে এবং আমাদের খাদ্য উৎপাদনকেও বানচাল ক'রে দিচ্ছে। আমি উদাহরণস্বরূপ দু'-একটা কথা বলতে চাই। আমাদের মেদিনীপুর জেলার মহিষাদল রাজ এস্টেট—গতবারে এই হাউসে তিনি সভ্য ছিলেন এবং সিলেক্ট কমিটির সভ্য ছিলেন ব'লে জমিদারী উচ্ছেদ আইনের আগেই হাজার হাজার বিঘা জমি এমনভাবে বিক্রি করেছেন, বেনামী হস্তান্তর করেছেন জমিদারী দখল আইনকে ফাঁকি দিয়ে যে তাতে তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা ইতোমধ্যেই ক'রে নিয়েছেন। শুধু তাই নয় তাঁর সমস্ত খাস জমি বন্দোবস্ত নামার মাধ্যমে হাজার হাজার কৃষক, ভাগচাষী, ঠিকাচাষী যারা এই জমিতে আসীন ছিল তাদের উচ্ছেদ ক'রে দিয়েছেন এবং তার ফলে তারা আজ ব্যাপকভাবে উচ্ছেদ হয়ে ভূমিহীন হয়ে গিয়ে দিনমজুরে পরিণত হয়েছে।

[4-55—5 p.m.]

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এদিক থেকে আমি বলব যে, মন্ত্রিমহাশয় যে এরকম টুকরো টুকরোভাবে সংশোধনী আনছেন এর কোন মূল্য থাকে না যদি না সামগ্রিকভাবে জমিদারী দখল আইনে যেসমস্ত ত্রুটি আছে সেগুলিকে সংশোধন করার জন্য তিনি একটা বিল আনেন। এইসমস্ত বড় বড় জমির মালিক মহিষাদলের রাজা কিংবা বড় বড় জোতদার, রায়তী কৃষক তারা তাদের বাড়তি জমি হস্তান্তর করেছে যার ফলে সেইসমস্ত জমিতে যেসব ভাগচাষী ছিল তারা আজকে নতুন নতুন মালিকের সম্মুখীন হচ্ছে। আমরা জানি বড় বড় জমির মালিকেরা নতুন নতুন কায়দাতে নিজেদের আত্মীয়স্বজনের বন্ধুবান্ধবের নামে সমস্ত জমি বেনামীতে রেখেছে, হাজার রকমের দলিল তৈরি ক'রে। রেজিস্ট্রি অফিসে সরকার থেকে সেরকম কোন নির্দেশনামা ছিল না যে ২৫ একরের উদ্বৃত্ত জমির মালিক যদি কোন জমি হস্তান্তর করতে

DEPUTY MINISTERS

Sj. SATISH CHANDRA RAY SINGHA, Deputy Minister for the Transport Branch of the Home Department.

Sj. SOURINDRA MOHAN MISRA, Deputy Minister for the Departments of Education and Local Self-Government and Panchayats.

Sj. TENZING WANGDI, Deputy Minister for the Department of Tribal Welfare

Sj. SMARAJIT BANDYOPADHYAY, Deputy Minister for the Department of Agriculture, Animal Husbandry and Forests.

Sj. RAJANI KANTA PRAMANIK, Deputy Minister for the Relief and Supplies Branches of the Department of Food, Relief and Supplies.

*Sj CHITTARANJAN ROY, Deputy Minister for the Department of Co-operation, and Cottage and Small-Scale Industries.

Janab SYED KAZEM ALI MEERZA, Deputy Minister for the Department of Commerce and Industries.

Janab Md. ZIA-UL-HUQUE, Deputy Minister for the Department of Health.

Srijukta MAYA BANERJEE, Deputy Minister for the Department of Refugee Relief and Rehabilitation.

Sj. CHARU CHANDRA MAHANTY, Deputy Minister for the Food Branch of the Department of Food, Relief and Supplies.

Sj. JAGANNATH KOLAY, Deputy Minister for the Publicity Branch of the Home Department and Chief Government Whip.

Sj. NARBAHADUR GURUNG, Deputy Minister for the Department of Labour.

Sj. ARDHENDU SEKHAR NASKAR, Deputy Minister for Police Branch of Home Department.

*Sj. ASHUTOSH GHOSH, Deputy Minister for the Department of Food, Relief and Supplies.

PARLIAMENTARY SECRETARIES

*Janab MOHAMMAD SAYEED MIA, Parliamentary Secretary for Relief Branch of the Department of Food, Relief and Supplies.

Sj. SANKAR NARAYAN SINGHA DEO, Parliamentary Secretary for Department of Health.

Sj. NISHAPATI MAJHI, Parliamentary Secretary for Department of Fisheries and the Forests Branch of the Department of Agriculture, Animal Husbandry and Forests.

Janab MD. AFAQUE CHOWDHURY, Parliamentary Secretary for the Development Department.

Sj. KAMALA KANTA HEMBRAM, Parliamentary Secretary for Development and Labour Departments.

---

*Member of the West Bengal Legislative Council.

বলতে হচ্ছে যে, এই দপ্তরগুলিতে বড় ঘুষের প্রাদুর্ভাব রয়ে গেছে। কোন কোন অফিসারের সম্পর্কে আমরা মন্ত্রিমহাশয়কে জানিয়েছি যে, তাঁদের সম্বন্ধে এগুলি শোনা যাচ্ছে ব'লে একটা এনকোয়ারি করা হোক। কারণ কম্পেনসেশন অফিসের ওপরওয়ালা যদি খারাপ হয় তা হ'লে তার সুযোগ নিয়ে নিচের যতদূর পর্যন্ত যাঁরা আছেন তাঁরাও এর সুযোগ নিয়ে রোজগার করবার চেষ্টা করে। সেজন্য যাতে ঠিক সময় কম্পেনসেশন দেওয়া হয় তার ব্যবস্থা করুন। আর একটা কথা হ'ল যে, এই বিলের উপর যেসমস্ত অ্যামেন্ডমেন্ট আনা হয়েছে সেগুলো যেন তিনি যথাসম্ভব পারেন গ্রহণ করেন। এ বিষয়ে আপনাদের দায়িত্ব যেমন আমাদেরও দায়িত্ব কম নয়। খবরের কাগজের মারফত আপনারা দেখছেন ভাগচাষী যে জমি চাষ করছে সেই জমি যে কার তার ঠিক নেই। আপনারা ইতোমধ্যে কিছু এজেন্ট নিয়োগ করেছেন অর্থাৎ এই এজেন্টরা ভাগচাষীর কাছ থেকে ধান আদায় করবে। আবার ভাগচাষীরা সরকারকে খাজনা দেবে। এটা কতখানি কারেক্ট মন্ত্রিমহাশয় আপনি আমাদের জানাবেন। কারণ কার কাছে তারা ধান দেবে এটা নিয়ে বড় মুশকিল হয়েছে। তাদের কাগজপত্র, দলিল ইত্যাদি আছে এবং তারা সরকারকে জমিদার ব'লে মনে করে কিন্তু দেখা গেছে যে পুরানো জমিদার সেখানে বন্দুক নিয়ে গিয়ে হামলা ক'রে সমস্ত ধান জোর ক'রে কেড়ে নিয়ে যান। এইসব কারণে সেখানে বর্তমানে রীতিমত অরাজকতা শুরু হয়েছে। আমাদের জেলায় এইরকম হয়েছে এবং এ বিষয়ে বহু রিপোর্টও হয়েছে। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটএর সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি বললেন যে, আপনারা তো লাল ঝাণ্ডা উড়িয়ে ধান সব নিয়ে যাচ্ছেন। এইসব রিপোর্ট মিথ্যা। কিন্তু জমিদার যেখানে বন্দুক সহ অ্যারেস্ট হ'ল সেখানে কেন প্রশ্ন তোলা হয় না। তাঁরা যখন গুলী করেন সেই অবস্থায় তাঁদের থানায় ধ'রে নিয়ে গেলে তাঁদের কিছু বলা হয় না, কিন্তু কৃষক যারা নিজেদের লাইফ সেভ করল তাদেরই সেখানে অ্যারেস্ট ক'রে থানায় পুরে দেওয়া হ'ল। এইরকম অবস্থাই সৃষ্টি হচ্ছে। তারপর ট্রান্সফার অফ ল্যান্ড সম্বন্ধে আমরা হাজার হাজার কেস দিচ্ছি, কিন্তু আজ পর্যন্ত তার কোন এনকোয়ারিই হচ্ছে না।

[6-5—6-15 p.m.]

নানাদিক থেকে নানাভাবে ট্রান্সফার হচ্ছে। ট্রান্সফার অব ল্যান্ডস এত হয়ে গেছে যে, শেষ পর্যন্ত জমিদারী উচ্ছেদের যে মূল উদ্দেশ্য ছিল—বাড়তি জমি ক্ষেতমজুর গরিব কৃষক পাবে, সেই উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে। জমি তো আর বাতাস নয় যে, আকাশে উড়ে গেল তবে জমি গেল কোথায়? আপনাদের হিসাবমত অনেক জমি ছিল কিন্তু যখন জমিদারী উচ্ছেদ শুরু করলেন তখন সমস্ত জমি উড়ে গেল। আপনারা জানেন যে, অনেক জমি ম্যালাফাইড ট্রান্সফার হয়ে গেছে। আমরা তার অনেক হিসাব দিচ্ছি কিন্তু আপনারা কিছুই করলেন না। আপনাদের এত পুলিস লস্কর আছে তারা এতে কোনরকম হস্তক্ষেপ করছে না। কিন্তু ভাগচাষীকে ধরবার জন্য হাজার হাজার পুলিস দৌড়ায়। এসব জিনিসগুলি কেন হয় তা বুঝা দরকার। আপনাদের আইনের মধ্যে দুর্বলতা আছে, গলদ আছে। আপনাদের আইনের ভাল দিক যেটুকু আছে সেটুকু কার্যকরী করার জন্য কোন ব্যবস্থা করেন নি। জমিদারী উচ্ছেদ আইনটা অবশ্য বিমলবাবুর আমলে হয় নি। বিমলবাবুর ল্যান্ড ইকনমি সম্পর্কে, আমরা আজও বিশ্বাস করি, যথেষ্ট জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা আছে—তিনি চান কিছু ভাল হোক। কিন্তু তিনি এতদিন তো এসেছেন, এর ভেতর যা যা দুর্বলতা ছিল সেগুলি দূর করার জন্য তিনি ভালভাবে একটা অ্যামেন্ডমেন্ট আজও পর্যন্ত আনলেন না। যেটুকুন নিয়ে এসেছেন তাও বহু দেরিতে এনেছেন। যেসমস্ত ল্যান্ড ট্রান্সফারড হয়ে গেছে আপনাদের ক্ষমতা হবে না সেগুলি আর বের করার, আইনের নানা প্যাঁচ দিয়ে তারা সমস্ত জিনিস ঠিক ক'রে নিয়েছেন। সেজন্য বলি যে, এরকম টুকরা টুকরা বিল এনে কোন কিছুই হবে না। জমিদারী উচ্ছেদের মূল লক্ষ্য ছিল জমিদারী প্রথাকে নষ্ট করবেন, ভূমিহীন কৃষকদের হাতে জমি দেবেন, গ্রামাঞ্চলে অর্থনীতির উন্নতি করবেন, কিন্তু সেসব কিছুই আজও হয় নি। আজকে গ্রামের অর্থনীতির দিকে তাকালে কি দেখতে পাই? ফুড প্রোডাকশন ক্রমশ কমছে, এ বিষয়ে কোন ব্যবস্থা আপনারা গ্রহণ করেন নি। এখনও আপনারা করতে পারেন যদি ইচ্ছা থাকে। জমি আজও আপনারা ঠিকভাবে বণ্টন করেন নি, যেগুলি আপনারা পেয়েছেন সেগুলি সাময়িকভাবে বণ্টন হচ্ছে আমরা জানি। আপনার কাছে বহু কেস দিতে পারি যে, ৫০ বিঘা ৬০ বিঘা জমি যার হাতে আছে সে ল্যান্ড রেকর্ডস অফিসে গিয়ে সব বন্দোবস্ত ক'রে ফেলছে—তারা চালাক

WEST BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY

PRINCIPAL OFFICERS AND OFFICIALS

The Speaker .. .. The Hon'ble SANKARDAS BANERJI.

Deputy Speaker .. .. Sj. ASHUTOSH MALLICK.

SECRETARIAT

Secretary .. .. Sj. AJITA RANJAN MUKHERJEA, M.SC., B.L.

Special Officer .. .. Sj. CHARU CHANDRA CHOWDHURI, B.L., Advocate.

Deputy Secretary .. .. Sj. A. K. CHUNDER, B.A. (HONS.) (CAL.), M.A., LL.B. (CANTAB.), LL.B. (DUBLIN), Barrister-at-law.

Assistant Secretary .. Sj. AMIYA KANTA NIYOGI, B.SC.

Registrar .. .. Sj. SYAMAPADA BANERJEA, LL.B.

Legal Assistant .. .. Sj. BIMALENDU CHAKRAVARTY, B.COM., B.L.

Editor of Debates .. .. Sj. KHAGENDRANATH MUKHERJI, B.A., LL.B.

লোক, লেখাপড়া-জানা লোক, কাজেই কায়দা-কানুন তারা সব জানে। যেটুকু ভাল জমি আছে তারা সেগুলো সার্টেন পিরিয়ডের জন্য এখন বন্দোবস্ত ক'রে দিচ্ছে যেহেতু আপনাদের কোন পলিসি বা প্রোগ্রাম নেই ক্ষেতমজুর বা গরিব চাষীদের জমি দেওয়ার ব্যাপারে। যেটুকু জমি পেলেন সেটুকু জমি নিয়ে আপনার ডিপার্টমেন্টকে জরুরী নির্দেশ দিন যে, সেই জমি অন্য কোন লোককে দেবে না, লোকালিটির গরিব লোককে দেবে—এরকম কোন নির্দেশ আপনার নেই। সেজন্য বলি যে, এরকম টুকরা টুকরা বিল এনে সাময়িকভাবে হয়ত কিছু রিলিফ হ'তে পারে কিন্তু আসলে স্থায়িভাবে কিছুই হবে না। আপনাদের এস্টেটস অ্যাকুইজিশন অ্যাক্টের উদ্দেশ্য ভাল, তার দ্বারা বাংলাদেশের একটা পরিবর্তন আনতে চাচ্ছেন, কিন্তু আসলে পরিবর্তন আনা তো দূরের কথা বরং যারা চাষী ছিল তারা সব উচ্ছেদ হয়ে গেল, জমি যার যা কিছু ছিল সেসব ঠিকমত বন্দোবস্ত ক'রে নিল। সেজন্য আপনাকে অনুরোধ করছি যে, আপনি থাকতে অন্তত একটা কিছু করুন। এইভাবে যদি আপনারা চলেন তা হ'লে আপনাদের বিপদ আছে এই আমার বক্তব্য।

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: Mr. Speaker Sir, I don't think, I shall make a lengthy speech. About the question of land reform and land settlement, the honourable member may be aware that a fairly comprehensive bill has been brought and is being referred to the Select Committee. As I made it clear in the last budget session of the House, there has to be piecemeal changes in the Act because we are in a state of flux. Wherever we find there are loopholes because of economic exigencies and other factors I think it is incumbent on the Government to bring a Bill and stop mal practices. Therefore, for some time to come there are bound to be certain amendments, sometimes of a fundamental nature, and sometimes even of fragmentary and piecemeal nature. As a matter of fact, a comprehensive Bill has been brought forward and if necessary others will be brought forward. With these words I submit my motion for the acceptance of the House.

The motion of the Hon'ble Bimal Chandra Sinha that the West Bengal Estates Acquisition (Second Amendment) Bill, 1958, as settled in the Assembly, be passed, was then put and agreed to.

WEST BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY

ALPHABETICAL LIST OF MEMBERS

A

(1) Abdul Hameed, Hazi. [Hariharpur—Murshidabad.]
(2) Abdulla Farooquie, Janab Shaikh. [Garden Reach—24-Parganas.]
(3) Abdus Sattar, Janab. [Ketugram—Burdwan.]
(4) Abdus Shokur, Janab. [Canning—24-Parganas.]
(5) Abul Hashem, Janab. [Magrahat—24-Parganas.]

B

(6) Badiruddin Ahmed, Hazi. [Raiganj—West Dinajpur.]
(7) Badrudduja, Janab Syed. [Raninagar—Murshidabad.]
(8) Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath. [Rajnagar—Birbhum.]
(9) Bandyopadhyay, Sj. Smarajit. [Haringhata—Nadia.]
(10) Banerjee, Dr. Dhirendra Nath. [Balurghat—West Dinajpur.]
(11) Banerjee, Sjkta. Maya. [Kakdwip—24-Parganas.]
(12) Banerjee, Sj. Profulla Nath. [Basirhat—24-Parganas.]
(13) Banerjee, Sj. Subodh. [Joynagar—24-Parganas.]
(14) Banerjee, Dr. Suresh Chandra. [Chakdah—Nadia.]
(15) Banerji, Sj. Sankardas. [Tehatta—Nadia.]
(16) Barman, Sj. Syama Prasad. [Raiganj—West Dinajpur.]
(17) Basu, Sj. Abani Kumar. [Uluberia—Howrah.]
(18) Basu, Sj. Amarendra Nath. [Burtolla South—Calcutta.]
(19) Basu, Dr. Brindabon Behari. [Jagatballavpur—Howrah.]
(20) Basu, Sj. Chitto [Barsat—24-Parganas.]
(21) Basu, Sj. Gopal. [Naihati—24-Parganas.]
(22) Basu, Sj. Hemanta Kumar. [Shampukur—Calcutta.]
(23) Basu, Sj. Jyoti. [Baranagar—24-Parganas.]
(24) Basu, Dr. Monilal. [Bally—Howrah.]
(25) Basu, Sj. Satindra Nath. [Gangarampur—West Dinajpur.]
(26) Bera, Sj. Sasabindu. [Shyampur—Howrah.]
(27) Bhaduri, Sj. Panchugopal. [Serampore—Hooghly.]
(28) Bhagat, Sj. Budhu. [Mal—Jalpaiguri.]
(29) Bhagat, Sj. Mangru. [Mal—Jalpaiguri.]
(30) Bhandari, Sj. Sudhir Chandra. [Maheshtala—24-Parganas.]
(31) Bhattacharjee, Dr. Kanailal. [Howrah South—Howrah.]
(32) Bhattacharjee, Sj. Panchanan. [Noapara—24-Parganas.]
(33) Bhattacharjee, Sj. Shyamapada. [Jangipur—Murshidabad.]

Note.—Sj. stands for Srijut, and Sjkta. stands for Srijukta.

আমি দেখলাম মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় প্রস্তাব উত্থাপনের সময় খুব চঞ্চল হয়ে উঠলেন এবং নানাভাবে তিনি বিরোধিতা করবেন। অবশ্য তিনি যে কেন করবেন তা আমি অন্ততঃ একটু উপলব্ধি করছি। কেন না সাহায্য পায় না যে সমস্ত স্কুল সেই সমস্ত স্কুলকে সাহায্য দেওয়ার ব্যাপারে শিক্ষাদপ্তর যে নীতি অনুসরণ কোরে চলেছেন সেই নীতির ভিতর অনেকগুলি কারণ রয়েছে, যা শুধু হৃদয়হীনতার নয়, উপেক্ষা—তাও নয়, কতকগুলি জিনিস এমন রয়েছে যাকে বলা যায়—আমার কথাটা একটু কঠোর হ'তে পারে—প্রতারণা। সেটার জন্য আমি কতকগুলো ঘটনা দেখব। প্রথম কথা, মুদালিয়র কমিশন এবং দে কমিশন উভয়েই এই কথা বার বার বলেছেন যে পশ্চিমবঙ্গে বেসরকারী স্কুলের সংখ্যা বেশী, এবং স্কুলগুলিতে সরকারী সাহায্য যা দেওয়া হয়, সেটা অন্যান্য প্রদেশের তুলনায়—বিশেষতঃ বোম্বাই, উত্তরপ্রদেশ ও মাদ্রাজের তুলনায় অত্যন্ত কম। তাঁরা বিশেষ কোরে বলে গেছেন যে, যারা সাহায্য পায় এবং যারা সাহায্য পায় না এরকম স্কুলের প্রভেদ থাকা উচিত নয়। সমস্ত স্কুলকেই সাহায্য দেওয়া উচিত, এবং সাহায্য দেওয়ার জন্য যে ধরনের মান—শিক্ষার মান, বা শিক্ষকদের বেতনের হার ইত্যাদি—সেগুলি পুরোপুরি চালু করা উচিত। কিন্তু এখনও পর্যন্ত শিক্ষাদপ্তর সে ব্যাপারে অগ্রসর হয় নি; বরং তাঁরা সাহায্য দেওয়ার ব্যাপারে যেভাবে অগ্রসর হন সেটা আশ্চর্যজনক। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী সাহায্য পায় না যেসব স্কুল তাদের সংখ্যা নিয়ে একটা প্রশ্ন তুলেছেন। আমি যে কথাটা বলেছি সে কথা কঠোর হলেও—প্রতারণা এই যে কথাটা ব্যবহার করেছি সেটার সম্বন্ধে বলা যায় যে উনি যে ২০৯টা স্কুল দেখিয়েছেন—যে সমস্ত স্কুল সাহায্য প্রাপ্তের তালিকাভুক্ত বলে গেছেন সেইসব স্কুলের সাহায্য 'নিল', অর্থাৎ সাহায্য দেওয়ার উপযুক্ত ব'লে বিবেচনা করেছেন কিন্তু তাদের গ্র্যান্ট 'নিল'। সাহায্যপ্রাপ্তের তালিকার ভিতর থাকলেও তারা এক পয়সাও পায় না। আমি কাগজপত্র আনতে পারি নি, নাহলে দেখাতে পারতাম যে শিলিগুড়িতে 'তরাই আদর্শ বিদ্যালয়' আছে, সেটা সাহায্যের জন্য দরখাস্ত করেছে, কিন্তু তাকে 'নিল গ্র্যান্ট' দেওয়া হয়েছে। এর নামে 'চেক্ ইস্যুড্' হয়েছে, কিন্তু তার 'এমাউন্ট নিল্'।

দ্বিতীয় কথা, সাহায্য দেওয়ার ব্যাপারে তাঁরা যে নীতি অনুসরণ করছেন সেটাও অদ্ভুত। সাহায্যের জন্য যারা দরখাস্ত করেছে এবং যারা সাহায্যের উপযুক্ত ব'লে বিবেচিত হয়েছে তাদের সম্বন্ধে দে কমিশন এই কথা উল্লেখ করেছেন যে সরকারের শিক্ষাবিভাগ তাঁদের কাছে যখন সাহায্যের দরখাস্ত আসে তাঁরা সেগুলি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা না কোরে কি কোরে খরচ কমান যায়—এজনাই বিশেষ তৎপরতা দেখান। এই অভিযোগ আজ পর্যন্ত রয়েছে, তার সামান্য দুই একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি: কেদারপুর জুনিয়র হাইস্কুল, বীরভূম, তাদের ১৯৫৭-৫৮ সালে 'লাম্প গ্র্যান্ট' দেবার কথা, কিন্তু সেটা তারা পায় নি। সমস্ত তালিকা সময়াভাবে পড়তে পারব না। শিক্ষামন্ত্রী যদি চান ত সময় থাকলে তাঁকে দেখাব। কিন্তু সাহায্য দেওয়ার ব্যাপারে যে নীতি তাঁরা অনুসরণ করেন সেটা বিশদভাবে আলোচিত হওয়া প্রয়োজন। কোন স্কুল যদি সাহায্যের জন্য দরখাস্ত করে তাহলে ও'রা করেন কি? শিক্ষাদপ্তর, বা বিশেষভাবে বলতে গেলে মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগ তারা স্কুলের শিক্ষকদের বেতনের হার ঠিক কোরে দেন। সেইটা সব চেয়ে বড় প্রহসন, এবং তাকে প্রতারণা বলতে বাধ্য হয়েছি। যে সব স্কুল সাহায্যপ্রাপ্ত নয়, সেখানে যে শিক্ষকেরা কাজ করছেন, তাঁরা ২০-২৫ বৎসর ধরে কাজ করছেন—তাঁদের কাজের সময়, তাঁদের উপযুক্ততা এবং গুণাগুণ বিবেচনা কোরে তাঁদের 'ইন্ক্রিমেন্ট' দিয়েছেন, এবং সেইভাবে তাঁদের মাহিনা দিয়েছেন। কিন্তু তারপরে যখন ঐ স্কুল সাহায্যের দরখাস্ত করে, তখন তাঁরা যেভাবে বিবেচনা করেন সেটা স্কুলের নিয়মানুযায়ী নয়, সরকার তখন শিক্ষকদের গোটা কার্যকাল বিবেচনা না কোরে, খানিকটা অদ্ভুতভাবে তাঁদের মাহিনা কমিয়ে দিয়েছেন। যাঁর ২৫ বছর চাকরী হয়েছে তার জন্য তিনি পর পর দু'বছর কোরে একটা ইন্ক্রিমেন্ট হিসাবে অনেকগুলি ইন্ক্রিমেন্ট পেতে পারেন, কিন্তু ১০-১২ বৎসর একসঙ্গে ধরে এমন একটা ধরনের ইন্ক্রিমেন্ট করেন যাতে তাঁর মাহিনা আগে যা পেতেন তা থেকে ঢের কম। যে তরাই আদর্শ বিদ্যালয়ের কথা বললাম সেখানে যে কয়েকজন শিক্ষক ১০০ টাকা বেতন পেতেন সেখানে তাঁর বেতন হয়ে গেল ৮৮ টাকা, এবং যাঁর ৮৮ টাকা বেতন ছিল তাঁর হ'ল ৭৫ টাকা। সেই হিসাবে দেখিয়ে দিলেন যে স্কুলের 'ডেফিসিট্' নাই। আর 'ডেফিসিট' যে নাই, কাজেই ঐ সবের 'নিল্ গ্র্যান্ট' ব'লে দেখিয়ে দিলেন। 'ডেফিসিট্ সিস্টেম' সম্বন্ধে দে কমিশন সুস্পষ্টভাবে বলেছিলেন

(34) Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna. [Sankrail—Howrah.]
(35) Bhattacharyya, Sj. Syamadas. [Panskura West—Midnapore.]
(36) Biswas, Sj. Manindra Bhusan. [Bongaon—24-Parganas.]
(37) Blanche, Sj. C. L. [Nominated.]
(38) Bose, Sj. Jagat. [Belighata—Calcutta.]
(39) Bose, Dr. Maitreyee. [Fort—Calcutta.]
(40) Bouri, Sj. Nepal. [Raghunathpur—Purulia.]
(41) Brahmamandal, Sj. Debendra Nath. [Kalchini—Jalpaiguri.]

C

(42) Chakravarty, Sj. Bhabataran. [Patrasayer—Bankura.]
(43) Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra. [Muchipara—Calcutta.]
(44) Chatterjee, Sj. Basanta Lal. [Ithar—West Dinajpur.]
(45) Chatterjee, Dr. Binoy Kumar. [Ranaghat—Nadia.]
(46) Chatterjee, Sj Mihirlal. [Suri—Birbhum.]
(47) Chattopadhyay, Sj. Bijoylal. [Karimpur—Nadia.]
(48) Chattopadhyay, Dr. Hirendra Kumar. [Chandernagore—Hooghly.]
(49) Chattopadhyay, Dr. Satyendra Prasanna. [Mekliganj—Cooch Behar.]
(50) Chattoraj, Dr. Radhanath. [Labpur—Birbhum.]
(51) Chaudhuri, Sj Tarapada. [Katwa—Burdwan.]
(52) Chobey, Sj. Narayan. [Kharagpur—Midnapore.]
(53) Chowdhury, Sj. Benoy Krishna. [Burdwan—Burdwan.]

D

(54) Das, Sj. Ananga Mohan. [Mayna—Midnapore.]
(55) Das, Dr. Bhusan Chandra. [Mathurapur—24-Parganas.]
(56) Das, Sj. Durgapada. [Rampurhat—Birbhum.]
(57) Das, Sj. Gobardhan. [Rampurhat—Birbhum.]
(58) Das, Sj. Gokul Behari. [Onda—Bankura.]
(59) Das, Dr. Kanailal. [Ausgram—Burdwan]
(60) Das, Sj. Khagendra Nath. [Falta—24-Parganas.]
(61) Das, Sj. Mahatab Chand. [Mahisadal—Midnapore.]
(62) Das, Sj. Natendra Nath. [Contai North—Midnapore.]
(63) Das, Sj. Radha Nath. [Dhaniakhali—Hooghly.]
(64) Das, Sj. Sankar. [Ketugram—Burdwan.]
(65) Das, Sj. Sisir Kumar. [Patashpore—Midnapore.]
(66) Das, Sj. Sunil. [Rashbehari Avenue—Calcutta.]
(67) Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra. [Sabong—Midnapore.]
(68) Das Gupta, Sj. Khagendra Nath. [Jalpaiguri—Jalpaiguri.]
(69) Dey, Sj. Haridas. [Santipur—Nadia.]
(70) Dey, Sj. Kanai Lal. [Jangipara—Hooghly.]

The motion of Sj. Sunil Das that in line 2 of the resolution after the expression "900 unaided schools", the words "and 1,700 Junior High Schools" be inserted, was then put and lost.

[4-10—4-20 p.m.]

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharya, as amended by the motion of Sj. Satyendra Narayan Masumdar, that this Assembly, taking note of the fact that Secondary teachers of about 900 unaided schools are not getting salaries in the scales prescribed by the Board of Secondary Education, West Bengal, which is detrimental to the educational interests of the State, is of opinion that the Government of West Bengal should adopt immediate measures so that the prescribed scales are made available to them and extend adequate financial aid to these schools for that purpose, was then put and a division taken with the following results:—

AYES—72.

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Dr. Brindaban Behari
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Basu, Sj. Jyoti
Bhagat, Sj. Mangru
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Bose, Sj. Jagat
Chakraverty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Dr. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Sisir Kumar
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Elias Razi, Janab
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Konar, Sj. Hare Krishna
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Satkari
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Naskar, Sj. Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Roy Choudhury, Sj. Khagendra Kumar
Sengupta, Sj. Niranjan
Taher Hossain, Janab

NOES—120.

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Prafulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Biswas, Sj. Manindra Bhusan
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Gokul Behari

(71) **Dey,** Sj. Tarapada. [Domjur—Howrah.]
(72) **Dhar,** Sj. Dhirendra Nath. [Taltola—Calcutta.]
(73) **Dhara,** Sj. Hansadhwaj. [Kulpi—24-Parganas.]
(74) **Dhibar,** Sj. Pramatha Nath. [Galsi—Burdwan.]
(75) **Digar,** Sj. Kiran Chandra. [Vishnupur—Bankura.]
(76) **Digpati,** Sj. Panchanan. [Khanakul—Hooghly.]
(77) **Dolui,** Dr. Harendra Nath. [Ghatal—Midnapore.]
(78) **Dutt,** Dr. Beni Chandra. [Howrah East—Howrah.]
(79) **Dutta,** Sjkta. Sudharani. [Raipur—Bankura.]

E

(80) **Elias Razi,** Janab. [Harishchandrapur—Malda.]

F

(81) **Fazlur Rahman,** Janab S. M. [Nakashipara—Nadia.]

G

(82) **Ganguli,** Sj. Ajit Kumar. [Bongaon—24-Parganas.]
(83) **Gayen,** Sj. Brindaban. [Mathurapur—24-Parganas.]
(84) **Ghatak,** Sj. Shib Das. [Asansol—Burdwan.]
(85) **Ghosal,** Sj. Hemanta Kumar. [Hasnabad—24-Parganas.]
(86) **Ghose,** Dr. Prafulla Chandra. [Mahisadal—Midnapore.]
(87) **Ghosh,** Sj. Bejoy Kumar [Berhampore—Murshidabad.]
(88) **Ghosh,** Sj. Ganesh. [Belgachia—Calcutta.]
(89) **Ghosh,** Sjkta. Labanya Prova. [Purulia—Purulia.]
(90) **Ghosh,** Sj. Parimal. [Beldanga—Murshidabad.]
(91) **Ghosh,** Sj. Tarun Kanti. [Habra—24-Parganas.]
(92) **Golam Soleman,** Janab. [Jalangi—Murshidabad.]
(93) **Golam Yazdani,** Dr. [Kharba-Malda.]
(94) **Gupta,** Sj. Nikunja Behari [Malda—Malda.]
(95) **Gupta,** Sj. Sitaram. [Bhatpara—24-Parganas.]
(96) **Gurung,** Sj. Narbahadur. [Kalimpong—Darjeeling.]

H

(97) **Hafizur Rahaman,** Kazi. [Bhagabangola—Murshidabad.]
(98) **Haldar,** Sj. Kuber Chand. [Jangipur—Murshidabad.]
(99) **Haldar,** Sj. Mahananda. [Nakashipara—Nadia.]
(100) **Halder,** Sj. Ramanuj. [Diamond Harbour—24-Parganas.]
(101) **Halder,** Sj. Renupada. [Joynagar—24-Parganas.]
(102) **Hamal,** Sj. Bhadra Bahadur. [Jore Bangalow—Darjeeling.]

Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Sankar
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutta, Sjta. Sudharani
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gayen, Sj. Brindaban
Ghosh, Sj. Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Haldar, Sj. Kuber Chand
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kundu, Sjta. Abhalata
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Sj. Byomkes
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Krishna Prasad
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Monoranjan
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mohammad Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhwajadhari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Muzaffar Hussain, Janab
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pati, Sj. Mohini Mohan
Platel, Sj. R. E.
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Shukla, Sj. Krishna Kumar
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Yeakub Hossain, Janab Mohammad

The Ayes being 72 and the Noes 129, the motion was lost.

Dr. Pabitra Mohan Roy: Sir, I beg to move that this Assembly is of opinion that the State Government should instal a statue of Netaji Subhas Chandra Bose as the Head of the Provisional Government of Azad Hind (Free India) in a prominent place in the city of Calcutta and that a Committee be formed with eminent public men to select the site for the purpose.

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজ এই প্রস্তাব এই সভার সামনে রাখবার জন্য আমি নিজেকে গর্বিত মনে করছি। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের একটা স্ট্যাচু কোলকাতায় যে স্থাপন করা দরকার এ বিষয়ে আমরা অনেক কথা শুনতে পাচ্ছি এবং সরকারের তরফ থেকে নাকি এ সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছে। স্বাধীনতার পরে এটা প্রায় ১২ বছর, কিন্তু এর ভেতর যারা স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিয়েছেন, ত্যাগ স্বীকার করেছেন তাঁদের স্মৃতিরক্ষার জন্য কোন ব্যবস্থাই হয় নি। অল্প কয়েক দিন আগে মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতিস্তম্ভ হিসাবে কোলকাতার বুকে একটা প্রতিমূর্তি স্থাপন করা

(103) Hansda, Sj. Jagatpati. [Gopiballavpur—Midnapore.]
(104) Hansda, Sj. Turku. [Suri—Birbhum.]
(105) Hasda, Sj. Jamadar. [Binpur—Midnapore.]
(106) Hasda, Sj. Lakshan Chandra. [Gangarampur—West Dinajpur.]
(107) Hazra, Sj. Parbati. [Tarakeswar—Hooghly].
(108) Hazra, Sj. Monoranjan. [Uttarpara—Hooghly.]
(109) Hembram, Sj. Kamalakanta. [Chhatna—Bankura.]
(110) Hoare, Sjkta. Amma. [Kalchini—Jalpaiguri.]

J

(111) Jalan, Sj. Iswar Das. [Barabazar—Calcutta.]
(112) Jana, Sj. Mrityunjoy. [Kharagpur Local—Midnapore.]
(113) Jehangir Kabir, Janab. [Haroa—24-Parganas.]
(114) Jha, Sj. Benarashi Prosad. [Kulti—Burdwan.]

K

(115) Kar, Sj. Bankim Chandra. [Howrah West—Howrah.]
(116) Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra. [Egra—Midnapore.]
(117) Kazem Ali Meerza, Janab Syed. [Lalgola—Murshidabad.]
(118) Khan, Sjkta. Anjali. [Midnapore—Midnapore.]
(119) Khan, Sj. Gurupada. [Patrasayer—Bankura.]
(120) Kolay, Sj. Jagannath. [Kotulpur—Bankura.]
(121) Konar, Sj. Hare Krishna. [Kalna—Burdwan.]
(122) Kundu, Sjkta. Abhalata. [Bhatar—Burdwan.]

L

(123) Lahiri, Sj. Somnath. [Alipore—Calcutta.]
(124) Lutfal Hoque, Janab. [Suti—Murshidabad.]

M

(125) Mahanty, Sj. Charu Chandra. [Dantan—Midnapore.]
(126) Mahata, Sj. Mahendra Nath. [Jhargram—Midnapore.]
(127) Mahata, Sj. Surendra Nath. [Gopiballavpur—Midnapore.]
(128) Mahato, Sj. Bhim Chandra [Balarampur—Purulia.]
(129) Mahato, Sj. Debendra Nath. [Jhalda—Purulia.]
(130) Mahato, Sj. Sagar Chandra. [Arsha—Purulia.]
(131) Mahato, Sj. Satya Kinkar. [Manbazar—Purulia.]
(132) Mohibur Rahaman Choudhury, Janab. [Kaliachak—Malda.]
(133) Maiti, Sj. Subodh Chandra. [Nandigram North—Midnapore.]
(134) Majhi, Sj. Budhan. [Kashipur—Purulia.]
(135) Majhi, Sj. Chaitan. [Manbazar—Purulia.]
(136) Majhi, Sj. Jamadar. [Kalna—Burdwan.]
(137) Majhi, Sj. Ledu. [Kashipur—Purulia.]
(138) Majhi, Sj. Nishapati. [Rajanagar—Birbhum.]

করেছিলেন, তিনি শা ওয়ালিস ও অন্যান্য এজেন্টসদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। যদি বলি তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে তারা যাতে কম দরে ধান কিনতে পারে তারই এখানে ব্যবস্থা করা হয়েছে, শুধু একটু সুগার কোটিং করে দেওয়া হয়েছে যাতে সহজে লোকে ধরতে না পারে, তাহলে কী দোষ হবে? প্রফুল্লবাবু বলেছেন চাষীর দর যদি বেশী কমে যায় তাহলে সরকার কিনবে। এবং এই যে সর্বোচ্চ দর বাঁধা হয়েছে সেই দরেই কিনবে। আমি জানি এই কথাতেই অনেকে বিভ্রান্ত হয়েছে। আমি যুগান্তরের সম্পাদকীয় পড়েছি, আমি অন্য কাগজেরও সম্পাদকীয় পড়েছি, তারাও বিভ্রান্ত হয়েছেন অথবা ইচ্ছা করেই ভুল বুঝেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করি কত দর কমলে, ৫-৬ টাকা হলে, তিনি কি তবে কিনবেন সেটাতো বলা নাই? সেই জন্য আমরা বলেছিলাম যে সর্বনিম্ন দর বেধে দিন এবং বলুন যে এর নীচে কমলে তারা কিনবেন। তা তারা বলছেন না কেন? তারপর দ্বিতীয় কথা হল যে কতটুকু কিনবেন? মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনি যদি প্রফুল্লবাবুর বিবৃতিটা পড়েন তাহলে দেখবেন তিনি বলেছেন "ইফ নেসেসারী," দেখুন, বলেছেন—

"requisition of rice and paddy if necessary",

তারপর হচ্ছে 'এ্যাজ এ্যান্ড হোয়েন নেসেসারী', তারপর তিনি বলেছেন—

"In certain pockets of West Bengal the cultivator may be obliged to sell paddy and rice at an uneconomic price".

তাহলে, স্যার, উনি মনে করছেন দর কমবে না। কমলেও অতি সামান্য কমে যেতে পারে। আমি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে তাদের ক্যাবিনেট সাব-কমিটির যা রিপোর্ট তাতে লেখা আছে যে সরকার এক লক্ষ টনের বেশি কিনবেন না। যদি মিল থেকে কেনেন ২৫ পারসেন্ট, গত বছর অনেক দেরীতে কিনেও আপনি কিনেছেন ৬০ লাখ ৭০ হাজার টন আর এ বছর প্রথম থেকে কিনলে মিল থেকেই তো এক লাখ টন হয়ে যাবে। আপনি বলছেন তার বেশী কিনবেন না, আপনার কেবিনেট সাব-কমিটির রিপোর্টে পরিস্কার লেখা আছে এর বেশী আপনি কিনতে পারবেন না। তাহলে যে আপনি চাষীর কাছ থেকে কিনবেন বলছেন এটা অসত্য আর ভাঁওতা ছাড়া আর কি হতে পারে? সুতরাং আমরা দেখছি প্রফুল্লবাবুর এই নীতি শুধু কৃষককে মারবে তাই নয়, বাংলাদেশের খাদ্য সঙ্কট কে বাড়িয়ে তুলবে। আমি তাকে একথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে আপনাদের কংগ্রেস সরকার থেকে যে প্রতিনিধি দল চীনে গিয়েছিলেন তাদের রিপোর্টেও তারা এই কথা বলেছেন যে চীনে উৎপাদন বাড়ছে তার অন্যতম কারণ ভূমিসংস্কার হলেও অন্য গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে, সেখানে সরকার কৃষককে ন্যায্য দর দেয় এবং তারা কৃষককে কৃষিঋণ পর্যাপ্ত দেয় এবং আমাদের সরকারেরও এই নীতি গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু এখানে আমরা দেখি কৃষককে মারার ব্যবস্থা হচ্ছে। আবার প্রফুল্লবাবু দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে যারা কিনে খায় তাদের সুবিধা হবে, এটা প্রচণ্ড ভাঁওতা ছাড়া কিছু নয়। কারণ এবারে বাংলাদেশে কত খাদ্য উৎপাদন হয়েছে? —ধরে নিলাম ৪২ লাখ টন কি ৪৪ লাখ টন! এর মধ্যে শতকরা ৩২ ভাগ চাল বাজারে আসে, আপনাদের এ আই সি সি, ইকনমিক রিভিউতেও লেখা আছে যে শতকরা ৩২ ভাগ বাজারে আসে। তাহলে প্রায় ১৪ লাখ টন চাল বাজারে আসে। তার মধ্যে যদি সরকার মাত্র ১ লাখ টন কেনেন তাহলে বাকী ১৩ লাখ টন কার অধিকারে যাবে, কারণ চাষী তো ধরে রাখবে না? বড় বড় জোতদার কিছু রাখবে, আর সব বড় বড় মিলমালিক প্রফিটার তারা রাখবে। এই ১৩ লাখ টন চালের উপরে যারা নিয়ন্ত্রন করবে তাদের উপর প্রফুল্লবাবুর ক্ষমতা আছে কিছু করতে পারবেন? মনে নাই যুদ্ধের সময় তখন তো দর বাধা ছিল, তখন কি ব্ল্যাকমার্কেট হয় নি? এবং আপনাদের সরকারের যা শ্রেণীচরিত্র তাতে আপনারা কিছু করবেন না। আপনি বলেছেন উড়িষ্যার চাল আসবে কিন্তু তা দিয়ে আপনি কি বাংলাদেশের ঘাটতি পূরণ করতে পারবেন? কারণ কৃত্রিম ঘাটতি সৃষ্টি করবে জোতদার মহাজন মিল মালিকরা। তাদের উপর কি কোরে আপনি কথা বলবেন? সেই জন্য বলছি দাম বাড়তে বাধ্য, ব্ল্যাকমার্কেট হতে বাধ্য এবং আপনি তা প্রতিরোধ করতে পারবেন না। আজকে দেশের ধানগুলি-এদের হাতে তুলে দিয়ে তারপরে বলছেন তা বের করব তা কখনই হতে পারে না। যদি সত্যিই প্রতিকার চান তাহলে যে কথা আমরা বলেছিলাম যে ৫ লাখ টন কিনুন আর জনগণের সহযোগিতা নেন যাতে মিলমালিক মজুতদাররা সমস্ত কিছু গ্রাস করতে না পারে —সেই কথা শুনুন। কিন্তু আমরা জানি আপনারা তা করবেন না।

(139) Majhi, Sj. Gobinda Charan. [Amta East—Howrah.]
(140) Majumdar, Sj. Apurba Lal. [Sankrail—Howrah.]
(141) Majumdar, Sj. Bhupati. [Chinsura—Hooghly.]
(142) Majumdar, Sj. Byomkes. [Bhadreswar—Hooghly.]
(143) Majumdar, Dr. Jnanendra Nath. [Ballygunge—Calcutta.]
(144) Majumder, Sj. Jagannath. [Krishnagar—Nadia.]
(145) Mallick, Sj. Ashutosh. [Onda—Bankura.]
(146) Mandal, Sj. Bijoy Bhusan. [Uluberia—Howrah.]
(147) Mandal, Sj. Krishna Prasad. [Kharagpur Local—Midnapore.]
(148) Mandal, Sj. Sudhir [Kandi—Murshidabad.]
(149) Mandal, Sj. Umesh Chandra. [Dinhata—Cooch Behar.]
(150) Mardi, Sj. Hakai. [Balurghat—West Dinajpur.]
(151) Maziruddin Ahmed, Janab. [Cooch Behar—Cooch Behar.]
(152) Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan. [Siliguri—Darjeeling.]
(153) Misra, Sj. Monoranjan. [Sujapore—Malda.]
(154) Misra, Sj. Sowrindra Mohan. [Ratua—Malda.]
(155) Mitra, Sj. Haridas [Tollygunge—Calcutta.]
(156) Mitra, Sj. Satkari. [Khardah—24-Parganas.]
(157) Modak, Sj. Bijoy Krishna. [Balagarh—Hooghly.]
(158) Modak, Sj. Niranjan. [Nabadwip—Nadia.]
(159) Mohammad Afaque, Janab Choudhury. [Chopra—West Dinajpur.]
(160) Mohammad Giasuddin, Janab. [Farakka—Murshidabad.]
(161) Mohammed Israil, Janab. [Naoda—Murshidabad.]
(162) Mondal, Sj. Amarendra. [Jumuria—Burdwan.]
(163) Mondal, Sj. Baidyanath. [Jamuria—Burdwan.]
(164) Mondal, Sj Bhikari. [Bhagabanpur—Midnapore.]
(165) Mondal, Sj. Dhwajadhari. [Ondal—Burdwan.]
(166) Mondal, Sj. Haran Chandra. [Sandeshkhali—24-Parganas.]
(167) Mondal, Sj. Rajkrishna. [Hasnabad—24-Parganas.]
(168) Mondal, Sj. Sishuram. [Bankura—Bankura.]
(169) Muhammad Ishaque, Janab. [Swarupnagar—24-Parganas.]
(170) Mukherjee, Sj. Bankim. [Budge Budge—24-Parganas.]
(171) Mukherjee, Sj. Dhirendra Narayan. [Dhaniakhali—Hooghly.]
(172) Mukherjee, Sj. Pijus Kanti. [Alipurduars—Jalpaiguri.]
(173) Mnkherji, Sj. Ram Lochan [Chatra—Bankura.]
(174) Mukherji, Sj. Ajoy Kumar. [Tamluk—Midnapore.]
(175) Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal. [Ondal—Burdwan.]
(176) Mukhopadhyay, Sjkta. Purabi. [Vishnupur—Bankura.]
(177) Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath. [Behala—24-Parganas.]
(178) Mukhopadhyay, Sj. Samar. [Howrah North—Howrah.]
(179) Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid. [Sukea Street—Calcutta.]
(180) Murmu, Sj. Jadu Nath. [Raipur—Bankura.]
(181) Murmu, Sj. Matla. [Malda—Malda.]
(182) Muzaffar Hussain, Janab. [Goalpokher—West Dinajpur.]

[12—12-10 p.m.]

এইত আপনারা করছেন। জনসাধারণের সাহায্য, সহযোগিতা কোথাও আপনারা নিচ্ছেন না এবং কখনও নেবেনও না। কার্যত এই হবে ক্রেতারা অনেক বেশী দরে কিনতে বাধ্য হবে। আপনারা সেটাই করতে চাচ্ছেন এবং করবেনও তাই। হয় বলবেন ঐ বাঁধা দামটা বদলে দিলাম। আর তা যদি না করেন, তাহলে বুঝতে হবে যে লোকে প্রকাশ্য বাজারে পাবে না, ব্ল্যাকমার্কেট থেকে তারা কিনতে বাধ্য হবে। আগে যা ইংরাজ আমলে হ'ত, তাই আপনারা চালিয়ে আসছেন। আপনারা বলছেন চোরাবাজার ধরবেন। কিরকম আপনারা ধরবেন তার একটা নমুনা দিচ্ছি। কালনা শহরে ২৩এ সেপ্টেম্বর রাত্রে এক লরী চাল ধরা হল। সেই লরীর নম্বর আছে। যখন রাত্রি দশটার সময় ধরা হল একশো বস্তা চাল সহ লরীকে, পুলিসকে খবর দেওয়া হল। পুলিস এলো, সার্চ করা হল, তাঁরা দেখলেন যে ৫০ ও ৪০ মোট ৯০ বস্তা সাধারণ চাল আর তার তলায় ১০ বস্তা রেশনের চাল। পুলিস সমস্ত চাল সিজ করলো এবং সিজের রিপোর্টে লেখা হল ৫০ বস্তা সিদ্ধ চাল, ৪০ বস্তা অন্য চাল আর ১০ বস্তা মডিফায়েড রেশনের চাল, আর চার বস্তা পুরান চাল। তারপর হঠাৎ দেখা গেল বড় বড় ব্যাবসায়ীরা চঞ্চল হয়ে পড়লেন এবং এ সম্বন্ধে তদ্বির, তদারক আরম্ভ করলেন এবং শেষ পর্যন্ত সেই চাল ছেড়ে দেওয়া হল। সেই লরীর কোন চালান ছিল না, অথচ দেখা গেল মাস দুয়েক পরে সেই চাল ছেড়ে দেওয়া হল। একজন দাবী করলো ৯০ বস্তা সিদ্ধ চাল আর অন্য একজন ১০ বস্তা মডিফায়েড রেশনের চাল। তিনি বললেন—আমি ১ ছটাক, ২ ছটাক করে লোকের কাছ থেকে রেশনের চাল কিনে ১০ বস্তা ভর্তি করেছি। প্রফুল্লবাবু সেদিন বললেন আইন যা আছে, তাতেই মুনাফাখোরদের ধরবেন। কিন্তু তাঁর কাছে আমার জিজ্ঞাসা, এই রকমভাবে কাজ করলে কি আইনের দ্বারা মুনাফাবাজদের ধরা যায়? তারা আবার চার মাস পরে হয়ত এই রকম সমাজবিরোধী কাজ করবেন।

সেইজন্য পরিশেষে বলতে চাই তাঁকে সতর্ক করিয়ে দিতে চাই, এই সবের প্রতিকার করুন এবং এই নীতিকে বদলান, এবং যাতে বাংলাদেশের সর্বনাশ না হয় তাই করুন। বাংলাদেশকে অবশ্য মারতে তারা পারবেন না, কিন্তু এইরকম করে বাংলাদেশের ক্ষতি করছেন এবং নিজেদের কবর খুঁড়ছেন, এই পথ আপনারা ছাড়ুন।

Sj. Panchanan Bhattacharjee: Mr. Speaker, Sir, I have gone through an article written by the Hon'ble Food Minister published very recently in a Bengali journal where he has mentioned the instance of inflation in the country and he has expressed the partial inability of the Government in the matter and stated very clearly that the Government cannot help the people so long as inflation is there.

If we go through the annals of inflation throughout the world and if we go through all publications or the major publications in the matter since the days of Pigoue and Keynes, we will be able to find out that the task of the Government in India is very, very difficult. In every State as well as at the Centre the ruling officers or the ruling Ministers will have to work like Tantalus and Cicero, that is, they will do and undo every moment and their position will be like that of the Greek hero who had the difficulty of meeting the two very difficult ends between Scylla and Charybdis. Here we must bear in mind the fact that the volume of inflation in India on a rough calculation has gone up to the extent of 300 to 400 per cent. And even the experts of the Government—I am quoting Professor Shenoy, a member of the panel of economists appointed by the Planning Commission—have laid special stress since the beginning of the second planning on this that we must look into the possibility of curbing the inflation through greater production. His opinion is here. I am quoting from the document—the Food Situation and Common Man: "the place of the larger stockists will be taken by the lesser fries and the larger farmers; hoarding in the background of inflation with attendant expectation of a continued rise in prices is an en masse operation of the entire body of traders, big and small, even non-traders, as for example a farsighted wholesaler". So, there will be hoarding,

N

(183) Nahar, Sj. Bijoy Singh. [Chowringhee—Calcutta.]
(184) Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar. [Magrahat—24-Parganas.]
(185) Naskar, Sj. Gangadhar. [Baruipur—24-Parganas.]
(186) Naskar, Sj. Hem Chandra. [Bhangar—24-Parganas.]
(187) Naskar, Sj. Khagendra Nath. [Canning—24-Parganas.]
(188) Noronha, Sj. Clifford. [Nominated.]

O

(189) Obaidul Ghani, Dr Abu Asad Md. [Entally—Calcutta.]

P

(190) Pakray, Sj. Gobardhan. [Raina—Burdwan.]
(191) Pal, Sj. Provakar [Singur—Hooghly.]
(192) Pal, Dr. Radhakrishna. [Arambagh—Hooghly.]
(193) Pal, Sj. Ras Behari. [Contai South—Midnapore.]
(194) Panda, Sj. Basanta Kumar. [Bhagabanpur—Midnapore.]
(195) Panda, Sj. Bhupal Chandra. [Nandigram South—Midnapore.]
(196) Pandey, Sj. Sudhir Kumar [Binpur—Midnapore.]
(197) Panja, Sj. Bhabaniranjan. [Daspur—Midnapore.]
(198) Pati, Dr. Mohini Mohan. [Debra—Midnapore.]
(199) Pemantle, Sjkta. Olive. [Nominated.]
(200) Platel, Sj. R. E. [Nominated.]
(201) Poddar, Sj. Anandilall [Jorasanko—Calcutta.]
(202) Pramanik, Sj Rajani Kanta. [Panskura West—Midnapore.]
(203) Pramanik, Sj. Sarada Prasad. [Mathabhanga—Cooch Behar.]
(204) Prasad, Sj. Rama Shankar. [Beliaghata—Calcutta.]
(205) Prodhan, Sj. Trailokyanath. [Ramnagar—Midnapore.]

R

(206) Rafiuddin Ahmed, Dr. [Deganga—24-Parganas.]
(207) Rai, Sj. Deo Prakash. [Darjeeling—Darjeeling.]
(208) Raikut, Sj. Sarojendra Deb. [Jalpaiguri—Jalpaiguri.]
(209) Ray, Dr. Anath Bandhu. [Bankura—Bankura.]
(210) Ray, Sj. Arabinda. [Amta West—Howrah.]
(211) Ray, Sj. Jajneswar. [Mainaguri—Jalpaiguri.]
(212) Ray, Dr. Narayan Chandra. [Vidyasagar—Calcutta.]
(213) Ray, Sj. Nepal. [Jorabagan—Calcutta.]
(214) Ray, Sj. Phakir Chandra. [Galsi—Burdwan.]
(215) Ray, Sj. Siddhartha Shankar. [Bhowanipur—Calcutta.]
(216) Ray Chaudhuri, Sj. Sudhir Chandra. [Bortala North—Calcutta.]
(217) Roy, Sj. Atul Krishna. [Deganga—24-Parganas.]
(218) Roy, Sj. Bhakta Chandra. [Manteswar—Burdwan.]
(219) Roy, Dr. Bidhan Chandra. [Bowbazar—Calcutta.]
(220) Roy, Sj. Jagadananda. [Falakata—Jalpaiguri]

and if there is hoarding, there will be blackmarketing and there will be higher prices. And what the Government can do? Government can find out ways and means, so that production may increase to counteract inflation. In the U.S.S.R. and even in Ceylon we find that different kinds of incentives are granted to the cultivators. Price support is a very old measure which we find adopted in U.S.S.R. and a recent pronouncement on behalf of the Government of the U.S.S.R. makes it clear that unless incentives are granted to the cultivators, production cannot rise. In Ceylon, if we go through the report of the United Nations Organisation, we shall see how the Government grants bonus to the cultivators in order to raise the per capita production, and the result is that in Ceylon, our neighbour, where innovations in agriculture have not been introduced, production has been successfully raised to the extent of 40 to 50 per cent. So here in West Bengal we are particularly interested in granting incentives to the cultivators, and at the same time we are to find out ways and means to check inflationary tendency. There must be some antidote. We know and almost a year back in this House I pointed out how an officer was deputed from Calcutta to Birbhum. The local officers were inefficient to raise the price of rice there. So an officer, an expert, was deputed having little or no connection with actual procurement and actual production conditions. He raised the price of rice by two rupees and the method he adopted was simply the use of an eraser. In vouchers and cash memos the previous price was deleted with the help of an eraser—simple calculation. He did his business. These things are bound to happen unless conditions are changed. And how can this condition be changed? This present Bill before us leads us nowhere. We can impose maximum price. We can impose even a full-fledged control throughout the country, but the difficulty will remain there.

[12-10—12-20 p.m.]

Sir, I have quoted figures which will prove that in scarcity areas the price of paddy is near the maximum price of the Government, but in surplus areas the position is quite different. Even if you grant the maximum price and make it compulsory, the purchaser who is the middleman knows how to make profit out of that. I need not go into details because other speakers have dilated on those points. Here in West Bengal we must provide incentive to the grower in the form of assured minimum price and some form of bonus, if possible. The experience of industrial concerns is that, even without any change in respect of conditions of service, only an increment in slabs has made it possible for production to go up by even 250 per cent. The human psychology is the same everywhere. So, I would suggest that short-term measures as well as incentives should be introduced to increase production.

Sir, so far as this Bill is concerned, we find that it has been drafted in a slipshod and haphazard manner. If we make a comparison between what was in the Ordinance and what is in the present Bill, we find that certain innovations have been introduced in this Bill, e.g., section 2(a) and (e). Sub-section 2(e) is not to be found in the Ordinance—that is, the definition of "retailer". In sub-section 2(a), we find "dealer" means any person carrying on the business of selling any scheduled article, and includes a producer, importer, wholesaler or retailer. Then "retailer" has been defined thus: "retailer" means a person who sells any scheduled article to a consumer not being a dealer. This is anomalous and this anomaly will create difficulties at the time of actual application of the provisions of this Bill.

(221) Roy, Dr. Pabitra Mohan. [Dum Dum—24-Parganas.]
(222) Roy, Sj. Pravash Chandra. [Bishnupur—24-Parganas.]
(223) Roy, Sj. Rabindra Nath. [Bishnupur—24-Parganas.]
(224) Roy, Sj. Saroj. [Garbetta—Midnapore.]
(225) Roy Choudhury, Sj. Khagendra Kumar. [Baruipur—24-Parganas.]
(226) Roy Singha, Sj. Satish Chandra. [Cooch Behar—Cooch Behar.]

S

(227) Saha, Dr. Biswanath. [Jangipara—Hooghly.]
(228) Saha, Sj. Dhaneswar. [Ratua—Malda.]
(229) Saha, Dr. Sisir Kumar. [Nalhati—Birbhum.]
(230) Sahis, Sj. Nakul Chandra. [Purulia—Purulia.]
(231) Sarkar, Sj. Amarendra Nath. [Bolpur—Birbhum.]
(232) Sarkar, Dr. Lakshman Chandra. [Ghatal—Midnapore.]
(233) Sen, Sj. Deben. [Cossipore—Calcutta.]
(234) Sen, Sjkta. Manikuntala. [Kalighat—Calcutta.]
(235) Sen, Sj. Narendra Nath. [Ekbalpur—Calcutta.]
(236) Sen, Sj. Prafulla Chandra. [Khanakul—Hooghly.]
(237) Sen, Dr. Ranendra Nath. [Manicktola—Calcutta.]
(238) Sen, Sj. Santi Gopal. [English Bazar—Malda.]
(239) Sengupta, Sj. Niranjan. [Bijpur—24-Parganas.]
(240) Shukla, Sj. Krishna Kumar. [Titagarh—24-Parganas.]
(241) Singha Deo, Sj. Shankar Narayan. [Raghunathpur—Purulia.]
(242) Sinha, Sj. Bimal Chandra. [Kandi—Murshidabad.]
(243) Sinha, Sj. Durgapada. [Murshidabad—Murshidabad.]
(244) Sinha, Sj. Phanis Chandra. [Karandighi—West Dinajpur.]
(245) Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath. [Tufanganj—Cooch Behar.]

T

(246) Tah, Sj. Dasarathi. [Raina—Burdwan.]
(247) Taher Hossain, Janab. [Mirapur—Burdwan.]
(248) Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna. [Dinhata—Cooch Behar.]
(249) Tarkatirtha, Sj. Bimalananda. [Purbasthali—Burdwan.]
(250) Thakur, Sj. Pramatha Ranjan. [Haringhata—Nadia.]
(251) Trivedi, Sj. Goalbadan. [Bharatpur—Murshidabad.]
(252) Tudu, Sjkta. Tusar. [Garbetta—Midnapore.]

W

(253) Wangdi, Sj. Tenzing. [Siliguri—Darjeeling.]

Y

(254) Yeakub Hossain, Janab Mahammad. [Nalhati—Birbhum.]

Z

(255) Zia-Ul-Huque, Janab Md. [Baduria—24-Parganas.]

Again, you find that there are some lacunae in the Ordinance. The Ordinance was rather more comprehensive. There was a sort of commitment on the part of the Government—of course, the commitment was rather far-fetched—that all the items of the First Schedule will come under control or under a system of fixed prices in course of time. But in section 6(2)(b) of this Bill we find this: "a list of those scheduled articles intended for sale the prices or rates of which have been fixed under section 3 in respect of such dealer, with the prices or rates, so fixed in respect thereof." So, you have made provision just to strengthen your hands as well as to strengthen the hands of the dealers.

I would, therefore, support the suggestion made by Sj. Jyoti Basu that the Bill should be committed to a Committee of the Assembly. I shall add as a piece of advice through you, Sir, to the Government that there should be proper consideration of the perspective of inflation prevailing in the country, of the perspective of other factors and of the perspective of local and popular co-operation in the matter.

Sj. Suhrid Mullick Chowdhuri:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মুনাফাবিরোধী বিল আমি সার্কুলেশনের জন্য বলেছি তার কারণ হচ্ছে এই বিলের মধ্য দিয়ে যে উদ্দেশ্য সাধন করবার ইচ্ছা মন্ত্রী মহাশয় প্রকাশ করেছেন তা সিদ্ধ হবে না। এই অর্ডিন্যান্স আসার সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞতার ফলে দেখতে পাচ্ছি যে এই বিল নিরর্থক হবে। প্রথম কথা হচ্ছে যেসমস্ত ডিলার রিটেলারের কাছে মাল বিক্রয় করছে তারা এই অর্ডিন্যান্স পাশ হবার পরে দেখা যায় যে এই ডিলাররা চালের দাম, তারা যেটা নির্ধারিত করছে তার বাইরেও দাম নিচ্ছে এবং রিটেলারের কাছে বলছে তোমরা যদি চাল নিতে চাও তাহলে ক্যাশমেমো পাবে সরকারের নির্ধারিত দরে কিন্তু যদি এর বাইরেও কিছু টাকা এখানে রাখ তাহলে মাল পাবে। সুতরাং চাল বা গমের ক্ষেত্রে এইভাবে দেখতে পাচ্ছি রিটেল শপে চাল ও গম দুষ্প্রাপ্য হয়ে দেখা দিচ্ছে। এরকমভাবে ঔষধের ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে, শিশুদের খাদ্যের ব্যাপারেও দেখা যাচ্ছে বাজারে মাল নাই। যদিও দেখা যাচ্ছে যে শিশুদের খাদ্য এবং ঔষধের যে দর বেধে দেওয়া হয়েছে তা বাজারে চলতি দর চেয়ে অনেক বেশি ধরে দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও এই অর্ডিন্যান্স আসার সঙ্গে সঙ্গে এ রকম একটা কিছু ঘটবে সরকার পক্ষ থেকে এই আঁচ করে তারা সমস্ত ঔষধকে গুদামজাত করে দিচ্ছে যার ফলে যেসমস্ত ঔষধ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, যেসমস্ত শিশুখাদ্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সেগুলি বাজার থেকে উধাও হয়ে গিয়েছে এবং এখন যে ঔষধ পাওয়া যাচ্ছে তাও বেশী দরে, যার জন্য কোন ক্যাশমেমো দেওয়া হচ্ছে না। এজন্য বিরোধী পক্ষ থেকে এর আগে বিশেষ করে কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বলা হয়েছে চালের নিম্নতম দর বেধে দেবার জন্য। এখানে এই নিম্নতম দর বেধে দেবার স্বপক্ষে যার একটা যুক্তি হচ্ছে সেটা এখনই দেখা যাচ্ছে যে রামকৃষ্ণপুর থেকে হাজার হাজার মণ চাল খিদিরপুরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং সেখানে গুদামজাত করা হয়েছে এই বিল এ্যাক্ট হওয়ার আগে বিভিন্ন যে মজুতদার, মিলমালিক তারা সমস্ত চালই সরিয়ে ফেলছে। সুতরাং সরকার যখনই মনে করবেন যে এই চাল ধরতে হবে তখনই দেখতে পাবেন যে সেই সমস্ত গুদামে চাল নাই। তারা তখন দেখিয়ে দেবেন যে যে চাল আমরা নিয়েছি সে চাল খরচ হয়ে গেছে। সুতরাং যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই বিলটা আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি সে উদ্দেশ্য এই বিল মারফত আমরা পাচ্ছি না। অবশ্য আমরা যদি মনে করি যে যে সরকার আমাদের রাষ্ট্র পরিচালনা করছেন সেই সরকার যাদের ধারক ও বাহক সেই সমস্ত মজুতদার মিলমালিক জমিদার গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা করবেন তাহলে অবশ্য এই বিল নিয়ে আসতে পারেন এবং এই বিল মারফত রাজনৈতিক প্রচার এই চালাবেন যে এই দেখ আমরা মুনাফাবাজদের ধরবার চেষ্টা করছি।

[12-20—12-28 p.m.]

কিন্তু যদি তাঁরা সত্যিকারের মধ্যবিত্ত জনসাধারণ যারা আছে, নিম্নমধ্যবিত্ত, শ্রমিক কৃষক যারা আছে তাদের দিকে যদি তাকান তাহলে এই বিলের মারফত তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। এবং আগে আমরা বলেছি কৃষকদের তাঁরা হাত করবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তাদের উন্নতির বদলে

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

Present:

THE ASSEMBLY met in the Assembly House Calcutta, on Monday, the 15th December, 1958, at 3 p.m.

Mr. Speaker (The Hon'ble SANKARDAS BANERJI) in the Chair, 15 Hon'ble Ministers, 9 Deputy Ministers and 199 Members.

[3—3-10 p.m.]

Panel of Chairmen

Mr. Speaker: In accordance with the provisions of Rule 7 of the West Bengal Legislative Assembly Procedure Rules, I nominate the following members of the Assembly to form a panel of four Chairmen for the current session:

(1) Sj. Dhirendra Narayan Mukherjee,

(2) Sj. Bankim Mukherjee,

(3) Sj. Bankim Chandra Kar, and

(4) Dr. Suresh Chandra Banerjee.

Unless otherwise arranged, the senior member among them present in the above order will preside over the deliberations of this Assembly in my absence and in the absence of the Deputy Speaker.

STARRED QUESTIONS

(to which oral answers were given)

Appointment of Sub-Inspectors of Schools in Purulia district

***1. Sj. Bhim Chandra Mahato:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে—

(১) মানভূমের যে ১৬-টি থানা পশ্চিমবঙ্গের সহিত যুক্ত হইয়াছে, সেই ১৬-টি থানার জন্য বিহার সরকারের আমলে ২২ জন সাব-ইন্সপেক্টার অব স্কুলস্ নিযুক্ত ছিলেন এবং

(২) পশ্চিমবঙ্গ সরকার বর্তমানে সেই ১৬-টি থানার জন্য এ-পর্যন্ত সাতজন ব্যতীত আর সাব-ইন্সপেক্টার নিয়োগ করেন নাই; এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি—

(১) ইহার কারণ কি, এবং

(২) এ সংখ্যা আরও বাড়ান হইবে কি?

তাদের আত্মবিলোপের রাস্তাই তাঁরা বাতলে দিয়েছেন। আর তাঁরা এবারে যে নীতি নিতে যাচ্ছেন নিম্নদর বেঁধে না দেবার নীতি গ্রহণ করে, যেভাবে আমাদের দেশে খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে তাতে সে অভাব আরও বেশি দেখা দেবে। এরই মধ্যে বিভিন্ন জেলা থেকে খবর পাওয়া যাচ্ছে যে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে কৃষকদের বাধ্য করা হচ্ছে তাদের ধানচাল বিক্রয় করে দেবার জন্য। কারণ নিত্যব্যবহার্য প্রায় সমস্ত জিনিসের দুর্মূল্যতার জন্য অনেক কৃষক তাদের খোরাকীর ধান থেকেই ধান বিক্রী করে ঐসব জিনিস কেনার জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে বাধ্য হচ্ছে। তাদের এই অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে মিলমালিকেরা বা যেসমস্ত মহাজন ধানচাল গুদামজাত করে রাখে তারা যথেচ্ছ দামে সেইসব ধানচাল কিনে ফেলছে। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে সরকার কৃষকদের জন্য ব্যবস্থা করবার যে নীতিই নিয়ে থাকুন তা ব্যর্থ হবে। আমরা যেমন দেখেছি, দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ তরফ থেকে আন্দোলন করবার পরই সরকার যদি বিধান করতেন তাহলে এরকম একটা সঙ্কট আসতে পারত না। কিন্তু তখন তাঁরা করলেন না। তার দুই-তিন মাস বাদে—সময়ক্ষেপ করে টালবাহানা করে তারা অর্ডিন্যান্স আনলেন। শুধু এই ক্ষেত্রেই নয় চাষীদের ক্ষেত্রেও আমরা দেখেছি সরকারের টালবাহানা। সেইজন্যই সরকারের যে নীতি তাতে কৃষকদের তিলে তিলে আত্মবিলোপের পথেই এগিয়ে দেওয়া হয়। এবং তার ফলে আমাদের দেশ নানা দিক দিয়ে বিব্রত হয়ে পড়ছে, দেশে যে দারুন অর্থাভাব দেখা দিয়েছে এবং ক্রমশঃ যে বিপর্যয়ের দিকে যাচ্ছে সেই বিপর্যয়কেই সাহায্য করা হচ্ছে এই বিলের উদ্দেশ্য।

তেলের মূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে মন্ত্রীমণ্ডলীর তরফ থেকে বলা হয়েছে ইউ, পি থেকে এবং আরও নানা জায়গা থেকে সরষে আনতে হয়, তারা সরষের দাম চড়িয়ে দিলে আমাদের কিছু করবার উপায় নেই। আমি জিজ্ঞাসা করি ইউ-পিতেও কংগ্রেস গভর্নমেন্ট, সেন্টারেও ত কংগ্রেস গভর্নমেন্টই। তা সত্ত্বেও মুনাফাখোরেরা কি করে দিনের পর দিন সরষের দম বৃদ্ধি করতে পারে? আমাদের এখানে বলা হচ্ছে—অন্যান্য প্রদেশে চাল বা ধানের যা দর তার সঙ্গে সমতা রেখে আমাদের দর বাঁধতে হবে। কিন্তু এতটা ব্যতিক্রম অনেক কিছু জিনিসের দরের ব্যাপারে ঘটছে কি করে? সেন্টারেও যদি কংগ্রেস গভর্নমেন্ট, এবং অন্যান্য প্রদেশেও যদি কংগ্রেস গভর্নমেন্ট তাহলে এতটা ব্যতিক্রম ঘটবে কেন? কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার কি ইউ পি-কে বলতে পারেন না—বাংলার রক্ত শোষণ না করতে? কংগ্রেসের বশংবাদ যাঁরা আছেন এই মন্ত্রী-মণ্ডলে তাঁরা কি কংগ্রেসের মারফত এর প্রতিকার করতে পারেন না? হয়ত করতে পারেন, কিন্তু সে ইচ্ছা তাঁদের নেই, যে দলের তাঁরা প্রতিনিধিত্ব করেন তারা হচ্ছে মিলমালিক, জমিদার, ধনিক-গোষ্ঠী, বণিকগোষ্ঠী এবং বিদেশী যেসমস্ত ক্যাপিটালিস্ট ও পুঁজিপতি রয়েছে। তাদের স্বার্থ সংরক্ষণই হচ্ছে এঁদের উদ্দেশ্য। সুতরাং এই যাদের উদ্দেশ্য তাদের কাছ থেকে জন-সাধারণ এর বেশী কিছু আশা করতে পারে না। এ আমরা প্রতিক্ষেত্রে দেখেছি। যখন খাদ্য সমস্যার ক্ষেত্রে আলোচনা করবার জন্য আমরা মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে যাই তখন তাঁরা বলে থাকেন "দেখুন আমেরিকা থেকে চাল এলে সে চাল কেন্দ্র আমাদের কতখানি দেবে তার উপর নির্ভর করে আমি বলতে পারব, তার আগে নয়। চাল আসবে ৭ সমুদ্র পার আমেরিকা থেকে। সেখান থেকে আসে কেন্দ্রের পরিচালনায় তারপর এলে পর এঁরা ভিক্ষুকের মতন খানিকটে অংশ পাবেন সেইটে দিয়ে দেশবাসীর ক্ষুন্নিবৃত্তির ব্যবস্থা করবেন।" এই যদি মন্ত্রীমণ্ডলের নীতি হয়ে থাকে কেন এতটা দায়িত্ব এই মন্ত্রীমণ্ডল তথা এই সরকার রেখেছেন? এবং এর জন্য খাদ্য বিভাগের যেসব বড় বড় অফিসার রয়েছে তাদের কেন রেখেছেন? লজ্জা করে না? অফিসারদের সম্বন্ধে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে এ অফিসাররা হচ্ছে অপদার্থ অফিসার, তাদের চালাবার ক্ষমতা নাই। কেন্দ্র বলেছেন প্রদেশ সরকারের মধ্যে এমন অফিসার নাই যারা উপযুক্তভাবে বণ্টন ব্যবস্থা করতে পারে। এই যে দেশের সরকারী কর্মচারীর অবস্থা সে দেশের মানুষের তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন পন্থা আছে কিনা আমার জানা নেই। বৃটিশ সরকার যখন এখানে ছিল তখন এইরকমভাবের খাদ্যাভাব সৃষ্টি হয়েছিল সারওয়ার্দির চক্রান্তে আমাদের দেশের মানুষ দলে দলে দুর্ভিক্ষে মরেছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পরও আজ যদি মানুষকে সেই অবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে হয় তাহলে দেশবাসী এই মন্ত্রীদের ক্ষমা করবে না। আজকে যে মসনদে তাঁরা রয়েছেন সেই মসনদ পাবার সুযোগ যে গণচেতনার ফলে সম্ভব হয়েছিল সেই গণচেতনা আজ বলছে—'ম্যায় ভুখা হুঁ'—সে ক্ষমা করবে না, মন্ত্রীদের মসনদ থেকে উৎখাত করবে। তাকিয়ে দেখুন অন্যান্য রাষ্ট্রের দিকে।

The Minister for Education (the Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri):

(ক) (১) ও (খ) (২) হ্যাঁ

(২) ইহা ঠিক নহে। ২২ জন সাব-ইন্সপেক্টারের মধ্যে সাতজন পশ্চিমবঙ্গে কার্য করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই সাতজন সাব-ইন্সপেক্টার ব্যতীত আরও চারিজন সাব-ইন্সপেক্টার নিয়োগ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে একজন ইতোমধ্যে কার্যে যোগদান করিয়াছেন এবং আরও একজন অল্পদিন পরেই যোগদান করিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন। বাকি দুইজন যোগদান করিতে অক্ষম এই মর্মে জানাইয়াছেন। এই অবস্থায় দুই পদে উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থী স্থানীয়ভাবে নিয়োগ করিবার জন্য জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক মহাশয়কে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

(খ)(১) পুরুলিয়া জেলার শিক্ষাবিভাগীয় কর্মচারী-সংখ্যা কত হওয়া উচিত, এই বিষয়টি বিশেষ যত্নের সহিত বিবেচনা করা হইতেছে। শীঘ্রই এই বিষয়ে সরকারী সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

Sj. Bhim Chandra Mahato:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন পুরুলিয়া সম্বন্ধে যে, সংখ্যা নির্দিষ্ট করা হবে—সেটা কখন আত্মানাত্মপ্রকাশনসামর্থ্যই প্রমাণ। বিজ্ঞান যেমন স্ব স্বরূপের প্রকাশক, এইরূপ পরস্বরূপেরও ঘোষণা করেছেন, তারিখ কি?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

৫ মাস আগে।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

সাব-ইন্সপেক্টর অব স্কুল্স এপয়েন্টেড হয় ইন্সপেক্টর অব স্কুল্স দ্বারা?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

সিলেকশন কমিটি দ্বারা এপয়েন্টেড হয়।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

তাহলে এখানে কেন ইন্সপেক্টর অব স্কুল্সকে এপয়েন্টমেন্টএর অথরিটি দেওয়া হয়েছে?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

যদি লোক পাওয়া যায় সেজনাই সাজেশন দেওয়া হয়েছে।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

মন্ত্রী মহাশয় জবাবে বলেছেন, যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থী স্থানীয়ভাবে নিয়োগ করবার জন্য জেলা পরিদর্শক মহাশয়কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—তাহলে এপয়েন্টিং অথরিটি কি ইন্সপেক্টর অব স্কুল্স?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

না, এপয়েন্টিং অথরিটি হচ্ছেন ডাইরেক্টর অব পাবলিক ইন্সট্রাকশন।

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন ৫ মাস আগে সংখ্যা নির্দিষ্ট করা হয়েছে ২২ জনকে কিন্তু এখানে হিসাবে পাওয়া যাচ্ছে, ৭ জন অপ্ট আউট করেছে এবং আর ৪ জনের কথা তিনি বলেছেন। এতে কি ২২ জন হয়?

Mr. Speaker: I have decided to sit at 2.30 p.m. on Monday. The House stands adjourned now till Monday.

Adjournment

The House was then adjourned at 12-28 p.m. till 2-30 p.m. on Monday, the 22nd December, 1958, at the Assembly House, Calcutta.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

সিলেকশন আর অপ্‌ট আউট এক জিনিস নয়।

Appointment of Sub-Inspectors of Schools in Purulia district.

***2. Sj. Ledu Majhi:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state—

(ক) পুরুলিয়ার বঙ্গভুক্তির অব্যবহিত পর পুরুলিয়ার মাত্র যে সাতজন স্কুল সাব-ইন্সপেক্টার ছিলেন, তাহার পর এ-পর্যন্ত আর কয়জনকে স্কুল সাব-ইন্সপেক্টাররূপে নিযুক্ত করা হইয়াছে;

(খ) সরকার কি অবগত আছেন যে, বঙ্গভুক্তির অব্যবহিত পূর্বে পুরুলিয়া জেলায় ১৬-টি থানার কাজ সামলাইতে বিহার সরকারের অধীনে ২২ জন স্কুল সাব-ইন্সপেক্টার নিযুক্ত ছিলেন; এবং

(গ) পশ্চিমবঙ্গ সরকার পুরুলিয়া জেলার জন্য সাম্প্রতিক কালে সর্বসুদ্ধ কয়জন স্কুল সাব-ইন্সপেক্টার নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত করিতেছেন?

The Minister for Education (the Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri):

মাননীয় সদস্য শ্রীভীমচন্দ্র মাহাতো মহাশয়ের তারকাচিহ্নিত ১নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

[3-10—3-20 p.m.]

Superannuated gazetted officers in the Board of Secondary Education

***3. Sj. Sunil Das:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state how many superannuated gazetted officers are there on the Board of Secondary Education at present and what are their designations?

The Minister for Education (the Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri): Four. Their designations are—

(*i*) Financial Adviser,

(*ii*) Officer on Special Duty,

(*iii*) Officer for Special Investigations, and

(*iv*) Security Officer.

Sj. Sunil Das:

এটা কি সত্য, বোর্ডের যিনি সেক্রেটারী তিনি একজন সুপারেনিউটেড অফিসার?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: I ask for notice.

Sj. Sunil Das:

এই যে চারজন অফিসারের নাম তিনি দিয়েছেন তাঁদের বয়স কত আমরা জানতে পারি কি?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: I want notice.

Sj. Sunil Das:

ফিন্যান্সিয়াল এড্‌ভাইসরের বয়স মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি?

The Hon'ble Rai Harendda Nath Chaudhuri: No, Sir, I want notice.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

The Assembly met in the Assembly House, Calcutta, on Monday, the 22nd December, 1958, at 2-30 p.m.

Present:

Mr. Speaker (The Hon'ble Sankardas Banerji) in the Chair, 16 Hon'ble Ministers, 13 Deputy Ministers and 211 Members.

[*Further supplementaries to Starred Qestion No. 7 and Unstarred Question No. 1 taken together*]

[2-30—2-40 p.m.]

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: The exact staff position of the Burdwan Raj College is as follows:—English—sanctioned posts five; none is vacant now. Mathematics—sanctioned posts three; none is vacant now. Chemistry is sanctioned posts three; none is vacant now. All the posts have been filled up.

Sj. Mihirlal Chatterjee:

বর্ধমান রাজ কলেজে কয়েকজন প্রফেসরের পদ কি দীর্ঘদিন যাবৎ খালি ছিল এবং এটা কি গভর্নমেন্ট স্পনসর্ড কলেজ?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chowdhuri: Yes; it is a sponsored college now.

Sj. Mihirlal Chatterjee:

এটা গভর্নমেন্ট স্পনসর্ড কলেজ হবার আগে, এই সব প্রফেসরের পদ কি খালি ছিল?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

তা বলতে পারব না।

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

কেমিস্ট্রির প্রফেসর যিনি এই কলেজে এসেছিলেন, তিনি চলে যাবার পর আর সেখানে ফিরে আসেন নি, এই খবর কি মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় রাখেন?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chowdhuri: The latest information is that all the posts have been filled up.

Sj. Pramatha Nath Dhibar:

আপনি বলেছেন সমস্ত খালি পোস্টগুলি ফিল্‌ড-আপ করা হয়েছে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, কতদিন পরে এই খালি পোস্টগুলিতে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে?

Mr. Speaker: Mr. Dhibar, it is immaterial. Your question was regarding inadequacy of teaching staff. He said that whatever inadequacy was there, has now been made good. The latest information is that all the posts have been filled up.

Sj. Sunil Das:

ইহা কি সত্য যে ফিন্যান্সিয়াল এড্‌ভাইসরের বয়েস ৬৪?

Mr. Speaker:

উনি ত বলেছেন নোটিস চাই।

Sj. Sunil Das:

এটা কি সত্য যে এই ধরনের সুপারেনিউটেড অফিসারের সংখ্যা বেশি থাকার দরুন বোর্ড থেকে যে গ্র্যাণ্ট স্কুলগুলিকে দেবার কথা আছে, সেই গ্র্যাণ্টগুলি এরিয়ার হয়ে পড়েছে?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

না।

Sj. Subodh Banerjee:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, এই ধরনের অফিসার যাঁরা সুপারেনিউটেড অফিসার, তাদের আবার নিয়োগ করবার কারণ কি? রেগুলার এপয়েন্টমেন্টের জন্য সুপারেনিউটেড মেন ছাড়া উপযুক্ত লোক কি পাওয়া যায় না?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

তদের কার্যকুশলতা বিচার করে, করা হয়েছে।

Sj. Sunil Das:

এই যে চারজন সুপারেনিউটেড অফিসারের নাম দেওয়া হয়েছে, তাঁরা ইতিপূর্বে কি কাজ করতেন, সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহ করে জানাবেন কি?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

নোটিস চাই।

Sj. Subodh Banerjee:

তাঁদের কার্যকুশলতা কে বিচার করেছেন?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

এপয়েন্টমেন্টিং অথরিটি।

Development of Junior Basic Schools as Senior Basic Schools in Birbhum district

***4. Sj. Durgapada Das:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state—

(ক) বীরভূম জেলায় নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সংখ্যা কত;

(খ) কোন নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে উন্নীত হইয়াছে কি;

(গ) হইয়া থাকিলে, কোন্‌ কোন্‌ নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে উন্নীত হইয়াছে;

(ঘ) গৃহনির্মাণ বাবত উন্নীত বিদ্যালয়গুলির মধ্যে কোন্‌ বিদ্যালয় কত টাকা পাইয়াছে;

(ঙ) গৃহ নির্মিত হইয়াছে কিনা;

(চ) না হইয়া থাকিলে, কতদিনে কাজ শেষ হইবে;

(ছ) উক্ত বিদ্যালয়গুলিতে উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের নির্ধারিত পাঠাসূচী অনুসৃত হইতেছে কি;

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহ করে জানাবেন কি, ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত সেখানে কেমিস্ট্রির প্রফেসর কয়জন ছিলেন?

He said there were three sanctioned posts. All have been filled up.

Mr. Speaker: Mr. Chowdhury, if there is any difficulty you come and tell me and I will help you.

UNSTARRED QUESTIONS

(answers to which were laid on the table)

[*Further supplementaries on Unstarred question No. 5; and Unstarred question No. 6 were taken up together.*]

Rishi Bankim Library and Museum

6. (Admitted question No. 1182.) **Sj. Gopal Basu:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে, "ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য ও সংগ্রহশালা"-র প্রধান দাতা শ্রীশতজীব চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যেসমস্ত জিনিসপত্র বা "বঙ্গদর্শন"-এর পুরাতন ফাইল দান করিয়াছিলেন তাহা সংগ্রহশালায় নাই;

(খ) সরকার কি অবগত আছেন যে, যেখানে একদিন "বঙ্গদর্শন"-এর প্রেস ছিল সেই স্থান এবং ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের বাসভবনটি ক্রমশ ধ্বসিয়া পড়িতেছে;

(গ) অবগত থাকিলে, সরকার এইগুলির সংরক্ষণের জন্য কোন আশু ব্যবস্থা করিয়াছেন কিনা;

(ঘ) ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের নিজহাতে লেখা চিঠিপত্র বা পত্রলিপি প্রভৃতি যাহা নষ্ট হইয়া যাইতেছে তাহার ফটোস্ট্যাটিক কপি করানোর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা; এবং

(ঙ) এই সংগ্রহশালার সম্প্রসারণের ও গবেষণার কাজকে উন্নত করিবার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

The Minister for Education (the Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri):

(ক) সত্য নহে।

(খ) যে স্থানে "বঙ্গদর্শন"-এর প্রেস ছিল বলিয়া জানা যায় সে স্থানটি ফাঁকা পড়িয়া আছে। পুরাতন বাসভবনসংলগ্ন বহির্বাটিটি ক্রমশ ধ্বসিয়া পড়িতেছে। কিন্তু Ancient Monuments Preservation Act অনুসারে যে অংশ গ্রহণ করা হইয়াছে উহা তাহার অন্তর্ভুক্ত নহে।

(গ) প্রশ্ন উঠে না।

(ঘ) পাঠাগারের পরিচালক কমিটির সহিত পরামর্শ করিয়া এ সম্বন্ধে যথাকর্তব্য করা হইবে।

(ঙ) আপাততঃ নাই।

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: I may further inform tho House that the committee was not reconstituted at that time. It was further asked whether all the members of the committee belonged to Naihati and the answer is that there were two representatives from Naihati and three from Bhatpara.

Dr. Narayan Chandra Ray:

এই যে ওয়েজেস এবং স্যালারি সম্বন্ধে প্রশ্ন ছিল, আপনি বলেছিলেন তার জবাব পরে দেবেন। সেটার জবাব কি এখন বলবেন?

(জ) বীরভূম জেলার ক্ষেত্রে নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়কে উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে উন্নীত করার সময় জেলা স্কুল বোর্ডের সহিত কোন পরামর্শ করা হইয়াছিল কিনা;

(ঝ) সিউড়ী গুরুট্রেনিং বিদ্যালয়টিকে বুনিয়াদী শিক্ষক শিক্ষণে পরিণত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি; এবং

(ঞ) থাকিলে, কতদিনে এই পরিকল্পনা কার্যকরী হইতে পারে?

The Minister for Education (the Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri):

(ক) ১০৩-টি। (১৯৫৭-৫৮ সালে ১২-টি বিদ্যালয় মঞ্জুর হইয়াছে।)

(খ) হ্যাঁ।

(গ) বেরুগ্রাম নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় এবং আলবাঁধা নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে উন্নীত হইয়াছে।

(ঘ) বেরুগ্রাম এবং আলবাঁধা-তে উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়দ্বয় যথাক্রমে ২৫,১০০ টাকা এবং ২২,000 টাকা পাইয়াছে।

(ঙ) বেরুগ্রামের গৃহ নির্মিত হইতেছে। আলবাঁধায় গৃহ নির্মাণের সূচনা হইয়াছে।

(চ) গৃহ নির্মাণের আসবাব-সামগ্রী পাইলেই কাজ শেষ হইবে।

(ছ) হ্যাঁ, হইতেছে।

(জ) উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় সম্বন্ধে জেলা স্কুল বোর্ডের করণীয় কিছু নাই।

(ঝ) পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি গুরুট্রেনিং বিদ্যালয়কেই বুনিয়াদী শিক্ষক শিক্ষণ কেন্দ্রে পরিণত করিবার বিষয় সরকারের বিবেচনাধীন রহিয়াছে।

(ঞ) দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কার্যকালের মধ্যে এ-রূপান্তর সাধিত হইবে বলিয়া সরকার মনে করেন।

Sj. Amarendra Nath Sarkar:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে আলবাঁধা গৃহনির্মাণের জন্য যে সূচনা হয়েছে আপনি বলেছেন সেই আলবাঁধা গৃহনির্মাণের জন্যে কোন্‌খানে টাকা দেওয়া হয়েছিল এবং কোন্‌ ভদ্রলোককে এই কাজের জন্য ভার অর্পণ করা হয়েছিল?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: I want notice.

Sj. Mihirlal Chatterjee:

নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলি পরিচালনা করেন জেলা স্কুল বোর্ড, সুতরাং কোন কোন নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়কে উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হবে সে সম্বন্ধে এই জেলা বোর্ডের কাছে কোন পরামর্শ চাওয়া হয় কি?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

এটা হ'ল উন্নয়ন বিভাগের কাজ। কতগুলি আমরা করতে পারব সেটা সরকার বিবেচনা করেন এবং সেটা বিবেচনা করে, তার রিপোর্ট নিয়ে সেগুলি উন্নীত করা হয়।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

যদি কোন স্কুলকে নিম্ন বুনিয়াদী থেকে উচ্চ বুনিয়াদীতে রূপান্তরিত করা হয় তাহলে সেই স্কুল পরিচালক যখন জেলা স্কুল বোর্ড তখন সেই সেই বোর্ডকে জিজ্ঞাসা করা হয় কি যে স্কুলটি উন্নীত করার ব্যাপারে উপযুক্ত কি অনুপযুক্ত?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: The salary position is this. The salary of the Curator-cum-Librarian was Rs. 175 and the salary of the durwan was Rs. 50, Contingency Rs. 100 and all-told Rs. 325 was sanctioned. In 1954-55, the amount of salary paid was Rs. 375. In 1955-56 the salary paid to the Curator for 9 months from March to October and December was Rs. 1,575 and the salary of the peon from March to September was Rs. 350 and all-told Rs. 1,905 was paid. No break-up is available for 1956-57 because the accounts of the time were in the hands of the Curator and he is no longer in office now. So far as 1957-58 is concerned, the salary of the Curator for four months was Rs. 700. This is the break-up.

Standardisation of district and subdivisional hospitals

22. (Admitted question No. 488.) **Dr. Abu Asad Md. Obaidal Ghani:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Health Department be pleased to state how far Government have proceeded in the matter of standardisation of district and subdivisional hospitals?

The Minister of State for Health (the Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray): A scheme has been drawn up and its financial bearing has been under consideration of Government.

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: If you refer to the answer of the Hon'ble Minister, you will agree, Sir, that the answer of the Hon'ble Minister is no answer. We know that there is a scheme......

Mr. Speaker: If you are not satisfied with the answer of the Hon'ble Minister, you may put supplementary questions.

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: Will the Hon'ble Minister be pleased to state how far has Government proceeded with the scheme?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: These district and subdivisional hospitals were temporarily taken up by Government in 1944 and they were permanently taken up by them in 1956. Whenever district or subdivisional hospitals are being built, a particular pattern as regards number of beds and so on is being followed. As regards staff, a scheme has been submitted and it is under the consideration of Government for finalisation.

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: Has the revised health scheme got anything to do with the standardisation of district and subdivisional hospitals?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: According to the standardisation, this will be implemented.

Dr. Narayan Chandra Ray: Will the questions of number of beds, number of doctors and so on be taken into consideration when the scheme for standardisation of district and subdivisional hospitals has been taken up by Government?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: Yes, they are also being taken into consideration.

[2-40—2-50 p.m.]

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: Is there standardisation going to be made in the payment of hospital employees?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: It has been started.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

নিম্ন বিদ্যালয়ের শ্রেণীগুলিকে যখন উচ্চ বিদ্যালয়ের শ্রেণীতে উন্নীত করা হয়, তারপর নিশ্চয়ই উচ্চ বুনিয়াদীতে যাওয়ার অধিকার জন্মায়, কিন্তু সকল স্কুলগুলিকে সরকারের পক্ষে উচ্চ বুনিয়াদী করা সম্ভব নয়, সেজন্যে সরকার রিপোর্ট নিয়ে, বিবেচনা করে, তার পর সিলেক্ট করেন।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

আমার বক্তব্য হচ্ছে নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলি চালায় স্কুল বোর্ড সেখানে যদি কোন বিদ্যালয়কে উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করা হয় তাহলে জেলা স্কুল বোর্ডকে জিজ্ঞাসা করা হয় কি না?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: No.

Sj. Mihirlal Chatterjee:

তিনি কি জানাবেন, সরকার যে দুটো নিম্ন বুনিয়াদী স্কুলকে উচ্চ বুনিয়াদী করেছেন সে সম্পর্কে স্কুল বোর্ডের কোন রিপোর্ট কি কোন সময় পেয়েছেন?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

ডিস্ট্রীক্ট ইন্সপেক্টরের রিপোর্ট নিশ্চয়ই পাওয়া গিয়েছে।

Appointment of District Social Education Officers

***5. Sj. Subodh Banerjee:** (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state if it is a fact that in 1956 the posts of District Social Education Officers were upgraded?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) whether promotions to the upgraded scales were made in consultation with the Public Service Commission;

(*ii*) if not, the reasons therefor; and

(*iii*) whether at present such promotions were made in consultation with the Public Service Commission?

The Minister for Education (the Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri): (*a*), (*b*)(*i*) and (*iii*) Yes.

(*ii*) Does not arise.

Upgrading of schools of Gopiballavpur, Sankrail and Nayagram police-stations to Multipurpose Schools

***6. Sj. Surendra Nath Mahanta:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state—

(ক) মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমার গোপীবল্লভপুর, নয়াগ্রাম ও শাঁকরাইল থানাতে কোন হাই স্কুলকে মাল্টিপারপাস স্কীমএর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে কিনা;

(খ) না হইয়া থাকিলে, তাহার কারণ কি;

(গ) কোন হাই স্কুলকে ঐ স্কীমএর মঞ্জুরী লইতে হইলে কি কি শর্ত পূরণ করিতে হয়;

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: Are you satisfied with the response from the experts of the line so far as joining your new health scheme is concerned?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: That has not been considered yet.

Establishment of a Health Centre at Keshpur, Midnapore district

23. (Admitted question No. 895.) **Sj Saroj Roy:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Health Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে, কেশপুরে হেল্‌থ সেণ্টার স্থাপন করার পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করিয়াছেন ; এবং

(খ) সত্য হইলে এই পরিকল্পনার কাজ কতদিনে শুরু করা হইবে ও কতদিনে এই হাসপাতালের যথাযোগ্য কাজ শুরু করা হইবে?

The Minister of State for Health (the Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray):

(ক) হ্যাঁ।

(খ) ঐ স্থানে এন ই এস বা সি ডি ব্লক স্থাপিত হইলেই।

Sj. Saroj Roy:

কেন এই নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল যে, এন ই এস ব্লক না হ'লে হাসপাতাল হবে না?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:

ব্যাপারটা হচ্ছে যে, আমাদের যে সাহায্য আসে সেণ্ট্রাল গভর্নমেণ্ট থেকে এবং ডবলিউ এইচ ও থেকে, সেটা এই এন ই এস ব্লকের মধ্য দিয়ে প্ল্যান না করলে সে সাহায্য পাওয়া যায় না। সুতরাং যতদিন এন ই এস ব্লক না করা হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত করা যাবে না।

Mr. Speaker: Supposing from a certain area contribution has been paid and land has been conveyed to the Collector but no N.E.S. block has been introduced, what would be the move of the Government?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: That will be taken up as soon as N.E.S. block has been introduced.

Mr. Speaker: Supposing money was paid four years ago and land has been conveyed to the Collector already but no health centre has been built so far—must you wait all the time till the N.E.S. block is introduced?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: We have got 36 such cases involving of course nominal land and nominal donation, Rs. 200 or so. We will see that N.E.S. block is first introduced.

Mr. Speaker: I heard the Hon'ble Health Minister say that no health centre would be built until N.E.S. blocks are introduced. My question was, if money has been contributed and land has been conveyed to the Collector, must we wait all the time till the N.E.S. block is introduced?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: The donors have been informed that the first priority would be given to the N.E.S. block areas for establishment of new health centres. For non-N.E.S. block areas they will have to wait for the realisation of their desire or they can take back their money. The reason is quite clear. The Government of India decided that if there is a health centre in an N.E.S. block area that health centre will be helpful with money and equipment from the T.C.M. fund, etc., but it would not be so helpful if it is opened in a non-N.E.S. block area. As a first measure we take up the N.E.S. block areas for paucity of funds but as soon as we get over this difficulty we shall take up the others.

(ঘ) এই তিন থানার কোন স্কুল মঞ্জুরী লাভের নিম্নতম শর্ত পূরণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছে কি না;

(ঙ) এই বৎসর এই তিন থানার কোন হাই স্কুলকে মাল্টিপারপাস স্কীমএর অন্তর্ভুক্ত করিবার পরিকল্পনা আছে কিনা;

(চ) ইহা কি সত্য যে, এই মহকুমার ঝাড়গ্রাম থানার দুই মাইলের মধ্যে পাশাপাশি তিনটি স্কুলকে মাল্টিপারপাস স্কীমএর অন্তভুক্ত করা হয়াছে; এবং

(ছ) সত্য হইলে, তাহার কারণ কি?

The Minister for Education (the Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri):

(ক) না।

(খ) উক্ত থানাগুলির কোন বিদ্যালয় হইতে যথাসময়ে কেন আবেদন আসে নাই।

(গ) নিম্নলিখিত শর্তগুলি প্রধানতঃ বিবেচনা করা হয়—

(১) বিদ্যালয়ের স্থিতিকাল;

(২) বিদ্যালয়ের আঞ্চলিক অবস্থিতি ও আঞ্চলিক প্রয়োজন;

(৩) পার্শ্ববর্তী গ্রাম হইতে বিদ্যালয়ে সহজে পেঁছান যায় কিনা;

(৪) বিদ্যালয়ের অবস্থান, বিদ্যালয়গৃহ ও কক্ষগুলির আয়তন এবং বিদ্যালয়ের আর্থিক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সম্পত্তি;

(৫) বিদ্যালয়ের পরিচালনায় যোগ্যতা, স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার ফলাফল ও বিদ্যালয়ের অতীত কার্যাবলী;

(৬) বিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলীর যোগ্যতা; এবং

(৭) স্থানীয় সাহায্য।

(ঘ) সরকারের নিকট কোন সংবাদ পেঁছায় নাই।

(ঙ) (ঘ) প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

(চ) হাঁ, তবে বিদ্যালয়গুলির দূরত্ব দুই মাইলের কিছু বেশী।

(ছ) ঝাড়গ্রাম শহরে যে দুইটি বিদ্যালয়কে মাল্টিপারপাস স্কীমএর অন্তভুক্ত করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে একটি বালিকা বিদ্যালয়।

তৃতীয় বিদ্যালয়টি শহর হইতে কিছু দূরে অবস্থিত আবাসিক বিদ্যালয় (ঝাড়গ্রাম সেবায়তন)।

ঐ বিদ্যালয়টিতে কৃষিবিজ্ঞান শিক্ষা দিবার আবেদন অনুমোদন করা হইয়াছে। শহরের বিদ্যালয়ে কৃষিবিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয় বলিয়া এরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজন হইয়াছে।

এই বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে থাকিয়া যাহাতে মহকুমার সকল অঞ্চল হইতে আগত ছাত্রছাত্রীরা পড়িতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

Sj. Saroj Roy:

এই যে দুই নম্বরে বলা হয়েছে 'বিদ্যালয়ের আঞ্চলিক অবস্থিতি এবং আঞ্চলিক প্রয়োজন' এখানে আমার জিজ্ঞাস্য—এই যে তিনটি বিদ্যালয়কে মাল্টিপারপাস স্কীমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং যাদের অবস্থিতি দুই মাইলের মধ্যে, এদের ক্ষেত্রে কি উল্লিখিত শর্ত পূরণ হয়েছে?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

নোটিস চাই।

Sj. Niranjan Sengupta:

অনেক টাকা দিয়েছে, জমি অ্যাকোয়ার করা হয়েছে গভর্নমেন্টের নির্দেশ অনুসারে।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

হ্যাঁ, অনেকে টাকা দিয়েছেন ২০টি বেডের হাসপাতালের জন্য, দশ হাজার টাকা দিয়েছেন, জমি দিয়েছেন, তৈরি করতে ১,২০,০০০ টাকা লাগে, সেই টাকা দেবার ক্ষমতা আমাদের এখন নাই। তারপর এই ২০টি বেড মেনটেন করতে হ'লে ৪০ হাজার টাকা বছরে দরকার, সেটাও আমরা এখন দিতে পারি না। আমরা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়াকে বলেছি হেল্প করার জন্য, তাঁরা বলেছেন ইউ এন আই সি ই এফ করবে, যদি এন ই এস ব্লক কিংবা সি ডি ব্লকএর মাধ্যমে করা যায় তা হ'লে তারা হেল্প করবে—ইট ইজ ওনলি এ কোয়েশ্চেন অফ প্রায়োরিটি। কিন্তু যদি কোন ডিফিকাল্টি হয়, উই স্যাল হ্যাভ টু লুক ইনটু ইট।

[2-50—3 p.m.]

Sj. Chitto Basu:

যাঁরা টাকা দিয়েছেন বা জমি দিয়েছেন তাঁদের কি টাকা ফেরত দেওয়া হবে?

Mr. Speaker:

যাঁরা টাকা দিয়েছেন বা জমি দিয়েছেন তাঁরা যদি অপেক্ষা করতে প্রস্তুত না হন, তা হ'লে টাকাও ফেরত দেওয়া হবে জমিও ফেরত দেওয়া হবে। তবে সেটা ফেরত নিয়ে তো কোন লাভ হবে না।

Stock position of rice in the State

24. (Admitted question No. 1161.) **Sj. Gopal Basu:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Food Department be pleased to state—

(a) the amount of rice and wheat in stock at Governmest godowns at present (November, 1957);

(b) the amount of rice and wheat, if any, at Government godowns declared as condemned between 1956 and 1957; and

(c) the percentage of loss due to rice and wheat being condemned for defective storage?

The Minister for Food, Relief and Supplies (the Hon'ble Prafulla Chandra Sen): (a) Stocks held at Government godowns as on 28th December, 1957—

Rice—3,43,524 maunds.

Wheat/wheat products—6,08,625 maunds.

(b) and (c) There was no loss due to defective storage. Ninety maunds of rice which was received in water-soaked condition was, however, declared as condemned.

STARRED QUESTIONS

(to which oral answers were given)

Progress of Durgapur Coke Oven and By-products Plant

***87.** (Admitted question No. *765.) **Janab Taher Hossain:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Finance Department be pleased to state—

(a) how far the work for setting up of a Coke Oven Plant at Durgapur, Burdwan, has progressed;

Sj. Saroj Roy:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, ওই যে সাত নম্বরে যেটা দেওয়া হয়েছে 'স্থানীয় সাহায্য' সেখানে আমার জিজ্ঞাস্য—ওই যে তিনটি স্কুল ওদের ক্ষেত্রে আলাদা আলাদাভাবে স্থানীয় সাহায্য সরকার কি কিছু পেয়েছেন?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: I want notice.

Sj. Saroj Roy:

স্থানীয় সাহায্য পেয়েছেন কি না এতে নোটিসের কি হ'ল?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chowdhury: I want notice .

Sj. Mihirlal Chatterjee:

আমি কি জিজ্ঞাসা করতে পারি যে মাল্টিপারপাস স্কুল করবার জন্যে যে সমস্ত শর্ত তিনি উল্লেখ করেছেন সেই সমস্ত শর্ত পালিত হয় নি এমন কোন মাল্টিপারপাস স্কুল আছে কি না?

Mr. Speaker: That is a vague question and I disallow it.

Sj. Saroj Roy:

ঝাড়গ্রাম মহকুমায় এই তিনটি মালটিপারপাস স্কীম ছাড়াও গ্রামাঞ্চল থেকে কোন দরখাস্ত সরকারের কাছে এসেছিল কি না যাতে তারা এই সমস্ত শর্ত পালন করতে চেয়েছিল?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

নোটিস চাই।

Sj. Saroj Roy:

সব তাতেই নোটিস চান?

[3-20—3-30 p.m.]

Inadequacy of teaching staff in Burdwan Raj College

*7. **Sj. Pramatha Nath Dhibar:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state—

(a) if it is a fact that the students of Burdwan Raj College have faced great difficulties due to shortage of teaching staff, especially for Chemistry and English; and

(b) if so, what steps have been taken by the Government to remove the difficulties of the students?

The Minister for Education (the Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri): (a) Yes, for want of suitably qualified candidates certain posts of lecturers are going vacant.

(b) The Governing Body of the College, being the appointing authority, has been requested to take necessary steps to fill up the vacant posts immediately.

Mr. Speaker: It is all right. If you look at the merit of the question you will see that the Minister in charge is entitled to ask for notice.

Sj. Pramatha Nath Dhibar:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, আজ পর্যন্তও এই পোস্ট ভ্যাকেন্ট আছে কি?

(*b*) how many persons have been given employment in this connection;

(*c*) total amount of money spent up to date;

(*d*) whether ancillary industries to utilise the by-products of the Coke Oven Plant are going to be set up at Durgapur during the Second Five-Year Plant; and

(*e*) if not, why not?

The Chief Minister and Minister for Finance (the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy): (*a*) Very satisfactory progress has been made towards the setting up of Coke Oven and By-Products Plant. It is expected that the Plant will go into operation by March, 1959.

(*b*) Number of persons employed—

(*i*) By the contractors	...	1,450 per day in average.
(*ii*) By Government	...	465
Total	...	1,915

The information given here of Government employing 465 would be really 600 because Government are increasing the area of work.

(*c*) Total amount spent so far on the Durgapur Project (up to 30th September, 1957)—Rs. 382.88 lakhs.

The total amount spent so far has been put down as Rs. 382.88 lakhs; but actually today the total amount spent is about Rs. 5 crores.

(*d*) Benzol Rectification Plant is already in course of erection. A Tar Distillation Plant to utilise the by-products of coal-tar from the Coke Oven Plant is proposed to be set up at Durgapur during the Second Five-Year Plan period.

I may inform the House that the Benzol Rectification Plant has already been erected.

(*e*) Does not arise.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:
মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি—বি (১) এবং (২)-এর প্রশ্নের জবাবে যে ফিগার দিয়েছেন—তাতে বি (১)-তে বলেছেন—পার্সনস এমপ্লয়েড বাই দি কন্ট্রাক্টরস ১৪৫০ পার ডে। তার মধ্যে বাঙালী কর্মীর সংখ্যা কত? এবং বি (২)-তে যে বলেছেন পারসনস এমপ্লয়েড বাই দি গভর্নমেন্ট ৪৬৫ তার মধ্যেই বা বাঙালী কর্মচারীর সংখ্যা কত?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I want notice.

Sj. Sunil Das:
মন্ত্রিমহাশয় কোক-ওভেন সম্বন্ধে উত্তরে বলেছেন—দিস ইয়ার। তার পরে কারেক্ট ক'রে বলেছেন—১৯৫৯এর মার্চের কথা। সেই ১৯৫৯ এর মার্চের ভিতর হবে কি?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: The Coke Oven Plant has already been fired on the 12th December, 1958 but actually production of coke will begin from the 15th of March, 1959.

Sj. Sunil Das:
আমি জিজ্ঞাসা করছি কবার টারগেট ডেট পাল্টানো হয়েছে?

The Hon'ble Harendra Nath Chaudhuri: I can not say whether today is vacant.

Sj. Pramatha Nath Dhibar:

ভ্যাকেন্সি ফিল-আপ করার খবর কি আপনি রেখেছেন?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

ভ্যাকেন্সি ফিল-আপ করা হচ্ছে বলেই জানি। আজকে হয়েছে কি না বলা শক্ত।

Sj. Pramatha Nath Dhibar:

মন্ত্রী মহাশয়কে কোয়েশ্চেন করা হয়েছিল ফেব্রুয়ারি মাসে। এইভাবে কেমিস্ট্রি, লিশএর লেকচারার যদি না থাকে তাহলে ছাত্রদের অবস্থা কি হয় তা বুঝতে পারছেন?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

আমি বুঝতে কিছু কিছু পারি বই কি। এইসব ভ্যাকেন্সি কিছু কিছু ফিল-আপ হচ্ছে। তবে আজকেও যেসব বাকী আছে সে সব সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে জেনে বলতে পারি।

Mr Speaker: I will tell you the reasons The question was put in February and has come up for reply in November, 1958. Therefore, if the answer is given with reference to that date it will be an useless answer. I think you should give the notice.

Sj. Canesh Chosh: It seems very strange. The question was put in February and now we are in the month of November, still we do not get any reply.

Sj. Jagannath Majumdar: Supplementary question, Sir.

Mr. Speaker: This question need not be proceeded with today.

Establishment of Multipurpose Schools in Maina anad Pingla police-stations, district Midnapore

***8. Sj. Ananga Mohan Das:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state—

(ক) মেদিনীপুর জেলার ময়না ও পিংলা থানাতে কোনও হাই স্কুলকে এযাবৎ মাল্টিপারপাস স্কীম-এর অন্তর্ভুক্ত করার মঞ্জুরী দেওয়া হইয়াছে কিনা;

(খ) না দেওয়া হইলে, তাহার কারণ কি;

(গ) কোনও হাই স্কুলকে এই স্কীমএ মঞ্জুরী পাইতে হইলে কি কি শর্ত পালন করিতে হয়;

(ঘ) কোন্ জেলায় কয়টি করিয়া ঐরূপ স্কুল এযাবৎ মঞ্জুর হইয়াছে;

(ঙ) মেদিনীপুর জেলাতে কোন্ কোন্ থানাতে কয়টি স্কুল উক্ত স্কীমএ মঞ্জুর হইয়াছে;

(চ) এই বৎসর ময়না থানা ও পিংলা থানাতে কোন হাই স্কুলকে মাল্টিপারপাস স্কীমএর অন্তর্ভুক্ত করার মঞ্জুরী দেওয়া হইবে কিনা; এবং

(ছ) এই বৎসর ময়না থানাতে কোন হায়ার সেকেন্ডারী স্কুল (ক্লাস ইলেভেন) মঞ্জুর হইবে কিনা?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

এখানে টারগেট ডেটের প্রশ্ন নয়। এস্টিমেটেড ডেট যা ধরা হয়েছিল কোক-ওভেন প্ল্যান্ট হবার জন্য সেটা হয়ে গেছে বিফোর দি ইউজুয়াল টাইম।

Sj. Sunil Das: Is it not a fact that during the budget debate the Chief Minister informed this House that the Coke Oven Plant will come into operation during October, 1958?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: That was the estimate then.

Mr. Speaker: There is a difference between the target date and the anticipated date.

Sj. Sunil Das: It is the target date so far as we are concerned.

আমি জানতে চাইছি '(এ)' উত্তরে দুর্গাপুর কোক ওভেন প্ল্যান্টের এবং তার বাই-প্রডাক্ট সম্পর্কে আমি সেই কনেকশন জানতে চাইছি; বাই-প্রডাক্ট ইনস্টিটিউশনএর গ্যাস গ্রীড প্ল্যান্টের কাজ কবে থেকে শুরু হবে?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

এখনও ফাইনাল হয় নাই।

Sj. Sunil Das:

ইট ইজ এ ফ্যাক্ট দ্যাট গ্যাস গ্রিড প্ল্যান্ট থেকে যে গ্যাস উৎপন্ন হবে তা ফার্টিলাইজার প্ল্যান্টএ

Mr. Speaker: That question I think Mr. Jatin Chakravorty and some other members put before as to whether the gas to be generated there would be given to the proposed fertiliser plant.

Sj. Sunil Das: Was it during this session of the House?

Mr. Speaker: Yes; I remember it. I think my memory is right.

Sj. Sunil Das:

আমি চীফ মিনিস্টারের কাছে জানতে চাই উনি যখন বাইরে গিয়েছিলেন তখন কোন কিছুর ব্যবস্থা কোথাও এ সম্পর্কে করেছেন?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: If I get the Gas Grid sanctioned by the Government of India, because it requires foreign exchange, then the first thing will be to bring the gas to Calcutta. The gas that will remain will be utilised for Steel Plant and fertilizer factory.

Sj. Sunil Das: Will the Chief Minister let us know at what stage the Gas Grid plant is at the present moment?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Negotiation.

Sj. Sunil Das:

আমি, স্যার, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যা জানতে চাইছি তাহলে গ্যাস গ্রীড প্ল্যান্ট...

Mr. Speaker: All that he has said is that the whole thing is subject to negotiation.

SJ. SUNIL DAS: I am asking a supplementary arising out of his reply that the whole thing is under negotiation—

আমি যদি ওঁকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি—উনি যে কথা বলেছেন তার উপর ভিত্তি করে যে...

The whole thing is under negotiation. Shall I be permitted to do so?

Mr. Speaker: If it be relevant you can put.

The Minister for Education (the Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri):

(ক) ময়না থানার অন্তর্গত বেগদা সংলগ্ন বিদ্যালয়কে মালটিপারপাস স্কুলএ পরিণত করিবার অনুমতি ১৯৫৮ সালের এপ্রিল হইতে দেওয়া হইয়াছে।

পিংলা থানাতে এখনও কোন বিদ্যালয়কে মালটিপারপাস স্কুলএ উন্নীত করা হয় নাই। উক্ত থানা হইতে কোন আবেদনও আসে নাই।

(খ) উক্ত অঞ্চলের কোন বিদ্যালয়ই উন্নীত হইবার সব শর্ত পূরণ করে নাই। তাহা ছাড়া পিংলা থানার লোকসংখ্যা অত্যন্ত কম, উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যাও অল্প। অধিক লোকসংখ্যা এবং ভাল বিদ্যালয় আছে, এমন থানাগুলিতে আগে মালটিপারপাস স্কুল মঞ্জুর করা হইয়াছে।

(গ) শর্তগুলি হইতেছে—

(১) বিদ্যালয়ের স্থিতিকাল;

(২) বিদ্যালয়ের আঞ্চলিক অবস্থিতি ও আঞ্চলিক প্রয়োজন;

(৩) পার্শ্ববর্তী গ্রাম হইতে বিদ্যালয়ে সহজে পৌঁছান যায় কিনা;

(৪) বিদ্যালয়ের অবস্থান, বিদ্যালয়গৃহ ও কক্ষগুলির আয়তন এবং বিদ্যালয়ের আর্থিক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সংগতি;

(৫) বিদ্যালয়ের পরিচালনায় যোগ্যতা, স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার ফলাফল ও বিদ্যালয়ের অতীত কার্যাবলী;

(৬) বিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলীর যোগ্যতা; এবং

(৭) স্থানীয় সাহায্য।

(ঘ) লাইব্রেরী টেবিলে "ক" তালিকা উপস্থাপিত করা হইল।

(ঙ) "খ" তালিকা লাইব্রেরী টেবিলে উপস্থাপিত করা হইল।

(চ) (ক)-এর উত্তর দ্রষ্টব্য।

(ছ) কোনও আবেদন না আসাতে, বিবেচনা করা সম্ভব হয় নাই।

Sj. Saroj Roy:

আপনি এই যে কি কি শর্ত পালন করলে মালটিপারপাস স্কীমে স্কুল করবেন বলেছেন কিন্তু পিংলা থানার বেলায় বলেছেন যে সেখানে লোকসংখ্যা কম। কিন্তু যদি সেখানে এই সব শর্ত পালন করার পর সেখানে লোকসংখ্যা কম বা সেখানে বেশি স্কুল না থাকে তাহলেই কি মালটিপারপাস স্কুল সেখানে হবে না?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

এটা শর্তের বাইরে নয়। এখানে পরে পাবে, আগে পেতে পারে না।

Sj. Saroj Roy:

পিংলা থেকে দরখাস্ত আসা সত্ত্বেও......

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

আসে নি।

Mr. Speaker:

আপনি এ্যাসিউম করে নিচ্ছেন এসেছে ডিনাই করার প্রশ্ন কাজেই আসে না।

Sj. Saroj Roy:

কত দেখালেন লোকসংখ্যা অত্যন্ত কম ইত্যাদি।

Sj. Sunil Das:

আমি মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করছি, উনি যখন বাইরে গিয়েছিলেন—আমেরিকা, জার্মানী ও যুগোস্লোভাকিয়ায়—কাগজে দেখেছি গ্যাস গ্রীড প্ল্যান্ট সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেন। সেটা কি শুধু আলোচনাই করেছেন, না কোন কন্ট্রাক্ট হয়েছে?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

কোন কন্ট্রাক্ট হয় নাই।

Sj. Sunil Das:

কন্ট্রাক্ট হয় নাই—তবে কি হয়েছিল জানতে পারি কি?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Investigation.

Sj. Sunil Das:

এই সম্পর্কে আমি আর একটা বিষয় জানতে চাই—সেখানে বেঞ্জল রেক্টিফিকেশন প্ল্যান্ট, টার ডিস্টিলেশন প্ল্যান্ট, ডাই স্টাফ ম্যানুফ্যাকচার করবার কোন প্ল্যান বা পরিকল্পনা পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের আছে কি?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: No.

Sj. Sunil Das:

ইজ ইট এ ফ্যাক্ট যে, ডাই স্টাফ প্রভৃতি ইন্টিগ্রেটেড ম্যানুফ্যাকচারএর স্কীম প্রথমে সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানের ভিতর স্যাংশন হয়েছিল তার পর সাবসিকোয়েন্টলি সেটা ক্যানসেল্‌ড হয়েছে?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

না।

Sj. Sunil Das:

আমি জানতে চাইছি—উনি বলেছেন যে,

Tar distillation plant to utilise the by-products is proposed to be set up

সেটা কবে সেট-আপ হবার সম্ভাবনা আছে?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

টার ডিস্টিলেশন সম্পর্কে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া রাজী হয়েছেন, আশা করি আমরা ফাইনাল স্যাংশন পেয়ে যাব বাই জুন।

Sj. Sunil Das:

টার ডিস্টিলেশন প্ল্যান্টের স্যাংশন বাই জুন পেয়ে যাবেন বলছেন কিন্তু আমরা জানতে চাই কত টনের লাইসেন্স পাওয়া যাবে?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: 100 tons a day.

Sj. Sunil Das:

ইজ ইট এ ফ্যাক্ট যে, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ১০০ টনই দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু বাংলা-সরকার ৫০ টন চেয়েছিলেন?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

না, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ৫০ টনের স্যাংশন দিয়েছেন কিন্তু আমরা ১০০ টন চেয়েছি, 100 tons because that is the most economic unit.

Sj. Basanta Kumar Panda:

প্রশ্নোত্তরে বলেছেন 'বিদ্যালয়ের স্থিতিকাল'—এই স্থিতিকাল কত বৎসর হলে শর্ত পালিত হবে?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

কোন নির্দিষ্ট কাল নাই। কোন অঞ্চলে ৫টি স্কুল থাকতে পারে—সেখানে স্থিতিকাল একই হলে, যোগ্যতার অধিকার গণ্য করা হবে।

Sj. Basanta Kumar Panda:

(২)এর প্রশ্নোত্তরে বলেছেন 'আঞ্চলিক অবস্থিতি ও আঞ্চলিক প্রয়োজন'—এই অবস্থিতি বলতে কি বোঝেন?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

ইংরাজীতে যাকে বলে 'এরিয়া স্কুল'।

Sj. Jagannath Majumder:

স্থানীয় সাহায্যের পরিমাণ কত হলে করবেন বলতে পারবেন কি?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

শতকরা ১২½ পারসেন্ট।

Sj. Jagannath Majumder:

স্থানের তারতম্য ভেদে এই সাহায্যের হার কি নির্দিষ্ট আছে?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

সর্বনিম্ন সংখ্যা বলা হোয়েছে ১২½ পারসেন্ট, তার বেশি হলে পাবেন।

Sj. Jagannath Majumder:

এ ছাড়া সর্বোচ্চ কিছু আছে নাকি?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

না।

Sj. Saroj Roy:

(খ) এর শর্ত ছাড়া যদি কোন থানার লোকসংখ্যা কম হয় আমার সাপ্লিমেন্টারী হচ্ছে, অন্য হাইস্কুল যদি ঐ ৭টি শর্ত পালন করে তাহলে সেখানে মাল্টিপারপাস স্কুলে সেগুলি উন্নীত হবে কিনা?

Mr. Speaker:

ডিস্‌ক্রিশনারী কতকগুলি শর্ত আছে—

You must satisfy the terms and also satisfy the department. If these two are there, then it will be given.

Sj. Saroj Roy: No question of satisfaction.

৭টি শর্ত দিয়েছেন, সেগুলি যদি পালন করা যায়......

Mr. Speaker:

আপনি শুনুন, শর্তগুলি হয়েছে 'আঞ্চলিক প্রয়োজন' হু ইজ টু ডিসাইড দি প্রয়োজন?

Sj. Sunil Das:

এই যে ১০০ টনের লাইসেন্স চেয়েছেন তার জন্য যে র মেটিরিয়ালের প্রয়োজন তা কি দুর্গাপুর থেকেই নেওয়া যাবে, না টাটা থেকে আনতে হবে?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I am not prepared to give any more information at this stage.

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

এই যে ১,৪৫০টি লোক বর্তমানে সেখানে কনস্ট্রাকশন পিরিয়ডে কাজ করছে, অপারেশন পিরিয়ডে তাদের এমপ্লয় করা হবে কি? বিশেষ ক'রে আমি লোক্যাল লোকদের সম্পর্কে বলছি।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

তা এখন বলা যায় না, আই ওয়ান্ট নোটিস।

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

কনস্ট্রাকশন পিরিয়ডের পর এটার যে অপারেশন পিরিয়ড শুরু হবে—মন্ত্রিমহাশয় বলেছেন মার্চে—এখন পর্যন্ত কনস্ট্রাকশনের কাজে যারা নিযুক্ত রয়েছে তখন তাদের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে কিনা?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

ওপেনিং থাকলে হবে।

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

এমপ্লয়মেন্টএর ক্ষেত্রে তাদের প্রায়োরিটি দেওয়া হবে কিনা?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

হ'তে পারে।

[3—3-10 p.m.]

Sj. Sunil Das:

বাই প্রোডাক্ট হিসাবে সালফিউরিক অ্যাসিড এবং অ্যামোনিয়াম যেটা বার হবে সেটা ইউটিলাইজ করার জন্য প্ল্যান্ট গঠন করবার কোন পরিকল্পনা আছে কি?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আমরা ভাবছি, তবে এখনও কিছু করা হয় নি।

Sj. Sunil Das:

করা হবে কি?

Mr. Speaker: That question does not arise.

Absorption of punchers in State Statistical Bureau

***58.** (Admitted question No. *351.) **Sj. Somnath Lahiri:** (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Finance Department be pleased to state if he is aware that a number of punchers in the State Statistical Bureau working in the department from 1951 have not yet been made permanent?

(*b*) If the reply to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) the reason for not making them permanent; and

(*ii*) whether Government have any scheme to make them permanent at the earliest opportunity?

Sj. Saroj Roy:

আমি এর আগেই একটা প্রশ্ন করেছিলাম অঞ্চল মানে কি? তিনি বললেন নোটিস চাই।

Mr. Speaker:

আঞ্চলিক প্রয়োজন মানে আঞ্চলিক প্রয়োজন:

[হাস্য]

[3-30—3-40 p.m.]

Sj. Dasarathi Tah:

মাল্টিপারপাস স্কুলের জন্য মন্ত্রী মহাশয় যে শর্তগুলি দিয়েছেন তাতে ভুল রয়েছে স্থিতি-কাল, আঞ্চলিক প্রয়োজন প্রভৃতি উনি যা উল্লেখ করেছেন, তার সঙ্গে সঙ্গে কি যোগ করা উচিত ছিল না—যদি আমাদের মর্জি হয় তাহলেই মাল্টিপারপাস স্কুল দেওয়া হবে।

[No reply]

Public playgrounds in the Hill areas of Darjeeling

*9. **Sj. Bhadra Bahadur Hamal:** (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state if it is a fact—

(*i*) that there is not a single public playground in the Hill areas of Darjeeling district;

(*ii*) that in 1955 a scheme was drawn up by the then Deputy Commissioner of Darjeeling for a public playground at Happy Valley Tea Estate; and

(*iii*) that some amount of money was raised from the public for the purpose?

(*b*) If the answer to (a) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state the reasons as to why the scheme has not yet been implemented and what action, if any, is proposed to be taken by the Government for a playground in the said area?

The Minister for Education (the Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri): (*a*) Yes.

(*b*) The original scheme could not be implemented owing to difficulties encountered in the acquisition of suitable lands for the purpose. A revised scheme is now under examination.

Sj. Bhadra Bahadur Hamal:

आपने लिखा है कि जमीन दखल करनें में असुविधा है। वह असुविधा क्या है? क्या मैं जान सकता हूं?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Yes; that could not be acquired because that might be required for other purposes.

Sj. Bhadra Bahadur Hamal:

উনি যে লিখেছেন ও'র জবাবের ভিতর যে জমি দখল করার অসুবিধা ছিল সে অসুবিধা কি জানতে পারি কি?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

অসুবিধা হচ্ছে, যে জমি নেবার কথা হয়েছিল সে জমি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের নির্দেশ অনুসারে নেওয়া যায় নাই, সেই জন্য অন্য জমির অনুসন্ধান করা হচ্ছে।

Sj. Bhadra Bahadur Hamal:

মন্ত্রী মহাশয় যেটা পরীক্ষা করা হচ্ছে বলে বলেছেন সে রিভাইসড স্কীমটা কি?

The Chief Minister and Minister for Finance (the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy): (*a*) Only three punchers working from 1951 have not yet been made permanent.

(*b*) (*i*) Of the three temporary punchers, one is working in a temporary post and another in a temporary vacancy. It is not, therefore, possible to make them permanent. They are also not otherwise up to the requisite standard. The third is working against a vacant post but he has not been made permanent as he has not attained requisite standard of efficiency.

(*ii*) The question does not arise.

Assembly and Parliamentary Voters' Lists for Darjeeling district

***59.** (Admitted question No. *1050.) **Sj. Mangru Bhagat:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Home (Constitution and Elections) Department be pleased to state—

(*a*) in what language the Assembly and Parliamentary Voters' Lists have been prepared for Darjeeling district: and

(*b*) whether Government propose to publish those lists in local language (Devanagri)?

The Chief Minister and Minister for Home (the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy): (*a*) The electoral rolls have so long been prepared in English for Darjeeling district except Siliguri subdivision where the rolls have been prepared in Bengali.

But this time orders have been issued by the Election Commission to publish the roll, to prepare the roll instead of in English for the Darjeeling district—the draft rolls are being published in the whole of the Darjeeling district—in Bengali and also in Hindi.

(*b*) The matter is under consideration.

Promotion from West Bengal Junior Civil Service to West Bengal Civil Service

***60.** (Admitted question No. *981.) **Sj. Panchanan Bhattacharjee:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Home Department be pleased to state—

(*a*) whether Government have any scheme for amalgamation of West Bengal Junior Civil Service and West Bengal Civil Service into one cadre;

(*b*) whether at present 50 per cent. of the vacancies in West Bengal Civil Service are filled up by promotion from West Bengal Junior Civil Service and the remainder through direct recruitment; and

(*c*) whether recommendations from the Public Service Commission are obtained by the State Government in matters of promotion from the West Bengal Junior Civil Service for vacancies in the West Bengal Civil Service rank?

The Chief Minister and Minister for Home (the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy): (*a*) No.

(*b*) and (*c*) Yes.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

অন্যত্র রিভাইসড সাইটএর খোঁজ করা হচ্ছে।

Sj. Bankim Mukherji:

তাহলে মন্ত্রী মহাশয় যে কথা বলেছেন তার অর্থ হচ্ছে কি এই যে, অন্যত্র জায়গা না পেলে পর হবে না সুতরাং এটাতে স্কীমের কোন পরিবর্তন বোঝায় না?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Yes.

Mr. Speaker: If I have rightly understood, the Scheme has not been abandoned. Only the site is not yet available.

Sj. Bankim Mukherji:

কোয়েশ্চেনের (এ)(৩) যে আছে—

"that some amount of money was raised from the public for the purpose",

তার জবাবে বলেছেন "হাঁ",—সেই টাকা কোথায় বা কার কাছে আছে জানাবেন কি?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

ডি. সি. দার্জিলিং।

Sj. Bankim Mukherji:

সেই টাকাটার পরিমাণ কত জানতে পারি কি?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

না নোটিস না পেলে বলতে পারব না।

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

আপনি যে বলেছেন 'স্কীম' তার মানে স্কীম নয় 'সাইট' তাহলে 'নিউ স্কীম' না হয়ে 'নিউ সাইট' বলা উচিত ছিল এবং সেই 'অলটারনেটিভ সাইট' পেলে পর আর একটা থরোলি রিভাইজড স্কীম' হবে; সুতরাং আপনার জবাবে 'স্কীম' না বোলে 'সাইট' বলা কি উচিত ছিল না?

Mr. Speaker: There is no doubt that what he means is a revised site.

Sj. Bhadra Bahadur Hamal:

আপনি যে 'আন্ডার একজামিনেশন' কথা বলেছেন অর্থাৎ পরীক্ষা চলছে সেটা আর কত দিন চলবে?

[No reply]

UNSTARRED QUESTIONS

(answers to which were laid on the table)

Inadequacy of teaching staff in Burdwan Raj College

1. **Sj. Benoy Krishna Chowdhury:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state—

(a) whether he is aware that the Burdwan Raj College is running short of teaching staff, specially in Chemistry, English and Mathematics; and

(b) if so, what steps Government propose to take in the matter?

Kharagpur Municipality

***61.** (Admitted question No. *791.) **Sj. Narayan Choubey:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Local Self-Government Department be pleased to state—

(*a*) what is the amount of money that the West Bengal Government has given to the Kharagpur Municipality either as loan or aid during the last three years since its inception;

(*b*) what are the items for which this money was spent;

(*c*) if it is a fact that this Municipality could not start conservancy service within three years of existence; and

(*d*) when conservancy service will be started by the Kharagpur Municipality?

The Minister for Local Self-Government and Panchayats (the Hon'ble Iswar Das Jalan): (*a*) and (b) A statement is laid on the Table.

(*c*) Yes.

(d) The District Magistrate, Midnapore, has already instructed the Municipal Commissioners to introduce conservancy service with immediate effect, if possible; and, if not, with effect from the 1st April, 1958.

Statement referred to in reply to clauses (a) and (b) of starred question No. 61

SHOWING THE RECEIPTS OF GRANTS AND LOANS BY THE KHARAGPUR MUNICIPALITY FROM THE GOVERNMENT AND THE PURPOSES FOR WHICH THEY WERE SPENT

	1954-55.	1955-56.	1956-57.	Up to the 31st December, 1957.	Total.
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
(1) Government subvention for dearness allowance.	Nil	6,494·00	6,501·56	5,482·81	18, 78·37
(2) Government grant towards water-supply under local development scheme paid to the Municipality direct and to the contractors by the Subdivisional Officer (Sadar), Midnapore.	1,5480·56	6,640·00	Nil	Nil	22,120·56
(3) Loans—					
(*i*) Ways and Means advance ..	58,000·00	62,000·00	Nil	10,000	1,30,000
(*ii*) For introduction of the conservancy scheme.	Nil	Nil	75,000·00	Nil	75,000·00

Total—Rs. 2,45,598·93 nP. (Grant—Rs. 40,598·93 nP. and Loan—Rs. 2,05,000·000

Purposes for which spent—

(1) Water-supply.
(2) Road repairs.
(3) Public Health and Conservancy.
(4) Law charges.
(5) Public Works.
(6) Establishment.

The Minister for Education (the Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri): The honourable member is referred to the answer to starred question No. 7 by Sj. Pramatha Nath Dhibar which appears in the 1st list of starred questions and answers.

Sj. Bankim Mukherji:

আপনি যখন নিজেই জেনেছেন যে বর্ধমান রাজ কলেজে কেমিস্ট্রি, ইংলিশ ও ম্যাথম্যাটিক্সের প্রফেসর নাই এবং না থাকার দরুন ছেলেদের পড়ার যথেষ্ট ক্ষতি হচ্ছে, সে ক্ষেত্রে এক বছরের ভিতর কি ঘটেছে আপনার খবর রাখা উচিত ছিল। সেইজন্য আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে ঐসব প্রফেসর ভর্তি করা হয়েছে কি না সে বিষয়ে কোন খবর নিয়েছেন কি না।

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

সে সব শ্রীযুক্ত প্রমথ ধীবর মহাশয়ের প্রশ্নের জবাবে এ প্রশ্নেরও জবাব দেওয়া হয়েছে।

Number of schools in Kulti, Asansol and Hirapur police-stations

2. Janab Taher Hossain: Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state—

(*a*) the number of recognised primary, secondary and high schools in each union under the police-stations of Kulti, Asansol and Hirapur in the years 1947, 1950, 1955 and 1957;

(*b*) the number of these primary, secondary and high schools which are—

(*i*) Government-managed,

(*ii*) Government-aided, and

(*iii*) Private; and

(*c*) amount of aid given by the Government to Government-aided schools of each category in the years 1947, 1950, 1955 and 1957?

The Minister for Education (the Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri): (*a*) Statement "A" is laid on the Table.

(*b*) None of these primary and secondary schools is Government-managed.

The primary schools are managed by the District School Board, Burdwan, which receives financial assistance from the State Government for the maintenance of the primary schools.

A statement "B" showing the number of aided and unaided secondary schools is laid on the Table. Grants-in-aid to the aided schools are given through the Board of Secondary Education, West Bengal.

(*c*) A statement "C" showing the amounts of aid given to the aided secondary schools is laid on the Table.

The aided secondary schools received aid from the Government direct up to 1949. Since 1950, these schools have been receiving Government aid through the Board of Secondary Education, West Bengal.

Sj. Narayan Chobey:

আপনারা ১৯৫৬-৫৭ সালে ৭৫ হাজার টাকা দিয়াছেন ফর কনজারভেন্সি, কিন্তু সেই কন-জারভেন্সির কাজ শুরু হতে ১৯৫৮-৫৯ সাল লাগল কেন? অর্থাৎ এই দেরির কারণ কি?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: There were numerous cases and litigations pending with regard to the Kharagpur Municipality and that was the reason of this delay.

Sj. Narayan Chobey:

এই কেস থাকার জন্য টাকা স্যাংশন্‌ড হওয়া সত্ত্বেও কনজারভেন্সি চালু হ'ল না কেন?

The Hon'ble Iswar Das Jalan:

এ বিষয়ে আপনি খড়্গপুর মিউনিসিপ্যালিটিকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন, কারণ তাঁরাই সব ইনফরমেশন দিতে পারেন।

Sj. Narayan Chobey:

আপনারা টাকা স্যাংশন করলেন, সেখানে আমরা খড়্গপুর মিউনিসিপ্যালিটিকে জিজ্ঞাসা করব কেন?

The Hon'ble Iswar Das Jalan:

তাঁরা যদি টাকা খরচ না করেন তা হ'লে আমরা তার অ্যাকশন নেব।

Mr. Speaker: When was the money made available to the municipality?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: In 1956-57.

Mr. Speaker: Had you any control to make the municipality spend the money?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Yes; they are bound to spend.

Mr. Speaker: Can you dictate to them "go on spending"?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: If money has been allotted for a specific purpose, the money has to be spent for that purpose.

Mr. Speaker: In due course?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: There may be delay; I do not know.

Sj. Narayan Chobey:

আপনারা ২২ হাজার ১২০ টাকা ৫৬ নয়া পয়সা দিয়েছেন ফর ওয়াটার সাপ্লাই। কিন্তু এই ওয়াটার সাপ্লাই-এর জন্য কি করা হয়েছে জানেন কি?

The Hon'ble Iswar Das Jalan:

এ বিষয়ে খড়্গপুর মিউনিসিপ্যালিটিকে জিজ্ঞাসা করতে হবে।

Statement "A" referred to in reply to clause (a) of unstarred question No. 46

STATEMENT SHOWING THE NUMBER OF INSTITUTIONS IN UNION BOARD AREAS

Name of police-station.	Name of union.	No. of primary schools in—				No. of junior high schools in—				No. of high schools in—			
		1947.	1950.	1955.	1957.	1947.	1950.	1955.	1957.	1947.	1950.	1955.	1957.
Kulti ..	.. Kulti ..	4	4	11	11	..	..	..	..	3	3		
	Barkar ..	3	3	5	0	1	1	1	1	1	1	1	1
	Disergarh ..	3	3	6	7	1	1	1	..	1	1	1	2
	Neamatpur ..	7	7	12	14	1	1	1	1	2	2	2	2
Asansol	.. Dhadka ..	4	4	7	9	1	1	1	1	..	..	..	1
	Kalipahari ..	3	3	8	10	..	..	..	..	2	2	2	2
Harapur	.. Bidyanandapur ..	5	6	6	9	..	..	..	..	..	..	1	1
	Hirapur ..	2	3	7	7	1	1	1	1	1	1	1	1
	Burnpur ..	1	1	5	5	1	1	1	1	2	2	2	2
	Total ..	32	34	67	77	6	6	6	5	12	12	13	15

Sj. Narayan Choley:

আপনি ৩(২)এ উত্তর দিয়েছেন—'পারপাসেস ফর হুইচ মানি স্পেন্ট'—টোটাল ৬টা আইটেম আছে এখানে,
what is the money spent under the head (6) Establishment?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: I ask for notice.

Aid to Kharagpur Municipality

***62.** (Admitted question No. *239.) (*a*) **Sj. Narayan Chobey:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Local Self-Government Department be pleased to state whether the Kharagpur Municipal Authority has approached for aid—

(*i*) to construct a waterworks at Kharagpur;

(*ii*) to develop the roads of the Kharagpur Municipality:

(*iii*) to improve the drainage system;

(*iv*) to develop particularly the area inhabited mostly by the refugees; and

(*v*) to start conservancy by the Municipality?

(*b*) If so, what action, if any, has been taken or is proposed to be taken by Government about the same?

The Minister for Local Self-Government and Panchayats (the Hon'ble Iswar Das Jalan): (*a*) (i) and (iii) No.

(*ii*), (*iv*) and (*v*) Yes.

(*b*) A statement is laid on the Table.

Statement referred to in reply to clause (b) of starred question No. 62

DEVELOPMENT OF ROADS

The Kharagpur Municipality furnished a project for Rs. 4,86,000 for improvement of its roads for inclusion in the Government scheme for improvement of municipal roads under the Second Five-Year Plan according to which road improvement projects in municipal areas are executed by Government with one-third contribution from the Municipalities participating in the scheme. As, however, in the present state of its finances, the Kharagpur Municipality could not be expected to bear even one-third of the cost of the project, the same could not be included in the programme of work for 1956-57 and 1957-58.

CONSERVANCY

A loan of Rs. 75,000 was granted by Government to the Kharagpur Municipality in 1956-57 for introduction of conservancy system. The District Magistrate, Midnapore, has already instructed the Municipal Commissioners to introduce conservancy services from the 1st April, 1958, at the latest.

Statement "B" referred to in reply to clause (b) of unstarred question No. 46

STATEMENT SHOWING NUMBER OF AIDED AND UNAIDED SECONDARY SCHOOLS

Name of police-station.	Name of union.	No. of junior high schools in—								No. of high schools in—							
		1947.		1950.		1955.		1957.		1947.		1950.		1955.		1957.	
		A.	U.	A.	.	A.	.	A.	.	A.	.	A.	U.	A.	U.	A.	U.
Kulti ..	.. Kulti	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	2	1	1	2	1	2
	Barakar	..	1	..	1	1	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..	1
	Disergarh	.	1	..	1	..	1	..	..	1	.	1	..	1	..	1	1
	Neamatpur		1	1	..	1	..	1	..	..	2	1	1	2	..	2	..
Asansol	.. Dhadka	1		1	.	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	.	1
	Kalipahari	..	..	.	..	..	..	..	..	2	..	2	..	2	..	2	..
Hirapur	.. Bidyanandapur	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..
	Hirapur	..	1	..	1	1	..	..	1	..	1	..	1	..	1	..	1
	Burnpur	..	1	..	1	1	..	1	..	1	1	2	..	1	1	1	1
	Total ..	1	5	2	4	5	1	4	1	6	6	8	4	7	6	8	7

A—indicates aided and U—indicates unaided.

DEVELOPMENT OF AREAS INHABITED BY REFUGEES

The requirements for loan of the Municipality have been examined by the Refugee Relief and Rehabilitation Department of this Government. It is proposed to recommend a loan of Rs. 68,876 to the Government of India, Ministry of Rehabilitation, after the Advisory Committee have considered other aspects of the question, e.g., capacity for repayment, etc.

Sj. Narayan Chobey:

আপনি ডেভেলপমেন্ট অফ রোডসএ উত্তর দিয়েছেন—

'As, however, in the present state of its finances'.

আপনি যখন উত্তর দিয়েছিলেন তারপর কি অবস্থায় কোন উন্নতি হয়েছে?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: My friend ought to realise that if I am to reply to his question I have got to get the information from the municipality.

Mr. Speaker: Some amount of money is made available to the municipality concerned which is a statutory body completely independent of the Government. So, if you want any information, you may first approach the municipality for that.

The Hon'ble Iswar Das Jalan: If you are asking about the development of roads, I believe it has still not been included.

Sj. Gopal Basu:

রোড ডেভেলপমেন্টের যদি ক্ষমতা থাকে কোন মিউনিসিপ্যালিটির তাহলে কি তাদের দেওয়া হয়?

Mr. Speaker: The question is disallowed.

Sj. Narayan Chobey:

আপনারা খড়্গপুর মিউনিসিপ্যালিটির অপিনিয়ন চেয়েছিলেন কি?

'They have said that they are not in a position to accept the scheme',

তাদের অপিনিয়ন জানতে পেরেছেন কি?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: So far as Kharagpur Municipality is concerned, it could not realise taxes under orders of the court and there were lots of other difficulties. These were solved only last year.

Sj. Narayan Chobey: Now that the case is over and the Kharagpur Municipality is now realising taxes, what is the position now?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Then we shall have to ask for a report about their present financial position.

Sj. Narayan Chobey:

রিফিউজি এরিয়া ডেভেলপমেন্টএর জন্য যে টাকা সেটার কি অবস্থা এসে দাঁড়িয়েছে মন্ত্রী মহাশয় বলতে পারেন কি?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: The recommendation is going to be made for a loan of Rs. 68,876 to the Government of India, Ministry of Rehabilitation.

Sj. Narayan Chobey: You said that it is proposed to recommend and now you say that it is going to be recommended.

Statement "C" referred to in reply to clause (c) of unstarred question No. 46

STATEMENT SHOWING THE AMOUNT OF GRANT-IN-AID SANCTIONED TO THE AIDED SECONDARY SCHOOLS IN UNION BOARD AREAS.

Name of police-station.	Name of union.	Junior high schools in—				High schools in—			
		1947.	1950.	1955.	1957.	1947.	1950.	1955.	1957.
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
Kulti ..	.. Kulti ..	..	..	..	..	3,960	9,324	1,940	8,190
	Barkar ..	..	..	2,010	2,030	.		..	..
	Disergarh ..	..	..	—	..	2,116	2,958	6,183	22,221
	Neamatpur ..	..	1,080	2,130	2,350	..	4,053	11,292	8,683
Asansol	.. Dhadka ..	900	842	1,410	1,410	..	..	..	..
	Kalipahari ..	..	..	..	..	7,120	7,828	19,528	29,805
Hirapur	.. Bidyanandapur ..	..	..	..	..	..	..	..	2,780
	Haripur ..	..	..	1,410	..	..	..	..	..
	Burnpur ..	..	..	3,050	3,390	4,150	9,436	8,095	7,212
	Total ..	900	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

The Hon'ble Iswar Das Jalan: It is going to be recommended and it is proposed to be recommended—what is the difference?

Sj. Narayan Chobey: Have the Government recommended for this money?

Mr. Speaker: Mr. Sen, please look at page 5—the remarks made under the heading "Development of areas inhabited by refugees". Could you clarify the position?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: I am afraid, I cannot say anything offhand.

[3-10—3-20 p.m.]

Sj. Narayan Chobey: In the last session Hon'ble P. C. Sen said that the recommendation had already been ssent. Now it is stated that it is proposed to recommend.

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: I cannot say off hand.

The Hon'ble Iswar Das Jalan: It is an old answer; if in the last session he said that the recommendation had already been sent, take it like that.

Mr. Speaker: Mr. Chobey says that a positive statement was made in the last session that it had been done; today why do you say that it is proposed to be done.

Construction of a waiting room in the Bangitala Union Health Centre, Malda district

***63.** (Admitted question No. *305.) **Sj. MonOranjan Misra:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Health Department be pleased to state—

(*a*) if it is a fact that in the Union Health Centres in the district of Malda there is no arrangement for waiting room for the outdoor patients who are to wait under sun and rain;

(*b*) whether Government received a copy of resolution of the Advisory Committee of Bangitola Union Health Centre in the district of Malda for increase of beds and for construction of waiting room for outdoor patients;

(*c*) whether Government keep any statistics of the number of patients, both indoor and outdoor, in the Bangitola Union Health Centre; and

(*d*) whether Government consider the desirability of increasing the number of beds and construction of a waiting room for patients in the said Health Centre?

The Minister of State for Health (the Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray): (*a*) Health Centres are not provided with separate waiting rooms for the outdoor patients, who are to wait in the covered verandahs of Health Centres.

(*b*) No.

(*c*) Yes.

(*d*) It is not the policy of Government to increase the bed strength of existing Health Centres at this stage or to construct separate waiting room for patients.

Number of enrolled Wakf Estates in West Bengal

3. Dr. Golam Yazdani: Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state—

(*a*) how many enrolled Wakf Estates there are in West Bengal under the categories of—

(*i*) Public Wakfs, and

(*ii*) Wakf-al-al-aulad, respectively;

(*b*) whether each of the Wakf Estates mentioned in (a) pay contribution as under section 59 of the West Bengal Wakf Act;

(*c*) if not, what is the number of Estates that do not pay such contribution and the reasons therefor; and

(*d*) what is the total amount of annual contribution by—

(*i*) Public Wakf Estates, and

(*ii*) Wakf-al-al-aulad, respectively, mentioned in (*a*)?

The Minister for Education (the Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri): (*a*)(*i*) 4,370 as on 31st January, 1958.

(*ii*) 562 as on 31st January, 1958.

(*b*) No.

(*c*) 1,872; because they have insufficient income.

(*d*)(*i*) The average of annual demands in the last three years, 1954-55, 1955-56, 1956-57, was Rs. 70,908 75 nP.

(*ii*) The average of annual demands in the last three years, 1954-55, 1955-56 and 1956-57, was Rs. 25,591 11nP.

Dr. Golam Yazdani:

উনি (বি)এর উত্তরে বলেছেন 'নো' কন্ট্রিবিউশন কেন দেন নি?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: The answer gives the annual contributions made by Wakf Estates. More than that I cannot say anything.

Mr. Speaker: If you will kindly read answers (b) and (c) together, you will get your answer. The reason is given there.

Dr. Golam Yazdani: What is meant by 'insufficient income'?

Mr. Speaker: Where the income is not enough.

Dr. Golam Yazdani:

কথাটা হচ্ছে ইনসাফিসিয়েন্ট কন্ট্রিবিউশন বলতে কি বোঝায়? আইনে আছে—

"The mutwalli of every wakf shall pay annually to the Board such contribution not exceeding the rate of five per centum of the net available income of the wakf as the Board may, with the sanction of the Local Government, from time to time, determine."

Mr. Speaker: Do you want to ask if it is the intention of the Government to enforce realisation of the amount in arrears?

Dr. Golam Yazdani:

আপনি কি জানেন যে, বারান্দায় জায়গা অত্যন্ত কম, বসবার কোন ব্যবস্থা নাই?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:

এর পর যদি সুযোগ হয় ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

Dr. Golam Yazdani:

কোন বেঞ্চও নাই—এটা জানেন কি?

Mr. Speaker:

হ্যাঁ, বেঞ্চ নাই, মাটিতে বসে।

Election of Union Boards in Burdwan Sadar subdivision

***64.** (Admitted question No. *657.) **Sj. Dasarathi Tah:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Local Self-Government Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে, বর্ধমান সদর মহকুমার ইউনিয়ন বোর্ডগুলির আর নির্বাচন হইবে না;

(খ) নির্বাচন হইলে, উহাদের কোন্‌টির নির্বাচন কোন্‌ সময় হইবে; এবং

(গ) ঐ-সমস্ত ইউনিয়ন বোর্ড এলাকায় পঞ্চায়েত প্রবর্তন হইবে কিনা?

The Minister for Local Self-Government and Panchayats (the Hon'ble Iswar Das Jalan):

(ক) এবং (খ) যে-সমস্ত ইউনিয়ন বোর্ড এলাকায় ১৯৫৮-৫৯ সালের মধ্যে পঞ্চায়েত প্রথা চালু হইবে আশা করা যায়, সেই-সমস্ত ইউনিয়ন বোর্ডগুলি বাদে অন্যান্য ইউনিয়ন বোর্ডগুলির নির্বাচন যদি আসন্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাদের নির্বাচন সম্ভবতঃ বাংলা ১৩৬৫ সনের কার্তিক মাসে অনুষ্ঠিত হইবে।

(গ) বর্ধমান জেলার সদর মহকুমার নিম্নলিখিত উন্নয়ন ব্লকগুলিতে পঞ্চায়েত প্রথা ১৯৫৮-৫৯ সালে চালু হইবে আশা করা যায়:

(১) বর্ধমান;

(২) মেমারী;

(৩) আউশগ্রাম—১;

(৪) আউশগ্রাম—২; এবং

(৫) ভাতার।

Sj. Dasarathi Tah:

মন্ত্রিমহাশয় উত্তর দিলেন, অনুষ্ঠিত হবে কার্তিক মাসে। ১৩৬৫ সালের কার্তিক মাসে যে ইউনিয়ন বোর্ড নির্বাচিত হয়েছিল তার মেয়াদ কতদিন থাকবে?

The Hon'ble Iswar Das Jalan:

যতদিন পঞ্চায়েত না হয়।

Sj. Dasarathi Tah:

যেখানে ইলেকশন হয়েছে সেখানে কি হবে?

Dr. Colam Yazdani: Yes.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: But the Government has, first of all, to see that they have sufficient income, otherwise how can they ask for it.

Mr. Speaker: No, you have not understood my question. What is expected is to pay 5 per cent. of the income 5 per cent. may be 1 pie. That, he says, is a statutory liability to pay 5 per cent. of the income.

The question is held over.

Delay in payment of salaries to special cadre teachers of Malda

4. **Dr. Colam Yazdani:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state—

(*a*) if it is a fact that the special cadre teachers in the district of Malda do not get their salaries in time;

(*b*) if so, the reasons therefor; and

(*c*) whether these special cadre teachers will be permanently absorbed?

The Minister for Education (the Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri): (*a*) No.

(*b*) Does not arise.

(*c*) They will be gradually absorbed in the normal cadre

Dr. Colam Yazdani:

স্পেশ্যাল কেডার টিচারদের সম্বন্ধে বলছেন যে পার্মানেন্টলি এ্যাবসার্ব করে নেওয়া হবে, কিন্তু কতদিনে সেটা হবে?

Mr. Speaker: The answer is gradually.

[3-40—3-50 p.m.]

Taking over of Rishi Bankim Library and Museum by Government

5. **Sj. Copal Basu:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে, নৈহাটিস্থ "ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য ও সংগ্রহশালা"র পরিচালনা ভার পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রহণ করিয়াছেন; এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) কবে হইতে পরিচালনার ভার সরকার লইয়াছেন,

(২) এই সংগ্রহশালাতে এ-পর্যন্ত সরকারের মোট কত টাকা ব্যয় হইয়াছে,

The Hon'ble Iswar Das Jalan:

যেখানে ইউনিয়ন বোর্ডএর ইলেকশন হচ্ছে সেখানে নেক্সট টু ইয়ারসএর মধ্যে ইলেকশন হবে না।

Sj. Dasarathi Tah:

ইউনিয়ন বোর্ড যেখানে ফর্মড হয়েছে সেখানে পঞ্চায়েত হবে না? বর্ধমানের মেমারী থানায় কখন ইলেকশন হবে—কোন্ তারিখে হবে?

The Hon'ble Iswar Das Jalan:

ইউনিয়ন বোর্ড ফর্মড যেখানে হচ্ছে তার কথা আগেই বলেছি। আর জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে অনেকের আপত্তি থাকায় এপ্রিলে হবে।

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

পঞ্চায়েত ইলেকশন কেন জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে হবে না?

The Hon'ble Iswar Das Jalan:

আমি তো বলেছি, অনেকের আপত্তি থাকায় এপ্রিলে হবে।

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

বর্তমানে যে অ্যাসেম্বলি ভোটারস লিস্ট আছে সেই অনুযায়ী হবে? যেখানে ইন্টেনসিভ রিভিসন হয় নি সেখানে কিসের ভিত্তিতে হবে?

The Hon'ble Iswar Das Jalan:

যে অ্যাসেম্বলি রোল ইন ফোর্স থাকবে অ্যাট দি টাইম অফ ইলেকশন সে অনুসারে হবে—আমরা চেষ্টা করছি যতদূর সম্ভব রিভাইজ্‌ড্ ইলেকটোর্যাল বেসিসএ করার জন্য।

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

অ্যাসেম্বলি কন্সটিটিউয়েন্সিতে যে কারণে ইন্টেনসিভ রিভিসনের প্রভিশন আছে নির্বাচনের আগে—অন্তত নির্বাচনের আগে সমস্ত জিনিসটা একবার ইন্টেনসিভ রিভিসন হয়, কিন্তু একই লিস্টএ যদি পঞ্চায়েত ইলেকশন হয় তা হ'লে তার কোন স্কোপ থাকছে না। সেই বৎসর যদি ইন্টেনসিভ রিভিসন হয় পঞ্চায়েত ইলেকশনএর জন্য, তা হ'লে তারা স্কোপ পাচ্ছে। যদি নাম ইনক্লুডেড না থাকে নমিন্যাল কোর্স তা হ'লে অ্যানোম্যালি হবে না এবং ইলেকশন হওয়া দুষ্কর হবে না?

The Hon'ble Iswar Das Jalan:

আমাদের চেষ্টা হচ্ছে, যেখানে যেখানে নভেম্বর, ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসে ইলেকটোর্যাল রোল বেরিয়ে গিয়েছে সেখানে আমরা পঞ্চায়েত ইলেকশন করব—এজন্য প্রোগ্রাম চেঞ্জ করতে পারি না; যদি কোন লোকের নাম ভোটারস লিস্টএ না থাকে তা হ'লে সে অ্যাসেম্বলি ইলেকটোর্যাল রোলে যাতে তার নাম এসে যায় তার জন্য অ্যাপ্লাই করবে।

Sj. Dasarathi Tah:

যে পাঁচটা উন্নয়ন ব্লকের কথা বললেন সেখানে কি মনোনয়ন প্রথা অনুযায়ী পঞ্চায়েত গঠিত হবে?

The Hon'ble Iswar Das Jalan:

হ'তে পারে, আমি জানি না। কোন্ পার্টিকুলার মিউনিসিপ্যালিটিতে হয়েছে কিনা আমি বলতে পারি না। তবে কতগুলি এরিয়াতে মনোনয়ন হয়েছে দে ওয়্যার ইলেক্টেড ইন ১৯৫৬ এবং এখন ইলেকশন হবে
wherever it is due and it is due within one year
এবং দ্যাট টাইম যদি ফেল করে তবে মার্চএ হবে, নতুবা ফেব্রুয়ারিতেও হ'তে পারে।

(৩) ইহার জন্য বার্ষিক বরাদ্দ ও খরচ কোন্ কোন্ খাতে কোন্ কোন্ সালে কত হইয়াছে,

(৪) যে কমিটি এই সংগ্রহশালা পরিচালনা করেন তাহা নির্বাচিত অথবা সরকার কর্তৃক মনোনীত, এবং

(৫) কি ভিত্তিতে ইহার নির্বাচন বা মনোনয়ন হয়?

The Minister for Education (the Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri):
(ক) হ্যাঁ।

(খ)(১) ১৯৫৪ সালের মার্চ মাস হইতে।

(২) মোট ৭,১২৫ টাকা।

(৩) এতৎসংগে হিসাব প্রদত্ত হইল।

(৪) সরকার কর্তৃক মনোনীত।

(৫) সরকারী প্রতিনিধি, স্থানীয় প্রতিনিধি এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিনিধি লইয়া এই সমিতি গঠিত হয়।

Statement of accounts referred to in reply to clause of unstarred question No. 49

RISHI BANKIM LIBRARY AND MUSEUM, NAIHATI, 24-PARGANAS

1954-55

Receipts and payments account for the period from 2nd May, 1954, to 31st March, 1955

Receipts.		Rs. a. p.	Payments.		Rs. a. p.
Government grant ..		3,625 0 0	Salaries	..	375 0 0
	Rs.		Furniture	..	84 0 0
Recurring ..	1,620		Stationery and Printing		91 4 6
Non-recurring	2,000		Conveyance	..	25 0 0
			Advertisement	..	8 12 0
			Repairs	..	35 0 0
			Miscellaneous	..	13 4 3
					1,232 4 9
			Closing Balance		2,392 11 3
		3,620 0 0			3,625 0 0

Sj. Dasarathi Tah:

একথা কি ঠিক যে, বর্ধমানের মেমারী এবং আউশগ্রামে ইউনিয়ন বোর্ড এবং পঞ্চায়েত দুই আছে?

The Hon'ble Iswar Das Jalan:

হ'তে পারে কোন কোন ইউনিয়ন বোর্ডএ, কিন্তু পরে যখন ইলেকশন হবে তখন পঞ্চায়েত এবং ইউনিয়ন বোর্ড মার্জ ক'রে দেওয়া হবে সেই স্কীমই আমরা নিয়েছি।

Sj. Hare Krishna Konar:

মেমারী থানায় যে গ্রাম পঞ্চায়েত গঠিত হয়েছে সেটা কি নির্বাচনের ভিত্তিতে, না মনোনয়নের ভিত্তিতে হয়েছে?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: I want notice.

Sj. Hare Krishna Konar:

আপনি আগে বলেছেন, পঞ্চায়েত নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে এপ্রিল পর্যন্ত, অতএব তার মধ্যে ভোটারস লিস্ট সংশোধনের প্রচেষ্টা হবে?

The Hon'ble Iswar Das Jalan:

ভোটারস লিস্ট যারা অ্যাসেম্বলি ইলেকটোর‍্যাল রোল প্রিপেয়ার করে তাদের হাতে। আমাদের চেষ্টা হচ্ছে ইলেকশনএর পূর্বে যাতে অ্যাসেম্বলি ইলেকটোর‍্যাল রোল সংশোধিত হয়। কতগুলি নভেম্বর মাসে সংশোধিত হবার কথা ছিল, যেখানে নভেম্বরএ হয় নি, জানুয়ারিতে হবে, সেজন্য পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।

Sj. Dasarathi Tah:

মন্ত্রিমহাশয় কি দয়া ক'রে জানাবেন, যখন ইউনিয়ন বোর্ডগুলির বদলে পঞ্চায়ত হয়ে যাবে তখন এইসব ইউনিয়ন বোর্ডের সেক্রেটারিদের কি অবস্থা হবে?

[3-20—3-30 p.m.]

The Hon'ble Iswar Das Jalan:

যত সেক্রেটারি বা এমপ্লয়িজ অফ দি ইউনিয়ন বোর্ড আছে আমাদের চেষ্টা হচ্ছে তাঁদের সকলের এমপ্লয়মেন্টের ব্যবস্থা করা। যদি সেক্রেটারি কোয়ালিফায়েড হয় টু বি সেক্রেটারিজ অফ দি পঞ্চায়েতস তা হ'লে তাঁদের এমপ্লয় করা হবে, যদি না হয় অন্য কোন এমপ্লয়মেন্টের ব্যবস্থা করবার চেষ্টা হচ্ছে।

Sj. Dasarathi Tah:

কি রকম কোয়ালিফিকেশন থাকলে বা গুণসম্পন্ন হ'লে তাঁরা পঞ্চায়েতে স্থান পাবেন?

The Hon'ble Iswar Das Jalan:

কোয়ালিফিকেশন ধরা হয়েছে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ, তারপর এস ডি ও অ্যাপ্লিক্যান্টসদের থেকে সিলেক্টস এ ফিউ। যদি পাশ হয় তা হ'লে হবে।

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

বর্ধমান এবং মেমারী এই দুটোকে মিলিয়ে আগে যখন কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট ব্লক হয়েছিল তখন এক্সপেরিমেন্টাল পঞ্চায়েত ইলেকশন হয়েছিল। এখন এপ্রিলে যখন এই জায়গাতে নতুন পঞ্চায়েত ইলেকশন হবে অ্যাকর্ডিং টু দি অ্যাক্ট তখন সেখানে এক্সপেরিমেন্টাল নমিনেশন যেটা আছে সেটা বাদ দিয়ে অ্যাকর্ডিং টু দি অ্যাক্ট সম্পূর্ণ নতুনভাবে সব হবে কি?

The Hon'ble Iswar Das Jalan:

সম্পূর্ণ নতুনভাবেই হবে।

1955-56

Receipts and payments account for the period from 1st April, 1955 to 31st March, 1956

Receipts.	Rs.	a.	p.	Payments.	Rs.	a.	p.
Recurring grant ..	2,000	0	0	Salaries ..	1,925	0	0
Loan receided from Secretary	175	0	0	Stationery and Printing	118	12	6
Advance refunded by Atulya Ch. De., Honorary Joint Secretary.	88	3	0	Advance paid to Atulya Ch. De, Honorary Joint Secretary.	100	6	0
				Furniture ..	140	0	0
	2,263	3	0	Books ..	297	7	6
Opening Balance ..	2,392	11	3		2,581	[illegible]	0
				Closing Balance ..	2,074	10	3
	4,655	14	3		4,660	14	3

1956-57

Receipts and payments account for the period from 1st April, 1956 to 31st March, 1957

Receipts.	Rs.	a.	p.	Payments.	Rs.	a.	p.
Recurring grant ..	1,000	0	0	Salaries ..	2,190	8	0
				Books ..	200	0	0
Opening Balance ..	2,074	10	3	Lecture	23	0	0
					2,413	8	0
				Closing Balance ..	1,161	2	3
	3,574	1	3		3,574	1	3

1957-58

Receipts and payments account for the period from 1st April, 1957 to date

Receipts.	Rs.	a.	p.	Payments.	Rs.	a.	p.
Opening Balance ..	1,161	2	3	Salaries ..	[illegible]		
				Books ..	186		
					836		
				Closing Balance ...	325	2	3
	1,161	2	3		1,161	2	3

Further grant for 1957-58 will shortly be made.

Sj. Mihirlal Chatterjee:

ইউনিয়ন বোর্ডের সেক্রেটারি যারা আট-দশ বছর ধরে কাজ করছেন তাঁরা যদি ম্যাট্রিক পাস না হন তাঁদের কি চাকরি থাকবে না?

The Hon'ble Iswar Das Jalan:

আমরা চেষ্টা করছি টু রিল্যাক্স ইন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কেসেস। যদি আমরা মনে করি সেক্রেটারি হিসাবে কাজ চালাতে সক্ষম হবে তা হ'লে ম্যাট্রিক পাস না হ'লে কোয়ালিফিকেশন রিল্যাক্স করে দেব। কিন্তু জেনারালি ম্যাট্রিক পাস দরকার। রিট্রেঞ্চমেন্ট না হয় তা আমরা দেখব। অঞ্চল পঞ্চায়েতে যাদের কাজ না দিতে পারি তাদের গ্রাম পঞ্চায়েতে যেতে হবে। ক্যাপাসিটি অনুসারে ব্যবস্থা করব।

Sj. Hare Krishna Konar:

এটা কি সত্য যে, বর্ধমান সদর এবং মেমারীতে মনোনয়নের ভিত্তিতে গ্রাম পঞ্চায়েত গঠিত হয়েছে, তার ভিত্তিতে আবার নির্বাচিত অঞ্চল পঞ্চায়েত গঠিত হয়েছে এবং তা আপনার ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক গেজেটে প্রকাশ করা হয়েছে?

The Hon'ble Iswar Das Jalan:

এখানে একটা ল্যাকুনা ছিল যে, নমিনেটেড যারা গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে ইলেক্টেড হয়ে যাবে অঞ্চল পঞ্চায়েত তাদের টার্ম ফোর ইয়ার্স হবে। কিন্তু এখন অ্যামেন্ড করেছি, ফোর ইয়ার্স থাকবে না—এক বছর থাকবে।

Collapse of a building at British Indian Street, Calcutta

***66.** (Admitted question No. *720.) **Dr. Narayan Chandra Roy:** (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Local Self-Government Department be pleased to state whether Government are aware that a house on British Indian Street, Calcutta, collapsed on the 15th October, 1957, resulting in the death of eleven persons?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) whether any official investigation has been carried out in this connection;

(*ii*) if so, the result of the investigation:

(*iii*) what steps Government propose to take to prevent similar accidents in future; and

(*iv*) how many old buildings have similarly collapsed in Calcutta during the last one year?

The Minister for Local Self-Government and Panchayats (the Hon'ble Iswar Das Jalan): (*a*) Yes.

(*b*) (*i*) and (*ii*) A detailed investigation was carried out by the Corporation of Calcutta, as a result of which it took necessary steps according to the provisions of the Calcutta Municipal Act for the demolition of the insecure portion of the building and the safety and repair of the remaining portion.

(*iii*) The matter primarily concerns the Calcutta Corporation which maintains four Insecure Building Surveyors and one Chief Insecure Building Surveyor for the entire city of Calcutta. These officers are inspecting and taking necessary steps in regard to insecure buildings in the city as far as possible. A proposal for increase of staff to intensify the vigilance is being considered by the Corporation.

(*iv*) None.

Sj. Gopal Basu:

নৈহাটি ঋষি বঙ্কিম সাহিত্য সংগ্রহশালার যে কমিটি গঠিত হয়েছে তার মধ্যে সরকারী ও স্থানীয় প্রতিনিধি কজন করে আছেন বলতে পারেন কি?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: I want notice.

Sj. Gopal Basu:

স্থানীয় প্রতিনিধি বলতে তাঁরা কি নৈহাটির প্রতিনিধি, না অন্য জায়গার প্রতিনিধি?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

স্থানীয় প্রতিনিধি—নৈহাটির।

Sj. Gopal Basu:

আপনার হিসাবে আছে স্যালারী বাবদ ৩৭৫ টাকা—এটা কার স্যালারী?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

বোধ হয় কিউরেটারের।

Mr. Speaker: He does not know. We hold over the question.

[Questions 6 and 7 held over]

The Minister for Education (the Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri):
Upgrading of existing secondary schools

8. **Sj. Gobardhan Pakray:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state—

(a) how long the Board of Secondary Education, West Bengal, is continuing under an Administrator;

(b) when the Government propose to introduce the new Secondary Education Bill;

(c) what are the principles followed by the Government in selecting multipurpose schools or upgrading of existing class X schools to higher secondary or multipurpose status;

(d) whether the Government is aware of the non-availability of properly qualified teachers for multipurpose schools in the rural areas;

(e) if so, what steps are being taken by the Government to supply qualified teachers to such schools; and

(f) whether the Government have any scheme to increase the emoluments of teachers of such schools so as to make them available for schools in rural areas?

The Minister for Education (the Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri): (a) Since 12th May, 1954.

(b) The Bill has been introduced and passed in the Legislative Council on 23rd December, 1957.

(c) Following principles guide the selection of schools to be upgraded into academic type and multipurpose schools:

(i) Regional consideration.

(ii) Administration and past records of the school.

Municipal Voters' List, Darjeeling Municipality

***66.** (Admitted question No. *1047.) **Sj. Mangru Bhagat:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Local Self-Government Department be pleased to state what per cent. of the total population, residing within Darjeeling Municipal area, has been included in the Municipal Voters' List?

The Minister for Local Self-Government and Panchayats (the Hon'ble Iswar Das Jalan): 19.78 per cent.

Sj. Bhadra Bahadur Hamal:

माननीय मंत्री क्या यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ये वोटर लिस्ट किस साल का है ?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Last year; but this percentage is on the basis on census of 1951.

Sj. Jyoti Basu:

हिन्दी में बोलिए मेम्बर नहीं समझ रहा है।

Establishment of a municipality at Diamond Harbour

***67.** (Admitted question No. *1340.) **Sj. Ramanuj Halder:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Local Self-Government Department be pleased to state—

(ক) চব্বিশপরগনা জেলার ডায়মন্ড হারবার টাউনে মিউনিসিপ্যালিটী স্থাপন করিবার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি; এবং

(খ) কোন পরিকল্পনা থাকিলে, কতদিনে তাহা কার্যকরী করা হইবে?

The Minister for Local Self-Government and Panchayats (the Hon'ble Iswar Das Jalan):

(ক) না।

(খ) প্রশ্ন উঠে না।

Sj. Ramanuj Halder:

মন্ত্রিমহাশয় দয়া ক'রে জানাবেন কি একটা টাউনে কত জনসংখ্যা থাকলে বা তার কি যোগ্যতা থাকলে সেখানে মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপিত হয়?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Under the law it is only 3,000 but the total income estimated is 30,000. How can a municipality go on with less income?

Sj. Ramanuj Halder:

ডায়মন্ড হারবার টাউন কি মিউনিসিপ্যালিটি হবার যোগ্যতা রাখে না?

The Hon'ble Iswar Das Jalan:

না, আমাদের মতে নয়।

Sj. Ramanuj Halder:

মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহ করে জানাবেন কি, ঐ টাউনের জনসংখ্যা কত?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: According to the census 9,000.

Sj. Ramanuj Halder:

ঐ টাউনে ট্যাক্স আদায় কত হয় মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি?

(*iii*) Site, building and resources of the school.

(*iv*) Accessibility of the school from the neighbouring villages.

(*v*) Staffing of the school.

(*vi*) Local contribution.

(*vii*) Age of the school.

(*d*) Yes; but there should be no difficulty at present because the new courses have started only in class IX of the upgraded schools.

(*e*) It is for the Management of the school to secure qualified teachers.

(*f*) The revised pay-scales and extra allowance for serving in rural areas have been announced by Government.

Upgrading of secondary schools in Malda district

9. Janab Elias Razi: Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state—

(ক) সরকার জানাইবেন কি, মালদহ জেলায় কোন্ কোন্ থানায় কোন্ কোন্ উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়কে হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল বা মালটিপারপাস স্কুলএ উন্নীত করা হইবে;

(খ) এইরূপ উন্নীত করা কালীন সরকার স্কুল সম্পর্কে কি কি বিষয় বিবেচনা করিয়া থাকেন; এবং

(গ) ডিস্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টার অফ স্কুলস ঐ জেলার কোন্ কোন্ স্কুলকে উন্নীত করার জন্য সুপারিশ করিয়াছেন?

The Minister for Education (the Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri):

(ক) দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কার্যকালে উপযুক্ত [illegible] সম্পতি অনুসারে সাধ্যমত উন্নয়নের চেষ্টা করা হইবে।

(খ) কোন্ কোন্ বিদ্যালয় উন্নীত করা হইবে তাহা স্থির করিবার পূর্বে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করা হয়:

(১) বিদ্যালয়ের স্থিতিকাল;

(২) বিদ্যালয়ের আঞ্চলিক অবস্থিতি ও আঞ্চলিক প্রয়োজন;

(৩) পার্শ্ববর্তী গ্রাম হইতে বিদ্যালয়ে সহজে পৌঁছান যায় কিনা;

(৪) বিদ্যালয়ের অবস্থান, বিদ্যালয়গৃহ ও কক্ষগুলির আয়তন এবং বিদ্যালয়ের আর্থিক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সম্পতি;

(৫) বিদ্যালয়-পরিচালনায় যোগ্যতা, স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার ফলাফল ও বিদ্যালয়ের অতীত কার্যাবলী;

(৬) বিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলীর যোগ্যতা; এবং

(৭) স্থানীয় সাহায্য।

(গ) ডিস্ট্রিক্ট ইনস্পেক্টার অফ স্কুলস-এর রিপোর্ট শিক্ষা অধিকার যথারীতি বিবেচনা করেন। কিন্তু জেলা পরিদর্শকের রিপোর্ট প্রকাশ করা হয় না।

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Estimate of probable income and expenditure Rs. 30,000.

কিন্তু ত্রিশ হাজার টাকায় মিউনিসিপ্যালিটি রান করতে পারে না।

Allotment for slum clearance for West Bengal under Second Five-Year Plan

***68.** (Admitted question No. *1251.) **Sj. Somnath Lahiri:** (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Local Self-Government and Panchayats Department be pleased to state whether any allotment has been made for the State of West Bengal out of the provisions in the Second Five-Year Plan of the Government of India for slum clearance and sweepers' housing?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) the total allotment for West Bengal for the period of the Second Plan;

(*ii*) the total allotment for slum clearance in Calcutta including Tollygunge;

(*iii*) the total allotment for sweepers' housing in Calcutta including Tollygunge;

(*iv*) the total allotment of slum clearance outside Calcutta;

(*v*) the total allotment for sweepers' housing outside Calcutta;

(*vi*) whether the West Bengal Government have any plan for utilising the above allotment; and

(*vii*) if so, what is that plan?

The Minister for Local Self-Government and Panchayats (the Hon'ble Iswar Das Jalan): (*a*) Yes, for slum clearance only.

(*b*) (*i*) and (*ii*) Rs. 2.80 crores.

(*iii*) to (*v*) Nil.

(*vi*) Yes.

(*vii*) A statement showing the main features of the plan is laid on the Library Table.

Sj. Hare Krishna Konar:

এই যে দুই কোটি আশি লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে এর মধ্যে কত টাকা আজ পর্যন্ত খরচ হয়েছে মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি?

The Hon'ble Iswar Das Jalan:

এখানে একটা স্কীম ইন অপারেশন আছে—৪৬ লক্ষ টাকার কাজ হয়েছে। ১৯৫৯ সালের মার্চের পূর্বে কাজ কমপ্লিট হয়ে যাবে।

Sj. Hare Krishna Konar:

কত টাকা এ পর্যন্ত খরচ হয়েছে?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: 46 lakhs.

Sj. Hare Krishna Konar:

তা হ'লে দেখা যাচ্ছে দুই কোটি আশি লক্ষ টাকার মধ্যে মাত্র ৪৬ লক্ষ টাকার কাজ হয়েছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় তৃতীয় বছর পর্যন্ত এই যদি হয় তা হলে বাকি টাকাটা কি আগামী দু' বৎসরের মধ্যে খরচ করতে পারবেন?

Financial difficulties of schools in the distressed areas of Malda district

10. Sj. Monoranjan Misra: Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state—

(ক) মালদহ জেলার যে-সমস্ত থানাকে দুর্গত অঞ্চল হিসাবে ঘোষণা করা হইয়াছে, সেই-সমস্ত থানায়—যেমন কালিয়াচক, মানিকচক, সদর থানা ইত্যাদিতে—যে-কয়টি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় আছে, সে-সমস্ত বিদ্যালয়কে কোন সাহায্য দেওয়া হইতেছে কিনা;

(খ) সরকার কি মালদহ জেলার কালিয়াচক থানার অন্তর্গত পঞ্চানন্দপুর সুকিয়া হাই স্কুল ও বাঙ্গীটোলা হাই স্কুল হইতে অতিরিক্ত সাহায্যের জন্য কোন আবেদন পাইয়াছেন; এবং

(গ) পাইয়া থাকিলে, ঐ স্কুলগুলিকে অতিরিক্ত সাহায্য দেওয়ার কথা সরকার বিবেচনা করেন কিনা?

The Minister for Education (the Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri):

(ক) মালদহ জেলার বিদ্যালয়গুলির জন্য ১৯৫৭-৫৮ সালের অন্তবর্তীকালীন সাহায্য বাবত মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক ৮২,৫০৬ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে।

(খ) পঞ্চানন্দপুর সুকিয়া হাই স্কুল হইতে আবেদনপত্র পাওয়া গিয়াছে। বাঙ্গীটোলা হাই স্কুল হইতে কোন আবেদনপত্র পাওয়া যায় নাই।

(গ) সুকিয়া হাই স্কুলে ১৯৫৬-৫৭ সালে কোন ঘাটতি (ডেফিসিট) ছিল না সুতরাং ঐ স্কুলকে কোন অতিরিক্ত সাহায্য দিবার প্রশ্ন উঠে না।

বাঙ্গীটোলা হাই স্কুলকে ৪,৫৭০ টাকা অন্তর্বর্তীকালীন সাহায্য মঞ্জুর করা হইয়াছে।

Establishment of a high school in Tapan police-station of West Dinajpur district

11. Dr. Dhirendra Nath Banerjee: Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে, পশ্চিম দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত বালুরঘাট সদর মহকুমার ১১টি ইউনিয়ন-বিশিষ্ট তপন থানায় একটিও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় নাই;

(খ) সত্য হইলে, ঐ থানায় একটি উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপনের কথা সরকার বিবেচনা করেন কিনা;

(গ) ইহা কি সত্য যে, উক্ত তপন থানায় থানা বন্দরে সুন্দরদিঘির উপরে যে স্কুলটি ছিল, তাহা সরকারী সাহায্যে উচ্চ বিদ্যালয়ে উন্নীত হইয়াছিল এবং কয়েক বছর পরে সরকারী সাহায্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে; এবং

(ঘ) সত্য হইলে, ঐ স্কুলটিকে সরকারী সাহায্য দিয়া পুনরায় উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিণত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা?

The Minister for Education (the Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri):

(ক) হ্যাঁ।

(খ) উচ্চ বিদ্যালয় হিসাবে অনুমোদন লাভের ন্যূনতম শর্তগুলি পূরণ করিয়া প্রয়োজনবোধে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নিকট আবেদন করিলে উহা যথারীতি বিবেচিত হইতে পারে।

The Hon'ble Iswar Das Jalan:

কত পারব, কত পারব না তা এখন বলতে পারি না। চেষ্টা করছি যাতে সব খরচ করা যায়।

Sj. Hare Krishna Konar:

এটি যা হয়েছে তা কলকাতার জন্যে। কিন্তু কলকাতার বাইরের জন্যে কোন বরাদ্দ করা হয় নি। কলকাতার বাইরের মিউনিসিপ্যালিটিগুলির স্লাম ক্লিয়ারেন্সএর জন্যেও টাকা দেওয়া দরকার। এদিকে কি কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল?

The Hon'ble Iswar Das Jalan:

আকৃষ্ট করার কোন দরকার নেই। ওয়েস্ট বেঙ্গলের জন্যে দুই কোটি আশি লক্ষ টাকা দিয়েছে। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট তো কিছু ব'লে দেয় নি কোথায় কত খরচ করতে হবে।

Sj. Hare Krishna Konar:

তা হ'লে বাংলা গভর্নমেন্টের এই অধিকার আছে যে, এই টাকা সে কলকাতার বাইরের মিউনিসিপ্যালিটির স্লাম ক্লিয়ারেন্সএর জন্যে খরচ করতে পারবে?

The Hon'ble Iswar Das Jalan:

এখন কলকাতাতেও কাজ হচ্ছে না, বাইরের মিউনিসিপ্যালিটির জন্যেও হচ্ছে না।

Sj. Dhirendra Nath Dhar:

এই যে স্কীমের উল্লেখ করেছেন এটা কি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সাবমিট করেছিলেন?

The Hon'ble Iswar Das Jalan:

হ্যাঁ, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট স্যাংশন না করলে কোন স্কীম কার্যকরী করা হয় না।

Sj. Dhirendra Nath Dhar:

এই যে সুইপারস হাউসিং স্কীমে কেন্দ্রীয় সরকার সম্মতি দিয়েছে এটা কি কেবলমাত্র পৌরসভার সুইপারসদের জন্য?

The Hon'ble Iswar Das Jalan:

কোন সুইপারস হাউসিং স্কীম স্যাংশন করেন নি।

That amount can be spent for slum clearance, that amount can be spent for sweeper's colony. These are the two schemes on which the allotment can be spent.

Sj. Dhirendra Nath Dhar:

আমার প্রশ্নটা আপনি বুঝতে পারেন নি। আমার প্রশ্ন এই যে স্কীম স্যাংশন করেছে যাতে ২ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এই টাকাটা কি কেবলমাত্র পৌরসভা এলাকার সুইপার যারা তাদের হাউসিং স্কীমের জন্য স্যাংশন করেছেন? এর উপর যে আলোচনা হয়েছিল তাতে আমার মনে আছে যে, এটা এক্সিকিউট করবে অর্থাৎ সি আই টি বা হাউসিং বোর্ডএ এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নি।

The Hon'ble Iswar Das Jalan:

এখনও কিছু ঠিক হয় নি, তবে এখনও পর্যন্ত সি আই টি করছে।

(গ) তপম উচ্চ বিদ্যালয় অস্থায়িভাবে কতকগুলি শর্তসাপেক্ষে ১-১-১৯৫০ হইতে অনুমোদন লাভ করিয়াছিল, কিন্তু শর্তগুলি পূরণ করিতে না পারায় সেই অস্থায়ী অনুমোদন ১-১-১৯৫৬ হইতে মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক বাতিল করা হয়। তখন হইতে বিদ্যালয়টি চারিশ্রেণী-বিশিষ্ট জুনিয়ার হাই স্কুলরূপে অনুমোদিত হইয়া চলিয়া আসিতেছে।

(ঘ) এই প্রশ্নের উত্তরে (খ) দ্রষ্টব্য। মধ্যশিক্ষা পর্ষতের অনুমোদন লাভ করিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিণত হইতে পারে। সরকারের পরিকল্পনা বা অনুমোদন অনুসারে নহে।

Mr. Speaker: Questions over.

Adjournment motions

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমি একটা এড্জর্নমেন্ট মোশন দিয়েছিলাম, আপনি কনসেন্ট রিফিউজ করেছেন। কিন্তু আমি মোশনটা পড়ছি—

That the business of the House do now adjourn to discuss a matter of urgent public importance and of recent occurrences, viz., indifference of the Government to the grave economic crisis that has arisen in the State especially among the jute growers due to the sharp decline in the price of jute.

Sj. Ganesh Ghosh:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমার একটা এড্জর্নমেন্ট মোশন আছে সেটা পড়ছি—

The proceedings of the House do now adjourn to raise a discussion on a matter of urgent public importance and of recent occurrence, viz., the demolition of the shelters of the refugees within the compound of the shelters of the refugees within the compound of the Railway's Divisional Office, Sealdah, on Sunday last by the Police.

Sj. Deben Sen: My motion runs thus:

That the business of the Assembly do now adjourn for the purpose of discussing a definite matter of urgent public importance and of recent occurrence viz., the consent of the Government of West Bengal to transfer to Pakistan of Berubari Union in Jalpaiguri and thereby adversely affecting the interest of the people of West Bengal.

Sj. Jyoti Basu:

স্পীকার মহাশয়, এসব পড়ে লাভ কি আছে? উনি যা বললেন আমিও তাই বলছি। আমি এটা পড়ে দিচ্ছি—

The proceedings of the Assembly do now adjourn to raise a matter of urgent public importance and of recent occurrence, namely, the statement of the Prime Minister in the Lok Sabha on 9th December, 1958, that the decision to transfer parts of West Bengal territories to Pakistan was arrived at on the basis of the opinion of Revenue Officers of West Bengal.

এটাতে আপনি কনসেন্ট রিফিউজ করেছেন। এর থেকে বড় ব্যাপার অন্য কিছু হতে পারে বলে আমি বুঝতে পারছি না। আপনি একটু দয়া করে শুনুন। বাংলাদেশের কতকগুলি এলাকা পাকিস্তানকে দেওয়া হোল। আমি সেই সিদ্ধান্ত নিয়ে কিছু বলছি না কারণ আপনি বলে দিতে পারেন যে এটা ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট করেছেন—আমরা কি জানি? কিন্তু আমি বলছি, প্রাইম মিনিস্টার একটা বক্তৃতায় ৯ই তারিখে লোকসভায় বলেছেন যে, এটা আমরা করেছি পশ্চিম-বাংলার রেভিনিউ অফিসারদের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে। এটা আমাদের স্টেট গভর্নমেন্টের ব্যাপার বলে আলোচনা করতে চাচ্ছি—কারণ এর থেকে বড় ব্যাপার নিশ্চয়ই আর কিছু হবে

Sj. Dhirendra Nath Dhar:

আমার প্রশ্ন এই যে, কেকনাম ক্যালকাটা কর্পোরেশনএর সুইপারদের জন্যে এটা স্যাংশনড হয়েছে কিনা?

The Hon'ble Iswar Das Jalan:

না, তা হয় নি।

Mr. Speaker: You get it from the heading of the question. It is not for sweepers alone; it is for all those slum-dwellers—may be sweepers, may be Brahmins—Allotment for slum clearance for West Bengal under Second Five-Year Plan. Therefore any money that must have been allotted was in furtherance of that scheme, could not have been earmarked for any particular community.

Question time over.

[3-30—3-40 p.m.]

Adjournment Motion

Sj. Rabindra Nath Mukhopadhyay: Sir, I have got an adjournment motion.

Mr. Speaker: You can only read it. Consent has been refused.

Sj. Rabindra Nath Mukhopadhyay: My motion runs thus: "The proceedings of the Assembly do now adjourn to raise a discussion of urgent public importance and of recent occurrence, viz.—A serious situation is prevailing in the "India Electric Works Ltd.", a big Engineering concern situated at Behala, 24-Parganas, where more than two thousand workers are in employment. The present management of the company is lowering down production on the plea that they have no liquid cash to feed the factory with raw materials, as a result of this, more than fifty per cent. of the employees are being threatened with unemployment. In spite of repeated representations to the State Government by the Union representatives of the employees no action has been taken by the Government.

Point of Privilege re: Clarification of statement on submission of the Food Enquiry Committee Report

Sj. Jyoti Basu:

স্পীকার মহাশয়, আমি একটা অধিকারগত প্রশ্ন আপনার কাছে পরিষ্কার ক'রে নিতে চাই। এই যে বিল আলোচনা হচ্ছে সেই ব্যাপারে আমার মনে একটা সন্দেহ হয়েছে সেটা আপনার কাছে পরিষ্কার ক'রে নিতে চাই। আপনার হয়ত মনে আছে, আমি ফুড রিপোর্ট ব'লে একটা দলিল থেকে পড়েছিলাম বা উদ্ধৃত করেছিলাম এবং তরুণকান্তি ঘোষ মহাশয় দু' দু'বার উঠে এই ব্যাপারে বলেছিলেন যে, এটা আমার রিপোর্ট নয়। এখন এ ব্যাপারটা ডাক্তার রায়ও একটু শুনুন। ৩রা অগাস্ট তারিখে ও'রা একটা রিপোর্ট সাবমিট করেন একথা উনি বলেছেন। আমি এইটুকু বলেছিলাম যে, এটা একটা খসড়া রিপোর্ট এবং এটা পরে পরিবর্তিত হয়। ও'রা বললেন যে, এটা স্বাধীনতার রিপোর্ট আমি পড়ছি কিন্তু তা নয়। এখন মুশকিল হচ্ছে যে, এত বড় একটা ব্যাপার এর কোথাও একটা গোলমাল হয়ে গিয়েছে। কেউ অসত্য বলছেন একথা আমি বলছি না। কিন্তু এর মধ্যে একটা গোলমাল আছে সেইটা আমি বুঝতে পারছি না এবং এটা না বুঝতে পারলে এই ফ্লোরে দাঁড়িয়ে এর সেকেন্ড রিডিংএ থার্ড রিডিংএ আমাদের এই কথা বলতে হবে। এখানে বলা হয়েছে যে, থার্ড অগাস্টএ এটা রাখা হয়েছে। কিন্তু আমি ডাক্তার রায়কে যে চিঠি লিখি তার উত্তরে তিনি আমাকে ফোর্থ সেপ্টেম্বরএ লিখে জানান, আমার

পারে না সেটা বাংলাদেশ জানতে পারে বা আলোচনা করতে পারে। আজ আমরা প্রথম দিন মিট করছি। তাই আপনার কাছে এটা রেখেছিলাম—আপনি কনসেন্ট রিফিউজ করেছেন। আমি বলবো, আপনি আপনার মত বদলান। এর মধ্যে যদি কোন টেকনিক্যাল কারণ থাকে তাহলে আমি বলবো যে একটা দিন ধার্য হোক্ যেদিন আমরা মুখ্যমন্ত্রীর কথা শুনে এর উপর একটা আলোচনা করতে পারবো।

Sj. Hemanta Kumar Basu:

স্পীকার মহাশয়, আমি একটা এ্যাডজার্নমেন্ট মোশনএর নোটিস দিয়েছিলাম, কনসেন্ট রিফিউজড হয়েছে—

That the House do adjourn to discuss a matter of urgent public importance and of recent occurrence, namely, the serious situation which has been created owing to the proposed transfer of a portion of Berubari Union under Jalpaiguri P.S., a West Bengal territory, to Pakistan.

এটার সম্বন্ধে জনমত খুব চঞ্চল হয়েছে। বাংলা গভর্নমেন্ট এতে কি মত দিয়েছেন সেটা আমরা জানতে চাই—সেটা এসেম্‌ব্লীতে প্লেস করা উচিত। আপনি যে কনসেন্ট রিফিউজ করেছেন সেটা রিকন্সিডার করুন—এই আমার অনুরোধ।

Sj. Apurba Lal Majumdar: This Assembly do now adjourn to discuss a matter of urgent public importance and of recent occurrence, viz., that on the 11th day of September last a joint communique of the Prime Minister of India and the then Prime Minister of Pakistan was issued, according to which, half of the Berubari Union which was a part of West Bengal and in the possession of India since Indepedence, 11 sq. miles of Cooch Behar and the right to use of the Ichhamati river have been given to Pakistan. These have caused wide spread re-entment amongst all sections of people as the Prime Minister of India did not take the consent of the people of West Bengal and of the nation.

[3-50—4 p.m.]

Mr. Speaker: With regard to the adjournment motions tabled by four honourable members, viz. Sj. Deben Sen, Sj. Jyoti Basu, Sj. Hemanta Kumar Basu and Sj. Apurba Lal Majumdar I feel that some reasons should be given for refusing consent to them.

The motions for adjournment have been tabled by the following gentlemen. They are of very great importance and to my mind if any portion of this State is sought to be ceded, it would be a fit subject for discussion in this House. The only question which I have to decide is whether this House should be adjourned today for such discussion. Having regard to tho importance of the matter I have given my most anxious thought to the subject and I have come to the following conclusion.

Implementation of the Nehru-Noon agreement will admittedly require Parliamentary legislation under article 3 of the Constitution and for such legislation it requires, before any Bill can be introduced in Parliament, the President must consult the Legislature of the State affected. The State Legislature will then have to be referred to and when such reference is received then the House will have the fullest opportunity of expressing their views on the merits of the Bill. No referenec has been received by me from the President yet. As soon as such an opportunity comes, this House is bound to have the opportunity it needs.

With regard to the question which Sj. Jyoti Basu has raised, it is not covered by what I have said just now. Mr. Basu desires to know if any Revenue Officer in fact did something which appeared in the papers. The Hon'ble Chief Minister will please enlighten.

সেকেন্ড সেপ্টেম্বরএর চিঠির উত্তর তিনি ৪ তারিখে দেন এবং সেখানে তিনি অন্য কথা এর মধ্যে বলেন। আমার কাছে এখন তাঁর চিঠিটা নেই। আমি বাংলায় সেটা ট্রান্সলেট ক'রে বলছি যে কথা 'স্বাধীনতায়' বেরিয়েছিল—

> রিপোর্টটাকে এখনও চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হয় নি। কারণ কমিটির সদস্যগণ এখনও কয়েকটি বিষয়ে তাঁহাদের সংশয় নিরসন করিতেছেন। রিপোর্টটিকে চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হইলে আমি বিবেচনা করিয়া দেখিব ইহা প্রকাশ করা উচিত হইবে কিনা।

এই কথা তিনি আমাকে ৪ঠা সেপ্টেম্বর জানিয়েছেন এবং ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে শ্রীসিদ্ধার্থ রায়কে লিখেছেন—

Report is with the Chairman of the Committee, and they are going to place it formally before me next week.

এখন মুশকিল হচ্ছে, আমাদের কাছে এই রকম একটা রিপোর্ট ছিল যে, অগাস্ট মাসে একটা রিপোর্ট দেওয়া হয়েছিল এবং আমাদের কাছে যে চিঠি দিলেন তাতে মনে হচ্ছে যে, ফাইন্যাল রিপোর্ট যা হচ্ছে তাতে সেই রিপোর্টটাই পরিবর্তিত হচ্ছে এবং শ্রীসিদ্ধার্থ রায়ের কাছেও সেই রিপোর্ট আছে। সেইজন্য আমাদের সন্দেহ হচ্ছে যে, এখনও সেই রিপোর্ট পরিবর্তিত হচ্ছে এবং আর একটা রিপোর্ট দেখা হচ্ছে এবং সেটা পরিবর্তিত হবার পর পরবর্তীকালে সেটা পাবলিশ হ'তে পারে। এই হচ্ছে ব্যাপার অথচ এই জোরে দাঁড়িয়ে তরুণবাবু আর এক কথা বলছেন। তা হ'লে বুঝতে মুশকিল হয় না কি এবং এটা শুধু আমাদের নয় সারা বাংলাদেশের জনসাধারণের পক্ষে বুঝা মুশকিল।

Mr. Speaker: You have made your point quite clear. Let Mr. Ghosh check it up.

Sj. Jyoti Basu:

বেশ উনি চেক-আপ করুন।

Mr. Speaker:

উনি এক্সপ্লানেশন দিতে পারেন।

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

৩রা তারিখ, থার্ড অগাস্ট যে রিপোর্ট সাবমিট করার পর সঙ্গে সঙ্গে সেই রিপোর্ট ফুড মিনিস্টারের কাছে পাঠানো হয়েছে। তখন আমাকে উনি মৌখিক জিজ্ঞাসা করেন—তোমরা কি কি রেকমেন্ডেশন করেছ। তাতে আমি বলি যে, কতকগুলি রেকমেন্ডেশন করেছি যা করবার আমাদের ক্ষমতা ছিল না। তার মধ্যে একটা বড় রেকমেন্ডেশন হচ্ছে চা'লের উচ্চ দর এবং নিম্ন দর বেঁধে দেওয়া। তাতে তিনি বলেন—এ তো দেরি হবে, ফুড ডিপার্টমেন্টে দেরি হ'তে পারে। তাই এক্সপার্ট কমিটির সদস্যদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে কোন রকম রেকমেন্ডেশন দিতে পার কিনা জানাও। থার্ড অগাস্ট আমি প্লেস করেছি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তার পরে ফুড মিনিস্ট্রি থেকে যে রিপ্লাই দিয়েছিল সেটা অন্য জিনিস। কিন্তু আমাদের যে ফাইন্ডিং তাতে আমাদের যে রেকমেন্ডেশন—এর বেশি কিছু নয়। তবে আমি বলব ফুড মিনিস্টার ওটা পড়ে দিন। থার্ড তারিখে নিশ্চয়ই এটা দিয়েছিলাম। ফোর্থ তারিখ এবং নাইনথ্ তারিখের ব্যাপার ডাঃ রায়ের সম্পর্কে যা বলা হয়েছে......

Sj. Jyoti Basu:

আপনার কাছে তো এক মাস ওটা ছিল ।

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

না, আমার কাছে এক মাস ছিল না। তবে ইট ইজ অলসো কারেক্ট যে ইট ওয়াজ উইথ মি এবং আমার যে ফাইন্যাল রিপোর্ট সেটা নাইনথ্ কি টেনথ্ এর পরেই। এ সম্বন্ধে কোন গোলমাল নাই। হি ওয়ান্টেড রেকমেন্ডেশন, কারণ ১০ জনের যে কমিটি আছে সেই কমিটি কোন

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I have not seen that statement I may have missed it. I will find out and make a statement later on.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

কাগজে বেরিয়েছে।

Mr. Speaker: What facts appeared in the papers, surely if an answer is expected of the Government, the Government has to enquire it. Regarding your special motion, Chakrabarty, I cannot allow it. The matter, according to the rules, has been referred to the Government and no sooner we hear from the Government than I will consider what I shall do.

Sj. Deben Sen:

মাননীয় সভাপাল মহাশয়, লীডার অফ দি অপজিশন অনুরোধ জানিয়েছেন একটা দিন নির্ধারিত হোক এই বিষয়ে আলোচনা করবার জন্য, এসম্বন্ধে আমরা সরকারপক্ষ থেকে কিছু জানতে পারি কি?

Mr. Speaker: So far as the legal position is concerned I have told you; so far as Mr. Basu's question is concerned, the Chief Minister has promised that he will look into the matter and let you know. The question as to whether there could be a debate on this question really does not arise because this is not the proper time.

Sj. Deben Sen:

সভাপাল মহাশয়, যে সমস্ত শর্ট-নোটিস কোয়েশ্চেন দেওয়া হয়েছে সেগুলির উত্তর যাতে শীঘ্র পেতে পারি সে সম্বন্ধে কোন ডাইরেক্টিভ দেবেন কি? শর্ট-নোটিস কোয়েশ্চেন আমিও দিয়েছি, জ্যোতিবাবুও দিয়েছেন। এগুলির যাতে তাড়াতাড়ি উত্তর পেতে পারি তার রাস্তা করে দিতে পারেন কি?

Mr. Speaker: I will look into it and consider it.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

এও শোনা গিয়েছে যে, প্রাইম মিনিস্টার নেহেরু পাকিস্তান থেকে যে ম্যাপ দেওয়া হয়েছিল তাতে সই দিয়েছেন; ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের অফিসিয়ালসরা ঠিক ইন্ডিয়ান ম্যাপ প্রাইম মিনিস্টারকে সাপ্লাই করেন নি।

Mr. Speaker: I do not know; I cannot go into that question.

Yes, Hemanta Babu, you can read your motion.

Sj. Hemanta Kumar Basu: That the House do adjourn to discuss a matter of urgent public importance and of recent occurrence, namely, the serious situation which has been created owing to inhuman behaviour of the police in forcibly driving out from Sealdah Station the helpless and shelterless refugees by pulling down their shelters and destroying their cooked food without giving them any warning before and without arranging any alteranate accommodation or rehabilitation for them.

Sj. Chitto Basu: The proceedings of the Assembly do now adjourn to discuss a matter of public urgency of recent occurrence, namely, the situation arising out of the unwarranted and uncalled for police interference on 11th December 1958, in forcibly realising the rents from the poor agriculturists of Eutulshahi Baraset, 24-Parganas, which culminated in the arrest of Shri Basudeb Ghosh and Md. Akkas Ali, two prominent leaders of the Kisan movement of the area, causing wide-spread consternation among the local peasantry.

[6-50—6-58 p.m.]

সার্ভিস কন্ডাক্ট রুলস সম্বন্ধে আলোচনা করা এবং সে বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসা। এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী যদি মনে ক'রে থাকেন যে, তাঁর একারই অধিকার গভর্নমেন্টের যারা এমপ্লয়ীজ রয়েছে তাদের সম্বন্ধে কি রুল হবে না হবে, সেটা একমাত্র তাঁর অধিকার নয়—সমগ্র বিধানসভার অধিকার। তিনি কেন বার বার একথা শোনান যে, তিনি বিবেচনা ক'রে দেখবেন? আমরাও বিবেচনা ক'রে দেখব কি সার্ভিস কন্ডাক্ট রুলস হ'তে পারে। এখানে টেকনিক্যাল অবজেকশন নাই। এ সম্বন্ধে শ্রীসুবোধ ব্যানার্জি এবং শ্রীসিদ্ধার্থ রায় অনেক জিনিস দেখিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁর নিজের দোষ ২১ দিনের নোটিস দেওয়া যায় নি, তা হ'লে কিজন্য নোটিস এখানে টেবল্ড হয়েছে? তা হ'লে তাঁর শর্ট সেশন ডাকা উচিত। গভর্নমেন্ট যদি মনে ক'রে থাকেন যে, এটা পাবলিক ইন্টারেস্ট নয়—এ পার্টি ইন্টারেস্টএর জন্য এই সার্ভিস কন্ডাক্ট রুলস আলোচনা করতে চাই—কংগ্রেস পার্টি ইন্টারেস্টেও এটা আলোচনা করতে চাই। এটা কেরলে হ'লে সমগ্র ভারতবর্ষ ক্ষেপে পড়ত। কিন্তু পশ্চিম বাংলা সরকার বার বার শুধু নিজেদের পার্টি রাখবার জন্য এরকম করেন। যা হোক যখন ইংরেজ গভর্নমেন্ট ছিল তখনও কমিউনিস্ট পার্টি এবং অন্যান্য পার্টি রেলওয়ে ইউনিয়ন তৈরি করেছিল—গভর্নমেন্টের তা জানা সত্ত্বেও তাদের কারও চাকরি যায় নি। কিন্তু আজকে সমগ্র দেশে ফ্যাসিস্ট রাজত্ব চলছে। তারপর সেখানে সমস্ত লোক যেহেতু তারা কংগ্রেস পার্টির লোক নয়, এই হেতু তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এ সম্বন্ধে সমগ্র দেশের ভিতরে একটা গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। এই গভর্নমেন্ট এই রকম একনায়কত্ব নীতি চালিয়ে যাচ্ছেন। সেইজন্য আমরা চাইছি সার্ভিস কন্ডাক্ট রুলস সম্বন্ধে আলোচনা করতে। তিনি একসঙ্গে ৯২ ও ৯৩ নিচ্ছেন। ৯২এর চেয়ে জঘন্যতম, কদর্যতম কোনটা আমরা মনে করতে পারি না। যখন গভর্নমেন্ট প্রত্যেক সময়ে অ্যাসেম্বলি প্রসিডিওর রুলসএ না থাকা সত্ত্বেও বিল আনেন এবং পরে অ্যামেন্ডমেন্টও আনেন তাঁরা এমন সময়ে অ্যামেন্ডমেন্ট আনেন যে, আমরা বিবেচনা করবার সময় পাই না,—এই হচ্ছে এখানকার ধারা। এই ধারা গত ৫-৭ বছর ধরে চলেছে। আমরা চাই না যে, কাল থেকে প্রত্যেক সময়ে এর বিরুদ্ধে প্রসিডিওর রুলস দেখাই। তা করলে প্রত্যেকটা বিলের উপর পয়েন্ট অব অর্ডার তোলা যায়। আজকে যদি আপনারা এইটা হেল্ড করেন যে, লিস্ট অফ বিজনেস দেবার পরেও......

Mr. Speaker:

এখানে একটি কথা বলতে চাই।

Mr. Mukherjee, it struck me exactly the same as it did you.

Sj. Bankim Mukherji:

আমরা আশা করব যে, এই সমস্ত ব্যাপারে লিস্ট অব বিজনেস দিয়েছেন তা যদি ৯৩তে করতে চান তা হ'লে সেই বিষয়ে আলোচনা করব। ৯২এর উপর আমরা কিছুই করতে পারব না।

Mr. Speaker: Let me tell you this once and for all. All these points, good, bad or indifferent, I could not decide upon nor express any views, but it struck my mind that Dr. Ranen Sen should be informed about rule 92 alone. You can come and see the letter. I had written "Secretary, please inform Dr. Ranen Sen" on the whole letter, which means the letter has to be shown to Dr. Ranen Sen and that is why on the very same day I told Mr. Ganesh Ghosh that this has been the position. I am really sorry the honourable member, Mr. Ganesh Ghosh, is not here. He would have immediately supported me because I know what a straightforward person he is.

It has been refused by the Minister concerned. Nothing else should be done.

Sj. Jyoti Basu:

টেকনিক্যাল পয়েন্টে কি হবে? আপনি বলছেন মিনিস্টার লিস্ট অফ বিজনেস দেন। এত টেকনিক্যালিটির কথা যদি বলেন......

Sj. Pramatha Nath Dhibar: Sir, my adjournment motion for purpose of debate of an urgent public importance is that due to the operation of the West Bengal Anti-Profiteering Ordinance in the Industrial area of Calcutta and suburbs only, the essential goods such as atta, wheat and other goods are out of market. All these goods in scheduled price are available in higher prices in the black market. By this, deadlock has been created. The Government is urged to operate this ordinance whole of West Bengal at an early date to create normal condition in the market.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty: My adjournment motion runs thus

The business of the House do now adjourn to discuss a matter of urgent public importance and of recent occurrence namely, the gross failure of the West Bengal Government to forestall the Pakistan Army in wrongfully occupying the Nurpur Char in Murshidabad District on 16th/17th November, 1958, and to prevent the continuous occupation of the same by the Pakistan Army since then without any opposition. This Char land is an indisputable Indian territory being distinctly on the Indian side of the Indo-Pak Border and if allowed to be occupied by Pakistan will be suicidal to the State of West Bengal as it will enable Pakistan to throttle the life line of West Bengal today, that is constituted by the Bhagirathi-Hooghly Channel near the mouth of which Calcutta Port stands.

স্যার, ৭ই ডিসেম্বর আপনাদের কংগ্রেস পক্ষের শ্রীশ্যামাপদ ভট্টাচার্য মহাশয় এবং ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট সেখানে গিয়ে দেখে এসেছেন যে,

That is still under the occupation of Pakistan—

Mr. Speaker: Mr. Chakrabarty, I won't allow that. Next item.

Sj. Jyoti Basu:

স্পীকার মহাশয়, পয়েন্ট অব প্রিভিলেজের উপর আমার কতকগুলি কথা আছে। কারণ সব সময় যা হয়, এবারও তাই হয়েছে, অর্থাৎ অনেকদিন পর এবারও এসেম্ব্লীর শর্ট সেসন ডাকা হয়েছে এবং প্রোগ্রামে দেখবেন মাত্র ৯ দিনের জন্য ডাকা হয়েছে। ২৬ তারিখ পর্যন্ত নাকি চলবে। তার মধ্যে ২টা ফ্রাইডে আছে। এতে নন-অফিসিয়াল বিজিনেস হবে বলে ঠিক হয়েছে ১॥ ঘণ্টা করে। এই ৯ দিনের মধ্যে ১০টা বিল আছে। সেজন্য আমি মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে একটা চিঠি লিখেছিলাম এবং তার একটা কপি আপনাকেও পাঠিয়েছিলাম যে, ফ্রাইডেগুলি। অন্ততঃ বাদ দিন যাতে আমরা যে সমস্ত নোটিস দিয়েছি, যেমন আমাদের খাদ্য সমস্যা ও বাস্তুহারা সমস্যা, এগুলির উপর আমরা সম্পূর্ণভাবে বলতে পারি। কাগজে দেখলাম যে বোটানিক্যাল গার্ডেনের তদন্তের ব্যাপারে অনেক অফিসার নিয়ে অনেক কথা বলা হয়েছে, এবং ডি ভি সির‌ও কতকগুলি ব্যাপারে সংবাদপত্রে বেরিয়েছে—জল কেন আসছে না, কোথায় তার গলদ আছে, এসবগুলি আমরা আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এ ছাড়াও আরো অনেক বিষয়ের উপর প্রস্তাব আছে এই যেমন গঙ্গা ব্যারাজ একটা। কাগজে দেখে থাকবেন এবার নাকি ইনভেস্টিগেশন হবে—একবার হয়ে গিয়েছে......

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

দুইবার।

[4—4-10 p.m.]

Sj. Jyoti Basu:

হ্যাঁ, দুবার; এই ব্যাপারেও আমরা আলোচনা চেয়েছিলাম। তারপর, জুট প্রাইসএর উপরও আমরা আলোচনা চেয়েছিলাম সরকারের কি বক্তব্য আছে জানবার জন্য, কারণ কৃষকেরা মারা পড়বে।

Mr. Speaker:

তাহলে প্রত্যেক রেজিস্টার্ড ডিলার্সকে এমনিইত এই সমস্ত জিনিসগুলিকে খাতায় লিখতে হয়।

Dr. Narayan Chandra Ray:

কিন্তু এতগুলি জিনিসের খাতা রাখবার জন্য তাকে আরও অনেক স্টাফ রাখতে হবে।

তারপর আমার তৃতীয়টা হচ্ছে, সিডিউল্ড আর্টিকেলের যে টোটাল স্টক থাকবে, তার কতটা বিক্রয় হল, সেটা দেখাতে হবে। আপনাকে এর বন্দোবস্ত করতে গেলে প্রত্যেক ডিস্‌পেন্সারী ও স্টকিস্টের জন্য সেপারেট এস্টাব্লিশমেন্ট করা দরকার।

আমার তৃতীয় নম্বর হল আপনার এই এ্যামেন্ডমেন্টের দ্বারা সত্যিই যদি দেশের লোকের উপকার করতে চান, তাহলে আপনাকে সেইভাবে বন্দোবস্ত করতে হবে, রিয়াল ইম্‌পোর্টার্স ও রিয়াল স্টকিস্ট কারা,—সেটা দেখতে হবে।......

Mr. Speaker: There may be a good deal of force in what you say but you do not need an amendment for that purpose. Kindly see what is there:

> "Every dealer shall keep in the form specified in the Third Schedule a true account of any scheduled article acquired, held or sold by him after the commencement of this Act."

সিডিউল্ড আর্টিকল্‌স কি কি হবে তার সঙ্গে এই বিলের কোন সম্পর্ক নেই। এটা হচ্ছে, জেনারেল লেজিসলেশন, সিডিউলের বর্তমান বিলের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই।

Dr. Narayan Chandra Ray: Already the schedule has been published.

Mr. Speaker: But the point is this. For a schedule you do not need to tail back on the Bill. It is an executive part. All that you say is this that so far as the scheduled articles are concerned you must do certain things. Now, what are those items which according to you should not be in the schedule, that is a matter for consideration. I know, as you do, that a schedule is prepared by the Ministry specifying the drugs which they want to include in the schedule; may be many of them should not have been included—that is your argument. They could be excluded but the Bill does not need to be changed for that purpose.

এটা হচ্ছে বিলটা তৈরীর প্রশ্ন। অবশ্য এর মধ্যে সিডিউল্ড আর্টিকেলসের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ সিডিউল্ড আর্টিকলস যা হবে, তার কথা খাতায় রাখতে হবে। কিন্তু সিডিউল্ড আর্টিকলস কি কি হবে, তার কোন রেফারেন্স এই বিলে নেই,

that is purely a decision of the Ministry. I know that a lot of complaints has been made, people have approached me that certain articles should not be included.

একজন এসে বললেন—এক গ্রেণ সোডি-বাই-কার্ব যদি বিক্রয় করি তাহলে তার জন্য কি খাতায় লিখতে হবে? এক পাউন্ড সোডি-বাই-কার্ব রাখবো, তারজন্য খাতায় এন্‌ট্রি করতে হবে, এবং তার থেকে ১ গ্রেণ, ২ গ্রেণ করে যদি খরচা হয়, তাহলে এই রকমভাবে ১ গ্রেণ, ২ গ্রেণ করে খরচা যদি খাতায় লিখতে হয় তাহলে আমাদের কত লিখতে হবে; এটা একটা বিপর্যয়। দ্যাট ইজ হোয়াট দে সেইড।

Dr. Ranendra Nath Sen:

যেটা বিক্রয় হ'ল না, সেটাও কিন্তু আবার খাতায় লিখতে হয়।

Mr. Speaker:

আপনার পয়েন্ট হচ্ছে—মাল বিক্রয় হোক বা না হোক, তাকে খাতায় না তুললে আপনি কোন সময়ই স্টকের হিসাব পাবেন না।

এইভাবে সরকারের যারা কর্মচারী আছেন তাদের সার্ভিস রুলস সম্বন্ধে আমরা একটা প্রস্তাব এনেছি। তারপর বলেছি একটি কমিটি করা হোক ট্রামওয়ে কোম্পানীর ম্যানেজমেন্ট দশ বৎসরের জন্যে নেওয়া যায় কি না। ধরুন এরকম আরও প্রস্তাব অপোজিশন-এর আরও আছে। আমরা বলেছিলাম যে ফুড এবং বাস্তুহারা এগুলির উপর স্পেশ্যাল ডিবেট করা। উনি আমাকে বললেন একটা চিঠি লিখে জানালেন—ফুড এবং বাস্তুহারা দুটোই হতে পারে, তবে ফ্রাইডেগুলি তোমরা নিয়ে নাও, কোন বিশেষ দিন ধার্য করে দরকার নেই। এর মানে ধরে নিতে হয় আর কোন প্রস্তাব আমাদের আসবে না। যদি দুটো ফ্রাইডে ধরে নিই সেখানে আমাদের মুস্কিল হয়ে গেল। আপনি দেখেছেন, যে সমস্ত বিষয়ে প্রস্তাব এনেছি তার একটা সাবজেক্টকেও বলতে পারবেন না যে কম গুরুত্বপূর্ণ। বাজেট সেসনে আমরা যে কি বিপদে পড়ি তাও আপনি জানেন। সেজন্যে আমাদের বক্তব্য এতদিন পরে যখন এসেমব্লী ডাকা হ'ল তখন আর দু-চারটে দিন বাড়িয়ে দিন। দু-চারটে দিন বাড়িয়ে যদি দেন তাহলে হয়ত কিছুটা আমরা করে যেতে পারব; নয় দিনে সব কাজ হবে কি না তা আমরা জানি না। আপনি জানেন রুলস কমিটি ভাল করে কাজ করতে পারে নি, পুরান রুলে বিজিনেস কমিটি বলে কোন জিনিস নেই। এখন আপনি বলে দিন কি করা হবে। আপনার কাছে আমাদের অনুরোধ, আমাদের দুটো ফ্রাইডে বজায় থাকুক তাছাড়া আরও অন্ততঃ দুটো দিন বাড়িয়ে দিন তাহলে হয়ত আমরা কিছু করবার সুবিধা পাব।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I will consult Sj. Jyoti Basu and see if we can do it.

Times for receiving amendments on Bills.

Sj. Ganesh Ghosh:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি আপনার সামনে আর একটা ইম্পর্টান্ট জিনিস (বিষয়) আনতে চাই। আমার প্রথম কথা এই সমস্ত বিলগুলি আমরা বড় দেরি করে পাই। ৮ই তারিখে important Bills including the West Bengal Anti-profiteering Bill. পাঠান হয়েছে অফিস থেকে এবং সেটা মফঃস্বলে পৌঁছাতে কত দেরী হয়ে যাবে তা আপনি জানেন। ১০ই তারিখ স্থির হয়েছে ফর রিসেপশন অফ এমেন্ডমেন্টস। আমরা বারবার বলে বলেও এর কোন প্রতিকার পাই নি। অফিস থেকে যেতে কেন এত দেরী হয় সেটা আপনি দয়া করে একটু দেখবেন।

Mr. Speaker: I will look into it.

LAYING OF ORDINANCES

The Calcutta Municipal (Amendment) Ordinance, 1958.

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Sir, I beg to lay before the Assembly the Calcutta Municipal (Amendment) Ordinance, 1958 (West Bengal Ordinance No. V of 1958), under Article 213(2)(a) of the Constitution of India.

The West Bengal Lifts and Escalators (Amendment) Ordinance, 1958

The Hon'ble Bhupati Majumdar: Sir, I beg to lay before the Assembly the West Bengal Lifts and Escalator (Amendment) Ordinance, 1958 (West Bengal Ordinance No. VI of 1958), under Article 213(2)(a) of the Constitution of India.

করি ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট স্টেট বলেছিল যে এই পোর্শন অফ ল্যান্ড আমরা কিছুতেই দেব না এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বেরুবাড়ি অধিবাসীদের ভরসা দেওয়া হোক যে তাঁরা যেন এই হুজুগে নিজেদের সর্বশান্ত না করেন। বেরুবাড়ির অধিবাসীরা নিজেরা সর্বশান্ত হবেই উপরন্তু আমাদের স্টেট গভর্নমেন্টের উপর একটা বিরাট চাপ এসে পড়বে। এটা আমাদের সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে ভালভাবে বুঝিয়ে বলা প্রয়োজন। উত্তর বাংলার অধিবাসী খুবই গরীব এবং শীতপ্রধান দেশে এদের রিহ্যাবিলিটেড করা এক ভীষণ সমস্যার ব্যাপার। আমাদের ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট যে ফরেন পলিসি নিয়েছেন তা আমি সর্বান্তকরণে সমর্থন করি। কুচবিহার জেলায় যেসব এনক্লেবস পাকিস্তান এনক্লেবস-এর সঙ্গে এক্সচেঞ্জ হতে যাচ্ছে সেইসব এনক্লেবস-গুলি আমারই কনস্টিটিউয়েন্সির অন্তর্ভুক্ত। এই এক্সচেঞ্জের ফলে আমাদের কিছু জমি বেশি দিতে হচ্ছে, তার উপর আমরা বেরুবাড়ির অংশ কিছুতেই দিতে রাজী নই।

[2-40—2-50 p.m.]

আমরা যদি এই সুযোগ দেই পাকিস্তান হয়ত কোনদিন জলপাইগুড়ি জেলাটাই দাবী করে ফেলবেন। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আমাদের এসব বিষয় বেশ একটু স্ট্রিক্ট হতে হবে।

প্রসঙ্গতঃ আমি বলতে চাই, আজকাল প্রায়ই দেখা যাচ্ছে বর্ডারে নানান রকম ট্রাবল চলেছে। কয়দিন পূর্বে মুর্শিদাবাদ চর নিয়ে ট্রাবল চলেছিল। আবার হালে আমারই কনস্টিটিউয়েন্সি এবং আমারই থানার হলদিবাড়ীর চরে এসে বাড়ি তুলেছে। এ এক পাকিস্তান গভর্নমেন্টের ভীষণ দুরভিসন্ধি। পাকিস্তানের এক ছিট তালুক ডাহাগ্রাম কুচবিহার জেলা মেখলিগঞ্জ সাব-ডিভিসনের মধ্যে আছে, তার সঙ্গে কন্টিনিউটি দেখানর জন্য এই অভিসন্ধিমূলক চর দখল করা হয়েছে। এইসব চর দখল এবং বাড়ী করার সাহস এরা পায় পাকিস্তানী রাইফেলবাহিনীর সাহায্যে। এইসব কারণে ইন্ডিয়া ইউনিয়নের বর্ডারের অধিবাসীরা নিজেদের খুবই আনসেফ মনে করছে। এইভাবে বর্ডারে হাঙ্গামা চললে বর্ডারের লোক বাস করতে চাইবে না। একেই আমাদের জমির অভাব তার উপর যদি বর্ডারের অধিবাসীরা চাপ দেন তবে খুবই অসুবিধায় পড়তে হবে। আমার মেখলিগঞ্জ কন্সটিটিউয়েন্সি প্রায় ৫০ মাইলের, বর্ডারে পাহারা নিযুক্ত আছেন অনুমান ৪০ থেকে ৫০ জন আর্মড পুলিস আর আমাদের অপজিট সাইডে পাকিস্তানে ঐ একই বর্ডারে আছে প্রায় ৪০০ জন পাকিস্তানী রাইফেল ফোর্স। এই সাহসেই পাকিস্তান বর্ডারের অধিবাসীরা নিশ্চিন্তে চর দখল করেছে ও অন্যের জমিতে হামলা করছে। তাই আমি মনে করি স্টেট গভর্নমেন্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে চাপ দিন যাতে আমাদের পুলিস বাহিনীকে বেশি ফোর্স দিয়ে সাহায্য করেন এবং বর্ডার আউটপোস্ট আরও ঘন ঘন করা একান্ত প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি। এতে আমাদের বর্ডারের অধিবাসীরাও সেফ মনে করবে। বেরুবাড়ির শতকরা ৯৭-৯৮ জন অধিবাসী হিন্দু এবং এর পাঁচটি থানা হিন্দু প্রধান থানা। কাজে কাজেই বেরুবাড়ি বা বেরুবাড়ির অংশ যদি পাকিস্তানকে দেওয়া হয় তাহলে ভীষণ অন্যায় ও অবিচার করা হবে।

[Sj. Sudhir Chandra Ray Choudhuri rose to speak.]

Mr. Speaker: Mr. Ray Choudhuri, I hope you will be brief.

Sj. Sudhir Chandra Ray Choudhuri: Sir, this is an important matter and twenty minutes' time has been allotted to me.

Mr. Speaker: The position is this. Not that I mind at all if you take a little more time in a very important matter touching Bengal vitally, but what I do feel is this. I have a certain agenda before me and I want to complete that today—the third reading of the Bill which is going on. Twenty members want to talk. This is an impossible state of affairs. I cannot allow that. It will be a sheer waste of time. We will discuss Berubari as long as we possibly can.

Sj. Bankim Mukherji: Sir, you called me first and I want to speak first.

The West Bengal Standards of Weights and Measures (Enforcement) Ordinance, 1958

The Hon'ble Bhupati Majumdar: Sir, I beg to lay before the Assembly the West Bengal Standards of Weights and Measures (Enforcement) Ordinance, 1958 (West Bengal Ordinance No. VII of 1958), under Article 215(2) (a) of the Constitution of India.

The West Bengal Estates Acquisition (Second Amendment) Ordinance, 1958.

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: Sir, I beg to lay before the Assembly the West Bengal Estates Acquisition (Second Amendment) Ordinance, 1958 (West Bengal Ordinance No. VIII of 1958), under Article 213(2)(a) of the Constitution of India.

The West Bengal Anti-Profiteering Ordinance, 1958.

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: Sir, I beg to lay before the Assembly the West Bengal Anti-Profiteering Ordinance, 1958 (West Bengal Ordinance No. IX of 1958), under Article 213(2)(a) of the Constitution of India.

LAYING OF RULES

Laying of Amendments to the Bengal Motor Vehicles Rules, 1940

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I lay before the Assembly the amendments to the Bengal Motor Vehicles Rules, 1940.

Sj. Ganesh Ghosh:

মিঃ স্পীকার, স্যার, এই নয় দিনের মধ্যে আমরা কি মোটর ভিহিকিলস্ রুলগুলি নিয়ে ডিবেট করতে পারবো? এর জন্য আর একটি বিশেষ দিন থাকা দরকার।

Mr. Speaker: You ask Government for a day. You are entitled to have a discussion on it.

Laying of Amendments to the West Bengal Panchayat Rules, 1958

The Hon'ble Iswar Das Jalan: I lay before the Assembly the amendments to the West Bengal Panchayat Rules, 1958.

Laying of Amendment to the West Bengal Premises Tenancy Rules, 1956

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: I lay before the Assembly the amendment to the West Bengal Premises Tenancy Rules, 1956.

Presentation of the Report of the Joint Committee on the West Bengal Children Bill, 1958

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: As Chairman of the Select Committee, I beg to present the report of the Joint Committee on the West Bengal Children Bill, 1958.

সুতরাং, নেহরু-নুন চুক্তি ও এই হস্তান্তর মানবতাবিরোধী। যদি এটা মানবতার দিক থেকে দেখি তাহলে কি দেখতে পাই? অসংখ্য লোক যারা গৃহহারা হয়ে সর্বস্ব হারা হয়ে এখানে এসেছে এবং সরকারের সাহায্য ছাড়াই নিজেদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসন করেছে তাদের আপনারা আবার গৃহহারা সর্বহারা করবেন। তা করার কি অধিকার আছে নেহরুর? তারা নিজেদের চেষ্টায় নিজেদের পুনর্বাসন করে নিয়েছে তাদের আবার উদ্বাস্তু করে ভাসিয়ে দেবার কি অধিকার আছে? সুতরাং মানবতার দিক থেকেও এর প্রতিবাদ করা দরকার।

সর্বশেষে যে কথাগুলি বলা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ যে অর্থ দিয়ে বেরুবাড়ি অঞ্চলকে সুসংগঠিত করবার চেষ্টা করেছে সেই সব ব্যার্থ হয়ে যাবে। এই অর্থ জনসাধারণের অর্থ, এটা তো গৌরী সেনের টাকা নয় যে, সরকার ইচ্ছা করলেই, কংগ্রেস মন্ত্রীরা ইচ্ছা করলেই তা ভাসিয়ে দেবেন। এ অধিকার তাদেরকে কেউ দেয় নি। সুতরাং আমি মনে করি সেদিক থেকেও একে বাধা দেওয়া দরকার। হয়ত অনেকের কাছে শুনতে খারাপ লাগবে আমি এমন দিনও চিন্তা করি যেদিন পাকিস্তানের জনসাধারণ সুসংগঠিত হয়ে শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে ওখানে জনরাজ্য কায়েম করবে। আমাদের দেশেও তা একদিন হবে। সেদিন হয়ত আবার ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষ গঠিত হবে। এই ক্ষেত্রে উভয় দেশের জনসাধারণের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ টিকিয়ে রাখবার এই যে অপকৌশল তার নিন্দা করা দরকার। আমি সেদিক থেকে মনে করবো এই যে ট্রানসফার অফ টেরিটরী এটা সেই ঝগড়া বাধাবার ও তাকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা। যা সেটেলড হয়েছে তা নিয়ে ঝগড়া বিবাদ সৃষ্টি করার চেষ্টা কোনমতেই করতে দেওয়া চলতে পারে না। আমাদের দাবী, যা সেটেলড হয়েছে তা স্থির থাক। জনসাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন অংশকেই জোর করে অন্য দিকে দেওয়া অন্যায় বলে মনে করি।

Sj. Satyendra Prasanna Chattopadhyay: Sir, with your permission I beg to revise my resolution by substituting the words "it is sought to bring about" for the words "there is going to be" and by substituting the word "by" for "and" in the first paragraph.

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই প্রস্তাব সমর্থন করতে উঠে পূর্ববর্তী বক্তারা যা বলে গিয়েছেন তার আমি পুনরাবৃত্তি করব না—আর সে সময়ও আমার নেই। সময় অল্প হলেও এই ব্যাপারে বলতে উঠেছি এজন্য যে, আমি ঐ অঞ্চলের লোক, ঐ অঞ্চলের লোকের উপর এই ব্যাপারে কি প্রতিক্রিয়া হয়েছে সে বিষয়ে আমি আমার পরিষ্কার বক্তব্য রাখতে চাই। মূল প্রশ্ন যেটা সকলেই বলেছেন এবং সকলের কাছেই যেটা বড় হয়ে উঠেছে, যে পদ্ধতিতে এই সিদ্ধান্ত করেছেন আমাদের প্রধান মন্ত্রী এবং তিনি যে কথাগুলি বলেছেন তার সম্বন্ধে এটাই আশ্চর্য লাগে যে, পদ্ধতি ও মূল প্রশ্নের কথা বাদ দিয়েও তিনি কতগুলি হিসাব করে দেখিয়েছেন এই চুক্তির ফলে কিভাবে লাভ হয়েছে বা কিভাবে লোকসান হয়েছে। এটাতো কাহাঁও জমি বেশি পেলাম তার প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন হচ্ছে সেখানকার জনসাধারণের ভারতবর্ষের একটা অংশকে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে, অথচ সেই জনসাধারণের মত নেওয়া হল না, সেখানকার বিধানসভার মত নেওয়া হল না, এখানকার সরকারের মত নেওয়া হল না, এর ফলে শুধু যে বেরুবাড়ির লোকই বিক্ষুব্ধ হয়েছে তাই নয়, আমি জানি সমস্ত সীমান্ত অঞ্চলের লোকের মনে এই প্রশ্ন বড় হয়ে উঠেছে, তাহলে আমাদের নিশ্চয়তা কি। আমার নির্বাচনী এলেকায় এমন জায়গা আছে যেখানে লোকের বাড়ীর বেড়ার ওপারে পাকিস্তানের সীমান্ত পড়েছে, তার ঘরবাড়ি মেরামত করতে যেতেও ভয় পাচ্ছে, টাকা পয়সা খরচ করে ঘরবাড়ি মেরামত করবে, নদীতে বাঁধ দেবার চেষ্টা করবে তারপর হয়তো একদিন দেখবে হঠাৎ প্রধান মন্ত্রী মহাশয় বাউন্ডারী এডজাস্টমেন্টএর নামে এই অংশকে ট্রান্সফার করে দিলেন। সুতরাং এই জিনিসটার তীব্র প্রতিবাদ যেভাবে হওয়া উচিত তা ভাষা দিয়ে প্রকাশ করা যায় না। আজকে সীমান্ত অঞ্চলের লোক এর ফলে একটা উদ্বেগ এবং আশঙ্কার মধ্যে কাটাচ্ছে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, আজকে আমরা এখানে যে প্রস্তাব আলোচনা করছি আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বিরোধী দলের চাপের পরে এই প্রস্তাব এখানে আনতে রাজী হলেন। এবং কবে কি হবে এই ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত তিনি কি করবেন জানি না। কিন্তু একটা জিনিস আমি জানতে

GOVERNMENT BILL

The Calcutta Municipal (Second Amendment) Bill, 1958.

The Hon'ble Iswar Das Jalan: I beg to introduce the Calcutta Municipal (Second Amendment) Bill, 1958.

[Secretary then read the title of the Bill.]

The Hon'ble Iswar Das Jalan: I beg to move that the Calcutta Municipal (Second Amendment) Bill, 1958, be taken into consideration.

As the honourable members are aware, a situation did arise in the affairs of the Calcutta Corporation in which the appointment of the Commissioner was challenged in Court. The original Court held that the appointment was invalid. There was an appeal. While the appeal was pending it became necessary to look after the affairs of the Calcutta Corporation. So an ordinance had to be passed to enable the Government to appoint a Chief Executive Officer to exercise all the powers of the Commissioner. Pursuant to it the Chief Executive Officer was appointed; he took charge of the affairs of the Calcutta Corporation; and all the powers which vested in the Commissioner now vest in him. The Appellate Court decided to stay the operation of the Lower Court's order so far as the question whether it was valid appointment or not was concerned but that he was not to act. In the circumstances the ordinance is in force. It is necessary that the arrangement should remain for some time to come, until the case is decided.

[4-10—4-20 p.m.]

Sj. Basanta Kumar Panda: I move that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st January 1959.

With regard to this small piece of legislation, introduction of such a Bill was quite unnecessary and unwarranted in the present situation because the Hon'ble High Court in its Original Side has made the rule absolute on an application. An appeal is pending. In the mean time the work of the Corporation has not stopped; it is being done.

It is now proposed that a new man from the outside would be appointed for the purpose of discharging the functions of the Commissioner. The Commissioner will be there and another person under the old name of Chief Executive Officer under the repealed Act is being introduced to do the functions of the Commissioner. The plight of the rate-payers is that they will have to pay from their own coffers for these two persons and their two persons and their paraphernalia and thus they will be doubly taxed. I would say that if it was impossible to run the administration of the Calcutta Corporation without the Commissioner then another senior officer of the Corporation who is just below in rank to the Commissioner could have given the same powers and privileges as that of the Commissioner which is proposed to be given to an outsider, who will be appointed afresh by the State Government. I would say, Sir, that this appointment is for a very long period. High Court those who are in touch with the procedure in the Appellate Side or the Original Side know it very well it takes two or three years for the purpose of disposing of an appeal. As far as I have been able to gather there is no expedition order for the disposal of such appeals. Therefore, I would say that the rate-payers shall have to suffer a great loss due to continued appointment of another officer. As the people of Calcutta will have to spend more money this Bill ought to be circulated for the purpose of eliciting the opinion of the rate-payers so that they may give their verdict on this legislation.

উচ্চ মূল্য বেঁধে দিয়েছিলেন। তিনি নিম্ন মূল্য বাঁধবেন নি বলে সভায় তার প্রতিবাদ উঠেছিল। কিন্তু তিনি এই সভায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে হ্যাঁ, আমি নিম্ন মূল্য বেঁধে দেবো বলে তিনি ঘোষণা করলেন। কিন্তু নিম্ন মূল্য যা বেঁধে দিলেন তাতে আমরা পরের দিন দেখলাম উচ্চ মূল্যও যা নিম্ন মূল্যও তা। সেটা নাকি অর্থনীতি শাস্ত্রের বিরোধী কথা এবং সেটা ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কে সম্পূর্ণরূপে ক্ষতি করবে বলে আমরা মনে করি। সুতরাং যে দাম তিনি বেঁধে দিয়েছেন সেই দাম কৃষকদের বর্তমানে অত্যন্ত তাদের বিপদসঙ্কুল করে তুলেছে। কেননা আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, বিভিন্ন জেলার খবর আমাদের কাছে আছে, তিনিও জানেন, যে আজকে যেভাবে দাম বেঁধে দেওয়া হয়েছে, নিম্ন মূল্য উচ্চ মূল্য একই হারে হবার ফলে গ্রামের চাষীদের উপর চাপ দেওয়া হচ্ছে। যারা বড় বড় মহাজন, আড়তদার, চালকলের বড় বড় মালিকরা যারা গিয়েছে, তারা কৃষকদের অত্যন্ত কম দামে বিক্রি করার জন্য চাপ দিচ্ছে। সেইজন্য এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। আজকে সেইজন্য আমরা বলেছিলাম যে ধানের দাম ১০ টাকা থেকে ১২ টাকা করে বেঁধে দেওয়া হোক যাতে ক্রেতা ও বিক্রেতা সকলেরই পক্ষে সুবিধা হতে পারে এবং যার ফলে ১৮ টাকা থেকে ২০ টাকা মূল্যে চাল সব সময়েই আমাদের বাংলাদেশের মানুষ পেতে পারে এবং অন্য কতকগুলি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দামও আমরা তাকে বেঁধে দিতে বলেছিলাম—যেমন কাপড়, ডাল, চা প্রভৃতি এবং সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের যে পাটচাষী তাদেরও বাঁচবার জন্যে আমরা পাটের উচ্চ মূল্য এবং নিম্ন মূল্য বেঁধে দেবার জন্য তাঁর কাছে দাবী করেছিলাম। কিন্তু তা তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন। এবং এইভাবে তিনি প্রত্যাখ্যান করে বাংলাদেশের জনসাধারণের যে পরিমাণ উপকার করা যেতো সেই পথ থেকে তিনি নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন। যার ফলে বাংলাদেশের কোন কোন ক্ষেত্রে ক্ষতি হবে বলে আমরা মনে করি। আজকে এই আইন যদিও পাশ হয়েছে, কিন্তু এই আইনকে কার্যকরী করার জন্য যে পন্থা গ্রহণ করা উচিত ছিল তা তিনি গ্রহণ করেন নি। তিনি বলেছেন যে, যে এই আইন অমান্য করবে তার জরিমানা অথবা জেল অথবা দুইটিই হবে বলেছেন বটে কিন্তু আমরা জানি যে যারা বড় বড় মিলমালিক, চালকলের মালিক তাদের তিনি শতকরা ২৫ ভাগ চাল দেবার কথা বা ব্যবস্থা এই আইনের মধ্যে করেছেন। ফলে তারা যদি এই আইনকে লঙ্ঘন করে তবে আমরা দেখবো যে তাদের জেল দেওয়া হবে না তাদের কিছু জরিমানা করা হবে। কিন্তু যারা লক্ষ লক্ষ টাকা চোরাকারবারী করে মুনাফা করবে তাদের পক্ষে দুই-এক হাজার টাকা জরিমানা দেওয়া কিছুই নয়। সেইজন্য আমরা তার কাছে দাবী করেছিলাম যে জেল এবং জরিমানা দুই রকমই রাখার ব্যবস্থা করা হোক। এবং আজকে ইতিমধ্যেই একথা উঠেছে যে, যে দাম বেঁধে দেওয়া হয়েছে সে দামে কোন জিনিসই পাওয়া যাচ্ছে না। এইরকম একটা অবস্থা জনসাধারণের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে। আজকে যদি সত্যই এই কন্ট্রোল দামে জিনিস পেতে হয় তাহলে প্রত্যেক থানায় মহকুমায় এবং ইউনিয়নের ভিত্তিতে যে খাদ্য এ্যাডভাইসরি কমিটির কথা আমরা পূর্বে বলেছিলাম সেই খাদ্য কমিটির দাবী অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়েছে। যদি এই খাদ্যে চোরাকারবারী মুনাফাকারীদের বিরুদ্ধে কিছু করতে হয়, এই চোরাকারবারীদের যদি এই আইনের কব্জার মধ্যে নিয়ে আসতে হয় তাহলে এটা করা দরকার।

Sj. Phakir Chandra Ray:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনি আমাকে পাঁচ মিনিট সময় দিয়েছেন। এই বিল আমি নীতিগতভাবে সমর্থন করি। এই এন্টি-প্রফিটিয়ারিং বিল সমর্থন করি এজন্য যে অসাধারণভাবে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি হয়েছে অসাধু ব্যবসায়ীদের দ্বারা ; এ দ্বারা তারা কিছুটা ব্যবস্থা হবে। বিলে কতকগুলি দুর্বলতা রয়ে গিয়েছে, সেগুলি যদি দূর হত তাহলে বিলটা সর্বাঙ্গসুন্দর হত। এই দুর্বলতার একটা হল পুলিসের উপর যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সে ক্ষমতার অপপ্রয়োগ হতে পারে। অপপ্রয়োগ হলে তার কি ব্যবস্থা হবে? হয়ত একজেমপ্লারী পানিশমেন্টের ব্যবস্থা এই বিলে নাই। - যে দ্রব্যতালিকা এসেন্সিয়াল কমোডিটিজএর দিয়েছেন সেই তালিকায় সাধারণ কৃষকদের যা অবশ্য প্রয়োজনীয় সেই কাপড়, তেল এবং খোলের নাম থাকা উচিত ছিল। ধানের সম্পর্কে একটা কথা বলি। কয়েক বছর আগে পশ্চিমবাংলায় খুব বেশি ধান হয়েছিল, বহু ধান ও চাল বিদেশে চালান করা হয়, তারপর দেখা গিয়েছে গত তিন বছর ধরে চাষীরা ধানের প্রায় ১৫ টাকা মণ দর পেয়ে এসেছে। এখন ধানের দর কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই কমিয়ে দেওয়াটা অন্যায় হয়েছে। চাষীদের চাষের যে খরচ এবং তাদের যে

Sj. Siddhartha Sankar Roy: Mr. Speaker, Sir, I rise on a point of information. I do not want to take part in this debate because I happen to be the counsel engaged in this case and I do not want to give my views in this matter at all, but what I would like to know from the Hon'ble Minister in charge is this: In view of the judgment of Mr. Justice P. B. Mukherji which accepted the arguments put forward by me, i.e., the renewal of the appointment of Mr. B. K. Sen was out of order, would the Hon'ble Minister consider also including a provision validating all acts done by Mr. B. K. Sen during the period for which the High Court held that he had no power to act as Commissioner?

Mr. Speaker: I see your difficulty. The only technical difficulty that I find is this. Apart from what you may consider and so on, is it not necessary to put in an amendment? It is not a matter for the consideration of the Minister alone but for all legislators present. In the absence of an amendment what can I do?

Sj. Siddhartha Sankar Roy: Sir, I have not proposed any amendment but I was wanting to know this information from the Hon'ble Minister as many people have come to me for drafting a mandamus petition for an order as to whether the various orders passed by Mr. B. K. Sen were legal or not.

Mr. Speaker: I will not allow any discussion here. Let the people do anything they like but this House is concerned purely with this legislation.

Sj. Siddhartha Sankar Roy: I am only putting this to the Hon'ble Minister just for the sake of getting information if he would validate the acts which have been done by Mr. B. K. Sen during the period the High Court held that he had no jurisdiction to act.

Sj. Deben Sen:

সভাপাল মহাশয়, এখন বলেন যে "ডিসকাশন এলাউ" করবো না। আমি এটা বুঝতে পারি নি, এমেন্ডমেন্ট নেই কিন্তু জেনারেল ডিসকাশন তো তিনি বলতে পারেন।

Mr. Speaker:

আমি কি বলেছি আপনি শোনেন নি।

Mr. Sen, to me all members are alike, whether they are occupying Treasury Benches or Opposition benches. I must proceed accordingly to law to the best of my ability.

Sj. Ganesh Ghosh:

আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি—প্রোসিডিউরটা কি? জেনারেল ডিসকাশন, ফার্স্ট রিডিং ইত্যাদি হবে না?

Mr. Speaker: The normal procedure is that the general discussion takes place first and then the amendments are taken. I think I should allow general discussion first.

Sj. Subodh Banerjee: Sir, I beg to move that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st December, 1958.

স্পীকার মহাশয়, ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্ট সংশোধনের জন্য বিল নিয়ে আসা হয়েছে। এই বিলের উদ্দেশ্য হিসাবে বলা হয়েছে—যে, বিশেষ কারণবশতঃ কমিশনারের কাজ করার ক্ষমতা না থাকার জন্য একজন বিশেষ অফিসারকে চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার হিসাবে নিয়োগ করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, এবং সরকার অর্ডিন্যান্স করে তা করেছেন। সেই অর্ডিন্যান্সকে

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

THE ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on Friday, the 2nd January, 1959, at 3 p.m.

Present:

Mr. Speaker (the Hon'ble SANKARDAS BANERJI) in the Chair, 16 Hon'ble Ministers, 12 Deputy Ministers and 209 Members.

[3—3-10 p.m.]

Adjournment motions

Sj. Jyoti Basu:

স্পীকার মহাশয়, আমি একটা এডজোর্নমেন্ট মোশানের নোটিস দিয়েছিলাম কিন্তু আপনি চিরকালের পদ্ধতি অনুযায়ী এটার আনবার জন্য অনুমতি দেন নি।

Mr. Speaker: There was a departure recently.

Sj. Jyoti Basu:

এটাতে চালের ব্যাপার ছিল। আমরা আলোচনা করেছিলাম যে দাম ঠিক করা হয়েছে ১৮-২১ টাকা ইত্যাদি, তাতে চাল পাওয়া যাবে না। অর্থাৎ গতকাল থেকে ঐ দামে চাল পাওয়া যাচ্ছে না এবং কোন দামেই পাওয়া যাচ্ছে না। এই ব্যাপার কোলকাতা, হাওড়া ইত্যাদি সব জায়গায় হচ্ছে, তবে বাহিরের খবর আমার এখনও জানা নেই। এই বিষয় নিয়ে আমি ফার্স্ট জানুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে টেলিফোন করাতে উনি বললেন যে আমি এখুনি আফিসে গিয়ে প্রফুল্লবাবুকে ডেকে পাঠিয়ে একটা কিছু করছি। কিন্তু তারপর যে কি হল তা আর আমরা জানতে পারলাম না। সেজন্য আমার এই এডজোর্নমেন্ট মোশন।

Mr. Speaker: There are two adjournment motions on the same subject, one sponsored by Sj. Jyoti Basu and the other by Sj. Siddhartha Shankar Ray. Since I find that the Food Minister has no objection to say something regarding the subject Sj. Jyoti Basu and Sj. Siddartha Shankar Ray will please read their adjournment motions now.

Sj. Jyoti Basu: The proceedings of the Assembly do now adjourn to raise a discussion on a matter of urgent public importance and of recent occurrence, namely, large-scale disappearance of rice from Calcutta and Howrah leading to its non-availability at prices fixed by Government. This has led to grave anxiety and panic.

Sj. Siddhartha Shankar Ray: The adjournment motion that I wished to move is that the business of this Assembly do adjourn for the purpose of discussing a definite matter of urgent public importance and of recent occurrence, namely, the non-availability of rice at the Calcutta markets on and from the 1st January, 1959 either at the rates fixed by the Government or at any other rate due to the failure of the Government in properly implementing its recently announced rice price fixation policy as a result whereof there is great distress and uncertainty among the people.

I went personally to the big markets in my constituency.

Mr. Speaker: No statement.

Sj. Saroj Roy:

স্পীকার, স্যার, প্রফুল্লবাবু কিছু বলার আগে কেরোসিনের জবাবটা দেবেন, কারণ কেরোসিন গ্রামাঞ্চলে পাওয়া যাচ্ছে না।

আইনসঙ্গত করার জন্যই এই বিল আনা হয়েছে। আমি গোড়াতেই প্রশ্ন তুলবো এই অবস্থা হল কেন? তার জন্য দায়ী কে? কর্পোরেশনের মিটিংএ যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল সেই প্রস্তাবকে যদি সরকার সম্মান করতেন, তাহলে আজকের এই জটিল অবস্থা দেখা দিত না। আপনি জানেন ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্টে......

Mr. Speaker: Kindly don't mind my interrupting you, Mr. Banerjee. I ask on a point of information Mr. Siddhartha Roy. I have not had the opportunity to read the judgment of the Hon'ble Mr. Justice P. B. Mukherjee but I know what it was. Is it a subject matter of appeal?

Sj. Siddhartha Sankar Roy: Yes, Sir.

Mr. Speaker: And has an injunction been granted by the Chief Justice staying the order?

Sj. Siddhartha Sankar Roy: There is a stay order but I do not know what the terms are. I did not appear then; it was during my by-election.

Sj. Subodh Banerjee:

মিঃ স্পীকার, আপনি জানেন যে, ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্টে এই ধারাটি আছে যে, যদি কমিশনারকে অপসারণের জন্য কোন প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং সেই প্রস্তাব অর্ধেকের বেশী মেম্বারদের ভোটের দ্বারা সমর্থিত হয় তাহলে 'গভর্নমেন্ট স্যাল রিমুভ দি কমিশনার' কিন্তু সেই সংখ্যা যদি মোট সংখ্যার অর্ধেকের বেশী না হয়ে অর্ধেক অথবা তার কম ভোটে প্রস্তাব পাশ হয় তাহলে 'গভর্নমেন্ট মে রিমুভ দি কমিশনার'। কমিশনারকে অপসারণ করার ব্যাপারে কলকাতা কর্পোরেশনে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল তাতে সরকার থেকে এই প্রশ্ন তোলা হয়েছিল যে, অর্ধেকের বেশী লোক এই অপসারণের পক্ষে ভোট দেয় নি। একথা ঠিক। কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে যে যেখানে অধিকসংখ্যক লোক কমিশনারকে অপসারণ করার প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল, সেখানে সরকারের উচিত ছিল সেই প্রস্তাবকে সম্মান দেখানো। 'দি গভর্নমেন্ট মে রিমুভ' এই আইন অনুযায়ী কমিশনারকে অপসারিত করা উচিত ছিল। সেই প্রস্তাবকে যদি সরকার সম্মান করে কার্যকরী করতেন তাহলে সে কমিশনার তাঁর পদে বহাল থাকতে পারতেন না এবং অন্য কমিশনার নিযুক্ত করা সম্ভব হত, যদি আর একজন কমিশনার নিয়োগ করার প্রয়োজন হত। শুধু তাই নয় অনারেবল জাস্টিস মিঃ মুখার্জি সেক্ষেত্রে রায় দিয়েছেন যে, প্রস্তাবের বিপক্ষে যেহেতু কোন ভোট দেয় নি......

[4-20—4-30 p.m.]

Mr. Speaker: I do not want to stop you but I will tell you one thing. If the operation of an order has been stayed by the order of the Chief Justice who is going to hear the appeal from the judgment of Mr. Justice P. B. Mukherjee, I think it should be left alone. Mr. Banerjee, I am finding out if the Appeal Court order can be brought up before me. I want to know the scope of the discussion. I shall certainly allow what is just permissible.

Sj. Siddhartha Sankar Roy: I think the stay order was only with regard to remove by Government under section 19, but not for the purpose of validating all Acts.

Mr. Speaker: That is the subject matter of appeal.

Sj. Siddhartha Sankar Roy: Therefore, the stay order has no value.

পতিত জমি পশ্চিমবাংলায় আছে। এই জমি যদি পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের দেওয়া হয় তবে প্রায় ১৮ হাজার ২০ হাজার পরিবার এখানে বাস করতে পারে। কিন্তু তাঁরা বলেছিলেন যেসব জমি পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের দেওয়া সম্ভব নয় কারণ পশ্চিম বাংলায় অনেক কৃষি মজুর আছে যাদের মোটেই জমি নেই, অনেক বর্গাদার আছে যাদের জমির একান্ত অভাব, আনইকনমিক হোল্ডিং অনেকের—তাদের কিছু জমি দেওয়া দরকার। সুতরাং তাদের জন্য কিছু জমি রেখে বাদবাকী জমি ক্যাম্প উদ্বাস্তুদের দেওয়া যায়, তাতে ক্যাম্পের ১০ হাজার কৃষি পরিবার থাকতে পারবে। অবশ্য গভর্নমেন্টের রিপোর্ট আমরা জানি না, আমাদের অনুসন্ধান এবং তথ্য অন্য প্রকার, যাক সে নিয়ে গভর্নমেন্টের সঙ্গে ঝগড়া করতে চাই না যে মেঘনাদ সাহার মত ৬ লক্ষ একর জমি আছে বা ঈশাক কমিটির রিপোর্ট অনুসারে ১১ লক্ষ একর জমি আছে। আমি উদ্বাস্তুদের মধ্যে বাস করি ক্যাম্পে যারা বাস করে তাদের শোচনীয় অবস্থা দেখে দুঃখ হয়। আমি চাই তাদের শীঘ্র পুনর্বাসন হয়ে যাক। আমি সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে গভর্নমেন্টকে বলছি যে আপনারা যে বলছেন ১০ হাজার উদ্বাস্তু পরিবারকে এখানে পুনর্বসতি দেওয়া সম্ভব তাই দ্রুত করুন, শীঘ্র করুন, নিষ্ঠার সঙ্গে এবং আন্তরিকতার সঙ্গে করুন—তাহলে দেখবেন আমি জোর করে বলতে পারি যে ১০ হাজার নয় তাতে ১৫ হাজার ২০ হাজার পরিবারের পুনর্বাসন সম্ভব হবে। কাজ করতে করতেই কাজের পথ দেখা যায়, নতুন আলো দেখা যায়। আমাদের বর্তমান গভর্নমেন্টের দোষ হচ্ছে যে তাঁরা বলেন কিন্তু কাজ করেন না। কাজ করলে আজকে অনেক সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হত। তাই আমি বলছি আপনারা যা বলছেন ১০ হাজার ক্যাম্প উদ্বাস্তু পরিবারকে কৃষক হিসাবে পশ্চিমবঙ্গে পনর্বসতি দেওয়া সম্ভবপর সেটা শীঘ্র শীঘ্র করুন—তাহলে আরও বহু জায়গা আপনাদের জুটবে।

[4-40—4-50 p.m.]

তারপরে এই রিপোর্টে বলা হয়েছে বায়নামা স্কীমের কথা। গভর্নমেন্ট বলেছেন কৃষক বা অকৃষক বহু উদ্বাস্তুদের সুবিধা দেওয়া হয়েছিল। অল ফ্যাসিলিটিজ ওয়ার গিভেন টু দেম। বহুরকম সুযোগসুবিধা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু খুব বেশি বায়নামা স্কীম সফল হয় নি। আমি জানি বহু বায়নামা আমার মারফত চালু হয়েছে, আমি জানি যত টাকা তাঁরা দিয়েছিলেন —বিঘাপ্রতি ১০০ টাকা দেওয়া হয়েছিল। অথচ সরকার জানেন দেশ বিভাগের ফলে এবং উদ্বাস্তুরা পশ্চিমবাংলায় আসার ফলে পশ্চিমবঙ্গে জমির দাম খুব বেশি বেড়ে গিয়েছিল। ৩০০ টাকায়ও এক বিঘা জমি পাওয়া খুব শক্ত। তবু উদ্বাস্তুরা নানা প্রকার চেষ্টা করে জমিদারদের হাতে পায়ে ধরে বায়নানামার ব্যবস্থা করেছিলেন, তারপরে গভর্নমেন্ট কর্তৃক নিয়োজিত অফিসাররা এতরকম বাধার সৃষ্টি করেছিল, যে তাতে বায়নামার কাজ কিছুতেই সফল হতে পারে না। তাদের সঙ্গে আলাপ করে দেখেছি যে এই সব অফিসাররা চায় নি যে উদ্বাস্তুরা বায়নামা স্কীম অনুসারে পুনর্বসতি পায়। তারা প্রতি পদে বাধা দিতে পারলে আর তারা সাহায্য করে নি। বর্তমানে বিঘাপিছু ৩০০ টাকা করে করা হয়েছে, যদিও এটা খুব বেশি নয়। তবে সরকার বলেছেন এর থেকে যদি আরও বাড়ান যায় তাহলে গরীব কৃষকেরা লোভে পড়ে তাদের জমি বিক্রী করে ফেলবে। আমি চব্বিশপরগনা জেলায় বহুগুলি বায়নামা স্কীম পরিচালিত করেছি কোন জায়গায় দেখি নি যে গরীব কৃষকেরা জমি বিক্রী করেছে। সব জমি প্রায় জমিদারদের যাদের হাজার হাজার বিঘা পড়ে আছে। সুতরাং আমি সরকারকে বলছি যে সরকার যদি ৩০০ টাকার বেশি দেয় তাহলে গরীব কৃষক কখনই জমি বিক্রী করবে না। এ বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। উদ্বাস্তুরা বলে যে তারা বায়নামা করেছে কিন্তু সরকার সেগুলি চালু করতে চায় না।

তারপরে মার্চ মাসে যে সংগ্রাম করি তখন আমরা একটা কথা বলেছিলাম ল্যান্ড ফাইন্ডিং কমিটি, সেটাই আমাদের মুখ্য দাবি ছিল। আমরা বলেছিলাম যে আমরা সরকারের সহযোগিতায় নানাস্থানে জমি বের করে দেব যেসব জমিতে ক্যাম্প উদ্বাস্তুদের কৃষক হিসাবে পুনর্বসতি করা সম্ভবপর। ডাক্তার রায় সে কথা মানেন নি।

Sj. Subodh Banerjee:

আমার গোড়ার কথা হচ্ছে এই যে, স্থিতাবস্থা তার জন্য যদি কাউকে দায়ী হতে হয় তাহলে সরকারকে সর্বতোভাবে দোষী বলতে হয়। গভর্নমেন্ট যদি কর্পোরেশনের প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ করতেন তাহলে কমিশনার তাঁর পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারতেন না এবং এই স্থিতাবস্থা অবস্থাটাও উপস্থিত হত না। জানি না ঐ কমিশনারের সাথে মন্ত্রীদের কি এমন মধুর সম্পর্ক, যার জন্য মন্ত্রীরা ভদ্রলোকের জন্য এতটা করছেন! যেখানে কর্পোরেশন বলছে "এই কমিশনারকে আমরা চাই না"; গভর্নমেন্ট সেখানে জোর করে তাঁকে কেন বসিয়ে দিলেন? যেখানে কর্পোরেশনের সঙ্গে তার প্রধান কর্মকর্তা, কমিশনারের সর্বদাই খিটিমিটি লেগে থাকছে, সেখানে সেই কমিশনারকে রাখা হল কার স্বার্থে? নিশ্চয়ই করদাতাদের স্বার্থে কিংবা কর্পোরেশনের স্বার্থে নয়। প্রথমে যে ভুল করা হয়েছে সেই ভুল সংশোধনের কোন ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে জানি না। সেই ভুল আজও রয়েই গেছে। তাই আমার জিজ্ঞাস্য হাইকোর্টে বিষয়টি যাবার আগেই কেন সরকার কমিশনারকে সরালেন না? তখন সরালে বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়াত না। শুধু তাই নয় যেখানে সমস্ত বিষয়টা বিচারাধীন আছে আদালতের সামনে সেখানে তা সত্বেও সরকার কমিশনারকে তাঁর মাইনেটা দিয়ে দিতে কর্পোরেশনকে বাধ্য করলেন। মনে করুন যদি আপিলের রায়ে এইটাই স্থির হয় যে, 'কমিশনার্স এপয়েন্টমেন্ট ইজ ইললিগাল অব গ্র্' তাহলে এই বেতন দেওয়া এবং তার জন্য করদাতাদের টাকা খরচের জন্য কে দায়ী হবে?

Mr. Speaker: You know the consequences?

Sj. Subodh Banerjee:

তখন কর্পোরেশনকেই সেই বেআইনী খরচ বহন করতে হবে। মন্ত্রী মহাশয়কে আমার জিজ্ঞাস্য—কেন এই বিশেষ ব্যক্তিটিকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করার ব্যাপারে মন্ত্রীদের এত উৎসাহ? সরকার কেন আর কয়েকটা দিন অপেক্ষা করতে পারলেন না? যতদিন না আপিল ফয়সালা হচ্ছে ততদিন মাইনে দেবার প্রশ্ন ওঠে না। এই নীতি না মেনে বর্তমান এক্জিকিউটিভ অফিসারকে দিয়ে মাইনেটা দেবার ব্যবস্থা কেন হল? এই ব্যবস্থার ফলে দুটী অফিসারের মাইনে কর্পোরেশনকে একই কাজের জন্য এক সঙ্গে বহন করতে হচ্ছে—সরকারের আদেশ মত কমিশনার মাইনে পাচ্ছেন এবং

The present Chief Executive Officer is also paid.

আপনি কি মনে করেন যে, কর্পোরেশনের প্রচুর টাকা আছে? যে কর্পোরেশন রেট্‌পেয়ারদের একটা জলের কল করে দিতে পারে না, রাস্তার ঠিক মত আলো পর্যন্ত দিতে পারে না, বস্তীর লোকদের একটুখানি সুখসুবিধা দিতে পারে না, সেখানে সে বড় বড় অফিসার পোষবার জন্য মোটা টাকা কি করে খরচ করতে পারে? এসব কথা কিছু না ভেবে যে অপকার্যটা মন্ত্রীরা করে বসেছেন সেইটেকে সমর্থন করিয়ে নেবার জন্য আমাদের কাছে এই বিল নিয়ে আসা হয়েছে। অর্থাৎ যে অত্যন্ত বেআইনী কাজটা সরকার করে বসেছেন সেটা আইনসঙ্গত রেগুলারাইজ করবার জন্য এই বিলটা এখানে নিয়ে এসেছেন। আমরা তাই এই বিলকে সমর্থন করতে পারি না। সুতরাং আমার সংশোধনী প্রস্তাব হচ্ছে এই বিলকে ৩১এ ডিসেম্বর পর্যন্ত জনমত সংগ্রহের জন্য পাঠানো হোক। যদি দেখা যায় জনমত এই বিলকে গ্রহণ করেছে—আমরা তখন একে মানব কি না বিচার করব। তার আগে একে আমলেই নিতে রাজী নই।

Sj. Sunil Das:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আরম্ভেই আমি বলছি—এই বিলটা আর যার স্বার্থে আনা হয়ে থাক না কেন, কলিকাতার নাগরিকদের স্বার্থে কিংবা কলিকাতা কর্পোরেশনের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য এই বিলটা আনা হয় নি। সেই জন্য কার স্বার্থ রক্ষা করবার জন্য এই বিল আনা হয়েছে তা এই বিলের ড্রাফটিংএর ক্লজের ভিতর নিহিত রয়েছে এবং সেকথা পূর্ববর্তী বক্তারা বলেছেন। এখানে বলা হচ্ছে, সেকশন ২২তে—

"For any reason the commissioner is unable to act or circumstances exist which render it difficult for him to act."

আমি মনে করি দণ্ডকারণ্যে যাঁরা ক্যাম্প থেকে যেতে চান তাঁরা যাবেন, আর যাঁরা আংশিকভাবে পুনর্বাসন পেয়েছেন তারাও যাবেন। তাঁদের নেবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার রাজী হয়েছেন. প্রথমে ক্যাম্পের লোকদেরই প্রাইয়রিটি দেওয়া হবে। এই যে দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা এটা কেন্দ্রীয় সরকার করবেনই আমরা চাই বা না চাই। আমাদের এই সুযোগ নেওয়া উচিত। এবং এই সুযোগ নিলে পরে সমগ্র পশ্চিম বাংলার কল্যাণ হবে, এবং যেসমস্ত উদ্বাস্তু ভাইয়েরা যাবে তাদেরও কল্যাণ হবে।

[6-55—7-5 p.m.]

Sj. Jyoti Basu:

৭ই জুলাই যে রেজোলিউশন আনা হয়েছিল সে কথা কিছুই বলছেন না। তার কি হল?

Sj. Siddhartha Shankar Roy:

আমি একটা সিরিয়াস কথা বলেছিলাম, বাংলাদেশের মন্ত্রী হয়ে মন্ত্রীসভার তরফ থেকে একটা আশ্বাস দিয়েছিলাম, সে আশ্বাস কেন রাখা হয় নি, তার উত্তর পাই নি।

Mr. Speaker: I cannot compel him to answer. The resolution was read. Whatever it was attention of the Ministry has been drawn to that. If they do not answer what can be done?

Amendments to the Amendments to the Bengal Motor Vehicles Rules, 1940

Rule 55A

Sj. Subodh Banerjee: Sir, I beg to move that in line 1 of the proposed rule 55A, published under notification No. 4902W.T., dated the 7th August, 1958—

(i) after the word "carriages" the words "or public carriers" be inserted; and

(ii) after the words "on any route or" the words "for any" be inserted.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I accept it.

The motion was then put and agreed to.

Rule 91A

Sj. Subodh Banerjee: Sir, I beg to move that in the proposed rule 91A, published under notification No. 3639W.T., dated the 17th June, 1958—

(i) in line 4, the word "unmanned" be omitted; and

(ii) in line 8, after the words "way is clear" the words "and no train is approaching" be inserted.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I accept it.

The motion was then put and agreed to.

Special Motion on Estate Duty

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: Sir, I beg to move that:

Whereas by resolutions passed by the Legislative Assembly and Legislative Council for the State of Bihar on the 12th March, 1954, and the 15th March, 1954, respectively, in pursuance of Article 252 of the Constitution, the Estate Duty Act, 1953 (34 of 1953) passed by Parliament was adopted in the State of Bihar in so far as it relates to estate duty in respect of agricultural land;

মিঃ স্পীকার, স্যার! বিলের এইটাই উদ্দেশ্য: কমিশনারের পরিবর্তে চীফ এক্জিকিউটিভ অফিসারের নিয়োগ করবার কথা বলা হয়েছে, ইতিপূর্বে কি পশ্চিমবঙ্গ সরকার জানতেন না যে কমিশনার কাজ করছেন না?

The Commissioner is unable to act or circumstances exist which render it difficult for the Commissioner to act.

তার অর্থ কি? কমিশনার যদি স্বেচ্ছায় কাজ না করেন বা সেই সারকামস্ট্যানসেস কি গত ১৮ই মার্চ তারিখে যেদিন কলিকাতা কর্পোরেশনের স্পেশ্যাল সভায় কমিশনারের বিরুদ্ধে ভোটাধিক্যে প্রস্তাব গ্রহণ করা হল—কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্টের ১১(৩) ধারা অনুসারে—সেদিন কি এই পরিস্থিতির উদ্ভব হয় নি? যদি কর্পোরেশনের স্বার্থরক্ষার কথা পশ্চিমবঙ্গ-সরকার বোধ করতেন, তা হলে ১৮ই মার্চের পরেই চীফ এক্জিকিউটিভ অফিসার বা অন্য এক জন অফিসার নিয়োগের ব্যবস্থা করবেন। যে কথা পূর্ববর্তী বক্তারা বলেছেন যে বেআইনী কাজকে আইন-সঙ্গত করবার জন্য এই বিলের মাধ্যমে চেষ্টা হচ্ছে,—হাইকোর্টের যে সিদ্ধান্ত কমিশনারের অপদার্থতার কথা কর্পোরেশনে আলোচিত হয়েছে, সংবাদপত্রে আলোচিত হয়েছে। তথাপি তাঁর বিরুদ্ধে মন্ত্রী মহাশয় কোন এ্যাকশন নেন নি। সেই জন্য আপনার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্ব[illegible] জিজ্ঞাসা করি যে, তিনি কি জানতেন না যে এই কমিশনার যে বাড়িভাড়া কর্পোরেশন থেকে আদায় করেছেন সেই বাড়ির এসেসমেণ্ট হিসাবে বেরিয়েছিল ৯০ টাকা; কিন্তু এ্যানুয়াল ভ্যালুয়েশনের হিসাবে তিনি ২৫০ টাকা করে বাড়িভাড়া আদায় করেছেন। যেদিন এই সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল কর্পোরেশনে এবং কলিকাতার সংবাদপত্রসমূহে সেইদিন থেকেই কেন এই কমিশনারকে সরিয়ে দেবার প্রয়োজনীয়তা তিনি বোধ করেন নি? তাই আমি বলছি মিঃ স্পীকার, স্যার! এই বিলটাকে সার্কুলেশনে দেওয়া হউক। এই বিলটা একটি অপদার্থ লোকের স্বার্থরক্ষা করবার জন্য এখানে উপস্থাপিত করা হয়েছে—কলিকাতার নাগরিকদের ও কর্পোরেশনের স্বার্থরক্ষার জন্য নয়। তারই চূড়ান্ত প্রমাণ এই যে লোক্যাল সেল্ফ-গভর্নমেন্ট বিভাগ সেদিন চীফ এক্জিকিউটিভ অফিসারকে তার অর্থাৎ কমিশনারের মাহিনা দেবার অর্ডার দিলেন—হাইকোর্টের ইন্টারপ্রেটেশন পাওয়ার আগেই।

তাই আমার প্রস্তাব হচ্ছে যে এই বিলটা জনমত গ্রহণের জন্য দেওয়া হউক।

[4-30—4-40 p.m.]

Mr. Speaker: I entirely agree that the judgment of Mr. Justice P. B. Mukherjee goes wholesale against Mr. Sen. He preferred an appeal. The judgment is before the court of appeal stay order or no stay order. The Appellate Court may accept Mr. Justice Mukherjee's findings or it may reject them. This is a matter in which there is a judgment different from the judgment of Mr. Justice P. B. Mukherjee. It will go to the Supreme Court, if leave is granted. Government must decide and think for themselves whether they are going to adopt any measure which may have the effect of validating any interim act. This is a matter for the Government. So far as the present Bill is concerned it is purely a prospective piece of legislation nothing whatever to do with the retrospective aspect of the case. Whatever has happened in the past has got no bearing. What will happen in future has a direct bearing.

Sj. Dhirendra Nath Dhar:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মাননীয় জালান সাহেব বললেন যে নেহাৎ প্রয়োজনে এই এমেন্ডমেন্ট তিনি হাউসের সামনে উপস্থিত করছেন। কিন্তু আমি জানি এটা প্রয়োজন নয়, বরং তাঁর স্বীকার করা উচিত ছিল যে, আইনের যে ত্রুটি আছে সেটার সংশোধন করা উচিত। সেই হিসাবে আমি বলব যে এই বিল ঠিক করা উচিত ছিল। কারণ ২২ সেকশনের সঙ্গে যে ২২-এ সেকশন যুক্ত করছেন সেটাও আমরা যদি অনুধাবন করি তাহলে দেখব যে সেখানেও ত্রুটি হয়ে গেছে।

অর্থাৎ কোন কারণে যদি কমিশনার কাজ করতে না পারেন তাহলে যে কি হবে তার কোন ব্যবস্থা ছিল না। সেজন্য সেটা সংশোধন করাই যে আইনের মূল উদ্দেশ্য সেটাই তিনি [illegible]। কিন্তু তিনি বলবার সময় বলেছেন যে এটা টেম্পোরারী নেসেসিটি। এটা টেম্পোরারী নেসেসিটি নয়। এটা পার্মানেন্ট বন্দোবস্ত বলে এই সেকশনে যুক্ত করা প্রয়োজন। কিন্তু যে নীতির উপর ভিত্তি করে ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্ট ১৯৫২ সালে রচিত হয়েছিল সেই নীতি অনুধাবন করলে আমরা দেখতে পাব যে, ১৯২৩ সালের আইনে স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ক্যালকাটার রেটপেয়ারদের যে অধিকার দিয়েছিলেন সেই অধিকার ক্রমশঃ কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ ১৯৫২ সালের যে আইন রচনা করা হয়েছিল তাতে কোন পৌরসভা পরিচালিত হতে পারে না। প্রতিদিন এই পৌরসভার কাজে নানান রকম ধরনের বিরোধ সৃষ্টি হচ্ছে। আবার যে ক্ষমতা সৃষ্টি করা হয়েছে—কমিশনারের মারফৎ তাতে কমিশনারও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে বিরোধ নিত্য লেগেই আছে। এর সঙ্গে এডমিনিস্ট্রেটিভ ডিফিকাল্টিজ, অর্থাৎ একটা প্রতিষ্ঠান চালাতে হলে যে নিয়ম থাকা দরকার তাও নেই। এর ফলে প্রত্যেক দিন আমরা দেখব যে কর্পোরেশন এবং এল এস জি ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে ক্রমাগত চিঠিপত্র আদানপ্রদান হচ্ছে এবং যার জন্য মন্ত্রী মহাশয় ও মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় প্রত্যেক মাসে কর্পোরেশনের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একটা মাসিক কনফারেন্স করবার প্রয়োজন অনুভব করেছেন এবং প্রত্যেক মাসে কনফারেন্স হচ্ছে। এই থেকেই বোঝা যায় যে এ্যাক্টের মধ্যে বহু রকমের ডিফেক্ট রয়েছে; হাইকোর্টের জজ এবং চীফ জজ এই আইন সম্বন্ধে নানা রকম সমালোচনাও করেছেন। পি বি মুখার্জির যে জাজমেন্ট আছে তার মধ্যেই দেখা যায় যে এই সৃষ্টি করার পর থেকেই নানা রকমের লিটিগেশন এবং কেস কোর্টে সৃষ্টি হচ্ছে। অর্থাৎ এর মধ্যে এমন সব আছে যার ফলে যার যেমন খুশি এর অর্থ ধরে নিতে পারেন। কাজেই এই আইনের মূল উদ্দেশ্য স্বায়ত্তশাসন অধিকার কেড়ে নেওয়া। এই বিলের মধ্যে তাই দেখছি যে এই সমস্ত ত্রুটি রয়েছে। কর্পোরেশন পরিচালিত হচ্ছে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের [illegible] দ্বারা এবং তাঁদের উপর দৈনন্দিন কাজের সমস্ত দায়িত্ব রয়েছে। এই আইনের যে রকমভাবে অর্থ করুন না কেন দায়িত্ব তাঁদের উপরেই রয়েছে। সেখানে আমরা দেখতে পাই যে হাইকোর্টের জাজমেন্টের পরে কর্পোরেশনের যিনি চীফ এক্জিকিউটিভ অফিসার অর্থাৎ প্রধান যিনি অফিসার, তাঁর ৭।৮ দিন কোন অস্তিত্বই নেই। তাঁর এই অস্তিত্ব না থাকার ফলে কর্পোরেশনের কাজকর্ম প্রায় বন্ধ। সুতরাং দেখুন যে এমনই আইন রচনা করা হল যে কর্পোরেশনের কাজ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কাজেই এই যে এমেন্ডমেন্ট আনা হয়েছে এই এমেন্ড-মেন্টের মধ্যে মন্ত্রী মহাশয় কি জিনিস আনছেন? যদি সাময়িকভাবে কোন ধরনের অব্যবস্থা হয় অর্থাৎ কমিশনার যদি কাজ করতে না পারেন তাহলে সরকারকে সে সম্পর্কে ব্যবস্থা করতে হবে—পৌরসভার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের এমন কোন অধিকার নেই যে অধিকারের বলে তাঁরা সাময়িকভাবে একজন অফিসারকে সেই পদে রাখতে পারেন। মন্ত্রী মহাশয় আইন করে ঘোষণা করে দিচ্ছেন যে, পৌরসভার সেই অধিকার থাকবে না। এখানে আছে ইফ দি স্টেট গভর্নমেন্ট ইজ অফ দি অপিনিয়ন—তারা যদি মনে করেন যে কমিশনার কাজ করতে পারছেন না তাহলে সেখানে একজন চীফ এক্জিকিউটিভ অফিসার এনে বসাতে পারেন। আইনের মধ্যে নানা ধরনের স্ববিরোধিতা আছে এবং এই এমেন্ডমেন্টের মধ্যেও সেই ধরনের স্ববিরোধিতা রয়ে যাচ্ছে—বলা হচ্ছে যে কমিশনার ওরফে চীফ এক্জিকিউটিভ অফিসার তিনি সমস্ত ব্যাপারে কমিশনারের কাজ করবেন, এবং সমস্ত অধিকার তাঁকে দেওয়া হবে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলা হচ্ছে যে, তাঁর বেতন এবং অন্য একজন কমিশনার এই দুটো সরকার ঠিক করে দেবেন অর্থাৎ অন্য একজন কমিশনার থাকবেন। তিনি সেখানে রয়েছেন কমিশনার হিসাবে এবং তাঁর সমস্ত কাজ করবেন আর একজন চীফ এক্জিকিউটিভ অফিসার। এই ধরনের আইনের দ্বারা আমার মনে হয় কেউ একটা পরিষ্কার ধারনা করতে পারবেন না বরং এর দ্বারা সকলের মনে একটা সন্দেহের সৃষ্টি করবেন। কাজেই এই আইনের দ্বারা কর্পোরেশনের ন্যূনতম যে অধিকার আছে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান হিসাবে সেই অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করা হচ্ছে এবং এর দ্বারা একটা কনফিউশনের সৃষ্টি করা হচ্ছে। কাজেই এদিক থেকে আমি মনে করি, যে সমস্ত এমেন্ডমেন্ট আমরা উপস্থিত করেছি সেই সমস্ত এমেন্ডমেন্ট যদি মন্ত্রী মহাশয় গ্রহণ করেন তাহলে পর পৌরসভা স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করতে পারবে।

Sj. Sisir Kumar Das: Mr. Speaker, Sir, this Bill, as has been pointed already, has been brought before the House for one purpose, viz. to legalise the payment of salary to the outgoing Commissioner or the Commissioner who is really not functioning as Commissioner, Mr. B. K. Sen. Under the section you will find that the person who is going to be appointed as the Chief Executive Officer, will be deemed to be the Commissioner and if he is deemed to be the Commissioner, then he will obtain the salary of the Commissioner. How can another Commissioner be paid out of the funds of the Corporation?

Mr. Speaker: Mr. Das, perhaps you have raised a very important point but has it anything to do with the present Bill?

[4-40—4-50 p.m.]

Sj. Sisir Kumar Das: Yes, Sir, it has. It says that "there shall be paid out of the Municipal Fund to the person appointed under sub-section (1) such quarters and allowances as the State Government may determine."

Therefore an appointment of the Chief Executive Officer is adumbrated. Now, the whole point is, if I have not misunderstood, because there has been a judgment by the Calcutta High Court and because the matter is pending before the Calcutta High Court, the Legislature is powerless to have seizin in the matter. I do not think that is the correct position in law. Whenever any particular section or any Act is before the Court the Legislature is unfettered in its power to change that section. For instance, when a case was going on in the Calcutta High Court regarding the Estates Acquisition Act, Parliament amended the Constitution in order to attract in its provisions certain matters which were not covered by the Estates Acquisition Act. Therefore it is not a question whether a particular matter is pending before the High Court that this Legislature is fettered in any way.

Mr. Speaker: Mr Das, you missed my point. What I said was that anything which Mr. Justice P. B. Mukherjee has said, that judgment is in the appeal court, but we are thinking of legislative measures, not the judgment of a single Judge. By sections 1 and 2 they are thinking of prospective legislation what power they want regarding appointment nothing to do with Mr. B. K. Sen.

Sj. Sisir Kumar Das: Therefore we should not be under the misapprehension that because Mr. B. K. Sen's appointment is being challenged in the High Court this Legislature has no power to enact any legislation regarding the amendment of the Calcutta Municipal Act. As a matter of fact, we find that the Government is trying to introduce section 22A in the Calcutta Municipal Amendment Act whereby powers are being conferred on the Government that when the Commissioner for any reason is unable to act or circumstances exist which render it difficult for him to act these provisions are being enacted in the new Municipal Amendment Act by the amendment and I point out that under the circumstances legislation has been made in a different manner altogether that if the Commissioner is unable to act then the Government may appoint somebody to act in place of the Commissioner, but it says nothing about what will happen to the person who is unable to act; it keeps absolutely silent. And as is well known, payment of salary to Mr. B. K. Sen has been sanctioned by the Government. I want to challenge under what authority Government could sanction it under what authority and why. What was the legal provision, what was the legal power of the Government to sanction such salary to Mr. B. K. Sen for the period for which he has not worked?

Mr. Speaker: That is not the subject matter of the Bill.

Sj. Sisir Kumar Das: But it raises an important public issue.

Mr. Speaker: The payment may be a wrong thing because it is public fund, nobody's private fund, but has it anything to do with this Bill?

Sj. Sisir Kumar Das: Yes, because the Government is seeking power by this Act to pay a second officer who may be deemed for all purposes to be the Commissioner of the Corporation of Calcutta. And, therefore, it is incumbent on the State to explain why did they at all sanction the payment of Mr. B. K. Sen's bill for the arrear demand for the last two months.

Secondly the motion for circulation should be accepted because the Government must take into account the feeling of the rate-payers. They are very much perturbed over this provision that Mr. B. K. Sen though he was not wanted by the elected members of the Calcutta Corporation by vote and even the Congress Mayor who was against him pointed out to them, yet Government, Dr. B. C. Roy's Government is backing Mr. B. K. Sen. I would like to point out that all persons of the smart type like Mr B. K. Sen are liked by this Government. I would like an explanation from the Hon'ble Minister why is this preference for smartness. Those people who are found to be corrupt in public life they are always liked by this Government. That is the fundamental policy of this Government to back such people. Therefore, I say that in view of the feelings of the people living in the Calcutta Municipality and in view of the opinion of the Councillors of the Calcutta Corporation this Bill must be circulated to elicit public opinion whether the Government should be allowed to make a further commitment to pay another Commissioner. Why this soft-corner for Mr. B. K. Sen? That must be explained before we can give sanction to this legislation.

With these words, Sir, I support the motion for Circulation of the Bill for eliciting public opinion.

Sj. Bankim Mukherji:

সভামুখ্য মহাশয়, আপনি কিছুমাত্র পূর্বে যে কথা বললেন তাতে বোঝা যাচ্ছে যে এই ব্যাপারটা শুধু হাইকোর্ট নয় সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত যাবে। অর্থাৎ তিন বছর তো বটেই, তার চেয়েও বেশি সময় চলতে থাকবে। এবং এই গভর্নমেন্ট যে কর্ম করেছেন তার জন্য তাঁরা এই আইনের সংশোধনের দ্বারা এই প্রস্তাব করছেন যে আমাদের কৃতকর্মের জন্য মিউনিসিপ্যাল ফান্ড থেকে টাকা দেওয়া হউক। আমার আপত্তি হচ্ছে এইখানে যে, যদি গভর্নমেন্ট এই করতেন যে তাঁদের কৃতকর্মের জন্য স্টেট গভর্নমেন্ট দেবেন তাতেও এই স্টেট লেজিসলেচারের আপত্তি থাকত তাহলে তার ভিতর খানিকটা যুক্তি পাওয়া যেত। যে দায়িত্ব তাঁরা নিচ্ছেন তা আর্থিক দিক থেকে পালন করছেন, কিন্তু আইনের দ্বারা কি হচ্ছে?—একটা অদ্ভুত প্রহসন হচ্ছে। একজন কমিশনার তিনি কিছু কাজ করবেন কি না করবেন সে যাই হউক মাসের পর মাস বছরের পর বছর বেশ মোটা মাহিনা পেয়ে মিউনিসিপ্যাল ফান্ড থেকে, এটা রদ করবার ব্যবস্থা দেন নাই।

Mr. Speaker: I would like you, Mr. Mukherjee, to consider one thing. Was the term of service of Mr. B. K. Sen renewed before? I think so But if it is a case of dismissal except according to law, Government will say "We cannot remove him until the final decision."

Sj. Dhirendra Nath Dhar:

হাইকোর্টের জাস্টিস মিঃ পি বি মুখার্জি যে রায় দিয়েছেন, যে দুটো ডিসিশন দিয়েছেন, সেগুলি আমাদের সামনে এলেপর এই জিনিসটা পরিষ্কার হবে বলে আমার মনে হয়। তবে আমি এটুকু বলতে পারি মিঃ বি কে সেনের সার্ভিসের রিনিউয়্যাল হয় নি এবং কোর্ট সেটা এ্যাক্সেপ্ট করেছেন।

[4-50—5-20 p.m.]

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি যতদূর জানি বা বুঝি কোন কমিশনারের এপয়েন্টমেন্ট সম্বন্ধে ফাইন্যাল অথরিটি হচ্ছেন স্টেট গভর্নমেন্ট। এবং বর্তমানে যা মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্ট আছে, তাতে তাঁরা হয়ত পাঠালেন রেকমেন্ড করে, যদি কর্পোরেশন সেই রেকমেন্ডেসনগুলি গ্রহণ না করলেন, ফেরত পাঠালেন। তারপর গভর্নমেন্ট ইচ্ছা করলে পরে কর্পোরেশনের সেই রেকমেন্ডেশনকে অগ্রাহ্য করে, এপয়েন্ট করতে পারেন। এবং আমার যত দূর ধারনা এই ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত গভর্নমেন্ট এপয়েন্টমেন্ট করেছেন, এবং সেটা নিয়ে কর্পোরেশনের আপত্তি ছিল।

Mr. Speaker: I will refresh your memory. Some people abstained from voting and His Lordship's construction was that those who abstained from voting would be treated as persons who have voted against the motion. That point is going to be decided upon by the appellate court.

Sj. Bankim Mukherji:

সেট হ'ল পরের ব্যাপার। তারপর কর্পোরেশনে যে অবস্থা হয়েছে তা নিয়ে নানা প্রকার ব্যাপার ঘটেছে আপনি জানেন; এমন কি মিটিং পর্যন্ত হতে পারে নি গণ্ডগোলের জন্য। আমরা এখানে যা দৃষ্টান্ত দিই তা দেখে, তাঁরা পরে নিশ্চয়ই সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে পারেন। যে কারণেই হোক এই ব্যাপারটা নিয়ে সমস্ত কলকাতায় দারুন আলোচনা চলেছে। সেই হিসাবে এ সম্বন্ধে কোন প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় কি না, সেটা আমাদের হয়ত চিন্তা করতে হবে। অর্থাৎ একটা পৌর প্রতিষ্ঠানকে বাধ্য করা দুজন হাইয়েস্ট গ্রেড অফিসারকে দু-বৎসর ধরে মাইনে দিয়ে যাবেন, এটা আমাদের কাছে অত্যন্ত পীড়াদায়ক মনে হচ্ছে; এবং মনে হচ্ছে যে খুব লঘুচিত্তে এই সংশোধনী প্রস্তাব আনা হয়েছে। আমরা জানি না এ সম্বন্ধে হাই-কোর্টের জাজমেণ্ট ও রুলিং কি। তবু আমাদের কথা হচ্ছে সেই সমস্ত ঘটনা জানবার পরে এই জিনিসটা এই সময় দেওয়া উচিত, যাতে করে আমরা বুঝতে পারি এবং পৌরসভার খানিকটা অর্থ আমরা যাতে অপব্যয় থেকে নিবৃত্ত করতে পারি, অথবা তার প্রতিকারের কোন পথ আছে কি না দেখাতে পারি। এটা চিন্তার বিষয়, কারণ এটা অত্যন্ত বিসদৃশ দেখাচ্ছে কলকাতার লোকের কাছে, সমস্ত ভারতবর্ষের কাছে যে কোন একজন কমিশনার আইনত বা বে-আইনত কাজ করেছেন বা করতে পারছেন না, এবং সেই কাজ করবার জন্য আর একজন বিশিষ্ট অফিসারকে নিয়োগ করতে গভর্নমেন্ট বাধ্য হয়েছে। তার কারণ তাঁরা যে আইন সৃষ্টি করেছিলেন এবং যে মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্ট করেছিলেন, সেই সময় আমাদের ঘোরতর আপত্তি ছিল। তারপর যখন সেই কমিশনারের নিয়োগ ব্যাপারেও আমাদের ঘোরতর আপত্তি ছিল। আমাদের অভিমত ছিল এই ধরনের যে পৌরপ্রতিষ্ঠানের যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ অধ্যক্ষ হবেন, তাঁকে নিয়োগ করবার পূর্ণ ক্ষমতা ও অধিকার থাকা উচিত কাউন্সিলরদের। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি শুধু কলিকাতা কর্পোরেশন নয়, ইউনিয়ন বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতির ক্ষেত্রে আমাদের বর্তমান স্বায়ত্তশাসন সচিব যিনি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী হচ্ছে লোকের প্রতি অবিশ্বাস, জনমতকে অগ্রাহ্য করা। এই হচ্ছে তাঁর চিন্তার একটা ফান্ডামেন্টাল বেসিস, সকল ক্ষেত্রেই তার বিচার, ধারণার ফান্ডামেন্টাল বেসিস ওই যা বলেছি জনমতকে উপেক্ষা এবং বদ্ধমূল ধারণা যে বাংলা গভর্নমেন্ট কোন অপরাধ করতে বা ভুল করতে পারেন না, যার জন্যে বছরের মধ্যে তিন বার চার বার এমেন্ডমেন্ট নিয়ে আসতে হয়। এর পরে শুনতে পাব যে শ্রীভূপতি মজুমদার তাঁর ফর্ম ছাপতে পারেন নি বলে টাইম চাইছেন। যাই হোক এর মানে দাঁড়াচ্ছে যে কর্পোরেশন বা ইউনিয়ন বোর্ডে কেউ উপযুক্ত লোক নয়। তার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী এই বাংলা গভর্নমেন্ট। এই রকমভাবে আইন করা, কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্ট তৈরি করা তার ভিতর দিয়ে কমিশনার ওইভাবে নিয়োগ করা এবং তার ফলে পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে যে ডুয়েল পাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে। যদি একটা পাওয়ার থকত এই পরিস্থিতি তাহলে দাঁড়াত না। কর্পোরেশনকে ফাইনালি ঠিক করতে হ'ত এই কমিশনারকে রাখবেন কি রাখবেন না, কি অন্য কমিশনার নিযুক্ত করবেন। যদি তাঁদের হাতে সর্বশেষ ক্ষমতা থাকত তাহলে তাঁরা এবিষয়ে যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারতেন, কিন্তু দ্বৈত শাসন হওয়ার ফলে এই অবস্থা সৃষ্ট হয়েছে যে কর্পোরেশন যাকে চান না স্টেট গভর্নমেন্ট তাঁকে চান। আজ একই পৌর-প্রতিষ্ঠান থেকে দুইজন লোককে মাইনে দিতে হচ্ছে। আমাদের চিন্তা করে দেখা উচিত কোন

রকমে এই বিড়ম্বনা থেকে কলিকাতার জনসাধারণকে এবং নিজেদের বাঁচাতে পারি কি না এবং আর কিছু না হোক স্বায়ত্তশাসন সচিব এটুকু যেন ঠিক করে নেন এই শ্রী বি কে সেনকে মাইনে দিচ্ছেন শেষ পর্যন্ত সুপ্রীম কোর্ট যদি রায় দেন এতদিন ধরে শ্রী সেনের সারভিস নেই তাহলে এই যে মাইনে দিচ্ছেন সেটা কিভাবে রিকভারী হবে? সেটা কলিকাতা কর্পোরেশনের ঘাড়ে না চাপিয়ে নিজেদের ভুলের খেসারৎটা যদি নিজেদের ঘাড়ে নেন, তাহলে অন্ততঃ একটা সুরাহা হত। এইজন্যে আমরা বলেছি, এই বিলটা জনমত নির্ধারণের জন্য সার্কুলেশনে দেওয়া হোক এবং সেইটে উচিত বলে আমরা মনে করি।

[At this stage House was adjourned till 5-20 p.m.]

[*After adjournment*]

[5-20—5-30 p.m.]

Sj. Hemanta Kumar Basu:

স্পীকার মহোদয়, একটা বিষয়ের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। প্রায় ৪-৫ শত হস্তচালিত তাঁত-শিল্পী তাদের অভিযোগ প্রধান মন্ত্রীর কাছে জানাবার জন্য এই এসেমব্লীতে এসেছে। তাদের যদিও ১৭-১৮ ঘণ্টা করে কাজ করতে হয় তবুও তারা আরো প্রোডাকশন বাড়াতে চায়। কিন্তু তাদের এক আনা করে মজুরী কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। লেবার কমিশনার বলেছে এবং মালিকদের হুকুম দিয়েছে যে মজুরী কমান চলবে না এবং এটা ট্রাইবুনালের ব্যাপার। কিন্তু তারা এই সমস্ত না মেনে ১লা জানুয়ারি থেকে তাদের কাশীপুরের কলগুলি বন্ধ করে দিচ্ছে। এই বিষয়ে তারা প্রধানমন্ত্রীর কাছে একটা মেমোরেন্ডাম দিতে এসেছে।

Mr. Speaker:

হেমন্তবাবুর কথা শুনে খুসী হলাম যে ১৭-১৮ ঘণ্টা করে আমাদের দেশের লোকে কাজ করতে পারে।

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Mr. Speaker, I have heard the observations made by some of the honourable members in this House with regard to this Bill. Many of the observations have no relevancy to the subject matter of the Bill. The Bill provides for certain situation which have arisen as a result of which the Commissioner is unable to act. Either we have to allow the Corporation to remain without a Commissioner or we have got to do something by which the administration of the Corporation should go on. If I accept the amendment of my honourable friends what will be result? The result will be that under the Court's order the Commissioner is unable to act and if this Ordinance is allowed to lapse the Chief Executive Officer also is unable to act. What will happen then? As a matter of fact, I know that when this Ordinance was passed it came as a great relief to the citizens of Calcutta. It was welcomed on all sides and it has solved a very difficult situation which had arisen and which could not be anticipated at all. What had happened in this case is the subject matter of litigation and it will not be proper for me to go into the merits or demerits of the case which is pending decision by the appellate Court The position at present is that under the law the term of the Commissioner could be by another term of five years. When the term of Mr. B. K. Sen expired the Corporation passed a resolution extending his term for five years and under the law they had to take the sanction of the Public Service Commission and the Government. The Public Service Commission approved of it and the Government also approved of it. The sanction was sent to the Corporation. The Commissioner acted as the Commissioner of the Corporation. It was in March 1958 that for the first time a resolution was passed by the Corporation removing the Commissioner. If he was not the Commissioner there could be no resolution removing the Commissioner. It was presumed by the Corporation that he was duly appointed Commissioner for five years and then the Corporation passed a resolution under the Act removing him. You can just understand as to what the attitude of the

Corporation was with regard to the Commissioner. The Commissioner was being paid his salary by the Corporation of Calcutta. Thereafter what happened was that one gentleman moved the court for a declaration that his appointment was ab initio void. Secondly, another declaration was sought for that the resolution which was passed by the Corporation was sufficient to remove him under the Act. You will find from the Act that in order to remove the Commissioner what is required is that there should be a resolution for the removal of the Commissioner in favour of which mind the expression in favour of which more than one half of total number of members of the Corporation vote. The ordinary meaning of this clause is that in order to remove the Commissioner what is required is not only a resolution by majority present in the meeting but the number voting in favour of the resolution for his removal must be more than one half of the total number of members. Now, my friends will remember that the Corporation could not pass the resolution for his removal by more than one half of the members of the Corporation. Consequently our advice was that under the law as it stands and as it is interpreted by our lawyers we could not remove him under the second part of the clause. Then the next question which has been argued in this House is that we may have removed him. Now, we took the legal opinion upon this matter and when a term has been extended of a man for five years, in order to cut short his term charges have to be framed. No person whose term is extended for five years can be dismissed without framing charges, giving him an opportunity for explaining the charges against him and then if the State Government thinks it necessary that his removal is necessary, then the State Government is entitled to remove him.

My friends will remember that the Corporation set up an Enquiry Committee and the Enquiry Committee had to go into facts and matters as a result of which those persons who constituted the Enquiry Committee were sentenced to a fine of Rs. 500 each for contempt of court because of the criminal litigation which was then pending and any enquiry must involve a question of facts into all those matters before any action can be taken. That necessitated much more delay than it might have been possible. In the meantime an application was made by one of the persons before the Court and the issue was as to whether his appointment was *ab initio* void or not. How can the Government presume that he is a duly appointed Commissioner while the issue is *sub judice* and if we cannot accept him as a Commissioner, how can the question of removal arise?

[5-30—5-40 p.m.]

Thereafter the original court came to a decision on both points against Mr. Sen. It came to a decision that his appointment was *ab initio* void, that he could be removed. The result was that Mr. B. K. Sen persuant to that could not act and the Commissioner's office was without any person who is in a position to act. No meeting could be held. No work could be done, and a very peculiar situation arose, as a result of which the Government was bound to take action. Now, the law as it stands does not give us the remedy of such a situation. You will find from Section 22 that if any vacancy occurs in the office of the Commissioner on account of death, resignation or removal, the State Government may appoint another person to officiate as Commissioner. Now the very issue is there whether he is Commissioner or not, and so long as it is not finally held by a court that he is not a Commissioner, no vacancy arises. Moreover, this power is given only if the vacancy occurs on account of death, resignation or removal. It is neither death, nor resignation, nor removal. And then you have to appoint only for two months. I cannot take shelter under section 22 and make an officiating arrangement, and even if I decide to

make an officiating arrangement, you can well understand that one officer cannot do the work of two officers in the Calcutta Corporation and specially the work of a Commissioner which involves so much of responsibility. Ultimately we had to take provision which would meet the situation as it was then. We took the best legal advice and pursuant to that advice we came to the conclusion that there was no way out of this save and except to pass this Ordinance and to appoint one person in charge of the Corporation and not allow the affairs of the city to drift for one minute longer. Then this Ordinance was promulgated which met with the situation and which did not involve a decision on the part of the Government as to whether a particular person is a Commissioner or whether he is not a Commissioner. Whatever he is if it is found that the situation has arisen in which it is impossible to act, the Government is entitled to appoint an officer. The name was given because we want to differentiate between the Commissioner and the Chief Executive Officer. That was not very material. My friends have got a grievance as to why a double salary is being paid and why did the Government permit the payment of a double salary in such a case. It is not a matter of any dispute whatsoever between my friends and myself that if possible we could have seen our way not to make payment to two persons. The difficulty is the Chief Executive Officer is to be appointed in order to carry on the administration of the Corporation and he is to be paid. The High Court held that pending a decision in this appeal the operation of the Original Side order is stayed, meaning thereby that the order of Mr. Justice P. B Mukherjee is not to be given effect to until a decision is arrived at by the appellate court. Now, so far as the Commissioner is concerned, he continues to be enjoying the same position as he did before the judgment of Mr Mukherjee. Then the question arises that in view of the order of the Court whether Mr. B. K. Sen was entitled to his salary or not, a reference was made by the Chief Executive Officer to the Government as to what the situation was. We took the best legal advice, and we were advised that in as much as the operation of the order of Mr. Justice P. B. Mukherjee is stayed, he continues to have the same satus quo which he has enjoying before this order was made. (Cries of 'No' 'No' from the Opposition Benches) Without understanding anything, please do not say 'No' 'No'. That was our legal advice. There were no malafides on our part. My friends always behave in a fashion as if any stick is good enough to beat the Government with. We have no partiality for B. K. Sen or anybody else But we cannot take law into our own hands. If the court decides later on against Mr. Sen, we are quite willing to abide by it. If the Corporation has decided to take the opinion of the High Court or take the opinion of the Advocate-General, I do desire that that opinion should be taken immediately and without delay. Government will abide by the court's direction certainly we have no objection to carry out the directions of the High Court, but so long as that stage is not reached, so far as Government is concerned, it has to take the advice of its own lawyers and to act accordingly. Therefore, there was nothing wrong on the part of the Chief Executive Officer to refer this matter to the Government nor was there anything wrong for the Government to take legal opinion in the matter and to ascertain what the legal position was. Whatever may be the law the Corporation is to pay or not to pay and to meet the consequences, there can be no question of direction by the Government. If a person has acted wrongly, the remedy is open to those persons who are there. But if they have decided to take the opinion of the High Court, I would have expected them to make an application by this time, but they have not made any application as yet. Therefore, so far as Government is concerned, it has got a clean slate over the issue. Government was not a party to the dispute, but having agreed to the term of a Commissioner being extended to five years to which the

Government was a party—Government could not act malafide and say you are dismissed'. After all, there is sanctity of contract and the contract is that the term has been fixed for five years. If the Corporation wanted to remove him, it was for the Corporation to pass a resolution by the necessary majority, but the Corporation did not do it. How could the Corporation then expect that what it could not do itself, the Government would do it indirectly for it? That is not what the law says, otherwise the law would have provided that any person against whom a vote of no-confidence has been passed by a majority of the people present would cease to be a Commissioner. But that is not the spirit of the law. The law says that he can only be removed when the provisions of the law have been complied with and if the Corporation was not in a position to comply with the provisions of the law, it did not behave the Corporation to say that the Government must step in and do something which is palpably wrong.

Sj. Sisir Kumar Das: Sir, is he interpreting the action of the High Court?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: I am not interpreting the action of the High Court, but I am interpreting my action, I am interpreting Government's action.

Sj. Sisir Kumar Das: Sir, it is not a question of legality or illegality under the present Act. The whole question is, when the Government is framing a legislation, whether Government took legal advice as to whether the proposed legislation can be framed in such a way as not to make the Corporation liable to pay the salaries twice? That is the whole point. We are accusing the Government because before bringing in a legislation whereby the salary that is being paid to B. K. Sen could be continued to be paid to him.......

Mr. Speaker: I have made endeavours in this House to tell you that that point has already been made and Government has made a note of that point. But if the Government does not propose, for reasons best known to it, to validate the acts of Mr. B. K. Sen, it must be left to the Government to decide on the matter.

Sj. Sisir Kumar Das: Sir, Mr. Jalan was laying emphasis on the fact that legal advice was sought.

[5-40—5-50 p.m.]

Mr. Speaker: Mr. Das, it is not a point of order. You cannot raise this question on a point of order.

Sj. Sisir Kumar Das: On a point of clarification.

Mr. Speaker: I say it is not a point of order; I hold that it is not a point of order. You have therefore lost your right to speak. Yes, Mr. Jalan.

The Hon'ble Iswar Das Jalan: So far as the arguments of the Opposition are concerned, they are baseless: Without foundation: Proceeding out of nothing; and they are always blaming Government for everything in the world. I cannot help it. Let them have the satisfaction.

Sj. Dhirendra Nath Dhar: On a point of clarification.

আমি জানতে চাই—
what was the interim order of the Court?

Mr. Speaker: I cannot allow it. The debate is closed on this particular matter. I put the first amendment to vote.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that the Calcutta Municipal (Second Amendment) Bill, 1958, be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st January, 1959, was then put and a division taken with the following result:-

NOES—116.

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Monilal
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Bose, Dr. Maitreyee
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutta, Sjta. Sudharani
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sj. Gurupada
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Sudhir
Mazirud̄din Ahmed, Janab
Misra, Sj. Monoranjan
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pati, Sj. Mohini Mohan
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Poddar, Sj. Anandilall
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad

AYES—64.

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Badruddoja, Janab Syed
Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Jyoti
Bera, Sj. Sasabindu
Bhagat, Sj. Mangru
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Sisir Kumar
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Elias Razi, Janab
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Konar, Sj. Hare Krishna
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Majı, Sj. Gobinda Charan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Satkari
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Naskar, Sj. Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Roy, The Hon'ble Siddartha Sankar
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi

The Ayes being 64, and the Noes 116 the motion was lost.

The motion of Sj. Subodh Banerjee that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st December, 1958 was then put and lost.

The motion of the Hon'ble Iswar Das Jalan that the Calcutta Municipal (Second Amendment) Bill 1958, be taken into consideration, was then put and agreed to.

Clause 1

The question that clause 1 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 2

[5-50—6 p.m.]

Sj. Dhirendra Nath Dhar: Sir, I beg to move that in clause 2, in the proposed section 22A(1), lines 1 and 2, for the words "If the State Government be of the opinion that" the words "If Corporation of Calcutta at a meeting duly convened for the purpose by a majority of votes be of the opinion that" be substituted.

I beg to move that in clause 2, in the proposed section 22A(1), lines 4 to 6, the words beginning with "or (b) circumstances exist" and ending with "difficult for him to act," be omitted.

I beg to move that in clause 2, in the proposed section 22A(1)(b), line 3, for the words "the State Government may" the words "the Corporation shall at such meeting" be substituted.

I beg to move that in clause 2, in the proposed section 22A(1)(b), lines 5 and 6, the words "by order notified in the Official Gazette" be omitted.

I beg to move that in clause 2, in the proposed section 22A(1)(b), lines 6 and 7, for the words "a person to be designated as the Chief Executive Officer", the words "appoint any officer already appointed under section 76(1) and approved by the State Government under section 76(4)(a)" be substituted.

I beg to move that in clause 2, in the proposed section 22A(1)(b), line 10, for the words "specified in the order" the word "necessary" be substituted.

I beg to move that in clause 2, in the proposed section 22A(2), lines 3 and 4, for the words "salaries and allowances as the State Government may determine" the words "salaries and allowances as the Corporation of Calcutta shall determine" be substituted.

I beg to move that in clause 2, in the proposed section 22A(3), lines 5 and 6, after the words "under the provisions of this Act" the words "and shall not be paid any salary and allowance during such period out of the Municipal Fund" be inserted. entbr

I beg to move that in clause 2, in the proposed section 22A(3), lines 6, after the words "of this Act" the words "and shall not draw any salaries and allowances from the Municipal Fund" be inserted.

মিঃ স্পীকার মহাশয়, ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্ট সম্বন্ধে আমি পূর্বেও একাধিকবার বলবার চেষ্টা করেছিলাম। মন্ত্রী মহাশয় যেভাবেতে এই বিলটা করবার চেষ্টা করছেন, যে ভাষায় এই বিলটাকে আইনে পরিণত করবার চেষ্টা করছেন সেই ভাষায় ব্যক্ত করলে পর আমরা নিশ্চয়ই এই বিলটা সমর্থন করতে পারব না। ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল সেকেন্ড এমেন্ডমেন্ট এ্যাক্ট এখন জরুরী বলে আনা হচ্ছে। আমি পূর্বে যে সমস্ত প্রশ্ন তুলেছিলাম মন্ত্রী মহাশয় সেইসব প্রশ্নের জবাব দেন নি। আমি প্রশ্ন তুলেছিলাম--মন্ত্রীসভা থেকে স্বীকার করা হোক তাঁদের ভুল হয়েছে এবং সেই ভুল সংশোধন করতে যাচ্ছেন এখন। আর সেই ভুলের সংশোধন না করলে, সেই ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি আনডু না করলে পৌরসভার কাজে সুবিধা হচ্ছে না। তারপর হাইকোর্টের একটা জাজমেন্টে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে কত ত্রুটি এই মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্টের মধ্যে আছে। একদিকে চেষ্টা চলছে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত করে শাসনব্যবস্থার পৌরসভার কার্যধারার সংস্কার করার, আর একদিকে যেমন তেমন করে তাড়াতাড়ি কতগুলি ব্যবস্থা এই মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্টের মধ্যে ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা হচ্ছে পৌরসভার অধিকার খর্ব করে। স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি দেশের উপকারের জন্য যেসব বিধিব্যবস্থা করবার চেষ্টা করেছিলেন তার সবকিছুই কি করে নষ্ট করা যায়, আনডু করা যায়, মুছে দেওয়া যায় তারই চেষ্টা হচ্ছে এর মাধ্যমে। আমি বলি না ভুল হতে পারে না, একটা বড় কাজ করতে গেলে ভুল হওয়া স্বাভাবিক। আমি আমার এমেন্ডমেন্টে সেই ভুল দেখিয়ে দেবারই প্রয়াস করেছি। আমার প্রথম এমেন্ডমেন্টের বক্তব্য হল, পৌরসভাকে অধিকার দেওয়া হয়েছে কার্য পরিচালনা করবার জন্য, পৌরসভার সেই অধিকার-সমূহ খর্ব করলে পর ক্ষতিকর হচ্ছে, কারণ মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন লোন করতে পারছে না তা নাহলে, এপয়েন্টমেন্ট করবারও ক্ষমতা থাকছে না, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যা এ্যাডভান্স করছেন তা নেওয়া যাচ্ছে না- মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশন খেয়ালখুসিমত প্রোসিডিওর করে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের মধ্যে আদানপ্রদানের ব্যাপারে কাজ করে যাচ্ছেন এবং এতে করে বৎসর তিনেক আগে থেকেই কর্পোরেশনের পক্ষে কোনরকম এপয়েন্টমেন্ট করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। এই মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্টে মিউনিসিপ্যালিটি, কর্পোরেশনের কার্যপরিচালনায় অনেক বাধা সৃষ্টি হচ্ছে। কলকাতা সহরের লোক বর্তমানে যা চাচ্ছে, যে অধিকার তারা দাবী করছে এই এমেন্ড-মেন্ট দ্বারা তাদের সেই অধিকারই খর্ব করা হচ্ছে, তাঁরা বলছে আমরা এরকম এমেন্ডমেন্ট চাই না। পৌরসভার একটা এমেন্ডমেন্ট হোক এটা আমাদেরও কাম্য, কিন্তু যে এমেন্ডমেন্ট দ্বারা জনসাধারণের মঙ্গল হবে, রেটপেয়ারদের মঙ্গল হবে সেই এমেন্ডমেন্টই আমরা চাই। কিন্তু এই এমেন্ডমেন্ট হচ্ছে তার ঠিক উল্টো। কর্পোরেশনে যে ঘটনা ঘটছে জালান সাহেব তার কোন উল্লেখ করেন নি, তিনি শুধু কোর্টের অজুহাত দেখিয়ে বল্লেন কোর্টের নির্দেশ পালনের জন্য এই এমেন্ডমেন্ট করতে হচ্ছে। কোর্টের যা ডিসিশন এবং ওঁদের যে বিভাগীয়

ভি ও জেটার তার একটা লাইন আমি এখানে তুলে দিচ্ছি—

Shri Sen is not to exercise functions until the disposal of the appeal.

কাজেই এখানে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে তৎকালীন মিঃ বি কে সেন কমিশনার হিসাবে কা করতে পারবেন না। এবং ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্টের ১১৭(১) ধারাতে রয়েছে ক্যালকা মিউনিসিপ্যাল ফাণ্ডের একটা পয়সাও খরচ করা যাবে না যদি না—এখানে একটা কন্ডিশন থাকে —সেই খরচ হয় গভর্নমেন্ট ক্যারিং আউট দি পারপাস অব দিস এ্যাক্ট—এ'দেরই লিখিত আইনে বলা হয়েছে যে এই আইনের কার্যকালে যে খরচ প্রয়োজন তাই শুধু খরচ করতে পারেন, অন কোন খরচ করতে পারবেন না। তার পর, দেখুন, মিঃ স্পীকার, স্যার, মিঃ জালানের ডিপার্টমেন্ থেকে বলা হচ্ছে, কোন লিগ্যাল ডিফিকাল্টি নাই, আইনমত কোন বাধা নাই। আমি আইনজ্ঞ নই কিন্তু একথা বলতে পারি যে, কোর্টের ডিসিশনের ঠিক উল্টোটাই মিঃ জালান এখানে করছেন কোর্ট বলেছে কমিশনার হিসাবে ক্ষমতা এক্সার্সাইজ করতে পারবেন না, কমিশনার হিসাবে কাজ করতে পারবেন না। তাহলে দাঁড়াল কি? কমিশনার যদি কাজই না করতে পারেন তবে কমিশনার হিসাবে তাঁর অস্তিত্বই নাই। অন্য কোন অস্তিত্ব আছে কি না আমি জানি না কমিশনারের অস্তিত্ব না থাকলে পর পৌরসভার কাজ চলতে পারে না। তার জন্য দরকার হয় একজন অফিসার যিনি পৌরসভার কাজ করতে পারবেন, অর্থাৎ এমন একজন অফিসার যিনি কমিশনারের কাজ করতে পারবেন এবং তাঁকে সাময়িকভাবে এপয়েন্টমেন্ট দেওয়া চাই পৌরসভার ৪ জন অফিসার যেমন

Health Officer, Chief Engineer, Commissioner and Deputy Commissioner

কমিশনার যদি কোন কারণে অসমর্থ হন কাজ করতে, তাহলে এ'দের দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া যেতে পারে এবং এটাই সাধারণভাবে হওয়া উচিত। কিন্তু এই আইনের মধ্যে কোথাও সেই কথা নাই, এ'দের কথা, এই অফিসারদের কথা এই আইনের মধ্যে বলেন নি। এতে আছে, যদি কমিশনার কাজ না করতে পারেন তাহলে একজন অফিসার সরকার থেকে এপয়েন্ট হবেন। এরদ্বারা অন্যায় করা হচ্ছে, কারণ যাঁদেরকে এর আগে গভর্নমেন্ট এ্যাপ্রুভ করেছেন, রেকগনাইজ করেছেন এ'দেরকে টেম্পোরারিলী এ্যাকটিং কমিশনার হিসাবে কাজ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। পৃথিবীর কোন জায়গায় এই জিনিস চলে না। যদি কোন অফিসার কোন কারণে কাজ না করতে পারেন বা ছুটি নেন, তাহলে তার ইমিডিয়েট সাবর্ডিনেট অফিসার যিনি আছেন তিনি সেই জায়গায় কাজ করবেন এটাই সর্বত্র প্রচলিত রীতি। কিন্তু এখানে তাঁদেরকে সম্পূর্ণভাবে বাতিল করা হচ্ছে। এটা হল প্রথম অন্যায়। দ্বিতীয় অন্যায় হচ্ছে, পৌরসভার প্রতিও অবিচার করা হচ্ছে, কারণ যে সমস্ত অফিসারকে পাবলিক সার্ভিস কমিশন সুপারিশ করেছেন ফর এপয়েন্টমেন্ট এবং সরকার এ্যাপ্রুভ করেছেন তাদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। তাহলে এই ধরনের আইনে কি সুবিধা হবে? যে আইনের মারফত এই অফিসারদের এপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছিল, যখন তাঁদের জীবনে উন্নতির সুযোগ এল, সেই কাজ পাবার সুযোগ এল, তখন তাঁদের সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত করে আইনকেও ক্ষুণ্ণ করা হল। এবং ঠিক এই জন্যই আমার এমেন্ডমেন্ট ছিল এপয়েন্টমেন্ট করবার এই অধিকারটা পৌরসভাকে দেওয়া উচিত। পৌরসভার মেজরিটি ভোটে এটা ঠিক হওয়া উচিত যে, কমিশনার যদি কাজ না করতে পারেন তাহলে সেক্ষেত্রে কে কাজ করবেন। এটা একটা ইমপর্টেন্ট এমেন্ডমেন্ট।

শেষ কথা হচ্ছে এমেন্ডমেন্ট ১৩ এটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ এমেন্ডমেন্ট। এই এমেন্ডমেন্ট যদি গ্রহণ না করা হয় এবং এখানে ইনকরপোরেট না করা হয়, তাহলে আমি মনে করি এই সমস্ত আইনটা আবার কোর্টের সামনে আসবে। এই এমেন্ডমেন্টের অর্থ হচ্ছে

and shall not be paid any salary and allowance during such period out of the municipal fund.

একথা আমি আগেও বলেছি যে, মিউনিসিপ্যাল ফান্ড থেকে তিনি এক পয়সাও খরচ করতে পারবেন না, কমিশনার বা অন্য যে-কোনও হিসাবে। এবং এটা অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেছি ক্লজ ৩-তে—কমিশনার যেসমস্ত কাজকর্ম করে দেন বা দিয়েছেন তার জন্য কোন স্যালারী পাবেন না 'নো স্যালারী সুড বি পেইড', এই এমেন্ডমেন্টটা গ্রহণ না করলেপর এই আইনটা আল্ট্রা ভাইরিস হবে।

[6—6-10 p.m.]

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that, in clause 2, in item (b) of the proposed section 22A(1), in line 7, for the words "Chief Executive Officer" the words "Acting Commissioner" be substituted.

I also beg to move that in clause 2, in sub-section (2) of the proposed section 22A, line 1, for the word "There" the words "Subject to the provisions of section 20, there" be substituted

I also beg to move that in clause 2, the following proviso be added to sub-section (3) of the proposed section 22A, namely:—

> "Provided that the Commissioner shall receive such salary and allowances as may be determined by the State Government for the said period."

Sir, in my first amendment I have sought to substitute the words "Acting Commissioner" for the words "Chief Executive Officer". My idea for this change is that the name 'Chief Executive Officer' once occurred in the repealed Act and that Chief Executive Officer was an officer who was totally under the powers and under the supervision of the Corporation. But under the Calcutta Municipal Act of 1951, although the Commissioner is an integral part of the Corporation, still he is not under the powers of the elected Councillors or Aldermen. His position is somewhat better than that of the Chief Executive Officer. Therefore, I would say that if you stick to that name, you give this Commissioner or the person who is appointed to act as Commissioner a status below his rank. So, I would say that instead of repeating the old name of Chief Executive Officer, you may name him as Acting Commissioner because he is being appointed to act as Commissioner and for all practical purpose he will be a Commissioner. Under section 2(b) he will exercise the powers and discharge the functions and duties of the Commissioner for such period as may be specified in the order and the person so appointed shall for all purposes be deemed to be a Commissioner. Therefore, if this person is appointed as and who is deemed to be a Commissioner, then his status should be different from that of the Chief Executive Officer. So, I have suggested that this person who is appointed as Commissioner should be called Acting Commissioner. He may get a salary which will be fixed by the Government or he may be allowed to have the salary which he has been drawing as a permanent incumbent of the Corporation.

Then I would speak about my amendment No. 11. This is a very important amendment. The provision in the Bill is this: "There shall be paid out of the Municipal Fund to the person appointed under sub-section (1) such salaries and allowances as the State Government may determine." In this clause there is no bar as to the quantum of the salary to be paid to the incumbent. If the State Government thinks that the person who is going to be appointed shall be given a salary of Rs. 10,000 per month, there is nothing in this section to prevent it from paying him such a salary. Therefore, I have proposed in my amendment that subject to the provisions of section 20, there shall be paid out of the Municipal Fund, etc., because section 20 of the Municipal Act gives a ceiling of the salary which can be fixed by the State Government. Section 20 provides that the Commissioner shall be paid out of the Municipal Fund such salary and allowances not exceeding Rs. 3,000 per mensem. So in this parent Act there is a permanent provision that the Government may appoint any person but his salary and allowance shall not exceed Rs. 3,000 but in this new clause you have not prescribed the maximum.

This clause has not been made subject to section 20. Therefore, if this clause is passed, the Government will have unfettered power to give any salary to this person because section 20 would not be a bar to it. I, therefore, say that section 20 be made a bar to this power; in that case a person who shall be appointed shall get salary subject to the maximum of Rs. 3,000. I suggest that this position may be considered and this amendment may be accepted.

My third amendment is No. 17. By it I have sought to insert a provision to sub-clause (3) of the proposed clause 2. The provision is, "Provided that the Commissioner shall receive such salary and allowances as may be determined by the State Government for the said period." Here we are to distinguish between two things. There is a permanent Commissioner who will be drawing the same salary at which he was appointed; that will be a permanent drainage of public money. If a new person is appointed he shall be paid out of the Corporation funds. Then, how much will be the salary which the defunct Commissioner will be getting. He ought to be satisfied with only some subsistence allowance; that shall not be the same salary as he was getting in doing wholetime work under the Corporation. To minimise expenditure you ought to distinguish between the two periods of the same Commissioner—the Commissioner acting with full responsibility and as a wholetime servant, and the Commissioner not acting as a wholetime servant but enjoying full leisure and at the same time drawing out of the Corporation funds. There should be a differentiation between the period during which he works and the period during which he does not work. During the period he shall not be working, Government shall take a fresh decision with regard to his salary and allowance. Under Section 19 of the Municipal Act there is enough power in the hands of the Government to remove this person. Section 19(3) provides that notwithstanding anything contained in sub-section (2), the State Government may at any time remove the Commissioner from office, and the State Government are entitled under the law to remove him from office without giving any reason. The Hon'ble Minister has said that he has sought for legal opinion. He says that a charge of misconduct has to be framed against him and if that is established only then can he be removed from office. I think if the State Government takes up this provision and removes him from office in the situation that has arisen, they would be within their power to do so. Let the Government exercise this power once and let the Commissioner exercise his legal rights, if he has any, and let him go to court, the legal opinion is not the final thing in every matter; it is the court's decision, having sanction behind it, which is final. The Government have, therefore, the responsibility for exercising this power which they can do without assigning any reason.

[6-10—6-20 p.m.]

Sj. Subodh Banerjee: Sir, I beg to move that in clause 2, sub-section (3) of the proposed section 22A, at the end, the words "and no salaries and allowances payable to the Commissioner shall be paid to him during such period" be inserted.

স্পীকার মহোদয়, আমার সংশোধনী প্রস্তাবটা অত্যন্ত ছোট। বিলের প্রথম দফা আলোচনার সময় আমি বলেছি যে, যেহেতু কমিশনারের নিয়োগ এবং নিয়োগের দিন থেকে আজ পর্যন্ত কার্যকাল আইনসম্মত হয়েছে কি না তা মীমাংসিত হয় নি বরং সমস্ত ব্যাপারটাই হাইকোর্টের সামনে বিচারাধীন রয়েছে সেইহেতু কমিশনারকে এখন মাইনে ও ভাতা দিলে, তার জন্য দায়ী হবে কে?

Mr. Speaker:

সুবোধবাবু, যেটা আমরা ডিসকাশন করছি সেটার সঙ্গে বি কে সেনের মাইনে দেবার কোন সম্পর্ক আছে কি?

Sj. Subodh Banerjee:

আছে, ক্লজ (২) দেখুন। আপনি বিলের ক্লজ (২) সাব-ক্লজ (২) দেখুন। আমি গোটা ক্লজটা নিয়েই আলোচনা করছি। ২নং ধারার দুই নম্বর উপধারায় রয়েছে—

There shall be paid out or the Municipal Fund to the person appointed under sub-section (1) such salaries and allowances"

এটা দেওয়াই রয়েছে। সুতরাং একেবারে খরচ করা হল চীফ এক্জিকিউটিভ অফিসারকে নিয়োগ করে। আর ৩নং উপধারায় বলা হচ্ছে—

—The commissioner appointed under this Act shall not act as such."

যদি তারা এপয়েন্টমেন্ট করে দেয় ফাংশন এ্যাক্ট করবে না।

অর্থাৎ—

certain functions of the Commissioner are being restricted by sub-clause (3)

যদি তার এপয়েন্টমেন্ট করে দেয়-

"certain functions are being restricted. What is salary? It is remuneration for certain duties done. It you restrict him from doing certain work it naturally follows that you cannot pay him, particularly when the whole dispute is before the High Court.

এইজন্য আমার বক্তব্য হচ্ছে যে, সমস্তটাই বিচারাধীনে রয়েছে এবং যতদিন থাকবে ততদিন তাকে মাইনে দেওয়া হবে না এই কথা বলে দেওয়া হোক। এটা করা হচ্ছে সাব-সেক্সন (৩)তে। তাকে এপয়েন্ট করা হচ্ছে কিন্তু তাকে কাজ করতে দেবেন না। অবশ্য মন্ত্রী মহাশয়ের যুক্তি হচ্ছে যে, তাকে মাইনে দিতে হবে, তা না হলে ব্রিচ অফ কনট্রাক্ট হবে। স্পীকার মহোদয়, আপনাকে আর আমি ল'জ অফ কনট্রাক্ট সম্বন্ধে বুঝাতে চাই না তবুও আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে ভয়েডএবল কনট্রাক্ট বলে একটা কথা আছে-

that contract is voidable. I am not saying it is void contract

সুতরাং আপনি যে আইনের উপর দাঁড়িয়ে আছেন তাতে কমিশনারকে যে বেতন দিতেই হবে এমন কথা নেই।

Mr. Speaker: You could have avoided by dismissing him in which case you would have to pay the salaries for the unexpired term.

Sj. Subodh Banerjee:

সুতরাং আমার বক্তব্য হচ্ছে যে, কাজটা যদি করতে না দেওয়া হয় তাহলে 'পে এ্যান্ড এলাউন্স' দেওয়ারও দরকার নাই, এবং দিলে কর্পোরেশন দুটো খরচের মধ্যে পড়ে যাবে—একবার বর্তমান চীফ এক্জিকিউটিভ অফিসারকে পে এ্যান্ড এলাউন্স আবার কমিশনারকেও পে এ্যান্ড এলাউন্স দিতে হবে। আমার মনে হয়, কর্পোরেশনের যা টাকা পয়সা তাতে—

It will be a burden on the rate payers.

[6-20—6-30 p.m.]

The Hon'ble Iswar Das Jalan: I am sorry I cannot accept the amendment. The position is very simple. Whether you want in the Bill the name as Commissioner or as Chief Executive Officer is immaterial; but we have decided to differentiate between the two offices and therefore we thought that the expression Chief Executive Officer will convey the meaning better.

The second set of proposals are to reduce the salary. It is not on account of the sweet-will of the Commissioner that he refrains from acting; rather, he is prevented by Court from acting. He is very much willing to act if he is allowed to act. Therefore that question does not arise. If the court gives him permission to act he is prepared to act but he is prevented from acting because of the order of the court.

So far as the Corporation is concerned, it has already been decided to obtain the opinion of the court and I do believe that it will obtain the opinion as quickly as possible and it will be then for us to consider as to what should be done next. The second course for the Corporation is to expedite the hearing of the appeal and it should make an application to the court for the expedition of the appeal.

So far as the other courses are concerned, we have considered all the other courses. We are also as anxious as my friends in the Opposition to save the Corporation from unnecessary payment, but we regret we cannot follow the course which is suggested by my friends opposite.

I oppose the amendments.

Mr. Speaker: I am putting all the amendments to vote.

The motion of Sj. Dhirendra Nath Dhar that in clause 2, in the proposed section 22A(1), lines 1 and 2, for the words "If the State Government be of the opinion that" the words "If the Corporation of Calcutta at a meeting duly convened for the purpose by a majority of votes be of the opinion that" be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Dhirendra Nath Dhar that in clause 2, in the proposed section 22A(1), lines 4 to 6, the words beginning with "or (b) circumstances exist" and ending with "difficult for him to act," be omitted, was then put and lost.

The motion of Sj. Dhirendra Nath Dhar that in clause 2, in the proposed section 22A(1)(b), lines 5 and 6, the words "by order notified in the Official Gazette" be omitted, was then put and lost.

The motion of Sj Dhirendra Nath Dhar that in clause 2, in the proposed section 22A(1)(b), lines 6 and 7, for the words "a person to be designated as the Chief Executive Officer", the words "appoint any officer already appointed under section 76(1) and approved by the State Government under section 76(4)(a)" be substituted was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 2, in item (b) of the proposed section 22A(1), in line 7, for the words "Chief Executive Officer" the words "Acting Commissioner" be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Dhirendra Nath Dhar that in clause 2, in the proposed section 22A(1)(b), line 3, for the words "the State Government may" the words "the Corporation shall at such meeting" be substituted was then put and lost.

The motion of Sj. Dhirendra Nath Dhar that in clause 2, in the proposed section 22A(1)(b), line 3, for the words "specified in the order" the word "necessary" be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 2, in sub-section (2) of the proposed section 22A, in line 1, for the word "There" the words "Subject to the provisions of section 20, there" be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Dhirendra Nath Dhar that in clause 2, in the proposed section 22A(2), lines 3 and 4, for the words "salaries and allowance as the State Government may determine" the words "salaries and allowances as the Corporation of Calcutta shall determine" be substituted, was then put and lost.

The Motion of Sj. Dhirendra Nath Dhar that in clause 2, in the proposed section 22A(3), in lines 5 and 6, after the words "under the provisions of this Act" the words "and shall not be paid any salary and allowance during such period out of the Municipal Fund" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Dhirendra Nath Dhar that in clause 2, in the proposed section 22A(3), line 6, after the words "of this Act" the words "and shall not draw any salaries and allowances from the Municipal Fund" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Subodh Banerjee that in clause 2, in sub-section (3) of the proposed section 22A, at the end, the words "and no salaries and allowances payable to the Commissioner shall be paid to him during such period" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 2, the following proviso to added to sub-section (3) of the proposed section 22A, namely:—

> "Provided that the Commissioner shall receive such salary and allowances as may be determined by the State Government for the said period."

The question that clause 2 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 3

The question that clause 3 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Preamble

The question that the preamble to stand part of the Bill was then put and agreed to.

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Sir, I beg to move that the Calcutta Municipal (Second Amendment) Bill, 1958, as settled in the Assembly, be passed.

Sj. Dhirendra Nath Dhar:
মিঃ স্পীকার, স্যার, একটা বিষয় পরিষ্কার না হলে পর আমার মনে হয় এই হাউসের পক্ষে কিছুটা অসুবিধা আছে। আমি এই বিষয়ে কতকটা জড়িত আছি বলে বুঝতে পারছি কিন্তু অন্যদের পক্ষে এটা পরিষ্কার হওয়া খুব দরকার। প্রথম কথা হচ্ছে, তৎকালীন যে কমিশনার ছিলেন—স্যার, আপনি বিরূপ হচ্ছেন?

Mr. Speaker:
আমার বিরক্ত হবার কি আছে?

Sj. Dhirendra Nath Dhar:
এপয়েন্টমেন্ট যেভাবে করা উচিত ছিল তা হয় নি, এপয়েন্টমেন্ট ইরেগুলার হয়েছে।

The Hon'ble Iswardas Jalan: It is the fault of the Corporation, not the fault of the Government.

Sj. Dhirendra Nath Dhar:
আইনে যে প্রোভিসিজের আছে সেখানে দেখলে দেখবেন একটা পদ্ধতি আছে যেটা আমাদের মেনে চলতে হবে।

> "The Corporation may with the approval of the State Government renew for once only the appointment of a Commissioner for a further term of five years on the recommendation of the State Public Service Commission",

আপনি যে পদ্ধতির কথা বলেছেন, সেই পদ্ধতি যে পালন করা হয় নি, এ কোর্টের কথা। কোর্ট এই কথা বলেছেন যে কর্পোরেশনের কমিশনারের এপয়েন্টমেন্ট রেগুলার হয় নি। আপনি যদি বলেন সমস্ত ঠিক করা হয়েছে, কর্পোরেশন এ্যাপ্রুভ কোরেছে, পাবলিক সার্ভিস কমিশন করেছে এবং গভর্নমেন্টও একসেপ্ট করেছেন, তাহলে তাকে বলব যে এটা সত্য ঘটনা নয়। আসলে যে পদ্ধতিতে ঐ বি কে সেনের এপয়েন্টমেন্ট রিনিউ করা উচিত ছিল তা করা হয় নি, এবং সেটা ইরেগুলার এই কথাই মনে করি। কর্পোরেশনের মেয়র পর্যন্ত বলেছেন যে, বি কে সেনের দ্বারা কর্পোরেশনের কাজের উন্নতি হচ্ছে না, বরং ক্ষতি হচ্ছে। কর্পোরেশনের মেয়র বলেছেন যে আমরা বি কে সেনের বিরুদ্ধে, এবং তাঁরা অনাস্থা প্রস্তাব যখন পাশ করেছেন, তখন সরকার তাঁকে সরাতে পারতেন। অন্য অনেক জায়গা ত ছিল, দুর্গাপুর ছিল, দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন ছিল, আরও অন্য অনেক জায়গা ছিল। সেখানে তাঁকে দিতে পারতেন। মিঃ জালানের বোধ হয় স্মরণ আছে যে, এইসব জায়গায় যখন মিঃ সেনকে পাঠানর চেষ্টা করেছিলেন তখন সেখানকার অথরিটিরা জানিয়েছিলেন যে, তাঁকে দরকার নেই, এই রকম ভাবে যখন অন্যত্র দেওয়া গেল না তখন কর্পোরেশনের ঘাড়ে তাঁকে চাপালেন এবং তাঁর পেনসনের ব্যবস্থা করতে চেষ্টা করছেন। এ রকম রাস্তা নেওয়া ঠিক হয় নি। তাই মনে হয়, এই যে এমেন্ডমেন্ট বিল এটা উইথড্র করে নিন। যাঁকে কেউ পছন্দ করছে না, তাঁকে যদি সরকার পছন্দ করেন ত সরকার রাখুন, কিন্তু কেউ কর্পোরেশনে তাঁকে পছন্দ করছে না।

এই সঙ্গে একটা কথা বলি। মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্টে অনেক গুরুতর বিষয় আছে—যেমন এসেসমেন্ট সম্বন্ধে। এজন্য তাঁর কাছে পাবলিকের অনেক ডেপুটেশন গিয়েছে। সেইগুলি এমেন্ড করুন; তাহলে লোক তাঁকে আশীর্বাদ করবে এবং তিনি লোকের ভাল করবেন। তা না কোরে যে লোকের দ্বারা কর্পোরেশনের ক্ষতি হচ্ছে—আর্থিক দিক থেকে, এবং অন্য নানা ভাবে কর্পোরেশন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, সেদিকে না গিয়ে এই আকারের বিল কেন আনলেন তা বুঝতে পারি না।

Sj. Bankim Mukherji:

স্যার! আমি একটা পয়েন্ট ক্ল্যারিফিকেশন চাই। এই যে ১৯(৩)তে আছে—

"Notwithstanding anything contained in sub-section (2) the State Government may at any time remove the Commissioner from office and shall do so,"

এই ধারা কি মরে গেছে? হাইকোর্টে যে কেসটা চলছে সেটা হচ্ছে যে দিন কেস দেওয়া হয়েছে সেইদিন পর্যন্ত এপয়েন্টমেন্ট ভ্যালিড কি না—এই সম্বন্ধে হাইকোর্ট কোন রকম ডিক্রী দেন নি স্টেট গভর্নমেন্টের উপর। ফিউচারে তাঁদের হাত পা বেঁধে দেওয়া হয় নি যে তারা এই কমিশনারকে রাখতে বাধ্য। সেকশন ১৯(৩)তে পরিষ্কার পাওয়ার রয়েছে যে কিভাবে কমিশনারের এপয়েন্টমেন্ট হবে এবং কিভাবে তা রিনিউ করা হবে। (৩)তে রয়েছে—

"Notwithstanding anything contained in sub-section (2) the State Government may at any time remove the Commissioner from office."

তাহলে আজকে স্টেট গভর্নমেন্টের কোথায় আটকাচ্ছে? কমিশনার কোন কাজ করতে পারছেন না, বা করছেন না; তাঁকে বসিয়ে বসিয়ে রাখার প্রয়োজন কি? তাঁকে ত রিমুভ করতে পারতেন। যদি স্ট্যাটিউটে পাওয়ার না থাকত, যদি কোর্টের ইনজাংশন থাকত যে তা করতে পারবে না, তাহলে আলাদা কথা কিন্তু কোর্টের কাছে যা গিয়েছে তা হ'ল যে এপয়েন্টমেন্টটা ভ্যালিড কি না, যেদিন কোর্টের কাছে গিয়েছে সেই দিন পর্যন্ত তাঁর এপয়েন্টমেন্ট ভ্যালিড কি না সে সম্বন্ধে কোর্ট ডিসিশন দেবেন। সে জিনিস সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত যেতে পারে। তার ফলে যদি গভর্নমেন্টকে ফিউচার এ্যাকশন সম্বন্ধে বাইন্ড করতেন যে যতক্ষণ পর্যন্ত এই কেস পেন্ডিং ততক্ষণ পর্যন্ত এই কমিশনারকে রিমুভ করতে পারবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত সেকশন ১৯(৩) ইন-অপারেটিভ থাকবে —তাহলে আলাদা কথা; এরকম কোন ডিসিশন কোর্টের নাই। এ অবস্থায় কেন এই স্টেট গভর্ন-মেন্ট তাঁদের যে পাওয়ার রয়েছে, সেই পাওয়ার অনুসারে এই কমিশনারকে রিমুভ করছেন না? অর্থাৎ স্বজন পোষকতা ও মায়ামমতা কেন মিঃ সেনের প্রতি? এই ব্যক্তি কি কোরে তাদের এত প্রীতিভাজন হোলেন যে তাঁকে 'যেন তেন প্রকারেণ' তাঁর মাহিনা দিতে চান? এই ব্যক্তির প্রতি

এত মমতার অর্থ কি? গভর্নমেন্ট এবং ক্যাবিনেট সম্বন্ধে জনসাধারণের কি ধারণা হবে? এত খ্যাতি যাঁর কাগজপত্রে বেরিয়েছে, তাঁর প্রতি কেন এই মমতা ক্যাবিনেটের? তাদের হাতে ক্ষমতা থাকলেও কেন তাঁকে বিমুক্ত করতে পারবেন না, এবং বসিয়ে বসিয়ে মাহিনা দেবেন, আর যে ব্যক্তির পাঁচ বছরের টার্ম তাঁকে পাঁচ বছর বসিয়ে মাহিনা দেবেন? হাইকোর্ট বা সুপ্রীম কোর্টের রায় না থাকলেও কেন করেন না তা বুঝতে পারি না। এতে বাংলার জনসাধারণ যাঁরা আপনাদের সমর্থকতা করে না সেই জনসাধারণ যে দাবী করে সে সম্বন্ধে বিবেচনা না কোরে কেন আপনারা পৌরসভার ঘাড়ে এই অফিসারের মাহিনা চাপাবেন—এই পয়েন্টটা বুঝিয়ে দিন।

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Sir, I have already explained as to why action cannot be taken under the first part of sub-section (2) of section 19. It is presumed that he is the Commissioner. Now, that is a matter of issue before the court. Government is not in a position to pre-judge a decision which may be made by the court on this issue. The person concerned cannot be removed unless and until it is proved that he is not the Commissioner. Whether he is or he is not the Commissioner is the subject-matter of the court and unless and until the court decides on this point, I cannot act.

Sj. Bankim Mukherjee: Why not under sub-section (3)?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: In one portion the wording is 'Government may' and in the other portion the wording is 'Government shall'.

Sj. Bankim Mukherjee: Why not under 'Government may'?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: I say how can I remove him unless and until I take it for granted that he is the Commissioner. This is not obvious thing. I cannot discuss a point of law with a person who is not a lawyer himself. This is a very technical matter. The moment I remove the man from the post of the Commissioner, Government accepts the position that he is the Commissioner although whether he is the Commissioner or not is a matter for the court to decide.

[6-30—6-40 p.m.]

Sj. Bankim Mukherjee: To whom are you then paying the salary?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: I am not doing anything of the sort. It is the Court which is doing it. The Court stops the operation of the Lower Court's order.

Sj. Sunil Das: On a point of order. The Hon'ble Minister says, he cannot decide whether he is the Commissioner; at the same time he directs the Chief Executive Officer to make the payment.

Mr. Speaker: There is no point of order in it.

Sj. Jyoti Basu:

স্যার, বঙ্কিমবাবুর কথাতে উনি বলেছেন যে লেজিসলেচারে ও'র মত ল'ইয়ার নেই। এটাকে পয়েন্ট অফ অর্ডার বা প্রিভিলেজ যা ইচ্ছা বলতে পারেন। যাই হোক ও'র মত ল'ইয়ার বললেন যে বি কে সেন কমিশনার কি না এখনও ঠিক নেই, কারণ এটা কোর্টে গেছে, এবং কোর্ট এটা বিচার করবে। সেজন্য উনি বলছেন যে কাকে ডিসমিস করব? অর্থাৎ কে কমিশনার সেটাই বিচার হয় নি। তাহলে কমিশনার যখন ঠিক হয় নি তখন মাইনেটা কাকে দিয়েছেন বা কাকে দেওয়াচ্ছেন? এবং কে কমিশনার বলে মাইনে নিচ্ছেন?

Mr. Speaker: The debate is finished.

The motion of the Hon'ble Iswar Das Jalan that the Calcutta Municipal (Second Amendment) Bill, 1958, as settled in the Assembly, be passed, was then put and agreed to.

The West Bengal Lifts and Escalators (Amendment) Bill, 1958.

The Honble Bhupati Majumdar: I beg to introduce the West Bengal Lifts and Escalators (Amendment) Bill, 1958.

[Secretary then read the title of the Bill.]

The Hon'ble Bhupati Majumdar: I beg to move that the West Bengal Lifts and Escalators (Amendment) Bill, 1958, be taken into consideration.

The object of the Bill has been clearly indicated in the Statement of Objects and Reasons appended to the Bill. Under Sections 7 and 8 of the West Bengal Lifts and Escalators Act, 1955, applications for licences for the working of existing lift were due to be filed within three months from the date of the commencement of the Act. As a large number of owners failed to camply with these provisions of the Act due to circumstances beyond their control the time-limit was extended to six months by the promulgation of the West Bengal Lifts and Escalators (Amendment) Ordinance, 1958, the provisions of which have been incorporated in the present amending Bill. It has been further reported to Government that in spite of the said extension of the time-limit a considerable number of lift-owners have failed to comply with the provisions of the Act, as they are finding it difficult to get hold of technical particulars required for the purpose. In order to obviate the chances of hardship to bonafide applicant and their failure to comply with the provisions of section 8 of the Act due to circumstances beyond their control as also to prevent dislocation of work and inconvenience to the public by stoppage of the operation of the lifts of such defaulters subsection (1A) has been added to section 8 of the Act and a proviso has also been added to sub-section (2) under which such applications shall be accompanied by a fee of double the normal amount.

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that the West Bengal Lifts and Escalators (Amendment) Bill, 1958, be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st January, 1959.

I will say only a few words. The statement of Objects and Reasons amply proves the way in which the particular Department works. This Act has got very limited application. Of course it has been admitted by the Department concerned that they have not been able to prepare prescribed forms and collect necessary technical details but I would say that this admission, though commendable, may be pardoned for the first time because if the Department goes on in this way there is chance of loss of public revenue which has been done in this particular case.

The only punishment for a defaulting owner which has been provided in this Act is payment of double fees. I think the punishment should be higher than what has been provided in this Bill. The Department concerned should not be so lazy and should be more active in future in the preperation of forms for the collection of details.

With these words, Sir, I say that this Bill or all Bills of this nature should be sent for a short circulation.

Sj. Bankim Mukherji:

স্যার, আমার প্রথম আপত্তি হচ্ছে এই যে, ফের এই যে সমস্ত বিল সার্কুলেট হয়েছে তাতে অরিজিন্যাল বিলে যে যে পোর্শন তিনি এমেন্ড করেছেন সে সম্বন্ধে কিছু মেম্বারদের না দেওয়াটা আমি মনে করি একটা গুরুতর রকমের ত্রুটি। আমাদের পক্ষ থেকে বারবার জানিয়েছি যে এতে অত্যন্ত অসুবিধা হয়। দ্বিতীয়তঃ এর পরে বিলের যে যে সেকসন্স তা এমেন্ড করছেন সেগুলোকে এর সঙ্গে দিয়ে রাখবেন। কারণ জালান সাহেব এইমাত্র বল্লেন যে

আমি ল'ইয়ার নই, অতএব আমার কোন ল' লাইব্রেরী নেই। সুতরাং যে সমস্ত এ্যাক্টস আছে তা রাখবার আমার কোন সম্ভাবনা নেই। এখানে লাইব্রেরীতে গিয়ে দেখবেন যে সেখানে মেম্বাররা বই নিয়ে টানাটানি করেন এই হচ্ছে অবস্থা। এর পর আর একটা বিল আসবে স্ট্যান্ডার্ড ও রেট প্রভৃতি—তাতে আমরা চাইবো যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যে আইনটা করেছেন, যে রুলস করেছেন তা না পেলে পর সেটা কন্সিডার করা যাবে না। সেটা বিল যখন আসবে তখন আমি বলবো। এই যে পদ্ধতি প্রথমতঃ এখানেই আমার আপত্তি। পরে আমি দেখব যে স্ট্যান্ডার্ড অফ ওয়েটস সম্বন্ধে আমরা বাস্তবিক আলোচনা করতে পারব না, ওটা না পেলে।

Mr. Speaker: Mr. Mukherjee I am entirely in agreement with you that most of the members do not possess a law library. I have asked my Secretary to see that members are applied with relevant portions of the Acts and Rules.

[6-40—6-50 p.m.]

Sj. Bankim Mukherji:

তারপর ধরুন স্ট্যান্ডার্ড মেজার্স এ্যান্ড ওয়েটস বলছি যেটা কালকে দরকার হবে। এ্যাক্টটা আমি পেয়েছি। সম্প্রতি ও'রা যেটা অর্ডার করেছেন যে অক্টোবর থেকে চালু হবে। এবং সেটাতে আছে রুল তৈরি করে ১ মাসের মধ্যে পার্লামেন্টে দেওয়া হবে—সেটা আমি পাই নি। আমাদের লাইব্রেরীতেও পাই নি যে কি রুলস তাঁরা তৈরি করেছেন এবং লেটেস্ট তাঁরা এনএ্যাক্ট করে পাশ করিয়েছেন সেটা আমরা পাই নি। এবং সেগুলি অন্ততঃ কিছুটা যদি কালকে পাওয়া যায় তারও চেষ্টা দেখবেন। তার পরে আমার যেটা বক্তব্য সেটা হচ্ছে এই যে কেনই বা তাড়াতাড়ি এই আইনটা পাশ করালেন। এবং কেনই বা আজকে এমেন্ডমেন্ট নিয়ে আসছেন এবং এমেন্ডমেন্ট যদি নিয়ে আসলেন তবে মাত্র এই কয় মাসের জন্য কেন? এ জিনিস তৈরি করতে আপনাদের ঢের সময় লেগে যাবে। সেইজন্য একটু লম্বা মেয়াদ নিন না। বছর পাঁচ নিন না। ৫ বছর এটা ইন এ্যাবেয়েন্স থাকুক, তার পর এটা চালু হউক।

Mr. Speaker: So far as rules relating to weights and measures are concerned, have you got them?

Sj. Bankim Mukherjee: No, I have not.

Mr. Speaker: In the Calcutta Gazette (Extraordinary) of Wednesday, April 30, 1958, the whole Rules have been printed. Members have all been supplied with copies of the Gazette.

Sj. Bankim Mukherji:

স্টেটমেন্ট অফ অবজেক্টস এ্যান্ড রিজনসএ দেখে অবাক হয়ে গিয়েছি যে এদের ড্রাফট করার কি অঘটন-ঘটন-পটীয়সী প্রতিভা। তাঁরা বলেন ফরম তৈরি হয় নি,
from application for licence was required to be within three months. as there was unavoidable delay.——
কারণ কি, না—

গভর্নমেন্টের বেলায় হচ্ছে আনএভয়েডএবল ডিলে, কিসে এই ডিলে, তিন মাসে ফরম তৈরি করতে পারেন না—ইন দি প্রিপারেশন অফ দি প্রেসক্রাইব্ড ফরম। যে প্রেসক্রাইব্ড ফরমএ লোকে লাইসেন্সএর জন্য এ্যাপ্লাই করবে, সেই ফরমটা তৈরি করতে আনএভয়েডএবল ডিলে হয়েছে এবং তার পরেই লিখছেন এই কারণে

a large percentage of the owners of existing lifts had failed to apply.

তার মানে কি বিনা ফরমে একটা মাইনর পার্সেন্টেজ লোক তারা এ্যাপ্লাই করে দিয়েছেন। তাহলে আমরা দেখছি স্মল পার্সেন্টেজ তার এত বুদ্ধিমান যে তারা এ্যাপ্লাই করে দিয়েছেন। আমি যদি পরিস্কার স্বীকার করলেই হয় উইথ এ্যাপলজি যে আমরা পারিনি, আরও কিছু সময় লাগবে। কিন্তু এরকিভাবে লেখা হয়েছে যে, গভর্নমেন্টের যে ডিলে সেটা আনএভয়েডএবল ডিলে। তার পরে যত দোষ তাদের যারা সিকিং ফর লাইসেন্স এটাই বলা হয়েছে অবজেক্টস

প্লান্ড রিজনসএ। যারা পারেন নি তাদের সুবিধার্থে করা হচ্ছে। তার পরের যে রুল তাতেও রাখতে পাওয়া যাবে যে ঐ তাদের পুরান প্ল্যান খুঁজে পেতে দেরি হচ্ছে তাদেরই সুবিধার জন্য দেওয়া হচ্ছে। এর কোন কারণ নেই। ড্রাফটএ দাঁড়াচ্ছে—

There being no provision for receiving belated application from even *bona fide* defaulters.

এই সব না করে সোজা বললেই হত যে জিনিসটা অত্যন্ত কমপ্লিকেটেড এবং টেকনিক্যাল, এদেশে এই রকম আইন নেই, এস্কেলেটর আমরা দেখিনি। অথচ একটা আইন তৈরি করে রেখে দিলেন। প্রাইভেট পার্সনএর এক আধটা এস্কেলেটর থাকে তা আমরা কখন দেখিনি। কিন্তু লিফট আমাদের এখানে আছে—সেই লিফটের জন্য কোন প্রেসক্রাইবড ফরম আমাদের দেওয়া সম্ভব হয় নি। আমি বলছি, যখন এ্যামেন্ড করতে এসেছেন তখন এত সর্ট টাইম কেন? আমি বুঝি যে ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে এদের মনে হচ্ছে যে কোন রকমে এখান ওখান থেকে কি কোরে ২।৪টা টাকা কুড়িয়ে পাওয়া যায়। অর্থের প্রয়োজনটা বড় বেশি। সেইজন্য চারিধারে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। কারণ পঞ্চায়েতের ভিতর দিয়ে কলুর বলদের উপরও ধরা হয়েছে, গরুর গাড়ির উপরও চাপান হয়েছে—সেই জন্য দেখছেন এখানে যখন ক্যালকাটা কর্পোরেশন যেখানে ফাঁক দিয়েছেন স্টেট গভর্নমেন্ট সেখানে শাবল চালাচ্ছেন—যদি এতে দুই-চার টাকা এসে যায়। কিন্তু এটা আদায় করা যে কঠিন ব্যাপার সেইজন্য এই মুস্কিল হয়েছে। বুদ্ধিমান ব্যক্তি হলে এটাকে এখন কোল্ড স্টোরেজএ ফেলে রাখতেন। তার পরে লম্বা সময় নিয়ে ৫ বছর পরে সব প্ল্যান তৈরি করতে পারতেন। আমার আশঙ্কা এই যে কয়েক মাস টাইম নিচ্ছেন তার ভিতরে এরা পারবেন না। স্পীকার মহাশয়, কতগুলি বিষয় গভর্নমেন্ট পেরে উঠছেন না সেগুলি আপনাকে জানাই। পঞ্চায়েতের ইলেকশনের খবর বেরুল, তার পরে লোকে যখন ভোটার লিস্টে নাম দিতে চাচ্ছে তখন দেখা গেল ফরম নেই, অতএব ইলেকশনটা পিছিয়ে দাও।

[6-50—7 p.m.]

Mr. Speaker: I am sorry to interrupt you. Perhaps you have noticed a circular of ours in which certain relevant sections connected with the amendments from the West Bengal Lifts and Escalators Act of 1955 have already been supplied to all the members. It might have escaped your notice.

Sj. Bankim Mukherji:

সেল ট্যাক্সের রিটার্ন ফরম তাও পাওয়া যাচ্ছে না। তার পর রেজিস্ট্রেশন এ্যাপ্লিকেশন ফরম নেই, তার পর সার্টিফায়েড কপির জন্য এ্যাপ্লাই করবার জন্যে যে ফরম তা আউট অফ স্টক, কপিং করবার জন্য যে প্লেইন্ট এ্যান্ড হোয়াইট পেপার তাও আউট অফ স্টক। ডিপোজিট চালান তাও সর্ট-সাপ্লাই এবং কিছুকালের জন্য আউট অফ স্টক। এই রকম যখন গভর্নমেন্টের অবস্থা তখন আমার মনে হয় যে এই যে টাইম চেয়েছেন তাতে হবে না; আর একটু লম্বা টাইম চেয়ে নিন।

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

মিস্টার স্পীকার, স্যার, প্রথমে শ্রীযুত বসন্ত পান্ডা মহাশয়ের কথার উত্তর হচ্ছে এই যে, বোম্বে এ্যাক্ট যেটা সেটা ফলো করে আমাদের এখানেতে আরম্ভ হয়। বোম্বে এ্যাক্ট হয় ১৯৫৫, সেটা তারা ঠিক করেছিল ১লা মে, ১৯৫৮; সেটা তখন অর্ডিন্যান্স করে তিন মাসের সময় নেওয়া হয়েছিল, তার পরেতে টাইম লিমিট ৩১এ অক্টোবর, ১৯৫৮ পর্যন্ত হয়েছিল। সেটি শেষ হয়ে যাচ্ছে এজন্যে এটাকে এনে রেগুলারাইজ করা হচ্ছে। কিন্তু বাকি যেটা ফরম ছাপান হবে। এই ছাপান নিয়ে বঙ্কিমবাবু অনেক কথা বলেছেন। 'ক্যালকাটা গেজেট'এ এপ্রিল ৩০এর যাচ্ছে এজন্যে এটাকে এনে রেগুলারাইজ করা হচ্ছে। কিন্তু বাকি যেটা ফরম ছাপান হবে। ফরম টাইপ করে তারা দিতে পারতেন। কিন্তু অপরাধ কারুরই নয়। ফরম পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু সে জিনিস গভর্নমেন্টকে দিতে হবে তার জন্যে প্রয়োজনীয় ফরম পাওয়ার অসুবিধা হয়েছে। এর কারণ গুড প্ল্যান, তার যে সমস্ত সেকশন তাতে যে সমস্ত টাইপ অফ লিফট, যে সমস্ত

সংবাদ তাতে দিতে হবে সেগ্দুলি অনেক লম্বা—টাইপ অফ লিফ্ট থেকে যদি শুরু করা যায় অনেক নীচে এসে তাহলে

contract speed of the lift, contract load of the lifts in pounds, maximum number of persons including lift attendant which the lift can carry

ইত্যাদি দেখা যাবে। এরকম করে পনের-ষোল দফা দিতে হবে যার ভিতর সেক্সন্যাল ম্যাপ দিতে হবে। এরকমভাবে যাদের ওল্ড লিফ্ট আছে, অনেক দিন ধরে লিফ্ট আছে তাদের খুব মুস্কিল, উই হ্যাভ টু এ্যাকোমডেট দেম। সুতরাং ফরমএর জন্য আটকাচ্ছি, অবশ্য পুরাকালে অন্য ফরম ব্যবহার করতাম, কিন্তু এখনকার যে লিফ্ট সে সম্বন্ধে যা কিছু তা বোম্বে এ্যাক্ট, ১৯৫৫ থেকে আরম্ভ হয়েছে এবং সেটাকে টাইম বাড়িয়ে নিয়ে শুধু খাপ-খাইয়ে দেওয়া হয়েছে। আর আপনাকে এইটুকু বলছি যে, এই করার কত ডিফিকাল্টিজ আছে। আমাদের এখানে প্রায় সাতশ লিফ্ট আছে—তার মধ্যে

total number of licenses already issued—it is only

যারা সমস্ত জিনিস দিয়েছেন তাদের মধ্যে মাত্র ২৫ জনকে দেওয়া হয়েছে আউট অফ ৭০০। আর এ্যাপলিকেশন যা আছে তা হ'ল ৫৮০। যেটা চীফ ইলেকট্রিক্যাল ইনস্পেক্টর স্ক্রুটিনি করেছেন তার মধ্যে টোটাল ডিফলটার্স পাওয়া যাচ্ছে ওনলি ৯৬। তার মধ্যে প্রাইভেট ৫৮ আর গভর্নমেন্টের ৩৬। এরই জন্যে একটু ওয়েট করতে হচ্ছে, কার পুরান সেক্সসন আছে, কার পুরান সেক্সনাল ম্যাপএর উপর আছে। সত্যিকারের কোন দিক থেকে কোন অপরাধ করা হয় নি। যে জিনিসগুলি পাওয়া যায় নি তার জন্যেই আটকাচ্ছে এবং অল টোল্ড প্রাইভেট এ্যান্ড গভর্নমেন্ট নিয়ে ৯৬ পার্টিজ বাকি আছে, আউট অফ নিয়ার এ্যাবাউট ৭০০। সুতরাং কাজটা এগিয়ে গিয়েছে এবং এই কাজ যাঁরা দেখেন তাঁদের কোন গাফিলতি হয় নি, নইলে বঙ্কিমবাবুর কথা মেনে নিতে পারতাম। আর একটা জায়গায় আমরা রিজিড্ হতে পারি নি। শ্রীসুবোধ ব্যানার্জি যেখানে চাইছেন আরও ছ'মাস টাইম দেওয়ার জন্য, কিন্তু আমরা সেখানে রিজিড্ টাইম লিমিটএ না গিয়ে ফ্লেক্সিবিলিটি রেখেছি, কারণ সেক্সন ১৭এ যদি সমস্ত জিনিস সাপ্লাই না করে তাহলে যে কোন সময় লিফ্ট বন্ধ করে দিতে পারি এবং ওয়ার্কিং সেক্সন ১৮ দিয়ে উই ক্যান প্রসিকিউট। সেজন্যে ছ'মাস টাইম বাড়ানর জন্য সমস্ত এ্যামেন্ডমেন্টস আমি অপোজ করতে বাধ্য হচ্ছি।

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st January, 1959, was then put and lost.

The motion of the Hon'ble Bhupati Majumdar that the West Bengal Lifts and Escalators (Amendment) Bill, 1958, be taken into consideration, was then put and agreed to.

Mr. Speaker: I want to tell honourable members one thing now. The apppointment of Sj. B. K. Sen, whether it is good, bad or indifferent, will be decided by a court of law. This is a thing which is the subject-matter of an appeal. I told Mr, Siddhartha Sankar Roy that not only it is *sub-judice* but that the court of appeal has passed a stay order. I do not know the extent and scope of the stay order. Therefore, it should not be published. It would not be right now to publish anything regarding Sj. B. K. Sen, other portions may be published.

Adjournment

The House was then adjourned at 7 p.m. till 3 p.m. on Tuesday, the 16th December, 1958, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

THE ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on Tuesday, the 16th December, 1958, at 3 p.m.

Present:

Mr. Speaker (The Hon'ble SANKARDAS BANERJI) in the Chair, 16 Hon'ble Ministers, 11 Deputy Ministers and 207 Members.

Questions

Mr. Speaker: I think the Education Minister is not answering the question (starred 7) today. He is still collecting the materials. Therefore the question is held over.

STARRED QUESTIONS

(to which oral answers were given)

[3—3-10 p.m.]

Supply of drinking water at Talbagicha Camp, Kharagpur

***10. Sj. Narayan Chobey:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Refugee Relief and Rehabilitation Department be pleased to state—

(*a*) whether any arrangement has been made by Government for supplying drinking water to refugees living in the refugee camp at Talbagicha, Kharagpur; and

(*b*) if not, when such arrangement will be made there?

The Minister for Refugee Relief and Rehabilitation (the Hon'ble Prafulla Chandra Sen): (*a*) Arrangements for supplying drinking water exist in the camp.

(*b*) Does not arise.

Sj. Narayan Chobey:

এ্যারেঞ্জমেন্ট কি আছে জানাবেন কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

এ্যারেঞ্জমেন্ট আছে ক্যাম্পে ৬টি রিংওয়েল আছে। আর ক্যাম্প ছাড়া আর একটা ম্যাসনরি ওয়েল আছে, ১৫ ফিট ডায়মেটার, দুই ফার্লং দূরে। আর একটা রিং ওয়েল একজন প্রাইভেট লোকের আছে সেটা থেকেও জল নিতে পারে। তবে ক্যাম্পের ভিতর ৬টি রিং ওয়েল আছে।

Sj. Narayan Chobey:

এই যে ক্যাম্পের ভিতর ৬টি রিং ওয়েল আছে তাতে বৎসরে জল কতদিন থাকে জানাবেন কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

প্রায় সব সময়েই থাকে তবে গ্রীষ্মকালে একটু টানাটানি হয়।

Sj. Narayan Chobey:

আপনার কি এটা জানা আছে যে, এপ্রিল মাস থেকে আরম্ভ করে জুলাই মাস পর্যন্ত একদম জল থাকে না?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
একদম থাকে না এটা আমার জানা নেই।

Number of refugees and refugee colonies in Midnapore district

***11. Sj. Bhupal Chandra Panda:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Refugee Relief and Rehabilitation Department be pleased to state—

(ক) মেদিনীপুর জেলার ১৯৫৭ সালের মে মাস পর্যন্ত মোট কত-সংখ্যক উদ্বাস্তু রহিয়াছেন;

(খ) এই জেলায় কয়টি উদ্বাস্তু কলোনী আছে, কলোনীগুলির নাম কি এবং কোন কলোনীতে কয়টি উদ্বাস্তু পরিবার আছেন;

(গ) এখনও পর্যন্ত কোন কলোনীতে রাখা হয় নাই এইরূপ পরিবারেরে সংখ্যা কত এবং এইরূপ পরিবারগুলিকে কোন কলোনীতে পাঠাইবার বা নূতন কলোনী খুলিবার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি;

(ঘ) পুনর্বাসিত পরিবারগুলির মধ্যে কত বিঘা জমি বিলি করা হইয়াছে; এবং

(ঙ) উদ্বাস্তু পরিবারগুলির কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে কয়টি কর্মকেন্দ্র খোলা হইয়াছে এবং তাহা কোন্ কোন্ স্থানে?

The Minister for Refugee Relief and Rehabilitation (the Hon'ble Prafulla Chandra Sen):

(ক) আনুমানিক ১২,০০০ পরিবার।

(খ) একটি তালিকা উপস্থাপিত করা হইল।

(গ) ক্যাম্পে—পরিবার।

অন্যত্র—৫,৩০০ পরিবার।

কেবলমাত্র খড়্গপুর ও মেদিনীপুর শহরেই প্রায় ৩,৫০০ পরিবার আছেন। এই শ্রেণীর উদ্বাস্তুদিগকে কেন সরকারী কলোনীতে লইয়া যাওয়ার প্রশ্ন উঠে না। মেদিনীপুর জেলায় যে নূতন কলোনী স্থাপনের চেষ্টা করা হইতেছে, তাহাতে ক্যাম্পের অধিবাসীদের যত জনের ব্যবস্থা করা যায়, করা হইবে।

(ঘ)—

কলোনীর নাম।	কত বিঘা জমি বিলি করা হইয়াছে। বিঘা।
(১) তালবাগিচা আরবান স্কীম	৮৭৬
(২) মেদিনীপুর টাউন এক্সটেন্‌সন্ স্কীম	২০
(২) মেদিনীপুর টাউন এক্সটেন্‌সন্ স্কীম	২০
(৩) বাঁশদা বারুজীবী কলোনী	২২৩
(৪) খয়েরুল্লাচক কলোনী	৩৯১
(৫) চন্দ্রকোনা রোড কলোনী	৪৯

(ঙ) একটি, মেদিনীপুর রেল ষ্টেশনের সন্নিকটে।

Statement referred to in reply to clause (খ) of starred question No. 11

গবর্নমেণ্ট-স্পনসর্ড কলোনী:

	পরিবার।
(১) চন্দ্রকোনা রোড কলোনী	২৩
(২) খয়েরুল্লাচক কলোনী	১৯৬
(৩) বাঁশদা কলোনী ..	২৯
(৪) মেদিনীপুর টাউন এক্স-টেনসন্ কলোনী।	২৬
(৫) তালবাগিচা আর্বান স্কীম	৩৮০
মোট ..	৬৫১

প্রাইভেট সেট্‌লমেণ্ট:

সদর নর্থ

		পরিবার।
(৬) মহতারপুর	..	৪২
(৭) কুইকোটা	..	৫৩
(৮) বল্লভপুর	..	৪১
(৯) মেদিনীপুর শহর	..	৬৮
(১০) সীতারামপুর	..	২
(১১) মহেশ্বরীপুর	..	২৩
(১২) কদমডিহা	..	২৩
(১৩) ভাদুতলা	..	১৩

সদর নর্থ

		পরিবার
(১৪) বাঁকীবাধ	..	৬
(১৫) রাধামোহনপুর	..	১০০
(১৬) পদিমা	..	৯৮
(১৭) পলাশী ..	..	১৭৫
(১৮) পপন ও চকলালপুর ..		
(১৯) পশঙ্ক ..	..	১১
(২০) সত্যপুর ..	..	১১
(২১) পিপুড়দা	..	১৫
(২২) খানরা ..	..	২৭

সদর সাউথ

(২৩) বালীগোবিন্দপুর	..	২৫
(২৪) বনচাটুল ..	..	২০০
খলবেলুন ..	..	
(২৫) সুভাষপল্লী		
ভবানীপুর	..	৪০০
শ্রীকৃষ্ণপুর	..	
(২৬) মালবত, খরিদা নিমপুরা		৫০
(২৭) মাৎকাটপুর	..	২৫

		পরিবার।
(২৮) ইন্দা। পাঁচবেড়িয়া কৌশল্যা প্রভৃতি	..	৩৫
(২৯) বেলদা	..	১০
(৩০) নারায়ণগড়	..	১০
(৩১) দাঁতন ..	..	২২
(৩২) বলরামপুর	..	২৫
(৩৩) বনপাটনা	..	৯০

তমলুক মহকুমা

(৩৪) মেচগ্রাম	..	৯০

ঝাড়গ্রাম মহকুমা

(৩৫) ভালুকখোলা	..	[illegible]
(৩৬) কদমঅনালী	..	২৯
(৩৭) শ্রীরামপুর	..	২৩
(৩৮) ভরতপুর	..	৪১
(৩৯) বাদুরডোবা	..	২৩৫
মোট	..	২,০৫৯

(১) গবর্নমেণ্ট কলোনীতে অবস্থিত পরিবারের সংখ্যা	.. ..	৬৫১
(২) প্রাইভেট সেট্‌লমেন্টে অবস্থিত পরিবারের সংখ্যা	.. ..	২,০৫৯
মোট	..	২,৭১০

Sj. Saroj Roy:

আপনি এই যে এখানে বলেছেন গভর্নমেন্ট স্পন্সর্ড কলোনীতে, বাঁশদায় ২৬টি পরিবারের কথা উল্লেখ করেছেন; আমার সাপ্লিমেন্টারী কোয়েশ্চেন হচ্ছে, এই ২৬টি পরিবার এখনও এই কলোনীতে আছে কি না?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

এই কলোনীতে এখনও আছে কি না তার উত্তর পেতে হলে নোটিস চাই।

Sj. Saroj Roy:

এখনও কোন পরিবার আছে কি না?

Mr. Speaker: He wants notice with regard to the position today, these answers were collected about ten months back.

Sj. Ganesh Ghosh: We too are drawing your attention to this point. What is the use of giving these answers?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

এই কোয়েশ্চেন করেছিলেন মেদিনীপুর জেলার ১৯৫৭ সালের মে মাস পর্যন্ত, এখনকার খবর কেমন করে দেবেন?

Mr. Speaker: Difficulties will always be there unless the answers come up before the House within reasonable time; otherwise the answers become state.

Sj. Saroj Roy:

(ঘ)এর উত্তরে বলেছেন যে, চন্দ্রকোণা রোড কলোনীতে ৪৯ বিঘা জমি বিলি করা হয়েছে। সেই জমি কি এখনও দেওয়া আছে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

এখনকার খবর বলতে পারি না। নোটিস দিলে বলতে পারবো।

Sj. Narayan Chobey:

আপনি (গ)এর উত্তরে বলেছেন যে, নূতন কলোনী স্থাপনের চেষ্টা করা হইতেছে। এই কলোনী স্থাপনের কল্পনা নূতনভাবে কোথায় কোথায় করা হচ্ছে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আমি নোটিস চাই।

Sj. Narayan Chobey:

এতেও নোটিস চাই। স্পীকার মহাশয়, আপনি (গ) উত্তরের শেষ দিকে দেখুন, তাতে তিনি বলেছেন, নূতন কলোনী স্থাপনের চেষ্টা করা হইতেছে। এখন কোথায় করা হচ্ছে তা জিজ্ঞাসা করলেও তিনি নোটিস চাইবেন?

Mr. Speaker: I was just discussing this matter of questions and their answers with my Secretary, and how this state of affairs can be remedied. In the past the rule was that questions should be answered within ten days, and then questions used to be answered within ten days. Later on, the practice has been given up; the result is that answers are given after lapse of one year or so. I find that a question was put in June, 1957 and we are now facing 1959. We are now revising the rules, and I take it, we are now adopting the Delhi Rules of ten days.

Sj. Saroj Roy:

স্পীকার মহাশয়, আপনার মাধ্যমে মন্ত্রী মহাশয়কে একটা কথা বলতে চাই যে, আমরা যে সমস্ত খবর সরকারের কাছ থেকে পাই আমরা সেইগুলিকে জেনুইন বলে গ্রহণ করতে চেষ্টা করি। কিন্তু এর ভিতর যে সংবাদ দেওয়া হয়েছে সেটা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

Mr. Speaker:

প্রথমতঃ আমি আপনার ভাষায় আপত্তি করি......

Sj. Saroj Roy:

মিথ্যা নয় অসত্য।

Mr. Speaker:

অসত্যও নয়, ভুল।

He will collect answers with reference to the questions put.

Sj. Narayan Chobey:

(ঙ)এর উত্তরে মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে, মেদিনীপুর রেল স্টেশনের সন্নিকটে একটি কর্ম কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এই কর্মকেন্দ্রে কি কি শেখান হয়?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

মেদিনীপুর কর্মকেন্দ্র যেটা স্থাপিত হয়েছে তাতে ২০০টি সিট আছে এবং সেখানে কাঠের কাজ, লোহার কাজ, তাঁতের কাজ এবং মাদুর তৈরী করা হয়।

Regularisation of squatters' colonies

***12. Sj. Haridas Mitra:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Refugee Relief and Rehabilitation Department be pleased to state—

(*a*) how many squatters' colonies there are in Calcutta and suburbs;

(*b*) how many of them have been regularised up till now;

(*c*) whether there are still squatters' colonies not yet regularised; and

(*d*) if so, the reasons for not regularising those colonies and the time by which all of them are going to be regularised?

The Minister for Refugee Relief and Rehabilitation (the Hon'ble Prafulla Chandra Sen): (*a*) One hundred and forty-seven.

(*b*) Seventy-six.

(*c*) and (*d*) Yes. Regularisation of squatters' colonies involves a complicated process of acquisition of lands under the statutory provisions of law Various stages for this purpose are to be gone through before possession of land is received from the Collectors, the stages being—

(1) Notification under section 4 of the West Bengal Land Development and Planning Act.

(2) Submission of report by Collector under section 4A(2) of the same Act which contains the hearing of objections from the owners against acquisition.

(3) Publication of declaration under section 6 of the same Act.

(4) Delivery of possession, etc.

It may also be mentioned that the stages mentioned above involve series of complicated enquiries under the Act besides the above processes.

Often the acquisition proceedings are stayed for indefinite period as a result of Civil Rule issued by the High Court because of the prayer for an injunction made by the owners.

Besides, the refugee character of the squatters has to be ascertained on enquiry.

In view of the facts stated above, no time-limit can be fixed.

[3-10—3-20 p.m.[

Mr. Speaker: A complaint has been made that honourable members do not get opportunity. I do not know what you were doing all this time. I would request the particular honourable member responsible for the question that he should be the first person to ask supplementary question if he wants.

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি—সাধারণত একটা স্কোয়াটার্স কলোনি রেগুলারাইজ করতে কয় বছর লাগে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

এটা ঐ সম্পর্কে যে সমস্ত কমপ্লিকেশন উঠবে তার উপর নির্ভর করে; কাজেই কোন একটা নির্দিষ্ট সময় বলতে পারব না।

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

এই দশ বৎসর ধরে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন তার ফলে কি সিদ্ধান্তে তিনি পৌঁছেছেন?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

কোন একটা স্পেসিফিক কেস সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে বলতে পারা যায় যে অমুক কলোনি রেগুলারাইজ করতে এত সময় লাগে।

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

এই ৭।৮ বৎসরে অর্ধেক কলোনি এখনও রেগুলারাইজ করা হয় নি। এইভাবে কাজ হলে বাকী সব কলোনি রেগুলারাইজ করতে কত বছর লাগবে ব'লে মনে হয়?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আমি যতদূর জানি ১৩৭টা কলোনি রেগুলারাইজ করবার ব্যবস্থা করেছি। তার মধ্যে ৮৯টা কলোনি আরম্ভ করেছি, সম্পূর্ণ হয়েছে ৭৪টা, আর আংশিকভাবে হয়েছে ১৫টা। কাজেকাজেই মাননীয় সদস্য যা বলেছেন তার চেয়ে বেশি করেছি।

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

আমার প্রশ্নের উত্তর হয় নি। আমি বলতে চাই, এই ৬।৭ বৎসরে অর্ধেকও হয় নি। এইভাবে কাজ চললে তিনি কি মনে করেন,—কয় বৎসরে শেষ হবে এই রেগুলারাইজেশন?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আমার মনে হয় ১৯৫৯ সালের ৩১এ জুলাই-এর মধ্যে শেষ করতে পারব।

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে 'রিফিউজি ক্যারাক্টার' বলেছেন, এই 'রিফিউজি ক্যারাক্টার' বলতে কি মনে করেন?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

অনেক সময় তায় যে সত্যকার রিফিউজি—সেখানে 'কমিউন্যাল ডিস্টারব্যান্স'-এর জন্য যে ডিসপ্লেসড হয়েছে তার প্রমাণ চাই। প্রমাণপত্র না পেলে তাকে রিফিউজি বলে স্বীকার করব না।

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

স্কোয়ার্টার্স কলোনিতে এমন কি কেউ আছে যে এই ডেফিনিশনের মধ্যে পড়ে না?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আমার কাছে এমন সংবাদ আছে যে, এই ডেফিনিশনের মধ্যে পড়ে না।

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

ঐ প্রমাণপত্র কি রকম হ'লে গভর্নমেন্ট এ্যাকসেপ্ট করেন?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

মাননীয় সদস্য জানেন যে, ১৯৪৬ সালের অক্টোবর মাসে যারা কমিউন্যাল [illegible] জন্য এসেছে তাদের স্বীকার করেছি। এ জন্য তাদের প্রমাণপত্র চাই, বর্ডার স্লিপ চাই, এভিডেন্স চাই—এরা যে রিফিউজি তার প্রমাণের জন্য।

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

কমিউন্যাল ডিস্‌টারব্যান্সের আগে, অর্থাৎ ১৯৪৬এর আগে যদি কোন পরিবারের অবস্থা এই হ'ত যে স্বামী কলিকাতায় আছে, এখানে কাজ করে, এবং স্ত্রী যদি তারপর পাকিস্তান ছেড়ে পশ্চিমবাংলায় আসে—এ অবস্থায় স্ত্রীকে রিফিউজি ব'লে গণ্য করা হবে কি না।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

এটা হাইপথেটিক্যাল, আমি বলতে পারব না।

Sj. Ganesh Ghosh:

যে ১০টা কলোনিকে বাদ দিয়েছেন—যে ১৩৭টা রেগ্‌লারাইজ করার প্রোসেসএ আছে বলেছেন, ১০টা হচ্ছে না, তাদের নাম বলতে পারেন?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

নোটিস চাই।

Sj. Ganesh Ghosh:

এই ১০টাকে বাদ দিয়েছেন কি কারণে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আমরা সিলিং ধরেছি প্রত্যেক পরিবারের জন্য যে প্লট ধরা হবে তার মূল্য ১,৮৭৫ টাকা হওয়া চাই, তার বেশি মূল্য হলে পর সীলিং-এর অতিরিক্ত বলে রেগ্‌লারাইজ করা মুস্কিল।

Sj. Ganesh Ghosh:

কতটুকু জমি ১,৮৭৫ টাকায় পাওয়া যায়?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

জমি ৩ কাঠা হতে পারে, ৪ কাঠা হতে পারে, ৪ কাঠার বেশিও হয়েছে, কোথাও কোথাও আমরা আড়াই কাঠাও পর্যন্ত করেছি—সীলিং-এর মধ্যে তার মূল্য আছে।

Sj. Ganesh Ghosh:

এই ১০টা কলিকাতা কর্পোরেশনের মধ্যে না বাহিরে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

টালিগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটি এখন আমাদের কর্পোরেশনের মধ্যে এসেছে ব'লে এর মধ্যে। তবে মাননীয় সদস্যকে বলতে পারি যে, এই ১০টা রেগ্‌লারাইজ করবার জন্য আমরা চেষ্টা করছি।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

এই ১০টা কলোনি কর্পোরেশনের ভিতর আছে। কর্পোরেশনকে লেখা হয়েছে ঐগুলি ডেভেলপমেন্ট করবার জন্য। কর্পোরেশন বলছে ওখানে তারা যে কলোনি করবে তার ডেভেলপমেন্ট করতে হলে তার পাশাপাশি যেসব জায়গা আছে তারা যেরকম ডেভেলপড সেই রকম ডেভেলপ করতে হবে, কিন্তু তাতে খরচ বেশী হবে। এই নিয়ে এখন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের সংগে লেখাপড়া চলছে।

Sj. Ganesh Ghosh:

এই ১০৭টার মধ্যে কলিকাতা কর্পোরেশন প্রপার-এর মধ্যে কটা আছে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

ঠিক বলতে পারব না।

Mr. Speaker: It is very difficult for the Hon'ble Minister to answer that. The question is so vague in Calcutta and suburb.

Dr. Ranendra Nath Sen:

এই যে (বি) প্রশ্নের জবাবে দিয়েছেন ৭৬টা রেগুলারাইজড হয়েছে, আর ৮৯টা হয়েছে সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে, বাকী যেগুলি সেগুলির সম্বন্ধে তদন্ত হয়েছে কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

তদন্তের জন্য দেওয়া হয়েছে, আমরা মনে করি ১৯৫৯ সালের ৩১এ জুলাই-এর মধ্যে করতে পারব।

Dr. Ranendra Nath Sen:

কলিকাতার উপরে যে কটা আছে তা রেগুলারাইজ করবার সম্ভাবনা আছে কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আমি একটু আগেই বললাম, সেগুলোর জন্য চেষ্টা করছি, এবং হয়ত খুবই শীঘ্র করতে পারব।

Dr. Ranendra Nath Sen:

আপনি যে টাকার কথা বলেছেন—ঐ ১,৮৭৫ টাকার কথা—সেই টাকার বাহিরে হলে কি রেগুলারাইজড হওয়ার অসুবিধা?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

তা হবে না; একটু আগেই তা বলেছি।

Sj. Gopal Basu:

এই প্রমাণপত্র সম্বন্ধে বর্ডার স্লিপ নাই, অথচ প্রমাণের জন্য সারকামস্ট্যানশাল এভিডেন্স আছে, তাদের কি দেওয়া হবে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

সারকামস্ট্যানশান এভিডেন্স থাকলে সেটা নেব।

Sj. Gopal Basu:

সারকামস্ট্যানশান এভিডেন্স বলতে কি বোঝায়?

Mr. Speaker:

সারকামস্ট্যানশান এভিডেন্স মানে কি তা কেউ পৃথিবীতে বোঝাতে পারে না।

Sj. Sunil Das:

রিফিউজি ক্যারাকটার সম্বন্ধে এনকোয়ারি কে করেন?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আমাদের অফিসারেরা।

Rehabilitation of refugees on lands reclaimed at Basanti Union, Canning police-station

*13. **Sj. Khagendra Nath Naskar:** (a) Will the Hon'ble Minister in charge of the Refugee Relief and Rehabilitation Department be pleased to state whether the Government have any scheme for rehabilitating displaced persons from East Pakistan on the lands which are being reclaimed at Jharkhali in Basanti Union under Canning police-station, 24-Parganas district?

(b) How many acres of land are being reclaimed there?

(d) How many agricultural refugee families will be rehabilitated there?

(e) Whether agricultural camp refugees already residing in Canning police-station will get preference in being settled on the reclaimed lands?

The Minister for Refugee Relief and Rehabilitation (the Hon'ble Prafulla Chandra Sen): (a) No.

(b) to (e) Do not arise

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

এই যে (এ)তে 'নো' বলেছেন এই 'নো'-এর মানে কি যে এই সমস্ত জমিতে ইস্ট বেঙ্গল রিফিউজিদের রিহ্যাবিলিটেট করা হবে না?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

মাননীয় সদস্য মহাশয়দের বলতে পারি যে সুন্দরবন অঞ্চলে আমরা প্রায় ৬-৭ হাজার জমি উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য রিক্লেম করবার ব্যবস্থা করছি। সেগুলো ক্যানিং থানায় ৫টি, আর জয়নগর থানাতে একটি। এগুলি হচ্ছে হেড়োভাঙ্গা, কুমারখালি, নস্কর পুকুর প্রভৃতি।

Sj. Ganesh Ghosh:

আমি হেড়োভাঙ্গা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছি যে, এখানে যখন কৃষকরা ফসল তৈরী করেছে তখন আবার কেন দু'বছর সময় চাওয়া হচ্ছে ফর ডেভেলপমেন্ট অব দি ল্যান্ড?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

এই হেড়োভাঙ্গায় গনেশ বাবু গেছেন কি না জানি না, তবে এখানে সমস্ত জমি লোনা জমি এবং এত নুন যে কোন চাষী এক ছটাকও ধান উৎপাদন করতে পারে নি—কিন্তু কিছু লাউ গাছ করেছে। এখানে যতক্ষণ পর্যন্ত সিরিয়াসলি উৎপাদনের ব্যবস্থা না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের এদের কিছু কিছু সাহায্য দিতে হবে। কিন্তু এখন যদি ডোলস বন্ধ করে দিই তাহলে আপনারাই ক্ষুব্ধ হবেন।

Aid to Kanchrapara Municipality for development of refugee colonies

*14. **Sj. Niranjan Sen Gupta:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Refugee Relief and Rehabilitation Department be pleased to state—

(a) what financial help, if any, has been provided by the Government up till now to Kanchrapara Municipality for the development of the refugee colonies situated within its jurisdiction; and

(*b*) how many refugee colonies are situated within Kanchrapara municipal area?

The Minister for Refugee Relief and Rehabilitation (the Hon'ble Prafulla Chandra Sen): (*a*) The municipality has not yet approached Government for financial help.

(*b*) Government colony 1, squatters' colonies 5.

Sj. Niranjan Sengupta:

আমার প্রশ্ন ছিল—

if any financial help has been provided to the municipality,

অর্থাৎ মিউনিসিপ্যালিটিকে কোন সাহায্য করেছেন কি না তার কি কিছু আছে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আমি যদি প্রশ্ন বুঝে থাকি তাহলে তিনি নিশ্চয় এটা জানতে চেয়েছিলেন যে, রিফিউজি সেখানে বেশি হওয়ার দরুন মিউনিসিপ্যালিটিকে কোন সাহায্য করা হয়েছিল কি না—এর উত্তর হচ্ছে যে মিউনিসিপ্যালিটি যতক্ষণ পর্যন্ত দরখাস্ত না করে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা সাহায্য করি না।

Sj. Niranjan Sengupta:

আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে রিফিউজি উন্নয়ন বিষয়ে দায়িত্ব আপনাদের, মিউনিসিপ্যালিটির দায়িত্ব হবে কেন?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আমাদের দায়িত্ব আমরা অস্বীকার করি না, তবে মিউনিসিপ্যালিটি যদি মনে করেন তাহলে তাঁরা সাহায্য নিতে পারেন।

Sj. Niranjan Sengupta:

আমি একজন সেখানকার রিপ্রেজেনটেটিভ বলে তারা আমার কাছে নালিশ করেছে। কিন্তু আমি জানতে চাই যে মিউনিসিপ্যালিটি বা লোকাল বডিস না বললে রিফিউজিদের দেবার জন্য সরকারের তরফ থেকে কোন ব্যবস্থা আছে কি না?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

যতক্ষণ পর্যন্ত মিউনিসিপ্যালিটি না বলে ততক্ষণ আমরা দিই না।

Mr. Speaker: There is no such provision under the Municipal Act—that is the answer. Suo Motu, he says they will not get it. If the Municipality ask for it, they will get it.

Sj. Niranjan Sengupta:

আমার কথা হচ্ছে, রিফিউজিদের জন্য শুধু মিউনিসিপ্যালিটির দায়িত্ব নেই, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, বেঙ্গল গভর্নমেন্টেরও সম্পূর্ণ দায়িত্ব আছে।

Mr. Speaker: You are again making a mistake. This question is with particular reference to that municipality. If the Central Government has a responsibility in this matter, it has.

Sj. Niranjan Sengupta:

আমার প্রশ্ন হচ্ছে, মিউনিসিপ্যালিটিকে তাঁরা কোন সাহায্য করেছেন কি না?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

চায়নি বলে করিনি।

Mr. Speaker: Put another question.

Sj. Niranjan Sengupta:

আমার অন্য একটা প্রশ্ন হচ্ছে—ঐ জায়গায় যে ৫টা স্কোয়ার্টার্স কলোনী আছে সেগুলোকে রেগুলারাইজ করবার কোন ব্যবস্থা হয়েছে কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

হ্যাঁ।

Sj. Gopal Basu:

মিউনিসিপ্যালিটিগুলো কি হেল্‌প চাইলেই আপনাদের কাছ থেকে গ্রান্ট পাবে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আমাদের কাছে প্রায় ১৬টা মিউনিসিপ্যালিটি এ্যাপ্লিকেশন করেছিল তার মধ্যে আপনারা বোধহয় সকলেই জানেন—কাগজেও বেরিয়েছিল—১২টা মিউনিসিপ্যালিটি পেয়েছে, যেমন কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, বসিরহাট, বরানগর, শান্তিপুর, জলপাইগুড়ি ইত্যাদি।

Sj. Gopal Basu:

এতে কি কোন কন্ডিশন আছে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

কন্ডিশন আছে টাকা শোধ দিতে হবে।

Sj. Gopal Basu:

রেফিউজিদের রিহ্যাবিলিটেশনের উন্নয়নের জন্য কোন টাকা দেন কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

কিছু গ্রান্ট আমরা দিচ্ছি এবং মোটা অংশ বা লোন নেবে সেটা শোধ দিতে হবে।

Sj. Gopal Basu:

অন্য কোন কন্ডিশন আছে কি যে এত পরিমাণ রেফিউজি হোলে দেয়া হবে, না হোলে দেয়া হবে না?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

একটা মিউনিসিপ্যালিটিতে যদি ১০ হাজার লোকসংখ্যা থাকে এবং একশো রিফিউজি থাকে তাহলে একটা মোটা অঙ্ক হয়ে যায়—আমরা দিই।

Dr. Jnanendra Nath Majumder:

মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে কোথাও কোথাও ম্যাজিস্ট্রেটের অর্ডার পর্যন্ত হয়ে গেছে ১।। বছর ২ বছর আগে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত টাকা দেয়া হয় নি? বা জমির বন্দোবস্ত করা হয় নি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

মাননীয় সদস্য যে ম্যাজিস্ট্রেটের অর্ডারের কথা বললেন তাকে আমি বলছি যে প্রথমে মিউনিসিপ্যালিটি দরখাস্ত করবে, সেই দরখাস্ত আমাদের কাছে এলে আমরা ভারত গভর্নমেন্টের কাছে পাঠিয়ে দেবো, ভারত গভর্নমেন্ট অনেক সময় স্যাংশন দেন কিন্তু টাকাটা গ্রান্ট করেন না। যতক্ষণ না তাঁরা টাকা বরাদ্দ করেন, ততক্ষণ আমরা দিতে পারি না।

Loans remaining undistributed in Bongaon in 1956-57 due to absence of sanction from Government of India

***15. Sj. Ajit Kumar Ganguli:** (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Refugee Relief and Rehabilitation Department be pleased to state if it is a fact that due to insufficiency of funds a large number of applications for house building, agriculture and small trade loans could not be sanctioned by the Relief and Rehabilitation Office, Bongaon, district 24-Parganas, during the financial year 1956-57?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) the number of loan applications in each of the categories mentioned in (*a*) received at the Relief and Rehabilitation Office at Bongaon during the financial year 1956-57;

(*ii*) the number of loan applications disposed of in each category during 1956-57 by that office: and

(*iii*) the amount of loan sanctioned in each category during 1956-57 as against the corresponding amounts sanctioned during 1955-56 by that office?

The Minister for Refugee Relief and Rehabilitation (the Hon'ble Prafulla Chandra Sen): (*a*) Some cases in Bongaon sanctioned by the district in 1956-57 could not be paid for want of corresponding sanction from Government of India during 1956-57.

(*b*)—

	Rs.
(*i*) House building	7,169
Agriculture	1,391
Small trade	1,785
(*ii*) House building	8,347
Agriculture	1,086
Small trade	2,236

(*iii*) Amount sanctioned in 1955-56—

	Rs.
House building	12,28,475
Agriculture	2,42,030
Small trade	1,84,174

Amount sanctioned in 1956-57—

	Rs.
House building	7,48,940
Agriculture	56,122
Small trade	1,36,002

Sj. Jagannath Majumder:

এই যে বলেছেন,

corresponding sanction of the Government of India.

এটা পাওয়া যায় নি কি কারণে মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

একটু আগে আমি অন্য একটা প্রশ্নের উত্তরে বলেছি যে অনেক সময় স্যাংশন হয়ত পাওয়া যায় কিন্তু টাকাটা তারা এ্যালট করেন না, তার মধ্যে একটা টাইম ল্যাগ থাকে। হয়ত ১৯৫৫-৫৬ সালে যা স্যাংশন করেছেন তার টাকা এলো ১৯৫৬-৫৭ সালে। এরকম অনেক সময় হয় বলে আমরা সময়মত টাকা দিতে পারি না।

Sj. Jagannath Majumder:

মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি, এরকম স্যাংশন কেসে যে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট স্যাংশন দিচ্ছেন না, ঋণ অনাদায়জনিত কারণ তার একটা কারণ?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

সেটা এক্ষেত্রে নয়—কনট্রিবিউটরি স্কীমে যেগুলি ছিল সেক্ষেত্রে অনাদায় আছে বলে টাকা দিতে তারা একটু কিন্তু কিন্তু করছেন।

Minimum land given to each agricultural family in the Government-sponsored colonies in Bongaon subdivision

***16. Ajit Kumar Ganguli:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Refugee Relief and Rehabilitation Department be pleased to state—

(*a*) what is the quota of agricultural land decided upon by the Government for agricultural families in Government-sponsored colonies situated in Bongaon subdivision, district 24-Parganas;

(*b*) how many of such families in each of Tangra and Halencha Government-sponsored colonies in the subdivision of Bongaon, district 24-Parganas, received full quota according to the Government; and

(*c*) how many of such families received 4 bighas, 3 bighas and below in each of the abovementioned colonies?

The Minister for Refugee Relief and Rehabilitation (the Hon'ble Prafulla Chandra Sen): (*a*) In 24-Parganas 6 bighas of land has been considered to be a workable unit.

(*b*)	
Tangra	203
Halencha	29
	232

(c)

	No. of families given 4 bighas of agricultural lands.	No. of families given 3 bighas of agricultural lands.	No. of families given less than 3 bighas of agricultural lands.
Tangra	260	Nil	Nil
Halencha	41	123	16

Sj. Manindra Bhusan Biswas:

যারা ৬ বিঘা জমি পায় নি তাদের জমি দেবার জন্য গভর্নমেন্টের কি কোন প্ল্যান আছে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

অনেকে ৬ বিঘা জমি পায় নি, বিশেষ করে হেলেঞ্চায়—তাদের দেবার চেষ্টা করছি।

Sj. Manindra Bhusan Biswas:

যারা জমি পায় নি তারা যদি দণ্ডকারণ্যে যেতে চায় তাহলে তাদের যাবার উপায় হবে কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

সেটা আমরা বিবেচনা করে দেখবো, এখন ঠিক বলতে পারছি না।

Number of dwellings damaged by 1956 floods in Rampurhat and Maureswar police-stations

*17. **Sj. Gobardhan Das:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Relief Department be pleased to state—

(ক) বীরভূম জেলার রামপুরহাট ও মৌরেশ্বর থানায় গত বৎসরের (১৯৫৬) বন্যায় বিধ্বস্ত বাড়ীঘরের মোট সংখ্যা কত;

(খ) বিধ্বস্ত বাড়ীঘরের মধ্যে ভূমিহীনদের গৃহের সংখ্যা কত;

(গ) বন্যাপীড়িত ভূমিহীনদের গৃহনির্মাণ বাবত সরকার কত টাকা খয়রাতি সাহায্য দিয়াছেন;

(ঘ) বন্যাপীড়িতদের মধ্যে যাহাদের অল্প জমি-জায়গা আছে, তাহাদের কোনরূপ সাহায্য বা ঋণ দেওয়া হইয়াছে কি; এবং

(ঙ) হইয়া থাকিলে, তাহার পরিমাণ কত এবং না হইয়া থাকিলে, তাহার কারণ কি?

The Minister for Food, Relief and Supplies (the Hon'ble Prafulla Chandra Sen):

(ক) ৬,০৬৯।

(খ) ৪,৫৫২।

(গ) ২,০৭,৩১০ টাকা।

(ঘ) হ্যাঁ।

(ঙ) সাহায্য—১০০,৬৫০ টাকা।

ঋণ—২৫,৯৮০ টাকা।

[3-30—3-40 p.m.]

Sj. Gobardhan Das:

(গ) প্রশ্নের উত্তরে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন, যে টাকা দেওয়া হয়েছে তা গৃহনির্মাণ বাবত দেওয়া হয়েছে, মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি কতগুলি গৃহ নির্মিত হয়েছে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

নোটিশ চাই।

Sj. [illegible] Das:

মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন সাহায্যে এবং ঋণ দেওয়া হয়েছে গৃহনির্মাণ বাবত, এভাবে কতগুলি ঘর তৈরি হয়েছে এবং আপনারা দেখেছেন কি গৃহনির্মাণের টাকা প্রকৃতই গৃহনির্মাণের কাজে লাগান হয়েছে কি না? এই টাকা কি পরিশোধ করতে হবে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

গৃহনির্মাণের শোধ করতে হবে। আর গৃহনির্মাণের টাকা সেই কাজেই লাগান হয়।

Sj. Hare Krishna Konar:

এই বন্যার পরে সরকার থেকে বলা হয়েছিল গৃহনির্মাণের জন্য যেমন সাহায্য দেওয়া হবে তেমনি লোনও দেওয়া হবে—সম্ভবতঃ ৭৫০ টাকা লোন দেওয়া হবে বলা হয়েছিল—এবং এই স্কীমও করা হয়েছিল—তাহলে ঋণ কেন দিলেন না?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ক্রেডিট ওয়ার্দি ও ঠিক বলে মনে করেনি বলে।

Sj. Hare Krishna Konar:

অসংখ্য চাষী জমি বন্ধক দিয়েও ঋণ পায় নি, জানেন কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

বলতে পারি না, স্পেসিফিক কেস জানালে বলতে পারব।

Sj. Saroj Roy:

যেসমস্ত কৃষক জমি বন্ধক দিয়েছে ঋণ পাবার জন্য অথচ যারা ঋণ পায় নি তাদের জমি ছেড়ে দেবার ব্যবস্থা গভর্নমেন্ট থেকে করা হয়েছে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আমি তো আগেই বলেছি—

Mr. Speaker:

বহু চাষী জমি বন্ধক দিয়েও টাকা পায় নি এই প্রশ্নের জবাব হঠাৎ কি করে দেওয়া যায় স্পেসিফিক কেস বলুন,

[th]en that matter can be looked into, found out and answered.

Sj. Hare Krishna Konar:

আপনি একটু বুঝে দেখুন, স্পীকার, স্যার, এটা কোন পার্টিকুলার কেস-এর কথা নয়। গভর্নমেন্ট বলেছিলেন যদি লোকে জমি দিয়ে দরখাস্ত করে এস ডি ও ও সার্কেল অফিসারের কাছে, গভর্নমেন্ট লোন দেবেন এগেনস্ট জমি এবং ৬ মাস ধরে বলা হয়েছিল যে জমি বন্ধক দিলে টাকা দেওয়ার পলিসি নেওয়া হয়েছে। এবং একটা-দুটো কেস নয়, এইরকম অসংখ্য আছে।

Mr. Speaker:

গভর্নমেন্ট এনকোয়ারী করছেন।

Sj. Hare Krishna Konar:

গভর্নমেন্ট যদি এনকোয়ারী করেই থাকেন এবং পলিসির কোন পরিবর্তন করে থাকেন সেটা জানিয়ে দেওয়া উচিত ছিল, কারণ বন্ধকী জমিগুলির দলিল ফেরৎ না পেলে তারা জমি বিক্রী করার ব্যবস্থা করতে পারেন না।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: In some cases the lands have not been registered. The tenants can take back their land if they like.

Mr. Speaker: I think I can answer on this question. In India section 17 of the Registration Act applies which means you cannot sell, mortgage, transfer or do anything touching an immovable property; if you want to do anything it must be registered. Here merely an offer has been made. It has not been released. You can do anything with the land.

Sj. Ganesh Ghosh: The question here is that a number of persons has already executed bond by mortgaging the land.

Mr. Speaker:

কোন বন্ধ হয় নি।

Sj. Ganesh Ghosh:

অনেক হয়েছে। বন্ধক দিয়েও ঋণ পায়নি এমন যেক্ষেত্রে হয়েছে সেক্ষেত্রে বন্ধকী দলিলগুলি বাতিল করিয়ে নিতে পারে সেটা দেখবেন কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

সেই সেই বন্ধকী দলিলগুলির এখন কোন মূল্য নাই।

Sj. Hare Krishna Konar:

বাতিল করিয়ে নিতে পারে এই কথা আমাদের দেশের কৃষকদের চেতনার স্তর বিবেচনা করে মন্ত্রী মহাশয় ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও এস ডি ও-দের নোটিস দিয়ে জানিয়ে দিন।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

হ্যাঁ, হ্যাঁ, হবে। বাতিল করে নিতে পারে।

Distress in Kharba police-station, Malda district

***18. Dr. Golam Yazdani:** (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Relief Department be pleased to state if it is a fact that food distress is prevailing all over the area under police-station Kharga in the Malda district?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state whether Government consider the desirability of—

(*i*) distributing free relief on a large scale;

(*ii*) making liberal grants of agricultural loan; and

(*iii*) stopping the realisation of previous loans until the harvesting of the next autumn crop?

The Minister for Food, Relief and Supplies (the Hon'ble Prafulla Chandra Sen): (*a*) There is some distress.

(*b*) (*i*) and (*ii*) Adequate gratuitous relief and agricultural loans are already being given.

(*iii*) No.

Dr. Golam Yazdani:

মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন ডিসট্রেস রয়েছে, যদি ডিসট্রেস থাকে তাহলে ঋণ আদায় করতে চাচ্ছেন কেন, সাময়িকভাবে স্থগিত রাখতে চাচ্ছেন না কেন?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: Adequate gratuitous relief and agricultural loans are being given.

তাই কোন প্রয়োজন মনে করি না।

Dr. Golam Yazdani:

তাহলেও অর্থাৎ গ্র্যাচুটাস রিলিফ দিলেও ঋণ আদায় স্থগিত রাখার বিষয়ে বিবেচনা করবেন কি?

Mr. Speaker:

আপনি কবেকার প্রশ্ন করছেন এটা তো আপনার ১৪ই জুন ১৯৫৭-এর ব্যাপার। বর্তমানের কথা বলুন।

House building loan in flood-affected areas of Birbhum district

***19. Sj. Turku Hansda and Dr. Radhanath Chattoraj:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Relief Department be pleased to state—

(ক) বীরভূম জেলার বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে গৃহনির্মাণ ঋণ কখন দেওয়া হইবে;

(খ) ইহা কি সত্য যে, ঐ অঞ্চলের জনসাধারণ তাঁহাদের সম্পত্তি বন্ধক দিয়া সরকার বরাবর দলিল সম্পাদন করিয়া দিয়াছেন;

(গ) বীরভূম জেলায় ঐরূপ দলিলের সংখ্যা কত;

(ঘ) নাত্তপুর থানায় ঐরূপ দলিলের সংখ্যা কত;

(ঙ) ঐ দলিল সম্পাদন করার ফলে তাঁহাদের সম্পত্তি সরকারের নিকট বন্ধক পড়িয়াছে বলিয়া সম্পত্তি বিক্রয় হইতেছে না, ইহা কি সত্য; এবং

(চ) এইরূপ অবস্থা দূরীকরণের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন?

The Minister for Food, Relief and Supplies (the Hon'ble Prafulla Chandra Sen):

(ক) বীরভূম জেলার বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে গৃহনির্মাণ ঋণ ইতঃপূর্বেই দেওয়া হইয়াছে।

(খ) হ্যাঁ যাঁহারা ১৯৫৭ সালের ডিসেম্বর মাসের পূর্বে গৃহনির্মাণ ঋণ পাইয়াছেন, তাঁহাদের সম্পত্তি বন্ধক দিতে হইয়াছে।

(গ) ১,৬০০।

(ঘ) ৬৮৫।

(ঙ) ও (চ) এইরূপ কোন খবর পাওয়া যায় নাই, তবে যাঁহারা সম্পত্তি বন্ধক দিয়াছিলেন অথচ ঋণ পান নাই, তাঁহারা তাঁহাদের বন্ধকী দলিলগুলি বাতিল করাইয়া লইতে পারেন।

Sj. Durgapada Das:

মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যারা বন্ধক দিয়েছিল তারা বন্ধকী দলিলগুলি বাতিল করিয়ে নিতে পারবে—এই বাতিল করার জন্য কোন খরচ হবে কি না?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

কিছু হবে না।

Sj. Radhanath Chattoraj:

যারা দলিল সম্পাদন করেছে তাদের সকলকেই ঋণ দেওয়া হয়েছে কি না?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

না, তাহলে প্রশ্নই উঠত না।

Sj. Radhanath Chatteraj:

না দেবার কারণ কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

স্থানীয় অফিসাররা বিবেচনা করে দেখেছেন পেতে পারে না।

Sj. Hare Krishna Konar:

মন্ত্রী মহাশয় বল্লেন স্থানীয় অফিসাররা মনে করেছেন তাদের ঋণের প্রয়োজন নাই। আমি জিজ্ঞাসা করতে পারি কি মন্ত্রী মহাশয় এস ডি ও, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটদের জিজ্ঞাসা করে জানবেন কি তারা দরকার নেই ব'লে জানিয়েছেন কেন?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

তারা বলেছেন দরকার নাই, জিজ্ঞাসা করব কি?

Sj. Hare Krishna Konar:

তাহলে আমরা বলব প্রফুল্লবাবুই দয়া করে দেন নি।

Inclusion of brick-making and brick-laying in test relief works

*20. **Sj. Shyama Prasanna Bhattacharjee:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Relief Department be pleased to state whether Government have any proposal to include brick-making and brick-laying and other constructional works in test relief works?

The Minister for Food, Relief and Supplies (the Hon'ble Prafulla Chandra Sen): Yes, wherever possible.

Sj. Shyama Prasanna Bhattacharjee:

এই ব্রিক বিল্ডিং যে হবে, কয়লার খরচ কি রিলিফ ডিপার্টমেন্ট থেকে দেওয়া হবে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

যদি বন্যা বা অন্য কোন কারণে বাড়ীঘর পড়ে গিয়ে থাকে তাহলেই।

Sj. Shyama Prasanna Bhattacharjee:

এটা তো আপনাদের টেস্ট রিলিফ-এর কাজ—এই টেস্ট রিলিফ-এর কাজে ইট তৈরীর ও কয়লার খরচ কি রিলিফ ডিপার্টমেন্ট থেকে দেওয়া হবে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

এটা হাইপোথেটিক্যাল প্রশ্ন। যেখানে লোকের কর্মসংস্থান নাই এবং যেখানে ডিসট্রেস আছে সেক্ষেত্রে আমরা মজুরী দেব, শুধু কয়লার খরচ তো টেস্ট রিলিফ-এ দেবার কোন নিয়ম নেই।

Mr. Speaker:

যেখানে নিয়ম নাই সেক্ষেত্রে কি করে দেওয়া যেতে পারে?

Sj. Hare Krishna Konar:

ইট তৈরী করলেন, রিলিফ দিয়ে ইট তৈরী করলেন, এভাবে একটা ন্যাশনাল ওয়েল্থ হল --সেটা কয়লা দিয়ে পোড়াবার ব্যবস্থা করবেন না?

Mr. Speaker:

সেটি হবে না।

[Laughter]

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

হ্যাঁ, সেটা দেওয়া হবে, তবে অন্য ডিপার্টমেন্ট থেকে।

Production of rice in Sunderban areas

*21. **Sj. Hemanta Kumar Ghosal:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Food Department be pleased to state—

((*a*) actual production in maunds of rice in Sunderbans comprising of police-stations of Hasnabad, Sandeshkhali, Canning, Haroa, Jaynagar, Kakdwip, Mathurapur, Sagore, Baraset and Bhangore under 24-Parganas district in the year 1956-57;

(*b*) estimated production in 1957-58;

(*c*) estimated internal deficit in 1957-58;

(*d*) how Government proposes to meet this internal deficit;

(*e*) number of persons under test relief work in Sunderbans in the year 1956 and month by month from January, 1957, to 20th November, 1957; and

(*f*) whether Government has got any programme to extend test relief work in Sunderbans in view of the acute distress prevailing there?

The Minister for Food, Relief and Supplies (the Hon'ble Prafulla Chandra Sen): (*a*) 118.63 lakh maunds.

(*b*) 73.29 lakh maunds (provisional).

(*c*) 0.94 lakh maunds (provisional).

(*d*) By distribution from Government stocks through modified rationing shops.

(*e*) A statement is laid on the Library Table.

(*f*) Test relief is still in operation.

[3-40—3-50 p.m.]

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

আপনি প্রডাকশনের যে হিসাবটা দিয়েছেন, সেই প্রডাকশন যে গ্রামে হয়, সেই জায়গার সার্ভেটা কিভাবে হয়?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আমাদের যে স্টেট স্ট্যাটিস্টিক্যাল ব্যুরো, তাঁরা র‍্যান্ডম স্যাম্পল সার্ভে করেন। তাঁদের হয়ত কিছু এরর থাকতে পারে। কিন্তু থানাওয়াইজ এরর বেশি হয়, স্টেটওয়াইজ এরর খুব কম হয়।

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

এই যে প্রসিডিওরটা ফলো করা হয় বললেন—খারাপ এবং ভাল জমির প্রডাকশন,—দুটো জায়গা থেকেই কি সার্ভে করা হয়? এবং এই দুটো জায়গা থেকে সার্ভে করে কি হিসাব নেওয়া হয়?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

মাননীয় সদস্য মহাশয় যদি দয়া করে রাইটার্স বিল্ডিংসএ আমার কাছে আসেন, তাহলে এই বৈজ্ঞানিক প্রথাটা ঘন্টাখানেক চেষ্টা করে তাঁকে বুঝিয়ে দেবো।

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

প্রফুল্লবাবু যে বৈজ্ঞানিক প্রথা গ্রামে চালু করেন, এবং যেটা আমাকে বোঝাবেন বলছেন, সেই ইউনিয়ন বোর্ড বা গ্রামের সাধারণ লোক যাদের দিয়ে সার্ভে নেন, তাঁরা কি এই বৈজ্ঞানিক প্রথাতে সার্ভে নিতে পারেন?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

তাঁরা বৈজ্ঞানিক প্রথাটা শিখে নেন।

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

উঁনি যে বলেছেন টেস্ট রিলিফ ওয়ার্কস এখনও অপারেশনে আছে, সেই এখন বলতে কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

এখন মানে, যখন উত্তর দিয়েছি সেই অবধি।

Mr. Speaker: I may tell you that on the 21st November, 1957 the question was put and the answer was given on the 25th March, 1958.

Increase in number of modified ration shops in the rural areas

***22. Dr. Brindabon Behari Bose:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Food Department be pleased to state—

(*a*) whether Government is thinking of opening further modified ration shops in the rural areas in view of the present food crisis in the district of Howrah;

(*b*) if so, whether any classification, with respect to family cards, will be maintained or not;

(*c*) if so, how much quantity of rice and wheat per head will be supplied through such shops; and

(*d*) whether any ratio of wheat and rice in the supply will be maintained?

The Minister for Food, Relief and Supplies (the Hon'ble Prafulla Chandra Sen): (*a*) Number of existing modified ration shops will be increased as and when necessary.

(*b*) All classes of population are at present entitled to draw supplies from modified ration shops and no discrimination is now made between one class and another.

(*c*) One seer of rice and one seer of wheat/wheat products per adult per week and half the quantity for a child.

(*d*) This will depend on the supplies of rice and wheat received from the Centre.

Dr. Kanailal Bhattacharya:

উঁনি বলেছেন যখন নেসেসারী হবে তখন এটাকে বাড়ান হবে। আমার বক্তব্য হচ্ছে, যখন প্রভিসিয়নটা করা হয়েছিল তখন এ্যাকচুয়ালি নাম্বারটা বাড়ান হয়েছিল কি না?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

মাননীয় সদস্য সময় বললে সঠিক উত্তর দিতে পারতাম। তবে এইটুকু বলতে পারি হাওড়া সহরে ও অন্যান্য অঞ্চলে র‍্যাশনের সংখ্যা বাড়ান হয়েছে।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এখানে বলেছেন 'এ্যাট প্রেজেন্ট'। এই এ্যাট প্রেজেন্ট বলতে তিনি কোন্ সময় বুঝিয়েছেন?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

যখন উত্তর লেখা হয়েছে, ছয় সাত মাস আগের সময়।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

ছয়-সাত মাস আগের যদি হয় তাহলে আমি বলছি তখন দেওয়া হ'ত না, আর যদি বলেন দু'দিন আগের কথা তাহলে হতে পারে। আমি বলছি পনের দিন আগেও অল ক্লাশেসকে রেশন দেওয়া হ'ত না। শুধু ক্লাশ 'এ'-কে দেওয়া হ'ত, ক্লাশ 'বি' এবং 'সি'-কে কোন রকম রেশন দেওয়া হ'ত না। এ বিষয়ে তিনি কি কোন তদন্ত করে দেখবেন?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

হাওড়া সহরে কোন শ্রেণী বিভাগ ছিল না, সকলেই পেতেন। গ্রাম অঞ্চলেও কোন কোন জায়গায় দেওয়া হত, অবশ্য কোন কোন জায়গায় দেওয়া হয় নি।

Sj. Shyama Prasanna Bhattacharjee:

ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট একথা বলেছেন যে 'এ' শ্রেণী ছাড়া আর কাউকে দেওয়া হবে না।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আপনি এখনকার কথা যদি বলেন তাহলে বলব এখন ওইরকম বলে দিয়েছি, কারণ, জিনিস-পত্রের দাম এখন কমে যাচ্ছে।

Sj. Suhrid Mullick Chowdhury:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে অনেক সময় দোকানেতে এক সের চাল এবং এক সের হুইট দেওয়ার যে নিয়ম আছে সেখানে হুইট পাওয়া যায় না এবং সেজন্যে আপনার একটা নিয়ম আছে যে হুইট না থাকলে রাইস দেওয়া? আমার জিজ্ঞাসা এই নিয়মটা কি আপনি পরিবর্তন করবেন?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আপনি বোধহয় জানেন এখন এক সের চাল আধ সের হুইট কিছু পরিমাণ সুজী এবং কিছু পরিমাণ ময়দা দিয়ে থাকে।

Sj. Suhrid Mullick Chowdhury:

রাইসটা অন্য জিনিস না থাকলে বেশি দেওয়া হয় কি? তা দেওয়া হয় না। আমার বক্তব্য রাইস-এর সংগে হুইট বা অন্য জিনিস না নিলে পরে সেটা দেওয়া হবে কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

এটা আমরা বিবেচনা করব।

Sj. Narayan Chobey:

আপনি বলেছেন আধ সের গমের বদলে আটা দেন এবং সুজী দেন। সেটা কোথায় দেওয়া হয়?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আমি কলকাতার কথা বলেছি।

Introduction of modified rationing in Sandeshkhali police-station in 1957

*23. **Sj. Haran Chandra Mandal:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Food Department be pleased to state—

(ক) ১৯৫৭ সালে সন্দেশখালি থানা এলাকার জন্য মডিফায়েড রেশনের কতজন ডিলার নিযুক্ত করা হইয়াছিল;

(খ) ১৯৫৭ সালে ঐ ডিলারদের মারফত কত চাউল ও আটা সরবরাহ করা হইয়াছিল;

(গ) ১৯৫৭ সালের মডিফায়েড রেশন-প্রাপক প্রাপ্ত ও [illegible]-বয়স্কদের প্রতি সপ্তাহে মাথাপিছু কি পরিমাণ চাউল ও আটা সরবরাহের সিদ্ধান্ত ছিল ; এবং

(ঘ) ১৯৫৭ সালে [illegible] থানা এলাকায় প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্তবয়স্ক মডিফায়েড রেশন-প্রাপকদের সংখ্যা যথাক্রমে কতজন ছিল?

The Minister for Food, Relief and Supplies (the Hon'ble Prafulla Chandra Sen):

(ক) পঞ্চায়টি।

(খ) —

চাউল—১১,৮২২ মণ।

গম—৬১১ মণ।

আটা—৭৫০ মণ।

(গ) —

প্রাপ্তবয়স্ক—এক সের চাউল ও এক সের গম বা গমজাত দ্রব্য।

অপ্রাপ্তবয়স্ক—আধ সের চাউল ও আধ সের গম বা গমজাত দ্রব্য।

(ঘ) —

প্রাপ্তবয়স্ক—১৮,৭৪৮ জন।

(অপ্রাপ্তবয়স্ক—৪,৬৮৮ জন।

Monthly average price of rice in West Bengal from January, 1957, to January, 1958

*24. **Sj. Sudhir Kumar Pandey:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Food Department be pleased to state—

(a) average retail price per maund of ordinary variety of rice in each district of West Bengal including Calcutta, month by month, from January, 1957, to January, 1958;

(b) whether the opening of fair price shops by the Government has influenced in any way the price of rice in the open market; and

(c) if so how?

The Minister for Food, Relief and Supplies (the Hon'ble Prafulla Chandra Sen): (a) A statement is laid on the Library Table.

(b) and (c) Distribution of foodgrains through modified ration shops has been successful in arresting upward trend in prices but for which the prices would have been higher.

Sj. Saroj Roy:

মেদিনীপুরে জেলার যে সমস্ত জায়গায় ত্রিশ টাকা করে চালের মণ হয়েছিল সেখানে দু'-চারটে আপনাদের রেশন সপ ছিল—মডিফায়েড র‍্যাশান সপ। আপনি বলেছেন রেশন সপগুলির জন্য আপনারা

successful in arresting upward trend in prices

হয়েছেন। আপনি যে দু'চারটে রেশন সপ দিয়েছিলেন তা যদি না দিতেন তাহলে সেখানে ত্রিশ টাকার জায়গায় চালের মণ কত পর্যন্ত উঠত?

UNSTARRED QUESTIONS

(answers to which were laid on the table)

Number of displaced persons in Barasat and Amdanga police-stations, 24-Parganas

12. Sj. Chitto Basu: Will the Hon'ble Minister in charge of the Refugee Relief and Rehabilitation Department be pleased to state—

(*a*) what is the number of displaced persons in Barasat and Amdanga police-stations;

(*b*) how many of them have been granted H.B. loans and S.T. loans up till now;

(*c*) whether there is any scheme of the Government to set up any industry, small or big, within these two police-stations for the economic resettlement of them:

(*d*) whether there are any Muslim displaced persons in these two police-stations; and

(*e*) if so, what is the number of them and what steps have so far been taken for the rehabilitation of them?

The Minister for Refugee Relief and Rehabilitation (the Hon'ble Prafulla Chandra Sen): (*a*) 20,127 persons (4,025 families).

(*b*) H.B. loans—2,777 families.

S.T. loans—851 families.

(*c*) At the moment, none.

(*d*) No.

(*e*) Does not arise.

Sj. Chitto Basu:

আপনি যে হিসাব দিয়েছেন এটা কোন্ সাল পর্যন্ত? এই যে what is the number of displaced persons in Barasat and Amdanga police-stations এই প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন ২০,১২৭ পার্সন্স (৪,০২৫ ফ্যামিলিজ), এটা কোন তারিখ পর্যন্ত হিসাব?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

এটা ১৯৫৭ সালের নভেম্বর পর্যন্ত হিসাব।

[3-50—4 p.m.]

Sj. Chitto Basu:

এই যে এইচ বি লোনস ২,৭৭৭টি ফ্যামিলিস পেয়েছে, এর ভিতর কত লোক রুর‍্যাল স্কীমে এবং কত পরিবার আর্বান স্কীমে পেয়েছে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আমার এখানে ব্রেক-আপ নাই, নোটিস দিলে পরে বলতে পারবো।

Sj. Chitto Basu:

আপনি জানেন ৮৫১টি ফ্যামিলিস এস টি লোন পেয়েছে, এই ২,৭৭৭টি পরিবারের কত-গুলি এস টি লোন পেয়েছে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

এখানে তো দেওয়াই আছে—এইচ বি লোন ২,৭৭৭টি পরিবার এবং এস টি লোন ৮৫১টি পরিবার।

Sj. Chitto Basu:

প্রশ্নোত্তরে আছে ২,৭৭৭টি পরিবার এইচ বি লোন পেয়েছে, আর্বান স্কীমে হলে পরে এইচ বি লোন, আর গ্রাম্য স্কীমে হলে পর এস টি লোন এবং এ জি লোন পাবে—এখন এই এস টি লোন কত লোক পেয়েছে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

অফ্‌হ্যান্ড বলা যাবে না, নোটিস চাই।

Sj. Chitto Basu:

বারাসত আমডাঙ্গাতে অনেক রিফিউজি এস টি লোন পাওয়া সত্ত্বেও এইচ বি লোন পায় নি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

হতে পারে।

Sj. Chitto Basu:

এর কারণ কি ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট থেকে স্যাংশন পাওয়া যায় নি বলে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

এটা ঠিক বলতে পারি না। খবর নেবো।

Sj. Chitto Basu:

আপনি কি জানেন যে সরকার পক্ষ থেকে যে সমস্ত রিফিউজিকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল তাদের জীবনের মান নীচে নেমে গিয়েছে?

Mr. Speaker: The question is disallowed.

Sj. Chitto Basu:

তাদের জীবনের মান কি উন্নীত হয়েছে?

Mr. Speaker: That question does not arise.

Sj. Chitto Basu:

আপনার কি স্মরণ আছে যে ১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে আমাকে ব্যক্তিগতভাবে এক পত্রে জানিয়েছিলেন যে ঐ সকলকে শিল্পাঞ্চলে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য এ্যাকটিভিটি কন্সিডার করছেন?

Mr. Speaker:

হ্যাঁ, বোধহয় কন্সিডার করছেন।

Sj. Chitto Basu:

তাহলে কি এ্যাট প্রেজেন্ট নন? তবে যে চিঠিখানি লিখেছিলেন তা কি চিন্তা করে লেখেন নি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

সমস্ত দেখাশুনা নিয়েই চিঠি লেখা হয়েছিল।

Sj. Chitto Basu:

মুস্লিম রিফিউজি কাদের বলা হবে?

Mr. Speaker:

মুস্লিম রিফিউজিদের মুস্লিম রিফিউজি বলা হয়।

Sj. Chitto Basu:

উনি বলেছেন বর্তমানে একটিও মুস্লিম উদ্বাস্তু নাই, কোন ভিত্তিতে, কোন সংখ্যার উপর ভিত্তি করে এটা বলছেন?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

১৯৫০ সালের ডিস্টারব্যান্সে যারা ডিসপ্লেসড হয়েছিল তাদের মধ্যে আর কেউ নাই।

Sj. Chitto Basu:

যে সমস্ত মুস্লিম পরিবার বসতবাটী হারিয়েছে তারা কি উদ্বাস্তু নয়?

[নিরুত্তর]

Relief measures in Sadipur Union, Malda district

13. Janab Elias Razi: Will the Hon'ble Minister in charge of the Relief Department be pleased to state—

(ক) সরকার কি মালদহ জেলার অন্তর্গত সাদীপুর ইউনিয়নের ১-৬-১৯৫৭ তারিখের ১৯৭(২)নং পত্রে সভার কোন প্রস্তাব পাইয়াছেন; এবং

(খ) যদি পাইয়া থাকেন, তবে সরকার ভাদই ফসল বুনানির জন্য প্র... কৃষিঋণ ও দিবার কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করার কথা বিবেচনা করিতেছেন?

The Minister for Food, Relief and Supplies (the Hon'ble Prafulla Chandra Sen):

(ক) মালদহ জেলায় সাদীপুর নামে কোন ইউনিয়ন বোর্ড নাই, তবে সাদীপুরে ইউনিয়ন বোর্ডের ১৯৭(২)নং পত্রে উক্ত ইউনিয়ন বোর্ডের ১-৬-১৯৫৭ তারিখের সভার প্রস্তাবের প্রতিলিপি পাওয়া গিয়াছে।

(খ) মালদহ জেলার সাদীপুর ইউনিয়ন এলাকায় ৭৬,০১০ টাকা কৃষিঋণ এবং ৬,০৭৮ টাকা নগদ খয়রাতি সাহায্য বিতরণ করা হইয়াছে। বর্তমানে খাদ্যশস্য, খয়রাতি সাহায্য দেওয়া হইতেছে।

Number of Fair Price Shops in Gopiballavpur, Sankrail and Nayagram police-stations

14. Sj. Surendra Nath Mahata: Will the Hon'ble Minister in charge of the Relief Department be pleased to state—

(ক) মেদিনীপুর জেলার গোপীবল্লভপুর, নয়াগ্রাম এবং শাঁকরাইল থানায় প্রতি থানায় কতগুলি ন্যায্য মূল্যের দোকান খোলা হইয়াছে;

(খ) মেদিনীপুর জেলায় গোপীবল্লভপুর, নয়াগ্রাম ও শাঁকরাইল থানায় খয়রাতি সাহায্য দেওয়া হইতেছে কিনা; এবং

(গ) দেওয়া হইয়া থাকিলে, উল্লিখিত প্রতি থানায় কতজনকে খয়রাতি সাহায্য দেওয়া হইতেছে?

The Minister for Food, Relief and Supplies (the Hon'ble Prafulla Chandra Sen):

থানার নমা।	দোকানের সংখ্যা।
(ক) গোপীবল্লভপুর	১০টি
শাঁকরাইল	কোন দোকান খোলা হয় নাই
নয়াগ্রাম	৭টি

(খ) হ্যাঁ।

থানার নাম।	খয়রাতি সাহায্য প্রাপকের সংখ্যা (ইউনিট)।
(গ) গোপীবল্লভপুর	৪৮৮
শাঁকরাইল	২১৫
নয়াগ্রাম	২৮২

Distribution of agricultural loan in Mal, Matali and Nagrakata police-stations of Jalpaiguri district

15. Sj. Mangru Bhagat: Will the Hon'ble Minister in charge of the Relief Department be pleased to state—

(*a*) how many peasants of Mal, Matali and Nagrakata police-stations in the district of Jalpaiguri applied for agricultural loan during the current year;

(*b*) total demand for such loan;

(*c*) if it is a fact that no applicant has yet received such loan; and

(*d*) if not, how many peasants have received the loan up till now, and the amount paid on an average to each peasant?

The Minister for Food, Relief and Supplies (the Hon'ble Prafulla Chandra Sen): (*a*) None.

(*b*), (*c*) and (*d*) Do not arise.

Discontinuance of payment of house building loan to flood-affected people of Burdwan district

16. Sj. Benoy Krishna Chowdhury: (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of hte Relief Department be pleased to state if it is a fact—

(*i*) that in the district of Burdwan house building loan has not been distributed to the flood-stricken people; and

(*ii*) that Government have communicated to the district authority that no further money will be allotted on this account?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state the reasons therefor?

The Minister for Food, Relief and Supplies (the Hon'ble Prafulla Chandra Sen) (*a*)(*i*) No.

(*ii*) Yes.

(*b*) Owing to a reorientation of the scheme and availability of funds with the District Magistrate no further funds were sanctioned.

Adjournment Motion

Sj. Dasarathi Tah:

স্যার, আমার একটি মুলতুবি প্রস্তাব আছে। জমিদারী তো উঠে গিয়েছে কিন্তু সেখানে ০ হাজার বিঘা জমিতে একজন জমিদার হয়ে রয়েছে। মুলতুবি প্রস্তাব হচ্ছে—

·viction of letters from their lands in the Boro Bul (Burdwan) by anti-ocial goonda elements.

·খানে ১০ হাজার বিঘা জমিতে জমিদার সৃষ্টি হয়েছে অথচ জমিদারী উঠে গিয়েছে।

Mr. Speaker: You have read your motion. You may not speak on it.

Dr. Golam Yazdani: My adjournment motion is this—This Assembly lo now adjourn to discuss a matter of urgent public importance and of ecent occurrence, viz., the firing by police on the people at a Babupur hat market place), P.S. Gajol, district Maldah, on or about the 18th Yovember, 1958.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

স্যার, গতকাল বেরুবাড়ী ইউনিয়ন পাকিস্তানকে দিয়ে দেবার ব্যাপারে আমি একটা স্পেশাল মোশন' দিয়েছিলাম এবং আপনি বলেছিলেন যে মিনিস্টারের কাছ থেকে মিনিস্টার নসার্নডের কাছ থেকে খবর নিয়ে আমার সেই মোশনের 'কেস' কি হল জানাবেন। সেটা আমি খন জানতে চাইছি। কারণ, স্যার, আপনি জানেন—বোধহয় ১০ হাজার রিফিউজি যারা সেখানে রকারী সাহায্য ছাড়াই পুনর্বসতি করেছে।

Mr. Speaker:

আজকে আর বলবেন না, আমি সেটা রেফার করেছি আণ্ডার সি রুলস্।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

আপনি হয়ত জানেন না, স্যার, যে, চীফ মিনিস্টার সেক্রেটারিয়েট থেকে আমাদের খবর হচ্ছে .য চীফ সেক্রেটারী এস এন রায়, প্রাইম মিনিস্টারকে ভুল তথ্য পরিবেশন করার জন্যই এরকম ঘটেছে।

Mr. Speaker: The Chief Minister at the instance of the Leader of the Opposition promised to make a statement in the House on that topic.

Sj. Jyoti Basu:

স্পীকার মহাশয়, আমার একটা অধিকারগত প্রশ্ন আছে। কাল আমাদের হাউস বন্ধ হওয়ার আগে হঠাৎ আপনি উঠে দাঁড়িয়ে বল্লেন যে, মিউনিসিপ্যাল বিলে যেটা আলোচনা হয়েছে সে সম্পর্কিত ব্যাপারে বি কে সেন সম্বন্ধে যা কিছু রেফারেন্স হয়েছে—যেহেতু হাইকোর্টে মামলা হচ্ছে সেই হেতু সেগুলি যেন না ছাপা হয়। আমি প্রথম কথা যেটা জানতে চাই সেটা হচ্ছে, ওটা কি "এক্সপাঞ্জ" করা হয়েছে?

Mr. Speaker:

না, এক্সপাঞ্জ করা হয়নি।

Sj. Jyoti Basu:

আপনি বলে দিলেন ছাপান হবে না। আমি জানি না কোন অধিকারে আপনি সেটা বল্লেন, সে সম্বন্ধে আমার প্রশ্ন আছে। আমার ধারণা এ রকমের অধিকার আপনার নাই। সংবাদপত্রে ছাপান হবে না বলতে পারেন—এরকম অধিকার আপনার নাই, এরকম হতে পারে না।

তৃতীয় কথা, একটা বিল এসেছে তাতে অনেক আলোচনা হল এবং যেভাবে আপনি হঠাৎ শেষ মুহূর্তে রুলিং দিলেন তাতে মনে হতে পারে এবং আমাদের মনেও এই ইম্প্রেশন হয়েছে যে সংবাদপত্রে এ খবর প্রায় বেরুবেই না—এবং সেটাই দেখছি আজকে যে প্রায় বেরয় নি। এটা

তো মারাত্মক তাহলে? কারণ ঘটনাটি কি? শুধু একটি বক্তৃতা যা হয়েছে, আমি যা শুনেছি আমাদের এদিককার ধীরেন ধর মহাশয় যে বক্তৃতা দিলেন তাতে শুনলাম—একজন কমিশনারের নামে মামলা হচ্ছে, আর একজন তাঁর নীচে যিনি কাজ করে যাচ্ছেন তাঁকে কমিশনার এ্যাপয়েন্ট করছেন না; না করে নূতন করে একজনকে এ্যাপয়েন্ট করার কি দরকার হচ্ছে? এটা ছাপতে পারবে কি পারবে না, আপনার কথায় এটাও ছাপতে পারবে না। কাল যেমন বঙ্কিমবাবু বলেছিলেন—

[4—4-20 p.m.]

কমিশনার আছে কি নেই এটাই যখন ঠিক নেই তখন আমরা কাকে তাড়াব? পয়েন্ট অব অর্ডার উঠেছিল তাতে প্রশ্ন ছিল যে, বি কে সেনের মাইনেটা তাকে আমরা কি হিসেবে দিচ্ছি। এই যে আলোচনা হল এই আলোচনা কি আমরা ছাপতে পারব না? এটা কোথায় সাব জুডাইস—

Mr. Speaker: I will give a written ruling day after tomorrow.

Sj. Jyoti Basu:

ডে আফটার টুমরো আপনি দেবেন বলছেন—এত দেরী হলে এসব গরম জিনিস নরম হয়ে যাবে। আপনি—

Mr. Speaker: I think I have the power but if I say I have the power this House is entitled to know where do I derive my power from.

আমি জানি যে আমার ক্ষমতা আছে, কিন্তু হাউসের মেম্বারদের ও জানা উচিত যে আমার পাওয়ার আছে কি না।

Sj. Jyoti Basu:

পোর্স্ দ এটা না করে কাজ করতে চেষ্টা করুন।

Mr. Speaker:

আচ্ছা, আমি চেষ্টা করব।

Sj. Jyoti Basu:

আমি দেখেছি স্পীকাররা সাধারণত যা করেন সেটা হচ্ছে যদি কোন ম্যাটার সাব জুডাইস হয় সেটা আলোচনা করতে দেন না।

Mr. Speaker:

আপনি হয়ত ছিলেন না, তাই আপনি জানেন না, আমি অনেক বার বলেছি—আমি এই হাউসে ফ্রি ডিসকাসন এ্যালাউ করব এবং সেই ফ্রি ডিসকাসন ওয়াজ এ্যালাউড আনইম্পেয়ার্ড কিন্তু about the publication part of it in the news papers I have a different view and I will give the reasons.

Sj. Jyoti Basu:

এ আপনি একটা নতুন কথা বলছেন, হাউসে আলোচনা হবে কিন্তু তা প্রকাশ করা হবে না—এ নীতি আপনি কোথায় পেলেন?

Mr. Speaker:

আমি আপনাকে বলছি—প্রসিডিংসটা পড়ুন।

Sj. Jyoti Basu:

আমি আপনার কাছে জানতে চাই—
even sub-judice matters can be discussed but I shall not allow publication এই কথা যে বলছেন আপনি—

Mr. Speaker: Mr. Siddhartha Sankar Roy raised the question. I said "don't discuss anything which is sub-judice. The judgment is not before me. I made attempt to get copies of the judgment but they were not made available?"

আমি আবার আপনাকে বলছি আপনি প্রসিডিংসটা পড়ুন।

Sj. Jyoti Basu:

আমি আপনাকে বলছি—আপনি মে'জ পার্লামেন্টারি প্রসিডিংসটা দেখতে পারেন, সেখানে লেখা আছে—

Matters pending judicial decision—page 457, 15th edition—"Matters awaiting adjudication by a court of law should not be brought forward in a debate except by means of a Bill".

এই যে জিনিসটা, এটা একটা বিশেষ জিনিস আলোচিত হচ্ছে বিলের মধ্যে। হাইকোর্টে একটা ঘটনা ঘটেছে, এই বিলে সেই আলোচনা করতে গেলে আপনি আমাদের গ্যাগ করতে চাইছেন

Mr. Speaker:

আপনাকে কে গ্যাগ করেছে।

Sj. Jyoti Basu:

আপনার যদি সে ক্ষমতা না থাকে তা হ'লে একথা বলতে পারেন না—আপনি গ্যাগ করবেন এই প্রসিডিংস।

Mr. Speaker: You can argue but I shall give my ruling whether I have the power or not.

Sj. Jyoti Basu:

আমি সেইজন্য বলছি—আপনার রুলিংটা যাতে কাল দিতে পারেন তার ব্যবস্থা করুন।

Mr. Speaker: I shall try to give it tomorrow.

Sj. Jyoti Basu:

মিঃ স্পীকার, আমার আর একটা বিষয়ের কথা বলবার আছে।

Mr. Speaker:

যা বলবার আছে বলুন।

Sj. Jyoti Basu:

কাল কথা হয়েছিল ডিবেটের জন্য আর একটা দিন দেবার জন্য, দেবেন কিনা তা কিছু পরিস্কার বলেন না। ও'রা বলেছেন খাদ্যের জন্য বিশেষ দিন না দিয়ে যে অ্যান্টি-প্রফিটিয়ারিং বিল আছে সেইটের উপর খাদ্যের ব্যাপারে আলোচনা করলেই হবে। কিন্তু আমরা তা চাই না, আমরা চাই খাদ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ একটা স্বতন্ত্র আলোচনা। খাদ্যশস্যের মূল্য সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের কথা আমরা শুনছি। এ বিষয়ে গভর্নমেন্টের একটা স্টেটমেন্ট দিলে ভাল হয়। এখনকার যে অর্ডিন্যান্স আছে তাতে আছে সিলিং প্রাইস বাঁধা হ'ল, ফ্লোর প্রাইস বাঁধা হয় নাই, কিন্তু আমরা কাগজে দেখেছি ফ্লোর প্রাইস বাঁধা হবে। তারপর ধান-চালের দর বাঁধার ব্যাপারটা সেন্ট্রাল অ্যাক্টএ পড়বে, না এদের আইনে পড়বে তা কিছুই পরিস্কার করে বুঝা যাচ্ছে না। সেইজন্য গভর্নমেন্টের তরফ থেকে একটা স্টেটমেন্ট দেওয়া দরকার, যার বেসিসএ একটা আলোচনা চলতে পারবে। তাই আমি বলি—আপনি এই রিসেসএ মুখ্যমন্ত্রীকে ডাকুন, খাদ্যমন্ত্রীকে ডাকুন, ডেকে একটা কিছু বন্দোবস্ত করুন। তার আগে যদি এটা আসে তা হ'লে ভয়ানক মুশকিল হবে। সেক্ষেত্রে এ আলোচনার কোন সার্থকতা নাই।

Mr. Speaker:

আপনার বক্তব্য তো শুনলাম। এসব ব্যাপারে রুল একটু রিল্যাক্স হয়ত করা যেতে পারে, আমি আগেও এগ্রিড অ্যান্ড আই স্টিল এগ্রি। আমি তো বলেইছি—উই নিড নট বি সো রিজিড। দু'দিক থেকে সম্মত হ'লে স্টেটমেন্ট অফ গভর্নমেন্ট অ্যাজ দি বেসিস অফ ডিস-কাশন হ'তে পারে।

Sj. Jyoti Basu:

বিশেষ ক'রে ধান-চা'ল সম্বন্ধে।

Mr. Speaker: I have asked my secretary not to circulate the programme.

Sj. Jyoti Basu:

আমার আর একটা বিষয় আছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয় আছেন এখানে, মুখ্যমন্ত্রী এখানে এখন নেই। এই অ্যাসেমব্লির বাইরে প্রায় ৭০০ হাসপাতাল কর্মচারীরা এসেছেন তাঁদের একটা মেমোরান্ডাম দেবার জন্য, তাঁদের সঙ্গে ডাঃ নারায়ণ রায় রয়েছেন, তাঁদের ইউনিয়ন থেকে ডেলিগেশন এসেছে তাঁদের সঙ্গে মীট করবার জন্য যখন মন্ত্রীরা বাইরে যান না—এটা আমাদের অভিজ্ঞতা—তাঁদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মীট ক'রে তিনি তাঁদের মেমোরান্ডামটা রিসিভ করবেন।

Mr. Speaker:

এ তো মামুলি ব্যাপার।

Point of Order

Sj. Subodh Banerjee: On a point of order, Sir.

আপনি জানেন কোন একটা বিল হাউসের সামনে এলেই তার অ্যামেন্ডমেন্ট আমরা দিতে পারি এবং অ্যাসেমব্লি প্রসিডিওর রুলস অনুসারে সেজন্য আমরা সময় পাবার অধিকারী এবং এও আপনার জানা আছে যে, সময় নির্দিষ্ট ক'রে সেজন্য নোটিস দেওয়া হয়। কিন্তু বিল সার্কুলেট করার পর অ্যামেন্ডমেন্ট দেবার জন্য মেম্বারদের যথেষ্ট সময় পাওয়া উচিত। কিন্তু আজকাল সরকারপক্ষ একসঙ্গে কতকগুলি ক'রে বিল নিয়ে আসেন, সেই কারণে মেম্বাররা বিলগুলি পড়বার জন্য প্রচুর সময় পান না। অথচ বিল ভাল ক'রে না পড়লে মেম্বাররা কি ক'রে ঠিকমত অ্যামেন্ডমেন্ট দেবেন? সেইজন্য অন্তত ১৫ দিন সময় দেওয়া দরকার, অবশ্য বিশেষ ক্ষেত্রে এই নিয়ম রিল্যাক্স করা যেতে পারে অর্থাৎ ১৫ দিনের কম সময়েই অ্যামেন্ডমেন্ট দিতে হবে। কিন্তু বর্তমানে যা চলছে—

If that be the general practice, this is curtailment of our privilege, this is curtailment of our right, that has become the general practice.

আমি তার কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছি। কাল ৪টা বিল সার্কুলেটেড হয়েছে সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট সমেত। নাইনটিন্থ ডিসেম্বরের মধ্যে তার তিনটের অ্যামেন্ডমেন্ট শেষ করতে হবে। এর প্রত্যেকদিনই হাউসের সিটিং রয়েছে, ৭টার আগে আমরা এখান থেকে ছুটি পাই না, আমরা অধিকাংশ মেম্বাররাই ল-ইয়ার নই এবং আমাদের বেশির ভাগের বাড়িতেই লাইব্রেরি নাই। আপনি কি মনে করেন এ বিষয়ে আমাদের কিছুই পড়াশোনা করতে হয় না?

We have to go to the library and consult books.

এত অল্প সময়ের মধ্যে, ইজ ইট পসিবল ফর আস যে এই তিন দিনের মধ্যে মোটা মোটা বিল পড়ে তার অ্যামেন্ডমেন্ট দেব?

10—4-20 p.m.]

...দের যা অফিস, অ্যাসেমব্লির যা অফিস, হাউসের যা অফিস আমি মনে করি is one of the most efficient offices.

গভর্নমেন্টের [illegible] জন্য, তাঁদের অন্যান্য ডিপার্টমেন্টের অপদার্থতার জন্য আমাদের অফিস সাফার করবে এ হ'তে পারে না। গভর্নমেন্টের যা কর্তব্য তা তাঁদের করতে হবে। I am seeking no favour from anybody. I want to get my right vindicated. এটা হ'ল এক নম্বর। দ্বিতীয় নম্বর হ'ল, মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনি জানেন এতগুলো বিল এসেছে টু বি ডিসকাসড ইন দিস সেসন। আমরা শুনছি এটা একটা শর্ট সেসন হবে। যেসমস্ত বিল এসেছে সেগুলো আলোচনা হবে কিনা জানি না, অথচ এই বিলগুলো খেটে পাঠাচ্ছেন আমাদের কাছে, আমরাও বিলগুলো নিয়ে বসে খেটে অ্যামেন্ডমেন্ট পাঠাচ্ছি। দু'দিন বাদে দেখব কি—

the Bill is not going to be discussed

এগুলো হিউজ ওয়েস্টেজ অব এনার্জি ব'লে আমি মনে করি। এতে গভর্নমেন্টের একটা জিনিসই প্রমাণ করে যে, তাঁদের কোন মতিস্থির নেই। কোন্ বিল আসবে, কোন্ বিল আলোচনা হবে, এসব সম্বন্ধে তাদের কিছু মতিস্থির নেই। আপনি নিজে জানেন, মিঃ স্পীকার, স্যার, যে সেকেন্ডারী এডুকেশন বিলে আমরা তিনবার অ্যামেন্ডমেন্ট দিয়েছিলাম। আপনি কি মনে করেন যে, আমাদের সময় এত বেশি যে, আমরা এত সময় অপব্যয় করতে পারি। আমি অন্যের কথা বলতে পারি না, আমার নিজের কথা বলতে পারি যে, অপব্যয় করার মত এত সময় আমার হাতে নেই। রাত্রি দুটো পর্যন্ত খেটে আমাকে অ্যামেন্ডমেন্ট তৈরি করতে হয়, তারপরে এসে যদি দেখি যে, আমাদের সমস্ত পরিশ্রম ওয়েস্টেজ হচ্ছে তা হ'লে কি হয়? কেবল অফিসকে ডিসক্রেডিট করার অ্যাটেম্পট্ একটা রয়েছে গভর্নমেন্টের—এ জিনিস চলতে দেওয়া উচিত নয়। আপনার কাছে অনুরোধ আমাদের যা আইন আছে সেটা আপনি রিজিডলি এনফোর্স করুন এবং সরকারকে বাধ্য করুন সেই আইন অনুযায়ী চলবার জন্য। এখানে কোন যেবার বা রাগারাগির কোন প্রশ্ন নেই। স্পেশাল [illegible] যদি ডিফিকাল্টি দেখা দেয় তা হ'লে দি গভর্নমেন্ট উইল প্রে টু ইউ। এইসমস্ত জিনিসগুলি আপনি কন্সিডার করুন, তা না হ'লে আমাদের প্রিভিলেজ অনেক পরিমাণে কার্টেল্ হচ্ছে ব'লে আমি মনে করি।

Mr. Speaker: I have already told you in my chamber that it causes real hardship. I told you straightway that it is not humanly possible to give amendments after due consideration. Time factor is the most important point. Then there are other factors like want of books and library. It cannot be done haphazardly. I told you what little part I had to play.

Sj. Bankim Mukherji:

তা হ'লে কি এই বিলগুলো এই সেসনে আসবে না?

Mr. Speaker:

আমি সেটা আপনাদের পরে বলব, কারণ বিল আনতে গেলে আপনাদের তৈরি হ'তে হবে। যদি না আসে তা হ'লে মিছিমিছি তৈরি ক'রে সময় নষ্ট করবেন কেন?

The subject I have to raise for consideration of the House is the leave of absence of Mr. Clifford Noronha, M.L.A. (Nominated). Mr. C. Noronha, a member of the House, left for Brazil on the 9th December, 1958. He has applied for leave of the House for remaining absent from the meetings of the Assembly from the 15th December, 1958, till the end of May, 1959.

I think the House has no objection to leave being granted to him.

(No objection)

Leave granted. Let us proceed with the Bill.

GOVERNMENT BILL

The West Bengal Lifts and Escalators (Amendment) Bill, 1958

Cluase 1

The question that clause 1 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 2

Sj. Sunil Das: Sir, I beg to move that clause 2(1) be omitted.

স্যার, আমার অ্যামেন্ডমেন্ট হচ্ছে যে,

the words "Six months" shall be substituted and shall be deemed always to have been substituted.

আমি এটা অমিট করবার কথা বলেছি। আমি এটা এই কারণে অমিট করবার জন্য বলেছি যে, এই বিলে দুটো পর্যায়ে সময় বাড়াবার কথা বলা হয়েছে। কালকে মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় যা বললেন তাতে মনে হ'ল যেন ৯৬ জন ডিফল্টারের জন্য এই বিল আনা হচ্ছে এবং তাদের আরও কিছুদিন সুযোগ দেবার জন্য এই বিল আনা হচ্ছে। এই অ্যাক্টের ৮ ধারাতে ৩ মাসের সময় দেওয়া হয়েছিল এবং ১৮ ধারাতে একটা পেনাল ক্লজ জুড়ে দেওয়া হয়েছিল যে, যারা ৩ মাসের ভেতর লাইসেন্সের জন্য দরখাস্ত করবে না তাদের জন্য একটা পেনাল্টির ব্যবস্থা করা হবে। ১৯৫৮ সালের ১লা মে তারিখে এই অ্যাক্ট চালু করা হয়েছে এবং যখন চালু করা হ'ল তখন এই দেখে মনে হয়েছে যে, এদের জানা ছিল না যে, ৩ মাসের ভেতর সবাই দরখাস্ত করতে পারবেন কি পারবেন না। অথচ ১৯৫৫ সালে তাঁরা এই অ্যাক্টটা এনঅ্যাক্ট ক'রে রেখেছেন। ১৯৫৫ সালে অ্যাক্ট পাশ হয়ে গেল এবং তারপর ৩ বছর পরে তাঁরা যখন আইনটা চালু করলেন তখন জানলেন যে, ৩ মাসের ভেতর এই অ্যাক্টের ৮ ধারাতে যে প্রভিসন আছে সেই প্রভিসন অনুযায়ী সবাই দরখাস্ত করতে পারবেন কি পারবেন না এবং সেজন্য এখন তাঁরা বলছেন যে, এদের সময় বাড়িয়ে দেওয়া হোক। কিন্তু এই সময় বাড়িয়ে দেবার পরে বলেছেন যে, আরও কিছু লোক বাকি থেকে যাচ্ছে যাঁরা দরখাস্ত করতে পারছেন না এবং সেক্ষেত্রে তাঁরা বলছেন যে, ডবল লাইসেন্স ফি দিয়ে তাদের একটা সুযোগ দেওয়া হোক যাতে তারা দরখাস্ত করতে পারে। এখানে আমার বক্তব্য হ'ল, দুই ধাপে সময়টাকে না বাড়িয়ে মূল আইনে যা আছে সেটাকেই রাখা হোক। সেটা এখন ৩ মাস আপনারা রেখে দিন এবং সেটা অবশ্য পরে অ্যামেন্ডমেন্ট ও'রা দিয়েছেন ১৮-এ—তারপরে সেখানে বলুন যে, যাঁরা না দিতে পারলেন তাঁরা ডিফল্টার ফি দিয়ে দরখাস্ত করুন। কালকে মন্ত্রিমহাশয় বলেছেন যে, প্রায় ৭০০ লিফ্‌ট অ্যান্ড এসকালেটার রয়েছে এবং মাত্র ৯৬ জন ডিফল্টার তারা দরখাস্ত করে নি।

[4-20—4-30 p.m.]

সেদিক থেকে অ্যামেন্ডমেন্ট এনেছি যে, ৩ মাসই থাকুক, যা ছিল তাই থাকুক এবং যে ব্যবস্থা এই অ্যামেন্ডিং বিলের ভিতর দিয়ে [illegible] করতে যাচ্ছেন সেই ব্যবস্থা তিনি তাঁর পরবর্তী অ্যামেন্ডমেন্টএর ১৮ সেকসন ১(এ) দ্বারাই সম্ভবত করতে পারবেন। এই প্রসঙ্গে আমি এই কথা বলতে চাই যে, কনস্টিটিউশনে আর্টিকেল ২১৩(১)তে যে ক্ষমতা, যে লেজিসলেটিভ পাওয়ার গভর্নরকে দেওয়া হয়েছে অর্ডিন্যান্স করবার সেই ক্ষমতার অপব্যবহার করা হচ্ছে ব'লে আমি মনে করি। এই ব্যাপারে হয়তো কোনদিন আমরা দেখব যে, একটা হাইফেন যোগ করবার জন্য গভর্নর একটা অর্ডিন্যান্স করেছেন এবং পরে একটা হাইফেন বিল মন্ত্রিমহাশয় হাউসের স্যাংশনের জন্য হাউসের সামনে এনে হাজির করেছেন। এর কোন প্রয়োজনই ছিল না, এই ধরনের অর্ডিন্যান্স জারি ক'রে এই বিল হাউসে হাজির করবার। যদি মন্ত্রিমহাশয়ের সামান্যতম দূরদৃষ্টি থাকত তা হলে ৩ মাসেই সমস্ত আয়োজন করতে পারতেন। ৩ মাসে সমস্ত দরখাস্ত আসবে কি আসবে না সেইসব দিক বিবেচনা না ক'রেই যারা ডিফল্টার হবে

তাদের পেনাল্টির ব্যবস্থা করা হয়েছে। তখন লাইসেন্স ফিএর যে ব্যবস্থা করতে চান সেই ব্যবস্থার ভিতর দিয়েই সাজা দিতে পারতেন। এই ব'লেই আমি এই অ্যামেন্ডমেন্ট মুভ করছি। আমি মনে করি মূল আইনে যা ছিল তাই থাকা উচিত। এই অ্যামেন্ডিং বিলে এই ক্লজটা অত্যন্ত নিষ্প্রয়োজন।

Sj. Hon'ble Bhupati Majumdar:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, শ্রীযুক্ত দাস যেকথা বলেছেন তাতে আমার বক্তব্য হচ্ছে, তিনি একটা জায়গায় লক্ষ্য করেন নি, কারণ যা রেগুলারাইজ করতে হচ্ছে, যে অর্ডিন্যান্স হয়েছে তা বাধ্য হয়েই খানিকটা করা হচ্ছে। এই যে ক্লজ ১৭এ ক্ষমতা দেওয়া আছে সেটা হ'ল রেগুলারাইজ করবার পরেও টাইম রাখা হচ্ছে যার ভিতর লিফ্‌ট ওয়ালারা যারা বিপদে পড়েছে তাদের সুবিধা হবে, কারণ হোল প্ল্যানএর যে ছবি দেওয়া হয়েছে এবং অরিজিন্যাল যা প্ল্যান তা অনেকেই পায় নি। এতে লিফ্‌ট ব্যবহারকারীদের অনেকেরই অসুবিধা হবে। আমি সেজন্য কোন রিজিড ব্যবস্থা না ক'রে রিল্যাক্সেশন ক'রে টাইম রেখে দিচ্ছি যার ভিতর হয়ে যাবে। বিশেষ ক'রে ৭০০টির ভিতর ১৬টি মাত্র বাকি আছে—এগুলি আমার মনে হয় এর ভিতর হয়ে যাবে। এতে এতটা রিজিড হবার কোন কারণ দেখি না এবং এই বিলটা না করলে রেগুলারাইজেশন হয় না, এই হচ্ছে আমার উত্তর।

The motion of Sj. Sunil Das that clause 2(1) be omitted was then put and lost.

The question that clause 2 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 3

Sj. Sunil Das: I move that clause 3(1)(ii) be omitted.

I move that in clause 3(1)(iii), in the proposed sub-section (1A), in line 6, for the words "six months" the words "three months" be substituted.

I move that in clause 3(1)(iii), in the proposed sub-section (1A), in line (1A), in line 8, for the words "six months" the words "three months" be substituted.

আমার যা উদ্দেশ্য ছিল তা আমি ক্লজ ২(১)তে বলেছি।এখানে আমি আর কিছু বলব না।

Sj. Subodh Banerjee: I move that in clause 3(1)(iii) in the proposed sub-section (1A), in line 7, after the word "apply" the words "within six months" be inserted.

মিঃ স্পীকার, স্যার, এই বিলের মধ্যে প্রোপোজ্‌ড সাব-সেকসন ১এ কেন দেওয়া হয়েছে সেটা আগে বোঝা দরকার। মন্ত্রিমহাশয় এই বিলের স্টেটমেন্ট অব অবজেক্টস অ্যান্ড রিজনসএ বলেছেন যে, যেহেতু লিফ্‌ট্‌স অ্যান্ড এসকালেটরস সংক্রান্ত লাইসেন্সএর জন্য অ্যাপ্লিকেশনএর শেষ তারিখ ছিল ১লা মে, ১৯৫৮ সাল এবং যেহেতু অরিজিন্যাল প্ল্যান এখনও পাওয়া যায় নি ব'লে উক্ত সময়ের মধ্যে দরখাস্ত করা সম্ভব হয় নি, তাই ৩ মাসের সময় বাড়িয়ে ৬ মাস ক'রে দিয়েছেন। এটাই যদি কারণ হ'ত তা হ'লে আমার কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু তা করা হচ্ছে না। এখানে কোন সময় বেঁধে দিচ্ছেন না। কতদিনের মধ্যে দরখাস্ত দিতে হবে সেকথা বিলে নাই। তার ফলে ১০ বৎসর বাদে ১০০ বছর বাদেও দরখাস্ত দেওয়া যেতে পারবে। দরখাস্ত দাখিলের শেষ সীমা ব'লে কিছু থাকছে না। মন্ত্রিমহাশয়ের যুক্তি হ'ল যদি ম্যালাফাইড জিনিস দেখা যায় তা হ'লে অন্য ধারা প্রয়োগ ক'রে লিফ্‌ট চালনা বন্ধ ক'রে দেবেন; তাই শেষসীমা বেঁধে দেওয়ার কোন প্রয়োজন নাই। এই হ'ল তাঁর যুক্তি। যদি মনে করেন যে,

সেকসন ১৭ অ্যাপ্লাই করবেন তা হ'লে সেই পথেই যান। আর যদি মনে করেন ৬ মাস সময় দিলে পর তারা ৬ মাসের মধ্যে অ্যাপ্লিকেশন প্রপারলি সাবমিট করতে পারবে তা হ'লে সেই সময়ই দিন। যদি মনে করেন ৬ মাসের মধ্যে দিতে পারবে না, এক বছর লাগবে, তা হ'লে এক বছর দিন। আইনের মধ্যে এই রকম কোন ফাঁক রেখে দেওয়া যায় না। আপনি জানেন, মিঃ স্পীকার, স্যার, এই সমস্ত আইন যখন হাইকোর্টে যায় তখন কোর্ট আমাদের মূর্খ বলে এবং এই হাউস ডিসক্রেডিটেড হয়ে যায়। হাই কোর্টএর জজেরা বলেন, ওয়ার্থলেস সেট অফ লেজিসলেটরস ; আইন কি হচ্ছে না হচ্ছে তাঁরা দেখেন না—

Mr. Speaker: The strongest words that they use are "hasty legislation". They do not say that.

Sj. Subodh Banerjee:

না। আমি সেদিন শুনলাম আমাদের এক বন্ধুর কাছে—
who is a bar.-at-law and happens to be an M.L.A. also
তাঁকে হাইকোর্টের একজন জজ ঠিক এই কথাই বলেছেন। তাই বলি এইরকম আইন করবার দরকার কি?

[4-30—4-40 p.m.]

Sj. Hon'ble Bhupati Majumdar:

আমি শ্রীযুত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের একটা প্রশ্নের সামান্য উত্তর দেব। এর আগেই বলেছি যে, এই রুলে একটুখানি ফাঁক আছে। তার কারণ, আমরা অ্যাকোমডেট করতে চাই এ পর্যন্ত যাঁরা পারবেন না তাদের জন্য। কিন্তু যদি ম্যালাফাইড হয় তা হ'লে আমাদের কাছে ক্লজ (১৭) আছে তাতে
I can stop working of the lift, and under clause 18
এবং ক্লজ (১৮)এ তাকে প্রসিকিউট করতে পারি, এই দুটা খাঁড়া ঝুলছে। সুতরাং এটা থাকা সত্ত্বেও যদি বলেন পাঁচ বছর, দশ বছর, একশ' বছর তারা সময় নেবে, তা হ'লে আমি অপারগ। আমার মনে হয় তারা সময় নেবে না। এবং যদি কেউ নেবার চেষ্টা করে আমরা তার আগেই তাদের বাধ্য করতে পারব। সুতরাং এখানে খুব শক্ত ক'রে একটা লাইন ঢুকিয়ে দিলেই উপকার হবে না। আমার মনে হয় এতে কাজ এগুবে না। সুতরাং আমি ও'র অ্যামেন্ডমেন্ট অপোজ করছি।

The motion of Sj. Sunil Das that clause 3(1)(ii) be omitted was then put and lost.

The motion of Sj. Sunil Das that in clause 3(1)(ii), in the proposed sub-section (1A), in line 6, for the words "six months" the words "three months" be substituted was then put and lost.

The motion of Sj. Subodh Banerjee that in clause 3(1)(iii) in the proposed sub-section (1A), in line 7, after the word "apply" the words "within six months" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Sunil Das that in clause 3(1)(iii), in the proposed sub-section (1A), in line 8, for the words "six months" the words "three months" be substituted, was then put and lost.

The question that clause 3 do stand part of the Bill, was then put and agreed to.

The question that clause 4 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Preamble

The question that the Preamble do stand part of the Bill was then put and agreed to.

The Hon'ble Bhupati Majumdar: Sir, I beg to move that the West Bengal Lifts and Escalators (Amendment) Bill, 1958, as settled in the Assembly, be passed.

The motion was then put and agreed to.

The West Bengal Standards of Weights and Measures (Enforcement) Bill, 1958.

The Hon'ble Bhupati Majumdar: Sir, I beg to introduce the West Bengal Standards of Weights and Measures (Enforcement) Bill, 1958.

[The Secretary then read the title of the Bill.]

The Hon'ble Bhupati Majumdar: Sir, I beg to move that the West Bengal Standards of Weights and Measures (Enforcement) Bill, 1958, be taken into consideration.

Sir, the Government of India has passed the Standards of Weights and Measures Act, 1956, with a view to introducing the metric system of weights and measures in the country. The Act has already been brought into force to a limited extent simultaneously all over India with effect from 1st October, 1958. The Act has also been enforced in the jute industry with effect from 1st July 1958. Under Entry No. 50 of the Union List "establishment of standard of weight and measure" for the whole country is a Central responsibility.

Under Entry No. 29 of the State List, enforcement of standard of weights and measures, as may be laid down by the Government of India, is a State responsibility. The State Government is accordingily required to enact a complementary legislation for enforcement of weights and measures based on the Metric System. As the Legislature was not in session in September, 1958, the Governor was pleased to promulgate the West Bengal Standards of Weights and Measures (Enforcement) Ordinance, 1958, on 24th September 1958. The Bill now seeks to replace the Ordinance with slight modifications by an Act of the Legislature.

Members are no doubt aware that the invention of the "Zero" and "Decimal place value system" is a product of Indian ingenuity. This unique conception was given to the world by an Indian Mathematician more than two thousand years ago and has become the basis of all mathematical calculations everywhere in the world. The adoption of the decimal system of coinage and of weights and measures by India is thus in a way of return for our own indigenous system from its conquest abroad. The first attempt to reform the system to the weights and measures in India on the metric basis was made nearly a century ago but due to various factors the metric system could not be provided with at that time. A large number of countries have adopted the metric system due to its simplicity and utility. Progressive opinion in India has always been in favour of the reform. As far back as 1930 many eminent Bengalee Scientists like late Dr. Meghnad Saha, Prof. S. N. Bose, Prof. P. C. Mahalanobis, Dr. S. K. Mitra, Dr. H. L. Roy and others stressed the desirability of compulsory adoption of the metric system on an All-India basis. The Indian Science Congress at its Annual Session in 1934 passed a resolution urging the Government to take steps for adoption of this system. The Indian Decimal Society too did a lot of pioneering work in the propagation of the metric idea. It is, therefore, time that the innumerable systems of weights and measures prevailing in different parts of the country be standardised and the metric system adopted all over India.

The Bill has been drawn up to that idea. It is also essential that this State should fall into line with other States; otherwise inter-State transactions in trade and commerce are likely to be impeded. During the

initial period the existing weights and measures in the foot/pound system will also be allowed to be in use. It will be optional to use the metric weights. After the people get accustomed with the metric idea, the system will be made compulsory. Steps are being taken to set up an effective enforcement organisation. Ordinary traders and small dealers will not be required to pay more than a few Naye Paise for the stamping or verification of one small unit of mass. For an ordinary set of weights the total stamping and verification fee would be a fraction of a rupee. Steps are also to be taken for the licensing of manufacturers of weights and measuring instruments in West Bengal. Government of India have agreed to give 50 per cent. as grant and 50 per cent. as loan of the non-recurring expenditure involved up to March 1960 for the introduction of the Metric System in West Bengal.

I now commend the Bill for your consideration and passing.

Sj. Deben Sen: Sir, I beg to move that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion there on by the 30th April, 1959.

Sj. Bankim Mukherji:

সভাপতি মহাশয়, আমি কাল আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি যে এই বিলটি আলোচনা করতে আমাদের কতকগুলি অসুবিধা আছে। সেন্ট্রাল এ্যাক্ট যেটা সেটা আমাদের দেওয়া হয়নি এবং সেন্ট্রাল এ্যাক্টে ছিল যে এক মাসের ভিতরে রুলস তৈরি করে পার্লামেন্টে লে করতে হবে। এই পার্লামেন্টের সেন্ট্রাল এ্যাক্ট যদিও লাইব্রেরী থেকে উদ্ধার করা গিয়েছে, রুলস কি হয়েছে তা উদ্ধার করা গেল না। এখানে দেখুন পরিষ্কার লেখা আছে 'অল রুলস মেড' তারপর 'সুন আফটার দে আর মেড ইত্যাদি। তারপর রুলস যদি না হয়ে থাকে আমাদের পক্ষে অসুবিধা আছে। তারপর অক্টোবর থেকে যে চালু হল সেটা কোন আর ফার্দার বিল করে রুল বা গেজেট করে হল সেসমস্ত কিছুই আমরা জানি না। অর্থাৎ সেন্ট্রাল লেজিসলেচার থেকে কি ডাইরেক্টিভ আছে তা কিছু জানি না। এইটুকু মাত্র জানি যে স্টেটের প্রতি এইটুকু দেওয়া আছে যে স্টেট এ সম্বন্ধে আইন করবে, তাও কোন বাধ্যবাধকতা নেই যে এটা এক্ষুনি করে নিতে হবে।

[4-40—4-50 p.m.]

কাজেই অন্যান্য স্টেটে এখনও করে নি, সব জায়গাতেই অর্ডিন্যান্স করেছে। অর্থাৎ ১৯৫৬ সালের যে আপনাদের মেট্রিক মেজার তারপরে কোন স্টেটেই এ্যাক্ট হয় নি। আমাদের গভর্নমেন্ট এত তাড়াতাড়ি করছেন কেন তার কারণ বুঝতে পারি না। এর একমাত্র কারণ হতে পারে যে আমাদের সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের বশংবদ হয়ে থাকতে চায় কাজেই তাড়াতাড়ি করে এই আইনটা পাশ করান হচ্ছে এবং সেই একটা কথা আছে যে ধরে আনতে বললে বেঁধে আনে এও তাই হচ্ছে। এর ফলে আমার মনে হয় লোকের অসুবিধা হবে। যেমন, স্পীকার মহোদয়, একটা ব্যাপার ডেসিমেল করেন—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে আমরা অত্যন্ত সাগ্রহের সঙ্গে, কেন্দ্রীয় সরকার এই যে ডেসিমেল প্রথা চালাচ্ছেন, তা আমরা আনন্দের সঙ্গে সমর্থন করি। যদিও আমরা দেখছি যে ইউরোপে এখন পর্যন্ত অনেক স্থিতিস্থাপক গোঁড়া দেশ রয়েছে যারা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনেক এগিয়ে গিয়েছে কিন্তু মেট্রিক সিস্টেম এখনও গ্রহণ করে নি। যেমন ধরুন গ্রেটব্রিটেন। আমরা গ্রেটব্রিটেনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলাম বলে এই মেট্রিক সিস্টেম গ্রহণ করা হয় নি। স্বাধীন ভারতে এই মেট্রিক সিস্টেম অতি আগ্রহের সঙ্গে এবং আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু মেট্রিক সিস্টেমে যাবার পদ্ধতি যেভাবে হচ্ছে তাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি তার কার্য ব্যবস্থার মধ্যে এত বিড়ম্বনা রয়েছে যাতে তা জনসাধারণের পক্ষে কঠিন হচ্ছে। প্রথম কথা হচ্ছে, এই মেট্রিক সিস্টেম হিসাবের জন্য মানুষের পক্ষে অত্যন্ত সহজ হবে এবং এই হচ্ছে মেট্রিক সিস্টেমের মোটা কথা। আমাদের প্রত্যেক জায়গায় নানা ধারা চালু আছে, কোথাও ৪ কাচ্চা কোথাও ৫ কাচ্চা—এইরকম চালু রয়েছে, যার ভিতর দিয়ে হিসাব করা অত্যন্ত কঠিন হয়। মেট্রিক সিস্টেমে এই জিনিস অত্যন্ত সহজ। মাপের বেলায় প্রত্যেক দশমিক ভাগে ভাগ করা থাকে, দামের বেলাও দশমিক ভাগে ভাগ করা থাকে, যার ফলে

যেকোন সাধারণ মানুষের পক্ষে এর দাম হিসাব করা সহজ হয়। যারা সামান্য একটু গণিত জানে তারাই জানেন যে একটা ডেসিমেল পয়েন্ট সরিয়ে দিলেই হয় এবং এইভাবে হিসাব করা সহজ হয়। এটাই হচ্ছে এর আসল উদ্দেশ্য। কিন্তু যে পদ্ধতিতে করা হচ্ছে তাতে আমার মনে হয় এই পদ্ধতিতে মানুষ অসুবিধার মধ্যে পড়বে। যেমন ধরুন এই দশমিক মুদ্রার ব্যাপারে; আমার মনে হয় সাধারণ লোক সাধারণতঃ আজকে দশমিক মুদ্রা ও পুরাতন মুদ্রা একত্র করে দিলে কত পাবে তা তারপক্ষে হিসাব করা অসম্ভব হয়। যারা গণিতজ্ঞ তাদের পক্ষেও চট করে বুঝা কঠিন হয় যে কত ফেরত পাবে। যদি সবই পুরাতন পয়সা দেয় বা সবই নতুন পয়সা দেয় তাহলে বুঝতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু কেউ দিচ্ছে পুরাণো পয়সা আর তাম্দানি যা ফেরত পাচ্ছে, সেটা নয়া পয়সা এবং প্রত্যেক দিনই দেখা যাবে, সাধারণ বাজার করতে গেলেও এক টাকার মধ্যে ঐ ছোট পয়সা কিছু এদিক ওদিক হয়ে যাবে। লাভ লোকসানের কথা বলছি না, কোনদিন বেশি হবে, কোনদিন কম হবে, কিন্তু হিসাবটা রাখা যাবে কি করে? প্রত্যেক ব্যবসায়ী এই কয়েনেজের জন্য ধরে নিয়েছে যে গরমিল কিছু হবেই। অধিকাংশ জায়গায়ই এই ডেসিমেল কয়েনেজএ হিসাব রাখা হচ্ছে এবং গরমিল দিনের শেষে মিটিয়ে নিচ্ছে। অথচ এই গরমিলের কোন কারণ ছিল না, ধরুন ১ পুরানো পয়সা ইজ ইকোয়াল টু দেড় নয়া পয়সা প্লাস ½ অফ এ নয়া পয়সা। এখন ½, [illegible], [illegible], এবং [illegible] নয়া পয়সার জন্য যদি স্ট্যাম্প থাকত কোন টিন বা সেলুলয়েডের উপর তাহলে তার দাম এত কম যে সেটা অন্য কেউ চালু করতে যেত না। আর সেটা যদি থাকত তাহলে পুরাণো পয়সার এবং নয়া পয়সার মিল থাকত আর লোকেও জানত যে গরমিল কিছু নাই।

তারপর এটা চালু করবার জন্য ৩ বৎসরব্যাপী বিলম্বিত করার যে ব্যাপার, এটা আমি মনে করি অত্যন্ত ভুল। অত্যন্ত অল্প সময় দেওয়া উচিত ছিল, কারণ মানুষ একই রকমে হিসাব রাখতেই যেখানে অসুবিধা বোধ করে, সেখানে দুটি 'কয়েনই' চালু রাখলে প্রানান্ত অসুবিধা ভুগতে হবে। এই যে তিন বৎসর ধরে দুরকম চালু রাখা এটা কেন করা হয়েছে? এটা করা হয়েছে এজন্য যে, মানুষ এর মধ্যে অভ্যস্ত হয়ে যাবে। আগেই মানুষ এতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে, সার, ভারতবর্ষেই এটা চালু হয়েছে। শুধু তাই নয়, কতটার পরিবর্তে কতটা দিলে কতটুকু ঠকান যেতে পারে সেটুকু পর্যন্ত তারা জেনে ফেলেছে। কিন্তু অসুবিধা হচ্ছে গরীব জনসাধারণের তাদের কথা বিবেচনা করা হয় নি এবং তার জন্য কি 'মেজার' নেওয়া উচিত সেটাও করা হয় নি। অথচ এটা সারা ভারতবর্ষে চালু করা হয়ে গেছে। এখন এই পয়সা যে রকমের হয়েছে তার জন্য, এই পয়সাগুলিকে সুরক্ষিত করে রাখবার জন্য নতুন যে 'পার্স' তৈরি হবে তাতে যাতে একটা 'টিউব' দেওয়া থাকে তারও ব্যবস্থা করা উচিত ছিল—যাতে সেই টিউব টিপলেই পয়সাগুলো বেরিয়ে আসে।

এখন কথা হচ্ছে এই 'ওয়েটস মেজারসের বেলায় কোন দোকানে গজে চলবে, কোন দোকানে মিটারে রাখবে দামের হিসাবে, কোথাও সস্তা কোথাও দাম বেশিকম হবে, তাতে সাধারণের খুবই মুস্কিল হবে। এই যে অঙ্ক, এ বড় ভয়ানক, দেখতে পারেন এতে দেওয়া আছে—এক তোলা হচ্ছে—·০১১৬৩ কিলোগ্রাম।

[4-50—5 p.m.]

ওজন খানিকটা কিলোগ্রামে বলব, খানিকটা মাপে ইঞ্চির বদলে ইঞ্চিতে বলব এ আমি ত খুব বুঝতে পারি না। আমরা বুঝি দুহাতে এক গজ। কিন্তু এক গজে হবে ০·৯১৪৪ মিটার—এই যেসব ব্যাপারগুলো এর সামঞ্জস্য করা মুশকিল হবে। সৌভাগ্যবশতঃ কিলোগ্রাম সেরের কাছাকাছি। এ সম্বন্ধে আমি কাল হিসাব করেছিলাম। দেখলাম এক সের হল ০·৯ কিলোগ্রাম অর্থাৎ এক সের এক ছটাক হলে পর তাই প্রায় হবে এক কিলোগ্রাম। এই যে জিনিসগুলো এর ব্যবস্থার কথা ভেবেছেন কি? আইনটা ত চট কোরে করে দিলেন, কিন্তু একটা জিনিস ঠিক স্ট্যান্ডার্ডের না হলে ফাইন হবে। জিনিসটা কিরকম, তার কিরকম তদন্ত হবে, আইনের ভিতর এ সমস্ত জিনিস নাই। এসব না থাকলে তার ফল কি হবে তা ভেবেছেন কি? এ জিনিসটা সারা বাংলাদেশে জনপ্রিয় করবার জন্য কি ব্যবস্থা করবেন? সরকারের প্রচেষ্টা সেদিকে নিশ্চয়

আছে, কিন্তু আইনের ভিতর তার কিছুই নাই। সেইজন্য বলছি যতক্ষণ পর্যন্ত সরকার এটাকে জনপ্রিয় করবার ব্যবস্থা না করছেন ততক্ষণ পর্যন্ত কিছুই হবে না। বিভিন্ন মেজারগুলো লোককে বুঝিয়ে দেওয়াও শক্ত যে এক কিলোগ্রাম এক সের এবং কিছু তোলা ইত্যাদি, এতে জনসাধারণের যে খুব লাভ আছে তা নয়। তবে নয়া পয়সা ও পুরান পয়সার যে পার্থক্য তা লোকে খানিকটা এখন বুঝতে পেরেছে। কিন্তু মিটারের সঙ্গে হাতের কতখানি তফাৎ, কিভাবে একটা থেকে আর একটা নিয়ে যাওয়া যায়, এবং গ্রাম, কিলোগ্রাম থেকে সের ছটাক, তোলা— এ অতি জটিল। এতে কোন লাভ হবে না। অবশ্য বিল থেকে এটা বোঝা যাচ্ছে না যে কোন সময় তা করবেন—পরে পরে করবেন একটা কোন এরিয়ায় একটা জিনিস প্রচলন করবার বিভিন্ন সময় নির্দিষ্ট করবার কথা আইনে আছে। কিন্তু সবচেয়ে সাংঘাতিক হচ্ছে যেখানে এ পর্যন্ত কোন আইন ছিল না সেখানে এই আইন করছেন যে স্ট্যান্ডার্ড মেজার ছাড়া পুরান মেজারও লোকে ব্যবহার করতে পারবে তারজন্য কোন স্ট্যান্ডার্ড মেজার দিচ্ছেন না, অথচ সেজন্য লোককে সাজা দেওয়া হবে। কিন্তু মিটারে যে কম দিচ্ছে তাকে সাজা দেবেন বুঝতে পারি; তার স্ট্যান্ডার্ড মেজার করে দিচ্ছেন কিন্তু এক সেরে যে কম দিচ্ছে সেই সেরের স্ট্যান্ডার্ড কোথায়? তার কোন ব্যবস্থা করছেন না। অথচ আপনারা বলছেন যে দুটোই এক সঙ্গে চলবে। কি কোরে তা চলবে? কাজেই কিসে অপরাধ হবে, কিসে হবে না, বিলটা পড়ে তার কিছু উপলব্ধি হচ্ছে না। এখানে পরিষ্কার বলেছেন—

> "Prohibition of use of weights and measures other than standards weights and measures".

আবার ৬নং ধারায় বলছেন—

> "Notwithstanding anything contained in any other law or any custom, usage or practice in any area or in respect of any class of goods or undertakings where or in respect of which this Act has come into force, no unit of mass or measure, other than the standard weights or standard measures, shall be used in any transaction or in any dealing or contract for any work to be done or goods to be sold or delivered."

এই যে এত বড় একটা জিনিস এর মানে কি? এইমাত্র বক্তৃতার সময় বললেন যে দুটোই একসঙ্গে চলবে: তা হলে ৬নং ধারার মানে কি? কোন একটা এরিয়ায় বলেছিলেন এখানে কাপড় মিটারে বিক্রী করতে হবে, সেখানে চিনি কি কিলোগ্রামে বিক্রী হবে? এও যদি বলে দেন তাহলেও একসঙ্গে চলছে না। সেখানে কিলোগ্রাম ও মিটার চালাতে হবে। যদি তা না কোরে অন্য কোন মাপ বা ওজনের ব্যবস্থা করে তাহলে তাতে অপরাধ হবে এবং সাজার ব্যবস্থা হবে। কাজেই এটা ঠিক নয় যে একসঙ্গে দুটোই চলবে।

Sj. Hon'ble Bhupati Majumdar:

তার জন্য ট্রেনিং দিতে হবে।

Sj. Bankim Mukherji:

ট্রেনিং ত নয়া পয়সার সময় যেমন হয়েছিল দুটো একসঙ্গেই চলবে এবং লোকে ক্রমশ অভ্যস্ত হবে। পুরান পয়সাও চলতে থাকবে, নতুন পয়সাও চলতে থাকবে। দেখে তারা বুঝে নেবে নতুন পয়সাটা কি এবং পুরান পয়সা উঠে যাবে এবং নতুন পয়সা আসবে। কিন্তু ওয়েট এবং মেজারের ব্যাপারে দুটো একসঙ্গে চলতে পারবে না। পয়সার বেলা তবু খানিকটা বলেছিল, এবং তাতে যথেষ্ট গরমিল ও গোজামিল ছিল, সেখানে প্রত্যেকটা ব্যাপারে হয়েছে কি—১৬টা নতুন পয়সায় ৪টা নতুন পয়সা আমরা ঠকেছি। পোস্টাফিসে দেখেছি সেখানে সাধুভাবে কিছু কোরে নেবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সেখানে একসঙ্গে ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু এখানে যে একসঙ্গে চলবে তার ব্যবস্থা নাই। যে জায়গায় আপনারা এই জিনিস চলবে সেখানে অন্য কোন ওয়েটস অ্যান্ড মেজারস চলবে না। এটা এক হিসাবে খুব ভাল, আমি মিশ্র চলনের বিরোধী। এখানে

যখন একই সঙ্গে দুরকম কয়েন চালু ছিল—সেটা অত্যান্ত খারাপ। যখন চালু ছিল তখন দুই মাস, চার মাস ছয় মাসের বেশি চালু রাখা অন্যায় হয়েছে। এটা তিন বছর ধরে চালু রাখা মানে মানুষকে বিপদে ফেলা। দুটো জিনিস একসঙ্গে চালু রাখা মানে মানুষকে বিব্রত করা। যে এরিয়ায় ডিক্লেয়ার করবেন যে জিনিস সম্বন্ধে সেখানে দুটো জিনিস চলবে না। হয় এই স্ট্যান্ডার্ড, নয় পুরান স্ট্যান্ডার্ড, সেটা বুঝতে পারি, এখন আমার বক্তব্য, মানুষকে ট্রেনিং দেবেন কি কোরে সে কথা বিলের মধ্যে নাই। তা যদি থাকত তাহলে আমি আনন্দের সঙ্গে স্ট্যান্ডার্ড মেজার মেট্রিক মেজার যা আসছে তা সমর্থন করতাম। যতদিন লোকের শিক্ষা না হয় ততদিন এ জিনিস আনবেন না, কেননা আমাদের অশিক্ষিত দেশ। রেডিও মারফত, ছবি দিয়ে যেখানে যেখানে হাটবাজার আছে সেখানে সেখানে গভর্নমেন্টের লোক গিয়ে দেখাবে যে এই জিনিসের এই এই অসুবিধা। এই বিলের মধ্যে তার কোন ব্যবস্থা নাই। এক বৎসর ধরে ব্যবসার কেন্দ্রে কেন্দ্রে ডিমনস্ট্রেশন কোরে লোকদের বুঝাতে হবে, রেডিও মারফত লোককে প্রতিদিন জানাতে হবে।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, আমাদের প্রধান আপত্তি—যতদিন পর্যন্ত মিশ্র মুদ্রা বাজারে চালু থাকবে ততদিন পর্যন্ত নতুন মেজার আর আনবেন না, যদিও আইনে আছে যে এই আইনটা যখন খুসী আপনারা চালু করবেন। আমার বিশেষ আবেদন, যতক্ষণ পর্যন্ত মিশ্র মুদ্রা চালু আছে ততক্ষণ পর্যন্ত এই নতুন মুদ্রা চালু করবেন না। মিশ্র মুদ্রার তিন বছর মেয়াদ আছে। এটা কেন্দ্রীয় দপ্তর সংক্ষিপ্ত করতে পারেন। ডিসেম্বরের মধ্যে দু আনি পাই ইত্যাদি উঠে যাচ্ছে। আমি আশা করি সম্পূর্ণভাবে পুরান 'কয়েন' উঠে যাবে এবং শুধু ডেসিমল কয়েনই চালু হবে। সম্পূর্ণভাবে দশমিক কয়েন চালু হবার পর এই এক টাকার শতাংশ যে এক পয়সা এই জিনিস উপলব্ধি করার পর মানুষের পক্ষে মেট্রিক সিস্টেম অফ মেজার এ্যান্ড ওয়েটস্ বুঝতে ততটা কষ্ট হবে না। তাদের মাথায় সেটা ঢুকবে।

[5—5-40 p.m.]

যখন ডেসিম্যাল, সেন্টের উপর সব চলবে তখন যদি এটা নিয়ে আসতেন তাহলে আমার খুব বেশি আপত্তি ছিল না। কিন্তু আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে এটাতে ইতিমধ্যেই মানুষ পীড়িত হয়ে পড়েছে। এর উপর যেখানে সের, গজ, ছটাক যখন চালু আছে সেই অবস্থায় যদি নতুন করে মেট্রিক প্রভৃতি জিনিস চালু হয় তাহলে অত্যান্ত বিপদজনক অবস্থা সৃষ্টি হবে। আমরা যারজন্য মেট্রিক আনছি এতে কিন্তু ঠিক তার উল্টো করা হচ্ছে। মানুষ সহজ সরলভাবে হিসাব করে তার জায়গায় যতদূর পারা যায় জটিল ব্যবস্থা যদি আনা যায় তাহলে অবস্থা খারাপ হবে এবং সেইসব ব্যবস্থাই এসবের ভেতর হয়েছে। এই আইনগুলো যারা করেন তারা গরীব ইলিটারেট জনসাধারণের সম্বন্ধে বোধ হয় খুব বেশি সচেতন নন। আপনি বলেছেন যে জুট মিলস করেছেন। এই মেট্রিক সিস্টেম নিশ্চয় ওদের অসুবিধা হবে না। অর্থাৎ জুট মিলস তারা তাদের জিনিসটা ইয়ার্ড বা মেট্রিককে ছাড়ুন তাতে তাদের কোন অসুবিধা নেই। তাদের হেসিয়ান স্যাকিং ইত্যাদি জিনিস তারা ইন্টার ন্যাশনাল মার্কেটে মেট্রিক সিস্টেমে বা ইয়ার্ড ট্রান্সফার করে দর কষে নিতে পাবে। আমি এর পূর্বে বলেছি যে আমি গণিতের ছাত্র ছিলাম বলে আমার খুব বিশেষ অসুবিধা হবে না। কিন্তু আমি কিছুদিন শিক্ষকতা করে দেখেছি অন্য বিষয়ে সাধারণ কমন সেন্স আছে অথচ তাদেরও গণিতের বিষয়ে অসুবিধা হয়। কাজেই এদের বাজার করতে কি অসুবিধা হবে অথবা দোকানদার যা দেবে তাই সুবোধ বালকের মত নিয়ে আসতে হবে। কিন্তু সাধারণ গরীব অশিক্ষিত যারা তাদের কথাতো চিন্তা করছেন না। এ ছাড়া আইনের ভেতর যেসমস্ত কঠোরতা আছে সেটাতেও আমাদের আপত্তি রয়েছে। মেজারে যদি জালজোচ্চুরি থাকে তাহলে তার জন্য কঠোর ব্যবস্থা নিশ্চয় থাকা উচিত। এ ব্যাপারে সংশোধনী প্রভৃতি দেবার জন্য আমরা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের রুলস চেয়েছিলাম, কিন্তু শুনছি যে তাদের রুলস হয় নি।

Sj. Hon'ble Bhupati Majumdar:

সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের রুলস হয়ে গেছে, এ্যাক্ট গেজেট হয়ে গেছে। মডেল রুলস সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের আছে।

Sj. Bankim Mukherji:

সেটা তো আপনার ডিপার্টমেন্টও বলতে পারে না। কাজেই এই সমস্ত জিনিসগুলি আমরা চাচ্ছি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের রুলস প্রভৃতি আমাদের দিন এবং সেটা দেখবার পর আমরা এ ব্যাপারে আলোচনা শুরু করবো।

Sj. Hon'ble Bhupati Majumdar:

গেজেটে ছাপা হয়েছে, বলছেন, দেখি নি, কি করবো বলুন?

Sj. Bankim Mukherji:

কৈ লাইব্রেরীতে গিয়ে তো খুঁজে এলুম, পেলুম না। বলুন না কবেকার গেজেট।

Sj. Hon'ble Bhupati Majumdar:

৩০এ এপ্রিল।

Sj. Bankim Mukherji:

সে হচ্ছে ক্যালকাটা গেজেট। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের রুলস আমি দেখি নি। লাইব্রেরী থেকে খুঁজে এসেছি, শুনলাম ছাপা হয় নি। এই সমস্ত রুলস প্রভৃতি না জানলে পর আমাদের পক্ষে এ সম্বন্ধে কোন সংশোধনী প্রস্তাব দেওয়া অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার অর্থাৎ কোন্ জিনিসগুলি সেন্ট্রালগভর্নমেন্ট চাচ্ছেন এগুলি আইন করে করতে হবে এবং কোন্ [illegible] পরে আইন করলে চলবে এসব আমাদের জানা দরকার। এইসব যে জিনিসগুলি আছে, তারচেয়ে ও'রা বেশিদূর গেছেন বলে আমাদের ধারনা, অর্থাৎ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের যা রিকোয়ারমেন্ট, একটা কম্পিহেনসিভ এ্যাক্ট চালু রাখবার জন্য যেটুকুন প্রয়োজন আমাদের ধারনা ও'রা এই যে এ্যাক্ট নিয়ে এসেছেন তাতে তার চেয়ে বেশিদূর এগিয়ে গেছেন ইমিডিয়েটলি এই জিনিসগুলি করার প্রয়োজন নেই, প্রভিশন কতকগুলি রেখেছেন এই পর্যন্ত। কিন্তু যেহেতু সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের যে এ্যাক্ট তাতে কোন ওবলিগেটরী ব্যাপার কিছু ছিল না সেইহেতু এই আইন সম্বন্ধে এত কঠোরভাবে পর্যবেক্ষণ করার দরকার ছিল না, কিন্তু এটা স্টেট গভর্নমেন্টের আইন এবং এতে শুধু নির্দেশ নেই। এই স্টেট গভর্নমেন্টের আইনে অপরাধ হোল কি হোল না এটা বিচার করা ও শাস্তি দেবার ব্যবস্থা আছে। অতএব এ জায়গায় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখা উচিত যে ও'রা কোন ব্যবস্থা করতে পেরেছেন কি পারেন নি এবং মানুষকে শাস্তি, সাজার ভেতর ও'রা ফেলবেন কিনা এটাও দেখার অত্যন্ত প্রয়োজন রয়েছে। সেই কারণে, স্পীকার মহাশয়, আমি বলছি যে এটাকে হয় সার্কুলেশনে দেওয়া হোক, না হয় কয়েকদিনের জন্য এটা স্থগিত রাখা হোক যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এইসব জিনিসগুলি না পাচ্ছি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের রুলস, এ্যাক্ট প্রভৃতি এবং তারপর আমরা সময় চাই এটার উপর এ্যামেন্ডমেন্ট প্রভৃতি দেবার জন্য।

[At this stage the House was adjourned for thirty minutes.]

[*Aftear Adjournment.*]

[5-40—5-50 p.m.]

Point of Information

Sj. Jyoti Basu:

স্পীকার মহাশয়, অনেকদিন থেকেই কথাটা জিজ্ঞাসা করব ভাবছি এখন সামনে এটা দেখে কথাটা মনে এল—এই যে গদাটা, এটা কি খুব জরুরী, এটা এখানে রাখার মানে কি? এটা এখানে আসে কেন, জানেন কি কিছু?

Mr. Speaker:

আমি যতদূর জানি, ইট হ্যাজ এ ডেকরেটিভ ভেল্যু। এর ইতিহাস হচ্ছে বিলাতে ওয়েস্ট মিনিস্টার থেকে যখন অর্ডার হয় হাউস অফ কমন্স সিটিংএর জন্য তখন এই গদাটা আনতে হয় এবং হাউস অফ কমন্সএ প্লেসড হয়

and after the sitting are over the Mace has to be returned; it is an emblem of the king's authority.

The West Bengal Standards of Weights and Measures (Enforcement) Bill, 1958.

Sj. Mihirlal Chatterjee:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রী শ্রীভূপতিবাবু স্ট্যান্ডার্ডস অব ওয়েটস এ্যান্ড মেজারস-এর যে বিল এনেছেন তার উদ্দেশ্যের সংগে আমি কিছুটা একমত তবে এই বিলের প্রয়োগ এবং এই বিলের প্রয়োগের পরিধি সম্বন্ধে আমি তার সংগে কোন মতেই একমত নই। কারণ এই বিলের আগাগোড়া দেখতে পাচ্ছি যে, এই বিলের প্রয়োগের পরিধি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। ১৯৫৬ সালে স্ট্যান্ডার্ডস অফ ওয়েটস এ্যান্ড মেজারস বলে একটা আইন পাশ হয়েছে কেন্দ্রীয় পরিষদে অর্থাৎ পার্লামেন্টে। এবং সেই আইন সরকারের অনুমোদনও পেয়েছে। সেই আইনের উদ্দেশ্য মেট্রিক সিস্টেম অফ ওয়েটস যখন আমাদের দেশে চালু করা হবে তখন সেই মেট্রিক ওয়েটসএর বাটখারা এবং মাপগুলি ঠিকঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিত করা। আমাদের দেশে বর্তমানে বহুরকমের ওজন ও মাপের পদ্ধতি প্রচলিত আছে। এই প্রস্তাবিত আইনের মধ্যে আমি এমন কোন সন্ধান পাই না, কিংবা কোন একটা ক্লজ অথবা অবজেক্টস এ্যান্ড রিজনসএর মধ্যে আমরা জানতে পারি না যে, বর্তমানে আমাদের দেশে যেসমস্ত ওজন বা মাপের স্ট্যান্ডার্ড আছে সেই সম্বন্ধে সরকারের মনোভাব কি। মাননীয় সদস্য বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় তাঁর বক্তৃতায় বলেছেন যে, আমাদের বাংলাদেশে স্ট্যান্ডার্ড অফ ওয়েটস এ্যান্ড মেজারস সংক্রান্ত ব্যাপারে এ পর্যন্ত কোন আইন হয় নি, অন্যান্য দেশে আছে কিনা সেটাও জানবার উপায় নেই। আমি এসেমবলীর লাইব্রেরীতে সন্ধান করেছিলাম সেখানে দেখলাম স্ট্যান্ডার্ড অফ ওয়েটস এ্যান্ড মেজারস সংক্রান্ত যে এ্যাক্ট কেন্দ্রীয় আইন সভায় পাশ হয়েছে, সেই এ্যাক্টএর শেষের দিকে সিডিউলএর অন্তর্ভুক্ত কতকগুলি রাজ্যে স্ট্যান্ডার্ডস অফ ওয়েটস এ্যান্ড মেজারস সংক্রান্ত আইনের কথা লেখা আছে। এবং তাতে দেখতে পাচ্ছি যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে প্রায় ১৬টা রাজ্য স্ট্যান্ডার্ড অফ ওয়েটস এ্যান্ড মেজারস আইন ইতিপূর্বে চালু আছে। তবে দুর্ভাগ্য আমাদের বাংলাদেশের সেই ১৬টা রাজ্যের মধ্যে বাংলার কোন স্থান নেই। অর্থাৎ ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যগুলি ওজন এবং পরিমাপ সম্বন্ধে স্ট্যান্ডার্ড বেঁধে দেবার চেষ্টা করেছে এবং আইন তারা পাশ করিয়ে নিয়েছে। কিন্তু আমাদের পশ্চিমবঙ্গে ১১ বছর স্বাধীনতা পাবার পরেও আমরা কি দেখতে পাচ্ছি! বাংলা সরকার অন্য দেশের অনুকরণ করলেও তো পারতেন; এবং অনুকরণ যদি নাও করতে চান, অন্ততঃ কোন রকম স্ট্যান্ডার্ড বেঁধে দেবার চেষ্টা করা উচিত ছিল। এই অবহেলার ফলে আমরা দেখতে পাই আমাদের দেশে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকমের স্ট্যান্ডার্ডএর ওজন এবং বিভিন্ন রকমের স্ট্যান্ডার্ডএর পরিমাপ চলতি আছে। কঠিন দ্রব্যের ওজন কোথাও পাকী ওজন, কোথাও বা কাঁচি ওজন—পূর্ব বাংলার লোকেরা বলেন ছাঁত্তি ওজন। এমনি তরল জিনিসের ওজন, যেমন দুধ, কোথাও ঘটিতে মাপ হয়, কোথাও দোনার মাপ, আবার কোথাও আন্দাজে দেওয়া হয়। আমাদের দেশে সের এবং বাটখারার কি স্ট্যান্ডার্ড, তা জানার কোন উপায় নই। এবং স্ট্যান্ডার্ড ওজন কোথায় আছে সে সম্বন্ধে সরকারও কিছু জানাতে পারেন না। আমি যে জেলা থেকে এসেছি সেখানে কখন কখন ব্যাবসাদাররা আমাকে বলেন যে, যখনই পয়সার দরকার হয় পুলিস এসে আমাদের উপর হামলা করে এবং বলে তোমাদের ওজন দেখি, বাটখারা দেখি, পাল্লা দেখি। পুলিস ওজন দেখে, বাটখারা দেখে এবং পাল্লা দেখে কি যে করে ভগবানই জানেন। শেষ পর্যন্ত পুলিসের সঙ্গে ব্যবসাদারদের কিছু আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে যায়, তার পরে সব চুপচাপ। এই অবস্থা শুধু আমার জেলায় ব্যাপার নয়, বাংলাদেশের সমস্ত জেলায় এই জিনিস ঘটছে। আমরা বাংলাদেশে ওয়েটস এ্যান্ড মেজারস সংক্রান্ত ব্যাপারে পিনাল কোডএ যেসমস্ত ধারা আছে সেই সকল ধারা অনুসরণ করে চলি। কিন্তু এই বাংলাদেশ ছাড়া অন্যান্য রাজ্য পিনাল কোডের ধারা পর্যাপ্ত বলে মনে করে না, সেই জন্য তারা স্ট্যান্ডারাইজ করবার জন্য আইন পাশ করিয়ে নিয়েছে অনেক আগে থেকে। এই ম্যাট্রিক সিস্টেম অফ ওয়েট সংক্রান্ত ব্যাপারে সেন্ট্রাল এ্যাক্ট পাশ হবার অনেক আগে থেকে এই ১৬টা রাজ্যে স্ট্যান্ডার্ড ওয়েটস সংক্রান্ত আইন ছিল। কিন্তু বাংলাদেশে কোন বিশেষ আইন না থাকার ফলে বিভিন্ন জেলাতে কিংবা শহরে কিংবা গ্রামাঞ্চলে কতরকম ওজন যে চলতি আছে

ওজন কোন ঠিকানা নাই। সেইজন্য যারা এখানে কোন কিছু খরিদ করে তারা কখন কখন লাভবান হয় আবার লোকসানও দেয়; আবার যারা বিক্রী করে তারাও কখন কখন লাভবান হয় আবার লোকসানও ভোগ করে। আমরা সাধারণতঃ যে সকল বাটখারা দিয়ে দোকানদারদের ওজন করতে দেখি, কেউ কখনও জোর করে বলতে পারে না যে তার বাটখারা বা ওজন ঠিক আছে। যদিও বাটখারা তৈরি করবার জন্য আমাদের দেশে বহু কোম্পানি বা ম্যানুফেকচারার আছে, কিন্তু কেউ জোর করে বলতে পারবে না যে অমুক কোম্পানির বাটখারা সঠিক ওজনের, কোন ভুল নেই। এই বাটখারার ওজনে চুরির দুর্ভোগ সকলেই ভোগ করে। কারণ এই বাটখারার চুরির ফলে যে জিনিস পাওয়া আমাদের উচিত তা আমরা সবক্ষেত্রে পাই না। এ অভিযোগ শুধু আমাদের নয় বা কংগ্রেস পক্ষের নয় এটা দেশের সকলের অভিযোগ। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলাতে যে ধরনের বাটখারা বা যে ধরনের ওজন চলতি আছে সেই ওজনের মধ্যে কোন স্ট্যান্ডার্ড নাই। দোকানদার তার নিজের যে বাটখারায় ওজন করে যে জিনিস দেয়, খরিদ্দারকে সেই জিনিসই নিতে হয় কারণ সকলের পক্ষে বাটখারা বা দাড়িপাল্লা রাখা সম্ভবপর নয়। আমি অত্যন্ত খুসী যে মন্ত্রী মহাশয় অবজেক্টস এ্যান্ড রিজনসএর মধ্যে একটা কথা [illegible] উল্লেখ করেছেন, সে কথাটা হচ্ছে—

There remains the constant risk of deception in all transaction for trade or commerce, especially of the credulous and silent classes of consumers.

[5-50—6 p.m.]

যারা সাধারণত লেখাপড়া জানে না, তারা ওজন ঠিকভাবে পায় না। যারা অত্যন্ত সরলমনা, দোকানদার তাদের যেভাবে ওজন দেয়, সেইভাবে তাদের উপর নির্ভর করে জিনিসপত্র কেনে, কিম্বা যারা নির্বাক, হিসাবে কোনপ্রকার প্রতিবাদ না করে দোকানী যে ওজনের জিনিস দেয় তাই নিতে বাধ্য হয়। তাদের কথা উল্লেখ করেছেন মন্ত্রী মহাশয় এই বিলের অবজেক্টস অ্যান্ড রিজনসএর মধ্যে। আমি সেইজন্য বলতে চাই তিনি যে জিনিস করতে যাচ্ছেন, সেই জিনিসের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমি একমত। কিন্তু তিনি এই কাজ যেভাবে করতে যাচ্ছেন, তার সঙ্গে মোটেই আমি একমত নই। তিনি করতে যাচ্ছেন কবে কোন ভবিষ্যতে একদিন আমাদের দেশে মেট্রিক সিস্টেম অফ ওয়েটস এ্যান্ড মেজার চালু হবে, তারজন্য তিনি আগে থেকেই ব্যবস্থা করতে যাচ্ছেন। কিন্তু একজিসটিং ওয়েট্স এ্যান্ড মেজারস যা আছে—সে সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ নীরব। এই বিলের মধ্যে কোথাও সে সম্বন্ধে তিনি একবারও উল্লেখ করেন নি। আমি মনে করি না যে তিনি এ সম্বন্ধে একেবারে জানেন না। তিনি নিশ্চয়ই জানেন যে, একজেসটিং ওয়েটস এ্যান্ড মেজারসএ অনেক গলদ আছে। সাধারণ লোক দোকান থেকে মাল কিনতে গেলে, কম পায়, এবং এ কথা তিনি জানেন বলেই এখানে উল্লেখ করেছেন যে ক্রেডুলাস সেকশন অফ দি পিপিল কিম্বা সায়লেন্ট সেকসন অব দি পিপিল তারা সবসময়েই চিটেড হন। কিন্তু তারজন্য কি ব্যবস্থা তিনি এতদিন অবলম্বন করেছেন? কবে কোন একটা নতুন ওজন চালু হবে তার জন্য এখন থেকে তিনি ব্যবস্থা করতে আরম্ভ করছেন। বর্তমানে যে ব্যাধি ওজনের ব্যাপারে সারা গ্রামে ছড়িয়ে আছে সে সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ নীরব, সেখানে তিনি কোন ব্যবস্থা করেন নি। কাজেই এই বিল আপাততঃ সম্পূর্ণ নিরর্থক। আপাতত এই বিল করার প্রয়োজনীয়তা আমরা অনুভব করি না। আমাদের বর্তমান দৈনন্দিন কেনা-বেচার সঙ্গে এই বিলের কোন সম্পর্ক নেই। এ বিলের কোন প্রয়োজন নেই। এটা একটা আজগুবি বিল এবং অসময়ে এসেছে, এবং এই বিলের যে লিমিটেড স্কোপ সেটা আমরা মোটেই সমর্থন করি না। আমি চাই বিলটি আরও ব্যাপক করা হোক। বর্তমানে যে ওয়েটস এ্যান্ড মেজারস আমাদের দেশে চলতি আছে, সেই ব্যাপারে এই আইন প্রয়োগ হবে কিনা, সে সম্বন্ধে মাননীয় মন্ত্রী ভূপতি মজুমদার মহাশয়ের কাছ থেকে খোলাখুলি জবাব চাই। কোন আধাসত্য কথা বললে চলবে না, স্পষ্ট কথা তাঁর উত্তরে শুনতে চাই। তিনি অনুগ্রহ করে বলবেন বর্তমানে আমাদের দেশে যেসমস্ত ওজনের মাল, স্ট্যান্ডার্ড অব ওয়েটস এ্যান্ড মেজারস আছে, যেমন ইউনিট অব ওয়েট, ইউনিট অব ভলিয়ুম ইত্যাদি, সেই সমস্ত জিনিস সম্পর্কে তিনি আশা করি জানাবেন এই আইন প্রয়োগ হবে কিনা।

ওয়েটস এ্যান্ড মেজারস সংক্রান্ত বর্তমানে বহু রোগ রয়েছে, ব্যাধি রয়েছে, সেই রোগ বা ব্যাধিতে যারা ভুগছে তাদের যদি ওষুধ দিতে না পারেন, তাহলে কল্পিত করে কি রোগ ব্যাধি যে তা দিয়ে আমাদের সময় অযথা নষ্ট করা হচ্ছে একথা বলতে বাধ্য হব। এমন কিছু নায়ক্সেন্সি কিছু ঘটছে না যার জন্যে আমাদের মাত্র এই দশ দিনের সেসনে এই আইনটা নিয়ে আসতেই হবে। এরকম কোন বিল এসেছে বলে আমরা পূর্বে কোন সন্ধান পাইনি, খবরের কাগজের মারফত কোন খবর পাইনি। এই বিলের বিভিন্ন ধারা নিয়ে আলোচনা করার আগেই আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করব যে তিনি বিলটি সিলেক্ট কমিটির হাতে দিন। এ সম্বন্ধে আমার একটা মোশন আছে এবং অন্যান্য বন্ধুবান্ধবদেরও মোশন আছে; তার মধ্যে যেকোন একটা তিনি এ্যাকসেপ্ট করতে পারেন। আমি মনে করি এই বিলটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ সম্বন্ধে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই। আমি মন্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে একমত যে, স্ট্যান্ডার্ডস অব ওয়েটস অ্যান্ড মেজারস সম্বন্ধে আমাদের এই বাংলাদেশে আইন হওয়া উচিত, কিন্তু এরকম ছাড়াছাড়া আইন করে আমাদের দেশের উপকার হবে না। মন্ত্রী মহাশয়, আপনি যখন স্বীকার করেন সারা দেশ জুড়ে ওজন এবং মাপ সংক্রান্ত ব্যাপারে দুর্নীতি চলছে, তখন আপনি সেই দুর্নীতি বন্ধ করবার জন্যে কি চেষ্টা করছেন জানতে চাই। আর একটা জিনিস আপনার কাছে জানাতে চাই। এই বিলে সর্বত্র দেখি মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে, যে বিক্রী করে সেই একমাত্র ঠকায়। আমি ওঁর সঙ্গে এবিষয়ে একমত নেই। আমাদের দেশে দুইরকমের প্রতারণা দেখি—কেনবার সময় একরকম, বিক্রী করবার সময় আর এক রকম। এই বিলে কোথাও উল্লেখ নেই কেনবার সময় ওজনের ব্যাপারে যদি কেউ ঠকায়, তাহলে তার জন্য কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে। এই বিলে কেবলি আছে বিক্রী করবার সময়ের কথা, কিন্তু কেনবার সময়কার কথা কিছুই নেই সে বিষয়ে কি ব্যবস্থা করার কল্পনা আছে জানি না। আমি একটা দৃষ্টান্ত এখানে দিতে চাই। আপনি শুনলে অবাক হবেন আমাদের দেশের সবচেয়ে বেশি যে কমোডিটি বিক্রী হয়, তা হল ধান ও চাল। এই ধান ও চাল সংক্রান্ত ব্যাপারে এই আইনের প্রয়োগ সম্বন্ধে আইন জানেন এরকম বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আমি পরামর্শ করেছিলাম। এতে সব জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে—সেল, সেল আর সেল—যিনি বিক্রী করবেন তাঁর অপরাধ। আমাদের দেশে ধান কেনে বড় বড় আড়তদার আর বড় বড় মিল মালিক। আপনারা জানেন আমাদের দেশের বড় বড় মিল মালিকরা যখন ধান কেনে তখন বিয়াল্লিশ সেরে মণ নেয়—আমাদের বীরভূম জেলাতেও এই দৃষ্টান্ত দেখেছি। যখনই কোন চাষী কোন আড়তদারের কাছে যায় ধান বিক্রী করতে তখন আড়তদার এক মণে চল্লিশ সেরের জায়গায় বিয়াল্লিশ সের নিয়ে থাকেন। অর্থাৎ ঢলতা হিসাবে দুই সের। এ সম্বন্ধে আগের বাজেট সেসনে আমি বলেছি। আমরা অত্যন্ত দুঃখিত এসব কথা মন্ত্রীদের সামনে পুনঃপুনঃ আনলেও কোন ফল হয় না। আলোচনা হয়, বক্তৃতা হয়, তারপর সব চুপ হয়ে যায়। সাধারণ লোকের এই [illegible] কোন প্রতিকার হয় না। এক মণ ধান বিক্রী করতে গেলে, বাংলাদেশের সকল জেলাতেই আছে কিনা জানি না, কিন্তু আমাদের জেলাতে আছে, চাষীকে চল্লিশ সেরের জায়গায় বিয়াল্লিশ সের দিতে হয়। বিয়াল্লিশ সেরে মণ এটা কি এই বিলে সমর্থন করে? সমর্থন যদি না করে তাহলে সেই ধানের ওজনের যে প্রতারণা, তা বন্ধ করবার জন্য মন্ত্রী মহাশয় কি ব্যবস্থা করেছেন তা বলুন। তিনি তো ভবিষ্যতে কি হবে তাই নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, এখন কি হবে তাই বলুন। এই চল্লিশ সেরের জায়গায় বিয়াল্লিশ সের নেওয়া বন্ধ করবার কি ব্যবস্থা তিনি করতে চান? তিনি হয়ত বলবেন ওজনস্থ জিনিস আমাদের বিলের মধ্যে নেই, আমাদের বিলের মধ্যে আছে বাটখারা আর বাটখারা।

[6—6-10 p.m.]

স্যার, আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে জানাতে চাই এই যে ৪০ সেরের জায়গায় ৪২ সের ওজন এটা প্রকাশ্য দিবালোকে নেওয়া হচ্ছে। পুলিশের সামনে নিচ্ছে, গভর্নমেন্ট কর্মচারীদের সামনে নিচ্ছে এবং এটা আপনি জানেন, মন্ত্রী মহাশয় জানেন, এমন কি [illegible]ও জানেন। আপনি হয়ত বলবেন যে ইচ্ছা করে দুই সের দেয়, কিন্তু তা নয়। আমাদের ক্রিমিনাল এ্যান্ড সাবজেক্ট সেকশন অব দি [illegible], যারা ধান বিক্রয় করে তাদের মধ্যে হানড্রেড পার সেন্টএর কাছ থেকেই জুলুম করে এটা নেবার ব্যবস্থা চালু আছে; কিন্তু এর প্রতিবিধানের কোন ব্যবস্থা কি এই বিলটির মধ্যে আছে? আমি একটা সামান্য হিসাব দিচ্ছি, তাহলেই আপনি বুঝবেন যে এই ওজনের মারপ্যাঁচে কিভাবে আমাদের দেশের চাষীরা সর্বস্বান্ত হচ্ছে। এই স্ট্যাটিস্টিকস

আশা করি মন্ত্রী মহাশয় অগ্রাহ্য করবেন না। আমাদের বীরভূম জেলায় প্রায় ৬০টি মিল আছে। এক একটা মিলে প্রায় এক লক্ষ মণ ধান গড়ে কেনা হয় বৎসরে। ৪০ সেরে ২ সের বেশি অর্থাৎ এক-বিংশাংশ বেশি নেওয়া হচ্ছে। তাহলে এক লক্ষ মণে পাঁচ হাজার মণ বেশি নেওয়া হচ্ছে। ১৪ টাকা করে যদি ধানের মণ ধরা যায় তাহলে পাঁচ হাজার মণ ধানের দাম কত হয়?

Sj. Durgapada Das:

স্যার, এখানে ওয়েটস এ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। ৪২ সেরে এক মণ নেওয়া হয় কিনা সেটা আলোচ্য বিষয় নয়।

Mr. Speaker: Mr. Chatterjee, let us confine our attention to the Bill and cut it short.

সকলেই জানেন যে রাত্রে শিশিরে ধান রাখলে দুই সের ঢলতা দেওয়া যায়।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

স্যার, আমি জানি যে আপনি একজন চাষী মানুষ এবং আমি জানি যে আপনি অনেস্টলি ধান বিক্রয় করেন, আপনি নিশ্চয়ই শিশিরে রেখে ধান বিক্রয় করেন না এবং আমরা এও জানি আপনার মত অনেস্ট চাষী আরও দেশে আছে। তাদের কাছ থেকে এইভাবে লক্ষ লক্ষ মণ ধান ওজনে ঠকিয়ে আদায় করা হয়। স্যার, সেইজন্য আমি বলছিলাম এবং মন্ত্রী মহাশয়ও আমাকে বলছিলেন যে এটা ম্যাট্রিক সিস্টেম অফ ওয়েটস এ্যান্ড মেজারস সংক্রান্ত ব্যাপার এক্‌জিস্টিং সিস্টেম অফ ওয়েটস এ্যান্ড মেজারস সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়। আমি বলছিলাম যে, সে ব্যাধি আজকাল প্রচলিত, সেই ব্যাধির চিকিৎসা করার জন্য এই বিলকে সংশোধন করে এই ব্যাধিকে দূর করার ব্যবস্থা করুন এবং তাই সর্বাগ্রে করা দরকার। সেইজন্য আমি এই বিলকে সিলেক্ট কমিটিতে দিতে বলছি যাতে এই বিলকে শুধু ম্যাট্রিক সিস্টেম অফ ওয়েটস এ্যান্ড মেজারসএর মধ্যে সীমাবদ্ধ না রাখা হয়। এই বিলকে আরও ব্যাপক করুন এবং এর পরিধি আরও বাড়িয়ে দিন, এটাই মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে অনুরোধ করি।

তৃতীয় নম্বর কথা হচ্ছে, ওয়েটস এ্যান্ড মেজারস সংক্রান্ত ব্যাপারে এই আইন কার্যকরী করার জন্য মন্ত্রী মহাশয় খবরবহুল এক কর্মচারীগোষ্ঠী পোষণের কথা বলেছেন। এর জন্য কন্ট্রোলার ইত্যাদি নানারকম কর্মচারী নিয়োগ করার কথা এই বিল প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। আমার মনে হয় এত সব নতুন নতুন কর্মচারী নিয়োগ করার চেয়ে যাঁরা বর্তমানে এইসব কাজ করার জন্য নিযুক্ত আছেন তাঁদের উপরই কাজের ভার দিন, তাহলে ডুপ্লিকেশন অফ এফার্টস প্রভৃতি ঘটবে না এবং বহু সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হবে না। আমি কয়েকদিন আগে মিঃ জে এন তালুকদারের মুখে একটা গল্প শুনেছিলাম, তিনি যখন বলছিলেন তখন মাননীয় সদস্য বঙ্কিমবাবুও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন—স্টেট ট্রান্সপোর্টে বহু লোক নিযুক্ত করতে হয়, আরও কিছু কম হলে চলে কিনা ভাবছিলাম এবং একজন সর্দারজী, যাঁর অনেক বাস আছে, তাঁকে একদিন কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনার এতগুলি বাস আছে এত কম লোকে ম্যানেজ করেন কি করে? আরও কিছু লোক, ইনস্পেকশন স্টাফ প্রভৃতি রাখুন না কেন তাতে সর্দারজী কি উত্তর দিলেন জানেন? তিনি বললেন যারা আছে তারা তো খাচ্ছেই, আবার নতুন লোক এনে তাদের পেট ভরাই কেন? আমিও তাই বলছি, পুলিস, এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ যা আছে তারা যদি ঠিকমত কাজ করে তাহলে ওয়েটস এ্যান্ড মেজারসের ব্যাপারে অন্য কর্মচারী নিয়োগ করার প্রয়োজন হবে না। এ জিনিসটা আমি মন্ত্রী মহাশয়কে ভাবতে বলি। আবার কতকগুলি নতুন কর্মচারী নিয়োগ করলেই কাজের কোন সুরাহা হবে না।

পরিশেষে আবারও আমি মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করবো যে এই ওয়েটস এ্যান্ড মেজারস ব্যাপারে সারাদেশব্যাপী বিশেষতঃ আমাদের বাংলাদেশে যে যথেচ্ছাচার চলছে, যে প্রতারণা ঘরে ঘরে হয়, তার প্রকৃত প্রতিকার হতে পারে তারজন্য একটা সুচিন্তিত বিল নিয়ে আসুন। আজকে মেট্রিক সিস্টেমের জন্য একটা বিল-তার পর এক্‌জিস্টিং ওয়েটস এ্যান্ড মেজারসের ব্যাপারে আর একটা বিল আনবেন এ জিনিস যেন না করেন এবং একটা ব্যাপক বিল নিয়ে আসেন। সেজন্য আমি বলছি এই বিলটাকে সিলেক্ট কমিটিতে দিন। আমার মনে হয় সিলেক্ট কমিটিতে দিলে ব্যাপক একটা বিল নিশ্চয়ই তাঁরা উপস্থিত করতে পারবেন।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

স্পীকার মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে বিল এনেছেন সে বিল নীতিগতভাবে আমি সমর্থন করছি। তার কারণ হল আমার মনে হয়, এই মেট্রিক পদ্ধতিতে যে ওজন বা পরিমাপ করা হয় সেটাই আমাদের দেশে প্রচলিত হওয়া উচিত। কারণ এই প্রথা বৈজ্ঞানিক প্রথা, পৃথিবীর সমস্ত দেশের বৈজ্ঞানিকরা—যদিও তারা নিজের ভাষায় বৈজ্ঞানিক তথ্য লেখেন কিন্তু অঙ্কের ব্যাপারে যা তাদের প্রকাশ করতে হয়, তাতে আমরা দেখেছি প্রত্যেকটি আবিষ্কারই এই মেট্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করে তথ্য পরিবেশন করেছেন। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে পরে এই বৈজ্ঞানিক প্রথা আমাদের গ্রহণ করা উচিত। কারণ এটা অত্যান্ত সহজ এবং সরল।

[6-10—6-20 p.m.]

একটা ইউনিট ধরে তার উপর দিকে যেতে গেলে ১০ দিয়ে গুণ করতে হবে, নীচের দিকে আসতে গেলে দশ দিয়ে ভাগ করতে হবে, এইটাই প্রথা, এবং এর চেয়ে সরল প্রথা আবিষ্কৃত হয় নি। সেদিক দিয়ে এটা প্রগতিশীল—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫৬ সালে একটা আইন প্রণয়ন করেছেন, এবং সেই আইন প্রয়োগ করবার জন্য বিভিন্ন স্টেট গভর্নমেন্টকে ক্ষমতা দিয়েছেন, এবং এই আইন প্রণয়ন করতে অনুরোধ করেছেন। আমি মন্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি যে এই যে একটা মেজার তাঁরা নিতে বলেছেন এটা আমাদের সমাজের একটা বিশেষ পরিবর্তন, এবং ওয়েটস এ্যান্ড মেজার্স-এর দিক দিয়ে এটা যুগান্তকারী। কিন্তু এত বড় একটা মেজার নেবার আজকে হঠাৎ কি প্রয়োজন হল যে তাঁরা একটা অর্ডিন্যান্স করে ফেললেন? এখনই কিছু তাঁরা এই মেজার গ্রহণ করছেন না। আমাদের দেশে শতকরা ৮০ ভাগ লোক অশিক্ষিত। তাদের সম্বন্ধেত দূরের কথা, আজকে শিক্ষিত লোকেরা ও খুব কম জানে। আজকে সরকার এই যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন, এই মেট্রিক পদ্ধতি আসলে সত্যকারের কি, এবং সেটা কত সহজ এ সম্বন্ধে সাধারণ শিক্ষিত মানুষের জ্ঞানও অল্প সে ক্ষেত্রে—

Mr. Speaker: I am hearing with interest the speeches which are being delivered but I would expect from you to make out the points, what the Government should do, what are your objections. Instead of criticising generally I would like you to make out your points.

Dr. Kanailal Bhattacharjee: Yes, Sir, I am trying to do that.

আমি বলছিলাম এই মেজারের প্রচলনের জন্য যে পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে সেই পদ্ধতির সঙ্গে আমরা একমত নই। কিন্তু তার নীতির সঙ্গে আমরা একমত। কিন্তু অর্ডিন্যান্স কোরে এই বিলটা এত তাড়াতাড়ি করবার কি প্রয়োজন ছিল সে কথা মন্ত্রী মহাশয় আমাদের বুঝিয়ে বলেন নি।

Mr. Speaker:

আমার মনে হয় এটা এখন একাডেমিক। যে পদ্ধতিগুলো তাঁর ভাল লেগেছে সেইটা দেখিয়ে দিয়েছেন।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

এ সম্বন্ধে আমার বলার আছে—

Government must check their actions.

এত তাড়াতাড়ি কোরে এসেমব্লিকে এভয়েড করার প্রয়োজন নাই। আমার মনে হয় যদি এরকম মেজারের প্রয়োজন হয় তাহলে এসেম্ব্লীকে ডাকা উচিত, এবং তাঁদের সামনে বিলটা প্লেস করা উচিত। এইরকম একটা বিলকে তাঁরা তাড়াতাড়ি অর্ডিন্যান্স করে দিয়েছেন। এত তাড়াতাড়ি অর্ডিন্যান্স করবার কি প্রয়োজন ছিল? অর্ডিন্যান্স হয়েছে অক্টোবর মাসে, আর আজ ডিসেম্বরের যোলই। বোধ হয় দু মাসও হয়ে যায় নি, এর মধ্যে কি কিছু এগুতে পেরেছেন বলে মনে করেন? কাজেই অর্ডিন্যান্স এর কি প্রয়োজন ছিল?

অর্ডিন্যান্স করেছেন বোলে আজকে বিলটাকে সিলেক্ট কমিটিতে নিয়ে যাবার জন্য মন্ত্রী মহাশয়কে যতই অনুরোধ করি না কেন, তার দিকে কান দেবেন না। তার কারণ অর্ডিন্যান্স হয়ে যাবে। যে দিক দিয়ে টেকনিক্যাল ডিফেক্ট দাঁড়াবে। সেইজন্য আমরা সেই মেজারের ফল ভালভাবে প্রদর্শন করতে পারব না। সেইজন্য আমার বলার হল যে যেভাবে অর্ডিন্যান্স করা হয়েছে তাতে আমাদের বিশেষ আপত্তি আছে।

আমার তৃতীয় কথা হচ্ছে যে এই আইন এনফোর্স করতে হলে আমাদের দেশের জনসাধারণকে যেভাবে এডুকেট করা উচিত ছিল, সেইভাবে এডুকেট করা হয় নি। তার কারণ আজকের দিনে আমাদের দেশে নানারকম ওয়েটস এ্যান্ড মেজার্স প্রচলিত আছে। সেগুলিই আজকের দিনে আমাদের দেশের জনসাধারণ ভালভাবে জানে না। সেই জায়গায় আজকে নতুন ওয়েটস এ্যান্ড মেজারস নিতে গেলে বিলের ভিতরে গোটাকতক পদ্ধতির কথা বলেছেন। আমি আপনার সামনে একটি একটি কোরে দেখাব যে সেগুলোর সাধারণ মানুষের কতখানি অসুবিধা হবে, এবং এটা আমাদের উপর কিভাবে এ্যাক্ট করবে। প্রথম হচ্ছে, এই আইনের দ্বারা এটা সম্ভব হবে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এই আইনের দ্বারা এক-একটা এলাকা ঠিক কোরে দেওয়া হবে, যেখানে এই আইনটার প্রয়োগ করা হবে। ধরুন হাওড়া জেলায় কিলোগ্রামের ওজন হবে কিন্তু হুগলি জেলায় যদি মণের ওজন থাকে তাহলে হাওড়া জেলার লোক কোন কিছু হুগলি জেলার লোককে বিক্রী করলে কিলোগ্রামে বিক্রী করবে, কিন্তু সেটা হুগলি জেলার অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত মানুষের পক্ষে তাকে মণেতে ট্রান্সফার করা সম্ভব হবে না। এদিকে মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন সমস্ত স্টেটে এই মেজার নাই। আজ আমাদের এই মেজার নিতে হবে। এই আইনটা কোন কোন স্টেটে কোন কোন এলাকায় প্রয়োগ করা হবে, কোন কোন অঞ্চলে প্রয়োগ করা হবে গভর্নমেন্ট নোটিশ দিয়ে জানাবেন।

তারপর এখন একটা লাইসেন্সএর ব্যাপার করেছেন। যেসমস্ত কারখানায় এই সমস্ত মেজারস বা এই ওজনগুলো তৈরি হবে, সেই সমস্ত কারখানার লাইসেন্স হওয়া দরকার। কিন্তু মনে করুন একটা দোকানে বা কারখানায় গোটাকতক ওয়েটস এ্যান্ড মেজারস আছে, আমি যখন সেই কারখানা থেকে কিনলাম তখন হয়ত ভেরিফায়েড ওয়েটস এ্যান্ড মেজারস আমি কিনলাম কিন্তু প্রত্যেক পাঁচ বৎসর অন্তর আমাকে সেটা রি-ভেরিফাই করতে হবে। ভাল জিনিস একটা আমার পক্ষে রি-ভেরিফাই করতে গেলে আমাকে আবার একটা ফী দিতে হবে ; অর্থাৎ প্রত্যেক দোকানদারকে পাঁচ বৎসর অন্তর তার ওয়েটস এ্যান্ড মেজারস রি-ভেরিফাই করার জন্য একটা ফী দিতে হবে। ছোটখাট দোকানদার—একটা মেছুনি থেকে আরম্ভ কোরে বড় আড়তদার পর্যন্ত প্রত্যেকের উপর এতে একটা কর চাপান এবং এই কর আবার অপ্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণের উপর যে পড়বে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

তারপর পেনাল ক্লজের কথা। পেনাল ক্লজএর মধ্যে বলেছেন আমার কাছে যদি ভেরিফাই না করা কোন মেজার থাকে তখন আমাকে প্রমাণ করতে হবে যে আমি সেটা ব্যবহার করি না বা কোন কিছু বিক্রী করার জন্য ব্যবহার করি না। ওয়েটস এ্যান্ড মেজারস কমপ্লীটলি চেঞ্জড হচ্ছে তখন যদি আমার কাছে একটা মিটার থাকে তাহলে সেটার ওনাস আমার উপর অর্থাৎ আমাকে প্রমাণ করতে হবে যে এই মিটার দিয়ে কোনদিন কোন কাপড় বা কিছু বিক্রী করি নি। তখন পজেশন একটা অফেন্স হয়ে যাবে।

তা ছাড়া ৩নং ক্লজ এবং ২৪, ২৫, ২৬ ও ২৭ এই চারটে ক্লজ যেভাবে ড্রাফট করা হয়েছে, তাতে মনে যে অনেক ক্ষেত্রে রিডানডান্ট অনেক ক্ষেত্রে কন্ট্রাডিক্টরী, অনেক ক্ষেত্রে এই ১৮, ১৯, ২০ এর মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে চলে যেত। সমস্ত বিল যদি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়া যায়, তাহলে দেখা যাবে এই বিলের প্রয়োগ যখন আমাদের দেশে করা হবে তখন সাধারণ মানুষকে ছোট ছোট [illegible] পাগল হয়ে যেতে হবে। আমাদের দেশের অশিক্ষিত জনসাধারণের কথা মনে রেখে এটাকে কিভাবে এপ্লাই করা যায় তার জন্য চিন্তা করা প্রয়োজন। আমি বলছি না এরকম মেজার আনা উচিত নয়। কিন্তু রাইটার্স বিল্ডিংএ বসে, জনসাধারণের সঙ্গে কোন রকম সংযোগ না থাকার জন্য যে বিল তৈরি করা হয়েছে তার দ্বারা মানুষকে পীড়ন করাই হবে।

[6-20—6-30 p.m.]

সাধারণ মানুষ মনে করবে যে আমরা কোন আইন তৈরি করছি। আমরা চাই সাধারণ মানুষের এই আইন দ্বারা সুবিধা হওয়া উচিত, মন্ত্রী মহাশয়ও সেই জিনিস চান। আজকে যে ওয়েটস এ্যান্ড মেজারস যা ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট করেছেন মেট্রিক পদ্ধতিতে সেই ওয়েটস এ্যান্ড মেজারস যদি বাজারে চালু করা যায়, এনফোর্স করা যায়, তাহলে সাধারণ মানুষের ক্যালকুলেশান করতে সুবিধে হবে এবং এরজন্য এই আইন করা দরকার। কিন্তু আইন আজ যা তৈরি হয়েছে এবং তাড়াতাড়ি রাইটার্স বিল্ডিংসএ বসে যা ড্রাফট করে দেওয়া হয়েছে সেই ড্রাফটেড বিল আজ যদি এখানে এনস্যাক্টেড হয় তাহলে আমি বলি এই বিল জনসাধারণের সুবিধার চেয়ে বেশি অসুবিধা করবে এবং তাঁদের কাছে এটা একটা পীড়াদায়ক বিল হয়ে দাঁড়াবে। আর এর দ্বারা সাধারণ মানুষকে শুধু শুধু কোর্টেহাজির হতে হবে। আবার এর দ্বারা আর একটি দুর্নীতির দুর্গ সৃষ্টি হবে—কন্ট্রোলার, ডেপুটি কন্ট্রোলার, ইন্সপেক্টাররা বড় বড় ফ্যাক্টরীর ওনারদের ছেড়ে দিয়ে সাধারণের উপর পীড়ন করবে। কাজেই আজকের দিনে যে জিনিসটা ভাল আমরা করতে বলেছি সেই যে শিব গড়তে আমরা বলেছি তা করতে গিয়ে বাদর না গড়ি সেটা দেখা দরকার। সেদিকে দৃষ্টি রেখে আমি মনে করি আজ এই যে বিল ড্রাফটেড হয়েছে এবং এই বিল যে উদ্দেশ্যে নিয়ে মন্ত্রী মহাশয় করতে বলেছেন সেই উদ্দেশ্য এই বিলের দ্বারা সাধিত হবে না। এই বিলকে একেবারে কমপ্লিটলি রি-ড্রাফট করতে হবে বা থরো রি-কাস্টিং করতে হবে। সেজন্য উচিত হচ্ছে এত তাড়াতাড়ি না করে মন্ত্রী মহাশয় কোন টেকনিক্যালিটির কথা না ভেবে এটাকে একটা সিলেক্ট কমিটিতে দিন তাঁরা বিচারবিবেচনা করে ভালভাবে একটা বিল ড্রাফট করুন যাতে মন্ত্রী মহাশয় ও সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যে উদ্দেশ্য স্ট্যান্ডার্ড অফ ওয়েটস এ্যান্ড মেজারস আইন পাশ করেছেন এই আইনকে সত্যি যদি এনফোর্স করতে হয় তাহলে এই বিলের আমূল পরিবর্তন করা প্রয়োজন। কাজেই মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করব যে এই বিলটি একটা সিলেক্ট কমিটিতে দেওয়া হোক।

Sj. Dasarathi Tah:

অধ্যক্ষ মহাশয়, আজ এই যে বিল আনা হয়েছে আমি মনে করি যে যিনি এই বিল উত্থাপন করেছেন, তিনি এর অধিকারী নন এবং আমরা যারা বলছি আমাদেরও ওজন এ বিষয়ে কম। আমার মনে হয় এ বিলের মর্যাদা দিতে গেলে শ্রদ্ধেয় জালান সাহেব কিম্বা শ্রীমতী পূরবী মুখার্জি, আমাদের বন্ধু খগেনবাবু এবং অন্য দিক দিয়ে শিশির দাস মহাশয় ও কমিউনিস্ট পার্টির শ্রীনিরঞ্জন সেন মহাশয়কে নিয়ে একটা সিলেক্ট কমিটি করা হোক। যাই হোক আমাদের নয়া পয়সা হিসাবে খুব ভাল, কিন্তু তারজন্য যে কত পয়সা লাগল তার ইয়ত্তা নেই। আমাদের দেশে আমরা শিক্ষা ব্যবস্থায় কিছুই করতে পারলাম না। আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলেন যে এত হেলোপিলে হয়ে গেছে যে প্রাইমারী এডুকেশন দেওয়া যাচ্ছে না। অতএব এই যেখানে অবস্থা সেখানে এই ওজনের ব্যাপার করে যে কি অবস্থা হবে সেটা এবার বুঝুন। অর্থাৎ বাটখারার সের ওজন, কিনতে কিনতে বাটখারায় বাটপাড়িতেই আমাদের জান চলে যাবে। দুই কিলোর পুঁইশাক দাও এইসব কথা বলতে হবে। বাংলাদেশের যে অর্থনীতি এবং এখানকার ওজন ও তাদের যে অথরিটি শুভঙ্কর তার অঙ্ক নিরক্ষর মেয়ে পুরুষরা মুখে মুখেই মুখস্থ করে ফেলে। কিন্তু শুভঙ্করকেই আপনারা তকে তুলে নিচ্ছেন। আপনাদের যদি মেট্রিক সিস্টেম করতে হয় তাহলে সেই জায়গায় গ্রামে ঠিক করুন যে সব শুভঙ্কর কি করে করা যায় এবং শেখা যায়। এই কিলো ইত্যাদি হলে লোকে একেবারে অস্থির হয়ে পড়বে। কিন্তু এর মধ্যে একটা বিরাট পলিটিক্স আছে। কংগ্রেস গভর্নমেন্ট আজ পর্যন্ত যতগুলি ভাল আইন করেছেন ততেই মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়েছে এবং সেই [illegible] দলিত করার জন্যই এই বিল। একটা কথা বলি—এক রাজপুত্রকে যেমন অঙ্ক শেখাতে গিয়ে মাস্টার জিজ্ঞাসা করলে যে রসগোল্লা একবাটিতে ৪টা আর ওবাটিতে ৪টা থাকলে কটা হয় তখন বড় রাজপুত্র বলল যে বলিস না। ও অঙ্ক শেখাচ্ছে। (হাস্য) সেই অঙ্ক শেখানোর জ্বালায় সে আর মাস্টারের কাছে যায় নি। ওঁদের নয়া পয়সার হিসাব এমনই যে কোথায় কি দেব জানি না, কারণ কোথাও ১৩ নয়া পয়সাও দুই আনা, আবার কোথাও ১২ নয়া পয়সাও দুই আনা। সেজন্য বলছি যে এর সঙ্গে কিলোমিটার হলে তো লোকে একেবারে অস্থির হয়ে যাবে। আমাদের ওজন যা তা আমরা জানি—কেদারাম,

বেচোয়াম—দুই রকমের বাটখারা আছে এবং আমরা মহাজন তাকেই বলি যে কিনবে যাহার কাছে এবং বেচবে যেখানে দুই-ই ভাবে ঠকাতে পারে—সেই ব্যবসাদার। যাইহোক একটা স্ট্যান্ডার্ড ওজন যদি হোত তাহলে আমরা বুঝতাম, কিন্তু যা করতে যাচ্ছেন তাতে সর্বনাশ হবে। কারণ আপনারা মানুষকে শিক্ষিত করতে পারলেন না, তাদের ধারাপাতের বিদ্যার বেশী আপনারা পড়াতেই পারলেন না। অর্থাৎ এডুকেশন যেখানে নেই সেখানে কিলোমিটার ইত্যাদি করে লোককে মারাই হবে। আমি ধান সম্বন্ধে অভিজ্ঞ লোক এবং মিহিরবাবু বলেছেন যে আমি বামুন চাষী। আমি জানি যে শিশিরে ভিজিয়ে ধানের ধলতা হয়, কিন্তু হেমবাবু বলুন তো যে চিংড়ী মাছের কোন ধলতা আছে কিনা। চিংড়ী মাছের শিংগুলো ও খোলাগুলো যদি ছাড়াই তাহলেই বোধহয় ধলতা হয়। (হাস্য।) যাইহোক যেখানে সর্ববিষয়ে চাষীকে ঠকাবার ষড়যন্ত্র চলছে সেখানে তাদের হয়ে আমি বলছি যে ওজনের এইসব ব্যাপার এখন চাপা দিয়ে রেখে দিন। একটা সিলেক্ট কমিটি করে তাতে জালান সাহেব, শ্রীমতী পূরবী মুখার্জি, খগেনবাবু, শিশির দাস, মহাশয় ও কম্যুনিস্ট পার্টির নিরঞ্জন সেনকে নিন। এবং এই করে ১০ বছর কাটিয়ে দিন। কারণ ১০ বছর পরে কংগ্রেস গভর্নমেন্ট আর হবে না এবং তখন লোক অনেক শিক্ষিত হয়ে যাবে ও তখনই মেট্রিক সিস্টেম করা যাবে। আমার মনে হয় ভূপতিদা বোধ হয় কাজ এগিয়ে রাখছেন—অর্থাৎ যেন ডাক্তার আনতে বলার পরেই ছেলের সংকারের কাঠও তৈরি করতে বললেন। (হাস্য।) ভূপতিদা ভাল মানুষ হয়ে বৃদ্ধ বয়সে এই বিল আনতে তাঁর একটু চক্ষুলজ্জা হল না। তাই আমি বলি যে বিকেন্দ্রীকরণের কথা বলে এইসব চলবে না। বাংলাদেশ শুভঙ্করের উপর ভিৎ করে একটা স্ট্যান্ডার্ড ওজন করে সমস্ত ভারতে পথ প্রদর্শক হোক—বিশেষ করে লৌকিক অর্থনীতি দিক দিয়ে। সেজন্য আমার অনুরোধ যে কিলোমিটার আর চালাবেন না—দুই পয়সার পুঁইশাক কিলোমিটারে আমরা কিনবো না।

Dr. Jnanendra Nath Majumdar:

স্পীকার মহাশয়, যাহোক আমার প্রথম কথা হোল যে আমাদের দিক থেকে যেসব কথা বলা হচ্ছে আমি ঠিক সর্বান্তকরণে সেটা সমর্থন করতে পারছি না। আজকের দিনে বিজ্ঞানের ধারা না মেনে অগ্রসর হবার উপায় নেই। শুধু আজকের দিনে নয়—উপনিষদে দেখবো ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়ে যদি আমাদের আলোচনা করতে হয় তাহলে বিশিষ্টরূপে জ্ঞান আহরণ করতে হবে, আর সেই বিশিষ্টরূপে জ্ঞান আহরণ করতে হোলে বিজ্ঞান ছাড়া চলবে না। কাজেই যে জিনিস বৈজ্ঞানিক কার্যে সাহায্য করবে আমরা যদি তাকে স্বাগত না জানাই—আমরা যদি অন্য ধারায় কথা বলতে আরম্ভ করি তাহলে আমাদের পরে আমাদের বংশধরেরা যারা আসবে তাদের কাছে আমরা লজ্জিত থাকবো। কাজেই বিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে দশমিককে বাদ দেওয়ার কথা কোন কারণেই আমি সমর্থন করতে পারি না। এর সংগে শুভঙ্করির যে কথা বলেছেন তা মহাশয় সেকথা ঠিক যে এটা আমাদের জন্মগত ও সমাজগত হয়ে গেছে। কিন্তু তাই বলে দশমিক যে তার থেকে সোজা হবে না বা আমরা তা শিখতে পারবো না এসমস্ত কথা ঠিক নয়। এর মধ্যে স্বাগত জানাতে গিয়ে আমাকে কতকগুলি অপ্রিয় কথা বলতে হচ্ছে এবং যখন অপ্রিয় কথা বলতে হচ্ছে তখন সেখানে ওঁদের সঙ্গে আমি একমত। এখানে আমার [illegible] কথা মনে হয়ে যায় রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলেছিলেন "গান হয়ে যায় যাহাই লিখি"। তার কাব্য প্রতিভা এমন ছিল। এদেরও সেইরকম ভাল উদ্দেশ্যও মন্দ হয়ে যায় এমনি এদের চালিকাশক্তি মুনাফায় আমাদের সরকার বিরাট বিরাট নানারকম কথা বলে থাকেন আমরা ওয়েলফেয়ার স্টেট করছি, সোসালিস্টিক প্যাটার্ন অব সোসাইটি করছি, আমরা [illegible] এনে ফেললাম ইত্যাদি—তারপরে দেখি তাঁদের কাগজে ৭ পার্সেন্ট যদি ন্যাশনাল প্রফিট বাড়ে তাহলে ৭ পার্সেন্ট ওয়েজেস কমে যায়, এটা কিরকম সোসালিজম তা বুঝতে পারি না এবং বুঝতে পারি না বলেই আমাদের ভয় হয়। শ্রদ্ধেয় ভূপতিবাবু একদিন বললেন যে এটা তো হয়ে গেছে। আমরা ইতিহাস থেকে শিখি এবং নিকট ইতিহাসে আমরা কি দেখলাম? এমন একটা ভাল জিনিস ডেসিম্যাল করলেন, সেই ডেসিম্যাল করনেজ করতে গিয়ে ওঁরা কি করলেন? রাস্তায় মারামারি, কাটাকাটি হোল তা ছাড়া সরকার থেকে জনসাধারণের পকেট কাটা আরম্ভ হোল এবং যখন লোকে ধরে ফেললে তখন ভারত সরকার তাড়াতাড়ি আইন করে পোস্টেজ স্ট্যাম্পের দাম বাড়িয়ে দিলেন। আমাদের সরকার ভাড়াটা বেড়েছে স্বীকার করেছেন।

[6-30—6-40 p.m.]

আপনি আজও বাসে চড়ুন ঐ এক পয়সা হিসাবের গোলমাল করে জনসাধারণের সর্বনিম্ন শ্রেণীর পকেট কেটে একটা করে পয়সা বের করে নিচ্ছেন। বড় দের বেশি অসুবিধা হয় না। বড় বড় ট্রানজেকসন হয় তাতে হিসাব কমই দিতে হয়। আমার নিজেরও খব অসুবিধা হয় না। হয়তো একটু অপ্রাসংগিক হয়ে যাবে, কিন্তু না বললেও চলে না; যাইহোক, সেসব কথা ধারাওয়ারী আলোচনায় বলতে পারব। তবে কিছুটা এ্যাকাডেমিক ডিসকাসনও দরকার, কেননা পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যদেশ যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে এবং আমাদের যখন তাদের সংগে কাজকর্মে যোগাযোগ রাখতে হচ্ছে তখন আমাদের দেশের অগ্রগতি ব্যাহত হয়ে যদি না আমরা এই ডেসিম্যাল কয়নেজ ও মেট্রিক সিস্টেম গ্রহণ করি। আজকে নয়া পয়সার ব্যাপারে আমরা দেখি যে, বাজারের মেছুনি তার হিসাব শিখে ফেলেছে এবং আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতায় দেখি যে সে আমাদের চেয়ে ঢের ভাল হিসাব করে সে জেনে নিয়েছে পুরাতন কত পয়সায় কত নতুন পয়সা হয়, সে জেনে নিয়েছে এর টেকনিক কনভারসন টেবল তার না জানা থাকলেও তার কাজের গোলমাল হচ্ছে না, কাজ আটকাচ্ছে না। সুতরাং এই মেট্রিক সিস্টেম যদি বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয় সমস্ত দেশের সব জায়গায় এই ভাবে চলে তাহলে সাধারণ মানুষ তাকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারবে। রুলস যখন তৈরি করবেন তখন মন্ত্রী মহাশয় যেন সকল দিকে বিশেষভাবে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। এই মেট্রিক সিস্টেমএর ইতিহাস খুজলে আমরা দেখতে পাব যে ১৮৬৩ সাল থেকে এই মেট্রিক সিস্টেম আমাদের দেশে প্রবর্তনের চেষ্টা হচ্ছে যদিও এখন পর্যন্ত সেই চেষ্টা পুরোপুরি সম্পূর্ণতা লাভ করে নি যার ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিদেশের সংগে তো বটেই, আমাদের ভারতবর্ষের ভিতরেও জেলায় জেলায়, প্রদেশে প্রদেশে যোগাযোগ রক্ষা করার বাধা সৃষ্টি হচ্ছে। সুতরাং এই মেট্রিক সিস্টেম আমাদের দেশে প্রবর্তনের প্রাক্কালে আমি আপনাদের অনুরোধ জানাচ্ছি এটা সিলেক্ট কমিটিতে দিন এবং এমনভাবে ব্যবস্থা করুন যাতে যাদের জন্য এটা দরকার তারা যেন না ঠকে। এই মেট্রিক সিস্টেম প্রচারের ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে করতে হবে। কিন্তু এই প্রচার কার্যের মধ্যে আপনারা রাজনীতি করে ফেলছেন—আপনাদের কতকগুলি পেটোয়াও ইংরেজী কাগজে এগুলি প্রচার করছেন যার ফলে দেশের সর্বসাধারণের কাছে গিয়ে পৌঁছাতে পারছে না। দেশের সকল লোকের কাছে সহজ ভাষায় যাতে এর প্রচারের ব্যবস্থা হয় সেদিকেই প্রথম দৃষ্টি দিতে হবে। রেডিও মারফত দেশের সর্বত্র গ্রামে ও ফ্যাক্টরীতে সর্বত্র প্রচার করতে হবে তবে আপনারা যেসমস্ত রেডিও তৈরি করছেন সেগুলি নাকি গ্রামে গিয়ে এক মাসের বেশি বাজে না। সেজনাই আমি বলছি এটা সিলেক্ট কমিটিতে বিশদভাবে আলোচিত হওয়া দরকার। প্রয়োজন হলে লোক পাঠিয়ে হাটেমাঠে বাটে এর প্রচার করতে হবে এবং আপনাদেরও এর প্রচারের জন্য গ্রামে সফরে যাওয়া দরকার—কিন্তু আপনারা যখন গ্রামে সফরে যান তখন পুলিস ঘেরা ডাক-বাংলাতে থেকে খাওয়াদাওয়া করে চলে আসেন, তাতে জনসাধারণের সংগে আপনাদের যোগাযোগ হয় না। অনেকেই এখানে এই মন্তব্য প্রকাশ করেছেন যে, নয়া পয়সা নিয়ে যেরকম গোলমাল হচ্ছে এই মেট্রিক সিস্টেম প্রবর্তনের পরে ঠিক সেই অবস্থা দেখা দেবে এবং অনেক লোককে রাঁচিতে যেতে হবে—রাঁচিতে যেতে হবে না বিধানবাবু লালগোলায় ১০ লক্ষ টাকায় একটা ল্যুনাটিক এ্যাসাইলাম তৈরি করবার চেষ্টা করছেন সেখানে যেতে হবে তবে শুনছি এই লালগোলার বাড়িটা নাকি ভেংগে পড়ে যাচ্ছে। তাই আমার অনুরোধ হচ্ছে এই যে, এই জিনিস যদি করতেই হয় এবং করা দরকার হয় তবে দু আনি যেমন তুলে দিয়েছেন তেমনিভাবে এই বাটখারাগুলিও তুলে নিতে হবে—এবং ওজনের মাপগুলি ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড ইনস্টিটিউট দ্বারা ঠিক করিয়ে নিয়ে এই ব্যাপারে একটা মনোপলি বিজিনেস চালাতে পারেন। একদিনে যদি এইসব বাটখারা তুলে নিতে চান তাহলে বাজারে প্রচুর গোলমালের আশঙ্কা থেকে যাবে। তাই আমার মনে হয় এই জিনিস আগে আমাদের স্কুল-কলেজে, আমাদের বিজ্ঞানের লেবরেটরিতে এবং অন্যান্য যেসমস্ত জায়গায় শিক্ষার ব্যবস্থা আছে সেইসব জায়গাতে প্রথমে এগুলি চালান উচিত। অর্থাৎ এটা আস্তে আস্তে জনসাধারণের মধ্যে প্রবর্তন করতে হবে, তা না হলে গোলমাল হবে। এই গোলমালের কথায় আমার প্রফেসার এস. এন. সেনের কথা মনে পড়ল। তিনি একজন প্রবীণ গবেষক। তিনি বলেছেন কলকাতায় এই গোলমাল হওয়ার কারণ হচ্ছে মানুষের অপরাধ-প্রবণতা। কিন্তু মানুষ আজকের দিনে খেতেপরতে পাচ্ছে না। এইরকম অবস্থায় মানুষ যে সহজেই উত্তেজিত হয়ে গোলমালের সৃষ্টি করবে তাতে বিস্মিত হবার কিছু নাই। তাই আমি

ভূপতিবাবুকে পুনঃপুনঃ বলব যে, এটা ভাল জিনিস সন্দেহ নাই, কিন্তু এটা প্রয়োগ করবার আগে ভাল করে সিলেক্ট কমিটিতে বসে চিন্তা করতে হবে, এর ট্যাকনিক এবং রুলস ও প্রয়োগবিধি আমাদেরই তৈরি করে নিতে হবে—সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যে রুলস তৈরি করেছেন তাই আমরা মানতে বাধ্য নয়, আমরা আমাদের স্টেট রুলস নিজেরা তৈরি করতে পারি। এটা কোন প্রেস্টিজএর ব্যাপার নয়। তাই আমার সাজেশন হচ্ছে, আপনারা যদি বা এটা সিলেক্ট কমিটিতে না দিয়ে ভোটের জোরে পাস করিয়ে নিতে চান জনসাধারণের প্রতিনিধি নিয়ে একটা কমিটি করা উচিত। তার পর, এর প্রচারের মাধ্যম কি হবে সেটাও ভাবতে হবে। শুধুমাত্র আপনাদের পেটোয়া কাগজে না দিয়ে জনসাধারণের সংখ্যাধিক্য লোক যে কাগজের মাধ্যমে সংবাদ রাখে সেইসব কাগজে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। এই অনুরোধ করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

[6-40—6-50 p.m.]

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 28th February, 1959.

Mr. Speaker, Sir, in moving my amendment for circulation of the Bill I wish first of all to say that I am at one and in conformity with the idea that there should be uniformity throughout the country about the different sorts of weights and measures. Now, when the Constitution was passed in 1950 the same subject has unfortunately been divided and has been placed under two authorities. There is one authority, the Central Government, but in regard to provincial authority in different States there will be so many authorities. It may be that at times the provincial authority may be at one with the central authority, but there may be certain provinces which may differ. On the same subject—weights and measures—in List I, item 50, the Central Government has power for stablishment of standards of weights and measures. So, only for the purpose of establishing standards the Central Government has all the power and for the purpose of making legislation on the remedial measures, that is, how this will be carried into operation, the Provincial Government has power. The Central Government has passed the Act on 28th December, 1956, and it has fixed 10 years for the implementation. Section 14 of the Central Act provides that when any portion of the Act is promulgated in any part of the country or with regard to any specific transaction there should be simultaneous existence for three years of the old system as well as the new system, but in the present Act we do not see that there is simultaneous operation of the two systems. Only it has been stated that the State Government will have power to introduce any portion of this Act in any area or with regard to particular sort of transaction, but as soon as the Bengal Government takes it into its head to introduce this system in any particular district or in any part of the country or with regard to a particular way of transaction, then there is no time limit. A soon as there will be a gazette notification it will have effect automatically and as soon as it takes effect the old system goes. Therefore, there is this anomaly: the Central Government provides for simultaneous operation for three years but the Provincial Government is given the reserve power of introducing at any time it desires. And I would say that this Bill is a very controversial Bill and is a very scientific Bill and this will affect all sections of the people as soon as it will come into operation. Therefore full play should be given for thinking over this measure and we are not in a hurry; at least we have this much time in our hand. The Central Act was passed in December, 1956, by a Gazette announcement; a portion of it has been effective since 1st October, 1958. Therefore within three years it will have full effect; on 1st October, 1961 it will have full effect. Now we are towards the end of 1958; we have full three years in our hand to think over the matter. Therefore, why should we be in such

a hurry about implementation of this Bill? I would say that previously there were certain Acts—Standards of Measures Act of 1889 and Standards of Weights Act of 1939. Those two Acts have been repealed by the Central Act. After the passing of the Constitution several States had passed certain Acts with regard to the regulation of weights and measures of those States. Now, these Acts have been repealed by the Central Act with the concurrence or consent of these State Governments. With regard to our Province nowhere at any time we passed any Act regulating the weights and measures. Therefore, we should require much more time for being accustomed to these things. Other Provinces have got enough time in their hands. People in other Provinces have been educated to a great extent about the adoption of these measures and weights. We are beginners with regard to these matters. Therefore, we should have at least some more time to think over the matter and to come to a concrete or acceptable conclusion with regard to this matter. The hurried drafting of this Bill has introduced innumerable irregularities within this Bill. First of all, I shall point out that there are certain provisions in the Indian Penal Code for punishment of certain offences. You will see that in section 264 of the Indian Penal Code there is a provision for punishment for using false instrument in weight. In the present Bill we see section 27 provides for that. Now this Act does require similar provisions of the Indian Penal Code. Therefore, simultaneously with the passing of this Bill the Indian Penal Code will also be a statute in the Statute Book. So, if an offence is committed in the meantime under which section the offender will be punished—either under the present Act or under the corresponding section of the Indian Penal Code? Now that Act is not being repealed. In this Province we have not given any clause. There is no section in this legislation.

Mr. Speaker: Mr. Panda, the section of the Indian Penal Code will remain unaffected relating to weights and measures.

Sj. Basanta Kumar Panda: There will be a constitutional difficulty. I shall explain how. After the passing of the Constitution we have got powers under List II, item 29 to legislate on weights and measures except on standards. The Central Government has got powers to legislate on standards only. Now if some provisions of the existing Act, Indian Penal Code, are at variance with the powers of the State Government under Item 29 the difficulty will be that some courts will have to take into their heads the declaration that as soon as List II, item 29 has come into operation, the corresponding provisions in the Indian Penal Code will be null and void. The court shall have to decide this. Before this decision is given, what will be the effect of the application of these two measures by the prosecuting authorities, i.e., the Magistrates and the Police?

Mr. Speaker: What you are driving at is this. Section 265 of the Indian Penal Code deals with fraudulent use of measures. Section 24 of this Bill is also about the fraudulent use of weights and measures. And therefore there are two different statutes each of which is intended and directed towards the same measure—fraudulent use?

Sj. Basanta Kumar Panda: Section 264 of the Indian Penal Code has got similar application with regard to section 27 of the present Bill. Section 265 of the Indian Penal Code provides for similar offence as under section 24 of the present Bill. Section 266 of the Indian Penal Code provides for the same offence as is provided in section 25 of the Bill. And there is a lot of anomalies. If you look at section 267 of the Indian Penal Code along with section 21 and section 26 of the present Bill, you will find that by section 21 you have provided for three months' punishment for offences mentioned therein.

[6-50—7-2 p.m.]

Section 26 provides for one year's punishment. Again, section 267 of the Indian Penal Code provides for one year's punishment. So, the simultaneous existence of similar provisions in the two Acts will lead to great anomalies. This could be avoided in this way. You have got full power to legislate on the subject. The Central Government has not got that power. Therefore, if you had introduced a section in the Bill to the effect that irrespective of any other provision in any other law to the contrary, the provisions of this Act will take effect, then and then only the provisions of this Act would have full effect irrespective of similar provisions in the Indian Penal Code. But I find that this Bill is silent on this point. You have passed many other measures by which, inspite of the existence of other Acts, you have taken away the wind from the sails of those Acts by legislating that the provisions of this Act will take effect in spite of the contrary provisions in any other Act. You will find this has happened in the case of section 3 of the Estates Acquisition Act. But here you are silent on this point. So, great anomalies will arise in the application of the provisions of this Act. By this Bill you are going to supplement the Central Act which has already been passed, but the provisions you have made are only with regard to weights and with regard to measures, but on other things you are silent. I would draw the attention of the Hon'ble Minister to several sections of the Central Act—the substantive Act—on which you are silent in this remedial Bill. In the preamble you have said that the Central Government has passed an Act, but you are going to supplement that Act by this Bill. But you are silent in this Bill with regard to several sections of the Central Act—I am referring to section 5 to section 10 of the Standards of Weights and Measures Act, 1956. Section 5 of that Act provides for the unit of time.

Mr. Speaker: Have you considered List III, item 1?

Sj. Basanta Kumar Panda: Yes, it runs thus: Criminal law, including all matters included in the Indian Penal Code at the commencement of this Constitution but excluding offences against laws with respect to any of the matters specified in List I or List II and excluding the use of naval, military or air forces or any other armed forces of the Union in aid of the civil power. It is in the Concurrent List.

Mr. Speaker: That does not matter. The legislative competence is there.

Sj. Basanta Kumar Panda: I do not dispute the legislative competence, but anomalies will arise.

Mr. Speaker: It says—"including all matters included in the Indian Penal Code". Therefore, the framers of the Constitution took into account this particular matter in respect of which provision has already been made in the Indian Penal Code.

Sj. Basanta Kumar Panda: That is true. I am not challenging the legislative competence, but I am saying that the existence of these two measures will create anomalies.

Mr. Speaker: The framers of the Constitution, it must be assumed, knew about the provisions in the Indian Penal Code regarding the use of false weights and measures. This is a general thing. They said in the Concurrent List III, Seventh Schedule, that both the Centre and the States can legislate on the subject of Crimes. Therefore, when you are legislating on this subject, you are legislating on a matter which is included in the Indian Penal Code.

Sj. Basanta Kumar Panda: I am, therefore, saying that there ought to remain in this Act provision that the sections of this Act would have precedence over any corresponding provisions in the existing Acts.

Mr. Speaker: Whatever it is, do you think this House is competent to legislate on the chapter on crimes?

Sj. Basanta Kumar Panda: No. I say that because it appears on the concurrent list, we can legislate with the concurrence of the Centre.

Mr. Speaker: Supposing the Bill goes through, would it offend any part of the Constitution?

Sj. Basanta Kumar Panda: Because of item 2 we have full power to legislate. I am not disputing that. The framers of the Constitution took it into their head to balance the two powers which have been given at the two places. We are not commenting on the Constitution; we are to accept the Constitution.

Mr. Speaker: But you are to consider whether the Bill contains any provision which goes contrary to the Constitution.

Sj. Basanta Kumar Panda: That we are entitled to find out. As I was saying, this Bill is defective in the sense that the Central Act made provisions for many other things but this Act is silent about them. In section 5 there is provision for unit of time; in section 6 there is provision for unit of electric current; in section 7 there is provision for unit of temperature; in section 8 there is provision for luminous intensity of lights; in section 9 there is provision for unit of air; in section 10 there is provision for unit of volume; and in section there is provision for unit of capacity. These are complete and comprehensive provisions which are contained in the Central Act. In the preamble of this Act we have said about some limited application of those things. We say that we are going to give effect to the different provisions of that Act and Enforcement Organisation in this State is being made. This Act has made provision for weights and has made little provision with regard to measure, i.e., linear distance. Apart from these two things there is no other provision in this Act which can be called comprehensive. If this Bill is circulated among the people, suggestions might have come from educationists and from people in all spheres of life that this measure ought to be in this way and these are the defects in the present Bill and therefore there should be some remedy or some improvement with regard to this Bill.

Then there is a great defect in the Bill if you look at clause 27 where there is a provision for limit of error to be tolerated. The Central Act does not say anything about the limit of error to be tolerated. A metre will be of this length; there cannot be anything more or anything less than that. The kilogram will be of this mass of things; there cannot be anything more or anything less. In clause 37 you have introduced a novel things; this clause has been introduced perhaps to come in aid of some delinquent persons—if a person keeps defective instrument or some measures which are defective, you would pardon him on the ground that you are to excuse him for this amount of error. I would say that this section ought not to remain in the Statute at all because if it remains then under the cloak of this amount of error or the tolerable error many offenders will escape. Therefore, I would say that this is a provision by which the main object of the Act will be frustrated. I would, therefore, request the Hon'ble Minister to accede to our request by circulating this Bill amongst the public to gather their opinion or to refer it to a Select Committee as has been claimed by some of the honouable members who spoke before me.

Mr. Speaker: I do not think the Hon'ble Minister would like to reply at 7 o'clock. The House stands adjourned till 3 p.m. tomorrow.

Adjournment

The House was then adjourned at 7-2 p.m. till 3 p.m. on **Wednesday,** the 17th December, 1958, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

THE ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on **Wednesday**, the 17tb December, 1958, at 3 p.m.

Present:

Mr. Speaker (the Hon'ble SANKARDAS BANERJI) in the Chair, 16 Hon'ble Ministers, 11 Deputy Ministers and 201 Members.

STARRED QUESTIONS

(to which oral answers were given)

[3—3-10 p.m.]

Modifcations of Amta Basin Drainage Scheme

***25.** (Admitted question No. *889.) **Sj. Gobinda Charan Majhi:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation and Waterways Department be pleased to state—

(*a*) whether Government have modified or altered the original "Amta Basin Drainage Scheme";

(*b*) if so, what is the cause of such modification or alteration; and

(*c*) when the scheme is proposed to be executed?

The Minister for Irrigation and Waterways (the Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji): (*a*) Yes.

(*b*) The modifications reduce the cost of the scheme with proportionately larger benefits.

(*c*) The modified scheme is now awaiting the approval of the Planning Commission. The work will be taken up as soon as their approval and necessary fund are received.

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি এর আরও খবর দিতে চাই। আমরা প্ল্যানিং কমিশন থেকে ২৮এ নবেম্বর ১৯৫৮ তারিখে অ্যাপ্রুভ্যাল পেয়েছি। তারা স্টেট ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টের অ্যাপ্রুভ্যাল চায়। তাই আমরা স্টেটের ফাইন্যান্স মিনিস্টার যিনি তিনি আমাদের চীফ মিনিস্টার তাঁর কাছে ২৯এ নবেম্বর ১৯৫৮ তারিখে ফাইলটা পাঠাই। তারপর তিনি তাতে সই ক'রে সম্মতি দেন এবং ১লা ডিসেম্বর ১৯৫৮ তারিখে ঐ ফাইল ফেরত পেয়েছি। টেন্ডার কল করা হয়ে গেছে এবং ২২এ ডিসেম্বর ১৯৫৮ হচ্ছে টেন্ডারের লাস্ট ডেট। ২৮এ ডিসেম্বর ১৯৫৮ তারিখে কাজ আরম্ভ হবে এবং এ বছর ৫½ লক্ষ টাকা রিভাইজড বাজেটে ধরা আছে।

Sj. Gobinda Charan Majhi:

মন্ত্রিমহাশয় কি জানাবেন, কি কি মডিফিকেশন এই স্কীমে করা হয়েছে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

একটা স্লুইস গেট এবং আর একটা লক গেট ছিল এই দু'টো বাদ দেওয়া হয়েছে এবং কিছু এলাকাও বাদ দেওয়া হয়েছে।

Sj. Gobinda Charan Maji:

আপনি (বি)তে যেখানে উত্তর দিয়েছেন the modifications reduce the cost of the scheme with proportionately larger benefits সেখানে দয়া ক'রে বলবেন কি, এই প্রপোর্শনেটলি লার্জার বেনিফিটসগুলো কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

কস্ট কমলে বেনিফিট লার্জার হ'ল। কস্ট কমেছে গ্রস এরিয়ার পার একর। আগেকার স্কীমে ১১১ টাকা আর রিভাইজ্‌ড স্কীমে ৭৬ টাকা পড়েছে। নেট এরিয়া যদি ধরা হয় তা হ'লে আগেকার স্কীমে ১৫৮ টাকা পার একর পড়ে আর রিভাইজ স্কীমে ১০৯ টাকা পড়েছে। কাজেই কম টাকাতে বেশি উপকৃত হচ্ছে।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

আপনি বললেন অ্যাভারেজ যেটা ড্রেনড আউট হবে সেটা রিভাইজ্‌ড স্কীম করার জন্য অ্যামাউন্ট কি বেড়েছে, এরিয়া কি বেড়েছে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

এরিয়া কমেছে—৬৪ স্কোয়ার মাইল ছিল ৪৮ স্কোয়ার মাইল হয়েছে।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

আপনি বলেছেন যে, ৫½ লক্ষ টাকা রিভাইজ্‌ড এস্টিমেট ধরা হয়েছে, সেই ৫½ লক্ষ টাকা কি এই মার্চের মধ্যে খরচ হবে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

সেটাই আশা করছি।

Sj. Gobinda Charan Maji:

বনস্পতি, মহিষরেখা, গুজোরপুর এই স্কীম থেকে বাদ দেবার কারণ কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

এগুলি স্কীমের মধ্যে কোনদিন ছিল না। বনস্পতি বাদ গেছে লেবেলের পূর্বদিকে না এসে পশ্চিমদিকে যায়। সেইজন্য এটাকে বাদ দিয়ে আলাদা স্কীম করা হয়েছে।

Sj. Gobinda Charan Maji:

এগুলোকে স্যালাইন ওয়াটার থেকে বাঁচাবার কি হবে, কারণ প্যাডি নষ্ট হচ্ছে?

Mr. Speaker: Question not allowed.

Manikhali Khal, Maheshtala police-station

*28. (Admitted question No. *1085.) **Sj. Sudhir Chandra Bhandari:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation and Waterways Department be pleased to state—

(ক) চব্বিশপরগনা জেলার অন্তর্গত মহেশতলা থানার এলাকাধীন মণিখালি নামক খালটির সংস্কার দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে ধরা হইয়াছে কিনা; এবং

(খ) ধরা হইয়া থাকিলে, কতদিনের মধ্যে সংস্কার হইবে?

The Minister for Irrigation and Waterways (the Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji):

(ক) না।

(খ) প্রশ্ন উঠে না।

Sj. Sudhir Chandra Bhandari:

মন্ত্রিমহাশয় বলবেন কি, মণিখালি খালের সংস্কারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

১৭ লক্ষ টাকার স্কীম আছে, এই স্কীম যতক্ষণ পর্যন্ত না প্ল্যানিং কমিশন মঞ্জুর করেন এবং ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানে ঢুকে ততক্ষণ পর্যন্ত এর কাজ করা যাবে না।

Sj. Sudhir Chandra Bhandari:

তৃতীয় পরিকল্পনার মধ্যে ঢুকাবার কোন সম্ভাবনা আছে কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

তৃতীয় পরিকল্পনার কোন্ কোন্ স্কীম যাবে তা আসছে বছর ঠিক হবে, তারপর প্ল্যানিং কমিশন ঠিক করবেন কোন্টা নেবেন আর কোন্টা নেবেন না।

Irrigation schemes in West Dinajpur district

*27. (Admitted question No. 1094.) **Sj. Basanta Lal Chatterjee:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation Department be pleased to state—

(ক) পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় সেচের কোন পরিকল্পনা আছে কি;

(খ) থাকিলে, কোথায় ও কতদিনে ঐগুলি কার্যকরী করা হইবে; এবং

(গ) উহার দ্বারা কি পরিমাণ জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা হইবে?

The Minister for Irrigation and Waterways (the Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji):

(ক) হ্যাঁ।

(খ) টাংসন ভেলী সেচ পরিকল্পনার জরিপকার্য সমাপনান্তে ইহা গ্রহণযোগ্য (টেক্‌নিক্যালী ফিসিবিল) হইলে, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য সুপারিশ করা হইবে।

(গ) আনুমানিক ৪ বর্গমাইল।

আরও কয়েকটা স্কীম আছে আমি এখানে বলে দিচ্ছি:

construction of a sluice and a regulator at Gelkhari in P.S. Gangarampur

এটা টেকন্ আপ, কাজ চলছে,

construction of a sluice and regulator at Sitala Debi

কাজ চলছে,

construction of regulator with sluice gate at Rajnagar

এটার কাজ চলছে,

reconstruction of a canal and construction of a sluice at Pashan Bil, P.S. Kumarganj

এটা ১৯৬০-৬১ সালে ধরা হবে,

Drainage scheme of Baraldighi and other Bils, P.S. Gangarampur

১৯৬০-৬১ সালে ধরা হবে,

construction of a regulator in Durga Bil, P.S. Balarampur

১৯৬০-৬১ সালে ধরা হবে, কনস্ট্রাকশন অফ এ রেগুলেটর ১৯৬০-৬১ সালে ধরা হবে।

Sj. Basanta Lal Chatterjee:

আপনি (খ)এ টাংসন ভেলি বলেছেন—ওটা টাংগীল ভেলি হবে।

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

আমি টাংগীল ভেলি পড়েছি, স্কীম তৈরি হচ্ছে।

Drainage of Tiljala and Kasba areas of Calcutta

***28.** (Admitted question No. *261.) **Dr. Jnanendra Nath Majumdar:** (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation Department be pleased to state if it is a fact that Tiljala and Kasba areas of Calcutta remain water-logged during rainy season causing a good deal of inconvenience to the people of those areas?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state what steps are being taken by Government—

(*i*) to drain off the water before the coming rainy season; and

(*ii*) as permanent measures to prevent such inundation in future?

The Minister for Irrigation and Waterways (the Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji): (a) Yes, but only at times of excessive rainfall.

(*b*) (*i*) In order to afford interim relief to the people of the area, Jadavpur Khal, the main drainage channel of the areas, has been improved.

(*ii*) As a permanent solution to the drainage congestion in the area, Government propose to execute the Tollygunge-Panchannagram-Boichtola Drainage Scheme as soon as the required fund can be arranged for.

Sj. Dhirendra Nath Dhar:

মন্ত্রিমহাশয় বলবেন কি, ফান্ডের বন্দোবস্ত কবে করা হবে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

এস্টিমেট হয়েছে সোয়া ২৯ লক্ষ টাকার ফান্ড, এটা ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানের অন্তর্ভুক্ত নয়। আমরা এবারে চেষ্টা করেছিলাম যাতে ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানে আগামী বছর ঢ্‌কাতে পারি কিন্তু প্ল্যানিং কমিশন রাজী হন নি—এই হ'ল একটা দিক। আর একটা দিক হ'ল, এর ভেতর ক্যালকাটা কর্পোরেশনের অনেক এরিয়া আছে। তাদের কোন শেয়ার দেওয়া হবে কিনা, কত টাকা দেওয়া হবে, এই নিয়ে এখন চিঠি লেখালেখি চলছে, এখনও ফাইনালাইজড হয় নি।

Sj. Dhirendra Nath Dhar:

তা হ'লে অনেক দেরি হবে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

হ্যাঁ, দেরি হবে।

Excavation of canals in Mahmudbazar and Rajnagore police-stations, Birbhum district.

***29.** (Admitted question No. *909.) **Sj. Turku Hansda:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation Department be pleased to state—

(*a*) if it is a fact that no canal for distribution of water has so far been excavated in Mahmudbazar and Rajnagore police-stations of Birbhum district; and

(*b*) if so, whether Government have any plan for excavation of such canals?

The Minister for Irrigation and Waterways (the Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji): (*a*) About 38 miles of canals of the Mayurakshi Project have been excavated within Mahmudbazar police-station with a view to supplying irrigation water to approximately 14,000 acres of land within that police-station. But since Rajnagore police-station is outside the command of that Project, no canal has been excavated within that police-station.

(*b*) Not at present.

Inclusion of certain areas of Mayureswar and Rampurhat police-stations within the benefited areas under Mayurakshi Project

***30.** (Admitted question No. *903.) **Sj. Cobardhan Das:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে, ময়ূরাক্ষীর খাল বীরভূম জেলায় ময়ূরেশ্বর থানার মল্লারপুর মৌজার উত্তর সীমায় মহুয়াপুর গ্রাম পর্যন্ত গিয়াছে;

(খ) সত্য হইলে, উপরোক্ত খাল উপরোক্ত থানার গোয়ালা মৌজা পর্যন্ত আনিয়া তত্রস্থ প্রায় ২৫,০০০ বিঘা জমির সেচব্যবস্থা করার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা; এবং

(গ) রামপুরহাট থানার অন্তর্গত সোয়াংশা মৌজা পর্যন্ত ময়ূরাক্ষীর যে ক্যানালটি গিয়াছে, তেলডাহা মৌজার দক্ষিণ দিয়া তাহার একটা শাখা বিস্তার করিয়া তত্রস্থ প্রায় ২,০০০ বিঘা জমির সেচব্যবস্থা করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা?

The Minister for Irrigation and Waterways (the Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji):

(ক) এবং (গ) না।

(খ) প্রশ্ন উঠে না।

আমি এখানে ব'লে রাখি যে, মেন ক্যানেল, ডিস্ট্রিবিউটারি নম্বর ২, মল্লারপুর মৌজা দিয়ে গোয়ালা মৌজায় গেছে। মথুরাপুরের কোন খবর আমার কাছে নেই।

Sj. Cobardhan Das:

মন্ত্রিমহাশয় কি জানেন যে, ঐ খাল গোয়ালা মৌজা পর্যন্ত আনলে সেখানে বহু জমি বাঁচবে?

Mr. Speaker: That is a suggestion, not a question.

Construction of Parasilla Road, Burdwan district

***31.** (Admitted question No. 183) **Sj. Phakir Chandra Ray:** (*a*) Will he Hon'ble Minister in charge of the Irrigation Department be plaesed to tate if it is a fact—

(*i*) that the District Board Road connecting the Grand Trunk Road and the Damodar Embankment, i.e., the Paneysilla Road in the district of Burdwan, was taken over by the Irrigation Department during the war years and returned to the District Board of Burdwan at the close of the war and has again been taken over by the Irrigation Department; and

(*ii*) that notice for acquisition of side lands were issued and estimates for metalling and developing the road were under preparation?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister e pleased to state how and where matter stands at present?

The Minister for Irrigation and Waterways (the Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji): (*a*) (*i*) The Parasilla (not Paneysilla) District Board Road was not taken over by Government at any time.

(*ii*) Yes.

(*b*) The proposal for the construction of a feeder road from the Grand Trunk Road near Paraj to the D. L. Embankment at Silla has been dropped.

[3-10—3-20 p.m.]

Sj. Phakir Chandra Ray:

ফিডার রোডএর কনস্ট্রাকশন প্রোপোজাল ড্রপ কেন করা হল বলতে পারেন কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

এটা ডি ভি সির ব্যাপার—আমি পড়ে দিচ্ছি—

At the time of remodelling the Damodar Left Embankment it was proposed to construct a feeder road, Parasilla feeder road, from the Grand Trunk Road near Paraj to the Damodar Left Embankment at Silla. The approval of the Chairman, Burdwan District Board was sought for in the year 1947 for the acquisition of the Parasilla District Board Road, but the road was not taken over from the District Board at any time. The estimate of remodelling and developing the road was prepared in the year 1947 and notification for the acquisition of the said land was in the year 1948. In view of the flood control elements involved in the D.V.C. project and consequent loss of importance of Damodar Left Embankment, the proposal for construction of the feeder road has been dropped.

Schemes for construction of sluice gates in Itahar police-station, West Dinajpur district

***32.** (Admitted question No. *1095). **Sj. Basanta Lal Chatterjee:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation Department be pleased to state—

(ক) পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় ইটাহার থানায় কোন বাঁধ বাঁধার বা বুড়িবান্দনা, রাজগ্রাম ও অন্য বিলের স্লুইস গেট নির্মাণ করার অথবা অন্য কোন সেচের পরিকল্পনা সরকারের আছে নিকা;

(খ) থাকিলে, কোথায় ও কতদিনে এইগুলি কার্যকরী হইবে; এবং

(গ) উহার দ্বারা কি পরিমাণ জমির উন্নতি হইবে?

The Minister for Irrigation and Waterways (the Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji):

(ক) আছে।

(খ) রাজানগর-হাসুয়ার ড্রেনেজ খালে স্লুইস গেট সহ একটি রেগুলেটর এবং বুড়িমন্ডল বিল ড্রেনেজ খালে একটি রেগুলেটার নির্মাণ করিবার পরিকল্পনা আছে। প্রথমোক্ত পরিকল্পনাটি ১৯৫৮-৫৯ সালে গ্রহণ করা যাইতে পারে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাটি ১৯৬০-৬১ সালে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

(গ) উক্ত [illegible]-গুলির দ্বারা যথাক্রমে ২,২০০ ও ১,০০০ একর জমি উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

Sj. Basanta Lal Chatterjee:

এখানে (খ) প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে ১৯৫৮-৫৯ সালে গ্রহণ করা যাইতে পারে, এই খাদায় আর কোন পরিকল্পনা আছে কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

আপাতত আমার জানা নাই।

Threatening entry of flow into the Bhagirathi from the Padma in Murshidabad district

***33.** (Admitted question No. *1072.) **Sj. Shyamapada Bhattacharyya** Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation and Waterways Department be pleased to state—

(a) whether Government are aware that there is a *Char* in existence at the junction of the Bhagirathi and the Padma in the district of Murshidabad;

(b) if it is a fact that this *Char* has diminished in size and the main current of the Padma is threatening to enter the Bhagirathi; and

(c) whether Government have any scheme for regulating the stream and the flood water?

The Minister for Irrigation and Waterways (the Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji): (a) Yes.

(b) The *Char* is being eroded. If the erosion continues, there may be greater discharge into the river Bhagirathi from the river Padma.

(c) The entry of the flow from the river Padma into the river Bhagirathi will be regulated after construction of the Farakka Barrage under the Ganga Barrage Scheme which is now under investigation.

Sj. Shyamapada Bhattacharyya:

ঐ চরের কোনখানে সবচেয়ে উইড্থ কম?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

নোটিস চাই।

Sj. Shyamapada Bhattacharyya:

পদ্মা ভাগীরথীর মধ্যে ঢুকে যাবে এরকম সম্ভাবনার কথা জানেন কি? এবং এটা বিশ্বনাথপুরের কোন্দিকে বলতে পারেন কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

বর্তমানে গঙ্গা সরে যাচ্ছে ডানদিকে এবং পদ্মা ভাগীরথীর মধ্যে ঢুকে যাবে এরকম সম্ভাবনা নাই ব'লেই চীফ ইঞ্জিনীয়ার বলেছেন।

Sj. Shyamapada Bhattacharyya:

আরও কোন জায়গায় ভাঙ্গন হচ্ছে কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

বলতে পারি না।

Sj. Shyamapada Bhattacharyya:

এতে কি ঐ এলাকা বিপন্ন হ'তে পারে না?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

ঐ তো বলেছি চীফ ইঞ্জিনীয়ার বলেছেন ঐরকম সম্ভাবনা নেই।

Sj. Shyamapada Bhattacharyya:

সেখানে কোন ড্রেনেজ করার স্কীম আছে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

না।

Sj. Deben Sen:

মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি, ফরাক্কা ব্যারাজ নির্মিত হবার আগেই এই চরটা ভেঙ্গে পদ্মা ভাগীরথীর মধ্যে প্রবেশ ক'রে যাবে কিনা?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

আমি তো একটু আগেই বলেছি চীফ ইঞ্জিনীয়ার গিয়ে দেখে এসেছেন এবং বলেছেন সেই সম্ভাবনা নাই, আমরা ওখানে লোক রেখেছি, সেই রকম কোন সম্ভাবনা দেখা দিলে ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাবে।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

মন্ত্রিমহাশয় জানেন কি যে, ফরাক্কা ব্যারাজ থার্ড প্ল্যানে ইনক্লুডেড হ'লেও তার কাজ শেষ হ'তে হ'তে এক্সপার্টরা বলছেন ১২ বৎসর লাগবে অর্থাৎ হিসাব করলে দেখা যাবে সবশুদ্ধ প্রায় ২০ বৎসর লাগবে, সুতরাং যে প্রশ্ন দেবেনবাবু করেছেন সে সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা করছেন কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

নজর রাখা হয়েছে, প্রয়োজন হ'লে ব্যবস্থা করা যাবে।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

আমার প্রশ্ন হ'ল, থার্ড প্ল্যানএ এটা যদি ইনক্লুডেডও হয় তা হ'লে তার আগে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে।

Sj. Deben Sen:

নজর রাখা হয়েছে বলেছেন, পদ্মার আক্রমণের বিরুদ্ধে নজর কিভাবে রাখা হয়েছে সেটা বলবেন কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

যেভাবে নজর রাখা প্রয়োজন তার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করা হচ্ছে।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

মন্ত্রিমহাশয় জানেন কি যে, ভাগীরথী ও পদ্মার মোহনায় একটা চর পাকিস্তান দখল করার ফলে নৌকা চলাচল বিঘ্নিত হচ্ছে?

Mr. Speaker: The question is disallowed.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

ঐ চর পাকিস্তানের দখলে থাকার ফলে মন্ত্রিমহাশয়ের পরিদর্শনে বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে একথা সত্য কি?

Mr. Speaker: The question is disallowed.

Inclusion of Barti Beel of Barrackpore subdivision in Development schemes

***34.** (Admitted question No. *916.) **Sj. Panchanan Bhattacharjee:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation Department be pleased to state—

(*a*) whether the Barti Beel (বরতী বিল) in the Barrackpore subdivision of the district of 24-Parganas has come under any development scheme; and

(*b*) whether Government are aware that almost every year an area of about 15,000 acres of fertile land is flooded by the Beel?

The Minister for Irrigation and Waterways (the Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji): (*a*) Yes.

(*b*) No. Crops of about 1,400 acres of land are damaged in times of excessive rainfall only due to inadequacy of drainage arrangements.

Sj. Copal Basu:

কোন ডেভেলপমেন্ট স্কীম নেওয়া হয়েছে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

২টা স্কীম আছে। একটা নঐ স্কীম আর একটা সুতী স্কীম; নঐ স্কীম ৮২ স্কোয়ার মাইল নিয়ে এবং সুতী স্কীম ৮৯ স্কোয়ার মাইল নিয়ে করা হয়েছে এবং প্রথমটায় ৪৮ লক্ষ টাকা এবং দ্বিতীয়টায় ৬৩ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। এই দুটো করলে বিলের উপকার হবে।

Sj. Copal Basu:

কবে কাজ শুরু হবে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

এগুলির কাজ এখনও আরম্ভ হয় নি, তৃতীয় পরিকল্পনায় হবে কিনা বলতে পারি না।

Sj. Copal Basu:

এটা জানেন কি, ১,৫০০ একর জমির ফসল নষ্ট হয় অতিবৃষ্টির জন্য?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

তা ঠিক বলতে পারি না। ১,৪০০ একর জমির ফসল নষ্ট হয় বৃষ্টির জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকার জন্য।

Sj. Copal Basu:

কত একর জমির সার্ভে করা হয়েছে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

যতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, গোটা দুনিয়া তো সার্ভে করতে পারি না।

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Chani: Crops of about 1,400 acres of land are damaged every year only due to inadequacy of drainage arrangements. When is that inadequacy going to be remedied?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

নঐ ও সুতী বেসিন স্কীম যেদিন সম্পূর্ণ হবে তখন উপকার হবে।

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Chani:

সেটা হ'তে কতদিন লাগবে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

এখনও প্ল্যানিং কমিশনারের দ্বারা প্ল্যানের অন্তর্ভুক্ত হয় নি।

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani:

ঐ এরিয়ার ক্রপ নষ্ট হয়ে থাকে কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

তা থাকে।

Sj. Chitto Basu:

মন্ত্রিমহাশয় বলেছেন, এক্সেসিভ রেনফলের জন্য ফসল নষ্ট হয়, নর্মাল রেনফল হ'লে এই বিলের ফসলহানি হয় কিনা?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

এই বিলের পাশের জমি প্রতি বর্ষায় কিছু না কিছু ডুবে যায়।

Sj. Chitto Basu:

তা হ'লে কিছু কিছু জমির ফসল নষ্ট হয়?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

হ্যাঁ, হয়।

Sj. Chitto Basu:

নঐ ও সতী স্কীম কার্যকরী করার আগে কোন স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা করার ইচ্ছা আছে কি সরকারের?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

কোন পরিকল্পনা নেই, কোন ছোট পরিকল্পনার দরকার ব'লে ইঞ্জিনীয়ার মনে করেন না।

Sj. Chitto Basu:

স্থানীয় জনসাধারণ ঐ খাল যেটা সিল্টেড আপ হয়ে গিয়েছে সেই সিল্ট ক্লিয়ারেন্স করলে পর খানিকটা উপকার হ'তে পারে একথা আপনাকে জানিয়েছে কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

তা হ'তে পারে, কিন্তু আমার ইঞ্জিনীয়ার সে মত পোষণ করেন না।

Sj. Chitto Basu:

ইঞ্জিনীয়ার দ্বারা সে সম্পর্কে ইনভেস্টিগেট করিয়ে কিছু পরিমাণ জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করার কি প্রয়োজনীয়তা নাই?

Mr. Speaker: I do not think that question arises.

Irrigation Scheme in Malda district

***35.** (Admitted question No. *881.) **Sj. Monoranjan Misra:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation Department be pleased to state—

(ক) মালদহ জেলায় চাষের উন্নতির জন্য কোন ব্যাপক ইরিগেশন স্কীম গ্রহণের সরকারের পরিকল্পনা আছে কি; এবং

(খ) থাকিলে, কতদিনে এবং কিরূপ স্কীম গ্রহণ করা হইতেছে?

The Minister for Irrigation and Waterways (the Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji):

না, তবে রাতুরা থানার কালাপাহাড় বাঁধ নির্মাণের কাজ সম্প্রতি আরম্ভ করা হইয়াছে। প্রাথমিক তদন্তের ফলে এই জেলায় আরও তিনটি জলনিকাশী ও বাঁধ পরিকল্পনা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল। কিন্তু বিশদভাবে তদন্ত করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এই পরিকল্পনাগুলি সম্ভবপর বা গ্রহণযোগ্য নহে। এই তিনটি পরিকল্পনার স্থলে বিকল্প পরিকল্পনা গ্রহণের বিষয় সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

[3-20—3-30 p.m.]

Dr. Colam Yazdani:

মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় বলেছেন যে, ব্যাপক ইরিগেশন স্কীম গ্রহণের কোন পরিকল্পনা নেই। যেখানে অনাবৃষ্টির জন্য বছরের পর বছর ফসল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সেখানে যদি ব্যাপক সেচ পরিকল্পনা না থাকে তা হ'লে চাষের উন্নতি কি ক'রে হবে?

Mr. Speaker: All that this answer purports to say is that there is no extensive scheme.

Dr. Colam Yazdani:

একটি জায়গায় বাঁধ নির্মাণের কাজ আরম্ভ হয়েছে তাতে সমস্ত জেলায় চাষের উন্নতি কি ক'রে সম্ভব হবে সেকথা মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় বলুন।

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

আরও তিনটি পরিকল্পনা করা হয়েছিল, সেগুলি গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় বিকল্প পরিকল্পনা গ্রহণের বিষয় বিবেচনাধীন আছে।

Dr. Colam Yazdani:

ঐ পরিকল্পনাগুলি বদলে অন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করবার কারণ কি হয়েছিল মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় বলবেন কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

পরিকল্পনাগুলি বাতিল করা হয় নি, পরিকল্পনাগুলি গ্রহণযোগ্য বিবেচিত না হওয়ায় নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করার বিষয় সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে।

Dr. Colam Yazdani:

এই সমস্ত ব্যাপারে স্থানীয় এম এল এ বা সরকারী কর্মচারীদের সাজেসশন নেওয়া হয় কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

আমাদের ইঞ্জিনীয়ারদের নিয়ে কাজ হয়ে থাকে, অন্য কেউ কোন সাজেসশন দিলে তা সাদরে গ্রহণ করা হয়।

Kendua Khal Scheme and re-excavation of Rajapur Drainage Canal

***36.** (Admitted question No. *1333.) **Dr. Brindaban Behari Bose:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation and Waterways Department be pleased to state—

(*a*) whether Government have any proposal to take up the work of Kendua Khal Scheme and to complete re-exacavation of Rajapur Drainage Canal this year;

(*b*) if so, whether the work will be given effect to before the ensuing rainy season; and

(*c*) if not, when these works will be given effect to?

The Minister for Irrigation and Waterways (the Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji): (*a*) (*i*) A scheme known as the Amta Drainage Project which provides for improvement of Kendua Khal, has already been prepared and approved by Government. The scheme is now pending with the Planning Commission for their approval.

(*ii*) A separate scheme for the re-exacavation of the Rajapur Drainage Channel is now under consideration of Government.

(*b*) and (*c*) (*i*) The work of the Amta Drainage Project will be taken up as soon as the approval of the Planning Commission is received.

(*ii*) The work of excavating Rajapur Drainage will be taken up after necessary funds have been arranged for.

Dr. Brindabon Behari Bose:

কেন্দুয়া খাল এলাকায় কয়েকটি থানার সাধারণ মানুষ এই স্কীমটিকে মডিফাই করবার জন্যে প্রতিবাদ জানিয়েছে সরকারের কাছে, তার ফলে কি অরিজিন্যাল স্কীম গ্রহণ করতে সরকার রাজী হয়েছেন?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

প্ল্যানিং কমিশনের কাছে প্রতিবাদ গিয়েছিল, প্রতিবাদ বিচার ক'রে তাঁরা মডিফায়েড স্কীম স্যাংশন ক'রে দিয়েছেন।

Dr. Brindabon Behari Bose:

মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানাবেন এটা সত্য কিনা যে, হুগলি নদীর মুখে একটি টালীর কারখানা এবং একটি বিলাতী কেমিক্যাল কোম্পানির স্টোর থাকার দরুন লকগেট বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

না।

Sj. Tarapada Dey:

আপনার উত্তরে দেওয়া আছে যে, প্ল্যানিং কমিশনের মঞ্জুরী পেলে কাজ শুরু হবে। আবার এখানে একটি প্রশ্নের জবাবে বললেন, প্ল্যানিং কমিশনের মঞ্জুরী পাওয়া গিয়েছে। তা হ'লে এখন বলতে পারেন কবে নাগাদ কাজ আরম্ভ হবে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

আটাশে ডিসেম্বর।

Sj. Tarapada Dey:

মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় বলবেন কি, রাজাপুর ড্রেনেজ স্কীমের জন্য কত টাকা বরাদ্দ হয়েছে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

বরাদ্দ কিছু হয় নি, এস্টিমেট হয়েছে সাড়ে চার লক্ষ টাকা।

Sj. Tarapada Dey:

এটাকে কি ফোর্থ ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানে নেওয়া হবে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

ফোর্থ ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানের কথা আমরা এখন বিবেচনা করছি না, সেটা আপনারা করবেন। রাজাপুর ড্রেনেজ স্কীমটি পুরাতন স্কীম হ'লেও একেবারে সাড়ে চার লক্ষ টাকার ব্যাপার ব'লে অর্ডিনারি মেনটেন্যান্সে হ'তে পারে না। সুতরাং প্ল্যানিং কমিশন ঐ স্কীম স্বীকার করবেন কিনা সেটা তাঁদের সঙ্গে লেখাপড়া ক'রে দেখতে হবে।

Acreage of lands irrigated by Mayurakshi Canals in Rampurhat and Mayureswar police-stations

***37.** (Admitted question No. 1197.) **Sj. Durgapada Das:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation and Waterways Department be pleased to state—

(ক) বীরভূম জেলার রামপুরহাট ও ময়ূরেশ্বর থানায় কত একর জমিতে ১৯৫৬-৫৭ সালে চাষের জন্য ময়ূরাক্ষী ক্যানেলের জল দেওয়া হইয়াছে;

(খ) ১৯৫৬-৫৭ সালে কোন্ তারিখে প্রথম ক্যানেলের জল দেওয়া হয়;

(গ) ঐ থানা-দুটির কোন্ এলাকায় মোট কতবার জল দেওয়া হইয়াছে;

(ঘ) ইহা কি সত্য যে—

(১) প্রয়োজনের সময় পর্যাপ্ত জল সরবরাহ করিতে না পারায়, বহু জমিতে ধান্য মরিয়া গিয়াছে, এবং

(২) ক্যানেলের জল তুলিয়া জমিতে দিবার ব্যবস্থা পর্যাপ্ত না থাকায়, বহু জমিতে জল দিতে পারা যায় নাই; এবং

(ঙ)যদি (ঘ) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) সরকার ঐ-সব অসুবিধা দূর করার জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন, এবং

(২) ঐ এলাকায় বর্তমান শাখা ক্যানেলগুলির উন্নতি, নূতন শাখা ক্যানেল খনন ও জল তুলিবার জন্য আরও অধিকসংখ্যক স্লুইস গেট নির্মাণ করার কথা সরকার বিবেচনা করেন কিনা?

The Minister for Irrigation and Waterways (the Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji):

(ক) রামপুরহাট থানায় ৭,৫৫০ একর এবং ময়ূরেশ্বর থানায় ৩১,৭৪০ একর।

(খ) ৪ঠা জুলাই, ১৯৫৬।

(গ) প্রয়োজন অনুযায়ী রামপুরহাট ও ময়ূরেশ্বর থানা এলাকায় চার হইতে পাঁচবার জল দেওয়া হইয়াছে।

(ঘ) (১) না। সেচযোগ্য সমস্ত জমিতেই সন্তোষজনকভাবে সেচের জল সরবরাহ করা হইয়াছিল।

(২) না। খালের জলে যে-সমস্ত জমিতে সাধারণভাবে সেচ সম্ভবপর, সেইরূপ সমস্ত জমিতেই সেচের জল সরবরাহ করার মত যথেষ্ট পরিমাণ জল ছিল এবং সেই-সমস্ত জমিতেই সন্তোষজনক ও সুষ্ঠুভাবে জলসরবরাহ করা হইয়াছিল।

(ঙ) প্রশ্ন উঠে না। ১৯৫৬-৫৭ সালে জল সরবরাহ বিষয়ে কোন অসুবিধাই হয় নাই। সুষ্ঠু সেচব্যবস্থার প্রতি সর্বদাই বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়।

Sj. Durgapada Das:

(ঘ)-এর ১ এবং (২) নম্বর প্রশ্নের উত্তরে দেখা যাচ্ছে মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় বলেছেন যে, সন্তোষজনক ভাবে সেচের জল সরবরাহ করা হইয়াছিল। এই তথ্য কোথা থেকে সংগৃহীত হয়েছে বলবেন কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

বিভাগ থেকে।

Sj. Durgapada Das:

মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি অবগত আছেন, যেসমস্ত লোককে ওখানে নেওয়া হয় তারা জল কোথায় গেছে না গেছে কিছুই দেখেন না, সেখানে যারা কুলি শ্রমিক ইত্যাদি আছে তাদের দিয়ে কাজ করানো হয়?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

আমাদের যেসমস্ত কর্মচারী এজন্যে আছেন তাঁদের দিয়েই কাজ হয়।

Sj. Durgapada Das:

পেট্রোলের জন্যে নিযুক্ত, যাঁরা তাঁরা একবার কিছু ঘুরে এসে নিজেদের খুশিমত একটা ম্যাপেতে লাল দাগ দিয়ে ব'লে দেন, এরা এরা জল নিয়েছে, এটা কি মন্ত্রিমহাশয় জানেন?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

না, আমার জানা নেই।

Sj. Hare Krishna Konar:

মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানেন, ঐ অঞ্চলের কৃষকেরা ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টে দরখাস্ত করেছিল যে, কোন কোন জায়গায় জল পাওয়া যায় না?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

আমার তা জানা নেই, তবে সাধারণভাবে সেচ এলাকায় ব্যবস্থা হচ্ছে যেখানে জল দেবে ব'লে নিয়ম আছে সেখানে জল পাওয়া না গেলে, ধান কাটার পনের দিন আগে জানালে ট্যাক্স মাফ করা হয়।

Sj. Hare Krishna Konar:

যে দরখাস্তের কথা বলেছি সে বিষয়ে কোন তদন্ত হয়েছে কিনা বলবেন কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

দরখাস্ত এলে তদন্ত হয়ে থাকে। কোন বিশেষ দরখাস্ত এসেছে কিনা তা নোটিস পেলে বলতে পারি।

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

মন্ত্রিমহাশয় বলছেন যে, সন্তোষজনকভাবে জলসরবরাহ করা হয়ে থাকে। এটা কি ওঁর বিভাগের সন্তোষজনকভাবে, না যাদের জল দেওয়া হয়, তাদের সন্তোষজনকভাবে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

তাদের সন্তোষজনকভাবে দেওয়া হয়, আপনার স্টেথসকোপে এসব কি ধরা পড়ে না?

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

আপনার ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টে কি স্টেথসকোপ ব্যবহার করা চলে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

চলে।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

মন্ত্রিমহাশয় বলেছেন, চৌঠা জুলাই থেকে ক্যানেলের জল দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। আমার প্রশ্ন, তার পূর্বে কি জল সম্ভব ছিল না?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

আমরা পয়লা জুলাই থেকে জল ছাড়ি, কিন্তু একই সময়ে সব মাঠে জল যেতে পারে না। আমরা এখানে খারিফ ইরিগেশনে পয়লা জুলাই থেকে জল ছাড়ি।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

ঐ অঞ্চলে ১৯৫৬-৫৭ সালে নানা জায়গায় ক্যানেল ভেঙে যায়, এটা কি ঠিক?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

হ্যাঁ, ঠিক।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

এজন্যে জলসরবরাহ বন্ধ ছিল এটা কি মন্ত্রিমহাশয় জানেন?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

হ'তে পারে।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

ক্যানেলের বাঁধ ভেঙে যাওয়ায় জলসরবরাহ যদি বন্ধ থাকে তা হ'লে কেমন ক'রে নিয়মিত জলসরবরাহ হয় বলতে পারেন?

Mr. Speaker: It all depends on the extent.

তাহলে যে একেবারে মজে গিয়ে জলসরবরাহ সম্পূর্ণ বন্ধ হ'ল তা না হ'তে পারে। আপনার প্রশ্নটা হাইপথেটিক্যাল।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

আমার প্রশ্ন যে, ভেঙে গিয়ে জলসরবরাহ বন্ধ ছিল এটা বলতে পারবেন কি?

Mr. Speaker:

সেক্ষেত্রে

He will say, "I want notice."

[3-30—3-40 p.m.]

Sj. Mihirlal Chatterjee:

আমি বলছি ময়ূরেশ্বর-রামপুরহাট মেন ক্যানেল যেটা আছে, সেখানে জল বন্ধ কতদিনের জন্য ছিল?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

১৯৫৬ সালে যে ফ্লাড হয়েছিল সেই সেপ্টেম্বর মাসের ২৫, ২৬, ২৭—তার আগেই ওয়াটারিং সব কমপ্লিট হয়েছিল।

Sj. Durgapada Das:

সেখানে জল পাবার অসুবিধা হবার জন্য সেখানকার জনসাধারণ কতকগুলি দরখাস্ত পেশ করেছিল এটা মন্ত্রিমহাশয় জানেন কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

নোটিস চাই।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসের পর আর কি জল দেবার কোন পরিকল্পনা সরকারের ছিল না?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

সাধারণত দেওয়া হয় না। তবে প্রয়োজন হ'লে অক্টোবর মাস পর্যন্ত দেওয়া হয়। যেবার বৃষ্টি ভাল হয় সেবার লোক সাধারণত জল নেয় না।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

আমি অসুবিধার কথা জিজ্ঞাসা করছি। এই অসুবিধার জন্য কি সেখানকার জনসাধারণ আপনার ডিপার্টমেন্টএর অফিসিয়ালসদের কাছে এই ক্যানেলের পরিবর্তনের কতকগুলি প্রস্তাব করেছিল, সেটা আপনার ডিপার্টমেন্টএ এসেছে কিনা?

Mr. Speaker: This is not a supplementary question.

Resuscitation of the Saraswati river

***38.** (Admitted question No. *1166.) **Sj. Shyama Prasanna Bhattacharjee:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation and Waterways Department be pleased to state—

(*a*) whether Government have any scheme for re-excavation of river Saraswati in Hooghly and Howrah districts;

(*b*) if so, what are the plan and estimate of cost; and

(*c*) whether Government have got any time-limit for the re-excavation?

The Minister for Irrigation and Waterways (the Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji): (*a*) No.

(*b*) and (*c*) Do not arise.

Sj. Shayama Prasanna Bhattacharjee:

এর পূর্বে সরস্বতী খালের জন্য কয়েকবার স্কীম করা হয়েছিল খালের জল নিকাশের জন্য কিন্তু তা মাঝ রাস্তায় বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'ল। কেন করা হবে না জানতে পারি কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji: The Barrage and Irrigation scheme of the D.V.C. has provision for re-sectioning the Saraswati river in order to make it capable of taking increased volume of drainage. The D.V.C. has taken up the work of re-excavation of the Upper Saraswati. In connection with the proposal of re-sectioning the lower Saraswati with increased width the D.V.C. has reported to this Government that land will have to be acquired for a width of 90 to 100 ft. and that the Domjore area being densely populated on both banks land acquisition will be very expensive and will also cause much inconvenience to a large number of people. The D.V.C. has in the circumstances been advised to examine the possibility of diverting a portion of the drainage through a new channel at a less cost with an outlet near Uluberia instead of re-sectioning the lower Saraswati. The decision now lies with the D.V.C.

Sj. Shayama Prasanna Bhattacharjee:

এই যে আপার সেকশন বলছেন এই আপার সরস্বতী কতদূর পর্যন্ত?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

সেটা সঠিক বলতে পারি না। তবে আপার সেকশনএর কাজ হয়ে গিয়েছে।

Sj. Monoranjan Hazra:

আপার সেকশনএ কোন কাজ হয় নি একথা জানেন কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

হয়েছে।

Sj. Monoranjan Hazra:

আপার সেকশনএর যদি এরিয়া ঠিক বলতে না পারেন তা হ'লে কি ক'রে বলছেন হয়েছে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

আমি ডি ভি সি রিপোর্ট থেকে বলছি এবং এটা ডি ভি সি-র এরিয়া, তারা কোথা থেকে আপার সরস্বতী কোথা থেকে লোয়ার সরস্বতী করেছে তা আমি বলতে পারি না।

Resuscitation of the Saraswati river

***39.** (Admitted question No. *1131.) **Sj. Monoranjan Hazra:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation and Waterways Department be pleased to state—

(ক) হাওড়া ও হুগলী জেলার ভিতর দিয়া সরস্বতী নামে যে নদীটি মজিয়া গিয়াছে, তাহার সংস্কারের জন্য সরকার কর্তৃক এ-পর্যন্ত কি কি ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে;

(খ) নদীটি সংস্কারের জন্য সরকারের কোন ব্যাপক পরিকল্পনা আছে কিনা; এবং

(গ) থাকিলে, তাহা কি?

The Minister for Irrigation and Waterways (the Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji):

(ক) এই নদীটির হাওড়া-তারকেশ্বর ও হাওড়া-আমতা রেল লাইনের মধ্যবর্তী অংশ ১৯৫১-৫২ সলে ৬,২৪,৫৮৩ টাকার একটি মজুরী পরিকল্পনা অনুসারে সংস্কার করা হয়।

(খ) না।

(গ) প্রশ্ন উঠে না।

Sj. Monoranjan Hazra:

মন্ত্রিমহাশয় প্রশ্নোত্তরে বলেছেন—হাওড়া-তারকেশ্বর ও হাওড়া-আমতা রেল লাইনের মধ্যবর্তী অংশ সংস্কার করা হয়েছে। এখন উনি দয়া ক'রে বলবেন কি, বাকি অংশ যেটা হুগলি জেলায় পড়ে তার কোন সংস্কার করা হয়েছে কিনা?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

না।

Sj. Monoranjan Hazra:

মন্ত্রিমহাশয় বলবেন কি যে, এই অংশ অর্থাৎ সপ্তগ্রাম থেকে চণ্ডীগ্রাম পর্যন্ত হুগলি জেলার যে অংশ পড়ে সেই অংশে কি চাষের সময় কোন জল পাওয়া যায় না?

Mr. Speaker: How is that relevant? Disallowed.

Sj. Monoranjan Hazra:

সপ্তগ্রাম থেকে চণ্ডীগ্রাম পর্যন্ত কোন সংস্কার করা হয়েছে কিনা?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

আমি এলাকা ধ'রে ঠিক বলতে পারি না। এই রেল লাইনের মধ্যে আমরাই সংস্কার করেছি, ডি ভি সি কোথা থেকে কতটা করেছে আমি বলতে পারি না।

Sj. Monoranjan Hazra:

ডি ভি সি এটা গ্রহণ করেছে কিনা?

Mr. Speaker: Disallowed.

Inundation of villages adjoining Beel Basia, district Murshidabad

***40.** (Admitted question No. *1071.) **Sj. Shyamapada Bhattacharyya:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation and Waterways Department be pleased to state—

(*a*) whether the attention of Government has been drawn to the annual inundation of the neighbouring villages of Beel Basia at Nabagram, police-station and district Murshidabad;

(*b*) whether Government have any scheme to relieve the distress of the people caused by this flood of the Beel; and

(*c*) if so, when it will be implemented?

The Minister for Irrigation and Waterways (the Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji): (*a*) The villages adjoining Beel Basia were inundated in 1956.

(*b*) and (*c*) The breaches in the marginal embankment of river Brahmani-Dwarka were closed and the embankment repaired during the current year.

Sj. Shyamapada Bhattacharyya:

এখানে ১৯৫১-৫২ সালে একবার বান হয়েছিল কিনা?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

এটাই বড় বান হয়েছিল, তা ছাড়া প্রতি বৎসর কিছু কিছু হয়।

Sj. Shyamapada Bhattacharyya:

এই বানের পর অনুসন্ধানকার্য চালানো হয়েছিল কিনা?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

আমার কাছে কোন রিপোর্ট নাই।

Sj. Shyamapada Bhattacharyya:

আপনার আদেশেই অনুসন্ধানকার্য হয়েছিল তো?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

হ'তে পারে, আমার কাছে কোন রিপোর্ট নাই।

Sj. Shyamapada Bhattacharyya:

অনুসন্ধানের কি ফলাফল হয়েছে বলতে পারেন কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

আমার কাছে কোন স্কীম নাই বা রিপোর্টও নাই।

Sj. Shyamapada Bhattacharyya:

সেখানে অতিরিক্ত জল বার ক'রে দেওয়ার জন্য একটা ড্রেনেজ ছিল, সেটা রি-এক্সাভেট করা হবে কিনা?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

সেটা এখন বলতে পারি না, প্রস্তাব করলে স্কীম করা যায় কিনা ভেবে দেখব।

UNSTARRED QUESTIONS
(Answers to which were laid on the table)

Settlement of surplus land of D.V.C.

17. (Admitted question No. 317.) **Sj. Gobardhan Pakray:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation Department be pleased to state—

(ক) বর্ধমান জেলার দামোদর নদীর বাঁধ নির্মাণকল্পে অধিকৃত জমি স্থানীয় চাষীদের মধ্যে কিভাবে বিলি-বন্দোবস্ত দেওয়া হয়;

(খ) ঐ বন্দোবস্ত দেওয়ায় নানারূপ অসুবিধার বিরুদ্ধে কোন ডেপুটেশন কি মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় পাইয়াছেন; এবং

(গ) পাইয়া থাকিলে, প্রতিকারের কি ব্যবস্থা সরকার করিয়াছেন?

The Minister for Irrigation and Waterways (the Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji):

(ক) দামোদর নদীর বাঁধ নির্মাণকল্পে অধিকৃত জমির বাড়তি অংশ জনসাধারণের নিকট নিলামে বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। যেখানে তাহা সম্ভবপর হয় না, সেখানে জেলা সমাহর্তার দ্বারা নির্ধারিত কর অনুযায়ী পূর্বতন বন্দোবস্তকারীর নিকট উহা বিলি করা হয়।

(খ) ও (গ) হ্যাঁ; এই মর্মে এক সরকারী নির্দেশনামা জারী করা হইয়াছে যে, কেবলমাত্র ১৯৫৭-৫৮ সালের জন্য বর্ধমান জেলা সমাহর্তার সহিত আলোচনার মাধ্যমে স্থিরীকৃত কর অনুযায়ী পূর্বতন বন্দোবস্তকারীকে উক্ত জমি বন্দোবস্ত দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু একই ব্যক্তি একই জমি ক্রমাগত এগার বৎসরের অধিক ভোগ করিতে পারিবে না।

Re-excavation of Corberer Khal, Keshpore police-station

18. (Admitted question No. 894.) **Sj. Saroj Roy:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation Department be pleased to state—

(ক) মেদিনীপুর ও কেশপুর থানার মধ্য দিয়া প্রবাহিত গোরবেড়ের খাল বাঁধা ও সংস্কার করার কোন পরিকল্পনা সরকারের ছিল কিনা;

(খ) পরিকল্পনা থাকিলে, তাহার কি হইল; এবং

(গ) বর্তমানে ঐরূপ কোন পরিকল্পনা আছে কি না?

The Minister for Irrigation and Waterways (the Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji):

(ক) এবং (গ) না।

(খ) প্রশ্ন উঠে না।

Sj. Saroj Roy:

এক বৎসর আগে ডিস্ট্রিক্ট ইরিগেশন অথরিটি যে এক্সামিনেশন করেছিল তার কি ফলাফল হ'ল মন্ত্রিমহাশয় জানেন কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

সরকারের কাছে কোন পরিকল্পনা নাই। সরকারের কাছে আসে ইঞ্জিনীয়ার যখন সেক্রেটারিয়েটে পাঠায়। এখনও কোন স্কীম সেক্রেটারিয়েটে আসে নি।

Sj. Saroj Roy:

মন্ত্রিমহাশয় খবর নেবেন কি যে, এক বৎসর আগে ডিস্ট্রিক্ট ইরিগেশন অথরিটি যেটা এক্সামিনেশন করেছিল সেটা এখনও তার দপ্তরে এল না কেন?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

একটা পরিকল্পনা ডিভিশনাল ইঞ্জিনীয়ারের কাছে যায়, তারপর সুপারিন্টেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ারের কাছে যায়, তারপর চীফ ইঞ্জিনীয়ারের কাছে যায়, তিনি আবার দোষ-ত্রুটি থাকলে আবার সেটা ফেরত পাঠিয়ে দেন, এজন্যই অনেক সময় লাগে।

Sj. Saroj Roy:

কংসাবতীর উপর নির্ভর ক'রে মেদিনীপুরের এবং বাঁকুড়ার অনেক ছোট ছোট পরিকল্পনা স্থগিত রাখা হয়েছে, স্পীকার মহাশয়, গতবারে মন্ত্রিমহাশয় একথা আমাদের জানিয়েছিলেন

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

ছাড় করে দিয়েছি, বন্ধ নাই।

Sj. Saroj Roy:

এই যে স্কীম সে সম্পর্কে ইতিপূর্বে জানান হয়েছিল। এই সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

এটা সরকারের কাছে আছে, এর পর তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ঢোকাতে পারি কিনা দেখতে হবে।

Sj. Saroj Roy:

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ছাড়া সেচ বিভাগ কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারে কিনা?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

পরিকল্পনার বাইরে সেচ বিভাগ কোন কাজ করতে পারে না।

Sj. Narayan Choubey:

মেদিনীপুর থেকে কলকাতা কতদূরের রাস্তা?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

একবার হেঁটে দেখুন না।

Drainage of Shyamsundarpur areas under Galsi police-station

19. (Admitted question No. 318.) **Sj. Gobardhan Pakray:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation Department be pleased to state—

(ক) বর্ধমান জেলার গলসী থানার অন্তর্গত শ্যামসুন্দরপুরে অবস্থিত জলাভূমির সংস্কার ও আবদ্ধ জলনিষ্কাশনের কি ব্যবস্থা সরকার করিয়াছেন;

(খ) ইহা কি সত্য যে—

(১) ডি ভি সি ঐ অঞ্চলে ব্রীজ না রাখিয়া ক্যানাল কাটার ফলে গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডএর সহিত শ্যামসুন্দরপুর ও পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে,

(২) ডি ভি সি ক্যানাল কাটার ফলে ঐ অঞ্চলে প্রায় পাঁচ হাজার বিঘা জমি বন্যার জলে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে, এবং

(৩) এই সম্পর্কে গত ১৪-৫-৫৬ তারিখে স্থানীয় লোকদের একটি ডেপুটেশন মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের নিকট গিয়াছিল; এবং

(গ) যদি (খ) প্রশ্নের উত্তর হাঁ হয়, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি ঐ সম্পর্কে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন বা গ্রহণ করার কথা চিন্তা করেন?

The Minister for Irrigation and Waterways (the Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji):

(ক) শ্যামসুন্দরপুরের জলাভূমির সংস্কার ও আবদ্ধ জলনিষ্কাশনের জন্য ডি ভি সি একটি খসড়া পরিকল্পনা তৈরী করিয়াছেন। ইহা বর্তমানে পরীক্ষাধীন আছে।

(খ) (১) এবং (২) না।

(৩) শ্যামসুন্দরপুর পল্লীকেন্দ্রের পক্ষ হইতে শ্রীধরণীধর দেব মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের সহিত ১৯৫৬ সালের জুন মাসে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

(গ) পরীক্ষাধীন পরিকল্পনাটি কার্যকরী হইলে, উক্ত এলাকার আবদ্ধ জলনিষ্কাশন-ব্যবস্থা ও বন্যা-প্রতিরোধ-ব্যবস্থাও হইবে।

Resuscitation of the Kuye river and its Kandars in Birbhum district

20. (Admitted question No. 1052.) **Dr. Radhanath Chattoraj:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation and Waterways Department be pleased to state—

(ক) বীরভূম জেলার কুয়ে নদীর উভয় তীরে অবস্থিত কাঁদরগুলি, যাহা উক্ত নদী হইতে বাহির হইয়া পুনরায় উক্ত নদীতে পড়িয়াছে এবং যাহার খাত মজিয়া গিয়াছে, সেই কাঁদরগুলি খনন করিয়া [illegible] ব্যবস্থা ও সুষ্ঠুভাবে সেচের ব্যবস্থা করিবার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি;

(খ) ইহা কি সত্য যে, এই অঞ্চলে কুয়ে নদী ও কাঁদরগুলি মজিয়া গিয়াছে এবং সংলগ্ন জমি ও গ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে;

(গ) সত্য হইলে, ক্ষতিগ্রস্ত জমির পরিমাণ ও গ্রামগুলির সংখ্যা কত;

(ঘ) এই ক্ষতি-নিরোধের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা করিতেছেন;

(ঙ) এই সম্পর্কে সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি; এবং

(চ) না থাকিলে, তাহার কারণ কি?

The Minister for Irrigation and Waterways (the Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji):

(ক) এবং (ঙ) না।

(খ) স্বাভাবিকভাবে মজিয়া যাওয়াতে কুয়ে নদীর উপরিভাগের সংস্কার করা হইয়াছে। তাহাতে নিম্নভাগও উপকৃত হইয়াছে।

(গ) এবং (ঘ) প্রশ্ন উঠে না।

(চ) আবশ্যক নহে। লাঙ্গল-হাটা বিল পরিকল্পনায় নির্দিষ্ট কার্য সাধিত হইয়াছে।

Statement re: Proposed Transfer of Berubari Union to Pakistan

[3-40—3-50 p.m.]

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: A point was raised in the Assembly the other day by Shri Jyoti Basu enquiring whether in the matter of agreement with Pakistan the Prime Minister "accepted the advice of the Revenue Officers of West Bengal". I had not read this declaration of the Prime Minister and, therefore, I sent the following telegram to him on December 15:

"Notice of adjournment motion in our Legislature refers to your reported statement in Parliament on 9th December last that the decision to transfer parts of Berubari Union in West Bengal to Pakistan was arrived at on the basis of the opinion of the Revenue Officers of West Bengal. Kindly let me know the exact text of your statement in Parliament."

Before receiving any reply to my wire I found on enquiry that our Revenue Officers gave no opinion regarding the points at issue, nor were they authorised to do so.

I received the following reply yesterday from the Prime Minister:

> "I was referring to the boundary problems and said that we considered those at the official level first with Secretaries and Revenue Authorities advising us. Then the Prime Ministers of India and Pakistan met and considered the matter. Among the matters was that of the Berubari Union which both sides claimed as a whole. Thereafter I am reported to have said 'We accepted the advice chiefly of the Revenue Authorities and others of West Bengal that this might be done.' As reported this might create some misapprehension. I used this phrase broadly in the sense that we were consulting those people for all these problems. I was not thinking at the time of the Berubari Union only. It is certainly not true to say that we took the decision to transfer parts of Berubari Union on the basis of the opinion of Revenue officers of West Bengal. Revenue officers had nothing to do with this particular matter. This was an *ad hoc* decision taken after consultation between our officers and West Bengal officers. Responsibility was on us, not on the Revenue officers. I am speaking in Rajya Sabha today (16th) and shall try to clear this up."

And most of the members must have seen in the papers today the statement that he made in the Rajya Sabha. I think this gives the correct picture of what had happened.

Sj. Jyoti Basu:

স্পীকার মহাশয়! স্টেটমেন্টটা আমরা দেখলাম—কিছু পরিষ্কার করা হয়েছে। একটা জিনিস মাত্র পরিষ্কার হ'ল যে, এখানকার অফিসারদের কনসাল্ট করা হয়েছে, অর্থাৎ আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল অফিসারদের। এখানে তো বুঝতে পারছি না, মুখ্যমন্ত্রী যদি কিছু না বলেন

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আমি কিছু জানি না।

Sj. Jyoti Basu:

উনি বললেন, 'আমি কিছু জানি না', এর চেয়ে সিরিয়াস আর কিছু হ'তে পারে না।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I made enquiries.

অফিসারদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তোমাদের ম্যাপ আছে, তোমাদের কোন রেকর্ড আছে কিনা, যদি থাকে তো দিয়ে দাও।

They were not inside the room; so wherever they were consulted, they were holding discussion, they only were required to give information.

Sj. Deben Sen:

এই অফিসারেরা কি দিল্লী গিয়েছিলেন? রেভিনিউ অফিসারদের কি দিল্লীতে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: They were asked to take maps and the data that they had.

Sj. Deben Sen:

ম্যাপ চাইলে কি বোঝায়? তাদের কি দিল্লী ডেকে নেওয়া হয়েছিল নাই তাদের?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

তারা দিল্লী গিয়েছিল।

Sj. Deben Sen:

তাদের কে অনুমতি দিয়েছিল? চিঠি এসেছিল দিল্লী থেকে, আপনি কিছুই জানেন না?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আমার অনুমতি নেবার মত এতে কিছুই ছিল না।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের চীফ সেক্রেটারি মিঃ এস এন রায় যখন এগ্রিমেন্ট হয় তখন তিনি দিল্লী গিয়েছিলেন এবং পরে যখন চীফ সেক্রেটারি লেভেলএ আলাপ-আলোচনা হয়েছিল তখন আমাদের চীফ সেক্রেটারি যেসমস্ত তথ্য উপস্থাপিত করা উচিত ছিল—এগ্রিমেন্ট হওয়ার আগে সেসব তথ্য তিনি দাখিল করেছিলেন কিনা; আমি যতদূর জানি চীফ সেক্রেটারি সেসব তথ্য দাখিল করেন নি, যে ম্যাপ দেবার কথা ছিল সে ম্যাপ আমাদের পশ্চিমবঙ্গের অফিসারেরা দাখিল করেন নি। যার ফলে পাকিস্তান থেকে যে ম্যাপ দেওয়া হয় সেই ম্যাপের উপর সহি করতে হয়েছে।

Mr. Speaker: That is not the point for discussion in the House. Mr. Jyoti Basu was perfectly clear, as I understood him to say: Did the Revenue Officers give their opinion on the basis of which a conclusion was arrived at? I think I can produce from the records and show that that was the specific question.

Sj. Jyoti Basu:

স্পীকার মহাশয়, আপনি শুনুন। উনি যে উত্তর দিলেন—প্রাইম মিনিস্টার পরিষ্কার করেছেন, সে তো হয়ে গেছে। কথা হচ্ছে, আমাদের একটা জায়গা চলে যাচ্ছে, আপনি বললেন পরবর্তিকালে আলোচনা হবে, কনস্টিটিউশনে সেটা আছে। একটা টেরিটরি ট্রান্সফার হওয়ার ব্যাপারে আলোচনা হবে—ইট ইজ এ ফিট সাবজেক্ট ফর ডিসকাশন। কিন্তু সেটা এখন হবে কি পরে হবে?

Mr. Speaker: Under Article 3 of the Constitution, nothing can be done without reference to this House—it must be referred to this House and then discussion on this matter will be taken up.

Sj. Jyoti Basu:

এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ব'লেই জানতে চাইছি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। রেভিনিউ অফিসারেরা কি বলেছেন না বলেছেন তা নিয়ে তর্ক হ'তে পারে, কিন্তু উনি ম্যাপ দেখে বলুন যে, ও'র কিছু ওপিনিয়ন আছে কিনা।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আমার কিছুই ওপিনিয়ন নাই, আমি কিছু বলি নি।

Sj. Jyoti Basu:

আপনি ম্যাপটাও দেখেন নি।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

না, আমি ম্যাপটা দেখি নি।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের কেবিনেটে কি এই নিয়ে আলোচনা হয় নি?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

কেবিনেটের কথা এখানে আলোচনার বিষয় নয়।

Mr. Speaker:

কেবিনেটের কথা জিজ্ঞাসা করবেন না।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

আজকে রাজ্যসভার যে বিবরণ কাগজে বেরিয়েছে তাতে আছে যে, প্রাইম মিনিস্টার বলেছেন "On the advice of officials from West Bengal" এই কথাটা আছে।

Mr. Speaker: In what context?

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

এই ব্যাপারে।

Mr. Speaker: Is that consistent or inconsistent?

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

আছে। যদি অ্যাডভাইস থাকে, আমাদের এখান থেকে যে অফিসিয়ালরা যদি কোন অ্যাডভাইস দিয়ে থাকেন সে সম্বন্ধে এ প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী কিছুই জানেন না—এটা কি সত্য কথা বলছেন?

Mr. Speaker: That is not the subject-matter.

Sj. Jatindra Chandra Chakravarty: That is the subject-matter.

Mr. Speaker: Do you think you can carry things by shouting.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

বিরোধী দলের নেতা তখন ক'রেই একথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এবং এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় কিছু জানেন কিনা? মুখ্যমন্ত্রী বার বার জবাব দিয়েছেন তিনি কিছুই জানেন না। ও'কে ডিঙিয়ে এখানকার অফিসিয়ালরা সেখানে গেল ফ্যাক্ট প্লেস করবার জন্য—এ কি হ'তে পারে?

Mr. Speaker: I think the matter is concluded.

Sj. Deben Sen:

অফিসারেরা কোন অ্যাডভাইস দিয়েছিলেন কিনা। যা আমরা পেলাম তাতে এই পয়েন্ট স্বীকৃত হয়েছে যে, অফিসারেরা কিছু অ্যাডভাইস দিয়েছেন কিন্তু দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

কোন জায়গায়—এতে এ্যাডভাইসএর কথা নেই।

It is certainly not true to say that we took the decision to transfer parts of Berubari union on the basis of the opinion of the Revenue officers of West Bengal. Revenue officers had nothing to do with this particular matter. This was an *ad hoc* decision taken after consultation between our officers and West Bengal officers. The responsibility was on us and not on the Revenue officers.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

তা হ'লে দেখছি রাইটার্স বিল্ডিংসএ * * * যাঁরা সেই সমস্ত অ্যাডভাইস দিয়েছেন।

Mr. Speaker: I do not allow that part to be recorded.

* Expunged by order of Mr. Speaker.

Government Bills

[3-50—4 p.m.]

The West Bengal Standards of Weights and Measures (Enforcement) Bill, 1958.

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, যে কতকগুলি সংশোধনী প্রস্তাব এসেছিল তাতে এক [illegible] দাশরথি তা মহাশয় বলছিলেন যে, এটা বাদ দিলেই হয়, এ ছাড়া পূর্ণভাবে অথবা মামুলিভাবে সমর্থন, লেফ্‌ট হ্যান্ডেড সমর্থন পেয়েছি। আলোচনা তে কেবল কতকগুলি জিনিস করা হয় নি ব'লে আমাদের কিছু কিছু সতর্কবাণী দেওয়া হয়েছিল, নইলে সমর্থন ছিল। দাশরথি তা মহাশয় দেখছি নেই, তিনি যা তা বলেন না, তবে তাঁর বক্তৃতায় সরসতা রাখবার জন্য অনেক রকম তিনি ব'লে থাকেন যাতে সবাইয়ের কিছুটা প্রাণের সঞ্চার হয় এবং সেজন্য আমরা সবাই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। তিনি কিলো চান না ব'লে ওজন এবং মাপ সম্বন্ধে শুধু ওজনদার একটা কমিটি করতে চেয়েছিলেন বেছে বেছে এই সভার মাঝ থেকে। কিন্তু তিনি না চাইলেও কিলোকিলি চাওয়া হয়েছিল। [হাস্য] বঙ্কিমবাবু কতকগুলি কথা বলেছিলেন। কেউ চেয়েছেন যে, এটাকে আরও কিছুদিন পরে আনা ভাল ছিল, কেউ বলেছেন, সিলেক্ট কমিটি। বন্ধুরা শুভ উদ্দেশ্য নিয়েই বলেছেন কিন্তু দেবার সময় নেই। সেন্ট্রাল অ্যাক্ট সেটা তো ১৯৫৬ সালে পাশ হয়েছিল, 'ক্যালকাটা গেজেটে' আগে প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানকার যা কিছু আইন সেন্ট্রালের তাও 'ইন্ডিয়া গেজেটে' প্রথমে ফার্স্ট অব জুলাইয়ের আগে সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত হয়েছিল। সুতরাং প্রকাশিত যে হয় নি একথা অন্ততঃ আমাদের অভিজ্ঞ, বিজ্ঞ সভ্যদের পক্ষে বলা চলবে না। এখানেতে মতামত সংগ্রহের জন্য আর দেরি করা চলবে না। কারণ আমাদের যে অর্ডিন্যান্স পাশ হয়েছিল সেটার ফলে এই কান্সিকোয়েন্সিয়াল এটা আমাদের করতে হবে। অর্ডিন্যান্স করা হয়েছিল যখন তখন অল ইন্ডিয়ার পাস্‌ড হয়ে সেটা অল ইন্ডিয়ার উপর এনফোর্স হয়েছিল এবং সেটাকে গ্রহণ করা হয়েছে। আমাদের এখানে বরং একটু দেরি হয়েছে, অন্যান্য প্রদেশ সঙ্গে সঙ্গে করেছে। অন্যান্য রাজ্যসরকারের মধ্যে আবার অ্যাক্ট হয়ে গেছে। অনেকে বললেন যে, অন্য জায়গায় হয়, কিন্তু বিহার, উড়িষ্যা, বম্বেতে অ্যাক্ট হয়ে গেছে এবং এটা চালু হয়েছে সারা ভারতবর্ষের উপর। সুতরাং আর কোথাও না বলবার জায়গা নেই। কারণ ১লা অক্টোবর থেকেই এটাকে চালু করা হয়েছে। এখানে ব্যবসা-বাণিজ্যে, বিশেষতঃ আন্ত-প্রাদেশিক বাণিজ্যে, একই মাপ ও ওজনে প্রচলন না হ'লে অসুবিধা ক্রমেই বেড়ে চলবে। সেজন্য গভর্নমেন্ট ঐদিন থেকেই পশ্চিমবঙ্গে মেট্রিক পদ্ধতি চালু করতে সিদ্ধান্ত করেন। ভারতবর্ষে অন্যান্য রাষ্ট্র করেছেন—কেউ আইন করেছেন, কিন্তু বেশির ভাগই অর্ডিন্যান্স জারী ক'রে এই পদ্ধতি মেনে নিয়েছেন। সেইসময় আমাদের রাজ্যসভার কোন অধিবেশন চালু ছিল না ব'লে একটা অর্ডিন্যান্স জারী ক'রে এটা গ্রহণ করা হয়েছে। সেজন্য সেটা যাতে আইনে রূপ পায় তার জন্যই এই অর্ডিন্যান্স করা হয়েছে এবং একে আর রোধ করা যাবে না।

মাননীয় সদস্য মহাশয়গণ জানেন যে, পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হ'লে অর্ডিন্যান্সটা উত্থাপন করতেই হবে। সুতরাং গুরুত্বপূর্ণ একটা স্থায়ী ব্যাপারে আইন নিয়ন্ত্রণ করা কোনরকমে পরিহার করা চলে না। ভারত-সরকারের আইন 'ক্যালকাটা গেজেটে' ১৯৫০ সালে ২২এ মার্চ এটা পুনঃ প্রকাশিত হয়েছে। এই আইনের [illegible] নোটিফিকেশন, প্রকাশিত হয়েছে, কাজেই এই বিলের ধারাগুলির সঙ্গে সদস্যদের যে পরিচয় আছে একথা আমি এমনিই ধরে নিতে পারি। সুতরাং কাউকে বলা হয় নি বা সিলেক্ট কমিটি হয় নি একথা ব'লে একে এখন আটকানো যায় না। মেট্রিক পদ্ধতি প্রচলনের আলোচনা শুরু হ'ল প্রায় ৩ বছর। ডাঃ মজুমদারকে এখানে দেখছি না, তিনি কালকে প্রায় পূর্ণ সমর্থন দিয়ে কেবল কতকগুলি জিনিস যাতে গ্রহণ করা হয় তার জন্য সতর্কবাণী দিয়েছেন। ডাঃ মজুমদারের কথাগুলি শুনে আমার অনেক সময় মনে হয়েছিল যে, শ্লোগান তুলে দিই, "মজুমদারস অব দি ওয়ার্ল্ড ইউনাইট"—তিনি এতে সম্পূর্ণ সমর্থন দিয়েছেন। কেন্দ্রীয় পরিষদে যখন এই আইন আলোচনা করা হয় তখন এটা সর্বদলীয় সমর্থনই পেয়েছে। আমি কাজেই বিশেষ ক'রে সাবেক [illegible] নিয়ে যাঁরা বরাবর খাটছেন তাঁদের পক্ষে [illegible] একে রোধ করতে বলা চলবে না এবং তাঁরা সত্যই সত্যই এটা বন্ধ হোক এটা নিশ্চয়ই চান না। কারণ যত দেরি হবে তত জটিলতা বাড়বে,

[4-10—4-20 p.m.]

In my other amendment I have sought to omit the entire sub-clause (5), because it is unnecessary. The provision made there is to this effect that "if immediately before the commencement of any provision of this Act in respect of any area or class of goods or undertakings, there is in force in respect of that area or that class of goods or undertakings, any other law which corresponds to such provision, such other corresponding law shall, on such commencement, stand repealed". Now, I would point out to the Hon'ble Minister that there is no other existing law in West Bengal today which can overlap any provision of this Act. This State or the previous Government of this Province never enacted any legislation with regard to weights and measures. Up to 28th December 1956 we were governed by two Central Acts with regard to weights and measures. One is the Weights Act of 1889 and another is the Measures Act of 1939. These were the two Central Acts. These two Acts have been repealed by the Central Act itself—Weights and Measures Act of 1950. So the Central Legislature has repealed only the two existing Central Acts which were prevalent in this State. Now after the repeal of those two Acts there is no other existing Act which can regulate or which regulates the weights and measures in West Bengal. Therefore, on the date of passing of this Act we see no Act which can hold the field. I would be thankful to the Hon'ble Minister if he can point out any existing law which could be applied to West Bengal and which may come in conflict with this provision. Therefore I say that this sub-clause 1(5) is redundant and unnecessary.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 1(3), in lines 7 and 8, the words "or for different classes of undertakings or for different classes of goods" be omitted, was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that clause 1(5) be omitted, was then put and lost.

The question that clause 1 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 2-3

The question that clauses 2 and 3 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 4

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that in clause 4(4), in line 2, for the words "five years" the words "three years" be substituted.

Sir, I have got a very simple amendment. There is a provision for checking or verification of the weights and measures at an interval of five years. Now by the constant use of these western measures for five years, they may come down at an early date. Therefore, I have proposed the amendment of three years instead of five years.

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

এই ক্ষয় বছরে হয়ত ·০০০১ হবে। এটা এমন কিছু নয়। সুতরাং আমি মনে করি যে, এই সময় বদলানোর কিছু প্রয়োজন আছে।

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 4(4), in line 2, for the words "five years" the words "three years" be substituted, was then put and lost.

The question that clause 4 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clauses 5 to 9

The question that clauses 5 to 9 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 10

Mr. Golam Yazdani: Sir, I beg to move that in clause 10, in lines 2 and 3, the words "to have any denomination thereof marked on it under the provisions of section 8 or" be omitted.

I also beg to move that in clause 10, in line 6, the words "marked or" be omitted.

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমার যে অ্যামেন্ডমেন্ট তাতে আমি বলেছি, ওয়েটস এবং মেজারের্স স্ট্যাম্প মার্ক দেওয়া খুব কঠিন নয়। যত ছোটই হোক না কেন, তার উপর স্ট্যাম্প মার্ক যদি না দেওয়া যায়, অন্তত ডিনোমিনেশন মার্কটা মার্ক ক'রে দেওয়া যেতে পারে।

আমাদের সাধারণত এক্সিসটিং যেসমস্ত ছোটখাট ওয়েটস আছে তা সমস্ত মার্ক করা থাকে। আমরা দেখেছি এক তোলায় প্রায় সাড়ে এগারো গ্রাম হয়। এই এক গ্রামের যে ওজন তাতে মার্ক দেওয়া যেতে পারে। আবার এক গ্রামে সাড়ে পনের গ্রেন হয়, সেখানেও মার্ক করা যেতে পারে। আবার এক গ্রেনের করেসপন্ডিং যে ওজন সে হচ্ছে ৬৫ মিলিগ্রামস। আবার ৬৫ মিলিগ্রামস ইকোয়াল টু ওয়ান গ্রেন। আমরা জানি এক গ্রেনের ওজন যেটা সেটা তামার পাতে তৈরি হয় এবং তাতে সহজেই ডিনোমিনেশন মার্ক দেওয়া যেতে পারে। অর্থাৎ ৬৫ মিলিগ্রামস পর্যন্ত আমরা সহজেই মার্ক করতে পারি। তার চেয়ে যদি একটু ছোট পাতলা পাত হয়, অর্থাৎ দশ মিলিগ্রামস, তাতে কেন আমরা মার্ক দিতে পারব না তা আমি বুঝতে পারি না।

আমার মূল কথা হচ্ছে—যত ছোট ওয়েটসই হোক না কেন, তাকে আমরা পাতলা তামার পাতে তৈরি ক'রে তার উপর ডিনোমিনেশন মার্ক কি লিখে দিতে পারব না? হয়ত স্ট্যাম্পটা এক্সেম্পট করতে পারি কিন্তু নট দি ডিনোমিনেশন মার্ক। সেইজন্য আমি আমার অ্যামেন্ডমেন্টে বলেছি—ওয়েটস এবং মেজার্সের বেলায়, যেখানে বলা হয়েছে ডিনোমিনেশন মার্ক করব না, সেই পোরসনটা বাদ দিয়ে করা হোক। স্ট্যাম্পিংটা না হয় এক্সেম্পট করা যেতে পারে, কিন্তু ডিনোমিনেশন মার্কটা সর্বত্র যাতে রাখা যায় তার ব্যবস্থা করা উচিত।

আমি আশা করি মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় আমার এই অ্যামেন্ডমেন্টটা মেনে নেবেন।

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

এই ব্যবস্থা বর্তমানে গ্রহণ করা যেতে পারে না। এ সম্বন্ধে আমরা বিবেচনা করছি, প্রয়োজন হ'লে পরে গ্রহণ করবো।

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that in clause 10, in lines 5 and 6, for the words "exempt such weight or measure from being so marked or stamped" the words "make suitable arrangement for marking or stamping such weight or measure" be substituted.

Sir, Government is going to give stamps or marks of purity on weights and measures. Then why should they exempt certain classes of weights and measures from this? If the Government has decided to poke its head into these things, then they should see that every unit of measurement—however small it may be in size—should bear some stamp or mark so that people may recognise it as having some sort of sancity behind it, as having some sort of official authority behind it. Therefore, I would say that whatever may be the smallest unit, it should bear at least some marking on it, if it is not possible to have any stamp on it.

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

সব জায়গায় স্ট্যাম্প করার একটা বিপদ আছে। এমন অনেক জিনিস আছে যা ওজনে বা মাপে বিক্রয় হয় না, যেমন পেন্সিলের বান্ডিল, প্রসাধনের সাবান, গুলিসুতা প্রভৃতি; এগুলিতে চিহ্ন দেবার পক্ষে অসুবিধা আছে। সেইজন্য বর্তমানে এটা আমি গ্রহণ করতে পারছি না।

The motion of Dr. Golam Yazdani that in clause 10, in lines 2 and 3, the words "to have any denomination thereof marked on it under the provisions of section 8 or" be omitted was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 10, in lines 5 and 6, for the words "exempt such weight or measure from being so marked or stamped" the words "make suitable arrangement for marking or stamping such weight or measure" be substituted was then put and lost.

The motion of Dr. Golam Yazdani that in clause 10, in line 6, the words "marked or" be omitted was then put and lost.

The question that clause 10 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clauses 11—12

The question that clauses 11 and 12 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

[4-20—4-30 p.m.]

Clause 13

Mr. Speaker: Mr. Chatterjee, your amendment is out of order but you can speak if you like.

Sj. Mihirlal Chatterjee:

স্যার, আমি গতকালও এখানে বলেছিলাম যে এই আইন কার্যকরী করার জন্য অফিসারের সংখ্যা বাড়ানর ব্যবস্থা আইনের মধ্যে রাখার প্রয়োজন করে না। গভর্নমেন্টের এমন ক্ষমতা আছে যে, যে কোন কার্যের জন্যই যে পরিমাণ অফিসারের দরকার তা সরকার নিযুক্ত করতে পারেন। গভর্নমেন্টের সেই মৌলিক অধিকার থাকা সত্ত্বেও এই ক্ষমতা আইনের মধ্যে এই রকম ভাবে রাখবার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না।

দ্বিতীয় কথা, যেরকমভাবে এই ক্লজ ১৩ গঠিত হচ্ছে তাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, কন্ট্রোলারকে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেবার অথরিটি স্টেট গভর্নমেন্ট এই আইনের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছেন। এই আইনে এমন ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে যে তাঁরা ডেপুটি কন্ট্রোলার নিযুক্ত করতে পারবেন। শুধু তাই নয়, যতগুলি ইচ্ছা ততগুলি এ্যাপয়েন্ট করতে পারবেন, এ্যাসিট্যান্ট কন্ট্রোলার যতগুলি ইচ্ছা এ্যাপয়েন্ট করতে পারবেন অর্থাৎ এর কোন সীমা-পরিসীমা নেই। এ ছাড়া যতগুলি ইচ্ছা ইন্সপেক্টর নিযুক্ত করতে পারেন। এতেই শেষ নয়—কন্ট্রোলার যতগুলি ইচ্ছা অফিসার নিযুক্ত করতে পারেন। কোন আইন কার্যকরী করবার জন্য সরকারের এই ক্ষমতা চিরদিনই আছে সেইজন্য আইনের মধ্যে এই ব্যবস্থা রাখার কোনই প্রয়োজন নেই—এটাই আমার বক্তব্য।

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

এই বিশেষ ক্ষমতা নেওয়া হচ্ছে কারণ এটা নতুন জিনিস এবং নতুনভাবে পরিচালনা করার দরকার হবে সেইজন্য স্ট্যাটুটরী পাওয়ার দিয়ে কর্মচারী নেবার প্রয়োজন আছে। এখন আরম্ভ অল্প হলেও পরে এই বিভাগ এত বড় হবে যে এই বিভাগে আগে থেকেই স্যাংশন নিয়ে রাখলে পরে প্রয়োজনমত নিযুক্ত করা যাবে। কিছু কিছু লোক নির্বাচন করে এই কর্মের জন্য পাঠান হয়েছে বিশেষ শিক্ষা নেবার জন্য এবং সেই শিক্ষায় শিক্ষিত লোক ক্রমাগত বাড়িয়ে যেতে হবে যাতে এটা প্রত্যেক বাজারে, প্রত্যেক গ্রামে, সমস্ত জায়গাতে চালু করতে পারে। এই ডিপার্টমেন্টের এই স্ট্যাটুটরী পাওয়ার সম্বলিত কর্মচারীর প্রয়োজন বোধেই এটা নিয়ে আসা হচ্ছে।

The question that clause 13 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 14

The question that clause 14 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 15

Sj. Basanta Kumar Panda: I move that in clause 15(1), in line 1, after the words "Inspector may" the words "at any time and" be inserted.

I move that in clause 15(1), in line 2, the words "at such times as may be prescribed" be omitted.

I move that in clause 15(2), in line 1, the words "at such times as may be prescribed" be omitted.

Sir, as you all know, offences with regard to weight and measure are committed by unscrupulous traders or by persons who manufacture those things—by persons who are pests in the society. If such persons get some time they will conceal the materials which are sought to be seized. If the police officer has got a clue as to the existence of a thing which is illegal or as to the manufacture of a thing which is illegal and if rules are made to this effect that the police officer shall not be allowed to enter the premises for the purpose of search of these things or finding these things or arresting those persons involved in the offences, then the offences may not be detected and there is every chance of concealment. These are heinous offences and offences against the State. Therefore, the police officer or any other person who has gone out to search these things and has got a reasonable clue for detection, should not be halted for some time and made to wait until the time of operation arises. Therefore, Sir, I would say that there should not be any specific time either within the day or at night for searching or apprehending these places or apprehending these persons. I would say that any time throughout the day or night police officers or the officers who are after the offences should have free access for apprehending these things. I would, therefore, request th Hon'ble Minister to omit the words "such times as may be prescribed" within which operation of the police officers or the apprehending authorities may take place.

Dr. Golam Yazdani:

মিস্টার স্পীকার স্যার, আমার বক্তব্য এই যে কোন জিনিস লোক যখন কিনতে যাবে তখন যদি ইনস্পেক্টর গিয়ে দেখতে পায় যে ভুল ওজনে মাল দেওয়া হয়েছে, তাহলে সেই মাল সীজ করে নেওয়া হবে। যেখানে ওয়েট নিয়ে নেওয়া হয়েছে, সেই ওয়েট দিয়ে যে জিনিস বিক্রী করা হয়েছে, সেই মালটা যদি না দেওয়া হয়, তাহলে যে ক্রেতা সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, এই ক্রেতাকে

ক্ষতিগ্রস্ত করে কি লাভ আছে জানি না। মাল সীল-করা দিলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ক্রেতা, অথচ দোষ তার নয়। ওজনে যদি ভুল থাকে সেই ভুল ওজন তো সে কিনেছে! সুতরাং এটা বিবেচনা করে দেখতে আমি আপনাকে বলি। পরবর্তী দুটো ধারাতে যেখানে বলেছেন ক্রেতাকে ফেয়ার প্রাইস দেওয়া হোক—এখানে কেন দেওয়া হচ্ছে না, আমি এটা বুঝি না।

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

শ্রীযুত পাণ্ডার কথার উত্তরে আমি বলতে পারি যে এর আর একটা দিক আছে সেটা যেন আমরা ভুলে না যাই। নাগরিকদের একটা মৌলিক অধিকার আছে। কাজে কাজেই যখন তখন এরকম করে যদি তাদের ঢুকবার ক্ষমতা দেওয়া হয় তাহলে ক্ষমতা অপব্যবহারের ভয় খুব বেশি। কিন্তু এরকম যদি দেখা যায় যে এর জন্য পেছন থেকে ফাঁকি দিচ্ছে তাহলে পরে এ বিষয়ে পুনর্বিবেচনা করা যেতে পারে কিন্তু গোড়া থেকে এমন কিছু করা উচিত নয় যাতে সিভিক রাইটের উপর এনক্রোচমেন্ট হয়।

তারপর ইয়াজদানি মশায় যেটা বলেছেন যে বিক্রেতাই কেবল দোষী তা নয়। দুজনেই হতে পারে। এমন হতে পারে যে একটা জিনিস কিনে কোন দামই দেওয়া হল না অথচ মালটা পেয়ে যেতে পারে, আবার মাল কম বেচলে ক্রেতার জরিমানা হবে দুটো দিকই আছে, ক্রেতা ও বিক্রেতা; আমাদের অপেক্ষা করে দেখা উচিত। আমরা এখন থেকেই কেন ধরে নিচ্ছি যে ক্রেতা-বিক্রেতা সব সময় শায়েস্তা হবে? সুতরাং যতক্ষণ না আমাদের সে সময় আসছে এ আইনে যা আছে তাই থাক।

Dr. Golam Yazdani:

সীল্ড প্যাকেট হলে তো ফেয়ার প্রাইস দিচ্ছেন—পরের দুটো সাবসেক্সনে যা আছে দেখুন।

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

আর আমার উত্তর দেবার কিছু নাই।

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 15(1), in line 1, after the words "Inspector may" the words "at any time and" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 15(1), in line 2, the words "at such times as may be prescribed" be omitted was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 15(2), in line 1, the words "at such times as may be prescribed" be omitted was then put and lost.

The question that clause 15 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 16

The question that clause 16 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

[4-30—4-40 p.m.]

Clause 17

Dr. Golam Yazdani: Sir, I beg to move that in clause 17(1)(a), in line 2, after the words "measuring instrument" the words "if found correct after verification" be inserted.

Dr. Colam Yazdani:

আমার এই এ্যামেন্ডমেন্ট বুঝতে গেলে সেকশন ১৪, সাব-সেকশন ৩টা দেখতে হবে। এখানে ইন্সপেক্টর পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে যদি ওয়েট দেখেন ডিফেকটিভ্ তাহলে—

He shall refuse to stamp the same.

এবং

any person aggrieved by such refusal may prefer an appeal if found incorrect after verification.

সুতরাং এই ধারামতে যা করছেন সেখানে তার নামে কেস হবে কেন বুঝতে পারছি না; তাই আমি দিয়েছি এখানে সে যদি রিফিউজ করে—

Mr. Speaker: What is exactly your proposition?

Dr. Colam Yazdani:

আমি বলছি এখানে এইটা যোগ করে দেওয়া হোক ইফ ফাউন্ড করেক্ট আফটার ভেরিফিকেশন। যেগুলি ডিফেকটিভ হবে সেগুলি রিফিউজ করবেন ১৪নং ধারার ৩নং উপধারা অনুসারে।

Mr. Speaker: Clause 17 is purely for appeal.

Dr. Colam Yazdani:

আমি যা করতে বলছি ১৭(এ)এ তাতে ইনস্পেক্টরএর বিরুদ্ধে একটা আপীল—

Mr. Speaker:

আপীল আবার কোথা থেকে কি এ্যাড করছেন, আপনি লক্ষ্য করে দেখুন—গ্রিভেন্স থাকলেই আপীল হচ্ছে, এখানে আপনি আবার কি এ্যাড করবেন!

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

বিলে আপীলএর কথা ত বলাই আছে।

Dr. Colam Yazdani:

আমার আর একটা আছে ডিলিট করবার জন্য কিন্তু আমার ১৫নং ক্লজের সেকশন (৩) উপধারায় যেটা সেটা গ্রহণ না করা হলে এটার কোন মানে হয় না।

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that in clause 17(2), in line 5, after the word "appellate" the words "or revising" be inserted.

I also move that after clause 17(2), the following new sub-clause be added, namely:—

> "(3) Any person aggrieved by the order of the Controller passed on the appeal, may move the State Government within ninety days, for revision of the said order."

My amendment No. 18 is a formal one. If 19 is accepted, then 18 comes in. The position is this. Under this clause there is provision for appeal. The appeal should lie, in my submission, to the highest appellate authority, that is, the State Government. Here there is provision for one appeal only. When the wrong is committed by the Inspector or the Assistant Controller, then the Controller will be the appealing authority and if it is done by the Controller then the State Government will be the appealing authority. So for the purpose of decision the highest appellate

authority are two—one is the Controller and the other is the State Government. I say that the highest appellate or revising authority should be one and let that be the State Government. Therefore, in cases where the appellate authority becomes the Controller I have made a provision in amendment No. 19 that any order passed by the Controller shall be revised by the State Government. In this way the State Government will be the ultimate final authority and any order passed by the State Government will be final, but if you do not accept that, then the order of the Controller in some cases will be final and the order of the State Government in other cases will be final. So an anomaly will remain. It is true that there shall not be more appellate authority than one. It is expected in the fitness of things that such cases should be dealt with very expeditiously and that has been done by making provision of only one appeal, but I say, let the State Government remain in the other cases the final arbiter. So it will be uniform and the State Government will be for all purposes the ultimate final authority in deciding a case.

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

আপীলের ভিতরই রিভাইজের ইন্ডিকেশন রয়েছে সুতরাং এটার আর পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আর ইয়াজদানি মহাশয় যা বলেছেন—এফিডেভিট সম্বন্ধে তার ব্যবস্থা ত আইনের মধ্যেই দেওয়া রয়েছে সুতরাং তাঁর এ্যামেন্ডমেন্টও আমি একসেপ্ট করতে পারছিনে।

The motion of Dr. Golam Yazdani that in clause 17(1)(a), in line 2, after the words "measuring instrument" the words "if found correct after verification" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 17(2), in line 5, after the word "appellate" the words "or revising" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that after clause 17(2), the following new sub-clause be added, namely:—

"(3) Any person aggrieved by the order of the Controller passed on the appeal, may move the State Government within ninety days, for revision of the said order."

was then put and lost.

The question that clause 17 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 18

Dr. Kanailal Bhattacharya:

এই ১৮নং ক্লজে ফিজ লেভী করবার কথা আছে। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য হচ্ছে, এখানে ক্লজের ভিতর যা বলা হয়েছে সেটা আমরা সমর্থন করি। যারা ইনস্ট্রুমেন্ট তৈরি করবে তাদের উপর একটা ফি লেভী করা উচিত। কেন না তারা যখন একটা জিনিস তৈরি করে বিক্রয় করবে তখন তাদের উপর একটা ফি চার্জ করা উচিত। কিন্তু যখন ওজনের বাটখারা ব্যবসায়ীরা ভেরিফাই করাতে যাবে তার উপর একটা করে স্ট্যাম্প মারার জন্যও ফি ধার্য করার ব্যবস্থা রয়েছে। তাতে বড় বড় ব্যবসায়ী থেকে ছোট ছোট মেছুনী পর্যন্ত প্রত্যেককেই তাদের বাটখারাগুলোকে স্ট্যাম্পিং করিয়ে দিতে হবে। তার জন্যও যে একটা ফি ধার্য করা হচ্ছে—তা যদি করা হয় তাহলে বাংলাদেশে এমন একটি ব্যবসায়ী থাকবে না যাকে নাকি সরকারকে এই বাবদ কিছু না কিছু অর্থ দিতে হবে না। যদি এই ধারাটা বাদ দেন, কিম্বা যদি পরিবর্তন করেন—যাতে সাধারণ মানুষ তাদের বাটখারা ভেরিফাই ত করাবেই এবং তার পর আবার যখন দরকার ভেরিফাই করিয়ে নিয়ে আসবে। কিন্তু তার জন্য যদি ফি দিতে হয় তাহলে তাদের উপর পীড়ন হবে।

[4-40—4-50 p.m.]

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

এটা হাইকোর্টের একটা নির্দেশানুসারে করা হয়েছে—ম্যাক্সিমাম যদি বাঁধা না থাকে, একটা লিমিট যদি না থাকে তাহলে হোল জিনিসটা আলট্রা ভায়ারিস হয়ে যায়। কাজেই আইনের সম্মান রক্ষার্থে এটা করা হয়েছে।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

আমি ২৫০ টাকার কথা বলছি না। (বি) উপধারায় যে আছে তাতে মেজ্যুরী থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেকের উপর যদি ১ টাকা ধার্য করেন এবং তার ১০টা বাটখারা যদি স্ট্যাম্পিং করাতে হয় তাহলে তাকে ১০ টাকা দিতে হবে—এটা দেওয়া গরীব ব্যবসাদারদের পক্ষে অসুবিধাজনক হবে।

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

বছরে কয়েক আনা পয়সা লাগবে ক্যালকুলেশন অফ এ বুদ্ধির বেশী যাবে না।

The question that clause 18 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 19

The question that clause 19 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clauses 20 *to* 26

Dr. Kanailal Bhattacharya:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এখানে পেনাল ক্লজেস ২৪, ২৫ এবং ২৬ এগুলি মন্ত্রী মহাশয় যদি আমাদের একটু বুঝিয়ে দেন তাহলে একটু ভাল হয় কারণ ২৪ নম্বরে আছে যে যদি কেউ কোন ওজন কিম্বা মাপ ফ্রডুলেন্টলি ইউজ করে তাহলে তাকে সাজা দেওয়া হবে এক বছর পর্যন্ত জেল অথবা তাকে ফাইন দিতে হবে। কিন্তু তার আগের ধারা ২০ নম্বরে আছে যে যদি কেউ কোন রকম ওয়েটস এ্যান্ড মেজার্স ইউজ করে যেগুলি ভেরিফায়েড নয় তাহলে তাকে সাজা দেওয়া হবে—৩ মাস পর্যন্ত তার সাজা হবে। একই বিলের মধ্যে এই দুটো ধারা আমি মনে করি কন্ট্রাডিক্টারী হচ্ছে। ২৫ এবং ২৬ নম্বরে যে কথা বলা আছে সেটা আমার মনে হয় ১৯ এবং ২০ নম্বরের দ্বারা কভার্ড হয়। এটা মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করবো আমাদের একটু যেন বুঝিয়ে দেন।

Mr. Speaker: One is for the use of false weights and measures. Actual use is punishable. Another is purely of being in possession—that is punishable. I am neither possessing nor using but I am making false weights and measures—that is also punishable. So there are three different items. These sections have been taken in a way from the Indian Penal Code.

The question that clauses 20 to 26 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 27

Sj. Mihirlal Chatterjee: Sir, I beg to move that in clause 27, in line 1, after the word "selling" the words "or purchasing" be inserted.

I further beg to move that in clause 27, in line 2, after the word "less" the words "or more" be inserted.

I also beg to move that in clause 27, in line 3, after the word "deficiency" the words "or excess" be inserted.

[4-50—5-30 p.m.]

স্যার, ক্লজ ২৭এ মার্জিনাল নোট যদি দেখেন তাহলে দেখবেন যে তাতে লেখা আছে—
penalty for giving short weight or measure.
আমি এখানে বলতে চাই যে পেনালটি ফর গিভিং শর্ট ওয়েট না বলে
penalty for a accepting more weight or measure.
আমাদের দেশে বহু লোক জিনিস বিক্রি করতে যায় কিন্তু দাঁড়িপাল্লা ওজন সংগে নিয়ে যায় না। দাঁড়িপাল্লা ওজন সংগে না নিয়ে ধান বিক্রি করতে যায়, পাট বিক্রি করতে যায়, কয়লা বিক্রি করতে যায় ইত্যাদি। যার কাছে বিক্রি করতে গেল, সেই মানুষের যে দাঁড়, যে ওজন আছে সেগুলি হয়ত করে গিয়েছে।

এমনও হতে পারে সে মানুষের যে দাঁড়ি আছে তা হয়ত ঠিক স্ট্যান্ডার্ড দাঁড়ি নয়। সেই দাঁড়ি অনুযায়ী যদি জিনিস কেনা হয় তাহলে ক্রেতা বিক্রেতাকে ঠকিয়ে এক্সেস ওয়েট নিয়ে নিল। বাটখারার পিছনে যদি সামান্য কিছু সীসে কিম্বা অন্য কোন জিনিস জুড়ে দেয়—আর যে পাল্লা দিয়ে ওজন করে সেই পাল্লা ঠিক যদি স্ট্যান্ডার্ড পাল্লা না হয়, তাহলে ওজনে গোলমাল হয়। স্যার, আমাদের দেশে দেখেছি যে পাল্লা ওজন করবার সময় পাল্লা ফিরিয়ে নেয় একবার এ পাল্লায় মাপ করে আবার ও পাল্লায় মাপ করে। স্যার, অংকের ছাত্র হিসেবে আমি একথা বলতে পারি এতে কারেক্ট ওয়েট হয় না। আমাদের দেশে বহু লোক জিনিস বিক্রয় করবার জন্য মিলে কিংবা আড়তে যায়, নিজেরা ওজন এবং পাল্লা সংগে করে যায় না। ধরুন একজন বিক্রি করতে গেল, ক্রেতা নিজের দাঁড়ি এবং ওজনে জিনিস মেপে নিল। সেই লোক যদি ঠকিয়ে বেশি ওজন নেয় তাহলে স্যার আপনার এই আইনে কি ব্যবস্থা আছে? সেই জন্য আমি বলছিলাম মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যদি আমার এই সামান্য এ্যামেন্ডমেন্ট শুধু সেলিংএর জায়গাগুলিতে পারচেজিং যোগ করেন তাহলেই বিলের ত্রুটি সংশোধন হবে। মন্ত্রী মহাশয়ের মনে এটা থাকা উচিত নয় যে যেহেতু অপোজিশনের কাছ থেকে এই এ্যামেন্ডমেন্টগুলি আসছে সেইহেতু গ্রহণ করব না। আমি আশা করি আমার এই এ্যামেন্ডমেন্ট তিনি গ্রহণ করবেন।

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজ নতুন মেট্রিক সিস্টেমের যে ব্যবস্থাগুলির জন্য আইন প্রণয়ন হচ্ছে এখানে যা এর পার্ভিউতে নয় ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের ভিতরে তার ব্যবস্থা করা যেতে পারে; সেগুলি এখানে আসতে পারে না। ইট ইজ আউটসাইড দি পার্ভিউ। কারণ ঐ যেটা আছে তার জন্য আমি খানিক আগে আমার বক্তৃতার সময় বলেছিলাম যে অত্যান্তরকম জলতা, কাও এর ব্যবস্থা চলছে এদেশে। বাটখারায় নানা রকম তফাৎও আছে। কিন্তু মডেল বাটখারা আমাদের দেশেতে নেই। সেইজন্য আমরা একটা ছোট কমিটি করে কি কোরে এই ৬০ থেকে ১২০ পর্যন্ত যে তোলার সেরের হিসেব এর একটা সমন্বয় করতে পারি। এই মডেল বাটখারাগুলি করে এখানে কর্পোরেশনের যারা বিশিষ্ট পদ অধিকার করে আছেন তারা জানেন যে [illegible] এখন কোন মডেল বাটখারা দিয়ে করে না, নতুন আর থয়ে গেছে বাটখারার তফাৎ দেখে অন্যায়কারীকে ধরেন। আনফরচুনেটলী মডেল বাটখারা আমাদের দেশে নেই। সেইটা করে যখন দুটোই পাশাপাশি চলবে—মেট্রিকও চলবে ও যেগুলি চালু আছে তাও চলবে সেখানে এটার জন্য উই মাসট্ গো ইন টু ইট। আমরা একটা কমিটি করব। এই যে আইন আমরা প্রণয়ন করছি এর ভিতরে জলতা কি কাও এবং যে কাস্টম প্রথা চালু আছে সেগুলি এর ভিতর আসে না।

[*After adjournment.*]

[5-30—5-40 p.m.]

Mr. Speaker: I trust, before the recess all the amendments were fully discussed. I think we should leave clause 27 undisturbed, and I take it that Mr. Majumdar will accept 27B of the proposed amendment. That will cover the entire argument which has been put forward by Sj. Mihirlal Chatterjee. I thought it best to leave 27 alone because any insertion might give a complex meaning to the whole section.

The Hon'ble Bhupati Majumdar: I accept clause 27B.

Delegation of Power to the State Government by the Central Government under the Essential Commodities Act.

Sj. Siddhartha Shankar Roy: Mr. Speaker, Sir, I find that a statement has been circulated to the Members of this House concerning fixation of maximum prices for rice and paddy. This statement has also come out in the press today. It appears that a very important fact has not been stated here; that is, whether the Centre has delegated under section 5 of the Essential Commodities Act any power to the State Government to promulgate the Price Control Order.

Mr. Speaker: Mr. Roy, you should have come to my Chamber, and discuss it there.

Sj. Siddhartha Shankar Roy: Why should I? I am not obliged to go to your chamber for this.

Mr. Speaker: If you take up that attitude, I can say, I am not obliged to hear you.

Sj. Deben Sen:

আমরাও তো ইন্টারেস্টেড, উনি কি বলতে চান তা আমরা শুনতে চাই।

Mr. Speaker: Mr. Sen, I have no doubt that you are interested, but in the midst of discussion of a Bill this sort of enquiry cannot be made.

Sj. Siddhartha Shankar Roy: I am not raising any discussion. All that I wanted to know is whether under section 5 of the Essential Commodities Act the Central Government has, by notification, delegated any power to the Government of West Bengal to promulgate Price Control Order in the State. For, I think that unless that delegation is there, it is merely a scrap of paper.

Mr. Speaker: You may take it up at the proper time when the debate begins.

Sj. Ganesh Ghosh: It is a question of information, a very important information. Unless we know the position it will be difficult for us to discuss at all.

Sj. Siddhartha Shankar Roy: Unless we know whether there is the delegation or not, it is useless discussing.

Mr. Speaker: You may put in a Short Notice question, if you like.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

স্যার, এর পরেও আমাদের অনেক সময় রেফার করতে দেন।

Mr. Speaker:

সব সময় আমার কর্তব্য হচ্ছে মেম্বারদের হেল্প করা।

Sj. Jyoti Basu:

আপনি সর্ট নোটিশ কোয়েশ্চেনের কথা বলছেন, কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে উনি যেটা জিজ্ঞাসা করছেন আজকে সেটা আলোচনা হবে বলে ঠিক আছে। এখানে একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং-এর সৃষ্টি হচ্ছে। খসড়া আইন অর্থাৎ ওই এ্যান্টি-প্রফিটিয়ারিং বিল যদি আলোচনা হয় তাহলে তার আগে আমরা একটু তৈরি হতে চাই। সেখানে একটা ইনফরমেশন নেই, আর সব আছে। সেইটা হচ্ছে পাওয়ার ডেলিগেট করা হয়েছে কিনা। অর্থাৎ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আন্ডার দি এসেন্সিয়াল কমোডিটিস এ্যাক্ট পাওয়ার ডেলিগেট করছেন কি না। সে খবর এখানেও নেই এবং কাগজে যেটা বেরিয়েছে তাতেও নেই। এইজন্য জানতে চাইছি যে এসেন্সিয়াল কমোডিটিস এ্যাক্টে পাওয়ার ডেলিগেশনের ব্যাপারে কোন গোলমাল থাকলে বিল আলোচনা নিরর্থক হয়ে দাঁড়ায়।

Sj. Siddhartha Shankar Roy:

আর কিছুকাল বাদেই এ্যান্টি-প্রফিটিয়ারিং বিল এই হাউসে আলোচনা হবে।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আমি সময়মত সেটা জানাব।

Sj. Siddhartha Shankar Roy:

এ্যান্টি-প্রফিটিয়ারিং বিলের যে সিডিউল দেওয়া হয়েছে তাতে......

Mr. Speaker: Mr. Roy, the answer is given by the Minister. I cannot force him. He says, "I will answer at the time."

Sj. Sudhir Chandra Ray Chaudhuri:

স্যার, আপনি তো বারন করলেন, তা সত্ত্বেও উনি কেন উত্তর দিলেন। আপনি একটু চটে গিয়েছেন দেখছি।

Mr. Speaker:

আপনি আমাকে যতই রাগী বলে প্রচার করুন আমি কিছুতেই রাগব না।

Sj. Sudhir Chandra Ray Chaudhuri:

একটা স্টেটমেন্ট বের করা হয়েছে, সেটা এসেন্সিয়াল কমোডিটিস এ্যাক্টএর সেকশন ৫-এ কি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের পারমিশন নেওয়া হয়েছে? সেটা ফুড মিনিস্টারের বলতে আপত্তি কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

যখন জিনিসটা আলোচনায় আসবে তখন বলব।

Sj. Sudhir Chandra Ray Chaudhuri:

এখন বলতে আপত্তি কি?

GOVERNMENT BILL

The West Bengal Standards of Weights and [illegible] ([illegible]) Bill, [illegible].

Mr. Speaker: Mr. Chatterjee, are you still pressing your amendments to clause 27?

Sj. Mihirlal Chatterjee: I beg to withdraw all these amendments.

Mr. Speaker: Then I am putting clause 27 to vote.

The question that clause 27 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

New clause 27B

Sj. Mihirlal Chatterjee: I beg to move that after clause 27 the following new clause be inserted, namely:—

> "27B. Whoever in purchasing any article by weight or measure obtains from the seller more than what is purported to be purchased, shall if the excess exceeds the prescribed limit of error, be punishable with fine which may extend to three hundred rupees."

The Hon'ble Bhupati Mazumdar: I am accepting it.

The motion was then put and agreed to.

Clauses 28 *to* 34

Mr. Speaker: There are no suggested amendments up to clause 34. I am putting all these clauses to vote.

The question that clauses 28 to 34 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 35

Sj. Mihirlal Chatterjee: Sir, I beg to move that after clause 35(1), the following sub-clause be inserted, namely:—

> "(1A) If an offence punishable under this Act is committed by a person acting as an agent or employee of another, the principal or the employee, unless he proves that the offence was committed without his knowledge or consent, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to proceeded against and punished."

এটা এখনো করতে চাই যে এই যে ৩৫(১) বলা হয়েছে
if the person committing an offence punishable under this Act.
যদি ওই......

Mr. Speaker:

আপনি বলেছেন 'স্যাল বি ডিম্ড টু বি গিল্টি', তার মানেটা ...

Sj. Siddhartha Shankar Roy:

স্যার, এগুলির কি মন্ত্রী মহাশয়ের জবাব দিলে ভাল হ'ত না?

Mr. Speaker: I am entitled to ask a question.

Sj. Siddhartha Shankar Roy: I do not think so.

Mr. Speaker: You may not think so, I think so.

Sj. Siddhartha Shankar Roy:

আপনি হয়ত দেখেছেন বাইরে থেকে একটা পার্লিয়ামেন্টারী ডেলিগেশন এখানে এসেছিলেন। তাঁরা বলে গিয়েছেন—ভারতবর্ষে এসে প্রথম আমরা বুঝতে পারলাম স্পীকার কথাটার অর্থ কি। স্পীকার যে এত কথা বলে তা আমরা প্রথম দেখলাম এখানে এসে।

Mr. Speaker:

আমি সেই কথায় কোন নোটিস নিই না। আমি মনে করি এটা অত্যন্ত বোকার মত কথা।

Sj. Siddhartha Shankar Roy: You are no part of the Government.

Mr. Speaker: May be; I have a right to understand because I have got a casting vote in the House.

Sj. Jyoti Basu: This is an extraordinary thing you have suggested. Has it ever happened here within living memory?

Mr. Speaker: Perhaps not.

Sj. Jyoti Basu: If you take that as a defence......

Mr. Speaker: He has mentioned about the opinion of the Parliamentary Delegation.

Sj. Jyoti Basu: I suppose he has not mentioned it in a serious manner.

[5-40—5-50 p.m.]

Sj. Mihirlal Chatterjee:

স্যার, আপনি দেখুন, ৩৫(১)তে যদি কোন অফেন্স কোন কোম্পানী করে তাহলে সেই কোম্পানীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করবার প্রভিসন এই বিলে আছে। কিন্তু সেই ধরনের অফেন্স কোন ব্যক্তি বিশেষ করতে পারে কিম্বা ব্যক্তি বিশেষের মালিক করতে পারে, কোন মালিকের কর্মচারী করতে পারে। আমি সেই জন্য বলছি এই ক্লজ ৩৫(১)এর পর আর একটা নতুন ক্লজ সন্নিবেশ করা হোক। তাতে থাকবে যদি কোন মালিকের কর্মচারী অপরাধ করে তাহলে মালিকের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে। বিলের এই ধারাটি কেবলমাত্র কোম্পানীর জন্য করা হচ্ছে। কিন্তু ব্যক্তিগত মালিকানায় বহু মালিক ব্যবসা করে, কাজ চালানর জন্য ব্যক্তিগত মালিক তার লোক দিয়ে কেনা-বেচা করায়। সেই ধরনের মালিকের নির্দেশে যদি তার কর্মচারী অপরাধ করে তাহলে মালিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রভিসন এই বিলে নেই। এই অভাব পূরণ করবার উদ্দেশ্যে আমি এই এ্যামেন্ডমেন্ট এনেছি। সত্য সত্যই সব সময় কোম্পানী অপরাধ করে তা নয়। ব্যক্তিগত মালিকও কর্মচারী দ্বারা বহু অপরাধ করে। মালিক না করলেও তার জ্ঞাতসারে তার কর্মচারী করে। মালিকের বাটখারা দিয়ে, তারই পয়সা দিয়ে কর্মচারী কেনা-বেচা করে, মালিকের গুদামে মাল বোঝাই করে, সেই লাভ মালিকই ভোগ করে। যদি কোন মালিকের জ্ঞাতসারে তার কর্মচারী অপরাধ করে তাহলে সেই মালিক ও তার কর্মচারীকেও অপরাধী বলে গন্য করা উচিত। আমি দেখছি এই বিলে কেবলমাত্র কোম্পানীর বিরুদ্ধে আইনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে, কিন্তু কোন মালিকের জ্ঞাতসারে তার কর্মচারী যদি অপরাধ করে এই ওজন সংক্রান্ত ব্যাপারে, তাহলে যাতে মালিক অব্যাহতি না পায় তার জন্য ব্যবস্থা করতে বলছি। আশা করি মন্ত্রী মহাশয় আমার প্রস্তাব গ্রহণ করবেন।

The Hon'ble Bhupati [illegible]:

এটা গ্রহণ করতে পারি না কারণ দোকান কর্মচারী ও মালিক এই আইনের আওতায় আসে। The situation is governed identically by the general law on liability of the agent.

the police and the weight concerned is placed as an exhibit before the Magistrate, it is for the Magistrate to consider whether during the possession of this weight by the person concerned there has been reasonable deduction out of this weight. If he finds that this is a bona fide case and the deduction in weight has been due to natural wear and tear, it is for the Magistrate to pardon the man, otherwise he will punish him. Similar arguments will hold good in respect of weighing instruments and measuring instruments also. Due to passage of time, due to natural wear and tear, a particular instrument may lose its accuracy. Whatever may be the case, let all these things be left in the hands of the Magistrate who will try the case. He has got every jurisdiction to try such cases and pronounce his judgment. But if you make a provision of this character that this is the extent of pardonable or excusable error, then, first of all, you give a sort of license to do something wrong. Then the Magistrate will have another kind of discretion. The result will be that you give scope for double discretion and so the object may be frustrated. Therefore, I say that this provision is a novel provision and it should not be within the statute-book that we are going to excuse a limited amount of error because in the garb of excusing the error, we are going to excuse the offence.

[5-50—6 p.m.]

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

আমি এ এ্যামেন্ডমেন্ট নিতে পারছি না এই জন্য যে, দু'বছর বা তিন বছর পরে হয়ত একটু ক্ষয়ে গেছে। সেখানে যদি খুব কম হয় যেমন ·০০১ বা ·০০ সামথিং—এ জিনিসটা ক'রে দিচ্ছি। এর চেয়ে বেশী হলে এমনিই পানিশেবল হয়ে যাবে। ভেরি স্মল ফ্র্যাক্শন ২।৩টা দশমিকের একটা জিনিস হলে এটা সামান্য ব্যাপার; তা না হলে দু বছর, তিন বছর পরে ব্যবস্থা অসম্ভব হবে যদি প্রত্যেক বারে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট পাঠাতে চান। একটা লিমিট অফ এরর' স্টেট গভর্নমেন্ট করে দেবেন।

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 37, the items (b) and (d) be omitted, was then put and lost.

The question that clause 37 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 38

The question that clause 38 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Preamble

The question that the preamble do stand part of the Bill was then put and agreed to.

The Hon'ble Bhupati Majumdar: I beg to move that the West Bengal Standards of Weights and Measures (Enforcement) Bill, 1958, as settled in the Assembly, be passed.

Sj. Sudhir Chandra Ray Chaudhuri:

শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ চ্যাটার্জির যে ৩৫নং এ্যামেন্ডমেন্ট তার উত্তরে আমাদের মন্ত্রী মহাশয় কি বললেন ঠিক বুঝে উঠতে পারি নি। তিনি বললেন—ইন্‌ডিভিজুয়ালের বেলা এটার দরকার নেই। কারণ, যতদূর আমি বুঝেছি যে সেখানে "প্রিন্সিপাল অফ এজেন্সি" এপ্লাই করে—অর্থাৎ যদি কারও এমপ্লয়ী যেখানে কোন অফেন্স কমিট করে তাহলে কি বুঝব যে তার প্রিন্সিপাল

যে সেই দায়ী হবে? তা যদি মনে করে থাকেন তাহলে উনি মস্ত ভুল করেছেন। এখানে যদি কোম্পানী হয়, কোম্পানী বোলে সাজা হবে ডিরেক্টর, ম্যানেজার, সেক্রেটারী বা এজেন্টের। কোম্পানীর অর্থ—কি তা বুঝিয়ে দিয়েছেন এক্সপ্লানেশনে। কোম্পানী হচ্ছে—

body corporate which includes a firm or other association of individuals.

মিহিরলাল চ্যাটার্জি মহাশয় করতে গিয়েছিলেন একজন ইন্ডিভিজুয়াল। একজন যদি কর্মচারী রাখেন, এবং সেই কর্মচারী যদি তার মনিবের অজ্ঞাতসারে কোন অফেন্স কমিট করে আন্ডার দিস্ এ্যাক্ট তাহলে সেই মালিককে কেন বাদ দেওয়া হবে? আইনের ফাঁক রাখা এ'দের অভ্যাস হয়েছে। এই অভ্যাসের কোন অর্থ নাই তা নয়। কেন এতবড় ফাঁক রেখে দিয়েছেন, এবং কেন আপত্তি করছেন তা সংশোধন করতে তা জানতে চাই। প্রিন্সিপল অফ এজেন্সি ক্রিমিন্যাল ল'এ এপ্লাই করে না। প্রিন্সিপল অফ এজেন্সি—সিভিল ল'এর ব্যাপার। মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে উদাহরণ দিচ্ছি, কোন এক জনের মোটর গাড়ির একটি ড্রাইভার আছে, ড্রাইভার এক্সিডেন্ট করলে, ক্রিমিন্যালি প্রসিকিউটেড হবে ড্রাইভার, মালিক হবে না, কেন না সেই গাড়ি চালাচ্ছে। কিন্তু সিভিল ল'তে উক্ত ড্রাইভার তার কর্মচারী হিসাবে এই কাজ করায় প্রিন্সিপল অফ এজেন্সি অনুযায়ী সিভিল লায়াবিলিটি আসবে মালিকের উপর। এই প্রভিসনে যে অফেন্সএর কথা বলা হয়েছে সেটা ক্রিমিন্যাল। এই যে ফাঁক রেখে গেলেন এ কত বড় অন্যায় করছেন তা বুঝতে পারছেন না; কারণ যে কোন লোক এমপ্লয়ারের নামে অন্যায় করবে এবং যদি পানিশমেন্ট হয় তা কর্মচারীরই হবে। একটা গরীব কেরানী বা মুহুরী বা গোমস্তা যার এই আইনের জ্ঞান না থাকার কথা সে সাজা পাবে এবং মালিককে নিয়ে টানাটানি করা যাবে না, তিনি আইনের ফাঁকে রেহাই পাবেন।

আশা করি একথা চিন্তা করবেন এবং যাতে এটা গৃহীত হয় তার যথাযথ ব্যবস্থা করবেন।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

বিলের এই থার্ড রিডিংএ এখনও পর্যন্ত মন্ত্রী মহাশয়কে বলতে চাই যে, তিনি বিলটা সম্পূর্ণ রকম মেট্রিক সিস্টেম অফ ওয়েটস সংক্রান্ত ব্যাপারে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। মেট্রিক সিস্টেম অফ ওয়েটস ছাড়া আমাদের এক্‌জিস্টিং সিস্টেম অব ওয়েটস যা আছে সে সম্বন্ধে এই বিলের মধ্যে কোন প্রভিশন নাই।

মেট্রিক সিস্টেম অফ ওয়েটস-এ আমাদের দেশে সমস্ত কাজ-কারবার চালু হতে দীর্ঘ সময় লাগবে। কারণ, আমাদের দেশে এই মেট্রিক সিস্টেম বুঝতে দীর্ঘ সময় লাগবে। সরকার জোর করে সর্ব ব্যাপারে অল্পদিনের মধ্যে মেট্রিক সিস্টেম অফ ওয়েটস ইনট্রোডিউস করতে পারবেন না। সবরকম কেনা-বেচার ব্যাপারে সরকার মেট্রিক সিস্টেম অফ ওয়েটস কত দিনে যে চালু করতে পারবেন সে সম্বন্ধে আমাদের এখনও পর্যন্ত কোন ধারণা নেই; এবং সরকারও বোধ হয় খুব শীঘ্র শীঘ্র কিছু করতে পারবেন বলে মনে করেন না। কিন্তু মেট্রিক সিস্টেম অব ওয়েটস চালু করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশে দীর্ঘকাল ধরে বর্তমান যে সিস্টেম অফ ওয়েটস এ্যান্ড মেজার্স আছে, সেগুলিও থেকে যাবে। এই বিলে অথবা অন্য একটি আইনে পুরাতন ওজনগুলি সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করার দরকার আছে। সরকার কোন কোন ব্যাপারে মেট্রিক সিস্টেম অফ ওয়েটস ইতিমধ্যেই চালু করেছেন। তার সঙ্গে সঙ্গে বলছেন মেট্রিক সিস্টেম অফ ওয়েটসএর সঙ্গে এক্‌জিস্টিং সিস্টেম অফ ওয়েটস এ্যান্ড মেজার্স চালু বলে গন্য করা হবে। কিন্তু বর্তমান দাঁড়িপাল্লা, ওজন, বাটখারা, মাপ, ঘটি প্রভৃতির মধ্যে কত রকম যে দুর্নীতি ও ফাঁকি আছে তার ঠিক ঠিকানা নেই। দেশে বহু রকম ওজন পদ্ধতি দীর্ঘকাল চলবে, কেবল একটি মাত্র পদ্ধতিকে ত্রুটিশূন্য করবার জন্য এই বিলে ব্যবস্থা সরকার করছেন, কিন্তু অন্যগুলিকে ত্রুটিশূন্য করবার জন্য এই বিলে কোন ব্যবস্থা নাই, বা অনুরূপ কোন বিলেও আনছেন না। মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে-চলতা প্রভৃতি যে সব অতিরিক্ত আদায় এবং ওজন ও মাপে ঠকানোর ব্যবস্থাদি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার জন্য একটা কমিটি করবেন। তাঁকে আমার বিশেষ অনুরোধ যে, বিভিন্ন স্তরের যে সকল লোক এই ব্যাপারে পরামর্শ দিতে পারেন, তাঁদের যেন কমিটির মধ্যে তিনি গ্রহণ করেন। বেআইনী ওজনের দ্বারা যে ব্যাপক প্রতারণা গ্রামে গ্রামে অবাধে অনুষ্ঠিত হয়, সে সম্বন্ধে কোনই প্রতিকার ব্যবস্থা নেই। যে ওজন, মাপ, দাঁড়িপাল্লা, বাটখারা বর্তমানে ব্যবহৃত

হচ্ছে [illegible] লকে বিশেষ করবার কোন ব্যবস্থা এই বিলের মধ্যে নেই। এই বিলের ব্যবস্থা [illegible] কেবল মাত্র মেট্রিক সিস্টেম অফ ওয়েটসএর জন্য করছেন। সরকার মেট্রিক ওজনের মডেল তৈরি করতে চান, সেই মডেল অনুযায়ী ম্যানু[illegible] স্কেলে ওজন, বাটখারা তৈরি করবার লাইসেন্স দেবেন তাদের, যারা ম্যানুফ্যাকচার করবে। সেই সকল ওজন, মাপ প্রভৃতি যাতে ঠিক ঠিকভাবে প্রতিপালিত হয় তার জন্য কন্ট্রোলার এপয়েন্ট করবেন এবং ডেপুটি কন্ট্রোলার এবি মাপ্বার এপয়েন্ট করবার ক্ষমতাও নিচ্ছেন এবং এ্যাসিট্যান্ট কন্ট্রোলার এপয়েন্ট করার ব্যবস্থা হবে। তা ছাড়া ইনস্পেক্টর নিযুক্ত করার ক্ষমতা নিচ্ছেন এবং [illegible]নস্পেক্টরেরও নিম্ন পর্যায়ের কর্মচারী নিযুক্ত করবার ব্যবস্থা বিলে রয়েছে। কিন্তু কালকের বা আজকের আলোচনায় এমন কোন আশ্বাস মন্ত্রী মহাশয় এই হাউসকে দেন নি যে, বর্তমানে যে সমস্ত ওজন বা মাপ বা দাঁড়িপাল্লা তৈরি হচ্ছে কিংবা চালু আছে সেগুলি যাতে কারেক্ট হয়, কোন দোষ যাতে না থাকে, তার জন্য কি ব্যবস্থা তিনি অবলম্বন করবেন। কেবলমাত্র পেনাল কোড দেখিয়ে তিনি কর্তব্য শেষ করছেন। পেনাল কোড ত বাংলা দেশে বহুকাল থেকে আছে। কিন্তু আপনারা সকলেই জানেন এই পেনাল কোড থাকা সত্ত্বেও কত নগণ্য সংখ্যক কেস কম ওজন দেওয়ার জন্য, বা বেশি ওজন আদায় করার জন্য ধরা পড়েছে। মন্ত্রী মহাশয়কে এখনও বলতে চাই তাঁর গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ আছে, এবং শহরের সঙ্গেও যোগাযোগ আছে, তিনি ওজনে ও মাপে প্রতারণার প্রতিবিধানের জন্য সঠিক ব্যবস্থা অবলম্বন করুন।

[6—6-10 p.m.]

আমি বেশ জানি যে, বিভিন্ন এলাকাতে কখনও কখনও খেয়াল-খুশিমত সরকারী পুলিশ হোক বা এনফোর্সমেন্ট দারোগা হোক সর্ট ওয়েটএর মেজার্স ধরবার জন্য হাটবাজারের দোকান রেড করেন এবং রেড করার পর সাধারণতঃ একটা মিটমাট করে ফেলেন। প্রহসন সর্বত্র মাঝে মাঝে দেখা যায়। যতদিন থেকে পেনাল কোড চালু হয়েছে, ততদিন থেকেই এই প্রহসন চালু আছে। মন্ত্রী মহাশয় শুধু পেনাল কোড-এর দোহাই দেবেন কেন? আমি তাই তাঁকে অনুরোধ করব যে এই এক্‌জিস্টিং ওয়েটস এ্যান্ড মেজার্স দেশে সর্বত্র ব্যবহৃত হচ্ছে, সেইগুলি যতদিন চালু থাকবে ততদিন পর্যন্ত যাতে সেগুলি কারেক্ট থাকে বা নির্ভুলভাবে রাখা হয় তার জন্য ব্যবস্থা করুন। একটা থানাকে একটা ইউনিট যদি তিনি ধরেন তাহলে দেখবেন যে, কোনও একটা থানা অফিসে কিংবা ইউনিয়ন বোর্ডে মাপ, ওজন প্রভৃতির কোন মডেল নেই—যার সঙ্গে মানুষ নিজের ওজন বাটখারা প্রভৃতি মিলিয়ে নিতে পারে। তারই সুযোগ নিয়ে দারোগা যেমন ইচ্ছা যখন কিছু প্রয়োজন বোধ করে হাটবাজারে গিয়ে রেড করে। মাছ, আলু, তরকারী, যারা বিক্রি করছে তাদের কাছে গিয়ে ওজন বাটখারা দেখতে চায় এবং পরে হামলা করে তাদের কাছ থেকে কিছু কিছু আদায় করে ছেড়ে দেয়। স্যার, এ জিনিস বাংলাদেশে সর্বত্র হচ্ছে। আমি মাননীয় মন্ত্রীকে অত্যন্ত ধন্যবাদ দিচ্ছি কারণ তিনি মেট্রিক সিস্টেম অফ ওয়েটস চালু হবার আগে থাকতেই এই আইন নিয়ে এসেছেন এবং এখন থেকেই চেষ্টা করছেন যাতে মেট্রিক ওজনগুলির মধ্যে কোন দোষ থাকতে না পারে। কিন্তু আমি আর এক দিক দিয়ে তাঁকে কোনই ধন্যবাদ দিতে পারছি না। আমি জানি আমাদের এক্‌জিস্টিং ওজন ও মাপ যা রয়েছে সেগুলো এখনও অন্ততঃ ১০ বছর পর্যন্ত চলবে, কিন্তু সেই সমস্ত মেজার্স এ্যান্ড ওয়েটস রেক্টিফাই করবার কোন ব্যবস্থাই তিনি এই বিলে করলেন না। আমি তাঁকে বিশেষ করে অনুরোধ করব যে তিনি যেন পরে এই হাউসে বর্তমান ওজন ও মাপ সংক্রান্ত একটা বিল আনেন, আমরা সর্বান্তকরণে সেই বিল সমর্থন করবার জন্য প্রস্তুত থাকব। মন্ত্রী মহাশয়কে ধন্যবাদ দিই। তিনি আমার একটা গুরুত্বপূর্ণ এ্যামেন্ডমেন্ট গ্রহণ করেছেন যে, খরিদ্দাররা ঠকিয়ে যদি বেশি ওজনের জিনিস নেয় তাহলে তারা দণ্ডনীয় হবে। কিন্তু আমি একথা বলি যে সম্ভবতঃ ভালভাবে বিবেচনা করবার সময় পাননি বলে আমার আর একটি এ্যামেন্ডমেন্ট ২৫নং ধারা সম্বন্ধে তিনি গ্রহণ করেন নি। আমার মনে হয় এই এ্যামেন্ডমেন্টটা বিশেষভাবে বিচার-বিবেচনা করে দেখা উচিত ছিল। এই এ্যামেন্ডমেন্ট সম্বন্ধে আমি বক্তৃতা আরম্ভ করতে পারব প্রসিদ্ধ অ[illegible]ব্যবসায়ী হিসাবে শ্রীসুধীর রায় চৌধুরী মহাশয় অনেক ভাল বিতর্ক করবেন। স্যার, আমাদের দেশে কোম্পানী হিসাবে কেনাবেচা করে যে সংখ্যক প্রতিষ্ঠান, তার চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যক লোক ব্যক্তিগতভাবে কেনাবেচা করে। কোম্পানী যদি কখনও এ ওজনের ব্যাপারে মানুষকে ঠকায় তাহলে [illegible]

ডাইরেক্টর থেকে সবাইকে শাস্তি দেবার ব্যবস্থা এই আইনে করা হয়েছে। কিন্তু হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোক আছে যারা কোম্পানীর আওতায় পড়ে না—তারা ব্যক্তিগত মালিকানা. এজেন্ট কিংবা কর্মচারী দ্বারা কেনাবেচা করে। এই সকল মালিকরা কোন অবস্থাতেই আইনের আওতায় পড়বে না। মেট্রিক সিস্টেম অফ ওয়েটস যদি চালু হয় তাহলে সেই মেট্রিক ওয়েটস কেবলমাত্র কোম্পানীগুলি ব্যবহার করবে না, যে কোন মালিক তা ব্যবহার করবে। আমি যদি একজন কর্মচারী রাখি যে লোক ওজন করে দেবার সময় এই আইন অনুযারী যদি কোন অপরাধ করে এবং সেটা যদি আমার অজ্ঞাতসারে হয় তাহলে কেন আমি অপরাধের জন্য দায়ী হব না? আমি সময় একথা বলতে পারি আমাদের দেশে মা[illegible] বহু ব্যবসা পরিচালিত হয়। কেনা-বেচা মালিকরা হয়ত নিজেরা করেন না, মালিক হয়ত থাকেন কোলকাতা থেকে বহু দূরে দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, বোম্বাইএ, তাঁদের গদী আছে কোলকাতা সহরে কিম্বা মফস্বলের কোন একটা জায়গায়। তাঁদের নিযুক্ত কর্মচারী আছেন, যারা ধারাবাহিকভাবে মালিকের অজ্ঞাতসারে এই আ[illegible] আর। ওজনের ব্যাপারে অপরাধ করে থাকেন। আমি বুঝতে পারি না মাননীয় মন্ত্রী কেন তাঁদের শাস্তি দেবার জন্য আমার প্রস্তাবিত এ্যামেন্ডমেন্ট নিতে রাজী হচ্ছেন না। মালিকের অজ্ঞাতসারে যদি অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়, মালিক যদি প্রমাণ করতে না পারেন যে তাঁর দোষ নেই, তাঁর অজ্ঞাতসারে অপরাধ অনুষ্ঠিত হয় নি, তাহলে কেন মালিকদের পর্যন্ত শাস্তির ব্যবস্থা করতে মন্ত্রী মহাশয় রাজী নন? ডাইরেক্টররা অনেক সময় কারবারের কেনাবেচার কিছুই খবর রাখেন না। তাঁদের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা এই আইনে করা হলো। ইনডি[illegible] মালি[illegible] জন্য হলো না। ইনডিভিজুয়াল মালিক তার কর্মচারীকে দিয়ে বেআইনী কাজ করায় এবং বেআইনী লাভ ভোগ করে। ইনডিভিজুয়াল মালিককে ছেড়ে দেওয়ার কারণ কি? আইনের মধ্যে এত বড় ফিকেট রেখে দেওয়াটা অত্যন্ত অন্যায় হবে বলে আমি মনে করি এবং এই অন্যায়ের জন্য পরে আমাদের দুঃখ করতে হবে। কারণ একটা কোম্পানী আইন লঙ্ঘন করলে [illegible] পর্যন্ত এই আইনের আওতায় মধ্যে মন্ত্রী মহাশয় আনতে চান, কিন্তু লক্ষ লক্ষ ইনডিভিজুয়াল, লক্ষ লক্ষ মালিক যাদের এই আইনের আওতায় মধ্যে আনা উচিত তাদের তিনি ছেড়ে দিতে চান। আমি একথা বলি না যে কোন অসৎ বুদ্ধি থেকে মন্ত্রী মহাশয় এই ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু আমার মনে হয় যে, এ জিনিসটা মন্ত্রী মহাশয় ভাল করে বিবেচনা করে দেখেন নি, যদি দেখতেন তাহলে নিশ্চয়ই আমার এ্যামেন্ডমেন্ট তিনি গ্রহণ করতেন। আমার মনে হয় সরকার কেবলমাত্র ল' ডিপার্টমেন্টের দিকে তাকিয়ে যদি আইন করেন তাহলে সেটা লইয়ার্স আইনই হবে। সাধারণ লোকের দিকে তাকিয়েই আইন করা উচিত। কংগ্রেস বেঞ্চে যেসব বন্ধুবান্ধব আছেন তাঁরা যদি সত্যই মনে করেন যে আমাদের আর্গুমেন্ট ভুল তাহলে তাঁরা ভূপতিবাবুকে বলুন যে আমাদের আর্গুমেন্ট সম্পূর্ণ ভুল, আমাদের এ্যামেন্ডমেন্ট গ্রহণ করার কোন প্রয়োজন নেই। মন্ত্রীদের কাছে কি আমরা আমাদের সমস্ত জ্ঞান বুদ্ধি মর্টগেজ দিয়ে রেখেছি যে, তাঁরা যদি হ্যাঁ বলেন আমরা হ্যাঁ বলবো এবং তাঁরা যদি না বলেন আমরা না বলবো? আপনি, স্যার, আইনজ্ঞ, এই আইনের অবলম্বনের দায়িত্ব আপনার উপরও গিয়ে পড়বে। আপনি অনেক সময় আমাদের সাহায্য করেন, আমাদের অনেক জিনিস বুঝিয়ে দেন। ২৭এর ধারার সংশোধন ব্যাপারে আপনার মত নির্দিষ্ট করো[illegible] কাজেই সেকসন ২৭ সংশোধিত হোল। আমি বলি স্যার, সেকসন ৩৫ সম্বন্ধে আমার মনে হয় যে মন্ত্রী মহাশয় খুব বড় মারাত্মক ভুল করবেন এই [illegible] গ্রহণ না করে। এখনও এর সংশোধনের যথেষ্ট সময় আছে। আমি আমার কংগ্রেসী বন্ধুদের কাছে অনুরোধ করবো যে তাঁরা নিজেরা একটু ভেবে দেখুন—কেবলমাত্র আইন লঙ্ঘন করলে কোম্পানীর লোক দায়ী হবেন এবং তার জন্য [illegible] দণ্ডনীয় হবেন আর যদি ইনডি[illegible] মালিক অপরাধ করে তাহলে দণ্ডনীয় হবে না—এমন যদি আইনের ব্যবস্থা করা হয় তাহলে সেই রকম আইন তাঁরা সমর্থন করবেন কিনা—একটু [illegible] দেখুন।

[6-10—6-20 p.m.]

এমন বিসনেস প্রতিষ্ঠান যদি এই বিলে থাকে, তাহলে সেটা এ্যাকসেপ্ট করবেন কিনা, সমর্থন করবেন কিনা আরেকটু ভেবেচিন্তে দেখুন। কারণ, এখানে যে আইন করবেন তার আওতার ভেতর এই [illegible] বিরোধীদিকের সবাই পড়বেন না, কংগ্রেস মেম্বাররাও পড়বেন—এটা

কোন ইনডিভিজুয়ালএর ব্যাপার নয়, এর আওতায় আমরা সকলেই পড়ব। ল' ডিপার্টমেন্ট যা বলবে সেটাই চূড়ান্তভাবে না মেনে নিয়ে কমনসেন্স একটু এ্যাপ্লাই করে এই এ্যামেন্ডমেন্ট আরেকবার পরীক্ষার জন্য একটু ভেবেচিন্তে দেখুন।

Sj. Sunil Das:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে বিল এনেছেন সেই বিলের উদ্দেশ্য খুবই ভাল, এ সম্বন্ধে কোন দ্বিমত নাই। কিন্তু বিলটা যেভাবে এনেছেন তাতে মনে হচ্ছে যে উনি একটা দায় সারছেন। সেইজন্যই এ বিলের থার্ড রিডিংএর আলোচনায় সময়ও এর অপারেশন সম্বন্ধে কতকগুলি বিষয়ে মন্ত্রী মহাশয়কে সতর্ক করে দিতে চাই। যাতে কিছুদিন পরে যেন না শুনতে হয় যে একটা অর্ডিন্যান্স করা হয়েছে কিম্বা একটা এ্যামেন্ডিং বিল আনা হয়েছে কিম্বা আরও কিছু সময় চাই—এই সমস্ত অবস্থার সম্মুখীন যাতে না হতে হয়। সেদিন একটা কাগজে পড়ছিলাম একটা পত্রিকা 'ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট' তার নাম এতে ওয়েটস এ্যান্ড মেজার্স সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ রয়েছে—তাতে লেখা আছে যে দক্ষিণ ভারত থেকে উত্তর ভারতে এক ভদ্রলোক গেলেন এবং সেখানে গিয়ে বললেন এক পোয়া রাবড়ী চাই—তাকে যা দেওয়া হল তিনি খুশি মনে পেট ভরে খেলেন। খেয়ে তার পরদিন তার অসুখ হল, তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, তার দক্ষিণ ভারতে এক পোয়ার যা ওজন উত্তর ভারতে ওজন তার ডবল। এই যে অবস্থা তা আমাদের বাংলাদেশে একটা জেলা থেকে আরেকটা জেলায় এই রকম অবস্থা আজও রয়েছে এবং মিহিরবাবু যেটা বললেন যে আরও ১০ বছর থাকবে অর্থাৎ ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত, এই সম্ভাবনা রয়ে যাবে। কারণ এক্‌জিস্টিং ওয়েটস এ্যান্ড মেজার্স সম্বন্ধে মন্ত্রী মহাশয় কোন ব্যবস্থা গ্রহণের চেষ্টাও করেন নি এবং করার প্রয়োজনও বোধ করেন নি। আজকে আমার বক্তব্য হ'ল এই যে দুই বছর তিনি সময় পাচ্ছেন—দায় সারা বলছিলাম এই কারণে যে ২৪এ সেপ্টেম্বর এই অর্ডিন্যান্সটা জারী হয়েছে ১লা অক্টোবরে আইনটা চালু হবে যদিও ৫৬ সালে আইনটা রচিত হয়েছিল। তা সত্ত্বেও আমি তাকে বলছি যে তিনি এখন দুই বছর সময় পাচ্ছেন কারণ যে সমস্ত সিলেক্টেড এরিয়াতে এই আইনটা চালু হবে সেই সমস্ত সিলেক্টেড এরিয়াতে আগামী দুই বছর পর্যন্ত দুটো ইউনিটই থাকবে। চলতি ইউনিট ও মেট্রিক ইউনিট। মন্ত্রী মহাশয় অবশ্য আর্যভট্টের কথা বলেছেন কিন্তু ফরাসী বিপ্লবের কথা কেন বলেন নি তা জানি না। কারণ বিপ্লবের পর ফরাসী দেশে এই মেট্রিক ওয়েট চালু হয়েছিল—সুতরাং এর পিছনে ঐতিহ্য রয়েছে। কিন্তু কথা হ'ল এই সিলেক্টেড এরিয়া বলতে তিনি যদি এখন সারা বাংলাদেশ জুড়ে নিয়ে বসেন তার প্রস্তুতি কোথায়? শুধু মানুষকে হয়রানি ছাড়া আর কিছু করতে পারবেন না। আমি জানি না কোন সার্ভে হয়েছে কী না? বাংলাদেশের ওয়েটস এ্যান্ড মেজার্সএর ম্যানুফ্যাকচারিং ক্যাপাসিটি সম্বন্ধে কোন সার্ভে হয়েছে কী না। আমি জানি সার্ভে করার কথা ছিল। প্রথম যে কমিটি স্ট্যান্ডারডাইজ করবার জন্য সুপারিশ করেছিলেন সেই কমিটি একথা বলেছিলেন, প্ল্যানিং কমিশন একথা বলেছিলেন কিন্তু আজকে হাউসে মন্ত্রী মহাশয় বললেন না যে, ম্যানুফ্যাকচারিং ক্যাপাসিটি সার্ভে করা হয়েছে কিনা। কারণ আইনে রয়েছে ওয়ার্কিং মডেল চাই, ভেরিফিকেশন মডেল চাই আর আইনের ১১ ধারায় লাইসেন্স নিয়ে ম্যানুফ্যাকচার করবার অধিকার দেওয়া হবে। সুতরাং ব্যাপকভাবে ওয়েটস এ্যান্ড মেজার্স ব্যবহৃত হবে, সুতরাং ব্যাপকভাবে এগুলি তৈরি করবার ব্যবস্থা আছে কী না সে সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না। যদি সারা বাংলাদেশে এটা চালু করেন তার আগে দেখতে হবে ম্যানুফ্যাকচার করবার ক্ষমতা আছে কী না, তা না হলে লোকে হয়রান হবে। ক্রেতা-বিক্রেতা হয়রান হবে এবং আমাদের ব্যবসাও মার খাবে। আরও কথা আছে ১লা অক্টোবর থেকে কতকগুলি ইন্ডাস্ট্রিতে এটা চালু হয়েছে তার মধ্যে,

cotton textiles, iron and steel, engineering, heavy chemical, cement, salt, paper, coffee.

কফি অবশ্য বাংলাদেশে নেই তার কথা আমি বলছি না। এই কয়টা ইন্ডাস্ট্রিতে এই মেট্রিক সিস্টেম চালু হয়েছে এবং মিল যেগুলি হোলসেল করবে সেগুলি মেট্রিক সিস্টেমে ওজন করতে হবে। এটা আইনের ধারায় বলা হয়েছে। মন্ত্রী মহাশয় এই দুই মাসের অভিজ্ঞতা

দিয়ে দেওয়া হয়েছে, তা ফেরৎ পাবে কি না সে সম্বন্ধে সঠিক নীতি এখানে নির্ধারণ করা হয় নি। আমার মনে হয় এর সুযোগ নিয়ে, অনেকে যারা সেই জিনিস কিনেছে, তারা নিজেদের সেই ন্যায্য দাম থেকে বঞ্চিত হবে। এই ত্রুটি আপাততঃ মনে হবে কিছুই না। কিন্তু যখন সাঁওতালদের এই আইনটা চালু হবে তখন মস্ত বড় বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবে মফঃস্বল অঞ্চলে। কারণ বিশেষ করে মফঃস্বল অঞ্চলে সাধারণতঃ কৃষিজীবী ও অশিক্ষিত লোক বাস করে। উৎপাদনকারীরা যখন তাদের মাল সিল্ করে দেবেন, তখন সেই মালের পুরো দাম তারা ফেরত পাবে না, কিছু হয়ত পাবে, তবে বাকী দাম হয়ত উসুল করবেন না। অন্য কথায়, বিক্রেতাকে যে দাম দিয়ে দিয়েছে সেটা আর ফেরত পাবে না। অথচ এখানে প্রভিশন রয়েছে সিল্ড প্যাকেট ইত্যাদি যদি ডিফেকটিভ হয় তাহলে তার দাম দিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু এটা দেওয়া হবে ব্যবসায়ীকে, ক্রেতাকে নয়। যে ক্রেতা, যার পকেট থেকে পয়সাটা চলে যাচ্ছে, সেটা সে ফেরত পাবে কি না, সে সম্বন্ধে কোন নির্দিষ্ট নিয়ম বিলে বলা নেই। আইন যা তৈরি হয়েছে তাতে [illegible] কথা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই আইনের দ্বারা জনসাধারণের প্রকৃত কোন উপকার সাধিত হবে কি না, সে বিষয় চিন্তা করে এই বিল রচিত হয় নি। বিশেষ করে আমি ১৫ নম্বর ধারাটি সম্বন্ধে বলছি। এই ধারাটি যখন চালু হবে, দেখা যাবে এটা সত্যিকারের সাধারণ মানুষের পক্ষে একটা মারাত্মক জিনিস হয়ে উঠেছে। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করবো এদিকে তিনি যেন বিশেষ মনোযোগ দেন, এবং যাতে করে মফঃস্বলে গরীব সাধারণ মানুষরা কেনা-বেচা করে তাদের যেন এই আইনের দ্বারা [illegible] পড়তে না হয়।

তার পর মফঃস্বলে একটা প্রথা চালু আছে, সেটা হচ্ছে ওজনে কিছু বেশী মাল নিয়ে নেওয়া হয়। কৃষকের কাছে থেকে যখন মাল কেনা হয় তখন ৮০ তোলার জায়গায় ৮১ বা ৮২ তোলা হিসাবে ধরা হয়। তাঁওতা দিয়ে এই রকম একটা ভুয়া ওজন নিয়ে নেওয়া হয়, যাকে 'ধলতা' বলা হয়। এটা আইন করে বন্ধ করা উচিত। সুতরাং এই যে তাঁরা একটা স্ট্যান্ডার্ড অফ ওয়েটস এ্যান্ড মেজার্স বিল এনেছেন, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিল, এর যে সমস্ত ভুল-ত্রুটি থেকে গেল, সেগুলি দূর করবার জন্য তাঁরা যেন আর একবার চিন্তা করে দেখেন। বিলের এই ভুল-ত্রুটি-গুলি সংশোধন না করলে, বিলের যে আসল উদ্দেশ্য নিয়ে রচিত করা হচ্ছে, তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যাবে। আমরা এই বিলের উদ্দেশ্যকে ভাল মনে করি, কেন না বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে মেট্রিক পদ্ধতি চালু হলে, আমরা সত্যিকার পথে এগিয়ে যেতে পারবো। কিন্তু এই রকম অবস্থা হওয়া উচিত। এবং সেই অবস্থার জন্য আমাদের তৈরি করবার জন্য যাতে গভর্নমেন্ট থেকে একটা সক্রীয় উৎসাহ দেখা যায় তার ব্যবস্থা করা উচিত।

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

সভাপাল মহাশয়, আমার বিশেষ কিছু বলবার নেই, কারণ, নতুন কথা কিছু এখানে হয় নি এই দ্বিতীয় আলোচনার সময়। তবে মিহিরবাবু যে কথা বলেছেন আমি নিজে আমার বক্তৃতার মধ্যে বলেছি যে যেগুলি নেই, সেগুলি করতে হবে। দিনের পর দিন যে সমস্ত ব্যবস্থা চালু আছে যেমন ধলতা, ফাও সেগুলি আমাদের ছোট কমিটি করে আলাদাভাবে বিচার করতে হবে। তা ছাড়া বাট থেকে একশ কুড়ি তোলা হিসাবে সেরের ওজন বাংলাদেশের প্রত্যেক সাব-ডিভিশন, প্রত্যেক জেলায় আলাদা আলাদা যেটা প্রচলন আছে সেটা এত সহজ ব্যাপার নয় যে একদিনে আইন করে সব ঠিক করে দেওয়া যাবে। দুঃখের বিষয় এখানে ত্রুটি আছে, আমাদের কোন মডেল বাটখারা নেই। একথা সম্পর্কে বলেছি কলিকাতা কর্পোরেশন যেমন করে থাকেন অর্থাৎ নতুন বাটখারার সঙ্গে পুরাতন বাটখারা ধরেন সেইভাবে এই মডেল বাটখারার দিকে আমাদের দৃষ্টি এসেছে, কারণ, দুই রকম যখন চলে সেখানে একদিকে যতটা পারি চেষ্টা করব আর একটা দিক [illegible] ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে চলতে হবে এটা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। এজন্যে আমি আগেই বলেছি আমাদের এটা একটা কঠিন সমস্যা, খুব সোজা নয়। একটা নতুন কিছু যদি এ সম্পর্কে করা হয় সেটা এর চেয়ে আরও জটিলতর হবে। প্রত্যেক জেলায় আলাদা আলাদা ওজনের ব্যবস্থা আছে, সেটা উঠিয়ে দেওয়া যায় কি না এবং ঐ বাট থেকে একশ কুড়ি তোলার সেরকে সর্বত্র এক করা যায় কি না তারই জন্যে আমি বলেছি একটা কমিটি করা হবে যারা বিচার করবেন কিভাবে পুরাতন বাটখারার স্থানে মডেল বাটখারার ব্যবস্থা হবে এবং কি করে এই যে ঠকানো প্রচলিত হচ্ছে এবং প্রচলিত আছে সেটা বন্ধ করা যায়। সেটা আর

একটা বিষয় এবং সম্পূর্ণ আলাদাভাবে চিন্তা করে দেখতে হবে। কিন্তু আজকে যখন ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট নতুন ওয়েটস্ এ্যান্ড মেজারস্ চালু করেছেন এবং যেটা নিয়ে এখানে আলোচনা হচ্ছে সেটা যাতে যথাসম্ভব ত্রুটিহীন হয় সেই চেষ্টা এখানে করা হয়েছে। মিহিরবাবু বলেছেন তিনি নিজে আইনের খুঁটিনাটি বুঝেন না, তাই আইনের কথা বলার আগে কোন আইনজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করে এসে বলেন। তিনি হয়ত জানেন সরকারী দপ্তরেও আইনের ব্যাপারে লিগ্যাল রিমেমব্রান্সার, এ্যাডভোকেট-জেনারেল এদের পরামর্শ নিয়ে চলতে হবে এইটেই বুদ্ধিমানের কাজ। নিজেকে মন্ত্রী বলে একমাত্র বুদ্ধিমান লোক বলে মনে করি না। আইন করবার আগে আইনজ্ঞের পরামর্শ ও সহায়তা নিয়েই করে থাকি। যাইহোক এ বিষয়ে আমার আর কিছু বলার নেই। যেটুকু এখানে গ্রহণ করবার তা করেছি, যেটুকু না করার মতন তা করি নি। তবে কাজ করতে গিয়ে যদি কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরা পড়ে নিশ্চয়ই তার সংশোধন করব। ত্রুটি-বিচ্যুতি একেবারেই থাকবে না এরকম কোন বিল যে এখানে এসেছে আমার তা জানা নেই। আপনাদের কাছে থেকে ক্ষমতা পেলে আমি সরাসরি কাজ আরম্ভ করতে পারব। সেজন্যে আপনাদের সম্মতির জন্যে এই বিল এনেছি। এটা গৃহীত হলে পরে অন্যদিক থেকে যেমন বাটখারা, চলতি প্রথা এগুলি নিয়ে আলোচনা করবার সময় আসবে। আর কিছু বলার নেই। আমাদের এখানে বিল যেমন বিবেচিত হয়েছে, সেইরকমভাবে এটাকে পাশ করতে অনুরোধ করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

The motion of the Hon'ble Bhupati Majumdar that the West Bengal Standards of Weights and Measures (Enforcement) Bill, 1958, as settled in the Assembly, be passed, was then put and agreed to.

The West Bengal Estates Acquisition (Second Amendment) Bill, 1958

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: Sir, I beg to introduce the West Bengal Estates Acquisition (Second Amendment) Bill, 1958.

(The Secretary then read the title of the Bill).

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: Sir, I beg to move that the West Bengal Estates Acquisition (Second Amendment) Bill, 1958, may be taken into consideration.

Sir, the Bill is a very very simple one. It has been laid down in section 54 of the Estates Acquisition Act that the State Government may, by notification in the Official Gazette, delegate any of the powers under this Act, except the power of making rules under section 59, to the Board of Revenue subject to such reservations, if any, as may be specified in the notification. Sir, in working this Act we have been facing one practical difficulty. As I promised the House during the course of the Budget discussions last year that we are expediting payment of compensation, specially special payment under second proviso to sub-section (1) of section 12 of the Act: Hitherto we had no provision for delegating powers in this matter and all cases had to come up to the Board of Revenue and I find that that takes, on the average, about four months. That was an unsatisfactory position. Therefore, what is proposed in the Bill is to seek power to delegate the powers now vested in the Government, not merely to the Board of Revenue but also to the Commissioners and Collectors.

Sir, it is the idea that Collectors would be given certain limited powers to disburse ad-interim compensation and for a higher sum Commissioners should be similarly authorised. Therefore this amendment is being brought forward in order to enable Government to make delegation of power, not merely to the Board of Revenue, but also to Collectors and Commissioners. This is mere administrative change and I think it will be helpful to the public.

[6-30—6-40 p.m.]

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st January, 1959.

Mr. Speaker, Sir, In the Statement of Objects and Reasons it is stated that difficulty was being felt in the application of the second proviso to sub-section (1) of section 12 of the West Bengal Estates Acquisition Act. This second proviso has been incorporated some time ago in the statute book for the purpose that if some of the intermediaries were really in distress or they are really in trouble for this acquisition ad-interim compensation is awarded to them according to law, that is, at the rate of one-third of their net profits, which would, in future, be adjusted against the total amount of money which they will be getting. Now, I am thankful to the Hon'ble Minister that during the period he has worked very hard and he has tried his best to meet the difficulties of some of the intermediaries whom I personally know and they met him and they have got adequate relief from him. Perhaps now he thinks himself overworked and therefore he is trying to give some of his responsibilities to the Commissioners and Collectors. Now, if this responsibility had been incorporated somewhere under the second proviso of section 12 that would have been of limited application and in that case I would not have any objection to it. But here in the garb of making this provision that the Collectors and Commissioners would make these considerations on behalf of the intermediaries, power is being sought to be given under the general section, i.e., section 54

of the Act. Now, I shall draw attention of the Hon'ble Minister that by introducing this provision to section 54 of the Act what he is trying to do. Section 54 is a general section; section 12 is a particular section. It has got a particular and limited application. If these two names, the names of Collectors and Commissioners are inserted just after the word 'Board of Revenue', they would be getting all powers under this Act. Sub-section (1) of section 54 provides that State Government may, by notification in the official gazette, delegate any of the powers under this Act, except the power of making rules under section 59, to the Board of Revenue, subject to such reservations, if any, as may be specified in the notification. If you attach the Commissioners and Collectors, what powers they would be getting? They would be armed with the delegated authority of all the sections under this Act, because you know what are the powers they will be enjoying if this Act comes into operation: power of the State Government under section 4, that is notification, declaration in the gazette, etc. Of course, the stage has passed now. Under section 9(2) State Government has power to grant or refuse applications of the intermediaries for the collection of arrears of rent. That stage has passed because of the limited time which was provided for application by section 9. But there are more powers remaining. If you look at section 13 of the Estates Acquisition Act you will see that the State Government has power to entrust the management of the estates which have vested in the Government in the hands of certain authorities or certain persons. That power of the State Government still remains. Now, for those estates which have vested in the State Government the State Government can only delegate the power of managemnt to certain authorities, but here the Board of Revenue has got also the same power. Here the Commissioners and Collectors are sought to be given powers. The position will be that the Collector, the Commissioner and the Board of Revenue as well as the State Government—these four authorities will exercise powers under section 13.

Then as regards powers under section 36, you will see that the Mines Tribunal which is a judicial authority can be constituted only by the State Government, but if this delegation is given, then those powers can be exercised by them also.

Then about the direction of the preparation of record-of-rights under section 39. With regard to that I would say that in most areas in Bengal there has been such declaration for the preparation of record-of-rights.

Then I would say about the powers under section 45 giving the power to the revenue officers to correct the record-of-rights. That is the power of the State Government; that is the power of the Board of Revenue. Under section 44 you can delegate these powers also to the Commissioner and the Collector.

Lastly I would say about the appointment of Special Judge under section 55 for the amendment of the record-of-rights. That power is also of the State Government only.

Then section 57A, that is the conferment of the civil court powers to certain authorities.

These are all the remaining powers which can still be exercised by the State Government. If you introduce this amendment, then though there is some safeguard in it, in each case when you shall be giving power you shall say "I am giving this limited power to this Commissioner or to this Collector". So, in each case when you will be making any gazette declaration about the conferment of power, you will at once say that these powers are not being given to him. Therefore, I would say that instead of amending section 54 in that way you could have introduced this povision in the

proper place, i.e., in section 12. Section 12, second proviso says, "Provided further that notwithstanding anything contained in the foregoing provisions of this section, the State Government may, etc.". Along with the State Government you could have introduced those authorities here, that is, the Board of Revenue, the Commissioner of a Division and also the Collector. And the term "Collector" also is very much ambiguous. If you look to the definition of the Collector itself, which has been defined in section 2(d) of the Act,—"Collector" means the Collector of a district or any other officer appointed by the State Government to discharge any of the functions of the Collector under this Act. So if you take this power, you at once get the entire power for delegating this power not only to the Collector of the district but to any other officer below the rank of the Collector by the conferment of power on him and by gazette declaration. So I would say if you are so very eager for the purpose of giving *ad interim* compensation to some of the intermediaries who are really in distress, for the purpose of giving some more concession or some more money to them and if the State Government thinks it is so overworked and the Board of Revenue is so overworked that it should share the power with the Commissioner and the Collector, then introduce these powers or place their names just in the second proviso of section 12. But if you introduce them in section 54, they will be entitled to more power. Of course, power will depend upon your declaration; you may at times not give them so much power, but if you pass this Act in this form, we shall give this Government this power to make any declaration under section 54A at any time they like by which the entire power under this Act may be delegated by you at any time by a mere declaration. Therefore I wish to restrict this power of yours only to proviso (2) to Section 12 and not to provisions for all other things as contemplated under this Act. For this purpose I wish that this Bill should be circulated.

[6-40—6-50 p.m.]

Sj. Saroj Roy:

বিমলবাবু একটু আগে বলেছেন যে এটা একটা সামান্য ব্যাপার—স্মল এ্যামেন্ডমেন্ট। আমার কথা হচ্ছে, যখন থেকে কম্পেনসেশন দেওয়া হচ্ছে তখন থেকে সেই কম্পেনসেশন দেওয়ার ব্যাপারে ইন্টারমিডিয়ারীকে নিয়ে অনেক জল ঘোলা হচ্ছে। তাঁর কাছে বিভিন্ন জেলা থেকে বহু ব্যাপার দেওয়া হয়েছে, সমস্যা এইটুকু নয়—উনি যা বলতে চাইছেন বা বিলের উদ্দেশ্য বলছেন। এই বিলের উদ্দেশ্য দেখতে পাওয়া যায় যে বোর্ড অব রেভিনিউ-এর হাতে যেটুকু ক্ষমতা ছিল সেটুকু কলেক্টর ও কমিশনারের হাতে দিচ্ছেন যাতে কম্পেনশেসনের টাকাটা তারা সহজভাবে পেতে পারে। সেই সহজ ব্যবস্থা এই বিলের দ্বারা করছেন। কিন্তু এতদিন পর্যন্ত আপনাদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে এবং আমাদেরও যে অভিজ্ঞতা তাতে আসল সমস্যা এটা নয়। সে সমস্যার কথা বারে বারে জানিয়েছি যে, ছোট ছোট [illegible] যারা বা মধ্যস্বত্বাধিকারী যারা তাদের একটা 'সীলিং'এর কথা ইতিপূর্বে বলেছি। ৩,৬০০ টাকা যদের বাৎসরিক আয়, এই রকম যে মধ্যস্বত্বাধিকারী তাদের টাকা তারা কিভাবে কত কালে পেতে পারে। আপনি যে কম্পেনসেশনের কথা বলেছেন, সে সমস্ত ক্ষেত্রে ২৫০ টাকা কোরে দেম অন্তে এতদিন পর্যন্ত কি হয়েছে? সেই ২৫০ টাকা পাওয়ার ক্ষেত্রে—জেলার ক্ষেত্রে এবং মাঝে মাঝে প্রাদেশিক কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য বোধ হয় ৬০।৭০ টাকা খরচ হয়েছে, এইভাবে বহুদিন পরে ৬ মাস ৯ মাস ঘুরে তারা মাত্র ১৫০ টাকা আন্দাজ পেয়েছে। বিশেষ কোরে ছোট ছোট মধ্যস্বত্বাধিকারী, যারা বাঁকুড়া জেলায় ও মেদিনীপুর জেলায় শালবনী, কেশপুর অঞ্চলে যাদের সাজার জমি ছিল তাদের সেই সাজার জমি চলে গেছে, ফলে তারা নিঃস্ব হয়ে গেছে। তাই আপনার কাছে বলছি, গতকাল যারা মধ্যবিত্ত বলে পরিচিত ছিল, এখন তাদের আর গ্রামাঞ্চলে কোন আয় নাই; তাদের ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতে হয়েছে; অথচ তাদের এড্ ইন্‌টারিমও যে ২৫০ টাকা সেটাও তাদের কোন কাজে আসছে না। আপনার এই রকম ছোট [illegible] না এনে আনা উচিত ছিল যে

ছোট ছোট ইন্টারমিডিয়ারী—আমি বড়দের কথা বলছি না, বড়দের সম্পর্কে আপনাদের নজর বরাবরই ভাল—কারণ, মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানীকে আপনারা ইতিমধ্যেই বহু টাকা দিয়েছেন। কিন্তু কোর্ফা, সাঁজা, ইন্টারমিডিয়ারী তারা তাদের টাকা পেল না, আর ওদিকে কেশপুরের বড় জমিদার, ভবানীপুরের মিত্র মহাশয়েরা তাঁরা অনেক টাকা নাকি পেয়ে গেলেন। কেন না তাঁদের টাকা পাওয়ার রাস্তা আছে। কিন্তু ছোট ছোট ইন্টারমিডিয়ারী যারা তারা ২৫০ টাকা পেলেও কোন কাজে লাগাতে পারছে না; তাদের যা পাওয়ার তা যদি সময়মত পেত ত সেটায় একটা দোকান করতে পারত বা ব্যবসায়ে লাগাত, এই ভাবে যে একটা তাদের সোর্স অব ইনকাম নাই। সেই জন্য বলি যে ছোট ছোট ইন্টারমিডিয়ারীরা ঐ রকম এককালীন টাকাটা পেলে কোন একটা আয়কর জিনিসে যাতে লাগাতে পারে তার ব্যবস্থা করুন। পূর্বে শুনেছিলাম যে, ফাইন্যাল পাবলিকেশন যতদিন পর্যন্ত না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত আপনারা কিছু করতে পারেন না। কিন্তু সেটা করা আপনারই ডিপার্টমেন্টের ব্যাপার। তবে কেন ফাইনাল পাবলিকেশনে এত দেরী হচ্ছে? যখন দেরী হচ্ছে তখন এদিকে যদি কিছু করতেন তাহলে লাভ হ'ত। তা না হলে প্রদেশ থেকে যে টাকা পাচ্ছে, সেটা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বা কমিশনারকে দিয়ে দিলেন এবং আপনি ভাবছেন সহজভাবে তারা পেয়ে গেল। কিন্তু যে টাকা তাদের 'স্পেশ্যাল কম্পেনসেশন' হিসাবে দেবেন বলেছিলেন, আপনি হয়ত জানেন সেটা তারা পেয়ে গেছে। কিন্তু আমরা জানি তা অনেকেই পায় নি। এ রকম লোক আছে এবং আপনাকে জানান হয়েছে—কোন ভদ্রলোক তাঁর মেয়ের বিয়ের জন্য স্পেশ্যাল কম্পেনসেশন চেয়েছিলেন। আপনার অফিসারেরা গিয়ে বললেন—'আপনার মেয়েকে একটু দেখব'। ফলে বিয়ের কনেকে যেভাবে দেখান হয় সেইভাবে অত্যন্ত লজ্জাকর ব্যাপার যে সেই বিবাহযোগ্যা মেয়েকে সেই অফিসারকে দেখাতে হবে, তার পরে তিনি মর্জি হ'লে টাকা স্যাংশন করবেন। এই রকম যে ঘটনা ঘটছে বিশেষ কোরে ছোট ছোট মধ্যবিত্তদের ক্ষেত্রে জরুরী ব্যাপারে তারা এককালীন টাকা যাতে পেতে পারে সেই ব্যবস্থা করা উচিত।

তা ছাড়া আপনি জানেন ছোটদের সম্পর্কে আমরা আপনাকে এমনও বলেছিলাম যে ফাইনাল পাবলিকেশন না হওয়া পর্যন্ত অন্ততঃ যে টাকাটা তাদের ভাগে পাওনা রয়েছে তার সামান্য কিছু রেখে দিয়ে মেজর পোর্সন তাদের দেবার ব্যবস্থা করুন। নইলে যেভাবে টাকাটা অল্প অল্প কোরে দেন সেটা তাদের কোন কাজেই লাগছে না। বহু মধ্যস্বত্বাধিকারী বিশেষ কোরে মেদিনীপুর জেলার অনেকের কথা জানি—যাদের এই টাকা না পাওয়ার ফলে তাদের কোন কাজই হচ্ছে না। সেইজন্য আপনাকে বলি যে আপনি এই যে এ্যামেন্ডমেন্ট এনেছেন এটা তুলে নিয়ে এই সেশনের মাঝখানে সেক্শন ৫৪ এবং অন্যান্য যে সেক্শন আছে কম্পেনসেশন দেওয়ার জন্য সেগুলি যদি পরিবর্তন করে আনতে পারেন যাতে ৩,৬০০ টাকা যাদের আয়, তারা টাকাটা যাতে এককালে পেতে পারে সেই রকম ব্যবস্থা করলে ভাল হয়।

তার পরে ইন্টারমিডিয়ারী সম্পর্কে যে কথা বললেন, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বা কমিশনারকে যে ক্ষমতা দিচ্ছেন—আপনি ইতিপূর্বে এই হাউসে বলেছিলেন যে ইন্টারমিডিয়ারীর জেলা কেন্দ্র থেকে থানা কেন্দ্রে যাতে পায় সে সম্বন্ধে গত বৎসর আপনার সঙ্গে কথা হয়েছিল, এবং তাতে আপনি বলেছিলেন যে জেলা কেন্দ্রে যেতে গেলে অনেক টাকা ব্যয় হয়, গাড়িভাড়া ইত্যাদিতে অনেক টাকা খরচ হবে সেইজন্য বলেছিলেন যে থানা কেন্দ্রে যাতে পায় সে বিষয়ে আপনি বিবেচনা করবেন; কিন্তু আজ পর্যন্ত থানা কেন্দ্রে টাকা পাওয়ার কোন ব্যবস্থা হয় নি, সেইজন্য এখানে যে এ্যামেন্ডমেন্ট এনেছেন তাতে থানা কেন্দ্রে পাবে, জেলা কেন্দ্রে দৌড়াতে না হয়, সেই জন্য এখানে যে এ্যামেন্ডমেন্ট এনেছেন তাতে সেই সেই সুযোগ-সুবিধা করে দিলে ভাল হত।

[6-50—7-1 p.m.]

সেজন্য আপনার কাছে শেষ কথা যে এমনভাবে এ্যামেন্ডমেন্ট নিয়ে আসুন অর্থাৎ এটার মধ্যে যেটুকু আছে তাতে শুধু যোগ করুন একটা জিনিস যাতে স্মল ইন্টারমিডিয়ারীরা এককালীন টাকাটা পেয়ে যায়। আপনার যদি ফাইনাল পাবলিকেশন না হয়ে থাকে তাহলে সামান্য বাকী টাকাটা যাতে তারা থানা কেন্দ্র থেকে পায় সেই রকম একটা এ্যামেন্ডমেন্ট নিয়ে আসুন। এটাই আমার বক্তব্য।

Sj. Hare Krishna Konar:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি বিমলবাবুর সঙ্গে একমত যে এটা খুব মামুলী একটা সংশোধন, কিন্তু এটাকে উপলক্ষ করে আমি একটা বিষয় যা গ্রামাঞ্চলে ঘটতে যাচ্ছে সেই সম্বন্ধে বলতে চাই। আমি যে কথাটা বলতে চাই সেটা সম্পূর্ণ আইনগত দিক দিয়া এই বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, তবুও যেহেতু গ্রামাঞ্চলে যে জটিল গুরুতর পরিস্থিতি ঘটছে সে সম্বন্ধে মিরাজস্বমন্ত্রী একটা বক্তব্য পেশ করুন। তা হল এই যে বাংলাদেশে মধ্যস্বত্বাধিকারীদের ক্ষতিপূরণ দেশের যেমন একটা প্রশ্ন তেমনি বড় বড় মধ্যস্বত্বাধিকারীদের যত উদ্বৃত্ত জমি সরকারের হাতে আসার কথা তার সামান্যই আসায় সে সম্বন্ধে জটিলতা দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ বাংলাদেশে যেখানে বড় বড় জোতদার আছে সেখানে এমন এক সমস্যা হচ্ছে যে ভাগচাষীরা আজ সর্বস্বান্ত হতে বসেছে। আমরা সকলেই জানি যে বড় বড় জোতদাররা বেনামীতে বিলি ও বিক্রি করে এমন অবস্থা সৃষ্টি করেছে যে চব্বিশ পরগনার, মেদিনীপুরে অনেক বর্গাদারের পক্ষে প্রকৃত মালিক খুঁজে পাওয়া মুস্কিল হচ্ছে। অর্থাৎ কোন্ জমিকে রিটার্ন দিয়ে সারপ্লাস দেখান হচ্ছে, কোন জমি বেনামীতে বিক্রি করা হয়েছে এটা বোঝা মুস্কিল হচ্ছে। বর্গাদার মালিককে তার অংশ দিল কিন্তু পরের বছর দেখা গেল যে অন্য মালিক এসে নালিস করছে যে আমাকে অংশ দাওনি এবং উচ্ছেদের অধিকার দেওয়া হোক। আবার এমনও হচ্ছে যে নতুন মালিককে দেবার পর পুরানো মালিক এসে নালিশ করছে। এত দেখা যাচ্ছে যে যেসব ক্ষেত্রে সরকারী তহশীলদার ন্যস্ত জমি বলে বর্গাদারের কাছ হতে ১০ টাকা করে নিচ্ছেন তার পরেও মালিক তার রিটার্ন বদলে দিয়ে এসে বলছেন যে আমার ৩ বছরের খাজনা বাকী আছে; ভাগ বাকী আছে, আমাকে সেটা দেওয়া হোক। এই সবের ফলে বর্গাদারদের পক্ষে মুস্কিল হচ্ছে যে পুরানো বা নতুন মালিক বা সরকারী তহশীলদারকে ভাগ দিলেও বিপদ হচ্ছে এবং যেদিকে যাচ্ছে সেদিক থেকেই সে উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে। এজন্যই বাংলাদেশের বিশেষ করে ২৪-পরগনা, মেদিনীপুর, অন্যান্য জোতদার প্রধান এলাকায় বর্গাদারদের এই পথে যেতে হচ্ছে যে এবার ধান তারা কাউকে না দিয়ে সরকারকে নোটিস দেবেন যে আপনারা ধানের ভাগ জমা নিন ও সঠিক মালিক ঠিক করুন, কারণ আমরা বেনামী নতুন মালিক স্বীকারে সঙ্গী হতে পারি না। আমরা আশা করব যে এ বিষয়ে আপনি আর ৩ মাস অপেক্ষা করতে পারবেন না। আমরা দেখছি যে বিমলবাবু আর একটা খুব বড় সংশোধনী বিল আনছেন অর্থাৎ এস্টেট এ্যাকুইজিশন এ্যাক্টের এ্যামেন্ডমেন্ট। কিন্তু সেটা খুব বড় বলে এখনও পড়তে পারি নাই।। যাই হোক এটা ৩ মাসের দেরীর ব্যাপার নয়; কারণ কাগজের রিপোর্টে আপনারা দেখেছেন যে ইতিমধ্যে মারপিট হচ্ছে: জোতদাররা জোর করে ধান কেটে নিয়ে যাচ্ছে এবং ২।১ জায়গায় গ্রেপ্তারও হয়েছে। এই সিরিয়াস অবস্থায় এটার এখুনি একটা প্রতিকার করা দরকার। আশা করি বিমলবাবু এ সম্বন্ধে একটা বিবৃতি যদি দেন ভাল হয়।

Sj. Bhupal Chandra Panda:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই যে সহস্র ধারা বিশিষ্ট জমিদারী দখল আইনের যে মূল লক্ষ্য ছিল সেই লক্ষ্য আসলে ভণ্ডুল হয়ে যাচ্ছে। এই আইনকে যদি এই রকমভাবে টুকরোভাবে সংশোধন হয় তাহলে কি ফল হবে তা আমরা বুঝতেই পারছি। কারণ ক্ষতিপূরণ যা হোক না কেন এবং যেভাবে সেটা ধার্য থাক না কেন আসলে আইনে ক্ষতিপূরণ দেবার ব্যাপারে যে অব্যবস্থা এবং বিভিন্ন স্তরে যে ঝামেলা আছে সেটাকে ঠেকাবার উপায় কি সে সম্পর্কে এই বিলে বিশেষ-ভাবে উল্লেখ থাকা দরকার ছিল। আমি উদাহরণস্বরূপ একটা কথা বলতে চাই যে ছোট ছোট যে সমস্ত মালিক যাদের ১৫ থেকে ২০ টাকা পর্যন্ত এ্যাড-ইন্টারিম ক্ষতিপূরণ মধ্যস্বত্ব হিসাবে পাওনা হয়েছে তাদের এই এ্যাড-ইন্টারিম কম্পেনসেশন আনবার জন্য বহু দূরদূরান্তর থেকে জেলা কেন্দ্রে যেতে হয়। সেখানে গিয়ে আবার এফিডেভিট করবার জন্য উকিলকে টাকা দিতে হচ্ছে, কোর্ট-ফি দিয়ে দরখাস্ত করতে হচ্ছে আবার ঐ দরখাস্ত মঞ্জুরীর কি হল তা জানবার জন্য কর্মচারীদের কাছে গেলে তাদের বামহস্তে সন্তুষ্ট না করলে দক্ষিণহস্তে কলম চলে না। সেজন্য বলব যে কর্মচারীর দিক থেকে এবং ব্যবস্থাপনার দিকে যে ত্রুটিবহুল কাজ এই কম্পেনসেশনের ব্যাপারে চলছে সেই সম্পর্কে গুরুত্ব দেওয়া দরকার। আগে যে খানিকটা ক্ষমতা একমাত্র বোর্ড

অফ রেভিনিউ হাতে ছিল সেটা জেলাশাসক এবং কমিশনারের হাতে দিতে যাচ্ছেন। কিন্তু এটা তেভাগার পরেও বেনামী হস্তান্তর বা এক্সচেঞ্জ করার ফলে যে অব্যবস্থা চলছে তা দূরীকরণের কি যে সুবিধা হবে তা জানি না।

দ্বিতীয় আর একটা প্রশ্ন হচ্ছে যে দেবোত্তর সম্পত্তি সম্বন্ধে। এখানে ঝামেলা আরও অত্যোধিক বেড়ে যাচ্ছে। দেবোত্তর সম্পত্তির জন্য যে ক্ষতিপূরণ তার চেয়ে তার ভাগীদার বেশী কিন্তু সেই ক্ষতিপূরণ পরিমাণে অত্যল্প। কাজেই আমি মন্ত্রী মহাশয়কে বলব যে এই সমস্ত ছোট ছোট মালিকরা একবার যদি এফিডেবিট করে তাহলে সেটা যেন বরাবর ধরে নিয়ে তাদের যা পাওনা সেটা যদি মনিঅর্ডার যোগে পাঠান হয় তাহলে ভালই হয়।

তৃতীয়তঃ আমি আর একটা কথা বলতে চাই, সেটা হল বড় বড় মালিকদের সম্পর্কে। মন্ত্রী মহাশয়ের এটা জানা দরকার যে আজকে যে সমস্ত বড় বড় মালিক যাদের প্রচুর পরিমাণে খাস জমি আছে এবং বহু বেশী পরিমাণে রায়তি স্বত্বের জমির মালিক তাদের সেই বাড়তি জমি সমস্ত বেহাত হয়ে যাচ্ছে। সেই সমস্ত বাড়তি জমিকে সরকার গ্রহণ করে ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টন করবেন বলে আইনের মধ্যে তাঁরা লিপিবদ্ধ করেছিলেন, তাঁদের সেই সময় পরিকল্পনা বহুমুখী ছিদ্রের জন্য বানচাল হয়ে যাচ্ছে। সেজন্য এ বিষয়ে আমি মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এস্টেট এ্যাকুইজিশন এ্যাক্টকে সংশোধন করবার জন্য আর একটা যে বিল আসছে সেটা আমি এখনও দেখিনি। গত সেসানে মন্ত্রী মহাশয় আমাদের কাছে বলেছিলেন যে একটা কম্প্রিহেনসিভ বিল উনি আনবেন যার দ্বারা এস্টেট এ্যাকুইজিশনে যে সমস্ত ত্রুটি আছে সেগুলো সংশোধিত হবে। কিন্তু এই যে নতুন এ্যামেন্ডমেন্ট এনেছেন তাতে এটা সম্ভব হবে না। বেআইনী হস্তান্তরের ফলে আজকে গ্রামাঞ্চলে ভাগচাষীর যে কি অবস্থা তা আমার পূর্ববর্তী বক্তা বলে গেছেন। আমি এই অধীন রায়তী স্বত্ব সম্পর্কে বলছি যে, যারা সাঁজা প্রথা বা ঠিকা প্রথায় আছে তারা আইনতঃ গ্রাহ্য হতে পারে। অর্থাৎ যারা সাঁজা চাষী, ঠিকা চাষী, মৌখিক চাষী রয়েছে তারাও প্রজা হিসাবে গণ্য হবে এবং অধীন রায়তীস্বত্ব লাভ করবে। কিন্তু এই আইনের ছিদ্র থাকার দরুন তারা ব্যাপকভাবে উচ্ছেদ হয়ে গেছে। এ বিষয়ে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমাদের তমলুক মহকুমা ও মহিষাদল রাজচৌকির কথা আমি বিশেষভাবে বলতে চাই।

Mr. Speaker:

সাতটা বেজে গেছে, শেষ করুন।

Sj. Bhupal Chandra Panda:

আমার, স্যার, আরো কিছু বলার আছে, তাহলে কালকে বলবো।

Adjournment

The House was then adjourned at 7-1 p.m. till 3 p.m. on Thursday, the 18th December, 1958, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

THE ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on Thursday, the 18th December, 1958, at 3 p.m.

Present:

Mr. Speaker (the Hon'ble SANKARDAS BANERJI) in the Chair, 16 Hon'ble Ministers, 12 Deputy Ministers and 204 Members.

STARRED QUESTIONS

(to which oral answers were given)

[3—3-10 p.m.]

Realisation of "Dhalta" or "Iswar Britti" on the transaction of paddy and rice in Birbhum district

***41.** (Admitted question No. *1202.) **Sj. Durgapada Das:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Food Department be pleased to state—

(ক) সরকার কি অবগত আছেন যে, বীরভূম জেলায় ধান ও চাল ক্রয়-বিক্রয়ের সময় ধলতা ও ঈশ্বরবৃত্তি নামে দুইটি অন্যায় আদায় দীর্ঘদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে; এবং

(খ) এই অন্যায় বন্ধ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না?

The Minister for Food, Relief and Supplies (the Hon'ble Prafulla Chandra Sen):

(ক) হ্যাঁ, কোন কোন অঞ্চলে; তবে উহা বে-সরকারী [illegible] মধ্যে সীমাবদ্ধ।

(খ) উপস্থিত কোন পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীনে নাই।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি, এই ১লা জানুয়ারি থেকে ধানের সর্বোচ্চ মূল্য বেঁধে দেওয়া হয়েছে, সেটা কি ৪০ সের মণ, না, ৪২ সের মণ?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: Do not arise out of this question.

Sj. Mihirlal Chatterjee:

স্যার, তিনি বলেছেন যে, এটা বেসরকারী মহলে প্রচলিত আছে; যদি প্রচলিত থাকে তা হ'লে যে সর্বোচ্চ মূল্য বেঁধে দেওয়া হয়েছে তাতে কি ৪০ সের না ৪২ সেরের জন্য দাম দিতে হবে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

স্যার, এটা হচ্ছে বীরভূম জেলার চলতা ও ঈশ্বরবৃত্তি সম্পর্কে—এই প্রসঙ্গে এই প্রশ্ন ওঠে না।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

স্যার, আমার প্রশ্নটা হ'ল, এই যে ১৯৫৯ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে ধানের সর্বোচ্চ মূল্য বেঁধে দিয়েছেন ও'রা, তাতে কি ৪০ সেরের জায়গায় ৪২ সেরের দাম দিতে হবে?

Mr. Speaker: What is pointed out to you is that you are question is not for Birbhum district, but in general.

Sj. Mihirlal Chatterjee:

যদি ঢলতা ও ঈশ্বরবৃত্তির অভ্যাসটা বেসরকারী মহলে প্রচলিত থাকে তা হ'লে ১৯৫৯ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে এই যে সর্বোচ্চ মূল্য বেঁধে দিয়েছেন তাতে কি স্ট্যান্ডার্ড ওয়েটএ ৪২ সের ধ'রে নিয়ে ৪০ সেরের দাম দিতে হবে?

Mr. Speaker:

আপনি বুঝতে পারছেন সরকারী স্ট্যান্ডার্ড ওয়েট যা আছে তাই হবে।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

স্যার, এটা কি ঠিক অ্যারাইজ করছে?

Sj. Mihirlal Chatterjee:

এই যে ঢলতা প্রচলিত আছে বেসরকারী মহলে সেটা কি বন্ধ করবার কোন পরিকল্পনা আছে?

Mr. Speaker:

কোন কোন ক্ষেত্রে নন-অফিসিয়াল পারচেজএ এটা প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু এই ঢলতাই সরকার রেকগনাইজ করে না।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

তিনি স্বীকার করেছেন যে, নন-অফিসিয়াল ট্র্যানজাকশনএ ৪০ সেরের জায়গায় ৪২ সেরের মণ প্রচলিত আছে—আমি সেক্ষেত্রে জিজ্ঞাসা করছি, এই ঢলতা অনুসারে ৪২ সের মণ বেসরকারী মহলে চলতে দেওয়া হবে কিনা।

Mr. Speaker:

আপনি এটুকু বলতে পারেন, আপনি যে সাজেসশন দিচ্ছেন সেটা ভেবে দেখবেন কিনা, হি হ্যাজ নট ডিসাইডেড টু কন্সিডার ইট। সাজেসশন দিলেন, ইওর অ্যানসার ইজ কমপ্লিট। হি হ্যাজ অ্যাডমিটেড ইট, তা হ'লে what Government ought to do is to apply its mind to it. Your question has been accepted. Government admits that in certain areas among non-official world there is this practice. Now it is for the Government to consider whether it should do anything or not. This question of yours will provoke an answer; in other words it will provoke the Government to apply its mind.

Sj. Durgapada Das:

এই ঢলতা আদায় কি সরকার অন্যায় ব'লে মনে করেন না?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আমি যতদূর জানি ঢলতা বীরভূম জেলায় সর্বত্র প্রচলিত নয়, এবং এটা চাষীদের মধ্যে মিউচুয়াল এগ্রিমেন্টএ হয়।

Mr. Speaker:

আপনারা যতই বাগাড়ম্বর করুন না কেন, এটা তারা ইচ্ছা ক'রেই দেয়—you may consider it an imposition but it is there.
এটা অস্বীকার করলে চলবে না।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

ইচ্ছা ক'রে দেয় না, স্যার।

Mr. Speaker:

আপনি খোঁজ নিয়ে দেখবেন।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

আমি জেনেই বলছি, ইচ্ছাপূর্বক দেয় না, এটা জোর ক'রে আদায় করা হয় এবং এই নিয়ে গণ্ডগোল হয়।

Mr. Speaker: Malpractice has given rise to misbehaviour.

Sj. Subodh Banerjee:

কোর্টে যে ঘুষ দেয় সেটাও কি ইচ্ছা ক'রেই দেয়?

Mr. Speaker:

শুনুন, আমি জবাব দিচ্ছি। আপনি কিউতে দাঁড়াবেন না, অথচ সকলের আগে কাজ করিয়ে নিতে চান, এই অবস্থায় ইউ পাস অন—কিছু দিয়ে দেন অ্যান্ড ইউ নো হোয়াট ইট ইজ।

Cattle epidemic in Sunderban areas in 1956

***42.** (Admitted question No. *13.) **Sj. Hemanta Kumar Ghosal:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Agriculture Department be pleased to state—

(ক) সরকার কি অবগত আছেন যে, ১৯৫৬ সালে সমস্ত সুন্দরবন এলাকায় গো-মড়ক দেখা দিয়াছিল এবং তাহার ফলে সুন্দরবন অঞ্চলে চাষের কাজ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে; এবং

(খ) অবগত থাকিলে, এ-সম্পর্কে সরকার কি কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন?

The Minister for Agriculture and Animal Husbandry (the Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed):

(ক) ইহা সত্য যে, ১৯৫৬ সালের শেষভাগে সুন্দরবন এলাকায় গো-মড়ক লাগিয়াছিল। কিন্তু ইহার ফলে কৃষিকার্যের বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই।

(খ) যোগাযোগ-ব্যবস্থার অসুবিধার জন্য কয়েক বৎসর পূর্বে [illegible]। অতিরিক্ত পশুচিকিৎসক এবং ভ্রাম্যমাণ নৌকা ডিসপেনসারীর যে বিশেষ ব্যবস্থা এই এলাকার জন্য করা হইয়াছিল তাহা চালু রাখা হইয়াছে।

[illegible] আক্রান্ত গবাদি পশুর যথোপযুক্ত চিকিৎসা করা হইয়াছিল এবং মৃত্যুর হার শতকরা ১০ ভাগেরও কম ছিল। অধিকন্তু, সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য মহামারীকালীন ব্যবস্থা হিসাবে ২১,৬৩৮-টি পশুকে গো-বসন্তের টিকা দেওয়া হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত, সাধারণ ব্যবস্থা অনুসারে আরো ৭৮,০২০-টি পশুকে টিকা দেওয়া হইয়াছিল।

Sj. Saroj Roy:

মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি, এই কথা সত্য কিনা যে, এই অঞ্চলে অ্যানথ্রাক্স রোগে বহু পশু আক্রান্ত হয়েছে এবং রক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা না থাকায় বহু গরু মারা যাচ্ছে?

[3-10—3-20 p.m.]

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed:

এ প্রশ্ন হচ্ছে ১৯৫৬ সালের ব্যাপার। আমার এখানে যা হিসাব আছে তাতে ২,৫০০টি পশু রোগে আক্রান্ত হয়। আউট অফ দিস ডেথস ওয়ার ২৪৯।

The number is as follows:

(a) Rinderpest	...	52
(b) Haemorrhagic septicaemia	...	83
(c) Anthrax	...	24
(d) Foot and Mouth disease	...	11
(e) Surra	...	80
Total number of deaths	...	249

Sj. Saroj Roy:

অ্যানথ্রাক্স রোগে যতগুলি গরু আক্রান্ত হয়েছিল, তাদের রক্ত পরীক্ষার কোন লোকাল ব্যবস্থা না থাকার ফলে ঐ অ্যানথ্রাক্স রোগগ্রস্ত সমস্ত গরু মারা গিয়েছিল কিনা?

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed:

সমস্ত গরু মারা গিয়েছিল কিনা সে হিসাব আমার কাছে নেই। তবে ২৪টি মারা গিয়েছিল এই হিসাব আমার কাছে আছে।

Sj. Saroj Roy:

প্রথম প্রশ্নে ছিল ১৯৫৬ সালে সুন্দরবন এলাকায় গো-মড়ক দেখা দিয়েছিল কিনা এবং তার ফলে কৃষিকার্যের কোন ক্ষতি হয়েছিল কিনা? আপনি যে উত্তর দিয়েছেন, তাতে স্বীকার করেছেন ঐ এলাকায় গো-মড়ক হয়েছিল। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে, ঐ গো-মড়কের মধ্যে কতগুলি চাষের বলদ ছিল তা বলতে পারেন?

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed:

গো-মড়কে যতগুলি গরু মারা গিয়েছিল তার অধিকাংশই চাষের গরু। আমার কাছে যে হিসাব আছে তাতে কতগুলি বলদ ছিল তার হিসাব নেই। ২,৫০০টি পশু রোগে আক্রান্ত হয়েছিল এবং আউট অফ দিস ২৪৯টি মারা যায়।

Sj. Saroj Roy:

চাষের বলদ যদি মারা গিয়ে থাকে, তা হ'লে প্রশ্নের জবাবে আপনি যে বলেছেন, 'ইহার ফলে কৃষিকার্যের বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই'—একথা বলা কি ক'রে সম্ভব হয়?

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed:

যদি ২৫ হাজার আক্রান্ত হয়ে থাকে এবং তার ভিতর ২৪৯টি মারা যায়, তাতে আমার মতে চাষের কিছু ক্ষতি হয়েছে নিশ্চয়ই, কিন্তু তার জন্য চাষ-আবাদ একেবারে বন্ধ হয়ে যেতে পারে ব'লে আমি মনে করি না।

Sj. Subodh Banerjee:

এই যে ২৪৯টি গরু মারা গিয়েছে এবং ২৫ হাজারের মত গরু রোগে অ্যাফেক্টেড হয়েছিল বললেন, এই সংখ্যাটি কোথা থেকে পেলেন? কে দিল?

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed:

আমার কাছে যে তালিকা আছে তাতে থানায় থানায় গ্রামের হিসাব আছে, এবং এই হিসাবটি করা হয়েছে লোকাল ভেটেরেনারি অফিসার দ্বারা এবং সুন্দরবন এলাকায় আমাদের যিনি নজরানা অফিসার আছেন তাঁর কাছ থেকে এই রিপোর্ট পেয়েছি।

Sj. Subodh Banerjee:

আপনার ভেটেরিনারি অফিসারদের কাছে যেসমস্ত গরুর অসুখের কথা রিপোর্টেড হয়েছিল কেবলমাত্র সেইগুলিরই কি হিসাব নেওয়া হয়েছিল আর অন্যগুলির হিসাব নেওয়া হয় নি। সেটা কি আপনি জানেন?

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed:

এটা আমি জানি না যে, কতগুলির হিসাব নেওয়া হয় নি। যতগুলির হিসাব আমি পেয়েছি সেগুলি আমাদের ভেটেরিনারি অফিসারদের থ্রু দিয়ে পেয়েছি।

Sj. Subodh Banerjee:

ইজ ইট এ ফ্যাক্ট—আপনার কাছে যা রিপোর্টেড হয়েছিল কেবলমাত্র তারই হিসাব আপনি দিয়েছেন?

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed:

যেগুলি রিপোর্টেড হয় নি, আমি তার হিসাব কি ক'রে দেব।

Sj. Saroj Roy:

যে এলাকায় গো-মড়ক হয়েছিল সেই এলাকায় কয়জন ভেটেরিনারি অফিসার ছিল?

Mr. Speaker:

এটা আমি অ্যালাউ করতে পারি না।

Estimated production of Aman paddy and requirement of foodgrains in Contai subdivision

*43. (Admitted question No. *1242.) **Sj. Basanta Kumar Panda:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Food Department be pleased to state—

(a) whether Government have any estimate of the quantities of Aman paddy grown in different police-stations of Contai subdivision in the year 1364 B.S.;

(b) if so, what is the estimated amount;

(c) whether Government have any estimate of the requirement of foodgrains in the said year in each of the police-stations of Contai subdivision;

(d) if so, the estimates for each police-station; and

(e) in what way Government would meet the deficit, if any?

The Minister for Food, Relief and Supplies (the Hon'ble Prafulla Chandra Sen): (a) to (d) A statement showing the figures for 1957-58 corresponding to Bengali year 1364 B.S. is laid on the Table. The estimates are based on sample survey and as the number of samples were small, the estimates are subject to errors.

(e) A large carry-over is expected from 1956-57 stock and this would liquidate the apparent shortfall in 1957-58. Shortfall, if any, will be met from Government stocks, mostly with wheat.

Statement referred to in reply to clauses (a) to (d) of starred question No 43

[Figures in lakh maunds.]

Thana.		Net estimated production of Aman. 1957-58.	Estimated requirement at 4·25 md. per head per year. 1957-58.
		Md.	Md.
Khejri	...	4.33	4.29
Contai	...	7.03	8.85
Ramnagar	...	2.99	4.80
Bhagawanpur	...	4.99	6.52
Egra	...	5.68	5.18
Potashpur	...	7.02	4.67
Total	...	32.04	34.31

Sj. Basanta Kumar Panda: Will the Hon'ble Minister be pleased to state how these sample surveys are conducted?

Mr. Speaker: May I just tell you that this question was put on the 11th February, 1958. The answer was given by the Government—although it did not come up before the House—on the 26th May, 1958. So, you better ask him if he has got any current information.

Sj. Basanta Kumar Panda: These things are taking place every year. So, may I know how these surveys are conducted?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: Random sample surveys are conducted by the State Statistical Bureau.

Sj. Basanta Kumar Panda: Are the people of the locality called upon to appear at the time of holding such a survey?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: This has got nothing to do with the people, but the people of the locality might know that such a survey party was visiting their locality.

Sj. Basanta Kumar Panda: On how many occasions these surveys are conducted in each union during a year?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: As many surveys as are asked for by the authorities.

Sj. Basanta Kumar Panda: I am talking of Contai subdivision for the year 1364 B.S.

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: I cannot tell you offhand.

Sj. Basanta Kumar Panda: What is the quantity of food-grains that was supplied to each of the deficit police-stations of Contai, Ramnagar and Bhagwanpur?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: I ask for notice.

Distress in K[illegible] and Galsi police-stations due to failure of crops for non-availability of canal water

***44.** (Admitted question No. *858.) **Sj. Pramatha Nath Dhibar:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Relief Department be pleased to state—

(ক) সরকার কি অবগত আছেন যে, খণ্ডঘোষ থানায় ও গলসী থানায় দক্ষিণাঞ্চলে ক্যানেলের জল পাইবার কোনরূপ সুযোগ না থাকায় ঐ অঞ্চলের [illegible] অজন্মা হইয়াছে;

(খ) যদি অবগত থাকেন, তাহা হইলে ঐ অঞ্চলের [illegible] অজন্মা জনিত দুঃখকষ্ট লাঘবের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন; এবং

(গ) ঐ অঞ্চলগুলিতে কৃষিঋণ মকুব করিয়া নূতনভাবে কৃষিঋণ, খয়রাতি সাহায্য এবং টেস্ট রিলিফের কার্য দিবার কথা সরকার বিবেচনা করেন কি না?

The Minister for Food, Relief and Supplies (the Hon'ble Prafulla Chandra Sen):

(ক) অনাবৃষ্টির জন্য আংশিকভাবে ফসলহানি হইয়াছে। আশা করা যায় ক্যানেলের কার্য শীঘ্রই সমাপ্ত হইবে এবং হয় ত এই বৎসরই সেচের জল সরবরাহ করা হইবে।

(খ) একটি বিবরণী এতৎসহ উপস্থাপিত করা হইল।

(গ) কৃষিঋণ আদায় সম্পূর্ণ বন্ধ করিবার প্রয়োজন হয় নাই। প্রয়োজনবোধে কৃষিঋণ, খয়রাতি দান ও টেস্ট রিলিফের ব্যবস্থা করা হইবে।

Statement referred to in reply to clause (খ) of starred question No. 44

দুঃস্থ পরিবারবর্গের মধ্যে নিম্নলিখিত সাহায্য বিতরণ করা হইয়াছে:

	গলসী।	খণ্ডঘোষ।
	টাকা।	টাকা।
কৃষিঋণ	৪১,৮২৫	৩৫,৫০০
বন্যাবিধ্বস্ত লোকদের—		
গৃহঋণ		৫৪,০০০
গৃহনির্মাণ সাহায্য	১৬,০৭০	১৫,০০০
শস্যঋণ	২,৭০,০০০	৬২,৮৪০
গবাদি পশুক্রয় ঋণ	৬,০০৫	৯,২০০
ধান-বীজ (বিনামূল্যে)	৬০ মন	৩০ মন
গম-বীজ (কম মূল্যে)	৬২ „	৩০ „
ছোলা-বীজ (বিনামূল্যে)	১০ „	
খয়রাতি সাহায্য (নগদ টাকা)		৭৭২॥০
খয়রাতি সাহায্য (খাদ্যশস্য)	৩৪৯ মন ৩৬ সের	৩১০ মন ৯ সের

Sj. Chitta Basu:

(গ) প্রশ্নের উত্তরে আপনি বলেছেন কৃষি-ঋণ আদায় সম্পূর্ণ বন্ধ করিবার প্রয়োজন হয় নাই। এখানে আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আংশিকভাবে মকুব করার সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে কিনা?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

মকুব করবার কোন প্রশ্ন আমার কাছে আসে নি।

Sj. Chitta Basu:

যারা আংশিকভাবে কৃষি-ঋণ শোধ করতে পারে নি তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে কিনা?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

এ পর্যন্ত হয় নি।

Sj. Chitta Basu:

আপনি কি জানেন সেখানে সার্টিফিকেট জারী হয়েছে কিনা?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

সার্টিফিকেট জারী করা হ'লেও কোন ক্রোক করা হয় নি।

Mr. Speaker:

সার্টিফিকেট জারী করা হ'ল ওয়ান থিং, আর নোটিস দেওয়া আন্ডার দি পাবলিক ডিম্যান্ডস রিকভারি অ্যাক্ট ভিন্ন প্রকার। সার্টিফিকেট জারী করার আগে নোটিস দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে সার্টিফিকেট জারী করা হয়েছে, কি পিওরলি নোটিস দেওয়া হয়েছে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

নোটিস দেওয়া হয়েছে, জারি হয় নি।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

আপনি বলেছেন অনাবৃষ্টির জন্য আংশিকভাবে ফসলহানি হয়েছে এবং আশা করছেন যে, ক্যানেলের কাজ শীঘ্র সমাপ্ত হবে ও সেখানে সেচের জল সরবরাহ করা সম্ভব হবে। এটা জবাব দিয়েছেন পাঁচ-ছয় মাস পূর্বে, তা হ'লে এখন কি সেখানে জলসরবরাহ হয়েছে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

এটা ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট বলতে পারবেন।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

তা হ'লে আপনি জবাবটা দিয়েছিলেন কেন? আচ্ছা আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন। এখানে বলেছেন কৃষিঋণ আদায় সম্পূর্ণ বন্ধ করিবার প্রয়োজন হয় নি। তা হ'লে যাদের কাছ থেকে কৃষিঋণ আদায় করা সম্ভব হয় নি তাদের কি আবার কৃষিঋণ দেওয়া হয়েছে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

কাউকে কাউকে দেওয়া হয়েছে। তবে কাদের দেওয়া হয়েছে তা এখন বলতে পারব না। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট যাকে দেওয়া দরকার মনে করেছেন, তাকে দিয়েছেন।

Sj. Chitta Basu:

মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি অবগত আছেন এই ধরনের একটা মূল প্রবর্তিত হয়েছে যে, প্রথম [illegible] আছে, যা পাওনা তাকে আর দ্বিতীয় ঋণ দেওয়া হয় না?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

এই রকম কোন রুল আমার জানা নেই।

Mr. Speaker:

রুলসএ নেই, কিন্তু ইন প্র্যাক্টিস দেওয়া হয় না।

Sj. Chitta Basu:

যে প্রশ্ন আপনার কাছে রাখা হয়েছে তাতে বলা হয়েছে, যদি আংশিকভাবে ঋণ আদায় হয়ে থাকে কিন্তু পুরাপুরিভাবে ঋণ আদায় না হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে কি প্রয়োজনবোধে নতুন ঋণ দেওয়া হবে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

এটা হাইপোথেটিক্যাল।

Relief measures in the distressed areas of Malda district

***45.** (Admitted question No. *[illegible]96.) **Sj. Monoranjan Misra:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Relief Department be pleased to state—

(ক) মালদহ জেলার কোন্ কোন্ থানাকে দুর্গত অঞ্চল হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে এবং অদ্যাবধি সেই-সব থানায় রিলিফের কি ব্যবস্থা হইয়াছে;

(খ) [illegible] বস্ত্র সরবরাহের প্রয়োজনীয়তা সরকার বিবেচনা করেন কিনা;

(গ) ঐ-সব অঞ্চলে খাজনা মকুব ও পূর্বের লোন হইতে অব্যাহতি দানের কোন ব্যবস্থা সরকার করিয়াছেন কি; এবং

(ঘ) বর্ষার সময় বেকার মজুরদের টেস্ট রিলিফের পরিবর্তে অন্য কোন বিকল্প ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করার বিষয় চিন্তা করেন কি?

The Minister for Food, Relief and Supplies (the Hon'ble Prafulla Chandra Sen):

(ক) "ক" বিবরণী লাইব্রেরী টেবিলে উপস্থাপিত করা হইল।

(খ) এবং (ঘ) হ্যাঁ।

(গ) প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কৃষিঋণ আদায় স্থগিত রাখা হইয়াছে। খাজনা আদায়ের জন্য সার্টিফিকেট জারী স্থগিত রাখা হইয়াছে।

Distribution of agricultural loans in Pubong, district Darjeeling

***46.** (Admitted question No. *1382.) **Sj. Bhadra Bahadur Hamal:** (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Relief Department be pleased to state if it is a fact that agricultural loan has been paid to the Kisans of Pubong, district Darjeeling, during 1956-57?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) what is the total amount of agricultural loan paid during 1956-57;

(*ii*) how many Kisans recived loan;

(*iii*) the maximum amount given; and

(*iv*) what was the basis of distribution of loan?

The Minister for Food, Relief and Supplies (the Hon'ble Prafulla Chandra Sen):

(*a*) No.

(*b*) Does not arise.

[3-20—3-30 p.m.]

Sj. Bhadra Bahadur Hamal:

इ प्रश्न के उत्तर में जो कृषि ऋण देने के सम्बन्ध हैं उसके बारे में आपने "नो" लिखा है। क्या मैं जान सकता हूं कि वह क्यों नहीं दिया गया ?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

क्यों का जवाब नहीं दिया जाता।

Sj. Bhadra Bahadur Hamal:

तो इतनी बड़ी पुबन खासमहल एरिया को कृषि ऋण का दरकार नहीं था क्या जिसमें वहां कृषि ऋण नहीं दिया गया ?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

आपकी बात ठीक से नहीं समझ सका।

Sj. Bhadra Bahadur Hamal:

कृषि ऋण पुबन खासमहल एरिया को क्यों नही दिया गया ?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

जहां जहां कृषि ऋण देने की आवश्यकता होती है, वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिप्टी कमिशनर की मंजूरी की जरूरत पड़ती है।

Sj. Bhadra Bahadur Hamal:

मैं पूछना चाहता हूं कि पुबन खासमहल को कृषि ऋण क्यों नही दिया गया ?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

वहां कृषि ऋण न देने का कारण यह है कि दार्जिलिंग के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कोई मंजूरी हमारे पास नहीं आई।

Want of a hospital in Bhatpara and Naihati Municipal areas

***47.** (Admitted question No. *1124.) **Sj. Gopal Basu:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Health Department be pleased to state—

(ক) ব্যারাকপুর মহকুমার ১৪টি মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে সরকার-পরিচালিত হাসপাতাল কয়টি এবং উহার বেডের সংখ্যা কত;

(খ) বে-সরকারী হাসপাতাল কয়টি এবং উহাদের বেডের সংখ্যা কত;

(গ) ব্যারাকপুর মহকুমায় সরকার গত তিন বৎসরে হাসপাতালের জন্য প্রতি বৎসর কত খরচ করিয়াছেন;

(ঘ) সরকার কি অবগত আছেন যে—

(১) নৈহাটী ও ভাটপাড়া মিউনিসিপ্যালিটীগুলিতে একটিও হাসপাতাল নাই, এবং

(২) জরুরী অবস্থায় জটিল ও মুমূর্ষু রোগীদের এখান হইতে গঙ্গা পার হইয়া চুঁচুড়া হাসপাতালে অথবা ২৪ মাইল দূরে কলিকাতাতে স্থানান্তরিত করিতে হয়;

(ঙ) অবগত থাকিলে, নৈহাটী-ভাটপাড়া অঞ্চলের প্রায় ৩ লক্ষ লোকের এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য এতদঞ্চলে কোনও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা; এবং

(চ) পরিকল্পনা থাকিলে, উহা কি এবং কবে তাহা কার্যকরী করা হইবে?

The Minister of State for Health (the Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray):

(ক) হাসপাতাল—৬-টি।

শয্যাসংখ্যা—২৭৩-টি।

(খ) বে-সরকারী হাসপাতাল—৬-টি।

শয্যাসংখ্যা—২১৯-টি।

(ঘ) (১) ভাটপাড়ায় মিউনিসিপ্যালিটী-পরিচালিত ১০-শয্যাবিশিষ্ট একটি মাতৃমঙ্গল প্রতিষ্ঠান আছে।

(২) সরকারের জানা নাই।

(ঙ) এবং (চ) সরকার সম্প্রতি কল্যাণীতে ১৪-শয্যাবিশিষ্ট একটি হাসপাতাল খুলিয়াছেন। সেখানে একটি বৃহৎ হাসপাতাল স্থাপনের পরিকল্পনাও সরকারের বিবেচনাধীন আছে। এতদ্ব্যতীত কামারহাটিতে সাগর দত্ত হাসপাতালটির পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া উহার শয্যাসংখ্যা বৃদ্ধিরও পরিকল্পনা আছে। শেষোক্ত হাসপাতালটির পরিচালনা সংক্রান্ত একটি বিল বর্তমান অধিবেশনে উত্থাপিত করার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

Sj. Gopal Basu:

সরকারী পরিচালিত হাসপাতাল ব্যারাকপুরে যে ৬টি আছে তাদের নাম বলতে পারেন কি?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: About Government hospitals, one is at Naihati—a maternity hospital consisting of four beds.

Sj. Ganesh Ghosh: Are maternity hospitals general hospitals?

Mr. Speaker: No.

Sj. Gopal Basu:

আগে সরকারীগুলি বলুন, তারপর বে-সরকারীগুলি বলবেন।

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: About Government hospitals, one I have given already. Then there is one maternity hospital consisting of ten beds in Bhatpara municipality—Matrimangal Bhatpara hospital and there are others. Then there is a big list of Government hospitals. The number will be about 26.

Sj. Gopal Basu:

ব্যারাকপুরে ২৬টি হাসপাতাল কোথা থেকে পেলেন?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: Including also the clinics.

Sj. Gopal Basu:

যেগুলি বেসরকারী হাসপাতাল বলছেন...

Mr. Speaker:

কোন ইনফরমেশন দেবেন না, প্রশ্নটা ঠিক ক'রে করুন।

Sj. Gopal Basu:

জেনারাল হসপিট্যাল কয়টি আছে?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: As I have already stated the number of general hospital is six.

Establishment of Health Centres in Pingla police-station

***48.** (Admitted question No. *846.) **Sj. Ananga Mohan Das:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Health Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে, মেদিনীপুর জেলার পিংলা থানাতে এযাবৎ একটিও স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপিত হয় নাই; এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) ঐ থানাতে থানা বা ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন বিষয়ে সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা;

(২) ঐ থানায় ৮নং ইউনিয়নে আবদুল্লা গ্রামে স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপনের জন্য মেদিনীপুর জেলা স্বাস্থ্য কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন কি,

(৩) করিয়া থাকিলে, কবে উক্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্র মঞ্জুর হইবে, এবং

(৪) ঐ থানাতে গোবর্ধনপুর গ্রামে স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপনের জন্য সত্বর কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে কিনা?

The Minister of State for Health (the Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray):

(ক) এবং (খ) (২) হ্যাঁ।

(খ) (১) আছে।

(৩) পরিবর্তিত নীতি অনুযায়ী আবদুল্লা গ্রামে কোন স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন আপাততঃ সম্ভবপর নয়।

(৪) না।

Sj. Ananga Mohan Das:

পিংলা থানার অন্য জায়গায় হবে কি?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: No, there is not yet any Health Centre there.

Sj. Ananga Mohan Das:

কোন পরিকল্পনা আছে কি এবং থাকলে কতদিনে কার্যকরী করা হবে?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: N.E.S. Block has been started there and the availability of land is being explored. It has been arranged that there will be one Primary Health Centre at Pingla and two other Centres in other places, viz., Jalchak and another subdivision.

Leprosy in Purulia district

***49.** (Admitted question No. *807.) **Dr. Golam Yazdani:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Health Department be pleased to state—

(*a*) whether Government have got any statistics of the incidence of "leprosy" in the district of Purulia;

(*b*) if so, percentage of persons suffering from leprosy to total population of this district, year by year, from 1952 to 1957; and

(*c*) what are the preventive and curative measures of Government with regard to this disease?

The Minister of State for Health (the Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray):

a) No.

(b) Does not arise.

(c) (i) One Leprosy Subsidiary Centre has been established by Government at Hura in the district of Purulia for mass treatment with sulphone therapy covering a population of 60,000.

(ii) Government also give grants to Purulia Leprosy Home with 719 beds and Naba Kustha Nibas with 230 beds where isolation of leprosy patients and indoor treatment are provided.

(iii) Government also maintain one Leprosy Clinic of Kakdwip with three other sub-centres in the district of Purulia.

(iv) There are also 15 Leprosy Clinics attached to different dispensaries of the district, the cost of maintenance being met by Government grant.

Dr. Golam Yazdani:

পুরুলিয়ায় কুষ্ঠরোগ বেশি হয়, এটা মন্ত্রিমহাশয় জানেন কি?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:

হাঁ, কুষ্ঠরোগ বেশি হয়।

Dr. Golam Yazdani:

তা হলে পুরুলিয়া তো বাংলাদেশে এসেছে অনেকদিন। সেখানে কোন কুষ্ঠরোগীদের হাসপাতাল করেন নি কেন?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:

বাঁকুড়ায় একটা করা হয়েছে, সেটার পাইলট ওয়ার্ক এক্সটেন্ড করা হয়েছে পুরুলিয়া পর্যন্ত।

Dr. Golam Yazdani:

আপনি সি(১)তে বলেছেন—'ওয়ান লেপ্রসি সাবসিডিয়ারি সেন্টার হ্যাজ বিন এস্টাব্লিস্‌ড'। এটা পশ্চিমবাংলা গভর্নমেণ্ট করেছেন কিনা?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:

এটা ছোট ছিল, ঔষধপত্র আগে একেবারে ছিল না, সেগুলি বাড়িয়ে দেওয়ার পর এখানে কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত রোগী আসছে।

Dr. Golam Yazdani:

পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেন্টের কোন পরিকল্পনা আছে কি এখানে কোন সেন্টার বা অ্যাসাইলাম করার জন্য?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:

এখন কোন পরিকল্পনা নাই।

Dr. Golam Yazdani:

মন্ত্রিমহাশয় জানেন কি যে, পুরুলিয়া রাঁচি প্ল্যাটফরম একটা লেপার কলোনিতে পরিণত হয়েছে?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:

আমার জানা নাই। তবে আপনি যে বলছেন, রাঁচী প্ল্যাটফরম সেটা একটা ছোট প্ল্যাটফরম, সেখান থেকে রাঁচীর ট্রেন ছাড়ে বলে পুরুলিয়ার সেই প্ল্যাটফরমকে রাঁচী প্ল্যাটফরম বলা হয়।

Dr. Narayan Chandra Ray:

এই যে পুরুলিয়া লেপ্রসি হোম এবং নবকুষ্ঠনিবাস এ দুটোতেই কি অ্যালোপ্যাথিক লাইনে চিকিৎসা হয়, না আয়ুর্বেদ লাইনে চিকিৎসা হয়?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:

এই দুটোতেই অ্যালোপ্যাথিক লাইনে চিকিৎসা হয়।

Dr. Narayan Chandra Ray:

তা হ'লে যেহেতু ৭২৯টি বেড এবং ২৩০টি বেড , অ্যাম আই টু আন্ডারস্ট্যান্ড এদের 'লেবরেটরি এক্সামিনেশনের' ব্যবস্থা আছে?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:

দু' জায়গায়ই ব্যবস্থা আছে।

Dr. Narayan Chandra Ray:

প্রশ্ন হচ্ছে, বিভিন্ন ক্লিনিকগুলিকে যোগাযোগ করার কল্পনা করছেন কি?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:

না, নাই।

Nandigram Thana Health Centre, Midnapore district

***50.** (Admitted question No. *961.) **Sj. Bhupal Chandra Panda:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Health Department be pleased to state—

(ক) নন্দীগ্রাম থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কতগুলি বেডের ব্যবস্থা আছে;

(খ) উহার বেডসংখ্যা বাড়াইবার জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা;

(গ) বর্তমানে এই কেন্দ্রের জন্য ঔষধ ও পথ্যাদি বাবদ বার্ষিক কি পরিমাণ টাকা বরাদ্দ আছে;

(ঘ) উক্ত বার্ষিক বরাদ্দ বাড়াইবার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা;

(ঙ) উক্ত থানা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কতজন কম্পাউন্ডার আছেন; এবং

(চ) কম্পাউন্ডার-এর সংখ্যা বাড়াইবার বিষয় সরকার বিবেচনা করেন কিনা?

The Minister of State for Health (the Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray):

(ক) কুড়িটি।

(খ), (ঘ) এবং (চ) না।

(গ) প্রতি ইনডোর রোগীর জন্য বার্ষিক ৯১·২৫ টাকার ঔষধ ও ৩৬৫ টাকার পথ্য এবং প্রতি আউটডোর রোগীর জন্য বার্ষিক ৪৫·৬২ টাকার ঔষধ বরাদ্দ আছে।

(ঙ) একজন।

[3-30—3-40 p.m.]

Sj. Bhupal Chandra Panda:

মন্ত্রিমহাশয় (খ), (ঘ) ও (চ) প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন "না" অর্থাৎ বেড আর বাড়াবার পরিকল্পনা তাদের নাই। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, একথা কি তিনি জানেন যে, ঐ থানার পপুলেশন লক্ষ লক্ষের অধিক, এবং দূর থেকে মহ্‌লোককে ডুলি ক'রে বা নৌকার সাহায্যে এসে সিরিয়াস পেশেন্টকে পর্যন্ত বেডের অভাবে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হয়?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:

একথা আমার জানা নাই।

Sj. Bhupal Chandra Panda:

মন্ত্রিমহাশয় কি ঐ ২০টি বেড উক্ত থানার এত অধিক পপুলেশনের পক্ষে যথেষ্ট ব'লে মনে করেন?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:

এখনকার পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০টিই হয়েছে।

Sj. Bhupal Chandra Panda:

ঐ থানার জনসংখ্যার দিক থেকে ২০টি মাত্র বেড কি আপনি যথেষ্ট মনে করেন?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:

আমাদের নিজের নিজের মনোভাবের কথা এখানে ওঠে না।

Sj. Bhupal Chandra Panda:

আপনি কি জানেন যে, ঐ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বেডের সংখ্যা কম হওয়ার দরুন অত্যধিক আউট-ডোর পেসেন্টএর ভিড় হয় এবং ঐ আউটডোর রোগীদের ঔষধ দিতে কম্পাউন্ডাররা এত ব্যস্ত থাকে যে, ইনডোর পেসেন্টদের তারা সময়মত ঔষধ দিয়ে উঠতে পারে না ব'লে ইনডোর পেসেন্টরা যথাসময় ঔষধ পায় না?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:

না, এ আমার জানা নাই।

Sj. Narayan Chobey:

মন্ত্রিমহাশয় (গ)-এর উত্তরে বলেছেন, প্রতিটি রোগীর জন্য ৩৬৫ টাকার পথ্য দেবার বরাদ্দ আছে। রোগীদের কবার ক'রে পথ্য দেওয়া হয়?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:

সকালে একবার, বিকালে একবার এবং রাত্রে একবার।

Water-supply position within Municipalities of Kanchrapara and Halisahar and in the rural areas of Bijpur thana

***51.** (Admitted question No. *914.) **Sj. Niranjan Sengupta:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Health Department be pleased to state—

(ক) সরকার কি অবগত আছেন যে, সমগ্র বীজপুর থানার (চব্বিশপরগনা) বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে দারুণ জলকষ্ট বিদ্যমান;

(খ) অবগত থাকিলে, এই অঞ্চলের জলকষ্ট নিবারণের ব্যাপারে সরকারের তরফ হইতে কি কি ব্যবস্থা করা হইয়াছে;

(গ) বীজপুর থানার গ্রামাঞ্চলে এবং হালিসহর ও কাঁচরাপাড়া মিউনিসিপ্যালিটিতে কয়টি নলকূপ সরকার কর্তৃক খনন করা হইয়াছে;

(ঘ) বীজপুর থানার কাঁচরাপাড়া ও হালিসহর মিউনিসিপ্যালিটীর পানীয় জলের ব্যবস্থা উন্নত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা;

(ঙ) থাকিলে, তাহা কি; এবং

(চ) এই থানার গ্রামাঞ্চলে কতগুলি নলকূপ চালু আছে আর যেগুলি কাজ করিতেছে না সেগুলি কার্যকরী করার জন্য কোন ব্যবস্থা হইয়াছে কিনা?

The Minister of State for Health (the Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray):

(ক) না।

(খ) প্রশ্ন উঠে না।

(গ) বীজপুর থানার গ্রামাঞ্চলে ১০৭-টি এবং কাঁচরাপাড়া জলসরবরাহ পরিকল্পনায় চারিটি বৃহৎ নলকূপ মিউনিসিপ্যাল এলাকায় খনন করা হইয়াছে। হালিসহর মিউনিসিপ্যাল এলাকায় কোন নলকূপ খনন করা হয় নাই।

(ঘ) কাঁচরাপাড়া সম্বন্ধে কোন নূতন পরিকল্পনা নাই। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কাঁচরাপাড়া জলসরবরাহ পরিকল্পনা কার্যকরী করা হইয়াছে। হালিসহর সম্বন্ধে সরকারের নূতন পরিকল্পনা আছে।

(ঙ) আনুমানিক ৭,০২,০০০ টাকা ব্যয়ে হালিসহর জলসরবরাহ সম্প্রসারণ পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে। উক্ত পরিকল্পনায় তিনটি বৃহৎ নলকূপ খনন করিয়া দৈনিক অতিরিক্ত ৬,০৪,০০০ গ্যালন জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইবে। পরিকল্পনা কার্যকরী হইলে, ৫৮,০০০ লোক গড়ে দৈনিক মাথাপিছু ১০ গ্যালন জল পাইবে।

(চ) চালু—৮৭-টি।

অকেজো—২০-টি।

অকেজো নলকূপগুলি সংস্কার করা হইতেছে।

Sj. Niranjan Sengupta:

মন্ত্রিমহাশয় কি একথা অস্বীকার করেন যে, কিছুকাল আগে ঐ অঞ্চলের লোকের একটা ডেপুটেশন আমার নেতৃত্বে রাইটার্স বিল্ডিংসএ মন্ত্রিমহাশয়ের সঙ্গে দেখা ক'রে তাদের জলকষ্ট নিবারণের কথা যখন বলেছিল তখন তিনি এই আশ্বাস দিয়েছিলেন যে তাদের জলকষ্ট নিবারণের ব্যবস্থা তিনি করবেন?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:

যেখানকার কথা বলা হচ্ছে সেখানে ৪টি বড় নলকূপ করা হয়েছে, সেখানকার জনসাধারণের মাথাপিছু জলের যা দরকার সেটা মেটানোর মত অবস্থায় আমরা এসে পড়েছি এবং যে নলকূপ কয়টি অকেজো হয়ে পড়েছে সেগুলির পুনঃসংস্কার করবার আমরা চেষ্টা করছি।

Sj. Niranjan Sengupta:

মন্ত্রিমহাশয় কি একথা অস্বীকার করেন যে, গত কয় মাস যাবত তাঁর ডিপার্টমেন্টে নলকূপ খননের জন্য বহু দরখাস্ত এসে পড়ে আছে?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:

নলকূপের জন্য আমাদের যে টারগেট ঠিক করা আছে সেগুলি করার জন্য চেষ্টা চলছে।

Sj. Niranjan Sengupta:

জলকষ্ট নিবারণের টারগেটটা কি?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:

আট গ্যালন মাথাপিছু।

Sj. Niranjan Sengupta:

আপনি হালিশহর সম্বন্ধে যে পরিকল্পনার কথা বলেছেন সেটা কবে আরম্ভ হবে এবং কবে শেষ হবে?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:

নির্ধারিত তারিখ বলতে পারব না, তবে এই পর্যন্ত বলতে পারি যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যেই শেষ করা হবে—কেন্দ্রীয় সরকারের গ্র্যান্ট পেলে পর।

Sj. Niranjan Sengupta:

আপনি কি জানেন, হালিশহরে সাধারণ লোকের তরফে জলের জন্য অনেক অসুবিধা হচ্ছে?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:

সেখানে নতুন ৪টা নলকূপ থেকে জলসরবরাহ হচ্ছে, জলসরবরাহ এখন প্রত্যেকেই পায়। কোন অসুবিধার কথা আমার জানা নাই।

Sj. Niranjan Sengupta:

আপনি কি জানেন, এ বিষয়ে কিছুদিন আগে স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির প্রাঙ্গণে বিক্ষোভ মিছিল গিয়েছিল ডেপুটেশন নিয়ে?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:

না। আই অ্যাম নট অ্যাওয়ার অফ ইট।

Sj. Niranjan Sengupta:

আপনাকে আমি প্রশ্ন করছি, হুকুমচাঁদ জুট মিলের সংগে যে কন্ট্রাক্ট করা হয়েছে সে কন্ট্রাক্ট বদলানো যাবে না তার উপরই নির্ভর করতে হবে সাপ্লাই দেবার জন্য, এ কথা আপনি জানেন কিনা?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:

গভর্নমেন্টের এসব কথা জানা নাই।

Sj. Niranjan Sengupta:

আপনাকে ১৯৫৩ সালে একটা স্কীম কাঁচড়াপাড়া মিউনিসিপ্যালিটি থেকে দেওয়া হয়েছিল তাতে একটা বিগ পাম্পএর কথা ছিল, আপনার ডিপার্টমেন্ট থেকে ১৯৫৭ সালে এনকোয়ারি করা হয়, বাজেটের সময় অর ইন দি মান্থ অফ অক্টোবর অর সামথিং লাইক দ্যাট, আপনারা বলেছিলেন যে সেটা তাড়াতাড়ি করে দেবেন কিন্তু ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্তও সে সম্বন্ধে গভর্নমেন্টের তরফ থেকে কোন উচ্চবাচ্য নেই কেন?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:

আমি তো বলেছি যে, কাঁচড়াপাড়ায় জলসরবরাহের ব্যবস্থা হয়েছে।

[3-40—3-50 p.m.]

Sj. Niranjan Sengupta:

আপনি (গ)তে বলেছেন যে, "হালিসহর মিউনিসিপ্যাল এলাকাতে নলকূপ খনন করা হয় নি।" কিন্তু এই মিউনিসিপ্যাল এলাকাতে যেখানে বহুসংখ্যক রিফিউজি বসবাস করছে এবং পপুলেশন অনেক বেড়ে গেছে সেখানে এটা কেন করা হয় নি বলবেন কি?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:

এতদিন পর্যন্ত এটাই চলছিল, কিন্তু এখন প্রয়োজনবোধে ৭ লাখ টাকার স্কীম চালু করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, সেটা এখুনি চালু করা হবে।

Water-supply Scheme for Bhatpara Municipality

***82:** (Admitted question No. *1089.) **Sj. Gopal Basu:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Health Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে—

(১) প্রায় দুই বৎসর আগে ভাটপাড়া মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট পানীয় জল সরবরাহের একটা স্কীম (ওয়াটার-সাপ্লাই স্কীম) দাখিল করিয়াছেন,

(২) ভাটপাড়া রিলায়েন্স জুট মিল বন্ধ হইয়া যাওয়ার ফলে ঐ মিল হইতে দৈনিক ১ লক্ষ ৮০ হাজার গ্যালনের জায়গায় বর্তমানে অনিয়মিতভাবে মাত্র ২০।৩০ হাজার গ্যালন (যখন যেমন খুসী, কোনও দিন বা আদৌ নয়) জল সরবরাহ হইতেছে,

(৩) অপর দিকে কাঁকিনাড়া জুট মিল হইতেও দৈনিক ১ লক্ষ গ্যালনের জায়গায় সর্বোচ্চ ৩০ হাজার গ্যালন জল দেওয়া হইতেছে, এবং

(৪) কিছুদিন আগে ভাটপাড়া ১নং ওয়ার্ডে যে টিউব-ওয়েল খনন করা হইয়াছে তাহাও কিছুটা বিকল হইয়া যাওয়ার ফলে ভাটপাড়া ১নং ওয়ার্ডে ও কাঁকিনাড়াতে ব্যাপক ও প্রচণ্ড জলকষ্ট দেখা দিয়াছে?

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হাঁ হয়, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) ওয়াটার-সাপ্লাই স্কীম সরকার মঞ্জুর করিয়াছেন কিনা,

(২) না করিয়া থাকিলে, তাহার কারণ কি,

(৩) ভাটপাড়া শহরে প্রয়োজনীয় জল সরবরাহের ব্যাপারে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন,

(৪) ভবিষ্যৎ কোনও পরিকল্পনা থাকিলে, উহা কি এবং কত শীঘ্র তাহা কার্যকরী করা হইবে, এবং

(৫) আশু ব্যবস্থা হিসাবে এখনি কিছু করা হইবে কিনা?

The Minister of State for Health (the Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray):

(ক) (১) এবং (২) হ্যাঁ।

(৩) না, কাঁকিনাড়া জুট মিল হইতে দৈনিক ১৭৫,০০০ গ্যালন জল নিয়মিতভাবে সরবরাহ করা হইতেছে।

(৪) ভাটপাড়া ১নং ওয়ার্ডে যে নলকূপটি সামান্য বিকল হইয়া গিয়াছিল তাহা সংস্কার করা হইয়াছে এবং উক্ত নলকূপ প্রয়োজনীয় জল সরবরাহ করিতেছে।

(খ) (১) না; তবে উহার একটি অংশ মঞ্জুর করা হইয়াছে।

(২) ভারত সরকার কর্তৃক ঋণ হিসাবে দেয় অর্থ হইতে এই-সমস্ত জলসরবরাহ পরিকল্পনা কার্যকরী করা হইবে, কিন্তু অদ্যাবধি ঐ ঋণ ভারত সরকারের নিকট হইতে পাওয়া যায় নাই।

(৩) এবং (৫) উক্ত এলাকার জলসরবরাহ বাড়াইবার জন্য সরকার কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত আনুমানিক ৪০,৭২১ টাকা ব্যয়ে ৬ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট একটি নলকূপ এবং একটি পাম্প হাউস নির্মাণকার্য চলিতেছে।

উপরন্তু ভাটপাড়া জলসরবরাহ পরিবর্ধন পরিকল্পনার একটি অংশ কার্যকরী করার জন্য ২,৭৬,১০০ টাকার এস্টিমেট সরকার কর্তৃক মঞ্জুর করা হইয়াছে এবং উহার কার্য শীঘ্রই আরম্ভ করা হইতেছে।

(৪) ভাটপাড়া জলসরবরাহ পরিবর্ধন ...—এই পরিকল্পনার আনুমানিক মোট ৮,৯৮,১০০ টাকা ব্যয় হইবে এবং ইহাতে চারিটি ৬ ইঞ্চি ব্যাসের নলকূপ খনন করিয়া দৈনিক ১,৮০,০০০ গ্যালন জলসরবরাহের ব্যবস্থা করা হইবে। ইহা কত শীঘ্র কার্যকরী করা হইবে তাহা বলা যায় না; কেননা, ভারত সরকারের দেয় ঋণের উপর এবং পরিকল্পনাগুলির পারস্পরিক গুরুত্বের উপর ইহা নির্ভর করিতেছে।

Sj. Gopal Basu:

আপনি কি জানেন যে, পাবলিক হেলথ্ ডিপার্টমেন্ট থেকে এই ভাটপাড়া মিউনিসিপ্যালিটির ওয়াটার সাপ্লাইএর জন্য ১৮ লক্ষ ৪৬ হাজার ৫০০ টাকার একটা পরিকল্পনা সরকারের কাছে দাখিল করা হয়েছে? এটার দু'টো ফেজ আছে—একটা হচ্ছে ৮ লক্ষ ৩০ হাজার ২০০ টাকার, দ্বিতীয়টা হচ্ছে ১০ লক্ষ ১৬ হাজার ২৫০ টাকার। লাস্ট ফেজের টাকার কথায় ফুল পরিকল্পনার কথা বলা হয় নি। কিন্তু এই রকমের একটা ফুল পরিকল্পনার কথা জানেন কিনা?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:

এখন বলা যাবে না নোটিস চাই।

Sj. Gopal Basu:

আপনি খোঁজ নেবেন কি?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:

হাঁ।

Sj. Gopal Basu:

আপনি ৩ নম্বর প্রশ্নের জবাবে বলেছেন ২ লক্ষ ৭৬ হাজার ১০০ টাকার একটা এস্টিমেট সরকার করছেন—এই এস্টিমেটটা কি একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট এস্টিমেট, না এটা ৮ লক্ষ ৩০ হাজার ২৫০ টাকার একটি অংশ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: This is part of the Scheme.

Sj. Gopal Basu:

আপনি কি জানেন মিউনিসিপ্যালিটির ওয়ান-থার্ড দেবার কথা?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:

বলতে পারি না।

Sj. Gopal Basu:

আপনি কি জানেন এর আগে ৪০ হাজার ৭২১ টাকা......

Mr. Speaker: The municipality was spending on its own. If it is the municipal money
তা হ'লে সরকার কি করবেন?

Sj. Gopal Basu:

ব্যাপার হচ্ছে যে, সরকার থেকে ৮ লক্ষ ৩০ হাজার টাকার ওয়ান-থার্ড ২ লক্ষ ৭৬ হাজার ১০০ টাকা—এখন এই ওয়ান-থার্ড মানিটা কি সেটাই আমি জিজ্ঞাসা করছি।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

এখানে তো পরিষ্কার রয়েছে যে, ৪০ হাজার টাকা ব্যয়ে ৬ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট একটি নলকূপের নির্মাণকার্য চলছে, ২,৭৬,০০০ টাকার এস্টিমেট মঞ্জুর করা হয়েছে প্রভৃতি।

Sj. Copal Basu:

৮ লক্ষ ২৮ হাজার ফার্স্ট ফেজের যে টাকা তার ওয়ান-থার্ড টাকা জলকষ্টের জন্য স্পেশ্যাল স্যাংশন হিসাবে খরচ করতে দিয়েছেন এবং তার মধ্যে ৪০ হাজার টাকা ব্যয়ে......

Mr. Speaker: You want to ask whether the figure 8 lakhs includes this?

Sj. Copal Basu:

হ্যাঁ, এটা ইনক্লুডেড কিনা?

Mr. Speaker: The simple question is whether Rs. 8,28,000 includes this Rs. 2,76,000.

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: Yes, it includes that.

Sj. Copal Basu:

ফার্স্ট ফেজের টাকা স্যাংশন হওয়ার অভাবে ওভারহেড ট্যাঙ্কের তলায় সেডিমেন্ট শুদ্ধ জল লোককে খেতে হয়—এই অসুবিধার কথা কি মন্ত্রিমহাশয় বিবেচনা করেছেন?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:

হ্যাঁ, বিবেচনা করেছি।

Sj. Copal Basu:

এটা যে শেষকালে লেখা আছে "পরিকল্পনাগুলি পারস্পরিক গুরুত্বের উপর ইহা নির্ভর করিতেছে"—এটার মানে কি?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: It means relative priority.

Sj. Copal Basu: Bhatpara Municipality is one of the biggest Municipalities in West Bengal.

Mr. Speaker: Perhaps it is.

Sj. Copal Basu:

তা হলে একে প্রায়োরিটি দেওয়া উচিত নয় কি?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Money is given by the Government of India for water-supply in the various rural areas. The total amount is given to us and schemes are sent to the Government of India for acceptance. They accept a part or they accept the whole of a particular scheme. That acceptance has not come.

Sj. Copal Basu:

ভাটপাড়া মিউনিসিপ্যালিটিকে সিউয়ারেজ পরিচালিত করতে হয়, সেখানে বহু বস্তীও আছে এবং পপুলেশনও ২ লক্ষের বেশি। এই অবস্থার সরকার ভাটপাড়া মিউনিসিপ্যালিটির ওয়াটার সাপ্লাইএর উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে একে প্রাইওরিটি দেবার ব্যবস্থা করবেন কিনা?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:

আমরা চেষ্টা করব।

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:

এখন মোট ৭০ লক্ষ টাকা হয়েছে।

Hospital for Damra village, Birbhum district

***84.** (Admitted question No. *908.) **Sj. Turku Hansda:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Health Department be pleased to state—

(a) if it is a fact that there is no hospital in or around Damra village largely inhabilited by Adibashis in Suri subdivision of Birbhum district; and

(b) if so, whether Government propose to establish a hospital in village Damra?

The Minister of State for Health (the Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray): (a) There is no hospital in the village of Damra, but there are more than one Health Centre within a radius of 5 miles from Damra.

(b) No.

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: What is the population of the village of Damra?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray:

ঠিক জানি না।

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: Could you give us an approximate idea?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray:

এ্যাপ্রক্সিমেট কি বলব, এক একটা ভিলেজে এক এক কম থাকে, এই গ্রামের খবর আমি জানি না।

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: You have said that there are more than one health centre within a radius of five miles from Damra. Could you tell us how many are there exactly?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: There is one health centre—20-bedded—at Mahammad Bazar; there is one four-bedded union health centre at Puranagram; there is one union health centre without hospital at Bharakata; and there is one union health centre without hospital at Sekerddah.

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: Are those beds occupied by patients?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: Some of these hospitals are without beds. The one at Mahammad Bazar—a 20-bedded hospital—is always crowded; all the beds are occupied.

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: Are there extra beds in those health centers?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: If there is overflow patients are kept in the verandah.

Charitable dispensaries of West Dinajpur District Board

*55. (Admitted question No. *1087.) **Sj. Basanta Lal Chatterjee:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Health Department be pleased to state—

(ক) পশ্চিম দিনাজপুরে জেলাবোর্ডের দাতব্য চিকিৎসালয় কয়টি;

(খ) উক্ত চিকিৎসালয়ে বার্ষিক কত টাকার ঔষধ সরবরাহের ব্যবস্থা আছে;

(গ) উক্ত সরবরাহদ্বারা রোগিগণ প্রয়োজনীয় ঔষধ নিয়মিত পান কি; এবং

(ঘ) ঐগুলি স্বাস্থ্যবিভাগের অধীনে আনার কোন ব্যবস্থা করা হইতেছে কি?

The Minister of State for Health (the Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray):

(ক) হইতে (গ) বে-সরকারী চিকিৎসালয় সংক্রান্ত তথ্যাদি সরকারের জানা নাই।

(ঘ) যে-সমস্ত স্থানে স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপিত হইতেছে, সে-সমস্ত স্থানের দাতব্য চিকিৎসালয়গুলি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইবার বিষয় সরকার চিন্তা করিতেছেন।

Sj. Basanta Lal Chatterjee:

মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি, কয়টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:

এখনও স্বাস্থ্যকেন্দ্র হয় নি, ফাইনাল ডিসিশন হয় নি ব'লে।

Average daily outdoor attendance at Walsh Hospital, Serampore

*56. (Admitted question No. *1027.) **Sj. Panchugopal Bhaduri:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Health Department be pleased to state—

(a) what is the daily average outdoor attendance at the Walsh Hospital, Serampore, district Hooghly; and

(b) what is the number of medical personnel at this hospital?

The Minister of State for Health (the Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray):

(a) Two hundred and seventeen.

(b) Seven.

Sj. Monoranjan Hazra:

এই যে ৭ জন বল্লেন, এদেরগুলো বলতে পারেন কি?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: There are seven medical officers including two whole-time Medical Officer, one Honorary Eye Specialist, one Dental Surgeon, one Pathologist, one Radiologist, one Junior House Medical Officer, and one M.O., V.D. Clinic.

Sj. Monoranjan Hazra:

মন্ত্রিমহাশয় বললেন দু'জন হোল-টাইমার আছে অনারারি সার্ভিস যাঁরা দিচ্ছেন তাঁদের ছাড়া, এই দু'জন দিয়ে রোগীদের দেখাশোনা সম্ভব হয় না, এটা জানেন কি?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:

সে খবর আমার কাছে নাই।

Sj. Monoranjan Hazra:

মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি, এখানে মেটারনিটি বিভাগে কোন মহিলা ডাক্তার আছেন কিনা?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:

মহিলা ডাক্তার সেখানে নাই।

Sj. Monoranjan Hazra:

আপনি বলেছেন ২১৭ জন রোগী—এদের মধ্যে মেয়ে রোগীর সংখ্যা কত?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:

নোটিস দিলে বলতে পারব।

UNSTARRED QUESTIONS

(answers to which were laid on the table)

Establishment of Health Centres in police-stations of Gopiballavpur, Nayagram and Sankrail.

21. (Admitted question No. 523.) **Sj. Surendra Nath Mahata:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Health Department be pleased to state—

(ক) মেদিনীপুর জেলার গোপীবল্লভপুর, নয়াগ্রাম ও সাঁকরাইল, এই তিন থানায় গত দশ বৎসরে কোন্ থানায় কয়টি হেল্থ সেন্টার নির্মিত হইয়াছে এবং তাহাদের নাম কি কি;

(খ) দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মেদিনীপুর জেলার গোপীবল্লভপুর থানা, নয়াগ্রাম থানা ও সাঁকরাইল থানায় হাসপাতাল নির্মাণের পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে কিনা; এবং

(গ) গোপীবল্লভপুর থানা, নয়াগ্রাম থানা ও সাঁকরাইল থানায় দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কোন ইউনিয়ন হেল্থ সেন্টার নির্মাণের পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে কিনা; হইয়া থাকিলে, তাহাদের নাম কি কি?

The Minister of State for Health (the Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray):

(ক) গোপীবল্লভপুর থানায় তিনটি, যথা,—(১) বেলিবেরিয়া, (২) সারসা ও (৩) খেরবন্ডী ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র; নয়াগ্রাম থানায় একটি—বেলিজেরিয়া ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র; এবং সাঁকরাইল থানায় একটি—কুলটিকরি ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র।

(খ) ও (গ) বর্তমান নীতি অনুসারে যে অঞ্চলে এন ই এস ব্লক স্থাপিত হইবে, সেখানে একটি প্রাইমারী হেল্থ সেন্টার (১০-শয্যাযুক্ত) ও ২।৩টি সাব-সেন্টার (শয্যাবিহীন) স্থাপিত হইবে। এই অনুযায়ী উল্লিখিত থানাগুলিতে এন ই এস ব্লক স্থাপিত হইলেই স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে।

Sj. Bhupal Chandra Panda:

আপনি বলেছেন যে, ইউনিয়ন হেল্থ সেন্টারগুলি হবে লোকাল স্কীম অনুযায়ী এন ই এস ব্লক স্থাপিত হলেই, এখন এন ই এস ব্লক কতদিনে হবে?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:

যখন হবে জানতে পারবেন।

অ্যাসেম্বলির মতামত নিতে হবে এবং সেক্ষেত্রে আমরা এ নিয়ে আলোচনা করবার একটা অপরচুনিটি পাব। আপনার কথায় এইরকমই বুঝেছিলাম। কিন্তু এদিকে দেখছি সংবাদপত্রে বেরিয়েছে যে, কেন্দ্রে একটা ভুল সংশোধন করা হচ্ছে। বাগে অ্যাওয়ার্ডএ একটা ভুল হয়েছিল একটা লাইন টানার ব্যাপারে, সেই ভুলটাকে ও'রা সংশোধন করছেন। এরকম ইন্টারপ্রিটেশন হ'লে অন্তত কেন্দ্রে তাই হয়েছে ব'লে আমরা জানি—সংবিধানের ঐ আর্টিকেল অনুযায়ী এই অ্যাসেম্বলির মতামত নেবার প্রয়োজন নেই। এইভাবে যদি ক'রে ফেলা হয় তা হ'লে এখানে আমরা আলোচনা করবার সুযোগ পাচ্ছি নে। যে অবস্থার মধ্যে দিয়ে হচ্ছে তাতে দেখছি আমাদের হাতে কিছুই করবার নেই, এমন কি আমাদের কথা ছেড়ে দিন, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী তাঁর মতামত পর্যন্ত জানাতে পারলেন না। যেহেতু অফিসার গিয়েছিলেন তারা পর্যন্ত বললেন না, প্রয়োজনীয় ম্যাপ পর্যন্ত দেখালেন না। হয়ত ভাবলেন দেখিয়ে কোন লাভ নেই। এই যদি পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের অবস্থা তা হ'লে আমাদের অবস্থাটা কি সেটা ভেবে দেখুন। তা হ'লে আলোচনার ব্যাপারে আপনি যে মত দিয়েছেন, অর্থাৎ কনসেন্ট রিকিউজ করেছেন সেটা পুনর্বিবেচনা করতে বলছি। পাঁচ, সাত, দশ বছরেও এরকম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা আসে না। আমাদের বাংলাদেশের একটি অংশকে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে, অথচ আমরা কিছু জানি না। আমাদের মাথার উপর দিয়ে এরকম একটা ঘটনা ঘটছে। এইজন্যেই আপনাকে অনুরোধ, এটা নিয়ে আলোচনা করবার সুযোগ আমাদের দেবেন; অন্তত কিছু সময়ের জন্যে আজকে আলোচনা করবার সুযোগ দেবেন।

Sj. Deben Sen:

আমার এখানে একটা অ্যাডজর্নমেন্ট মোশন আছে...

Mr. Speaker: I think the point has been made perfectly clear by Sj. Jyoti Basu. He has put the case most ably.

Sj. Deben Sen:

আমি এইটুকু বলতে চাই যে, এই ব্যাপারে যেটুকু কথা আমি বুঝতে পেরেছি সেটুকু হচ্ছে এই যে, আমাদের কতকটা জমি চলে গেছে এবং দশ হাজার লোক চলে গেছে। যেটা আমি বুঝি নি সেটা হ'ল এই যে আমাদের চীফ সেক্রেটারি এবং রেভেনিউ অফিসার এই যে খরচ ক'রে দিল্লী গেলেন সেই খরচের টাকাটা কে পে করবে? তাঁরা যে ওপিনিয়ন দিলেন সেটা কার হুকুমে এবং কোন্ অধিকারে? বাংলা গভর্নমেন্ট কিছু জানেন না এবং বাংলা গভর্নমেন্টের কোন পরামর্শ তো নেওয়া হয় নি। আজকে এই রকম অবস্থায় আমরা যদি একটা অ্যাডজর্নমেন্ট মোশন ডিসকাস করতে না পারি তবে কখন পারব?

Mr. Speaker:

দেবেনবাবু, আর বলতে হবে না, আমরা জানি হাউ টু ফিল অ্যাবাউট ইট।

Sj. Hemanta Kumar Basu:

এটা আমাদের সকলের পক্ষে অত্যন্ত দুঃখের বিষয়...

Mr. Speaker:

আপনারা তো বলেন, আপনাদের আমি বলার টাইম দিই না; কিন্তু আজকে এই জিনিসটা খুব ইমপরট্যান্ট ব'লে আই হ্যাভ রিল্যাক্সড মাই ভিউ, একবার ডিসঅ্যালাউ করলে আই নেভার অ্যালাউ।

Sj. Hemanta Kumar Basu:

এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস ব'লে বলছি। এই ব্যাপার নিয়ে দেশময় জনসাধারণের মনে দারুন সন্দেহ এবং চিন্তার সৃষ্টি হয়েছে এবং যেভাবে এই জিনিসটা আমাদের সামনে এসেছে তার ফলেই এই সন্দেহ ও চিন্তা। বাংলা গভর্নমেন্টের অফিসার যাঁরা গিয়েছিলেন দিল্লীতে তাঁরা এসে চীফ মিনিস্টারের কাছে কোন রিপোর্ট করেন নি। এই সব কারণেই এখানে এই নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু তাতে কনসেন্ট রিফিউজ করা হয়েছে।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

স্পীকার মহাশয়, আপনি জানেন আসাম থেকেও চীফ সেক্রেটারি দিল্লী গিয়েছিলেন।

Mr. Speaker:

আর কি বলার থাকতে পারে?

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

সেখানে পাকিস্তান থেকে চেষ্টা হয়েছিল আসামের কিছু টেরিটরি গ্রাস করবার; কিন্তু আসামের চীফ সেক্রেটারির প্রতিবাদের ফলে সেটা সম্ভবপর হয় নি। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে তা হ'ল না—আজকে আমাদের টেরিটরি চ'লে যাচ্ছে। বাংলাদেশের জমি না হয়ে যদি এটা পাঞ্জাবের জমি হ'ত তা হ'লে আমাদের প্রাইম মিনিস্টারও বোধহয় সেই জমি অপরকে দিতে সাহস করতেন না।

Mr. Speaker: No.

Sj. Nepal Ray:

কংগ্রেসের তরফ থেকে আমি বলতে চাই যে, বাংলাদেশ খণ্ডিত হয়ে যে উদ্বাস্তু সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে সে সমস্যার সমাধান এখনও হয় নি, আবার এই নতুন ক'রে যদি দশ হাজার লোক উদ্বাস্তু হয়ে এখানে আসে তা হ'লে কি অবস্থার সৃষ্টি হবে? আমরা এই ব্যাপারে তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

Mr. Speaker: I am sorry; you please sit down.

Mr. Basu, you told me that I have not given my reasons why I have refused my consent. I have, but I am sorry I cannot give them here. I have given them in the file. You will get my reasons recorded there.

Sj. Jyoti Basu:

আর একটা কথা আপনার মাধ্যমে জিজ্ঞাসা করতে চাই। আপনার রিজনস আমরা শুনব। সেজন্যে বলছি সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর কি অবজেকশন আছে যাতে ক'রে এটা আলোচনা না হয়? মুখ্যমন্ত্রী এবং এখানকার সরকারের সঙ্গে আলোচনা হ'ল না এইটেই আমার ভয়ের কথা; উনি তো কিছুই জানতে পারেন নি বলেছেন। মুখ্যমন্ত্রী যদি অ্যাকসেপ্ট করতেন এটা যে এই হাউসে অন্তত এই নিয়ে এক ঘণ্টা আলোচনা হোক তা হ'লে আমার এবং আপনাদের সুবিধা হ'ত।

[4-10—4-20 p.m.]

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I said yesterday and I repeat again that none of my officers was asked for any advice regarding transfer of Berubari to Pakistan, and they did not give any. As I have understood the position there are two issues. One is regularisation of the boundaries between Pakistan and Indian Union which was started by Sir Cyril Radcliffe which was somewhat doubtful and Mr. Bagge was asked to clear some of the points. The other issue is the question of transfer of territories. The transfer of territories cannot take place, as far as I have understood, unless under Article 3 of the Constitution opportunity is given to the Legislature to give its opinion regarding the increase or diminution of territories as is provided for there.

With regard to the boundary dispute, this is, as has always been the case, a matter which has been dealt with by the Centre both in the initial and in subsequent stages. At no stage was the opinion of the Government of West Bengal or of its officers taken. As to whether this part should go to Pakistan or that part should go to Pakistan no advice was sought for and no advice was given.

Sj. Jyoti Basu:

তা হ'লে স্পীকার মহাশয়, আপনি বুঝতে পারছেন যে, বিষয়টা কত গুরুত্বপূর্ণ, সেইজন্য আমরা এখানে সবাই মিলে একসঙ্গে একটা আলোচনা ক'রে তার ফল এবং সেই প্রসিডিংস কেন্দ্রে পাঠিয়ে দিই। সময় থাকতে থাকতে এটা করা দরকার। সেইজন্য আমি আপনাকে রিকোয়েস্ট করছি যে, আমাদের বিবৃতি দেবার জন্য আপনি অনুমতি দিন।

Sj. Siddhartha Shankar Roy:

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় যেকথা বললেন তাতে দুইটি জিনিস দাঁড়াচ্ছে। এক হচ্ছে অ্যাডজাস্টমেন্ট অফ বাউন্ডারিজ, আর এক হচ্ছে ট্রান্সফার অফ টেরিটরিজ। ট্রান্সফার অব টেরিটরিজ যদি হয় তবে সংবিধানের ৩নং ধারা অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ-বিধানসভার মতামত নিতে হবে। কিন্তু অ্যাডজাস্টমেন্ট অফ বাউন্ডারিজ যদি হয় তা হ'লেও কি মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বলতে চান যে, আর্টিকেল ৩ অনুসারে এটা ওয়েস্ট বেঙ্গল লেজিসলেচারএ পাঠান হবে? এটা অ্যাডজাস্টমেন্ট অফ বাউন্ডারিজ অর ট্রান্সফার অফ টেরিটরিজ, এটা আমাদের জানাতে হবে।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Adjustment of boundaries.

দুটো জিনিস হচ্ছে। এক হচ্ছে অ্যাডজাস্টমেন্ট অফ বাউন্ডারিজ, আর একটা হচ্ছে ট্রান্সফার অফ টেরিটরিজ।

Sj. Siddhartha Shankar Roy:

এই 'বেরুবাড়ি'টা কি?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Adjustment of boundaries.

Sj. Siddhartha Shankar Roy:

যদি অ্যাডজাস্টমেন্ট অব বাউন্ডারিজ হয় তা হ'লে......

Mr. Speaker:

ডাক্তার রায় বেরুবাড়ি সম্পর্কে যা বললেন তা সকলেই শুনেলেন। এতে যদি স্টেট অ্যাফেক্ট করে তার বিষয়ে গবেষণা করতে পারবেন আর্টিকেল ৩তে।

Sj. Siddhartha Shankar Roy:

স্পীকার মহাশয়, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি পরিষ্কারভাবে মাননীয় সভ্যদের বুঝাতে চাচ্ছি যে, আপনি যে রুলিং দিলেন এই অ্যাডজর্নমেন্ট মোশনের উপরে, যে গ্রাউন্ডে এটা ডিসঅ্যালাউ করলেন সেটা হচ্ছে যে, আর্টিকেল ৩তে এটা লেজিসলেচারএর কাছে আসবে কারণ এটা ট্রান্সফার অফ টেরিটরি, কিন্তু এখন মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বললেন যে, এটা অ্যাডজাস্টমেন্ট অফ বাউন্ডারি, তার মানে এটা লেজিসলেচারএ আসবে না। তা হ'লে যে গ্রাউন্ডে এই অ্যাডজর্নমেন্ট মোশন আপনি ওভাররুল করলেন সেই গ্রাউন্ড ধূলিসাৎ হয়ে গেল, তা সত্ত্বেও কি আপনি আপনার পুরনো ডিসিশনটা রেখে দিতে চান? এটা একটা গুরুতর ব্যাপার। আপনি একমাত্র গ্রাউন্ডএ অ্যাবরাপ্টলি এই অ্যাডজর্নমেন্ট মোশনটা রিফিউজ করলেন।

Mr. Speaker: I cannot assume facts......

Sj. Jyoti Basu:

আপনার যে ইন্টারপ্রিটেশন সে তো আন্দাজের উপর হয়েছে, এখন আমাদের যে ফ্যাক্টস তাতে আর্টিকেল ৩ অনুসারে আপনি যা বলেছিলেন সে তো হ'ল না। আমাদের যে অ্যাডজর্নমেন্ট মোশন তা আমরা তো আলোচনা করতে পারলাম না—পরে ইট উইল বি টু লেট—কাজেই এ ব্যাপারে আলোচনার জন্য সবার মতামত প্রকাশের জন্য এক ঘণ্টা সময় দিন না, তাতে তো আপত্তি নাই। তখন সেই আলোচনা সেন্টারে পাঠিয়ে দেওয়া হবে তাঁদের দেখবার জন্য।

[Sj. Siddartha Sankar Roy rose to speak.]

Mr. Speaker: Mr. Roy, whatever you want to say, you say once and for all.

Sj. Siddartha Sankar Roy: Sir, may I just remind you that the Chief Minister has just said that this is not a transfer of territory but an adjustment of boundaries.

[4-20—4-30 p.m.]

Mr. Speaker: All that I say is, have you read the adjournment motion of today?

Sj. Siddartha Sankar Roy: Have you heard what the Chief Minister has said just now?

Mr. Speaker: Have you read the adjournment motion? If you don't want to hear me, then that is a different thing altogether. Today's adjournment motion does not talk of these things.

Sj. Siddartha Sankar Roy: I was talking about what the Chief Minister has said just now.

Mr. Speaker: I am not going to hear you about that. Jyoti Babu's adjournment motion is before me. He has sought to adjourn the House for a debate on the score of the statement made. This is not an occurrence. Therefore, technically I cannot allow it.

Sj. Siddartha Sankar Roy: You can overrule me if you like. But all that I wanted to say is that the Chief Minister has made a statement that this was an adjustment of boundaries. Every member of this House has heard it.

Mr. Speaker: Who said 'No'? I never said 'No'. The Chief Minister did say that. I have heard it myself.

Sj. Siddartha Sankar Roy: All I wanted to say is that if the Chief Minister did say that this was an adjustment of boundaries, then the ground of your ruling is swept away.

Mr. Speaker: The ground of my ruling is not swept away. Adjournment is refused.

Sj. Jyoti Basu:

আপনি ওটা টেকনিক্যাল গ্রাউন্ডে রিফিউজ করেছেন বোধ হয়।

Mr. Speaker:

অ্যাডজোর্নমেন্ট মোশন আমি রিফিউজ করেছি যেভাবেই হোক অ্যাজ ইউজুয়াল [Noise] টেকনিক্যালিটির জন্য হ'তে পারে, আমার রুলিং তো দিয়েছি।

Sj. Jyoti Basu:

আমাকে একটু শেষ করতে দিন। আমি বলার পর না হয় আপনি রুল আউট করবেন। আপনি আগেই এটা ক'রে দিয়েছেন যে, এ মিটিংএ আমরা বলতে পারব না। অ্যাডজোর্নমেন্ট মোশন আপনি যে টেকনিক্যাল গ্রাউন্ডে রুল আউট ক'রে দিলেন এখন সেটা কোথায় দাঁড়াবে?

Mr. Speaker: That ruling on the basis of those materials is quite correct.

Sj. Jyoti Basu:

কিন্তু এই যে নতুন ঘটনা সামনে আসছে তাতে দেখুন। আপনি সেদিন 'ক্যাটিগরিক্যালি' বলেছিলেন ট্রান্সফার অব টেরিটরি হ'লে আলোচনার সময় পরে পাওয়া যাবে—এই ছিল আপনার ইন্টারপ্রিটেশন। আমরাও তাতে চুপ ক'রে যাই এজন্য যে, পরে সময় পাব আলোচনার। কিন্তু পরে কাগজপত্র দেখে দেখি অন্যরকম ব্যাপার। আজকে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ও যা বললেন......

Mr. Speaker:

হ্যাঁ, এটা ভেবেছিলাম ট্রান্সফার অব টেরিটরি, অ্যাডজাস্টমেন্ট অফ বাউন্ডারিজ আমার রুলিংএর ভিতর ছিল না।

Sj. Jyoti Basu:

সেদিন যে অ্যাডজোর্নমেন্ট মোশন অ্যাসেমব্লির সামনে ছিল তা আপনি রুল আউট করতে পারেন না—একথা বলে যে পরবর্তিকালে আলোচনা হবে আর্টিকেল ৩ অনুসারে।

Mr. Speaker: In the light of what has been stated here, I will think it over. In the light of what the Chief Minister said today, I will reconsider my ruling—I am talking of the earlier adjournment motion.

[Interruptions.]

Do you want me to reconsider my ruling in the light of what has been stated today by the Chief Minister? These are matters of great importance. I cannot haphazardly give my judgment. I will give my ruling, if possible, within this week, but it needs a little looking over.

[4-30—4-45 p.m.]

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

আমার এই সংগে একটা স্পেশ্যাল মোশান ছিল সে সম্পর্কে আপনি জানেন......

Mr. Speaker:

আপনি সেটা ভুলতে পারছেন না। পরে হবে।

Sj. Bankim Mukherji:

মনে করুন, আপনি ঠিক করলেন অ্যাডজোর্নমেন্ট মোশন এর আগে মুভ করা হয়েছিল, আপনি তাতে অ্যাসেন্ট দেন নি। তা হ'লে আজকের সিচুয়েশনে রিকন্সিডারেশনএর রেজাল্ট দু'টো হবে—অ্যাসেন্ট না দেওয়া ঠিক হয় নি।

Mr. Speaker:

এটা আপনার সম্পূর্ণ ভুল, আমি তা বলিনি।

When a Speaker is asked to reconsider his decision it does not mean that I am convinced that you are right. I must think over it and give my consideration to what has been said. It is exactly the other way about.

Sj. Bankim Mukherji:

আমি ঠিক সেই কথাই বলছি। রিকন্সিডারেশন মানে ডিসিশন চেঞ্জ হ'তে পারে, হবেই যে তা বলছি না।

Mr. Speaker:

রিকন্সিডারেশন মানেই তাই।

Sj. Bankim Mukherji:

আমি টেকনিক্যাল পয়েন্ট বলছিলাম। যদি তাই হয় যে, আজকের অ্যাডজোর্নমেন্ট মোশন ইন অর্ডার, তা হ'লে কি অ্যাডজোর্নমেন্ট মোশন মুভ করা যাবে না?

Mr. Speaker:

আমি আজকে জবাব দেব না।

Sj. Bankim Mukherji:

আমার টেকনিক্যাল পয়েন্ট সম্বন্ধে একটু পরিস্কার হ'তে চাই, সাধারণভাবে বলছি না। আপনার জাজমেন্ট যদি হয় যে, অ্যাডজোর্নমেন্ট মোশন ইজ ইন অর্ডার তা হ'লে কি ধরে নিতে পারা যাবে না যে, ইট ইজ ইন অর্ডার?

Mr. Speaker:

আমি তো আগেই বললাম এখন কিছু বলব না।

these are matters of very great importance because these will remain in the record for ever.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

আপনি জানেন, গতকাল আমি একটা মন্তব্য করেছিলাম......

Mr. Speaker:

আপনি চটে বলবেন না।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

না, স্যার, আমি চটে বলছি না। আমার যে অ্যাটিচুড আপনার কাছে অ্যাকসেপ্টেবল হবে সেই অ্যাটিচুডে বলছি। গতকাল আমি একটা অ্যামেন্ডমেন্ট করেছিলাম ঐ কনটেক্সটএ, যখন এই বেরুবাড়ি সংক্রান্ত ব্যাপারে কথাবার্তা হয় সেই সময় আমি বলেছিলাম যে, আমার সন্দেহ হয় এবং দেখছি তা অমূলক নয় যে, 'সেক্রেটারিয়েটে পাকিস্তানের কিছু এজেন্ট ঢুকে পড়েছে'। সেই মন্তব্যটা আপনি এক্সপাঞ্জ ক'রে দিয়েছেন। অথচ, স্যার, আমি সেই মন্তব্য কোন বিশেষ অফিসারের সম্বন্ধে বলি নি, আমি ঐ কনটেক্সটএ বলেছিলাম একটা জেনারাল রিমার্ক হিসাবে। সুতরাং আপনার কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি, যে লাইনটা আপনি এক্সপাঞ্জ করেছেন সেটা রেস্টোর করুন।

Mr. Speaker:

আপনার বক্তব্য শুনলাম।

Mr. Basu, I have been carefully considering it. The other day when you told me about shutting out the Press I said it would be better if you read what I had written. I do not blame you. You have not had the opportunity because the records had not been made available. I have read it through and through. This is not only for the honourable members but also for the Press: I never personally expunged any portion of the deliberation—that is No. 1; No. 2 is I expressed the opinion that nothing that was *sub judice* should be discussed; and, lastly, I had said that the rest of the proceedings may be published. The Press has overlooked it. That is the gist of my order.

I rise for ten minutes.

[At this stage the House was adjourned for ten minutes.]

[*After adjournment.*]

[4-45—4-55 p.m.]

Mr. Speaker: I must apologise I adjourned the House for ten minutes and on my own I adjourned for a few minutes more because something very important was being discussed about the very question for which you are agitating. You will have my views later on.

Sj. Nepal Ray:

স্যার, আমি বলছি কি, একটা স্পেশ্যাল মোশন এনে যদি ব্যাপারটা ডিসকাস্‌ড হ'ত তা হ'লে ভাল হ'ত।

Mr. Speaker: I will not discuss the matter further. I have withheld my judgment. The judgment will be given. Many of the leaders were present in the room and I think there is an agreed formula.

Sj. Nepal Ray:

স্যার, আমি বলছিলাম যে, একটা স্পেশ্যাল মোশন আনলে আমরাও 'জয়েন' করতে পারি।

Mr. Speaker: Everybody will get a chance of expressing his views. No more discussion on the subject. Day's work begins.

Sj. Deben Sen:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমার একটা অনুরোধ আছে। আপনি যে রুলিং দিলেন একটা গুরুতর বিষয় সম্পর্কে—

stopping of publication of Assembly Proceedings in the press

তাতে আপনার আর্গুমেন্ট কি তা বুঝতে পারছি না। অবশ্য আমি শুনি নি আপনি কি বলেছেন। তবে আমি যতদূর বইতে পড়েছি তাতে কোন জায়গায় দেখি নি যে, স্পীকারের এই রকম রাইট আছে।

Mr. Speaker: So far this particular matter is concerned it is an abstract question. No ruling on this point is necessary because the facts are completely different.

এটা পরিষ্কার হওয়া দরকার—স্পীকারের রাইট আছে কি না? আমার বিশ্বাস আছে।

Sj. Deben Sen:

আপনি দয়া কোরে পড়বেন। মে'র পার্লামেন্টারী প্রসিডিংসএ আপনাকে এরকম রাইট দেওয়া হয় নি।

Mr. Speaker:

আমি পড়েছি

Mr. Sen, you are making a mistake. Perhaps you are being carried away by emotion. Mr. Jyoti Basu raised three points, (1) have I expunged any part of the proceedings? I have told him that I did not; (2) the point about which Mr. Jyoti Basu was taking exception was the portion which is *sub judice* should not be discussed and should not be published in the press, that which is not *sub judice* I have already said on that day that it could be published in the press. It was said at the last moment. Perhaps the press did not know it.

Sj. Deben Sen:

তা হ'লে দাঁড়াচ্ছে যেটা সাব-জুডিস সেটা ডিসকাস করতে দিলেন কেন?

আপনি স্টপ করতে পারেন না।

Mr. Speaker: I am telling you again, Mr. Sen. I have not decided that point as there was no necessity to decide. Should such an event happen I will give my decision.

Day's business begins.

চায় বা কোন দলিল করাতে চায় তা হ'লে তাদের সেটা করতে দেওয়া হবে না—সেরকম কোন রেস্ট্রিকশন ছিল না। যদি কোন জমির মালিক জমি বিক্রি করে এবং সেই জমি যদি তার সিলিংএর বেশি হয় তা হ'লে তিনি ভবিষ্যতে টাকা ফেরত দিতে বাধ্য থাকবেন কিনা সেরকম কোন বাধানিষেধ না থাকার ফলে আজকে সমস্ত জমি ব্যাপকভাবে হস্তান্তরিত হয়েছে। সেই সমস্ত কোবলা দানপত্র ইত্যাদির সুযোগ দিয়ে আমাদের ভূমিসংস্কার আইনকে কার্যকরী করার জন্য যেসমস্ত রেভিনিউ অফিসার নিযুক্ত হয়েছেন সেই সমস্ত রেভিনিউ অফিসারের মারফত আইনের আওতার মাধ্যমে হাজার হাজার ভাগচাষী, লক্ষ লক্ষ ভাগচাষীকে এইভাবে জমি থেকে তারা উচ্ছেদ করছেন এবং বাংলাদেশে কৃষিব্যবস্থার মধ্যে এই যে দরিদ্র ভূমিহীন ভাগচাষী যারা সামান্যতম জমি ভাগে চাষ ক'রে নিজেদের জীবিকার্জন করত আজকে সমস্ত বাংলাদেশ জুড়ে তারা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে, আজ তারা সপরিবারে গাছতলায় এসে দাঁড়িয়েছে। আজকে গ্রামাঞ্চলে তাদের দৈনন্দিন কাজ করবার কোন সংস্থান নেই, কোন ব্যবস্থা নেই। যেসমস্ত জমি বেআইনীভাবে হস্তান্তরিত হয়েছে সেই জমিতে যাতে কোনক্রমে পুরানো ভাগচাষী বজায় থাকতে পারে তার ব্যবস্থা করা দরকার, কারণ পুরানো চাষী বজায় থাকা মানে হচ্ছে পুরানো মালিক কে ছিল, কে হস্তান্তর করেছে সব কিছুই ধরা পড়ার সম্ভাবনা থাকে। সেজন্য আজকে বেনামী হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে যেসব নতুন নতুন মালিক খাড়া হয়েছে তারা ব্যাপকভাবে জমি থেকে সেইসমস্ত ভাগচাষীকে উচ্ছেদ ক'রে দিয়ে নতুন কায়দায় নতুন লোক নিযুক্ত করছে। এইভাবে সমগ্র গ্রামাঞ্চলে এই ভূমিব্যবস্থার ভেতর নানা-রকম ত্রুটি থাকার জন্য মধ্যস্বত্বাধিকারী কিংবা খাস জমির মালিক মধ্যস্বত্বাধিকারী হোন কিংবা বড় রায়তী স্বত্ব প্রজা হোন, বড় বড় জমির মালিক জোতদার হোন, তাঁরা আজ ব্যাপকভাবে বেআইনী হস্তান্তর করছেন। এটা প্রতিরোধের জন্য এই আইনসভায় এখনও পর্যন্ত সেরকম কোন ব্যবস্থা গৃহীত হয় নি বা এই বিলের কোন অংশে তার কোন উল্লেখ নেই। আমি একথা বলতে চাই যে, এরকম টুকরা টুকরা সংশোধন নিষ্ফল হবে। এইরকম ক্ষমতা হস্তান্তর ক'রে ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টর কিংবা ডিভিসনাল কমিশনারের হাতে ক্ষমতা দিলেও কিন্তু এই যে সমস্ত বেআইনী কার্যকলাপ চলেছে এ যদি বন্ধ না করা যায় এবং যেসমস্ত অন্যায় অত্যাচার চলছে তাকে প্রতিরোধ করবার জন্য যদি সুষ্ঠু ব্যবস্থা গৃহীত না হয় তা হ'লে এই রকম টুকরা সংশোধনের দ্বারা কিছুই হবে না এই আমার বক্তব্য।

[5—5-10 p.m.]

Sj. Dasarathi Tah:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের রাজস্বমন্ত্রী অত্যন্ত দয়াবান। তিনি মধ্যস্বত্বভোগীদের যেসমস্ত কম্পেনসেশন বা ক্ষতিপূরণ সেটা যাতে সহজে দেওয়া যায় সে বিষয়ে খুব সচেষ্ট। এবিষয়ে তাঁর উদ্দেশ্য সাধু। কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে এই, যাদের জন্য তিনি এত ব্যস্ত হচ্ছেন তাদের কোন ঘটনা তাঁর কাছে বিশেষভাবে পরিস্কার হওয়া উচিত। আমি একটা জায়গার কথা বলছি সেটা তিনি জানেন। বর্ধমান জেলার কাটোয়া এবং কালনা মহকুমার মাঝখান দিয়ে যে খড়ি নদী প্রবাহিত হয়েছে সেই খড়ি নদীর উপর লম্বায় ১০ মাইল এবং প্রস্থে প্রায় দুই মাইল যে জায়গা সেটা নদীর বেড়। এবং সেই জায়গায় এই শীতকালে—বর্ষাকালে যেখানে আবাদ হয় না সেখানে অত্যন্ত জল হয়, সেখানে চাষ হয় এবং জমির চাষের পরিমাণ দশ হাজার একর প্রায় ৩০ হাজার বিঘা। এখন পর্যন্ত আমরা এই কথাই জানি যে, ডাক্তার বিধান-চন্দ্র রায়ের কল্যাণে কলকাতা তো ব্যাসকাশী হয়ে গিয়েছে জমিদারী উচ্ছেদে। সেটা আলাদা হয়ে গেছে। কিন্তু কলকাতা ছাড়া পশ্চিম বাংলায় সর্বত্র এই জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের নামে জমিদারী দখল আইন প্রয়োগ হয়েছে। কিন্তু ঐ জায়গাটায় কিছু হচ্ছে না কেন? সেটাও কি ব্যাসকাশী হয়ে গেছে? আমরা কোথাও জমিদার খুঁজে পাচ্ছি না কিন্তু জমিদারের অস্তিত্ব দেখছি এই কাটোয়ার অঞ্চলে। সেখানে আমরা গেলাম জমিদার খুঁজলাম, প্রকাশ্যে তাঁরা জমিদার বলেন না কিন্তু তাঁরা জমিদারীর খাজনা আদায়ের সময় জমিদার বোঝা যায়। তাই আমি বলেছিলাম যে, নিরাকার চৈতন্য সরকার। তাঁদের আকার নেই কিন্তু চৈতন্য আছে। সে জায়গায় খাজনার হার অতি চমৎকার। দু' টাকা ছিল পূর্বে এখন ২৫ টাকায় উঠেছে। এবং তাঁদের যাঁরা [illegible] বা মোক্তা তাঁরাই জমি ব্যবস্থা করেন বিঘাপ্রতি দু' টাকা করে আদায় করবার। সে চেষ্টাও তাঁদের সফল হয়। এবং ধান ওঠবার পর ঐ যে খাজনা

আদায় হয় ২৫ টাকা করে টাকাপ্রতি দুই আনা ক'রে জল খরচ নেন। অতএব তিন টাকা দু' আনা এবং দু' টাকা এই পাঁচ টাকা দু' আনা গোমস্তাকে দিতে হয় এবং জমিদার পান সে জায়গায় ২৫ টাকা। আমার কেবল বক্তব্য তিনি জমিদারী উচ্ছেদের কাজ সহজ ক'রে দিয়েছেন এবং কম্পেনসেশন দিয়ে জমিদারদের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ ক'রে দিয়েছেন কিন্তু দু'জন যে জমিদারের সৃষ্টি হয়েছে—এটা তিনি জানেন কিনা আমি জানি না। এ বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করছি। এখানে যারা জমিদার আছেন তাঁরা চমৎকার ব্যবস্থা করছেন। এখন তাঁরা দেখছেন কি জানি কি হয় এখন তাঁরা আবার কবিলতি দিয়ে লিখিয়ে নিতে চাইছেন যে, না "আমরা ভাগচাষ করিতাম"। সেখানকার লোকেরা যখন লিখতে রাজী নয় এবং তারা জানে জমিদারী খাজনা একমাত্র সরকার ছাড়া কেউ আদায় করতে পারে না এবং সরকারই করুক আর যে কেউ করুক তাদের রসিদ দিয়ে করতে হবে এটা তাদের জ্ঞান হয়েছে, তারা কেউ খাজনা দেয় নি—তারা এখন দৃষ্টি আকর্ষণ করছে সরকারের যে, আপনারা এসে খাজনা নিয়ে যান। অধ্যক্ষ মহোদয়, খাজনা আদায় করবার জন্য এ'রা কত টাকা ব্যয় করেন আর যারা খাজনা দেব ব'লে অস্থির হয়ে আছে তাদের খাজনা নেবার মানুষ নেই। তাই বিমলবাবুকে বলি যাঁরা ওদের উপর বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন খাজনা বন্ধ করেন তাঁদের বেলায় এ'রা সচেতন হন। কিন্তু যারা খাজনা দেবার জন্য প্রস্তুত তাদের খাজনা এ'রা নেন না। ইতোমধ্যে দেখা গেল যাঁরা তথাকথিত জমিদার আছেন তাঁরা এখন ভূদান যজ্ঞ শুরু করেছেন। তাঁরা লাঠির দ্বারা ভূদান যজ্ঞ আরম্ভ করেছেন। তাঁরা লাঠিয়াল এনে বলছেন যে, ঐ লাঠিয়াল হচ্ছে ল্যান্ডলেস, তারাই হবে জমির মালিক। তাই আমার বক্তব্য এই ৩০ হাজার বিঘার জমির খাজনা সরকারের প্রাপ্য। সরকার কি এই খাজনাগুলি নেবেন তাড়াতাড়ি? ক্ষতিপূরণের যখন কথা আসবে সেই জায়গায় আমাদের আপত্তি জানান রইল যে, যারা কোনকালে জমিদার ছিল না তারা আজ রাতারাতি সাজা জমিদার হয়ে উঠে ক্ষতিপূরণ নেবেন এটা কখনই হ'তে পারে না। অসৎ পাত্রে ক্ষতিপূরণ দেবেন এটা কখনই হ'তে পারে না। ইতোমধ্যে তাঁরা যাতে উচ্ছেদ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। যদিও সরকার তিনদল পুলিস পাঠিয়েছেন উচ্ছেদ বন্ধ করবার জন্য। কিন্তু আমরা দেখছি এতে উল্টা ফল হয়েছে। পুলিস সেই সমস্ত তথাকথিত জমিদার তাদের ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। এতে চাষীরা আতঙ্কিত হয়েছে এবং জমিদারের লোকেরা দেখাচ্ছে পুলিস তো আমাদের। সুতরাং "যারে তুই করবি নালিশ সে তো আমার পাশের বালিশ" এই অবস্থা হয়েছে। এটা অত্যন্ত জরুরী ব্যাপার। বিমলবাবু ভাল লোক, বিচক্ষণ লোক, তিনি যেন এর তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করেন এবং তিনি যেন এক্ষুণি ঘোষণা করেন যে, জমি থেকে কাকেও উচ্ছেদ করা যাবে না। প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রজা উচ্ছেদের কথা উঠতেই পারে না একথা আপনি ঘোষণা করুন। আমাদের বন্ধুবর মাননীয় সাত্তার সাহেব তিনিও এদের মৌখিক আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু আমরা গিয়ে দেখলাম সেখানকার ভূতপূর্ব মন্ত্রী যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা মহাশয়ের বৈবাহিক তিনি সেখানে এমন ভূদান যজ্ঞ আরম্ভ করেছেন যে, সাত্তার সাহেবের আশ্বাসে কিছুই হচ্ছে না। যদিও কংগ্রেস থেকে একটা এনকোয়ারি কমিটি হয়েছে যদিও ইতোমধ্যে ৫০টা কৃষক উচ্ছেদ হয়ে গিয়েছে।

তাই বিমলবাবুকে অনুরোধ—এদিকে তো আপনি দাতাকর্ণ কিন্তু ওদিকটা একটু সামলান। যাতে বড়াবিলের চাষীরা যারা সত্যিকারের টিলার অফ দি সয়েল তাদের হাতে জমি থাকে তার ব্যবস্থা করুন। উচ্ছেদ বন্ধ ক'রে দিন—এটাই আমার বক্তব্য।

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, কম্পেনসেশন দেবার ব্যাপারে যে সংশোধনী এসেছে, সেই সংশোধন—যাতে কম্পেনসেশন আরও তাড়াতাড়ি পায় সে সম্বন্ধে ধারা আবার নতুন ক'রে যোগ হয়েছে। আমি মোটামুটি একটি জিনিস বলতে চাই যে, হয়ত এটা ঠিক যে, এর মাধ্যমে হয়ত কম্পেনসেশনএর টাকা একটু তাড়াতাড়ি পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু এখন কম্পেনসেশন পাওয়ার যে পদ্ধতি আছে, যে রীতি আছে, যদি এর মধ্যে সেই পদ্ধতিগুলোর যোগ থাকে তা হ'লে বিপদ আছে। সেজন্য সে জিনিসগুলো সম্বন্ধে সচেতন থাকা প্রয়োজন আছে ব'লে মনে করি। সেটা হচ্ছে এইজন্য এই টাকা যাঁরা পাবেন বিশেষ ক'রে যাঁরা কম টাকা কম্পেনসেশন হিসাবে পাবেন—আসলে দেখা যায় যে, কম্পেনসেশনএর টাকা পেতে গেলে তার একটা বেশ মোটা অংশ তাদের বেরিয়ে যায়। ফলে তাদের [illegible] কোন উপকার হয় না

এবং যে ধরনের দুর্নীতি এর মধ্যে রয়েছে মন্ত্রিমহাশয়ের সেটা উচিত যে ঠিক যে টাকাটা তারা কম্পেনসেশন পাবে—সেটা যেন তাদের হাতে পৌঁছায়। এবং এই টাকা দিয়ে যাতে তাদের একটা পাল্টা বন্দোবস্ত হ'তে পারে সে সম্বন্ধে যদি মন্ত্রিমহাশয় তীক্ষ্ন নজর না রাখেন তা হ'লে যে উদ্দেশ্যে কম্পেনসেশন দেওয়া হচ্ছে, যে পদ্ধতি বর্তমানে আছে সেটাই যদি চালু থাকে তা হ'লে ও টাকাতে তাদের কোন মঙ্গল হবে না বরং তারা আরও বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সেজন্য বিমলবাবুকে আমি বলছি যে, এই টাকা কম্পেনসেশন দেবার সময় যেভাবে টাকার অপব্যয় হয় সেটা কিভাবে বন্ধ করা যায় এবং এজন্য যদি কোন ধারার পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয়, তা করবেন, তা হ'লে কম্পেনসেশনএর টাকা দেওয়ার এবং পাওয়ার খানিকটা সার্থকতা হ'তে পারে।

আমার দু' নম্বর কথা হচ্ছে, নতুন নতুন যেসব মালিক হয়েছে, বিশেষ ক'রে দেখতে পাচ্ছি যেগুলো খুব অনগ্রসর অঞ্চল এইসব জায়গায় এত অসংখ্য নতুন নতুন মালিকের জন্ম হয়েছে যে তারা কম্পেনসেশনএর টাকাও পাচ্ছেন আবার জমিও লুকিয়ে রেখেছেন—এই রকম একটা অবস্থা দেখা যাচ্ছে।

[5-10—5-20 p.m.]

কাজেই সেই জিনিসগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তদন্ত করার প্রয়োজন আছে এবং সেটা তদন্ত ক'রে যাদের জমির মালিকানা অন্যায়ভাবে স্বীকৃত হয়েছে খেসারতির টাকা যেন তাদের হাতে না পৌঁছায়, এ সম্বন্ধে একটা সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। সেটা কি ক'রে রাখা যায়, সেদিকে একটু লক্ষ্য ক'রে দেখবেন। নিশ্চয়ই এগুলি পরামর্শ করতে গিয়ে আপনারা দেখেছেন। তিন নম্বর হচ্ছে কম্পেনসেশনের টাকা দেবার প্রশ্ন। কম্পেনসেশন দেওয়ার পর যে জমিগুলি পেয়েছেন, সেই জমিগুলি সাধারণ মানুষ, কৃষকদের দেওয়ার কথা ছিল এবং বিশেষ করে ভাগচাষী ও বর্গাচাষীদের স্বার্থ রক্ষা করবার কথা ছিল। কিন্তু যে অবস্থা হয়েছিল, সে সম্বন্ধে আমার বন্ধু হরেকৃষ্ণবাবু বলেছেন। এখানে একটা ব্যাপকভাবে ত্রাস সৃষ্টি হচ্ছে। কম্পেনসেশনের টাকা বিতরণের ব্যাপারে, যাদের অন্যান্য মালিকানা পত্তন আছে, বিভিন্ন জায়গায় যেসমস্ত বর্গাচাষী আছে, তাদের ব্যাপকভাবে উচ্ছেদ হবার সম্ভাবনা রয়েছে। এই হচ্ছে অবস্থা। এর জন্য সেখানে একটা ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি হচ্ছে বলাই বাহুল্য, সেই ফসল কাকে দেবেন তা তাঁরা হদিশ করতে পারছেন না এবং তার ফলে অবস্থাটা এই রকম দাঁড়াবে। যে অঞ্চলে সঙ্কট দেখা দেবে সেখানে হয়ত সাহায্য করতে পারেন। কিন্তু বাংলাদেশে এমন অনেক অসঙ্গত অঞ্চল আছে, সেখানে হরির লুঠের মত কাজ হবে। সরকার খাজনার টাকা আদায়ের জন্য তাগিদ করছেন এবং আর এক দিকে কৃষকরা উচ্ছেদ হচ্ছে। কৃষকদের কম্পেনসেশন দেবার, গ্রামে গ্রামে পঞ্চায়েত গঠন করবার প্রশ্ন উঠেছে, আর এক দিক দিয়ে গ্রামের ভাগচাষী উচ্ছেদের সম্ভাবনা—এই যে একটা ব্যাপক আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, তাকে কি ক'রে বন্ধ করা যায় সে বিষয় বিশেষভাবে চিন্তা করা প্রয়োজন হয়েছে। এ সম্বন্ধে একটা সুষ্ঠু ব্যবস্থা অবলম্বন করা একান্ত প্রয়োজন, কারণ এটা অত্যন্ত ভীষণ ভয়ের ব্যাপার। বিভিন্ন জায়গায় যে অবস্থা দেখছি, জনসাধারণের বিক্ষোভ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। আমি আশা করি বিমলবাবু এর জন্য সতর্ক থাকবেন এবং কৃষিমজুরদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবেন।

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি আর একটা বিষয়ের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, সেটা হচ্ছে গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় সরকার কর্তৃক পুলিস ফৌজ নিয়ে গিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করা। আমি বিশেষ ক'রে সুন্দরবন অঞ্চলের কথা বলছি, যেখানে পুলিস ফৌজ ইত্যাদি রাখা হয়েছে। পুলিসের কর্তৃপক্ষ বলছেন, আমরা দেশে অশান্তি হ'তে দেব না। কিন্তু আমরা দেখেছি এক-পক্ষকে সাহায্য ও রক্ষা করা। অর্থাৎ যেখানে টাকা সেইদিকে যাচ্ছেন, গরিব চাষীর জন্য কিছু করা হচ্ছে না। যাই হোক সেটা যাতে বন্ধ করা যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখবার জন্য আমি বিশেষ-ভাবে অনুরোধ করছি, তা না হ'লে গ্রামাঞ্চলে একটা ব্যাপকভাবে অশান্তি সৃষ্টি হবে। এটা

যদি [illegible] করবার ব্যবস্থা অবিলম্বে না হয়, এবং ভাগচাষীর উচ্ছেদ বন্ধ করার ব্যবস্থা না হয়, তা হলে আজকে কম্পেনসেশনের টাকা দিয়ে একদিকে যেমন বিক্ষোভ দূর করবার চেষ্টা হচ্ছে, অন্যদিকে আর একটা নতুন বিক্ষোভ দেখা দেবে এবং কৃষকের মধ্যে নতুন সংকট সৃষ্টি হবে। সেইজন্য আমি মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়কে এদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখবার জন্য অনুরোধ করছি।

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: Sir, I have listened with great care to the speeches of the honourable members. There have been many extraneous matters brought into the discussion which do not relate particularly to this Amending Bill. As a matter of fact, many of the speeches made criticse or draw attention to facts which are generally related to the situation in the countryside but has, I am sorry to say, no connection with the present Bill whatsoever, but, Sir, I welcome these criticisms and the putting forward of these grievances because that let us know what is happening in the countryside. First, I would deal with the point raised by Mr. Basanta Panda. His point was that the Government, if they are feeling difficulty about the payment of special compensation, should have inserted this power of delegation in the proper section and a general power should not have been taken. His point was that the State Government have many duties to perform besides sanctioning special payment or *ad interim* payment of compensation. Therefore, if the power is given generally to delegate powers to lower officers it would not be proper. Sir, as a lawyer he must know that there is a section in every Act which allows Government to delegate its authority. Therefore, there is hardly any scope even from the point of view of framing the law for putting at different places different types of delegation and arrange for delegation for one purpose to one officer and delegation for another purpose to another particular officer. Therefore, Sir, there is not much in that argument and I feel that if necessary should arise the Government should have to decentralise power and delegate power to local officers. It is the duty of the Government to see that things are efficiently done. Therefore, that is an administrative measure in which you must trust the Government and you should leave it to the Government whether they would think it fit or not to delegate power to lower officers or reserve the power to themselves.

Sir, secondly, before I deal with the question of Bhag Chas and all that, though they really does not arise out of the present Bill, I would like to refer to the question raised by Shri Dasarathi Tah. I remember that some time ago our friend Shri Abdus Sattar had visited the area and he also took the Settlement Officer of Burdwan with him. It was Shri Abdus Sattar who brought the question to my notice and then I received a letter from Shri Benoy Krishna Chowdhury. Last of all, when Shri Benoy Chowdhury's tour report came out in the Jugantar I received a notice of adjournment motion from Shri Dasarathi Tah. I do not know if he has based his opinion on that report or he has visited the area himself. Sir, facts of the case are well known to the Government. Shri Benoy Chowdhury had also met me and had a very detailed discussion about the matter. I have outlined to him the steps already taken and are going to be taken by the Government. As Mr. Tah should have been aware, when this matter was brought to the notice of Government long ago, Government ordered re-attestation—for correct recording of tenants' names and all other details. Mr. Tah should also know that in a High Court case injunction was issued restraining Government from proceeding with the re-attestation and Government could do nothing in the matter. In regard to the cases where there has been no injunction order Government are taking adequate steps for re-attestation.

[5-20—5-45 p.m.]

About certain other measures I have had a thorough discussion with Shri Benoy Chowduhry and Shri Abdus Sattar and I can assure the House that adequate and proper steps would be taken.

Sir, I am not aware of the situation that has arisen about Bhag Chas Board but really that relates to the Land Reform Act, Chapter III. That does not arise in this connection. I hope to make a statement during the Budget Session about steps that we have taken in the matter and I can assure the House that Government are keenly watching the situation that has arisen and will be taking active steps very soon to prevent eviction and as also prevent eviction proceedings.

Sir, I think I can dispose of that question too. The issue so far as the present Bill is concerned is very simple. It is this as I outlined in my opening speech whether to delegate some powers to the authorities such as Commissioners or Collectors. I think that would help in the speedy disposal of special claim cases. Sj. Saroj Roy had mentioned about difficulties of intermediaries and others in the Midnapore district. He questioned why there has been such a great delay in the finalisation of cases under section 44(2) of the Act. It was made amply clear that the period for filing applications in section 44(2) cases for the revision of settlement records was made by the Government. You cannot have it both ways. If you want finalisation of records after proper and careful scrutiny, naturally time has to be given, and if there had been no finalisation it is because of section 44(2) cases which are plenty in number are yet to be disposed of. They are not to be disposed of in a hurry. If we settle these disputes in a hurry and dispose of cases without proper scrutiny or enquiry the poor tenants will be forced to go to court and be involved in costly process of litigation. Therefore, that must take some time. Unless that is finalised I am not in a position to determine finally who is the intermediary. As I promised last time in the House I have stepped up adinterim payment and special payment. I can give some figures of Midnapore district. In 1955-56, 99 thousand rupees and odd had been paid as compensation. The corresponding figure for 1956-57 is Rs. 4 lakhs and 88 thousands. In 1957-58 the figure has gone up to Rs. 13 lakhs 13 29 thousands and for first few months only of 1958-59 has already reached Rs. 7 lakhs. That shows that we are making more and more payment. As I want to make more and more payment therefore this amending bill has been brought forward. I think the House will be pleased to accept it.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st January 1959, was then put and lost.

The motion of the Hon'ble Bimal Chandra Sinha that the West Bengal Estates Acquisition (Second Amendment) Bill, 1958, be taken into consideration, was then put and agreed to.

Clause 1

The question that clause 1 do stand part of the bill was then put and agreed to.

[At this stage the House was adjourned for 20 minutes.]

[*After adjournment.*]

Clause 2

[5-45—5-55 p.m.]

Sj. Basanta Kumar Panda: Mr. Speaker, Sir, I have got only two amendments to this clause, Nos. 2 and 3, which I move.

I move that in clause 2, in line 4, for the words "the Commissioner of a Division or a Collector" the words "and the power under second proviso to sub-section (1) of section 12, to the Commissioner of a Division or a Collector" be substituted.

I also move that in clause 2, in line 4, for the word "or" the word "and" be substituted.

The first amendment is very simple and it is only to fulfil the Objects and Reasons which have been stated in the Bill. The object is, as we have heard from the Hon'ble Minister and also it appears from the Statement of Objects and Reasons, that powers are necessary to be given to the Collectors and the Commissioners for the purpose of giving some more allowances to the intermediaries before the due time. As the Hon'ble Minister has explained, we see that is also a necessary factor, but by introducing this in section 14 of the Act these officers may get more power. Therefore, just to keep in line with the Objects and Reasons as stated by the Hon'ble Minister, I have proposed this amendment. The amendment is this, that in section 54 of the original Act, just after the words "Board of Revenue" the following portion may be inserted "and the powers under second proviso to sub-section (1) of section 12 to the Commissioner of a Division or a Collector." If this amendment is accepted, then the purpose for which the Bill has been brought will be fully served but the powers shall not be enhanced or extended to other fields of this Act. If this portion is accepted then the amended portion would run thus: The State Government may by notification in the official gazette delegate any of its powers under this Act, except the power of making rules under section 59, to the Board of Revenue—and then—and the powers under second proviso to sub-section (1) of section 12, to the Commissioner of a Division and a Collector, subject to such reservations, if any, as may be specified in this notification. We are conscious of the fact that the Board of Revenue being the highest revenue authority of the State should enjoy more powers than the Collectors and the Commissioners. If the Collectors and the Commissioners are given unrestricted power there may be a chance of misuse. And there is also another point to be looked into. The Collector, the Commissioner, the Board of Revenue and the Government—these four agencies are to exercise these powers, that is, giving more money before the due time to the intermediaries. Now, nobody will exercise the power in consultation with the other. So some Collectors or some Commissioners may be awarding more money but the other Collectors and other Commissioners may not do so. Therefore I was proposing for the establishment of a Statewise authority. The State Government and the Board of Revenue are the two Statewise authorities; other authorities are local authorities. Therefore to restrict them within a very limited scope and to fulfil the purpose of the Objects and Reasons I have proposed this amendment. I think if the Hon'ble Minister looks to the Objects and Reasons he will be satisfied with this simple and innocent amendment.

Mr. Speaker: Amendment of Sj. Saroj Roy is out of order. But Mr. Roy, you can speak.

Sj. Saroj Roy:

এটা যদিও আউট অব অর্ডার করা হয়েছে কিন্তু মন্ত্রিমহাশয়ের উদ্দেশ্য ছিল যাতে সহজে কম্পেনসেশন পায় তার একটা বিধিব্যবস্থা করা এবং আমরা অপোজিশনে বলেছিলাম—যাতে ছোটরা বেশি টাকা পায়। তার জবাব দিতে গিয়ে উনি বলেছেন যে, ৪৪(২)তে যা আছে পাবলিকেশন করা সেটা কোনরকমে অ্যামেন্ড করা যায়। আমি বলছি একটা প্রোভাইসো যোগ করে দিন। বড়দের টাকা দিতে গেলে অনেক বেশি লাগবে তাদের প্রয়োজনও বেশি নয়। ছোটদের প্রয়োজন বেশি বড়দের চেয়ে। যাদের ৩,৬০০ টাকা বাৎসরিক আয় তাদের অ্যাড-ইন্টেরিম যা দিয়েছেন তার পরিমাণ হচ্ছে ২৫০ টাকা। সেখানে তাই বলেছিলাম যেখানে

বাৎসরিক আয় এই রকম যত টাকার সেই বাৎসরিক আয় যদি দিয়ে দেন—যখন কম্পেনসেশন দিচ্ছেন—অর্থাৎ বৎসরের ৩ মাস বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় মাসের মধ্যে যদি বাৎসরিক সাময়িক আয় যত টাকার তা দেন তা হ'লে তারা আজকে যে আর্থনীতিক সঙ্কটে পড়েছে সেটা থেকে রেহাই পায়, যতদিন ফাইন্যাল পাবলিকেশন না হচ্ছে ততদিন সব টাকা দিচ্ছেন না। যদিও আমার এটা আউট অব অর্ডার হয়েছে টেকনিক্যালি, তবু মন্ত্রিমহাশয় এটা কিভাবে অর্ডারে রাখা যায় এইরকম একটা প্রভিশন যদি যোগ করেন তা হ'লে তাঁর উদ্দেশ্য আরও ভালভাবে সাধিত হ'তে পারবে ব'লে আমি বিশ্বাস করি।

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: Mr. Speaker, Sir, so far as the amendments of Mr. Basanta Kumar Panda are concerned, I made perfectly clear in my reply to the consideration motion that it is better to have an open amendment rather than a closed amendment, because it has been my experience that it would not be fair or expedient to concentrate the powers at the Board of Revenue level. There may be necessary to decentralise some portion of the work—say when final publication roll has been ordered to be prepared and final compensation payment begins. Therefore, instead of expecting the Government delegating powers only for the purpose of compensation payment, it is better to have the right to delegate such powers as the Government may in its discretion think necessary. Therefore, I oppose this amendment.

So far as Sj. Saroj Roy's contention is concerned, I am fully in sympathy with what he has said. But, Sir, there are certain technical difficulties. For instance, it is not yet possible to know who is really a small owner and who is really a big owner. A man who shows an income of Rs. 1,400, it is quite possible—and there are innumerable cases like that—that he has subdivided his land amongst people who are really his benamdars. Therefore the man showing Rs. 1,400 income has to be found out and enquiries are to be made under section 5A of the Act and if there has been *mala fide* transfer that transfer has to be set at nought. Therefore, Sir, because of these difficulties I am not in a position to tell finally whether a man who shows that his income is Rs. 1400 is really a small owner or not. I quite appreciate the difficulties that the small intermediaries are facing. Therefore, I have impressed upon my officers the need for making quick compensation payment. I am keeping watch over compensation offices. I may tell the House that I am trying to check corruption, if there is any, and remove difficulties that have arisen out of the attitude of the compensation officers. I propose to deal with this question in a two-fold manner,

[5-55—6-5 p.m.]

firstly, to expedite compensation payment by decentralising the operation so far as possible and I have advised small intermediaries to make applications for special payments and I am willing to allow special payments. As Mr. Saroj Roy knows, some cases were handed over to me at Midnapore. Of those cases, there were some which had some difficulty about record-of-rights—all those cases have been disposed of. Therefore, I would request all sections of the House to advise these smaller intermediaries to get special compensation and we shall see to it that their sufferings are mitigated by giving them lump compensations as far as possible.

Sir, I oppose both the amendments of Mr. Panda.

The motion of Sj. Basan Kumar Panda that in clause 2, in line 4, for the words "the Commissioner of a Division or a Collector" the words "and the power under second proviso to sub-section (1) of section 12, to the Commissioner of a Division or a Collector" be substituted was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 2, in line 4, for the word "or" the word "and" be substituted was then put and lost.

The question that clause 2 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 3

The question that clause 3 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Preamble

The question that the preamble do stand part of the Bill was then put and agreed to.

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: Sir, I beg to move that the West Bengal Estates Acquisition (Second Amendment) Bill, 1958, as settled in the Assembly, be passed.

Sj. Saroj Roy:

এই থার্ড রিডিংএ একটা কথা জানাতে চাই মন্ত্রিমহাশয়ের অবগতির জন্য। তিনি যে রাস্তা নিলেন, তিনি যে মনে করছেন বোর্ড অব রেভিনিউ থেকে ডিস্ট্রিক্ট অথরিটির হাতে কিছু সুবিধা দিলেন তাতে ইন্টারমিডিয়ারিদের টাকা পাওয়ার সুযোগ-সুবিধা হবে। সেদিকে যে কিছু সুযোগ-সুবিধা বাড়বে তা ঠিক। কিন্তু ডিস্ট্রিক্ট অফিসে কি কাণ্ডটা হয় তার একটা ছোট উদাহরণ মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে দিই যেটা মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে কিছুদিন আগে এসেছে। ১৯৫৬ সালে ৩ জন হরিপদ দাস, নিত্যানন্দ দাস ও অদ্বৈত দাস—কেস নং ৮৫২, ৮১৪ ও ৮৪৭—তারা দরখাস্ত করলে ১৯৫৬ সালে কম্পেনসেশনের জন্য। কম্পেনসেশন অফিস থেকে তাদের জানান হ'ল জানুয়ারি ১৯৫৭ সালে যেসমস্ত তাদের জমি সরকার নিয়েছেন তার দলিল-দস্তাবেজ দাখিল করা হউক গভর্নমেন্টের ঘরে। তার পরে দেখা গেল ২৫এ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৭তে তাদের ডিস্ট্রিক্ট অফিস থেকে জানিয়ে দেওয়া হ'ল যেসমস্ত জমি সরকারের হাতে গিয়েছে তার কোন ইনকাম নাই। 'ইনকাম নিল' জানানোর ফলে ঐ তিনজন ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি ক'রে এ ডি এম-এর অফিসে গিয়ে বলল—আপনারা হিসাবে ভুল করেছেন। প্রথমে এ ডি এম-এর অফিস থেকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হ'ল। তারপরে দেখা গেল তারা যে হিসাব দিয়েছে তার কোন পাত্তাই নেই। তারপরে এ ডি এম-এর অফিস থেকে চিঠি এল যে তাদের 'ইনকাম নিল', তাদের দলিল-দস্তাবেজ হারিয়ে গেছে। দিনকতক পরে তারা আবার খুঁজে দাখিল করল। তারপরে ১৯৫৮ সালের জানুয়ারি মাসে কম্পেনসেশন এল মাত্র ৩৩ টাকা। সেই কম্পেনসেশন পাওয়ার পরে তাদের চক্ষু চড়কগাছ হ'ল। তারা বুঝল হিসাব বানচাল হয়েছে। দু' দুবার হিসাব দিলে, তথাপি হিসাব নাই। তখন আবার কাগজপত্র নিয়ে ৩-৪ দিন ঘোরাঘুরির পর দেখা গেল যেসমস্ত হিসাবনিকাশ তারা দিয়েছে সেই সমস্ত যে পাকা খাতায় গ্রহণ করার কথা তা তাঁরা গ্রহণ করেন নি। তারপর যখন এগুলো দেওয়া হ'ল তখন কে জি ও সাহেব বললেন—এস ডি সি-র অফিসে পাঠিয়ে দিলাম। এস ডি সি-র অফিস থেকে ডি সি ও-র অফিসে যাওয়ার কথা। কোনরকম ঠোকাঠুকি ক'রে কে জি ও-র কাছে গেল। কে জি ও-র কাছে যাবার ৯-১০ দিন পরে এস ডি সি-র কাছে গেল। তারপর তিনি বললেন যে, ৯-১০ দিন বাদে ডি সি ও-র কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ডি সি ও-র কাছে পাঠিয়ে দেবার পরে চিঠি এল যে, তোমার কাগজপত্র, এফিডেভিট দাখিল কর। তারা যথাযথ স্থানে দাখিল করার পর যখন দেখল যে, কিছুই হ'ল না তখন তারা বিরক্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে সরাসরি পাঠিয়ে দিয়েছে যে, আমাদের ভাগ্যলিপি কি হবে। মন্ত্রিমহাশয় সে চিঠি যথাযোগ্য দপ্তরে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, সেই ডিস্ট্রিক্ট অফিসের কি হাল সেটাই দেখুন। তাঁরা এগুলো ইচ্ছা ক'রেই করেন। যেসব লোক মন্ত্র্যালকে ভয় করে, মন্ত্র্যালের উপর বিশ্বাস আছে—তারা মনে করে যে, এটা আমাদের রাশি ঘুষ ইত্যাদি দেওয়া ঠিক নয়। ডিস্ট্রিক্ট অফিসগুলিতেই এইরকম অবস্থা চলছে। সেজন্য আপনি ডিস্ট্রিক্ট অফিসের কার্যকলাপ যদি পরিবর্তন না করেন তা হ'লে আপনার উদ্দেশ্য সফল হবে না। অর্থাৎ আপনার প্রাদেশিক দপ্তর থেকে আরম্ভ ক'রে জেলা কালেক্টর বা কমিশনারের উপর যতই চার্জ দিন ডিস্ট্রিক্ট অফিসের হাল যদি এই হয় তা হ'লে যথা পূর্বম্ তথা পরম্ থাকবে। সেজন্য মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে অনুরোধ যে, তিনি নিজে দেখুন যাতে তাঁর দপ্তর কার্যকরী হয়। কারণ দুঃখের সঙ্গে

The West Bengal Anti-profiteering Bill, 1958

[6-15—6-25 p.m.]

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: Sir, I beg to introduce the West Bengal Anti-profiteering Bill, 1958.

(Secretary then read the title of the Bill).

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: Sir, I beg to move that the West Bengal Anti-profiteering Bill, 1958, be taken into consideration.

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কয়েক মাস আগে আমাদের এখানে জিনিসপত্রের দাম বাড়তে থাকায় গত পূজার সময় ২২এ অক্টোবর তারিখে আমরা একটা অর্ডিন্যান্স করেছিলাম। সেই অর্ডিন্যান্সে আমরা চেষ্টা করেছিলাম খুব প্রয়োজনীয় কতগুলি জিনিসের দাম বাঁধবার। মাননীয় সদস্যরা সকলেই জানেন আমাদের পশ্চিম বাংলায় বিভিন্ন প্রদেশ থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় অনেক দ্রব্যাদি আনতে হয়। এখানে আমি তার কয়েকটা উল্লেখ করব। আমাদের চালের ঘাটতি এটা সকলেরই জানা আছে। আমাদের গমেও ঘাটতি আছে। পশ্চিম বাংলায় গম হয় না বললেই চলে। ১৯৫৮ সালে এই পর্যন্ত আমরা ভারত-সরকারের কাছ থেকে ২ লক্ষ ৪৪ হাজার টন চাল পেয়েছি, গম পেয়েছি ৬ লক্ষ ৪১ হাজার টন, অর্থাৎ দুটো মিলিয়ে প্রায় ৯ লক্ষ টন তণ্ডুলজাতীয় পদার্থ আমরা পেয়েছি। এটা যদি আমরা না পেতাম তা হ'লে এই ঘাটতি মেটানো সম্ভব হ'ত না। আমাদের বাঙ্গালীদের সরষের তেল না হ'লেই চলে না। এই সরষের তেলও আমাদের আনতে হয় বহুলপরিমাণে বাংলার বাইরে থেকে। আমাদের এখানে যে সরষে হয় তা থেকে বছরে মাত্র ৯ হাজার টন তেল আমরা পেতে পারি। উত্তরপ্রদেশ থেকেই আমরা বেশি পরিমাণে সরষের তেল আমদানি করি এবং কিছু কিছু তৈলবীজও বাইরে থেকে আমাদের আনতে হয়। বাইরে থেকে আমরা প্রায় ৯০ হাজার টন তেল আনি। আমাদের এখানে চিনি এবং গুড়ও কম উৎপাদন হয়। পশ্চিম বাংলায় যা চিনি ও গুড় উৎপন্ন হয় তার পরিমাণ ১ লক্ষ ১০ হাজার টন। বাইরে থেকে অর্থাৎ অন্যান্য প্রদেশ থেকে গুড় ও চিনি আমাদের আনতে হয় ১ লক্ষ ৮০ হাজার টন। আমাদের গরিব দেশ, ছানা জাতীয় প্রোটিনের খাদ্য আমরা খুব বেশি পাই না। আমাদের এখানে ডাল দিয়ে চালাতে হয়। ডালও আমাদের বাইরে থেকে আনতে হয়। পশ্চিম বাংলায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার টন ডাল উৎপন্ন হয়। বাইরে থেকেও প্রায় সমপরিমাণ অর্থাৎ ১ লক্ষ ৪১ হাজার টন ডাল আনতে হয়। আমাদের এখানে ছোলাকে ডালের মধ্যে ধরা হয় না। ১ লক্ষ ৬ হাজার টন ছোলা আমরা উৎপন্ন করা সত্ত্বেও অন্যপ্রদেশ থেকে ৪৪ হাজার টন ছোলা আমাদের আনতে হয়। এ ছাড়াও অনেক জিনিস, যেমন মশলাপাতি, আমাদের বাইরে থেকে আনতে হয়। আর আমাদের মশলা না হ'লেও চলে না। আমাদের এখানে আলুর উৎপাদন খুব বেড়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই—মোট উৎপাদন অনেক বেড়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও অন্যান্য প্রদেশ থেকে আমাদের এখানে কিছু পরিমাণ আলু আনতে হয়। এইসব কারণে যখন আমরা এই অর্ডিন্যান্স জারী করেছিলাম তখন কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে এ বিষয় নিয়ে আমাদের অনেক লেখালেখি ও আলোচনা করতে হয়। কেন্দ্রীয় সরকার ও আমরা তখন এটা উপলব্ধি করেছিলাম যে, পশ্চিম বাংলায় এই আইন জারী ক'রেও আমরা ঠিক মূল্য নির্ধারণ করতে পারব না, কেননা প্রতিদিন বাইরে থেকে আমাদের এই রাজ্যে জিনিসপত্র আসছে। মাছের কথাই ধরুন, আমরা বাঙ্গালী মৎস্যপ্রিয়, কিন্তু মাছ আমরা পর্যাপ্ত পরিমাণে খেতে পাই না। পশ্চিম বাংলায় গড়ে বছরে ৩ লক্ষ ৭ হাজার টন মাছ উৎপন্ন হয়, কিন্তু বাইরে থেকে—তার মধ্যে বিশেষ ক'রে পূর্ব বাংলা থেকে—অনেক পরিমাণে মাছ আমাদের এখানে আসে। এভাবে বছরে ৭ লক্ষ ৪০ হাজার মণ মাছ বাইরে থেকে আমাদের এখানে আসে। কাজে কাজেই আমাদের এখানে যদি জিনিসপত্র সব উৎপন্ন হ'ত তা হ'লে দরবাঁধা সোজা হ'ত। বাইরে থেকে আমদানিকৃত জিনিসপত্রের উপর আমাদের নির্ভর করতে হয় ব'লে দরবাঁধা খুব শক্ত এবং তার জন্যই সব সময় একটা আশঙ্কা থাকে যে, জিনিসপত্রের দর বেঁধে দিলে যারা বাইরে থেকে মালপত্র আনাবে বা বাইরে পাঠাবে তারা লাভবান হবে না। আমাদের এখানে প্রয়োজনীয় সমস্ত গম ভারত-সরকার সাবসিডাইজড রেটে যে মূল্যে তারা বাইরে থেকে অর্থাৎ ইউ এস এ, অস্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা থেকে আনেন তার চেয়ে ঢের কমে আমাদের দেন। সেজন্য আমরা চেষ্টা করেছিলাম গমজাতীয় দ্রব্যের মূল্য

কলকাতায় ও ...... আমরা নির্ধারিত ক'রে দেব। ভারত গভর্নমেন্ট থেকে আমরা ১৪ টাকা মণ দর পেতাম। ভারত গভর্নমেন্ট আটা, ময়দা ও সুজি ইত্যাদির এক্স-মিল প্রাইস বেঁধে দিয়েছিলেন, রিটেল-এর দাম বেঁধে দেন নি। মাননীয় সদস্যরা এটা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, রিটেলএর দাম বেঁধে দিয়ে তখনই সেটা কার্যকরী করা যেতে পারে যখন রিটেলএ বিক্রির দায়িত্ব ও ভার সরকার নেন, তা না হ'লে এটা সম্ভব হয় না। দোকানের সংখ্যা ঠিক ক'রে দিলে পরই ইনসপেকশনএর ব্যবস্থাও করা যায়—অর্থাৎ কিনা রিটেলএর দর যাতে ক'রে ঠিকভাবে কার্যকরী হয় তার ব্যবস্থাবলম্বন করা যেতে পারে। সেজন্য ভারত-সরকার রিটেল দর বাঁধার পক্ষে কিছুটা সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন আমরা এটা কার্যকরী করতে পারি কিনা। গতকাল আমি আমাদের আগামী বছরের খাদ্যনীতি সম্বন্ধে একটা স্টেটমেন্ট এখানে দিয়েছি—তা মাননীয় সদস্যরা পেয়েছেন। আগামী বৎসর আমাদের খাদ্যাবস্থা কি হবে, কি নীতি খাদ্য সম্বন্ধে আমরা গ্রহণ করব সে সম্বন্ধে তাতে বলা আছে। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি যে বিল এখানে উপস্থিত করলাম তার সংগে তার সম্পর্ক নাই।

যে স্টেটমেন্ট কালকে আমি এখানে দিয়েছি মাননীয় সদস্যদের, তাতে আমি দর বেঁধে দিয়েছি। ধানের দর বেঁধে দিয়েছি প্রত্যেক স্তরে, অর্থাৎ যিনি চাষী তাঁর কি দর হবে। চাষী যখন হোলসেলারকে বিক্রয় করবেন, হোলসেলার যখন রিটেলারকে বিক্রয় করেন, অর্থাৎ খুচরা বিক্রেতাকে দেন তার কি দর হবে এবং খুচরা বিক্রেতা যখন কনজিউমারকে বিক্রয় করে তার কি দর হবে, সমস্ত বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এইরকমভাবে চা'ল মিল থেকে হোলসেলারের কাছে কি দরে বিক্রয় হবে এবং হোলসেলারের কাছ থেকে রিটেলারের কাছে কি দরে বিক্রয় হবে, এবং রিটেলার কনজিউমারের কাছে কি দরে বিক্রয় করবেন, সে সম্বন্ধে আমি বলতে পারি। আমাদের বিরোধী দলের নেতা তিনিও চেয়েছিলেন এর সংগে আমাদের আগামী বছরের কি খাদ্যনীতি হবে সেটা যাতে মোটামুটিভাবে আলোচনা করা যেতে পারে। যদিও এই বিলের সংগে ঠিক খাপ খায় না, তা সত্ত্বেও আমি যে স্টেটমেন্ট দিয়েছি, সেই স্টেটমেন্টের উপর বিতর্ক হবে। আমি এই কথা ব'লে এই বিলটি উপস্থাপিত করছি।

Sj. Jyoti Basu:

আপনি ঐটা বললেন না—এসেনসিয়াল কমোডিটিস অ্যাক্টের কথা?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

গতকাল যেটা সিদ্ধার্থ রায় মহাশয় জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, আমাদের ভারত গভর্নমেন্ট পাওয়ার ডেলিগেট করেছেন কিনা? 'এক্সট্রাঅর্ডিনারি গেজেট অফ ইন্ডিয়া'য় ৪ঠা ডিসেম্বর দিল্লী থেকে সেই ক্ষমতা আমাদের ভারত গভর্নমেন্ট দিয়েছেন। শুধু ক্ষমতা দিলেই চলবে না। পাওয়ার ডেলিগেট যা করেছেন, তাতে বলা হয়েছে আমরা যখন প্রাইস জারী করব তখন আবার তাঁদের কনকারেন্স নিতে হবে। ১১ই ডিসেম্বর তারিখে আমরা কনকারেন্স পেয়েছি, ৭ই ডিসেম্বরের চিঠি আমাদের ৯ই ডিসেম্বর পাঠিয়েছেন। ১১ই ডিসেম্বর তারিখে আমরা এই যে মূল্য নির্ধারণ করেছি, তার কনকারেন্স পেয়েছি।

[6-25—6-35 p.m.]

Sj. Jyoti Basu:

এটা আজকে হ'লে একটু সময় লাগবে কিন্তু।

Mr. Speaker:

আমি তো আগেই বলেছি, যখন খাদ্য সম্বন্ধে আর পৃথক কোন আলোচনা হবে না, তখন এই বিলের আলোচনার সংগেই খাদ্য সম্পর্কে বলবার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। আপনি আরম্ভ করুন।

Sj. Jyoti Basu:

কিন্তু ৭টার মধ্যে আমি ঠিক শেষ করতে পারব কিনা জানি না। যাই হোক, তা হ'লে আমি আলোচনা শুরু করছি।

Mr. Speaker:

আপনি কি কালকে চাচ্ছেন?

Sj. Jyoti Basu:

কালকে তো নন-অফিসিয়াল বিজনেস হবে। আমি বলছি যে, আজকে একটু বেশি সময় লাগতে পারে।

মিঃ স্পীকার, মহাশয়, আমাদের একটু অসুবিধা হচ্ছে যে, খাদ্যনীতি সম্বন্ধে আলোচনা এবং এই যে অ্যান্টি-প্রফিটিয়ারিং বিল এসেছে, এই সম্পর্কে আলোচনা একসঙ্গে করার। কারণ দুটো বেশ পৃথক ব্যাপার। তবু এটা আলোচনা ক'রে যখন দেখা গেল অন্য আর একটা দিন আমরা পাব কিনা সন্দেহ খাদ্য সম্বন্ধে আলোচনা করব'র জন্য, তখন সহজেই রাজী হয়েছি। স্পীকার মহাশয়, আপনার কাছে অনুরোধ, একটু ইরেলেভ্যান্ট হ'লেও আলোচনা আমাদের করতে দেবেন। এবং এই বিলের আলোচনা করতে গিয়ে যা দাঁড়াবে তার উত্তরে আমাদের খাদ্যমন্ত্রী মহাশয় যেন কিছু বলেন। কারণ আমরা কিছু পরিবর্তনের কথা বলব। কারণ আমাদের উপদেষ্টা কমিটির সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে, একটা নীতির কথা একদিন আগে এখানে ঘোষণা করেছেন খাদ্য সম্পর্কে। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং আমাদের সঙ্গে আলোচনা করা হয় নি। সেইজন্য আশা করি আলোচনাটা যখন উপদেষ্টা কমিটিতে হয় নি, সেটা এখানেই হোক। আমরা যা বলব সেটা ভাল ক'রে বিবেচনা ক'রে তার জবাব এখানে দেবেন।

আমার এটা মনে হয় এবং জনসাধারণের মনে হয় যে, এরকম একটা আইন অত্যন্ত প্রয়োজন যার দ্বারা আমরা নিত্যপ্রয়োজনীয় বহু জিনিস নিয়ন্ত্রিত করব। সেই নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে আমরা শুধু উচ্চতম দর বেঁধে দিলাম—শুধু তাই নয়, এ রকম কতকগুলি জিনিস থাকতে পারে যার নিম্নতম দরও বেঁধে দেওয়ার প্রয়োজন আছে ব'লে আমি মনে করি, যেমন চা'ল ও ধান। সেটা সম্বন্ধে আমি পরে বুঝিয়ে বলব। কিন্তু এরকম একটা আইনের প্রয়োজন আছে ব'লে আমরা মনে করি এবং জনসাধারণও সেই রকম রায় দেয়। এটাও আমাদের মনে হয় যে, আইন করতে গিয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই নয় যে, আইনটা হওয়া দরকার, এই আইন প্রয়োগ করবার জন্যে যেসমস্ত সরকারী অফিসার বা সরকারের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যা কিছু আছে তাদের উপর নির্ভর করলে চলবে না, জনসাধারণের সহযোগিতাও এটাকে কার্যকরী করতে গেলে একান্ত প্রয়োজন। যদি শুধু অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের হাতে ছেড়ে দেন ভাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হ'লেও তা কার্যকরী করা সম্ভব হবে কিনা সন্দেহ। আসলে তো অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ভাল নাই, সুতরাং জনসাধারণের সহযোগিতা এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই যে বিলটা আমাদের সামনে হাজির করা হয়েছে—এই খসড়া আইনটি—সেটা আপনারা জানেন এবং সবাই জানেন যে, সরকার এটা জনসাধারণের এর প্রয়োজনীয়তা আছে ব'লে করছেন না, করছেন এই জন্যে যে এই নিয়ে তুমুল আন্দোলন হয়েছে, লোকের কাছ থেকে দাবি এসেছে। এ ছাড়া শ্রীসিদ্ধার্থ রায়ের মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ এবং সরকারের বিরুদ্ধে তাঁর আনীত বিভিন্ন অভিযোগ, এখানে এই সমস্ত নিয়ে আলোচনা এবং অ্যাসেমব্লির বাইরে পাঁচ-ছ' হাজার লোকের কারাবরণ এই সমস্ত হওয়ার ফলে এরকম একটা আইন আনতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু যেহেতু তাঁরা বাধ্য হয়েছেন নিজের থেকে ইচ্ছে ক'রে আনেন নি এইজন্যে আমরা দেখছি কোন বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে তারা এই আইনটি বিচার করছেন না, যেভাবে রচনা করেছেন এবং যেভাবে কার্যকরী করতে যাচ্ছেন তা থেকেই এটা পরিষ্কার বুঝা যাবে। তার উদাহরণ দিচ্ছি—প্রথমে তাঁরা সময় নিলেন—শুধু সময় নিলেন না, সংবাদপত্রগুলিতে বেরিয়ে গেল এরকম একটা আইন হবে—দিনের পর দিন এরকম সংবাদ পেতে লাগলাম কাগজে—সবাই জেনে গেল এরকম আইন একটা কিছু আসছে এবং তার ফলে কালোবাজার যাঁরা সৃষ্টি করেন বড় বড় কারবারীরা বুঝে গেলেন এরকম একটা ব্যাপার হচ্ছে, তাঁরা ওয়ার্নড হয়ে গেলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের বা প্রেসিডেন্টের অ্যাসেন্ট পাওয়া দরকার ইত্যাদি ক'রে পশ্চিমবঙ্গ-সরকার এত দেরি ক'রে দিলেন যাতে ক'রে শেষ পর্যন্ত এর কোন গুরুত্ব রইল না। এখানে একটা প্রশ্ন ও'রা তুলতে পারেন যে, আমাদের এখানে তো গণতান্ত্রিক সরকার ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার্সদের জেলের ব্যবস্থা করতে গেলে, কার্য করতে গেলে রাশিয়ার মত তো আমরা কিছু করতে পারি না, এখানে ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার্সদেরও তো একটা গণতান্ত্রিক অধিকার আছে। কিন্তু এই কথাটা ঠিক নয়, কারণ ইতিপূর্বে আমরা বহুবার

দেখেছি আমাদের সরকার অনেক ব্যাপারে এই গণতান্ত্রিক অধিকার মানেন নি। দুটো নজির হিসাবে আমি এখানে বলব। একটি হ'ল সিকিউরিটি অ্যাক্ট, অন্যটি এরই নাম পরিবর্তন ক'রে হয় প্রিভেন্টিভ ডিটেনশন অ্যাক্ট। দুই দুইবার এর প্রয়োগ আমরা দেখেছি। আমরা দেখেছি যখন হাইকোর্টে মামলা চলছে, জাস্টিস সেনের ঘরে মামলা চলছিল—শুক্রবার মামলা শেষ হ'ল। জজ বললেন, সোমবার রায় দেব। আমরা হয়ত অনেকে এই রায়ে জেল থেকে বেরিয়ে আসতে পারতাম, কিন্তু ওই যে একটা দিন সরকার সময় পেয়ে গেলেন ওতেই সব ওলটপালট হয়ে গেল, আমরা আটক রয়ে গেলাম। যখন সিকিউরিটি অ্যাক্ট ছিল—আমাদের আটক করবার জন্যে আইন করতে হ'ল। শনিবারের দিন বিশেষ অর্ডিন্যান্স জারী হ'ল এবং বিশেষ গেজেট হয়ে বেরিয়ে গেল এবং তার ফলে যার উপর ভিত্তি ক'রে আমরা ছাড়া পেতাম তা থেকে বঞ্চিত হলাম, আমরা ছাড়া পেলাম না, এই জিনিস হ'ল। দ্বিতীয়বার হ'ল প্রিভেন্টিভ ডিটেনশন অ্যাক্ট। সেটা সেন্ট্রাল অ্যাক্ট, সেইজন্যে, ঠিক একই ব্যাপার জজরা ঠিক করলেন ছেড়ে দেবেন সমস্ত প্রিজনারকে। এটা আমরা টের পেয়ে গেলাম। বহু কেস এখানে এসেছিল হাইকোর্টে। তখন দমদম জেলে আমরা আছি। রাতারাতি আবার সেই সময়—এখানে আইন বদলান যায় না—তখন শ্রী আর গুপ্ত, হোম সেক্রেটারি, তিনি ফ্লাই ক'রে চ'লে গেলেন দিল্লীতে, গিয়ে সেখান থেকে শ্রী পন্থের সঙ্গে আলোচনা ক'রে আইন বদলে নিয়ে তিনি চ'লে এলেন এখানে এবং ফ্রেস চার্জসীট নিয়ে আমাদের জেলের মধ্যে আবার ফেলে দিলেন যে, এইসব নতুন চার্জসীটে তোমাদের আবার জেলে থাকতে হবে। জজ হেল্পলেস, কিছু করার নেই তাঁর। আমি বলছি এই হচ্ছে অ্যাকশন। ব্ল্যাকমার্কেটিয়ারদের বিরুদ্ধে যা করা উচিত ছিল তাই আপনারা করেছেন আমাদের বিরুদ্ধে। কিন্তু আমাদের বেলায় তখন গণতন্ত্রের কথা হয় না। এখন এইসমস্ত কথা বলতে গেলে বলা হয় গণতান্ত্রিক, অমুক, তমুক, এইজন্য আমাদের ডিলে, এইজন্য আমাদের দেরি হয়। যাক, একথা বাড়িয়ে লাভ নেই, এইভাবে নোটিস দিয়ে আপনারা এই ব্যবস্থাটি করলেন। দ্বিতীয় কি করলেন? যখন অর্ডিন্যান্সটি জারী হ'ল আমরা দেখলাম সেদিনই দাম ঠিক হ'ল না, কারণ দাম ঠিক করবার জন্য ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার্সদের ডাকতে হবে, [illegible] ডাকতে হবে, ভাল ট্রেডার্সদের ডাকতে হ'লে খারাপ ট্রেডার্সদেরও ডাকতে হবে, তাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে। আগে এসব কিছু করা হ'ল না। আগে এসব কোন খোঁজ নেওয়া হ'ল না। তাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে ডাকা হ'ল। আমাদের কিন্তু একবারও কেউ ডাকলেন না। আমরা উপদেষ্টা কমিটিতে আমি, অ্যাসেম্বলির সব সদস্য, কংগ্রেসের সব বন্ধুরা আছেন সব খাদ্য উপদেষ্টা কমিটিতে, আমাদের একবারের জন্যও ডাকা হ'ল না এবং ট্রেডার্সদের সঙ্গে প্রফুল্লবাবু দিনের পর দিন ব'সে মিটিং ক'রে ঠিক ক'রে ফেললেন যে, এই জিনিসের এত দাম হবে এবং দামও বাঁধলেন দুইটি জিনিসের তার বেশি তো নয়। যাই হোক ঔষধের দাম তাদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে তাঁরা বেঁধে দিলেন, আর বাকি যা লিস্টের মধ্যে আছে সিডিউলে সেগুলি বাঁধবার প্রয়োজন হ'ল না, ঐ নানা কারণ উনি দেখিয়েছেন। তৃতীয় কথা কি হ'ল, আমরা দেখলাম শুধু তাই নয়, যখন উপদেষ্টা কমিটির মিটিং হয় এর পরবর্তিকালে, আমরা যখন জিজ্ঞাসা করি প্রফুল্লবাবুকে যে, আমাদের কেন ডাকা হয় নি, এতে তো আমাদের অপমান করা হয়েছে, এটা অপমানকর ব্যবহার। তিনি বললেন যে, আপনাদের সঙ্গে পরামর্শ করবার দরকার আমার হয় নি। আমি কোন প্রয়োজন মনে করি নি। যাদের সঙ্গে দরকার হয়েছে তাদের সঙ্গে করেছি এবং আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করা সেফও না। আমাদের সঙ্গে আলোচনা করা সেফ নয় কারণ লোকে জেনে যেতে পারে কিন্তু ও'রাই কাগজে ব'লে দিয়েছিলেন, তা ছাড়া সংবাদপত্র জানল কি ক'রে যে, এইরকম অর্ডিন্যান্স হবে? ৩-৪ বার ক'রে কাগজে বেরিয়ে গিয়েছিল অর্ডিন্যান্স হবার অনেক আগেই। যাক এইভাবে এইসব ঘটনা ঘটল। আমরা যারা জনসাধারণের প্রতিনিধি অনেক আন্দোলনের পর যাদের উপদেষ্টা কমিটিতে নিয়েছেন তাদের সঙ্গে এইভাবে ব্যবহার করলেন। তারপর যে জিনিসের দাম ঠিক করলেন—আমাদের সঙ্গে তো পরামর্শ হয় নি—তার মধ্যে আমরা দেখলাম যে, নিত্যপ্রয়োজনীয় অনেক জিনিস তার মধ্যে নেই। যেমন মাছ নেই। তারপর আমরা দেখলাম মশলার দাম, ডালের দাম বা চিনির দাম, এই সবের দাম ঠিক করা হ'ল না। যেমন পরবর্তিকালে কিছু ঔষধের দাম পরামর্শ ক'রে তাঁরা ঠিক ক'রে দিলেন। এই জিনিস সেখানে হ'ল। এবং এর অনেক কারণ বলবেন। কারণ কি জানি না তবে কথা ছিল মাছের করা যায় কিনা এইটা আমাদের সঙ্গে আলোচনা হবে। মাছের দামটা নিয়ন্ত্রণ করা যায় কিনা। কারণ আমরাও এটা জানি যে,

উড়িষ্যা থেকে কত মাছ আসে, পাকিস্তান থেকে কত মাছ আসে, এসব আমাদের জানা আছে কিন্তু মুশকিল হ'ল যে, কথা ছিল যে, একটা মিটিং হবে সেই মিটিংএ ঠিক হবে যে, এইগুলি করা যায় কিনা। আমরাও তথ্য দেব, ও'রাও তথ্য দেবেন, এইগুলি সব বিচার ক'রে, যারা মাছের ব্যবসা করেন তাঁদেরও ডাকা হবে, তারপর ঠিক হবে। এইরকম একটা নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস, বা মশলা বা ডা'ল। ডা'লের দাম সেই যে বেড়েছে আর কমে নি। সেই ১২ আনা, ১৪ আনা আর কমল না। এখন সেটাকে কমানো যায় কিনা। মাঝে কারা লাভ করছে, এই-সব আমরা আলোচনা করতে চেয়েছিলাম কিন্তু এর কোন আলোচনাই হ'ল না, ও'রা এসবের দাম নিয়ন্ত্রণ করলেন না এইটাই আমরা দেখলাম। এবং অজুহাত নানারকম দিলেন এবং এখনও আমরা দেখলাম যে, ওখান থেকে আসে, এখান থেকে আসে তা হ'লে এইরকম আইন আনলেন কেন। করা যদি না যায় এই যদি আপনারা সিদ্ধান্ত ক'রে থাকেন যেহেতু চিনিটা বাইরে থেকে আসে, মশলাটা বাইরে থেকে আসে, মাছটা বাইরে থেকে আসে, চা'লটা বাইরে থেকে আসে, সবই বাইরে থেকে আসে একটা বড় অংশ, তা হ'লে করা যায় না এই যদি ঠিক হয়ে থাকে তবে কেন করতে গেলেন। তা হ'লে এই প্রহসন করলে জনসাধারণের মন আরও ভেঙ্গে যায়, তা হ'লে তো কিছুই হচ্ছে না। একটা এইরকম কান্ড হ'ল, কোন জিনিসের দামও কমল না, কিছুই হ'ল না, অন্য একটা অবস্থার মধ্যে প'ড়ে গেল মানুষ। তা হ'লে করা উচিত হয় নি, তা হ'লে আপনার বলা উচিত ছিল এসব হয় না। একটা প্রদেশে হবে না, তা হ'লে কেন্দ্রীয় সরকারকে আমরা বলি যে, প্রতিটা প্রদেশকে আপনি নিয়ন্ত্রণ করুন।

[6-35—6-45 p.m.]

শুধু যে বাংলাদেশেই জিনিসের দাম বাড়ছে অন্তত বেশি বাড়ছে এটাই আমরা দেখতে পাচ্ছি, তা হ'লে কারণ কি আমরা তার আলোচনা করতে পারতাম কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে। আপনারা আলোচনা করলেন না, যাই হোক, তারপর কি করলেন? মজার কথা যে, আপনারা ঠিক করলেন কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আপনারা অর্ডিন্যান্স প্রয়োগ করবেন। বাইরে কি হ'ল? যেখানেই যাই লোকে বলল—মশাই কি আইন করবেন বললেন কিন্তু অর্ডিন্যান্সের ফলে তো আমাদের সুজি আটা সব উধাও। আমাদের তো যেদিন থেকে এ আইন হ'ল সেদিন থেকে ব্ল্যাকমার্কেটে কিনে খেতে হচ্ছে। তাদের উপর অ্যাডভার্স এফেক্ট হ'ল এটাই আমরা দেখলাম। অথচ কেন করা হ'ল আজ সেটা প্রফুল্লবাবুর বক্তৃতায় হদিশ পেলাম না, কিছুই বুঝলাম না। জনসাধারণের কোন কো-অপারেশন নিলেন না, কেন নিলেন না বুঝলাম না। অথচ জেলায় জেলায় লোক আমাদের জিজ্ঞাসা করে, মশায় আপনারা তো উপদেষ্টা কমিটিতে ছিলেন, কি করছিলেন? ও'রা তো জানেন না, উপদেষ্টা কমিটির কি মূল্য আছে! এই ঘটনা সেখানে ঘটল। আমাদের সঙ্গে কোন কিছু পরামর্শ হ'ল না। ঔষধের দাম বেঁধে দেওয়া হ'ল, তার মধ্যে এখন আমি যাচ্ছি না, পরে যখন এ নিয়ে আলোচনা হবে তখন অনেকে আমাদের এদিক থেকে বলবে, অনেকে ডাক্তার আছেন তাঁরা বলবেন। কিন্তু আমার কাছে লিস্ট আছে তাতে দেখছি অনেক ঔষধ প্রায় ৫০০এর মত ঔষধ আছে, আমি সবগুলির মধ্যে যাচ্ছি না কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ অনেক ঔষধ আছে যেগুলি বাজারে যে দামে বিক্রি হচ্ছিল তার চেয়ে বেশি দামে করা হ'ল। কোথায়ও ৫০ নয়া পয়সা বেশি, কোথাও ২০ নয়া পয়সা কম করা হ'ল অর্থাৎ যে দামে বিক্রি হচ্ছিল দোকানে সাধারণভাবে তার চেয়ে দাম বেশিই করা হ'ল। যাই হোক, এভাবে দাম ও'রা বেঁধে দিলেন, ব্যবসায়ীরা খুব খুশিই হলেন কিন্তু যাঁরা ছোট ছোট দোকানদার তাঁরা অনেকে খুশি হলেন না। বড় ব্যবসায়ী, কেমিস্ট শপ তাঁরা বললেন—আমরা তো বেশি দামই পাচ্ছি, আমাদের তো কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু যারা ছোট দোকানদার, যেহেতু খাতাপত্র রাখতে বলা হয়েছে, লিস্ট টাঙ্গাবার জন্য বলা হয়েছে সেজন্য যারা ছোট দোকানদার তারা বিপদে পড়ে যাচ্ছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, এখানে একটা অনর্থ সৃষ্টি করা হয়েছে, যে জিনিস পাওয়া যাচ্ছিল অনর্থক দাম বাড়িয়ে দিয়ে মানুষকে আরও বিপদে ফেলা হ'ল। প্রফুল্লবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম—উপদেষ্টা কমিটি কি বলে, আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন না একবার অন্তত নীতি সম্পর্কে। উনি বললেন—আপনাদের সঙ্গে পরামর্শ করার দরকার নাই, তা ছাড়া আমি তো করি নি, করেছেন ডিরেক্টর অব হেল্‌থ সার্ভিসেস, জেনারাল চক্রবর্তী। আশ্চর্য কথা। আমি জানি শিক্ষাদপ্তরে একজন আছেন তাঁকে মুখ্যমন্ত্রী বললেন—হি ইজ এ জিনিয়াস, ব্রিলিয়ান্ট ম্যান মিঃ সেন। এখানেও ঐ মিঃ চক্রবর্তীকে উনি ব্রিলিয়ান্ট ধরলেন কিনা জানি না

ও'কে আমি খুব দোষ দিই না কিন্তু প্রফুল্লবাবু আমাকে বললেন—এই ভদ্রলোক ট্রেডার্সদের সঙ্গে ব'সে নাকি সব দাম বেঁধে দেবার ব্যবস্থা করেছেন। এই হ'ল অবস্থা। বেশি বেশি দাম বেঁধে দিলেন। উদ্দেশ্য ছিল দাম কমান, দিলেন জিনিসের দাম বাড়িয়ে। অর্থাৎ বোধ হয় কোন ষড়যন্ত্রচক্র এর মধ্যে আছে। ভেবেছেন মানুষ এত চেঁচামেচি করে, আচ্ছা এমন ব্যবস্থা কর যাতে ও'রা আর কোন জিনিসের নিয়ন্ত্রণ করার কথা, কন্ট্রোল করার কথা না বলে, কোন ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার কার্য করার কথা না বলে, আমরা দেখিয়ে দিচ্ছি কি রকম নিয়ন্ত্রণ আমরা করতে পারি। বোধ হয় এটাই উদ্দেশ্য ছিল। তা না হ'লে আমি, বুঝতে পাচ্ছি না কিরকম ক'রে এরকম ঘটনা হ'তে পারে। সেজন্য বিলের বিষয়ে আমাদের বলবার বিশেষ কিছু নাই। তবে একটা লোকের কি শাস্তি হবে, কতটা জেল হবে না হবে সেটা আলাদা কথা, ক্লজের সময় সেটা বলব। কিন্তু এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে, গতবারও বলেছি আর একবার বলছি যে, মাছ, ডাল মশলা ইত্যাদির যে দাম, চিনির যে দাম ইত্যাদির বিষয়েও তো আমাদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে করতে পারতেন। কারণ যে হিসাব আমরা দেখছি আগে যে দাম তারা বাড়িয়েছে সেই দামই রেখেছেন। প্রফুল্লবাবু হয়তো বলবেন—এইসমস্ত জিনিসের দর তো সম্প্রতি বাড়ে নি। বাড়িয়ে তো দিয়েছেন এক বছর আগেই, কত বাড়াবেন? কাজেই আপনি যদি একটু নিয়ন্ত্রণ তাতে করতেন, দাম একটু কমাতেন তা হ'লে তাদের তো কোন ক্ষতি হ'ত না, সাধারণ মানুষ একটু পরিত্রাণ পেত, দুধটা খেতে পারত। এই জিনিসটা আপনারা করলেন না। এইভাবের কতকগুলো জিনিস আমরা আনতে পারতাম। কিন্তু আমাদের কন্ট্রোল নাই। আপনি কেন পারবেন না? আপনি দাম যদি বেঁধে দেন, সব জিনিস সরকার নিয়ন্ত্রণ করবেন সে অবস্থা আসে নি, সেটার এখন দরকার নাই। আমরা বলছি সাপ্লাইএর ব্যাপারে রেশন শপ থেকে যা দিতে পারছেন দিচ্ছেন কিন্তু তার পরে আমরা বলি কেউ যদি এই চার্জের বিরোধী কাজ করেন আপনি তাকে সাজা দিতে পারেন, এবং জনসাধারণের সমর্থনও নিতে পারেন। যে-কোন ব্যবসাদার হউক, যদি সত্যিকার অ্যাক্ট করেন সাজা দেন। তার বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগ করেন, তা হ'লে আমি জানি না—কজন ব্যবসাদার—সে বড় হউক, মাঝারি হউক, ছোট হউক —যারা ইচ্ছা ক'রে এইসব আইনকে ভয় না ক'রে, যে-কোন উপায়ে বেশি দামে ব্ল্যাকমার্কেটে জিনিস বেচবে। আমি জানি না জনসাধারণের সহযোগিতা নিয়ে, কমিটি তৈরি ক'রে, পাড়ায় পাড়ায় কেন তা হ'তে পারবে না। আপনি বোধ হয় সে কথা ভাবছেন না। প্রফুল্লবাবু যে বক্তৃতা দিলেন এই ব্যাপারে জনসাধারণের সহযোগিতার দরকার যে আছে তার উল্লেখ নাই।

তারপর আমার কথা হ'ল, আমি এখনও বুঝতে পারি না, পশ্চিমবঙ্গ-সরকার যেটা বলেন যে, কেন চাল-ধান এই আইনের মধ্যে আনা যাবে না। কেন্দ্রীয় সরকার বোধহয় আপত্তি করেছেন। কিন্তু ও'রা কি বলেছেন, না বলেছেন তা জানি না। এখন আমরা দেখছি নানা-রকম গরমিল এখানে থেকে যাচ্ছে। চাল-ধান যা নিয়ন্ত্রণ করেছেন, সেটা যে লঙ্ঘন করবেন তার এক বছর, দু' বছর জেল হবে—এইভাবের একটা সামগ্রিক আইন কেন করা যাবে না? আজ বাংলাদেশে যেরকম চরম দুরবস্থা অন্য কোন প্রদেশে জিনিসের দাম কতটা বেড়েছে জানি না, কিন্তু বাংলাদেশে সবচেয়ে বেড়েছে প্রতিটি জিনিসের দাম। সেইজন্য বলছি বাংলা-দেশে একবার যখন তাঁরা ক্ষমতা দিয়েছেন অ্যান্টি-প্রফিটিয়ারিং অর্ডিন্যান্সে এবং যেটা তাঁরা করেছেন, এটা তাঁরা এসেন্সিয়াল কমোডিটিজ অ্যাক্ট না ক'রে সেটা দেন নি। এগুলি নিয়ন্ত্রণ করবেন কেন্দ্রীয় সরকার। কিন্তু আমাদের কি কোন অধিকার নাই যে কি করব না করব? সেই অ্যান্টি-প্রফিটিয়ারিং অর্ডিন্যান্স যাতে কার্যকরী করতে পারেন পশ্চিম বাংলা সরকার, সেইজন্যই এই অ্যান্টি-প্রফিটিয়ারিং বিল। সেটা এখনও করা যায় কিনা দেখা উচিত।

এখন খাদ্য সম্বন্ধে কয়েকটা কথা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আমি আগেই বলেছি যে, অর্ডিন্যান্স যখন বিলের আকারে আমাদের সামনে এনেছেন তখন সেটা প্রহসনে পরিণত ক'রে, বিদ্রুপের জিনিসে পরিণত ক'রে আমাদের সামনে দিয়েছেন এর কোন মূল্য নাই, যদি না এটা পরিবর্তন করেন। সেইজন্য এ বিষয়ে বেশি ক'রে বলার নাই। লোকে যখন বলবে তোমরা উপদেষ্টা কমিটিতে আছ, সব বিষয় তোমাদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে করবার কথা, যখন খাদ্য-সঙ্কট চারিধারে—উত্তরপ্রদেশে, বাংলায়, সব জায়গায়, তখন এসব রাজনীতির ঊর্ধ্বে রেখে উপদেষ্টা কমিটির সঙ্গে পরামর্শ ক'রে কাজ করার দরকার আছে। কিন্তু আমাদের খাদ্য

কমিটি যেভাবে করা হচ্ছে তাতে আমি বলছি যে, আমাদের বিন্দুমাত্র কোন দায়িত্ব নাই। আমরা দাবি করেছিলাম এই জিনিস আসুক, কিন্তু তার পর আমাদের সংগে কোনরকম পরামর্শ করা হয় নি। সুতরাং যা কিছু খারাপ হবে তার জন্য সরকারই দায়ী হবেন। আমরা বিন্দুমাত্র দায়ী নই।

[6-45—6-55 p.m.]

তারপরে আমি খাদ্যসঙ্কট সম্বন্ধে বলছি। আমাদের উপদেষ্টা কমিটির মিটিং অনেক কষ্টে ডাকা হ'ল। প্রফুল্লবাবুই ডাকলেন। মুখ্যমন্ত্রী তখন এখানে ছিলেন না, আমেরিকায় ছিলেন। ডাকবার পর আমরা দেখলাম সেখানে আসল জিনিসটার আলোচনা হ'ল না। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম আপনার খাদ্যনীতি কি? চা'লের দাম, ধানের দাম কি হবে? সংগ্রহের নীতি কি হবে? সংগ্রহ করবেন কৃষকদের কাছে? আপনি কি মনে করেন ধান-চা'লের ঘাটতি হবে? জনসাধারণের সাহায্য ও সমর্থন নেবার জন্য আমরা যে উপদেষ্টা কমিটির কথা বলছি, এই রকম উপদেষ্টা কমিটি একেবারে গ্রাম থেকে নিয়ে করুন; সেখানে সর্বসাধারণে যাবে। কিন্তু এগুলি কবে হবে? আজ অবধি তার কিছুই করেন নি। এইসব কথা যখন আলোচনা হ'ল তখন প্রফুল্লবাবু বললেন—এসব কথার আলোচনা আমরা এখন করতে পারব না। তা ছাড়া ধান-চা'লের ব্যাপার আমাদের হাতে নাই। এর কি দাম হবে, কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে—আট টাকা কি দশ টাকা হবে তা আমরা জানি না। সেটা কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যাপার। আমরা বললাম আপনারা পরামর্শ দিতে পারেন, তিনি বললেন—'না'। এইভাবে সেই জিনিসটা গেল। কাজেই সাধারণ মানুষের মত আমরা জানি যে নীতি গ্রহণ করা হ'ল সেই নীতি মনে হচ্ছে মারাত্মক নীতি। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যেভাবে জিনিসটা রাখা হয়েছে তাতে মনে হ'তে পারে যে, আমরা দামটা বাংলাদেশে ঐরকম রাখব, অর্থাৎ ২০।২১ টাকার মধ্যে আমরা মিহি চা'ল বাংলাদেশকে খাওয়াব। পরশুদিন যে স্টেটমেন্ট বেরিয়েছে তার ভিতর তাঁরা বলেছেন যে কৃষকের যদি কোথাও অসুবিধা হয়, অর্থাৎ দাম যদি এরও কমে পড়ে যায়, অর্থাৎ ৯·৫০ টাকা যে ধানের দাম বেঁধেছেন তার চেয়ে পড়ে গেলে যদি আমরা মনে করি সেটা আনইকনমিক হবে তখন আমরা সেখানে যাব। সেজন্য যেখানে বেশির ভাগ ক্রেতা অর্থাৎ বাংলাদেশের শহরের লোকদের বোঝান হচ্ছে—তোমরা ভেব না, কারণ ২০-২১ টাকার মধ্যে আমরা চা'লের দর রাখছি। তবু কেন অসন্তোষ প্রকাশ করছি? তবু কেন মারাত্মক নীতি একথা বলছি? আপনারা বলছেন যে, এবারও ঘাটতি আছে। গতবারের চেয়ে হয়ত একটু ভাল হয়েছে। হিসাব এখনও ঠিক বেরোয় নি। যাই হোক অবস্থা, কৃষকদের প্রথমেই বিক্রি করতে হবে এবং গরিব কৃষকদের এখনই বিক্রি করতে হচ্ছে; তারা ধরে রাখতে পারবে না, ধান ওঠার সংগে সংগেই তাদের বিক্রি করতে হবে। তখন স্বাভাবিকভাবে দামটা পড়বে। পড়ার দিকেই যাবে, ঊর্ধ্বদিকে যাবে না এটা ঠিক। আপনি যেখানে বলছেন ৯·৫০ টাকা সেখানে ধানের দাম ১০ টাকা না হয়ে ৮ টাকা যে হবে না তার গ্যারান্টি দিতে পারেন? তা পারেন না। এর মধ্যেই পশ্চিম দিনাজপুরে যা অল্প বিক্রি হচ্ছে তা সাত টাকা সাড়ে সাত টাকাতে বিক্রি হচ্ছে। ওখানকার একজন লোক তিনিই আমাদের বলেছেন। আর ধান যদি না হয়ে থাকে তা হ'লে তাদের যদি ঐ কম দামে বিক্রি করতে হয় তা হ'লে তাদের 'মাস স্কেলে' মারা হবে। আমি মাঝারি কৃষক এবং গরিব কৃষকের কথাই বলছি। আমি জোতদারদের কথা বলছি না। যারা গরিব কৃষক তাদের কথাই আমি বলছি, কারণ তাদের বাঁচাবার কোন বন্দোবস্ত এতে নেই। অথচ এরাই তো পরে ক্রেতা হবে। এই যে ধান, এই ধান কিছু যাচ্ছে ধানকলওয়ালাদের কাছে, কিছু যাচ্ছে আড়তদারদের কাছে, কিছু যাচ্ছে অন্য জোতদারদের কাছে। এইভাবে জিনিস কিনে কিনে তারা গুদামজাত করছে—আপনারা যে গুদামজাত করছেন না এবং তাতে কৃষক সর্বস্বান্ত হচ্ছে। আপনারা এই যে মার্জিন রেখেছেন, এই মার্জিন থাকছে না। বরং যারা মুনাফা করে তারা আরও মুনাফা করবে। আপনি যদি ৪ টাকা মার্জিন রেখে থাকেন তারা ৫ টাকা করবে। আপনারা ৯·৫০ নয়া পয়সায় না কিনে ৮·৫০ নয়া পয়সায় কেন কিনবেন না। অর্থাৎ এইভাবে তাদের মুনাফার ব্যবস্থা আপনারাই করছেন। এই হচ্ছে প্রথম কথা। তারপর আপনারা বলেছেন যে, প্রোকিওরমেন্ট পলিসি না কি আছে। এবার আমাদের ভাগ্য ভাল যে, এবার তিনি আমাদের কোন পরিসংখ্যান দেন নি যে, কত পাবেন না পাবেন। অর্থাৎ শতকরা ২৫ ভাগ মিলমালিকদের কাছ থেকে নিয়ে যে কত পাবেন

সেসব কিছু বলেন নি। গতবারে বলেছিলেন যে, ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টন নাকি পেয়েছিলেন, জানি না ৬৫-৬৬ হাজার বোধ হয় পেয়েছিলেন কিনা। সেজন্য এবার আর এ বিষয়ে বোধ হয় কিছু বলছেন না। কিন্তু এও মারাত্মক। আগে সংবাদপত্রে দেখেছিলাম যে, ১ লক্ষ টন আপনারা সংগ্রহ করবেন। কিন্তু এবার এ বিষয়ে কিছু বলেন নি। এ ছাড়া ঐ যে কথাটা যখন দাম বাড়বে তখন সরকার থেকে সেখানে যাওয়া হবে, কিন্তু কত দাম বাড়লে যাবেন না কখন যাবেন ইত্যাদি সব কথা এখানে বলেন নি। এটা কার উপর নির্ভর করছে, কোন্ অফিসারের উপর নির্ভর করছে—স্থানীয় অফিসার না অন্য কেউ ইত্যাদি সম্বন্ধেও কিছু বলেন নি। সেজন্য বলছি যে, এসব কথার কোন মূল্য নেই। তারপর আপনারা যে নীতি নিয়েছেন তাতে এই গ্যারান্টি আপনারা দিচ্ছেন যে, আপনারা সাবসিডাইজ্ড চা'ল এক সের ক'রে এবং গম এক সের ক'রে আগে যা দিতেন এবারও সেটা দেবেন। শুনছি গমের ব্যাপারে পি এল (৪) ৪০ নানারকম কন্ট্রাক্ট আমেরিকার সঙ্গে হচ্ছে যে, কত গম আসবে না আসবে। আগে এক সের ক'রে চা'ল এক সের ক'রে গম প্রতি সপ্তাহে একজন লোক পেত সেটা এখন উঠে গেছে। কিন্তু এবার সেই সময় বাংলাদেশে এক সের ক'রে চা'ল এবং এক সের ক'রে গম সাবসিডাইজ্ড রেটে দেবেন কিনা সেসব কিছুই বলছেন না। সেজন্য বলছি যে, এটা একটা মারাত্মক নীতি। আমরা এবারও বলছি এবং গতবারেও বলেছিলাম যে, আপনারা যে সর্বনাশা নীতি নিয়েছেন তাতে চা'লের দাম বাড়বেই। তখন প্রফুল্লবাবু জোরগলায় বলেছিলেন যে, বাড়বে না। কিন্তু ৩০-৪০ টাকা পর্যন্ত চা'লের দাম উঠেছে এবং আপনারা তাকে ঠেকাতে পারেন নি। সেজন্য আমাদের কথা হচ্ছে যে, ২-৩ মাস দাম পড়বে না। কিন্তু তারপর যে কোথায় যাবেন এবং আপনাদের ঐ নীতি কি আপনারা রাখতে পারবেন? কত লোককে আপনারা এ বিষয়ে গ্রেপ্তার করবেন? বাংলাদেশে যে চা'ল বিক্রি হবার জন্য আসে ইতোমধ্যে ব্ল্যাকমার্কেটিয়াররা সেটা সংগ্রহ ক'রে ফেলেছে এবং তারাই বাজার তখন কন্ট্রোল করবে। তখন আবার আপনারা বলবেন যে, ঘাটতি পড়েছে, হিসাবে গরমিল হয়ে গেছে এবং এবার একটু বেশি দামের ব্যবস্থা করা যাক। আর তাও যদি না বলেন, তা হ'লে ব্ল্যাকমার্কেটে চা'ল, গম ইত্যাদি বিক্রি হবে এবং গরিব মানুষ উপবাসে থাকবে। এরপরও তাদের ১০-১২ টাকা বেশি দরে চা'ল কিনতে হচ্ছে। তাদের এই খেসারত দিতে হচ্ছে এই সরকারের জন্য। অথচ সেই সময় আপনারা আমাদের কথা শোনেন নি এবং এমন কি কেন্দ্রীয় সরকারকেও আপনারা ফাঁকি দেবার চেষ্টা করেছেন। যাই হোক, আমাদের কথা হচ্ছে ২-৩ মাস পরে এই অবস্থা সৃষ্টি হবে, যেহেতু সরকারের হাতে কোন চা'ল থাকছে না। সেজন্য আমরা বলেছিলাম যে, মিডিয়াম রাইসের যে ধান তার ১২-১৩ টাকা দর বাঁধুন। অর্থাৎ সেই ধানের দাম যদি ১২-১৩ টাকা নিম্ন এবং উচ্চ বেঁধে দেন তা হ'লে আমরা হিসাব ক'রে দেখেছি যে, ২১-২২ টাকার মধ্যে চা'লের দাম থাকবে এবং তা হ'লে কৃষকও মারা পড়বে না। এটা যদি করেন তা হ'লে মিডিয়াম রাইসএর যে দাম সেটা তারা পেত এবং সারা বাংলাদেশব্যাপী কৃষক ও ক্রেতা কেউ মারা পড়ত না। কারণ ২১-২২ টাকার মধ্যেই সেই চা'লের দাম থাকত।

[6-55—7-5 p.m.]

ক্রেতা বিশেষ ক'রে শহরের ক্রেতা যাঁরা কৃষকদের ঘরের খবর রাখেন না তাঁরা মনে করবেন ২০-২১ টাকার আমরা চা'ল পাচ্ছি—আমাদের আর দরকার কি। সেজন্য বলছি যে, পশ্চিম বাংলার কৃষককুলকে মেরে তাদের হাত থেকে পয়সা টেনে নিয়ে তাদের ধান-চা'ল কেড়ে নিয়ে তাদের সর্বনাশ করবেন না। আমরা আগে যা বলেছিলাম সেই অনুযায়ী যদি কাজ করতেন তা হ'লে আপনারা এই ব্যাপারটা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারতেন। এর গ্যারান্টি কি হ'ত? এর গ্যারান্টি হ'ত দুটো। একটা হচ্ছে যা ঘাটতি হ'ত পশ্চিম বাংলায় কত ঘাটতি সেটা ভাল ক'রে বলেন নি, গতবারের ঘটনা থেকে বোধ হয় ও'দের শিক্ষা হয়ে গেছে সেজন্য বলছেন না—যা ঘাটতি হ'ত সেটা বাইরে থেকে আনতেন, কিছু উড়িষ্যা, কিছু কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে আনতেন, কিন্তু তা হবে না। গতবার সাড়ে সাত লক্ষ টন ঘাটতি পড়েছিল আমাদের হিসাবে। প্রথম ১২ লক্ষ বললেন, তারপর বললেন সাড়ে সাত লক্ষ টন। সেই ঘাটতি তো পূরণ হয়ে গেল বাইরে থেকে কেন্দ্রের থেকে যে গম এবং চা'ল দেওয়া হ'ল তাতে প্রায় পূরণ হয়ে গেল যদিও চা'লের দাম ৩২ টাকা ৩৫ টাকায় গিয়ে দাঁড়াল। কেন দাঁড়াল? বড় বড় ট্রেডার্স, ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার্স, জোতদার, তারা সব কন্ট্রোল ক'রে ফেলল বাংলাদেশের সব চা'ল।

ফলে ধান-চাল আপনারা কন্ট্রোল করতে পারলেন না, ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টনও আপনারা যোগাড় করতে পারলেন না। কাজেই যাতে আর্টিফিসিয়াল সর্টেজ ক্রিয়েট তারা না করতে পারে তার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে সরকারের প্রকিওরমেন্ট করা। আমি হিসাব ক'রে দেখেছি যে, ১৪-১৫ লক্ষ টন চা'ল যদি মার্কেটএ আসে আমি উপদেষ্টা কমিটিতেও বলেছিলাম—তার অন্ততঃ ৫ লক্ষ টন চা'ল কেন ধরতে পারবেন না? সেটা আপনাদের হাতে রাখুন, বাকিটা ট্রেডার্সদের হাতে ছেড়ে দিন। এই ৫ লক্ষ টন যদি থাকে তা হ'লে আপনারা বাজার কন্ট্রোল করতে পারেন, ট্রেডার্সদের কন্ট্রোল করতে পারেন, সঙ্গে সঙ্গে দামটাও নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন এবং একটা গ্যারান্টি সৃষ্টি করতে পারেন রেশন শপ, রিলিফ ইত্যাদি বিভিন্ন ব্যাপারের জন্য কিন্তু সেগুলি আপনারা কিছুই করলেন না যার জন্য কোনরকম গ্যারান্টি আমাদের কাছে এল না। আমার শেষ কথা হচ্ছে যে, যদি এটাকে কার্যকরী করতে হয় তা হ'লে প্রয়োজন হচ্ছে জনসাধারণের কমিটি। জনসাধারণের কমিটির কথা আপনারা গ্রহণ করেছিলেন। গ্রাম থেকে শহর অবধি করার কথা ছিল, ইউনিয়নে করার কথা ছিল। এখন আপনারা বলছেন যে, গ্রামে ইউনিয়নে করব না। আমরা জানি, তাতে মুশকিল আছে—ইউনিয়ন করলে বোধ করি মুশকিল হচ্ছে এই যে, কংগ্রেসের যে আধিপত্য আছে সেটা থাকবে না। সেখানে রিলিফের লিস্ট তৈরি করা ইত্যাদি ব্যাপারে আবার অন্য লোককে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া বেশির ভাগ জায়গায় আমরা কন্ট্রোল করব, তা না হ'লে নির্বাচন কি হবে, এইসব কথা কি আপনারা ভাবছেন? তা না হ'লে আপনারা যেটায় রাজী হলেন, বিধানবাবু যেটাতে রাজী হলেন আন্দোলনের সময় লিখে দিলেন যে, অ্যাট অল লেভেলস কমিটি হবে—সেই অ্যাট অল লেভেলস কমিটি থেকে কেন ইউনিয়নকে বাদ দেবার চেষ্টা করছেন? অন্য জায়গায় সাবডিভিসন থানায় জেলায় ইত্যাদিতে সমস্ত নাম পাঠিয়ে দিয়েছি। কিন্তু আজ অবধি কোন কমিটি গঠিত হয় নি, কবে হবে তাও জানি না। ধান-চা'ল উঠতে আরম্ভ করেছে কিন্তু আজ অবধি কমিটি গঠন হয় নি। এখনও ফাইল ঘুরছে—জানি না ইউনিয়ন লেভেলএ আপনারা করবেন কিনা। কলকাতায় কমিটি করার কথায় বলেছেন, বিবেচনা ক'রে দেখব। ৪ মাস ধ'রে এ জিনিস চলছে, আজও পর্যন্ত আমরা কিছুই জানতে পারি নি অথচ আপনারা অর্ডিন্যান্স জারী করছেন, খাদ্যনীতির কথা বলছেন, আপনারা বলছেন ব্ল্যাকমার্কেট কন্ট্রোল করব, আপনারা বলছেন ধানচা'ল যাতে পাচার হয়ে না যায় তা দেখব। গতবারের ঘটনা থেকে ও'রা নাকি শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। স্পীকার মহাশয়, আপনি নাকি বলেছেন একটু সংযতভাবে কথা বলতে। কি সংযতভাবে কথা বলব? আমি গালাগালি দেব না কারণ লজ্জা যাদের নেই, তাদের গালাগালি দিয়ে কি হবে? কিন্তু মনে রাখতে হবে কেন এসব আমি বলছি। আপনারা গতবারের থেকে কোন শিক্ষাই গ্রহণ করেন নি একথা আমি বলব না, অন্ততঃ একটা শিক্ষা গ্রহণ করেছেন—সিদ্ধার্থবাবু বলেছিলেন যে, ৮টা জেলায় কেন কর্ডন করলেন, আপনারা সেটা সেন্ট্রালের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন, যা হোক আমি সেকথার মধ্যে যাচ্ছি না। ৮টা জেলায় হবে না, সর্বত্র হবে এখন আপনারা বলছেন। গতবার বলেছিলেন এই নীতি ঠিক নীতি। আজকে সেটা বদলে গেল। তখন প্রফুল্লবাবু বলেছিলেন আমার মনে আছে—ঘাটতি জেলায় এসব ক'রে কি লাভ আছে। তারপর সিদ্ধার্থ-বাবু যখন এক একটা পয়েন্ট ধ'রে দেখিয়ে দিলেন সব জায়গায় না করলে কিভাবে ফাঁকি দেয় —অন্য জায়গায় কন্ট্র্যাক্ট করে, যাক, এবার আপনারা করলেন। উনি এই কথা বলেছিলেন যেটুকু কন্ট্রোল কেন্দ্রীয় সরকার বেঁধে দিলেন তাও ভায়োলেটেড হ'ল সমস্ত জায়গায়, অর্থাৎ তখন অবশ্য পাইকারির উপর ছিল সেই কন্ট্রোল—সমস্ত জায়গায় ভায়োলেটেড হ'ল। তখন কিছুই আপনারা বলতে পারলেন না। মুখ্যমন্ত্রী বাইরে প্রেস কনফারেন্স ক'রে বললেন, আমি কি করব, ১০ মণের কম যদি কেউ বিক্রি করে। আমি তখন বলেছিলাম—একটা বড় ব্যবসায়ীর নাম বলবেন যে ১০ মণের কম বিক্রি করে, আমরা তো এরকম জানি না? আপনাদের কাছে যদি সংবাদ থাকে; আমরা সেইরকম সংবাদ পাই নি। মুখ্যমন্ত্রী দেখলেন বিপদে পড়ে গিয়েছেন সিদ্ধার্থবাবু এই কথা বলাতে, তখন তিনি বলেছিলেন—বাবা, তোমরা খাতাটা ঠিক ক'রে রাখ, ১০ মণের কম দেখাও, ৯ মণ ৯ মণ ক'রে দেখাও—হাজার মণ বিক্রি কর, কিন্তু এই বেলায় দেখাও ৯ মণ ওবেলায় দেখাও ৯ মণ, পরে সব ঠিক হয়ে যাবে—কেউ তোমাদের ধরতে পারবে না, তা না হ'লে কেন্দ্রের কাছে আমরা মুখ দেখাতে পারব না। এখন সেটা আপনারা পরিবর্তন করেছেন। কিন্তু এ ছাড়া আর তো কিছুই করেন নি। অন্য জিনিস-গুলির কি হবে তার দু'-একটা কথামাত্র আমি বলব। সময় পেলে এটা সমস্তটা পড়লেই ভাল

হ'ত। এটা হচ্ছে যে কমিটি তৈরি হয়েছিল সিন্দ্ধার্থবাবুর বক্তৃতা দেওয়ার ফলে আমাদের অনাস্থা প্রস্তাব দেওয়ার ফলে অন্তত একটা জিনিস হয়েছিল যে, আপনারা একটা কমিটি করেছিলেন তরুণবাবু যার চেয়ারম্যান ছিলেন। আমরাই সেই কমিটির রিপোর্ট বের করেছিলাম। সংশোধিত রিপোর্ট যেটা পরবর্তিকালে সরকারের কাছে দেওয়া হয় সেটা আমরাই বের করেছিলাম 'স্বাধীনতা' পত্রিকায়—তা না হ'লে বোধ করি এটা দিনের আলো দেখত না। কারণ সে সম্বন্ধে যখন শুনতে পেলাম কানাঘুষা, পণ্ডিত নেহরুর কাছেও আমি লিখেছিলাম যে, আপনি আজকাল নানা ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড, কেরালায় কি হচ্ছে, এখানে কি হচ্ছে, ওখানে হচ্ছে—তো এখানে এইরকম একটা ঘটনা ঘটেছে। সিদ্ধার্থবাবুর পদত্যাগেরপর আপনি বলেছিলেন অন্যায় হয়েছে তাঁর পক্ষে এইরকম বক্তৃতা দেওয়া। আমি তাঁকে বলেছিলাম আমাদের এই খাদ্য রিপোর্টটা আপনি একটু বের ক'রে দিতে পারেন? প্রথমে তার কোন জবাব পাই নি। তারপর তিনি লিখলেন তিনি কোথায় বাইরে গিয়েছিলেন—সিকিম না ভুটান, সেইজন্য তিনি জবাব দিতে পারেন নি। কিন্তু কথা হ'ল, আমরাই সেটা জোগাড় ক'রে বের করেছিলাম। তারপর মুখ্যমন্ত্রী প্রেস কনফারেন্স ডেকে দেখলেন আর তো কোন উপায় নাই—এখনই তিনি এই কথা বললেন, অথচ তা নিয়ে কত বাদবিতণ্ডা। তিনি অ্যাসেমব্লিতে বলেছিলেন—আমি এই রিপোর্ট দেব, অ্যাসেম্বলি যদি নাও থাকে আমি দেব। বঙ্কিমবাবু যখন শেষদিন জিজ্ঞাসা করলেন তখন তিনি বললেন—এই রিপোর্ট আমি দেওয়ার কথা বলি নি, অথচ প্রসিডিংসএ লেখা আছে তিনি কি বলেছিলেন। সেইসব তিক্ত কথার মধ্যে আমি এখন যাব না। বিধানবাবু পরে আমাকে একটা চিঠি লেখেন—তাতে লেখেন যে. রিপোর্টটা একটু সংশোধিত হবে। আমরা তার মধ্যে খবর পেয়ে গিয়েছি যে, রিপোর্ট চ'লে গিয়েছে। কিন্তু উনি বললেন রিপোর্ট একটু সংশোধিত—যাঁরা রিপোর্ট তৈরি করেছেন তাঁরাই বলছেন যে. রিপোর্টটা একটু সংশোধিত হবে। সংশোধন কেন করবেন সেটা আমরা পরবর্তিকালে বুঝতে পেরেছি। তখন ঠিক ঐভাবে বুঝতে পারি নি। আমি আপনাকে প'ড়ে দিচ্ছি, আগে যে রিপোর্টটা প্লেসড হয়েছিল—প্রয়োজন হ'লে আপনারা একটু দেখে নেবেন এটা কোন ভুল জিনিস নয়। শেষ প্যারাগ্রাফএ তাঁরা লিখছেন যাঁরা প্রথমে লিখেছিলেন—পরে সংশোধন হয়—এটা কাগজে বের হয় নি—

> "It is therefore the considered opinion of the Committee that the Food Department and particularly the officers of the Directorate evinced colossal lack of knowledge, earnestness, sincerity, imagination and evenhandedness in the matter of tackling the problem of foodgrains including enforcement of cordoning and Price Control Order and all questions related thereto. The Food Director has also bestowed favours to the rice-millers by illegally making payment of a higher price than that which they were lawfully entitled to. The Food Department pursued a weak and vacillating policy in the matter of imposition of the cordon order which coupled with the lack of proper instructions and arrangements for making procurement by levy have contributed largely to the shortfall from the optimum target for levy."

[—7-18 p.m.]

এই হচ্ছে ও'দের প্রথম কথা—এটাও অবশ্য পরবর্তিকালে একটু পরিবর্তন হয়—এখন অবশ্য এটা এভাবে নাই। পরিবর্তন যে কারণেই হোক, আমি তার মধ্যে যাচ্ছি না। আমি যেটা বলছি এটার কি হবে। এই যে কথাগুলি বলা হয়েছিল এগুলি কি সত্য, না সত্য নয়? এই যে আর্নেস্টনেসএর অভাব, নলেজএর অভাব, সিনসিয়ারিটির অভাব, ইমাজিনেশনএর অভাব, ইভন-হ্যান্ডেডনেসএর অভাব—এই যে সব অভাব এগুলি কি দূর হয়েছে—ডিরেক্টর সব পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে? আমি অবশ্য জানি এগুলি কিছুই হয় নি। এগুলি তরুণবাবুর পক্ষে বলা সম্ভব নয়—কিন্তু আসল কথাগুলি তো এর মধ্যে থেকে বের হচ্ছে। ওদের ডাইরেক্টরেটে কাকে দোষ দিচ্ছেন? একজন ডিরেক্টরকে দোষ দিচ্ছেন? একটা এ আর সি পি-কে দোষ দিচ্ছেন, একটা পুলিসকে দোষ দিচ্ছেন আর মন্ত্রিমহাশয়কে আপনি ছেড়ে দিচ্ছেন? এখানে একমাত্র কথা থাকা উচিত ছিল কি ফুড মিনিস্টার। এটা তরুণবাবুর পক্ষে বলার একটু

সুবিধা আছে আমি বুঝি। কিন্তু আমাদের পক্ষে তো সেই অসুবিধা থাকা উচিত নয়। টাই তো সত্যি কথা যে, এন্টায়ার রেসপন্সিবিলিটি—পার্লিয়ামেন্টারি ডেমোক্রেসিতে এই জিনিস নিতে হয়—

he entire responsibility for action of the officers must be taken by the Ministers.

রাজকে কৃষ্ণমাচারীকে চ'লে যেতে হয়েছে, পণ্ডিত নেহরু এই ব্যাপারে চিঠি লিখেছেন, অফিসারদের সঙ্গে আমি কনসাল্ট ক'রে কথা বলি বেরুবাড়ির ব্যাপারে—কিন্তু দি এন্টায়ার রেসপন্সিবিলিটি ইজ মাইন। এই সৎসাহস তিনি অন্তত দেখিয়েছেন। কিন্তু এখানে এভাবে কথা সম্ভব নয়, কারণ পার্টির ব্যাপার আছে। কথা হচ্ছে, প্রফুল্লবাবুর সরে যাওয়া উচিত ছিল এবং এই গলদগুলি দূর করা উচিত ছিল।

তারপর এখানে দেখুন এই যে, সংখ্যাতত্ত্ব দেওয়া হয়—প্রফুল্লবাবুর কাছ থেকে আমরা নানা-রকম পরিসংখ্যান পাই—সে সম্পর্কেও আমার কয়েকটা মন্তব্য আছে। এখানে লেখা আছে—

"that the District Officers were not aware of the method adopted by the Food Statistics Department for collection of information regarding the district production figure."

এঁরা গিয়ে খবর নিলেন ঐসব ডিস্ট্রিক্ট অফিসাররা কিছুই জানেন না। কি ক'রে প্রোডাকশন ফিগার যায়—কত ঘাটতি, কত উদ্বৃত্ত কোন কিছুই রিলায়েবল নয়—কেউ কিছু জানেন না। তার উপর খাদ্যনীতি হয়ে যাচ্ছে, ৭ লক্ষ থেকে ১২ লক্ষ হয়ে যাচ্ছে। কেন্দ্রের কাছে টন টন চাওয়া হচ্ছে এবং এই ক'রে সর্বনাশ ক'রে দিলেন। তারপর এঁরা বলছেন কর্ডন সম্বন্ধে কত গলদ ছিল। গতবার উচিত ছিল বাইরে যাতে না চলে যায়। এখানে শুনেছিলাম—তো গলা ক'রে বলেছিলেন সমস্ত ব্যবস্থা করা হচ্ছে। অথচ এখানে দেখছি—

"our information is that quantity of rice and paddy were exported into Pakistan and Bihar due to defective cordon orders. There were no export restrictions."

আরেক পাতায় লেখা আছে এই পরিসংখ্যানের বিষয়—

"From the foregoing account it would be abundantly clear even to a casual observer that the Food Department pursued from the very beginning a week and vacillating policy and that is why they could not make up their mind as to which areas cordoning order should be issued. The view of the Committee is that the Government have no dependable machinery provided at the lowest level for collection of data regarding the actual food position."

এটাই আমরা বারে বারে ৪-৫ বছর ধ'রে বলছি। যেসব কনককড্ ফিগার যায় জন্য এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টএর ডাঃ আমেদের ফিগারের সঙ্গে প্রফুল্লবাবুর ফিগার মেলে না। এসব হচ্ছে সব ধাপ্পাবাজি। তারপর, কর্ডন সম্বন্ধে বলা হচ্ছে—

"The way in which the Department conducted itself in the matter of enforcement of cordoning leaves an impression in one's mind that the Directorate at any rate for some time wanted to keep this order a deadletter to be kept confined in the official statute book instead of enforcing it."

খালি ডিরেক্টরেট না ব'লে আমি হ'লে বলতাম শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, ফুড মিনিস্টার, এই জিনিস তিনি করেছেন। এর থেকে ক্রিমিনাল আর কি হ'তে পারে। তবুও তিনি এখানে ব'সে আছেন, তাঁর বক্তৃতা আমাদের শুনতে হচ্ছে। তারপর অনেকখানি ছেড়ে দিয়ে, আর একটা বিষয় আপনাকে বলছি। তারপর বলছেন—

"Things could not be otherwise as the Directorate lacked seriousness in the matter. The Deputy Director of Cordoning, the person who is in charge of cordoning operation, joined only in January, 1958.

Being a new recruit from the Relief and Rehabilitation Department he had no experience in the line; naturally he took some time to pick up things. The whole thing seems to be a farce."

এই হচ্ছে তাঁর ভাষা। দি হোল থিং সিমস্ টু বি এ ফার্স। তারপর আর একটা জিনিস যা আমরা বলেছিলাম, সিদ্ধার্থ রায় বলেছিলেন, যার লম্বা-চওড়া জবাব শুনেলাম পারমিট সম্বন্ধে। এবারও পারমিট দেওয়া হবে ধান-চাল কেনবার জন্যে। এখানে দেখুন বলা হচ্ছে—

"But the Directorate had issued such directions for issue of permits as special cases for reasons which we have not been able to comprehend."

তারপর তিনি এখানে সব ফিগার্স দিয়েছেন, সেগুলি আর বলার দরকার নেই। আমরা নাম, ধাম, ঠিকানা পর্যন্ত দিয়েছিলাম। শুধু তাই নয়, আরও একটু দেখুন এই পারমিটের ব্যাপারে। বলছেন—

"It would seem that the Directorate and its officers favoured only a few to the exclusion of others. Such a step on the part of the Directorate also had the effect of nullifying its own order as mentioned above."

বেছে বেছে লোককে পারমিট দেওয়া হ'ল। তরুণবাবুর কথা, বা অন্য যাঁরা এটা লিখেছিলেন ও করেছিলেন। তাঁরা বুঝতে পারেন নি যে, কেন? কিন্তু একটু চেষ্টা করলেই বুঝতে পারতেন কেন? প্রফুল্ল সেন মহাশয়কে আপনাদের কংগ্রেস পার্টির জন্য টাকা ব্যয় করতে হয় এবং কংগ্রেস পার্টির মেম্বারদের নানাভাবে নানারকম সাহায্য করেন এবং তাঁদের আত্মীয়স্বজনকে স্পেশাল পারমিট দিতে হয়েছিল। আর একটু আছে পারমিট সম্বন্ধে—

"In course of the tour, the Committee found out that a large number of permits were issued from time to time for which there is no mention in the said book."

এই সেড বুক মানে—আমরা যেসমস্ত কথা বললাম, সিদ্ধার্থ রায় মহাশয় যখন চার্জ আনলেন, তারপর একটা বিক্রেতার নাম ঐ নামের তালিকায় দেওয়া হ'ল। এখানে দেখা যাচ্ছে সব নাম-গুলি তার মধ্যে দেওয়া হয় নি। বুঝতেই পারছেন, স্পীকার মহাশয়, এইরকম অন্যদেশে হ'লে কি হ'ত? তিনি কি গদিতে থাকতেন? আমি যখন বিলাতে ছিলাম তখন সেখানে এইরকম একটা ঘটনা ঘটতে দেখেছি। জিমি টমাস একজন কেবিনেট মিনিস্টার ছিলেন, এমন কিছু নয়, বাজেটে একটা লিকেজ হয়েছে, এই শুনে একদিনে তাঁকে মন্ত্রিত্ব ছেড়ে চ'লে যেতে হ'ল। জিমি টমাস হ্যাড টু কুইট দি কেবিনেট। এইরকম অনেক ঘটনা সেখানে হয়েছে। যাক সেইসমস্ত কথার ভিতর আর আমি যাচ্ছি না।

তারপর জানেন, আমাদের একটা অভিযোগ ছিল এই বিষয় যে, হঠাৎ দেখা গেল যেটা স্টিপুলেটেড প্রাইস—চালের যেটা দাম, যাতে তা কেনা হবে—সেখানে বলা হ'ল কোয়ালিটি বদলে গেছে। সুতরাং চালটা নষ্ট হ'ল। এখানে আছে—

"The Director of Food explained that the upgrading of prices were done on the basis of assessment of samples made by the Inspection Branch of the Food Directorate, but we will presently show the hallowness of this theory."

আরও আছে যে, ঐরকম স্যাম্পলস্ দেখে বিচার করে ইত্যাদি ইত্যাদি এবং আরও পরে বলেছেন ইনিস্যাল হয়েছে ইত্যাদি। তারপর দেখুন, এটা একটু বেদনাদায়ক ও'রা বলেছেন, ও'দের কাছেই বেদনাদায়ক, ও'রা বলছেন—

"The Chief Minister has however said that he has had a talk with the Central Food Minister, Shri Ajit Prasad Jain, on or about the 12th of January, 1958, about increase in the procurement rates and that the said reduction of rates was agreed to by the Central Food

> Minister, and nothing has been done by the Food Department without his consent and approval. But the Committee hold different view and the Committee ascribes the above statement of the Chief Minister to his forgetfulness."

আমার আর বেশি সময় লাগবে না। দু'তিন মিনিট লাগবে। এর পর আর কি বক্তব্য থাকতে পারে? আমার কথা হচ্ছে—আমরা আশা করেছিলাম নতুন এক-আধটু পরিবর্তন দেখলাম। শ্রীসিদ্ধার্থ রায় তাঁর বক্তৃতায় যেসমস্ত চার্জ এনেছিলেন তখন তা আমরা বা বহু অন্য লোক ভাল ক'রে বুঝি নি। কিন্তু পূর্ববর্তীকালে এই মন্ত্রিমহাশয় তার প্রত্যেকটির যথার্থতা প্রমাণ ক'রে দিয়েছেন। তখন চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল, তার জবাব দেশের মানুষ দিয়েছে। সিদ্ধার্থ-বাবু পদত্যাগ করেছিলেন; কিন্তু ও'রা যখন একদিক থেকে অন্যদিকে চ'লে যান তাঁরা কখনও পদত্যাগ করেন না বা পুনর্নির্বাচনে যেতে সাহস করেন না। সিদ্ধার্থবাবুর কাণ্ডজ্ঞান ছিল, তিনি পদত্যাগ ক'রে রি-ইলেকশন চেয়েছিলেন। প্রফুল্লবাবু ভোটারস লিস্ট দেখিয়ে বলে-ছিলেন—আমরা জিতব; কিন্তু কোথায় তাঁর সে কথা ফলল? কংগ্রেস কনফারেন্সে তিনি যা বলেছিলেন সে কথা ধূলিসাৎ হ'ল, কারণ সাড়ে দশ হাজার ভোটে তাঁরা হেরেছিলেন। অথচ একথা আমরা জানি—প্রায় প্রতি জন কেবিনেট মন্ত্রী ভবানীপুরের অলিতেগলিতে ঘুরে খাদ্যনীতি, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ইত্যাদি নিয়ে বক্তৃতা ক'রে বেড়িয়েছিলেন। আমরা তার প্রতিবাদ করেছিলাম এবং আপনারা দেখলেন কলকাতার সচেতন মানুষ কি রায় দিল। এটা ফ্লাড বা বন্যা নয় যে, গিয়ে বলতে পারেন—ভোট দাও, টাকা দেব, বাড়ি ক'রে দেব। মুসলমান-দের ভয় দেখিয়ে অনেক কিছু করেন, কিন্তু কলকাতায় তা সম্ভব নয়। তারপর আমরা বলেছিলাম এই মন্ত্রিমহাশয়কে এই কেবিনেট থেকে সরিয়ে দেওয়া হোক, কিন্তু তা করা হয় নি। কিন্তু যারা নির্লজ্জ তাদের গালি দেবার ভাষা আমার জানা নেই। এটা বলা আমার কর্তব্য।

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

মিঃ স্পীকার, স্যার, শ্রদ্ধেয় জ্যোতিবাবু যে রিপোর্ট পড়লেন ফুড কমিটির রিপোর্ট ব'লে, সেটা আমার কমিটির রিপোর্ট নয়। ফুড কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে একথা বলা আমার প্রয়োজন মনে করি।

Adjournment

The House was then adjourned at 7-18 p.m. till 3 p.m. on Friday, the 19th December, 1958, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

The Assembly met in the Assembly House, Calcutta, on Friday, the 19th December 1958, at 3 p.m.

Present:

Mr. Speaker (The Hon'ble Saukardas Banerji) in the Chair, 16 Hon'ble Ministers, 12 Deputy Ministers and 205 Members.

Non-official Resolutions

[3—3-10 p.m.]

Dr. Kanailal Bhattacharyya:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি প্রস্তাবটা দিচ্ছি—তার কারণ—

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: On a point of order, Sir. I submit that this Resolution is not admissible. The first condition that a esolution should comply with is that it shall be clearly and precisely xpressed and shall raise some difinite issue. The resolution says "that his Assembly, taking note of the fact that Secondary teachers of about 900 unaided schools, etc.". There are only 490 out of 900. By using the word 'about'' what margin can be allowed, I do not know. Secondly, it does not aise a definite issue, because it says "that the West Bengal Government hould adopt immediate measures so that the prescribed scales are made vailable to them". In the first place the Board of Secondary Education loes not prescribe these scales. Then there is no bar to amenities. There s no bar to schools applying for aid. So, Sir, the resolution is neither recise nor does it raise any issue at all. It cannot be allowed.

Mr. Speaker: Apart from the wrong figure which is mentioned there, he relief that they want is fairly specific. Therefore, I will allow this esolution.

Dr. Kanailal Bhattacharjee: Sir, I beg to move that this Assembly, aking note of the fact that Secondary teachers of about 900 unaided schools re not getting salaries in the scales prescribed by the Board of Secondary Education, West Bengal, which is detrimental to the educational interests f the State, is of opinion that the Government of West Bengal should dopt immediate measures so that the prescribed scales are made available o them.

ননীয় স্পীকার মহাশয়, এই প্রস্তাবটা আমি দিয়েছি তার কারণ হচ্ছে এই আজকে মাধ্যমিক ক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষক মহাশয়দের যে মাইনে বিভিন্ন স্কুলে দেওয়া হয়, সেটার সঙ্গে সমতা রক্ষার য়োজনীয়তা আছে এবং তার জন্য আমার মনে হয় যে মাইনে তারা পাচ্ছে, বেতন পাচ্ছে টা মোটেই এডিকুয়েট নয়, তার চেয়ে বেশী হওয়া উচিত যেটা ...কন্ভার। এডুকেশন বোর্ড ঠক করে দিয়েছেন।

স্যার, মন্ত্রী মহাশয় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। ...কন্ভার। বোর্ড এদিকে নিয়ম করে দিয়েছে যারা তাদের কাছ থেকে এইড নেবে তাদের ছাত্রদের বেতনের হার একটা করতে হবে এবং সঙ্গে শিক্ষকদেরও বেতনের হার একটা বেঁধে দিয়েছেন। এবং এটা যদি না হয় তাহলে রা এইড দেবেন না। আমার বক্তব্য হচ্ছে যে, যে সমস্ত আনএইডেড স্কুল আছে সেই সমস্ত নএইডেড স্কুলসমূহকে মন্ত্রী মহাশয় বাধ্য করতে পারেন না যাতে শিক্ষকদের সেই বেতন দেওয়া য় যা তারা স্কুলে বেঁধে দিয়েছেন। অবশ্য বেতনের যে হার আপনারা করে দিয়েছেন তা কত

ঠিক আমি বলতে পারছি না—তবে আমার যতদূর মনে হয় গ্র্যাজুয়েটদের ৭৫—১২৫ টাকা, কিন্তু আনএইডেড স্কুলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তার চেয়ে কম মাইনে দিচ্ছে। মন্ত্রী মহাশয় হয়ত বলবেন যে তারা কম মাইনেই দিক আর বেশী মাইনেই দিক তাদের বাধ্য করা যেতে পারে না, কারণ হচ্ছে এই যে তারা আমাদের কাছ থেকে কোন সাহায্য গ্রহণ করে না এবং এই সমস্ত স্কুলের কোন বাধ্যবাধকতাও নাই যে তারা সরকারকে তাদের হিসাব পরিদর্শন করতে দেবে। কিন্তু তারা যে বেতন ছাত্রদের কাছ থেকে নেয় তাতে তারা যদি ইচ্ছা করে তাহলে শিক্ষকদের যে বেতনের হার নির্দিষ্ট করে আপনারা দিয়েছেন তা দিতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে ছাত্রদের যে বেতনের হার তা যথেষ্ট অর্থাৎ যে বেতন অনেক এইডেড স্কুলে হওয়া উচিত—সেই বেতনই তারা এখন স্কুলে ছাত্রদের কাছ থেকে নিচ্ছে। অথচ আনএইডেড স্কুলে যে বেতনের হার হওয়া উচিত শিক্ষকদের সে মাইনে দিচ্ছে না। এগুলি শুধু মফঃস্বলে কয়েকটি স্কুলে হচ্ছে তা নয়, কলকাতার বড় বড় স্কুলেও দেখতে পাই—এ সমস্ত বড় বড় স্কুলে প্রচুর পরিমাণে ছাত্র ঢুকিয়েছে এবং তাদের কাছ থেকে বর্ধিত হারে বেতন তারা নিচ্ছে অথচ তাদের স্কুলে যে সমস্ত শিক্ষক রয়েছে সেই সমস্ত শিক্ষকদের এইডেড স্কুলে যে হারে সরকার পক্ষ বেতন দিতে স্বীকৃত হয়েছে তা দেওয়া হচ্ছে না। এবং এভাবে মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষকদের মাইনের ব্যাপারে ঠিকমত সমতা রক্ষা করা হচ্ছে না। সেজন্য আমার প্রস্তাবের মাধ্যমে একটা কথা বলতে চাই যে সরকারী কর্তৃপক্ষ, মেজারএর কথা বলব না,—একটা আইন প্রণয়ন করুন যে আইনের মাধ্যমে বাধ্য করতে পারবেন সমস্ত বিদ্যালয়গুলিকে যাতে তারা সমস্ত হিসাব ঠিকমত সরকারের কাছে প্রদর্শন করে—তারা এইড নিক আর নাই নিক। কারণ দেখা যাচ্ছে যে শিক্ষকদের মাইনে ঠিকমত দেওয়া হচ্ছে না অথচ ছাত্রদের কাছ থেকে বর্ধিত হারে মাইনে নিচ্ছে। আমার কথা হ'ল এই যে আজকে কলকাতা এবং পশ্চিমবাংলার অনেকগুলি স্কুল ব্যবসায়ের ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। ছাত্রদের কাছ থেকে বর্ধিত হারে বেতন নেওয়া হচ্ছে কিন্তু শিক্ষকদের বেশী বেতন দেওয়া হচ্ছে না। ম্যানেজিং কমিটি যেন একটা ব্যবসা করছে। আমি এ বিষয়ে কারও নাম করতে চাই না। এক একটি বিদ্যালয় এক একটি ইনডিভিজুয়ালএর। যিনি সেখানকার ফাউন্ডার, তিনিই সেক্রেটারী, এবং তিনি তাঁর মনোমত লোক নিয়ে ম্যানেজিং কমিটি করেন। তাঁর মুখের উপর কেউ কোন কথা বলতে পারে না। তাঁরই ইচ্ছামত ছাত্রদের বেতন নির্ধারিত হয় এবং শিক্ষকদের বেতন নির্ধারিত হয়। সরকারের পক্ষ সেই রকম ম্যানেজিং কমিটির বিদ্যালয়গুলোকে কিছুই বলতে পারেন না, কারণ সরকারের হাতে আইন নাই যার দ্বারা তাঁরা বাধ্য করতে পারেন যে কি হিসাবে ওদের কার্য করতে হবে। এডেড স্কুলে তাঁরা যেরকম বাধ্য করতে পারেন যে যেহেতু তোমরা সাহায্য নিচ্ছ সেইহেতু তোমাদের শিক্ষকদের এইভাবে বেতন দিতে হবে এবং ছাত্রদের কাছ থেকে এইভাবে বেতন নিতে হবে এদের ক্ষেত্রে তাঁরা তা করতে পারেন না। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে একটা ব্যবসা চালু হয়ে গেছে। সেইজন্য আমি প্রস্তাবের মাধ্যমে সরকারকে অনুরোধ জানাতে চাই যে আজ মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে যে ব্যবসা চলছে, তা বন্ধ করার জন্য এমন আইন প্রণয়ন করা উচিত যার দ্বারা প্রত্যেক বিদ্যালয়কে বাধ্য হতে হবে শিক্ষকদের এবং ছাত্রদের বেতন ঠিক করা আইন-মাফিক। অন্ততঃ আজকে যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোকে সরকার সাহায্য দেন, সেখানে যে রেটে শিক্ষকদের বেতন দেওয়া হয় সেইটা বন্দোবস্ত করা উচিত—এই কথাই এই প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে বলতে চেয়েছি।

[3-10—3-20 p.m.]

Sj. Satyandra Narayan Mazumdar: I beg to move that at the end of the resolution the following words be added, namely:—

"and extend adequate financial aid to these schools for that purpose".

মাননীয় স্পীকার মহাশয়! ডাক্তার কানাইলাল ভট্টাচার্য মহাশয় যে প্রস্তাব এখানে উপস্থাপিত করেছেন সেটা সমর্থন কোরে তার সংগে আমি একটি সংশোধন প্রস্তাব দিয়েছি। অবশ্য ডাক্তার ভট্টাচার্য তাঁর বক্তৃতায় প্রস্তাবের যে উদ্দেশ্য বলেছেন সেটা অনেকটা ব্যাপক। আমি অল্প সময়ের ভিতর সেই ব্যাপক জিনিসের ভিতর যাওয়ার চেষ্টা করব না। আমি শুধু গভর্নমেন্টের এড দেওয়ার ব্যাপারে যে নীতি, এবং সেই নীতি কিভাবে কার্যকরী হয় সেই সম্বন্ধেই বলব।

যে এর মধ্যে অনেক ত্রুটি রয়েছে, এবং এই ত্রুটিগুলি পরিবর্তন করা উচিত। তাঁরা বলেছিলেন এই পরিবর্তন করতে কিছুদিন সময় লাগতে পারে। কিন্তু সেখানে তাঁদের অপেক্ষা করা উচিত সহৃদয়তাবে।

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Will the speaker quote the remarks of the Dey Commission?

[3-20—3-30 p.m.]

Sj. Satyendra Narayan Majumdar:

সাহায্যের জন্য দরখাস্ত করতে তারা ভয় পায়। অনেক স্কুলের শিক্ষক আমার কাছে এ বিষয়ে বলেছেন। আমি উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি তরাই স্কুলের কথা। এখানকার বেশীরভাগ শিক্ষক ও ছাত্র উদ্বাস্তু এবং তাঁরা কোন রকমে স্কুল চালাচ্ছেন। তাঁরা সাহায্যের জন্য দরখাস্ত করেছেন। কিন্তু ফলে হচ্ছে কি না তাঁদের মাহিনা কমে গেল, কিসের বিনিময়ে? না নিল গ্র্যান্টের বিনিময়ে। শিক্ষকরা বলেন যে এর চেয়ে সাহায্য তাঁরা চান না, কারণ যদি মাহিনাই কমে যায় তাহলে আর লাভ কি। কাজেই এই অবস্থার যদি পরিবর্তন না করেন তাহলে সাহায্যের নামে লোককে ভাওতা দেওয়া ছাড়া এটা আর কিছুই নয়। একটা কথা বলতে পারেন যে অনেক ম্যানেজিং কমিটি ব্যবসা হিসাবে স্কুল চালান। এটা সত্য কথা। সেজন্য শিক্ষাদপ্তরের বিশেষ করে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের অনেকখানি দায়িত্ব এ বিষয়ে রয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষ বোর্ড যেটা এখনও পর্যন্ত এ্যাডমিনিস্ট্রেশনের হাতেই রয়ে গেছে—তার এখনও পর্যন্ত কোন ব্যবস্থাই করা হচ্ছে না। সেজন্য শিক্ষা পুনর্গঠনের কাজও ক্রমশঃ কমে আসছে এবং দুর্নীতি দেখা যাচ্ছে।

দ্বিতীয় কথা, এরা বলতে পারেন যে ৭৫০ বা ১ হাজার ছাত্র যেখানে পড়াশুনা করে সেখানে পড়াশুনা ভাল হয় না এবং সেখানে ব্যবসা চলে। কিন্তু এই যে যুক্তি ৭৫০-এর বেশী ছাত্র আছে তা যদি দেন তাহলে আমি তাঁকে বলতে পারি যে সারা বাংলাদেশে ৫০টার বেশী স্কুল নেই যেখানে এত ছাত্র আছে। এখবর আমি বিভিন্ন শিক্ষকদের কাছ থেকে পেয়েছি। তাঁরা যদি বলেন যে, ৭৫০-এর বেশী ছাত্র আছে বলে তাদের সাহায্যের দরকার নেই তাহলে আলাদা কথা। সামান্য স্কুল আছে যারা সাহায্য নেয় না, অথচ শিক্ষকদের বেশী বেতন দেন। এই সমস্ত স্কুলের সংখ্যা ৫০টার বেশী হবে না। আবার কতকগুলি স্কুল বেশীরভাগ মাড়োয়ারী এবং ইউরোপীয়ান মিশনারীদের দ্বারা পরিচালিত। তারাও সাহায্য নেয় না। কাজেই এই ১০০ যদি বাদ দিই তাহলে আর যে স্কুল রয়েছে তাদের মধ্যে সাহায্য পায় না এই রকম স্কুলের সংখ্যা অনেক বেশী। আমি জানি না মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এ বিষয়ে কি বিতর্ক উপস্থিত করবেন। কিন্তু আমি এই যে জিনিসটা তাঁকে বলছি এবং যে কঠোর ভাষা ব্যবহার করেছি সেটা বিতর্কের খাতিরে নয়, শিক্ষকদের কাছ থেকেই এই কথা আমি শুনেছি। একদিকে সবাই বলছেন শিক্ষকদের বেতন বাড়ান উচিত। সেখানে তাঁরা অন্য কথা বলেন এবং করেন। বিভিন্ন শিক্ষা কমিশনও এবিষয়ে সুপারিশ করে গেছেন যে, সরকার সেখানে সাহায্য দেবেন। অনেক স্কুলের বেলায় দেখা গেছে যে যেখানে সাহায্য পাওয়ার উপযুক্ত বলে তাঁরা সরকারী তালিকাভুক্ত হয়েছে, কিন্তু যে শর্ত আছে বা যে নীতিতে সরকার সাহায্য দেন সেখানে সেই নীতিটা একটা প্রহসনে পরিণত হয়েছে। কাজেই এই নীতির পরিবর্তন করা দরকার এবং অবিলম্বে এমন ব্যবস্থা করা উচিত যাতে সাহায্যপ্রাপ্ত নয় সেই সমস্ত আনএডেড স্কুলগুলো ঠিক সময় যেন সরকারী সাহায্য পায় এবং সেই সাহায্য যাতে শিক্ষকরা নিয়মিতভাবে পান তার জন্য ম্যানেজিং কমিটির উপর চাপ দেওয়া উচিত। অর্থাৎ এমন একটা আইন করা উচিত যাতে তাঁরা এই সাহায্য থেকে বঞ্চিত না হন।

আর একটা কথা বলার আছে। অনেক জায়গায় লাম্প গ্রান্ট দেওয়া হয়। এই লাম্প গ্রান্ট যেটা দেওয়া হয় সেটা বোর্ড ঠিক করে দেন। অর্থাৎ যেমন এক জায়গায় ২ হাজার টাকা লাম্প গ্রান্ট চেয়েছিলেন, দিয়েছেন মাত্র ২০০ টাকা এবং সেই টাকাও বোধ হয় ঠিক সময় পায় নি। একটা স্কুল ডেফিসিট দেখিয়েছেন ৩ হাজার টাকা, সেখানে তাঁরা লাম্প গ্রান্ট ঠিক করে দিয়েছেন। কিন্তু লাম্প গ্রান্ট সম্বন্ধে বলা হচ্ছে যে ম্যানেজিং কমিটির হাতে সমস্ত দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া হয়।

এই [illegible] গ্রান্ট যখন দেওয়া হয় তখন ম্যানেজিং কমিটির কোন বাধ্যবাধকতা নেই যে শিক্ষকদের বেতনের হার উন্নয়নের জন্য তাঁরা বিবেচনা করবেন। অথচ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে লাম্প গ্রান্টের দিকে ঝুঁকেছেন শিক্ষা বিভাগ। কাজেই এই জিনিসটা সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তন হওয়া দরকার। যাই হোক পরে যদি শিক্ষা বিষয়ে আলোচনার পর যেভাবে ডাঃ কানাই ভট্টাচার্য প্রস্তাব এনেছেন সেবিষয়ে সরকার যদি একটা ব্যাপক আইন প্রণয়ন করতে চান তাহলে সেসময় বিস্তৃত আলোচনা করা যাবে।

Dr. Radhakrishna Pal:

এটা কি আপনার স্কুল?

Sj. Satyendra Narayan Majumdar:

স্যার, আমি ওর ইন্টারাপ্শনের জবাব দিচ্ছি। সাধারণতঃ একটা জিনিস দেখি যে কোন স্কুলের পক্ষে যদি বলি তাহলে অনেকে মনে করেন তাতে বুঝি ব্যক্তিগত স্বার্থ আছে, কিন্তু আমি মনে করি যে এটা তাঁরা নিজেদের চিন্তাধারা দিয়েই বিচার করে নেন।

Sj. Sunil Das: Sir, I beg to move that in line 2 of the resolution after the expression "900 unaided schools", the words "and 1,700 Junior High Schools" be inserted.

মিস্টার স্পীকার, স্যার, যে প্রস্তাব এই আইনসভায় ডাঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য উত্থাপন করেছেন সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করে তার সঙ্গে আমি একটা সংশোধনী জুড়ে দিয়েছি। আমার সংশোধনী হোল এই স্কেল অফ পে প্রায় ১৭শো যে জুনিয়ার হাই স্কুল আছে তাদেরও দেওয়া উচিত। যে জুনিয়ার হাই স্কুলগুলি রয়েছে সেগুলি সেকেন্ডারী স্কুল কি না, এই প্রশ্নের যদি কোন একটা সুষ্ঠু সমাধান আমরা করতে পারি তাহলে আমরা এই দাবী উত্থাপন করতে পারবো। দে কমিশন বলে গেছেন যে এই জুনিয়ার হাইস্কুলগুলি সেকেন্ডারী স্কুলের অন্তর্ভুক্ত। দে কমিশন চ্যাপটার ৪, ১৪ পাতায় একথা বলে গেছেন যে, এই স্কুলগুলি সেকেন্ডারী স্কুলের অন্তর্ভুক্ত। প্রশ্ন হোতে পারে, এই যে প্রায় ১৭শো স্কুল এই স্কুলগুলি আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার ভেতর এ্যানাক্রনিসটিক কি না, এদের কোন স্থান আছে কি না—তারও জবাব দে কমিশন দিয়ে গেছেন যে জুনিয়ার হাইস্কুলগুলি যা রয়েছে সেগুলির বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এবং বিশেষ করে সংবিধানের ৪৫ ধারা অনুযায়ী সেখানে ইউনিভার্সাল এডুকেশনের সমাপ্তি ঘটলো, সেখানে এই ৪ ক্লাসের যে জুনিয়ার হাইস্কুল তার বিশেষ স্থান রয়ে গেছে। দুই ক্লাসের জুনিয়ার হাইস্কুল সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, দুই ক্লাসের জুনিয়ার হাইস্কুলগুলির দ্বারা বিশেষ কোন কাজ হচ্ছে না। সেখানকার জবাবও দে কমিশন দিয়ে গেছেন, বঙ্কিম কমিশন দিয়ে গেছেন যে হয় সেগুলিকে ৫ ক্লাসের প্রাইমারী স্কুলে পরিণত করুন, তা না হোলে ৪ ক্লাসের জুনিয়ার হাইস্কুলে পরিণত করুন। যতদিন পর্যন্ত আপনারা এই দায়িত্ব সম্পাদন না করছেন ততদিন পর্যন্ত এরা সেকেন্ডারী স্কুল, সেকেন্ডারী সিস্টেমের অন্তর্ভুক্ত এবং সেকেন্ডারী স্কুলের প্রতি যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা প্রসারিত হবে, সেই সমস্ত সুযোগ-সুবিধা এই স্কুলগুলিকেও দিতে হবে।

দ্বিতীয় কথা হোল—যেটা আমার পূর্ববর্তী বক্তা দুজনেই বলে গেছেন যে এডেড্, আন-এডেড্ এবং গভর্নমেন্ট স্কুলের ভেতর যে পার্থক্য সেই পার্থক্য দূরীভূত হচ্ছে না। [illegible] কমিশন স্পষ্ট বলে গেছেন

for the same type of work equal pay should as far as possible be given.

এবং দে কমিশন সেটাকে সমর্থন করে বলেছেন যে এডেড্, আনএডেড্ এবং গভর্নমেন্ট স্কুলের ভেতর পার্থক্যের আজ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় কোন স্থান নেই। সুতরাং এই নীতির পরিপ্রেক্ষিতে আজকে জুনিয়ার হাইস্কুলগুলিকে নূতন স্কেলের সুযোগ দিতে হবে। জুনিয়ার হাইস্কুলের সংখ্যা ১,২৮২ এটা একটা ষ্টেটমেন্ট দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার গত ১৯শে

ফেব্রুয়ারি তারিখে যখন শিক্ষকরা তাঁদের দাবী আদায় করবার জন্য বিনাসর্তে নূতন স্কেল গ্রহণ করবার জন্য হাঙ্গার-স্ট্রাইক করেছিলেন, তখন পশ্চিমবঙ্গ সরকার বলে যে ১,২৮২টা স্কুল আছে, তাদের এডেড্ বলে বলা হচ্ছে কিন্তু আসলে এডেড্ ঠিক নয়, লাম্প গ্রান্ট দেওয়া হচ্ছে এবং লাম্প গ্রান্টের স্কেল হচ্ছে, মিস্টার স্পীকার, স্যার, আপনি হয় ত জানেন টু-ক্লাস স্কুলের জন্য মাসে ৬০ টাকা আর ১২ মাসে ৭২০ টাকা। আর ফোর-ক্লাস স্কুলের জন্য মাসে ৯০ টাকা আর ১২ মাসে ১ হাজার ৮০ টাকা দেওয়া হচ্ছে। অথচ টু-ক্লাস স্কুলে তিনটা শিক্ষক, তার মধ্যে একটা ইন্টারমিডিয়েট পাশ, একটা ম্যাট্রিকুলেশন এবং আরেকটা ট্রেইন্ড ম্যাট্রিকুলেট। আর ফোর-ক্লাস স্কুলে ৫টি শিক্ষক রয়েছেন, তার মধ্যে দুইজন গ্র্যাজুয়েট ও একজন ট্রেইন্ড গ্র্যাজুয়েট আর দুইজন ইন্টারমিডিয়েট। এখন প্রশ্ন হ'ল ৯০ আর ৬০ এটাকে গ্রান্ট বলে না। সেই দিক দিয়ে আজকে যে প্রস্তাব এখানে উত্থাপিত হয়েছে, সেই প্রস্তাবের ভিতরে ১,৭০০ স্কুলকে আমাদের আনতে হবে যে ১,৭০০ স্কুলে প্রায় ৬ হাজার শিক্ষক রয়েছেন। এই সম্পর্কে আমি বলতে চাচ্ছি যে, ডেফিসিট গ্রান্ট সম্পর্কে মাননীয় সদস্য সত্যেনবাবু যে কথা বললেন—এ সম্পর্কে কঠোরভাবে যে কমিশন তার চ্যাপ্টার ৭এ ২০ থেকে ২৭ সেকশনের ভিতর দিয়ে বলে গেছেন এবং কঠোরভাবে নিন্দা করে গেছেন এবং এই কথা বলেছেন যে স্কুলের খরচের প্রায় সেভেন্টি পার্সেন্ট, শতকরা ৭০ ভাগ টীচার্স ইমলিউমেন্টস। সুতরাং গ্রান্ট যেটা দিতে হবে সেটা টীচার্স ইমলিউমেন্টসএর একটা সার্টেন পার্সেন্টেজ দিতে হবে। এবং এটাই হল র‍্যাশনাল এবং সায়েন্টিফিক বেসিস। সুতরাং আমি বলছি, আজকে যে সামগ্রিকভাবে শিক্ষানীতি আলোচনা করবার এটা সময় নয়, সর্বদিক থেকে বিবেচনা করলে বিশেষ করে যে দুটা নীতি আমি এই হাউসের সামনে রেখেছি, সেই দুটো নীতির পরিপ্রেক্ষিতে এই ১,৭০০ স্কুল এবং তার ৬ হাজার শিক্ষককে নতুন পে-স্কেলএর সুযোগ দেওয়ার দায়িত্ব এই পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের।

[3-30—3-40 p.m.]

Sj. Apurba Lal Majumdar:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, ডাঃ কানাই ভট্টাচার্য এবং আমার নামে যে প্রস্তাবটি আছে, তার সমর্থনে আমি কয়েকটা কথা বলতে চাই। আজ পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৯০০ আনএডেড্ স্কুল আছে, তাদের বর্তমান আর্থিক দুরবস্থা চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। এই আনএডেড্ স্কুলের সংখ্যা আমরা দেখছি যে পশ্চিমবাংলায় সবচেয়ে বেশী রয়েছে। এবং যে কমিশন এ সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে অন্ততঃ বেসরকারী স্কুলগুলির যাতে মাহিনার স্কেল সমস্ত স্কুলে এক হয় সে সম্পর্কে রেকমেন্ড করেছেন। আমরা দেখছি যে ১৯৫৩-৫৪ সালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ করে বোম্বাই, মাদ্রাজ, আসাম ও অন্যান্য জায়গায় আনএডেড্ স্কুলের সংখ্যা আমাদের দেশের তুলনায় অনেক কম। যেমন বোম্বেতে বেসরকারী স্কুলের সংখ্যা ৯৩১, তার মধ্যে এডেড্ ৮৮৭ আর আনএডেড্ মাত্র ৪৪টা। মাদ্রাজ ৫৯৫টি স্কুলের মধ্যে এডেড্ ৫৮১ আর আনএডেড্ ১৪টি। আর আসামে ২৭৮টির মধ্যে ২৪৫টি এডেড আর আনএডেড্ ৩১টি। আর আমাদের পশ্চিম বাংলায় তখন ১৯৫৩-৫৪ সালে ১,২৮৭টির মধ্যে ৮১১টি ছিল এডেড আর ২৪৬টি ছিল আনএডেড। কিন্তু ইতিমধ্যেই স্কুলের সংখ্যা এত অধিক পরিমাণে বেড়ে গেছে এই ৪।৫ বছরের মধ্যে যে আমাদের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক দাঁড়িয়েছে। এখন এখানে ১,৭৫০টি স্কুল আছে তার মধ্যে প্রায় ৯০০টি স্কুল অর্থাৎ শতকরা ৫০ ভাগের বেশী আজকে সরকারের সাহায্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। কিন্তু এদিকে আমরা দেখি বাংলা সরকার-এর এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট অনেক টাকা খরচা করলেও এই মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের খরচা অন্য প্রদেশের সরকারের খরচা তুলনা করলে দেখব তা অনেক কম এবং পশ্চিমবঙ্গ-সরকার মাধ্যমিক শিক্ষার খাতে অনেক কম টাকা খরচা করে থাকেন এবং এদিক থেকে বোম্বের সঙ্গে তুলনা করলে দেখব সেখানে শতকরা ৩২ ভাগ টাকা মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য তারা ব্যয় করে থাকেন আর পশ্চিমবঙ্গ-সরকার মাত্র শতকরা ১৬ ভাগ টাকা মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় করেন। এই ৯০০টি স্কুল নিয়ে আমার এক বন্ধু এখানে বলেছিলেন যে এখানে হিসেবে ভুল হচ্ছে এবং সরকারের তরফ থেকে এখানে বলেন যে এখানে ৬১৫টির বেশী স্কুল হবে না। আমি এখানে এটা একটু পরিষ্কার করে সদস্যদের কাছে উপস্থিত করতে চাই এবং মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়ও এটা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন, যে ১,৭৫০টি স্কুল আছে তার মধ্যে ২০১টি স্কুল—অবশ্য বাকি

[illegible] হিসেবে এডেড, তবে তাঁদের এত সম্পর্কে বলা আছে নিল গ্রান্ট, গ্রান্ট কিছু পান না; তারা নিল গ্রান্টের তালিকাভুক্ত। সুতরাং আমরা এগুলিকেও বলতে পারি যে তারা এক পয়সা সরকার থেকে পান না এবং তারাও আনএডেড স্কুলভুক্ত এবং তারাও আর্থিক সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছে। অবশ্য সরকার আরও অনেক কথা বলেন যে অনেক স্কুল আছে তারা সরকারের সাহায্য চায় না। কিন্তু একমাত্র সহর অঞ্চলে ৫০টি স্কুল যেগুলি বেশীর ভাগ ইউরোপীয়ান স্কুল বা মিশনারী স্কুল—এই স্কুলগুলি ছাড়া আর সমস্ত স্কুল তারা সরকারের সাহায্যের উপর নির্ভরশীল এবং সে সাহায্য তারা চেয়ে থাকেন। এই নিল গ্রান্ট হিসেবে যাদের দেখান আছে ২০৯টি স্কুল এ'রা গ্রান্ট-ইন-এড পাবার যে কন্ডিশন সেই সমস্ত কন্ডিশনগুলি তারা ফুলফিল করেছে এবং তা করা সত্বেও তারা সরকারের কাছ থেকে এক পয়সা সাহায্য পাচ্ছেন না। কাজেই একথা ঠিক নয় যে স্কুলগুলি গ্রান্ট-ইন-এড নেবার জন্য কোন আবেদন করে না বা সরকারের কাছ থেকে কোন সাহায্য চায় না। অন্ততঃ এই ২০৯টি স্কুলের ক্ষেত্রে সরকারের কি জবাব আছে আমি তা জানতে চাই। এছাড়া ৯০০টি আনএডেড স্কুলের মধ্যে ৫০টি স্কুল আমরা বাদ দিয়ে দিলাম যেমন মিশনারী বা মাড়োয়ারী স্কুলগুলি। যে স্কেল আজকে ধার্য করা হয়েছে, পে কমিশন যে স্কেলের কথা বলেছেন সরকার পে-স্কেল মেনে নেন নি এবং তার চেয়ে কম স্কেল সরকার নির্ধারণ করেছেন। সেই স্কেলে অবশ্য মাড়োয়ারী কিম্বা মিশনারী স্কুলগুলি আজকে বেতন দিতে পারে কিন্তু এই ৫০টি ছাড়া আর যে বিরাট অংশ অর্থাৎ ৮৫০টি স্কুল থেকে যায় সেই সম্পর্কে আমি আমার বক্তব্য আপনার কাছে উপস্থিত করব এবং এ সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই স্কুলগুলির আজকে এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে মফঃস্বলে অনেক জায়গায় শিক্ষকরা নোটিস দিচ্ছে যে তারা একসঙ্গে স্কুল ছেড়ে দেবে। আর তা ছাড়া পাশাপাশি দুটা স্কুলে দুই রকম স্কেল চলে তাহলে সেখানে শিক্ষকদের মধ্যে যে নৈরাশ্য এবং যে হতাশা দেখা দেয় তাতে আমাদের শিক্ষার উপর স্বাভাবিকভাবে আঘাত আসে। অবশ্য গ্রান্ট-ইন-এড স্কীমের মধ্যে আনএডেড স্কুলগুলির মধ্যে যে সমস্ত স্কুল আছে তাদের পক্ষে আসাও অনেক অসুবিধা আছে, যেমন ধরুন যেসমস্ত দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন স্কুল টিচার আছেন তাঁরা যদি গ্রান্ট-ইন-এডের মধ্যে আসতে চান তাহলে এখন বর্তমানে তাঁরা যে বেতন পান তার পরিমাণ কমে যাবে। এই অসুবিধাগুলি যা আছে সেগুলি দূর করবার জন্য আমরা এবং সে কমিশনও বলেছেন যে, একটা স্যালারী কমিশন নিযুক্ত হওয়া উচিত যাঁরা এই স্কেল নির্ধারণ করে দেবেন। তাতে যে সমস্ত আনএডেড স্কুলগুলি আছে, প্রবীণ এবং অভিজ্ঞ শিক্ষকদের যে অসুবিধা আছে যে তাদের মাহিনা কমে যেতে পারে, অন্ততঃ তার হাত থেকে এই সমস্ত শিক্ষকরা রেহাই পেতে পারে। অন্ততঃপক্ষে ফিক্সিং অফ ইনিসিয়াল স্কেল সেই সম্পর্কে স্কেল কমিটি করে স্যালারি কমিশন করা উচিত। আমি বিশেষ করে বলতে পারি বাংলাদেশে মাধ্যমিক শিক্ষার যে একটা স্তর সেই স্তরের শিক্ষা আজকে ব্যাহত হতে চলেছে—এবং সত্যাই যদি আজকে শিক্ষকদের সোস্যাল স্ট্যাটাস এবং ইকনমিক পজিশন স্ট্রেংদেন করতে না পারি তাহলে সত্যি আমাদের জাতীয় জীবনে নেশান-বিল্ডিংএর যে কাজ এডুকেশনের মধ্যে দিয়ে তা কিছুতেই সার্থক হতে পারে না। আমি কেবল মুদালিয়ার কমিশন থেকে দুটো লাইন সেকেন্ডারী এডুকেশন সম্পর্কে পড়ছি—

> "We are convinced that if the teachers' present discontent and frustration is to be removed and education is to become a genuine nation-building activity, it is absolutely necessary to improve their status and their conditions of service."

আমি বিশেষ করে মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে এই ৯০০ স্কুলের দিকে তাকান এবং নিল গ্রান্ট বলে যে ২০৯টি স্কুলকে বাদ দিয়েছেন তাদের ব্যাপার কনসিডার করুন এবং সমস্ত বেসরকারী স্কুলের বেতনের হার এক করুন।

[3-40—3-50 p.m.]

Sj. Subodh Banerjee:

স্পীকার মহাশয়, যে সমস্ত স্কুল সরকারী সাহায্য পায় না, সেই সমস্ত স্কুলের শিক্ষক-[illegible] সংশোধিত বেতনের হার দেবার কোন চেষ্টাই সরকারের তরফ থেকে করা হয় নি।

কেন দেওয়া হয় না সে সম্পর্কে সরকারের যুক্তিগুলি এবারে বিবেচনা করা যাক। সরকারের তরফ থেকে বলা হয়ে থাকে যে, যেসমস্ত স্কুল সাহায্যপ্রাপ্ত অর্থাৎ "এডেড্" নয়, সেই সমস্ত স্কুল সাহায্যের জন্য দরখাস্ত করলেই তাদের কথা বিবেচনা করা হবে এবং তারা সাহায্য পেতে পারে। তাই যদি হয় তাহলে তারা দরখাস্ত করে না কেন? আপনারা জানেন যে, এড্ পেতে হলে [illegible] শর্ত পূরণ করতে হয়। সেই শর্তগুলি পূরণ না করলে সাহায্য পাওয়া যায় না। এই শর্তগুলি সব স্কুল পূরণ করতে পারে না। তাহলে দেখা যাচ্ছে আনএডেড্ স্কুলগুলির সকলকেই আমরা এক শ্রেণীতে ফেলতে পারি না। আনএডেড্ স্কুলের মধ্যে এমন [illegible] স্কুল আছে, যারা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শর্তগুলি পূরণ করতে পারে না। আবার কতকগুলি স্কুল আছে যারা মনে করে যে সরকারী সাহায্য নিলে স্কুলের ম্যানেজমেন্ট সরকারী অধীনে চলে যাবে, তাই তারা সাহায্য চান না। আর কতকগুলি স্কুল আছে যারা "নীল গ্র্যান্টের" পর্যায়ভুক্ত। এই তিন শ্রেণীর স্কুলকে আলাদা আলাদা করে বিবেচনা করা দরকার আছে বলে আমি মনে করি।

প্রথমতঃ যেসমস্ত স্কুল ঐ শর্তগুলি পূরণ করতে অক্ষম তাদের কথা বলি। গভর্নমেন্টের তরফ থেকে বলা হয়ে থাকে যে, শিক্ষার মান অবনমিত করতে পারা যায় না, শিক্ষার মানকে উন্নত করতে হলে এই শর্তগুলি পূরণ না করে উপায় নেই। ঠিক কথা। ভাল স্কুল না হলে ভাল লেখাপড়া সম্ভব নয়। কিন্তু শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়কে আমার প্রশ্ন এই স্কুলগুলিকে আর্থিক সাহায্য না করলে তারা কি করে শর্তগুলি পূরণ করবে? অর্থের অভাবে যখন তারা শর্ত পূরণ করতে পারছে না, লাইব্রেরির বই কিনতে পারছে না, ভূগোল বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি যোগাড় করতে পারছে না, উপযুক্ত ও যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিযুক্ত করতে পারছে না এবং ঠিক ঠিক ঘরবাড়ি তৈরি করতে পারছে না, সেখানে টাকা না দিলে কি করে তারা সর্ত পূরণ করতে পারে? এই সমস্ত স্কুলকে টাকার সাহায্য দেওয়া উচিত যাতে করে তারা প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করে শিক্ষণ-ব্যবস্থাকে উন্নত করতে পারে। কিন্তু সরকারের নীতি হচ্ছে ঠিক তার উল্টো। তাঁরা বলছেন, "তোমরা আগে শর্তগুলি পালন করো, তবে তোমাদের সাহায্য দেবো।" অথচ বাস্তব অবস্থা হল এই যে, সাহায্য আগে না দিলে শর্তগুলি পালন করা তাদের পক্ষে অসম্ভব। আমাদের সঙ্গে সরকারের এখানে মূলগত প্রভেদ। আমরা মনে করি যে, আজকের দিনে সরকারের নীতি এমন হওয়া উচিত যাতে করে শিক্ষার সমস্ত ব্যয় সরকার বহন করবে। তা হচ্ছে না। যতটুকু আমার কাছে হিসাব আছে তাতে দেখছি মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য পশ্চিমবাংলায় যত টাকা মোট ব্যয়িত হয় তার শতকরা ৬৮ ভাগ প্রাইভেট এক্সপেন্ডিচার অর্থাৎ জনসাধারণ বহন করে; বাকিটা সরকার ও অন্যান্য লোকাল বডি দেন। লোকে ট্যাক্স দেবে, শিক্ষা সেস্ দেবে, আবার শতকরা ৬৮ ভাগ শিক্ষার ব্যয় বহন করবে, এটা কোন্ দেশীয় যুক্তি তা আমি বুঝতে পারি না। তাই বলবো, যেসমস্ত স্কুল অর্থের অভাবে শর্তগুলি পূরণ অথবা পালন করতে পারে না তাদের সাহায্য বন্ধ করা উচিত নয়; পক্ষান্তরে তাদের বেশি করে টাকা সাহায্য করা উচিত যাতে করে তারা সেই শর্তগুলি পরিপূরণ করতে পারে। কিন্তু সেদিকে সরকারের লক্ষ্য নেই। প্রথমেই ইকুইপমেন্ট ও লাইব্রেরির তারপর ভাল শিক্ষকের দরকার। ভাল শিক্ষা দিতে হলে ভাল শিক্ষকের প্রয়োজন। কিন্তু এই সমস্ত আনএডেড্ স্কুল উপযুক্ত মাইনে দিতে পারেন না। সুতরাং ভাল শিক্ষক কোথা থেকে তাঁরা পাবেন? তাই এক্ষেত্রে উচিত স্কুলগুলিকে অর্থ সাহায্য করা। আর একটা বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করা আবশ্যক। এই সমস্ত স্কুলে অধিকাংশই আন্ডার-কোয়ালিফায়েড শিক্ষক নিযুক্ত আছেন। তার কারণ, এমন সময় ছিল যখন তাঁদের আর অন্য গতি ছিল না, তাঁরা স্কুল মাস্টারী করতেন। সেই অবস্থায় যদি এই সকল স্কুলগুলিকে রেখে দেন তাহলে কোন দিনই শিক্ষার মান উন্নত হতে পারে না। সরকারকে সেখানে এগিয়ে এসে টাকা দিয়ে সাহায্য করতে হবে, শিক্ষকদের যোগ্যতা বাড়াবার দায়িত্ব নিতে হবে, তবেই শিক্ষার মান উন্নত হবে।

তারপর দ্বিতীয় জাতের অসাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল। এই সমস্ত স্কুলের প্রচুর টাকা আছে। যেহেতু সাহায্য নিলে কিছুটা সরকারী কর্তৃত্ব আসবে তাই এরা সাহায্যের জন্যে দরখাস্ত করে না। শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় তাদের কথা অবশ্য ভাল জানেন। মিশনারী স্কুলের কথা বাদ দিন, ধনী ব্যবসায়ীদের কথাও ছেড়ে দিন। বড় বড় [illegible] টাটা বিড়লাদের যেমন বিজিনেস্ [illegible]

[illegible] শিক্ষার ক্ষেত্রেও তেমনি সব ট্রাস্ট সৃষ্টি হয়েছে। এক একটা গোষ্ঠীর আওতায় [illegible] [illegible] স্কুল চলছে। বড় বড় লোক এদের পরিচালক অথচ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা সেখানে খাটিয়ে কর্তারা ব্যক্তিগত প্রচুর মুনাফা করছেন। শিক্ষা দপ্তর কি এতই দুর্বল যে এগুলি বন্ধ করতে পারে না? হাই কোর্টের জজ্ থেকে আরম্ভ করে নামী নামী লোক এই সব কমিটিতে আছেন। কাজেই সেখানে হাত দেবার এঁদের উপায় নেই। স্কুলের আয় প্রচুর, ছাত্র সংখ্যাও প্রচুর। ছাত্র বেতনও অনেক। আমি জানি সত্তর টাকা পর্যন্ত ছাত্র বেতন সেখানে আছে প্রচুর টাকা সেই সমস্ত স্কুলের আয় হয়, অথচ শিক্ষকদের বেতন যথাযথ দেওয়া হয় না। সেই স্কুলগুলির ম্যানেজিং কমিটিগুলিকে বাধ্য করুন যাতে শিক্ষকদের সেখানে উপযুক্ত বেতন দেওয়া হয়; তা যদি না করেন তাহলে বলব আপনাদের কর্তব্য পালন করছেন না। আপনারা শিল্পের প্রেস ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রাইব্যুনাল বসিয়েছেন। ইঞ্জিনীয়ারিং কর্মে নিম্নতম মজুরী কত হবে পাটশিল্পে কত হবে তা ঠিক করার ব্যবস্থা আছে। মাস্টার মহাশয়দের বেলায় কেন তা হবে না? ম্যানেজিং কমিটি উপযুক্ত বেতন দেবে না কেন, তাঁদের দিতে বাধ্য করা হবে না? মাস্টার মশাইদের দিয়ে খাতায় বেশি মাইনে সই করিয়ে নেওয়া হয় অথচ মাইনে ঠিকমত দেওয়া হয় না ডুপলিকেট খাতার কথা তো সকলেই জানেন। আশী টাকা মাইনে দেওয়া হয় অথচ লিখিয়ে নেওয়া হয় একশ টাকা, আবার তা না লিখলে চাকরী থাকে না। শিক্ষা দপ্তর কি এতই দুর্বল যে এই সমস্ত আনস্ক্রুপুলাস ম্যানেজিং কমিটি যারা এইভাবে প্রচুর মুনাফা করছেন তাদের দুর্নীতি বন্ধ করতে পারেন না? যদি তা না পারেন তাহলে শিক্ষা দপ্তর তুলে দিন। এটা সকলেরই লজ্জার কথা।

আমার তৃতীয় নম্বর বক্তব্য এই যে যারা আর্থিক অসংগতির জন্যে শিক্ষা দিতে পারছে না তাদের সাহায্য করবার চেষ্টা করুন। অন্যান্য প্রদেশের কথা তুলে কি লাভ হবে? অন্যান্য যে সব জায়গায় কংগ্রেসের রাজত্ব সেখানেও শিক্ষা ব্যাপারে আমাদের চেয়ে বেশী করেছে। বলছেন, জাতি গঠন করতে হবে. কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে যদি এইভাবে কৃপণতা করেন তাহলে জাতি গঠিত হবে না। স্কুলের বেতনে মাস্টার মহাশয়রা স্বাভাবিকভাবে আজকে সংসার চালাতে পারেন না। তার ফলে সম্পূর্ণ শক্তি তাঁরা স্কুলে পড়ানর জন্যে দিতে পারেন না। প্রাইভেট টুইশান করে আয় বাড়াতে হয়। আপনারা বলে থাকেন--মাস্টার মহাশয়দের পক্ষে স্কুল হ'ল বিশ্রামের স্থল। আমার আশ্চর্য লাগে যে সামান্য টাকা মাস্টার মহাশয়রা স্কুল থেকে পান তা দিয়ে কি করে সংসার চলতে পারে, একথাটা আপনারা ভাবেন না কেন? একজন গ্র্যাজুয়েট টীচারকে সত্তর টাকা মাইনে দেন। পাঁচ-সাতটা ছেলেমেয়ে, ভাইবোন, ভাগ্নে ভাগ্নী নিয়ে তাঁর সংসার। কি করে সেই সংসার তাঁর চলবে? এমন মাইনে তাঁকে দিন যাতে তার বাজে খাটুনি খাটতে হবে না; সমস্ত শক্তি তিনি তাহলে স্কুলে দেবেন। চীন দেশের শিক্ষা ব্যাপারের কিছু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আমার আছে। সেখানে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা ব্যাপারে একটা স্ট্যান্ডার্ডের উপর জোর দেওয়া হয়েছে--প্রত্যেকটি ছেলেমেয়েকে সেই স্ট্যান্ডার্ডে পৌঁছাতে হবে, প্রত্যেকটি ছেলেমেয়েকে স্ট্যান্ডার্ড মার্কস পেতে হবে। সেখানে ইনডিভিজুয়াল কেয়ার নেওয়া হয়। তাঁরা ডাইরেক্ট মেথড্ এ্যাপ্লাই করেছে--এক ব্যাচের সঙ্গে আর এক ব্যাচের কম্পিটিশন--একজনের সঙ্গে আর একজনের নয়। সেটা আপনারা এখানে এ্যাপ্লাই করেন না কেন? তার জন্যে যে দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োজন তা আপনাদের নেই। এখানে আপনারা অন্য দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে চলেন। আপনারা ভাবেন, এইগুলি আমাদের সরকারী স্কুল, এগুলিকে ভাল করলেই চলবে। আগের দিনে এ দৃষ্টিভঙ্গী চলত, কিন্তু আজকের দিনে এ অচল। কয়েকটা আইডিয়াল স্কুল করলেই কর্তব্য শেষ হ'ল তাহলে সে আদর্শ দ্যাট আইডিয়াল উইল পারকোলেট টু দি বটম, সে নীতি ব্যর্থ বলে প্রমাণিত হয়েছে। তার চেয়ে সমস্ত স্কুলকে যথাসম্ভব সাহায্য দিয়ে ভাল করতে হবে, এই নীতি গ্রহণ করা আজ দরকার। তা না করে এটি গভর্নমেন্টের, এটি প্রাইভেট. এগুলি এডেড্, ওগুলি আনএডেড্, এরকমভাবে আরিস্টোক্রাসি বজায় রাখলে চলবে না। তাই বলছি, শিক্ষার মান উন্নত করতে হলে শিক্ষকদের বেতন বাড়ান একান্ত প্রয়োজন এবং স্কুলগুলিকে সেইভাবে সাহায্য করা দরকার।

[3-50—4 p.m.]

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Mr. Speaker, Sir, the resolution runs thus: "That this Assembly, taking note of the fact that

Secondary teachers of about 900 unaided schools are not getting salaries in the scales prescribed by the Board of Secondary Education, West Bengal, which is detrimental to the educational interests of the State, is of opinion that the Government of West Bengal should adopt immediate measures so that the prescribed scales are made available to them."

Sir, in the first place, the Board of Secondary Education has not prescribed any scales whatsoever. Scales have been fixed always by the Education Department of the Government of West Bengal. Sir, since the Congress had taken up the reigns of administration after independence, all the improved scales of salary of the teachers were framed by the Education Department. Secondly, so far as the aided schools are concerned, Sir, we have got a large number of aided schools now. Sj. Subodh Banerjee has referred to a number of Government schools. Sir, we have the latest percentage of Government schools in West Bengal, only 2 or 2½ per cent. of our high schools are Government Schools. In other provinces, particularly in those provinces which have been named before by the Opposition, the number of Government schools and the percentage of Government schools are much higher.

As to the larger scales of salary that have been fixed this year by the Department, and all the controversies that have now arisen with reference to these scales so far as secondary high or higher schools are concerned, in giving effect to the scales there is no bar against any school, any unaided school, I mean, coming forward and applying for aid and getting aid to give effect to the scales of salary that have been introduced of late. Every school provided it fulfils the necessary conditions can come forward and apply and get the necessary grant that is required for giving effect to the new scales. So far as secondary high or higher schools are concerned, it is not probably known that we in West Bengal give aid on deficit basis, that is, we wipe out by our grant all the deficit that the school cannot afford to meet. All deficits are wiped out by us. I think there is no other advanced State in India which gives grants in aid on this basis, on deficit basis, viz., to wipe out all the deficit incurred, provided that schools fulfil the necessary conditions. Now, it has been said that some rules or measures should be framed or adopted to compel such schools which do not pay their teachers properly so that they may be obliged to pay higher scales of pay. But, how can we impose our directions on unaided institutions it is very difficult to understand. All that can possibly be done is to lay down certain rules or conditions which will provide that a school, if it is to run properly, will have to fix pay scales in certain manner and pay the teachers' salaries in that way. This can be done, but the effect of that will be that private enterprise to set up new schools will dry up because it is quite true that at the start some schools may not afford to pay higher scales of salary.

Shri Subodh Banerjee says that it is now the duty of the Government to make education free all through. No democratic country has yet been able to do that. We have made education altogether free so far as primary education is concerned in the rural areas—that is well known. We have made education free for the girls up to class VIII also in rural areas. That is perhaps not known to Subodh Babu. Then, Sir, we are anxious to make education free for all students reading up to class V within the Third Five-Year Plan. The Planning Commission's direction is that we should make primary education universal, compulsory and free by the end of the Third Five-Year Plan. We hope we shall be able to do so by the middle of the Third Five-Year Plan and not before that.

So far as secondary education is concerned, it is in our Constitution, and it is our Constitution only which has adopted the proposition, that education should be made free for all up to class VIII within 10 years of the framing of the Constitution. But after all that was a very optimistic calculation—there is no doubt about that. England with all her resources—I may repeat—England with all her resources—took nearly 48 (forty-eight) years in making education free up to the age of 14 i.e., class VIII. After all, we are trying our best to act up to the direction of our Constitutional directive and reach the goal that has been set by our Constitution.

To return to the proposal before us, viz., measures to enforce certain scales of salary for the teachers—we can attempt to do so by way of laying down certain conditions for recognition, but after all in a democratic country such compulsion cannot be rigidly enforced. I believe that will not work well, and I have doubts how far our Constitution will permit them.

Therefore, Sir, I oppose the motion.

Dr. Kanailal Bhattacharya:

স্যার, আমার দু-চারটি কথা বলবার আছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে কথাগুলি বল্লেন তাদ্দ্বারা এটাই বুঝা যাচ্ছে যে তিনি আমার এই প্রস্তাবের অর্থটা ইচ্ছা করে না বুঝে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন। আমার এই প্রস্তাবে খুব খোলাখুলিভাবে বলা আছে যে পশ্চিমবঙ্গে যতগুলি আনএডেড্ স্কুল আছে তার সংখ্যা যতই বলুন না কেন—১শ'ই হোক আর ৬শ'ই হোক—তার সংখ্যা যে এডেড্ স্কুলের চেয়ে বেশি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

নো, ভুল।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

অন্ততঃ যে স্টাটিস্টিক্স, ২০৯টি নীল গ্রান্ট ধরলে আপনার সংখ্যার চেয়ে বেশি হয়।

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

আপনার ফিগার একেবারে ভুল।

[4—4-10 p.m.]

Dr. Kanailal Bhattacharya:

আমার যে প্রস্তাব সেটা আনএডেড স্কুলের শিক্ষকদের বেতন সম্পর্কে। দুটি ক্যেটেগরি করা যেতে পারে—একটি হচ্ছে যাদের আর্থিক অবস্থা খারাপ। মন্ত্রী মহাশয় বললেন তারা এইড্ চাইলেই তো পারে। কিন্তু তিনি একটি কথা গোপন করে গেলেন, সেটা হচ্ছে ডেফিসিট গ্রান্টস এইড্ চাইতে গেলে সেই স্কুলে কতকগুলি শর্ত ইম্পোজ করা হয় সেগুলি হচ্ছে যেমন ছাত্রদের বেতনের একটা স্কেল করতে হবে, আমার যতদূর মনে আছে সেটা হচ্ছে ৬ টাকা তাদের স্কুলে। এমন অনেক গ্রাম আছে, এমন অনেক ছোট ছোট সহর আছে যেখানকার স্কুলের ছাত্রবেতন ৬ টাকা করলে স্কুলের ছাত্রের সংখ্যা অত্যন্ত কম হয়ে যাবে, এবং তার ফলে স্কুল চালানো সেখানে অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। সেই সমস্ত স্কুলের যে সব ম্যানেজিং কমিটি তারা একথা মন্ত্রী মহাশয়ের কানে আনে নাই অথবা সরকারের শিক্ষা দপ্তর একথা জানেন না—এটা সত্য নয়। আমরা জানি যে এই ডেফিসিট গ্রান্ট যদি বন্ধ করতে হয় এবং যদি লিমিটেড করতে হয় তাহলে আগে তাদের অবস্থা ইম্প্রুভ করতে হবে। আমি মন্ত্রী মহাশয়কে বলছি—আপনি ছাত্রবেতনের হার কমিয়ে দিন, দেখবেন কতগুলি স্কুল আপনাদের কাছে ডেফিসিট গ্রান্টের দরখাস্ত করে। কলকাতা এবং হাওড়া সহরের বহু স্কুল যাদের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা রয়েছে তারা কখনো আপনাদের দরজায় আসবে না। কারণ তারা ব্যক্তিগত ব্যবসা করছে—এটা তাদের লাভের একটা উপায় হয়ে রয়েছে যার ফলে তারা ছাত্রবর্গ ও শিক্ষকদের মেরে নিজেদের পকেট ভারী করছে। সুতরাং তারা

করছে যে আসছে না সেই দিকটা লক্ষ করুন। কিন্তু যারা পুরুষ স্কুল তাদের ছাত্র-বেতন মাসে ৩ টাকা করে দেখুন তাদের ডেফিসিট হয় কি না, যদি হয় তারা নিশ্চয়ই আপনাদের কাছে আসবে এবং যদি সেই ডেফিসিট আপনারা পূরণ করেন তাহলে শিক্ষকদের বেতনের যে মান আপনারা নির্ধারণ করবেন সেই মান তারা নিশ্চয়ই গ্রহণ করবে। আমি বলছি না ডিমোক্র্যাটিক স্টেটে জোর করে তা করতে হবে। এখানে সত্যেনবাবু যে এ্যামেন্ডমেন্ট দিয়েছেন সে এ্যামেন্ডমেন্ট আমি গ্রহণ করছি। প্রস্তাবটা সেইভাবে এ্যামেন্ড হলে আপনার আর একথা বলার স্কোপ থাকে না—আমরা কি করে বলব। বলবেন তাদের টাকা দিয়ে যে ছাত্র বেতন ৩ টাকা —আর শিক্ষকদের বেতনের সেই স্কেল হবে। সরকারের যদি ইচ্ছা থাকে তবে তাঁরা এই প্রস্তাব কার্যকরী করতে পারেন।

আর একটা কথা আমি এখানে বলতে চাই, জুনিয়র হাইস্কুলের কথা—যে কথা আমার বন্ধু সুনীল দাশ মহাশয় বলেছেন,—যারা ডেফিসিট গ্র্যান্ট পায় না, তারা শুধু একটা লাম্প গ্র্যান্ট পায়। ২৫০, ৭৫০, ১,১০০ টাকা—

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: I have never said that junior high schools receive deficit grant.

Dr. Kanailal Bhattacharya:

মোট কথা ১,১২০ টাকার বেশী তারা পায় না। ডেফিসিট গ্র্যান্ট তাদের দিলে অনেকগুলি স্কুল এই ডিফিসিট গ্র্যান্টের মধ্যে আসতে পারে।

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Go on with your mistaken figure, I shall correct them.

Dr. Kanailal Bhattacharya:

আমি আমার প্রস্তাব সম্বন্ধে এই কথাই বলেছি, সরকারের শিক্ষানীতি সম্বন্ধে আর কিছু বলি নি। তাঁরা প্রাইমারী এডুকেশন ফ্রি করেছেন, ইংলন্ড ৪০ বৎসরে যা করতে পারে নি, মন্ত্রী মহাশয় ৪ বৎসরে তা করেছেন এইসব অবান্তর কথা বলে ধোঁকার সৃষ্টি না করলেই হত। আমার প্রস্তাব অত্যন্ত সহজ এবং সরল। এই প্রস্তাব গ্রহণ করলে স্কুলের শিক্ষকদের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষারও উন্নতি হবে। আশা করি হাউসের দুই দিক থেকেই আমার এ প্রস্তাব গৃহীত হবে।

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Sir, the mover of the resolution has said that only 234 schools are aided, but that is not the fact. The total number of high schools in West Bengal is 1694 and the total number of aided schools is 1150, that is, two-thirds of the schools are aided. These 1150 schools are given aid on deficit basis—they get a lump grant on deficit basis.

As regards Junior High Schools, there are 1833 Junior High Schools in West Bengal and of them 1590 schools are aided. They are given lump grants. Four-class Junior High Schools receive grants to the extent of about Rs. 1,100. Two-class Junior High Schools receive lump grants of Rs. 720, Girls' schools receive higher lump grants. Four-class Junior High Schools for girls receive grants to the extent of Rs. 1,440—not a pittance. Two-class Junior High Schools for girls receive lump grants to the extent of Rs. 960.

So, Sir, the whole resolution is a resolution of propaganda against the Government. It is a tissue of mistakes and errors and nothing else. The whole purpose of the mover of this resolution is to condemn this Government, but this Government cannot be condemned if one takes into account the actual figures and not the propoganda figures.

Mr. Speaker: The amendment of Sj. Satyendra Narayan Mazumdar has already been accepted by the mover of the resolution. I will now put the amendment of Sj. Sunil Das to vote.

[illegible] আমরা কানাঘুসো শুনতে পাচ্ছি যে, নেতাজীর প্রতিমূর্তি নাকি একটা স্থাপন করা হবে। এটা যদি সত্য হয় তা হলে সরকারকে আমার অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। আমার এই [illegible] উপর যে ২-১টি অ্যা[illegible] এসেছে তার একটিতে দেখতে পাচ্ছি অন্য সুরে। অর্থাৎ "Netaji Subhash Chandra Bose as the Head of the Provisional Government of Azad Hind".

কথাটা তিনি তুলে দিতে চাচ্ছেন। এটার অর্থ এই যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে তিনি নেতাজী হিসাবে কোলকাতায় রাখতে চাচ্ছেন না—ধুতি চাদর পরা সাধারণ বাঙালী বলে তাঁরা রাখতে চাচ্ছেন। অর্থাৎ নেতাজীর আসল পরিচয়টা তাঁরা আগামী বংশধরদের কাছ থেকে মুছে ফেলতে চাচ্ছেন। এক কথায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আজাদ বাহিনী করে তিনি যে কীর্তি রেখে গেছেন সেটা তারা ইতিহাস থেকে মুছে ফেলতে চান। নেতাজী সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে আমি ২-১টি ঘটনা রাখতে চাচ্ছি। আপনারা জানেন ডিফেন্স অব ইন্ডিয়ার উদ্যোগে এক সময় অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র গুপ্তকে ইতিহাস লেখবার জন্য আহ্বান করা হয়েছিল। অধ্যাপক গুপ্ত সেই ইতিহাসে নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও আজাদ হিন্দ বাহিনী সম্বন্ধে লিখেছিলেন বলে সে ইতিহাস ছাপার ব্যবস্থা করা হয় নি। সেটা ছাপা হয় নি এই কারণে যে নেতাজী জাপান, জার্মানীর সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন স্বাধীনতা আনবার জন্য। এই রকম আর একটা ঘটনা আমি তুলে ধরছি। ডাঃ সুরেন সেন ও ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারকে নিয়ে যে ইতিহাস কমিটি গঠিত হয়েছিল সেখানে ডাঃ সুরেন সেন যে ইতিহাস রচনা করে গেছেন তাতে তিনি বলে গেছেন যে গান্ধীর মুভমেন্টটা যে বেসিক মুভমেন্ট ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই কিন্তু

Netaji's I.N.A. movement gave the final blow.

এই ফাইন্যাল ব্লো-ই ফিনিসিং অর্থাৎ ভারতবর্ষ থেকে সাম্রাজ্যবাদী সরকার চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। আর একটা ঘটনা হচ্ছে যে ১৯৪৮ সালে ডাঃ কাটজু, যিনি কংগ্রেস সরকারের সঙ্গে জড়িত, এক জায়গায় বলেছেন—

> "One shot at Imphal was more powerful in bringing out freedom for India than all the resolutions passed by the Congress in last 60 years."

এইগুলি ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা। অবশ্য আমি সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট হিসাবে দূর থেকে দেখেছি, মেশার সুযোগ হয় নি, কিন্তু তাঁর ঘনিষ্ঠতা পেয়েছি, আশীর্বাদ পেয়েছি তাঁর অধীনে কাজ করবার পর—অর্থাৎ তাঁর পরিচালিত সৈন্য বিভাগে কাজ করবার আমার সৌভাগ্য হয়েছিল। যাই হোক আজকে মহাত্মা গান্ধীর মূর্তি যেভাবে স্থাপন করা হয়েছে তার জায়গায় তিনি যে একসময় ব্যারিস্টার ছিলেন সেই পোষাকে যদি তাঁর মূর্তি হত তাহলে কি দেশবাসী আমরা তা স্বীকার করতাম।

[4-20—4-25 p.m.]

গান্ধীজির সেই মূর্তি না হয়েও যদি চরকাকাটাও হত তাও আমরা স্বীকার করতাম না—এইজন্য করতাম না, যা দেওয়া হয়েছে সেই দাণ্ডি অভিযানে মূর্তি—সেই মূর্তি একটা অগ্রগতির প্রতি-মূর্তি দেখাচ্ছে। এগিয়ে চল ভাব সেখানে রয়েছে এবং এটাই সত্যিকারের গান্ধীজির চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এবং সেখানেই আমরা বলব, নেতাজী সুভাষচন্দ্র নেতাজীর রূপেই আমরা তাঁকে দেখতে চাই। সুভাষচন্দ্রের ধুতি পাঞ্জাবী পরে তাকে দেখাবার চেষ্টাকে আমরা বিরোধিতা করব। আমি সরকারকে সাবধানবাণী ঘোষণা জানাচ্ছি তাঁরা যেন ভুল না করেন। আজাদ হিন্দ সরকারের বিরুদ্ধে আজাদ হিন্দ সৈনিক বাহিনীর বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধ ঘোষণা করে যে ভুল করেছিল দিল্লীর লাল কেল্লা যে ভুল করেছিল বাংলা-সরকার যেন সেই রকম ভুল না করেন। নেতাজীর বাহিনীর যাঁরা আছেন এবং নেতাজীর যে অগণিত ফলোয়ারর্স যাঁরা রয়েছেন তাঁদের বিরোধিতার সম্মুখীন সরকারের হতে হবে। স্থানের জন্য বা কি রকম হবে আমি সেই কন্ট্রোভার্সিতে যাব না। নেতাজীর এবং গান্ধীজির প্রতিমূর্তি নিয়ে জায়গা নিয়ে বহু অভিযোগ এবং আলোচনা হয়েছে, স্পীকার, স্যার, আপনি হয়ত লক্ষ্য করে থাকবেন আজাদ হিন্দ বাহিনীর একটি লোকও সে সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নি। আমি

মনে করি কেন না সেখানে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের কেন গান্ধিজীর পর্যন্ত যে মূর্তি সরিয়ে সেখানে রাখা হয়েছে; নেতাজীর রাখা হত, যেখানে গান্ধিজীর রাখা হয়েছে; তাতে দুইজনেরই অসম্মান করা হত। যার প্রতিমূর্তি সেখানে ছিল অর্থাৎ জেনারেল আউটরাম তিনি একটা যুদ্ধের নেতা ছিলেন—আমাদের নেতাজী, আমাদের গান্ধিজী একটা যুদ্ধের তাঁরা সেনাপতি নন, তাঁরা একটা জাতির সেনাপতি, আমাদের গান্ধিজীর বহু লেফটেন্যান্টস আছেন, আমাদের নেতাজীর বহু লেফটেন্যান্টস আছেন, তাদের কারো প্রতিমূর্তি সেখানে রাখা চলতে পারে আউটরামের মূর্তি সরিয়ে দিয়ে। নেতাজী অথবা গান্ধিজীর মূর্তি সেখানে রাখবার উপযুক্ত স্থান নয়। আমার বক্তব্য হচ্ছে সেইখানে যে আমি হয়ত নিজেকে উপযুক্ত মনে করি না কোন্ জায়গায় কিভাবে রাখা উচিত। আমি সেইজন্য সরকারকে অনুরোধ করি তাঁরা যেন কিভাবে কোন্ জায়গায় রাখলে নেতাজীর উপযুক্ত সম্মান দেওয়া হয় সেই জন্য কলকাতার এবং বাংলা-দেশের কিম্বা বাহিরের বিশিষ্ট জননেতাদের নিয়ে একটা কমিটি গঠন করুন। আমার রিজলিউ-শনে রয়েছে যে একটা কমিটি গঠন করা হউক। আমরা শুনেছি শ্যামবাজারের চৌমাথার প্রশ্ন এসেছে, জায়গা খারাপ কি খারাপ নয় এ প্রশ্নের মধ্যে আমি যাব না।

Mr. Speaker: Mr. Roy, how long you are going to take. I am not going to stop you.

Dr. Pabitra Mohon Roy: Another two minutes.

আমি সমস্ত বিষয় চিন্তা করতে সরকারকে অনুরোধ করছি। আমি আমার সামনের বেঞ্চে যারা বসে আছেন তাঁদেরকে উদার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এগিয়ে আসতে অনুরোধ করছি। নেতাজী সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য যে দান করে গেছেন আজকে বাংলাদেশের লোকের, তাঁর প্রতিমূর্তি রাখবার জন্য সময় এসে গেছে। আজকে আপনারা সকলেই নেতাজী বলেন সুভাষচন্দ্র বলেন না অথচ যখন তাঁর প্রতিমূর্তি রাখতে চান তখন ধুতি-পাঞ্জাবী পরে দেখতে চান। কেন আপনারা নেতাজী বলেন আমরা কোন ভাওতাবাজীর মধ্যে যেতে চই না। আমরা পরিস্কার বলতে চাই যে, তিনি যেইভাবে ভারতের স্বাধীনতার জন্য এগিয়ে গিয়েছেন তাঁকে সেই জায়গায় সেইভাবে রাখা হউক। আমি আরেকবার আপনাদের সুকলকে অনুরোধ জানাচ্ছি, আপনারা সকলেই আমার এই প্রস্তাব গ্রহণ করুন। জয়হিন্দ।

Mr. Speaker: This resolution will be taken up on the next non-official day.

Adjournment

The House was then adjourned at 4-25 p.m. till 9-30 a.m. on Saturday, the 20th December, 1958.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

The Assembly met in the Assembly House, Calcutta, on Saturday, the 20th December, 1958, at 9-30 a.m.

Present:

Mr. Speaker (the Hon'ble Sankardas Banerji) in the Chair, 16 Hon'ble Ministers, 13 Deputy Ministers and 211 Members.

Personal Explanation

[9-30—9-40 a.m.]

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

স্পীকার মহোদয়, সেদিন এসেমব্লী শেষ হয়ে যাচ্ছিল বলে আমার যেটুকু বলবার ছিল সেটা বলা সম্ভবপর হয় নি। তাই আজকে আপনার কাছে দু-তিন মিনিট সময় চাচ্ছি কয়েকটা কথা বলবার জন্য। যদিও এ বিষয়ে, এ ডিবেটে আমার যোগদান করবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু বিরোধীপক্ষের নেতা জ্যোতিবাবু যে বক্তৃতা দিয়েছেন, তার মধ্যে কয়েকটা কথা বলেছেন, সে সম্বন্ধে মনে হয়, পরিষ্কার করে দেওয়া ভাল সদস্যদের জন্য। প্রথমে হচ্ছে, সেদিন তিনি যেটা খাদ্য কমিটির রিপোর্ট, হিসাবে পাঠ করেছিলেন, সেটা আমার রিপোর্ট নয়। স্বাধীনতার বিশেষ সংখ্যায়, তাতে আমাদের কমিটির রিপোর্ট ছাপিয়ে দিয়েছেন, এবং নিশ্চয়ই সাংবাদিক হিসাবে তাঁরা একটা বড় স্কুপ করেছিলেন। জ্যোতিবাবু যেটা পড়েছিলেন সেটা যদি আমাদের রিপোর্ট হতো, তাহলে সেটাই স্বাধীনতা ছাপাতেন, এটা ছাপাতেন না। আমি অন্য কোন প্রমান দিতে চাই না, আমি স্বাধীনতা কাগজটা আপনার কাছে দিচ্ছি, আপনি মিলিয়ে দেখলেই দেখতে পাবেন আমাদের রিপোর্ট যেটা এবং উনি যেটা পড়েছেন সেটার সঙ্গে তফাৎটা কোথায় দ্বিতীয় জিনিস হচ্ছে, তিনি বলেছেন আমরা প্রথম একটা রিপোর্ট দিয়েছিলাম, তারপর সেটা বদলে আর একটা রিপোর্ট দিই। কিন্তু এখানে আমি পরিষ্কার করে জানাতে চাই একটি মাত্রই রিপোর্ট থার্ড অগাস্ট তারিখে সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হয়ে গৃহীত হয় এবং সেইটাই ছাপান হয়। উনি উঠিয়ে নিয়ে যেটা বলে দিলেন সেটা ঠিক নয়। তারপর তৃতীয় হচ্ছে উনি যে বলেছেন ডাঃ রায়, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় চাপ দেবার জন্য রিপোর্ট বদলানর কথা, সেটাও ঠিক নয়। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় বা খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন এই রিপোর্ট বদলাবার জন্য চাপ দেন নি, বা কোন অনুরোধও কখনও করেন নি। আর চতুর্থ জিনিস হচ্ছে, থার্ড অগাস্ট তারিখে যে রিপোর্ট পাশ করেছিলাম তার থেকে একটা লাইন, একটা কমা, একটা ফুলস্টপ পর্যন্ত বদলান হয় নি।

Sj. Jyoti Basu:

স্পীকার মহোদয়, আশা করি আপনি ও'র কথা ভাল করে শুনেছেন। উনি যা বলেছেন এবং যেভাবে বলেছেন তাতে আমি মনে করি আমার উপর রিফ্লেকশন করা হয়েছে। উনি দুই দুইবার একই কথা বললেন, একই বিষয়ের উপর বললেন। আমি এখানে যা বলেছিলাম তা থেকে উনি ধরে নিয়েছেন যে আমি ভুল রিপোর্ট পড়েছি, আমি এখানে পরিষ্কার করে বলেছিলাম এবং তা হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড প্রভৃতি পত্রিকায় যথাযথ বেরিয়েছে যে আমি যে রিপোর্ট সেদিন পড়েছি সেটা ও'দের ফাইনাল রিপোর্ট নয়। যে রিপোর্ট স্বাধীনতায় প্রকাশিত হয়েছিল সেট'ও ঐ রিপোর্ট নয়। যদি ওই রিপোর্ট হত আমার তাহলে পড়বার দরকার হত না। স্বাধীনতায় রিপোর্ট বেরুবার পর ও'রা প্রেসে দিয়েছিলেন। আমি পরিষ্কার সেদিন বলেছিলাম যে ও'রা প্রথমে একটা ড্রাফট করেছিলেন এবং এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় আমাকে একটা চিঠি দিয়েছিলেন। তাতে লিখেছিলেন যে রিপোর্ট তারা কনসিডার করছেন চিঠিতে এই কথাই আছে যে যে রিপোর্ট তাঁরা দিয়েছেন, তার কিছু কিছু তাঁরা রিকনসিডার করছেন। এই হচ্ছে সেই চিঠির ভাষা। সেজন্যে আমার ওই সব কথা বলার প্রয়োজন হয়েছিল, মুখ্যমন্ত্রী চাপ দিয়েছেন বা চাপ দেন নি সে সম্বন্ধে আমার যা নিজের ইনটারপ্রিটেশন, আমার যা মনে হয়েছে তাই বলেছি। আমি এটা পরিষ্কার করেই বলেছিলাম, তিনি হয়ত তা ভাল করে শুনেন নি।

আমি একবারও [illegible] ওঁদের হয়ত অনেক মুশকিল, অসুবিধা আছে। কাজেই এই নিয়ে দুইবার তিনবার বলবার দরকার কিছু ছিল বলে মনে করি না। রিপোর্ট একটা হয়েছিল, সেটা হয়ত ফাইনাল রিপোর্ট নয়। সেটা ড্রাফট রিপোর্ট হয়েছিল, আমি তার থেকে পড়েছিলাম। তাতে অনেক ঘটনার কথা ছিল, সে সম্বন্ধেই আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে তাতে এডমিনিস্ট্রেশনের কি কোন পরিবর্তন হয়েছে, ডাইরেক্টরেটের সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা ও'রা বলেছিলেন তার কি কিছু পরিবর্তন হয়েছে? এই সব কথাই আমি বলেছিলাম। সেজন্যেই আমি বুঝতে পারছি না কেন এই নিয়ে দুবার তিনবার উনি একই কথা বলছেন?

Sj. Syamadas Bhattacharyya:

মিঃ স্পীকার, স্যার, জ্যোতিবাবুই বা কেন বার বার প্রতিবাদ করছেন। যিনি কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন তিনি বলেছেন যে রিপোর্ট জ্যোতিবাবু পড়েছেন সেটা তাঁর রিপোর্ট নয় তারপরেও......

Mr. Speaker: Let me tell the honourable members exactly as I understood Mr. Jyoti Basu. He was making a personal explanation. Anything that may have been misunderstood, you will be permitted to give your own version on that matter in due course, because this debate is not going to end and more members from both sides of the House are expected to address the House.

Border trespass by Pakistanis

Sj. Haridas Dey:

গতকাল খবরের কাগজে বেরিয়েছে আমাদের নদীয়া জেলার সীমান্তের কোন কোন স্থানে পাকিস্তানী হামলা চলেছে। সেখানকার অধিবাসীরা এবিষয়ে আমাদের চিঠি লিখে জানিয়েছে। সেখানে তাদের নিরাপত্তার জন্য এবং তারা যে ফসল কাটতে যাবার ব্যাপারে নিরাপত্তা অনুভব করছে না এ বিষয়ে আমাদের মাননীয় পুলিসমন্ত্রী মহাশয় তাঁদের মনে নিরাপত্তাবোধ আনবার জন্য কি স্টেপস নিয়েছেন তাই জানতে চাই।

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কালকে সে ঘটনা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে—সে সম্বন্ধে এখনও বিশেষভাবে অনুসন্ধান করে তথ্যে উপনীত হওয়া যায় নি। সেখানে আমাদের যে বর্ডার আউট পোস্টস আছে সেগুলিকে আরও স্ট্রেনথেন করা হচ্ছে। তা ছাড়া সেখানে টহলদারী পুলিসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যদি কিছু হয়ে থাকে সেই অঞ্চলে আমরা আরও কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করব।

GOVERNMENT BILL

The West Bengal Anti-profiteering Bill, 1958

Mr. Speaker: Mr. Siddhartha Sankar Roy will now speak. Before he begins I want to say one thing which is meant not only for Mr. Roy but for every member present in the House. Mr. Deben Sen on behalf of all honourable members of the Opposition has handed over to me a list. I find that it is a list of twenty names. I believe another list will be coming from the Congress Side also. I have no doubt that the number of honourable members who would wish to address the House will be very large. I would request the honourable members on both sides to take that into considedration. I wish to relax and permit even a little irrelevancy in the matter of argument at the first stage, but not when the clauses are taken up. I will ask every honourable member to remember that I have got also to see that other business is done.

[9-40—9-50 a.m.]

Sj. Siddhartha Sankar Roy: Mr. Speaker, Sir, I realise that any Bill associated with the name of the Hon'ble Food Minister, West Bengal, Shri Prafulla Chandra Sen, is liable to be viewed with suspicion, distrust and distaste by vast majority of the people of West Bengal. That is not the only ground on which I rise to oppose this Bill. I propose to attack this Bill on its head, on its body, on its tail, that is to say, the title, the text and the schedule, and prove successfully before you and the members of this House that the animal which has been produced by the Hon'ble Food Minister in the shape of this Bill is a monstrous animal unknown to any honest and democratic country of the world.

Sir, I do not for a moment say that in view of the present set-up in our State, there is no need for an Anti-profiteering Act. A stern measure is certainly necessary and I have been advocating for it for months past. But when I see the provisions of this Bill, certainly I see that this is not even worth the paper that it is printed on. If the intention of the Government is really to check profiteering and the dishonest activities of various classes of dealers, businessmen and traders in West Bengal, I can say that they have completely failed to achieve what they intended to do.

Sir, there are certain principles which must be adhered to whenever a Bill of this type is drafted and unless those principles are strictly followed there is no sense in having a Bill of this kind being placed before members of this House. It is, therefore, waste of public time in discussing a Bill which will not and cannot, in my submission, even touch the fringe of the problem which, I take it, it proposes to solve.

Now, what is this Bill? It is the West Bengal Anti-profiteering Bill, 1958—a Bill to prevent profiteering in certain articles in daily use. Sir, the first principle in drafting such a Bill would be that this Bill, when it becomes an Act, should be made applicable to every part of our State. The notifications issued should apply to each and every district of our State—they should have application throughout the length and breadth of our State. What has the Government done? What has Mr. Prafulla Chandra Sen done? In section 3 it has been stated that the State Government may, by order notified in the Official Gazette, fix in respect of any scheduled article the maximum price or rate which may be charged by a dealer. Then sub-section (2) says any order made under sub-section (1) may fix the maximum prices or rates for the same description of scheduled articles differently in different localities or for different classes of dealers. What

a wonderful provision! Different prices for different localities—different prices for Howrah, different prices for Hooghly, different control orders for Nadia, your district, Sir, different control ordedrs for Murshidabad. This is the enabling section which empowers the Government to enforce this allegedly lovable Bill. Sir, perhaps the Food Minister will get up and say that although we have stated in the Bill that any order made under this section may be made applicable only to one locality, we shall never do it, we shall see to it that every notification issued under this Act will be made applicable to every nook and corner of our State. But I ask the Food Minister—unfortunately the Chief Minister is not present, advisedly so, I suppose, but if he were here, I would have asked him—what have they done? Look at the history of this Bill, look at the manner in which this Bill came to be placed before the members of this House. Sir, on the 22nd October, 1958, after a lot of fanfare and previous publicity this Ordinance which embodied practically every provision of this Bill was published in the Gazette like one of the Bombay films. This was publicised for nearly two months. The traders were warned, the businessmen were warned; they were told—look here, we are going to pass a very stern measure—an Anti-profiteering Ordinance. Therefore, make hay while the sun shines. The Ordinance will not come into force for another two months or so. So make hay while the Ordinance does not blast you. Then on 22nd October, 1958, this Ordinance comes into being. The first notification that is issued thereafter under this Ordinance is on the 24th October, 1958, and what does this notification say? The much awaited notification under this Ordinance came to be passed on the 24th October, 1958, only in respect of wheat and wheat products. Every other article mentioned in the schedule was left severely alone—only wheat and wheat products were made the subject of this notification. But was it applied to the entire State of West Bengal? No—categorically no—it was only applied to a few municipalities here and a few municipalities there. It was applied to the Municipalities of Howrah, Bali, Belur, to the Municipalities of Garden Reach, Budge Budge, Kamarhati, Panihati and certain other municipalities of the district of 24-Parganas. It was also applied to a few municipalities of the district of Hooghly. That is all. What happened to the other districts? Is it the case of the Government that in so far as the other districts are concerned—members are here representing other districts—is it the case of the Government that the other districts were not at all harassed by the increase in prices, that the people in other districts, people residing within the jurisdiction of other municipalities need not be helped at all because they were well off—the prices were not so high and therefore no intervention was necessary? An answer is necessary from the Government in this respect.

Then we see the next notification. This notification came into force on the 28th October, 1958. Again what do we find? It is not applied to the whole of the State of West Bengal at all—a few municipalities are chosen, a few districts are chosen. I believe this notification with regard to baby food was also made applicable only to certain municipalities in Howrah, Bali, Belur, South Dum Dum, Barrackpore and certain other municipalities in the district of 24-Parganas, and also to certain Municipalities in the district of Hooghly apart from the Calcutta area. What is the sense in this unless of course the Government says that the babies residing in the majority of the districts in West Bengal are not worthy of having baby food? I cannot understand the promulgation of such a mad notification—a notification which controls prices only in some pocket areas and not the entirety of the State. What can possibly be the effect of such irregular notification? What can possibly be the economic effect of such a notification? The only answer that I can give is the answer that I tried to give when you, Sir, kindly permitted me to make my resignation speech.

[9-50—10 a.m.]

I have said that such Control Orders meant only for a few areas can never be enforced, can never be effective and can never achieve the objective for which such Orders are passed. I find that even the Food Enquiry Report of which my honourable friend Mr. Tarun Kanti Ghosh was the Chairman, and I am sure he does not disown the part that he played in having the report drafted—I can understand Shri Ashutosh Ghosh denying that report; he has become a Deputy Minister. Sometimes people become......

Mr. Speaker: Sj. Ashutosh Ghosh is not a Member of this House.

Sj. Siddhartha Sankar Roy: He is a Deputy Minister, Sir.

Mr. Speaker: Oh yes, I overlooked that.

Sj. Siddhartha Sankar Roy: I know, sir; that is a matter which is likely to be overlooked by any intelligent person, because to me it was such a surprise that Sj. Ashutosh Ghosh was made a Deputy Minister. We racked our brain to find out what possibly could be the reason. There are so many other members in the Congress. I am not saying, Sj. Ashutosh Ghosh is not honest; far from it. I am saying......

Mr. Speaker: You can criticise his official acts with impunity; but don't go into his private affairs.

Sj. Siddhartha Sankar Roy: There are so many members in the Congress who, I am sure, have greater experience, who are better Congressmen than Sj. Ashutosh Ghosh; but why was he made a Deputy Minister? Sometimes, Sir, promotions come in a peculiar way—either due to action or inaction. In this case, I suppose, inaction on the part of Sj. Ashutosh Ghosh in being a party to that report, in signing that report, made him a Deputy Minister today. There was Shri Bijoy Singh Nahar, a valiant Congressman, but he was of course left severely alone. But I am straying from my point.

If you look at the Food Enquiry Committee Report, the report has emphasised this point, and I am obliged to the members of that committee for having upheld me in every essential point that I made when I resigned my post as Minister of the State of West Bengal. Of course, as far as the report is concerned, I know it is rather uncomfortable for the Government, more uncomfortable for the Minister in Charge; for I can tell you this in all sincerity, Sir, if I was the Minister in Charge of a department in respect of which such a report had been made by my own party members, the first thing that I would have done, Sir, was to send in my letter of resignation. But, of course, Mr. P. C. Sen, I suppose, does not agree on principles. My principles may be wrong. It may be a perfectly justifiable thing for him to cling on to office until he dies—may be so. Posterity will prove whether our principles are correct or whether his principles are correct.

Now, with regard to the Food Enquiry Committee Report, as I shall presently show—I shall deal in some detail with regard to the report—this report has been, I think, put on the shelf. I don't think any of its recommendations will be accepted, for the first recommendation that was made by the Food Enquiry Committee's report seems to have been completely overlooked when the Hon'ble Food Minister issued to us a statement on the food policy of the Government of West Bengal. I shall show to you, Sir, that the first recommendation of the Food Enquiry Committee was that we must fix minimum and maximum prices of rice in all the districts of

West Bengal. The policy statement issued by Shri Prafulla Chandra Sen says we shall only fix the maximum price. Let growers die, let the tillers of the soil perish, but let the millowners continue for ever.

Now, Sir, some notifications have been issued; excepting the notification with regard to drugs and medicines, no other notification has been made applicable to every part of West Bengal. Only recently, I believe, wheat and wheat products notification has been amended and at last it has been made applicable to every part of West Bengal. Sir, I am pointing this out to you to protest against this non-observance of one of the cardinal principles in framing such a statute. That is to say such a statute by its very provisions should be compulsorily applicable to every part of the State of West Bengal.

Hon'ble members belonging to the Congress party are there. They are listening to me—I am obliged to them. Will you please take this matter into account? Do not let your country be treated in this way; do not allow this Bill to be used as a handle for mere profiteering by businessmen. See to it that the provisions of the Bill are made applicable to all the districts; otherwise tear away this Bill, throw it into the river Ganges. There is no necessity for this Bill.

The second cardinal principle which has to be borne in mind in framing such a Bill is that the fixation of the prices and rates must have some relation to the existing facts and circumstances. Fixation of prices and rates should not be totally divorced from the realities of the situation. What has been done here? Prices have been fixed. In what manner have prices been fixed? Fixation of prices is entirely left to executive discretion. None of you here will ever be able to say anything about the manner in which, the mode in which and the procedure following which prices and rates have to be fixed. Unless we as the representatives of the people have a say in the matter of the fixation of prices, what is the use of having an Anti-profiteering Bill? Of course, when I say that representatives of the people should be given a say in the matter, I suppose if the Chief Minister was here he would have said "I do not agree with this". He perhaps does not believe that we are all representatives of the people. Perhaps, Sir, that is because unlike you and me the Chief Minister is not used to be returned to the House by a majority of thousands; unlike you and me here the Chief Minister is here on a bare majority of 500. Therefore he feels the less we talk about representatives of the people, the better for the country, the better for the Congress Minisfry, fhe better for the Chief Minister of West Bengal.

I shall appeal to you and to the members of this House to look carefully into the provisions of this Bill. In the matter of fixation you have nothing to say; it is the Government officers, the executive body who will fix prices, I do not know relying upon what principles because the principles have not been laid down there, I do not know relying on what procedure because the procedure has not been laid down there, and having fixed the price you have to accept it, you have to face the constituency, you have to face the members of the constituency and you have to defend it; you have to say "we have done well". I am making this point to the honourable members of the Congress party, unless you see to it that you have something to say about the matter you will find soon that you have been plaßed in a great disadvantage.

And look at the manner in which the rates and prices have been fixed. I am not going into details to show that the rates and prices that have been fixed are actually higher than what the dealers were charging in respect of various drugs and medicines and other things. That is, of course, one aspect of the matter. I know that my friend Sj. Jatindra Chandra Chakrabarty and others will elaborate on that point, but what I want to show you is something far more important, something far more—I shall go as far as to say— dishonest. If you look at the first notification which fixes the price of wheat products, the maximum price chargeable by a producer is fixed, in the case of flour, maida, at Rs. 20.81 nP.; the maximum price charged by a wholesaler is fixed at Rs. 21.31 nP.

[10—10-10 a.m.]

And the maximum price chargeable by the retailer is fixed at Re. 1 or Rs. 2 more than the wholesaler is paying. That is in respect of one maund of flour. Perhaps there is no objection to it. Perhaps it will be said that the retailer could charge at least one or two rupees more. Perhaps Shri Prafulla Chandra Sen will say that after all he has to carry it in a lorry or a cart. A cart will be hired, if necessary. And other expenditure will have to be incurred. Therefore, the retailer should sell it at a rate one or two rupees higher than the rate chargeable by the wholesaler. Very well. If that be so, may I ask the Hon'ble Food Minister—and he will have to explain this, because I am sure all the honourable members will want an explanation from the Food Minister—as to why in respect of medicines and drugs there is this difference? Take, for example, Calcium with B vitamin —the wholesale price is Rs. 23.33 nP. per bottle; the retail price is Rs. 28. Whereas a maund of atta or flour can be sold by a retailer with an extra one or two rupees by way of expenditure for carrying, etc., can it be said by Sj. Prafulla Chandra Sen that it costs nearly Rs. 5 to transport a bottle of medicine from the warehouse of the wholesaler to the shop of the retailer? Sir, this is not the only instance. Take, for example, terramycin, the second item under anti-biotics. The wholesale price is Rs. 33 per bottle, the retail price is Rs. 39.60 nP. per bottle. Rs. 6.60 nP. is the increase allowed in the price in respect of the retailer. Take sulphadiazine —Rs. 25 per bottle for the wholesaler, Rs. 30 for the retailer. Take the cost of sulphadiazine, Dey's Medical Stores—Rs. 42 for the wholesaler and Rs. 50.40 nP. for the retailer—nearly eight rupees and a half more. Take the case of sulphabromide—Rs. 31 for the wholesaler and Rs. 37.20 nP. for the retailer. Take the case of multi-vitaplex: Rs. 25 for the wholesaler and Rs. 30 for the retailer. I can go on showing instances till one o'clock as to how these prices have been fixed. Will the Hon'ble Minister please explain the principle? I am sure as responsible people representing thousands of people you have realised that there is something peculiar. (A voice: Why not fishy?); I did not use the word 'fishy'. I have respect for Mr. Naskar and I do not want to lose the opportunity of having a few "pans" from him.

Mr. Speaker: Mr. Roy, he gets universal affection and not from you only.

Sj. Siddhartha Sankar Roy: I do not want to be deprived of the "pans" that he offers.

Sir, this is the manner in which these prices have been fixed. I want to say more: after this Bill is passed, after the Act finds its place in our Statute Book will be more surprised......

So, this second cardinal principle in framing such a statute has not been followed or adhered to in this Bill and, as such, there is no sense in supporting this Bill, there is no sense in saying that this Bill should be passed in the present form.

Of course, with regard to the fixing of prices and rates, we have the advantage of three very important people in West Bengal. We have the Chief Minister Dr. Roy, the great mathematician, we have Shri Prafulla Chandra Sen, the Food Minister, the grand statistician, and we have Shri Kalipada Mookerjee, the Police Minister, the bold tactician. Now, between these mathematician, statistician and tactician what they have produced is perhaps a hallucination which, I have no doubt, will lead to the ultimate ruination of the country. I will give you an example of our great mathematician Dr. Bidhan Chandra Roy. I will not mention names because it might embarrass certain members of this House. A very important personage of West Bengal hailing from one of our eastern districts—he is present in this House—came to Dr. Roy, the Chief Minister, and told him —I was then a Minister—"Sir, there is a lot of corruption in the supply and distribution of coal. Coal sent to my district for brick-building purposes is being stolen, is being dishonestly dealt with. Will you please enquire into this matter?" Sir, the Chief Minister immediately told that important personage—a very lovable personality—"Is that so? Just a minute." He rang up some officer and asked him in Bengali

আমরা উমুক জেলাতে—

I will not mention the name of the district.

আমরা অমুক জেলাতে কত কয়লা পাঠিয়েছি।

The officer gave the Chief Minister a figure.

এত মণ কয়লা পাঠিয়েছি স্যার।

He took out his pen, as is his habit, he had his pen and pencil ready and he took down the figure. Then he rang up another officer from the same district.

অমুক জেলাতে আমাদের কত ইট তৈরি হয়েছে বলুন তো।

This officer also gave him a figure and he immediately noted down the figure. Then he made a calculation and said to the important personage—"Look here—

দেখুন এত কয়লাতে এত ইট তৈরি হয়। আমি হিসাব করে দেখছি যে ওখানে এত কয়লা গেছে—সেই অনুযায়ী এত ইট তৈরি হয়েছে। কাজেই আপনি যে বললেন চুরি হচ্ছে—একটু আধটু হয়তো হচ্ছে—বিশেষ কিছু হচ্ছে না।

[10-10—10-20 a.m.]

Sir, mathematically Dr. Roy will prove that there is no corruption, no dishonesty in the State. Therefore, I can quite see the nature of Dr. Roy's mathematics which made the Government fix this price and this rate.

Then on the question of statistics we have Shri Prafulla Chandra Sen. Yesterday or the day before he told all of us that we are a deficit State. We have no rice, we have no dal, we have no oil. We have practically nothing—no sugar, no salt, nothing of the kind—nothing is there in West Bengal except Congress Mondal. That is the only thing that grows, that is the only thing that prospers, nothing else prospers in this unfortunate State of ours. The Chief Minister has great respect for this statiscian and I have also great respect for him. Just before the bye-election at Bhowanipur a statement came out in the Statesman that Shri Prafulla Chandra Sen

after having gone through the electoral rolls have come to the statistical opinion that Bhowanipur was a Congress constituency. We immediately knew we need not have to work any more there where by my winning the election by a huge majority of votes it has been proved to the hilt that this statistician is a false statistician, incorrect statistician in every practical detail. The Food Enquiry Committee has found in no uncertain manner that there is everything wrong with the statistics of the Food Department of the Government of West Bengal.

Then there is that tactician. During the Bhowanipur bye-election days I used to see him there. He used to go there stealthily at night and not by day-light. The tactician walked into the houses of important personages and tried to fix up matters. I suppose it was through the help of this tactician that the Ministers were sent to the Bhowanipur constituency to address people right up to 12 o'clock in the night. I am grateful to Shri Kali Pada Mookerjee and others who were of the same opinion in sending the Ministers there—because I acknowledge here and now—it was due to many of the speeches delivered by the honourable members sitting on the Treasurey Benches that I stand here today with the support of such a huge majority. I can give you an example, Sir. A very well-known Surgeon, an F.R.C.S., and a Fellow of the Royal College......

Mr. Speaker: Mr. Roy, I have promised certain amount of relaxation in rules in this discussion, but I am afraid, you have given a complete go-by to the subject-matter of this Bill. I have allowed you thirty minutes' time. I won't allow you to continue very much longer.

Sj. Siddharthan Sankar Roy: Very well, Sir, I will deal with Shri Kali Pada Mookerjee later on.

Mr. Speaker: I do not know whom you will deal with but I will deal only with the speeches as delivered. I won't give you much time.

Sj. Siddhartha Sankar Roy: You can stop me now.

Mr. Speaker: I won't allow you more than 5 minutes.

Sj. Siddhartha Sankar Roy: I am afraid, I cannot finish in 5 minutes.

Mr. Speaker: If you go on with relevant arguments in respect of the food policy hundred times I will allow you. You dealt with coal, you dealt with election results, I have allowed you so far, but I shall allow you no more time on this.

Sj. Siddhartha Sankar Roy: Sir, will you allow me to say something about the Food Enquiry Report?

Mr. Speaker: Of course.

Sj. Siddhartha Sankar Roy: Sir, the third cardinal problem which the Government has totally failed to observe in drafting this Bill is that unless you regulate supply and control export there is no meaning in having an Anti-profiteering Bill of this kind in this House. Where are the provisions for the control of supply? Has any of you found any provision in this Bill for control of supply and any provision for control of export? Supposing the traders today decide they will not sell the drugs or medicines here, they will not sell the controlled commodities here but will sell them in Bihar, Assam or Utttar Pradesh. What is there to prevent them- What is there to empower you to check them in this Bill? None whatsoever. So, if I am asked to support the Bill as it stands I will refuse to do so because if

I do so I shall consider that I have failed in my duties and I shall say this addressing the honourable members of the Congress Party that they shall also be, in my submission, failing in their duties if they allow this Bill to be passed in the present form without any check with regard to supply and export. ...

The fourth problem, and that is very important, is that in framing such a Bill provision must be made for giving exemplary punishment to the offenders. Is there any provision in this Bill for such exemplary punishment? What is the provision? Section 4 provides "Any dealer who profiteers in any scheduled article shall be punishable with rigorous imprisonment which may extend to two years or with fine or with both...". Rigorous imprisonment which may extend to two years, which may extend to one day, or fine—the amount of fine is not mentioned—it may be one rupee fine. A person refuses to sell a vital medicine to a dying man as a result of which the man dies. Now that person is brought before the court of law and the only punishment that may be inflicted upon him is one rupee fine. The courts are fully authorised under this clause to punish that offender by imposing only one rupee fine. Is this the sort of Anti-profiteering Bill that you want to support? If you do so you do so at your own risk. I have no doubt the members of this House will take these facts into consideration in deciding as to whether such a Bill ought to be passed containing the provisions which it does.

The fifth important point to be observed in framing such a Bill is that unless a separate procedure is laid down for the trial of offences under this Act there is no meaning in having these provisions in the Act at all. You know, Sir, the procedure obtaining ordinarily in the courts of law. Supposing an honourable member goes to a shop to buy a bottle of medicine. Supposing he finds that the shopowner is being dishonest. If he goes to the police it will take him four years to get out of the police case. He will have to attend the court daily, he will have to be cross-examined, he will have to give evidence, he will have to go through all sorts of things for four years. Harassment will continue because he has the courage and good sense to go and complain about sale of one bottle of medicine by a dishonest dealer. Now, these provisions are long; provisions must be made laying down a simplified procedure. I had tried to do so in the Anti-Corruption Bill which I had brought before the West Bengal Government and which I placed before you when I made my resignation speech. Unfortunately, I could not move my amendment here in this bill because if these amendments were moved by me this Bill could have become a money Bill and I could not do so without the sanction of Governor, because, the procedure that I want to be established here is a simplified procedure consisting of Committees whereby a citizen, however poor he may be, to whatever class of society he may belong, may have the advantage of making a complaint without the least possible harassment, least possible delay. I advocate the appointment of Complaints Committees at all district level, to whom complaints can be made even by writing a letter as long as the sender of the letter discloses his name and address. After this letter is sent to the Complaint Committee, I advocate the Complaint Committee be given wide powers to enquire into the matter and thereafter I advocate that the Committee should give a report to the Cabinet with regard to this matter, and then a simplified prosecution shall follow. This will encourage people to make complaints. Now, even genuine complaints are not made by the people because of the harassment that follows in making such complaints.

This is the fit matter which has to be borne in mind if we really want to bring in an effective Anti-profiteering Bill which will curb the dishonest activities of our businessmen.

The last consideration—and in my mind, this is a most important consideration which should have weighed with the authorities,—is that this Bill was drafted so that dual control should have been stopped for all time to come. We are tired of hearing of quarrels and bickerings between the Central Government and the West Bengal Government in the matter of fixation of prices, in the matter of fixation of rates and in the matter of categorising articles which ought to be controlled. As long as dual control continues, there can be no effective anti-profiteering measure. We are told by the Food Minister, we read it in the papers, that this Ordinance could not be passed because Centre was objecting. Every time we have to take permission from the Centre, and in spite of that provision, in spite of that difficulty, in spite of giving that as an excuse, the Government by clause 12 is trying to say this—

> "If any Order controlling the price of any essential commodity within the meaning of the Essential Commodities Act, 1955, has been made before the commencement of this Act or is made after such commencement and such essential commodity is a scheduled article within the meaning of this Act and the order so made extends to the State of West Bengal or any part thereof, that order shall have effect in the State or part thereof..."

This clause says any order made under the Essential Commodities Act will have effect notwithstanding the provisions made in this Bill.

[10-20—10-30 a.m.]

What is the meaning of this? What is the reason then of the passing of this Anti-profiteering Bill? We have the Essential Commodities Act. We could have had orders passed under the Essential Commodities Act. I thought that the reason for introducing the Bill was to take in the hands of the West Bengal Government the responsibility, the charge and control of enforcing anti-profiteering laws in the State. But I am surprised to find that in clause 12 this principle has been given a go-by. I would advocate —and when the time comes I shall make an amendment to that effect— that provision should be made that the provisions of this Act will have force notwithstanding whatever order be passed under the Essential Commodities Act and this will not be unconstitutional because the assent of the President will have to be taken in respect of this Act, and under article 254 when once the assent of the President is taken in respect of a State legislation, the State legislation has prominence, has preponderance over the central legislation. Unless that is done the whole thing becomes meaningless. For example, in the first schedule of the Bill the first item is rice and rice in the husk, but the West Bengal Government will not take the responsibility. The West Bengal Government will not pass any order with regard to rice under the Anti-profiteering Ordinance or the Bill when it becomes an Act. They have gone to the Centre. The Centre under the Essential Commodities Act will pass order with regard to rice, not orders under the Anti-profiteering Act. What is the meaning of this? If you give away control to the Centre, then I have no doubt that the greatest difficulty will arise. I advocate that the State of West Bengal should have all the powers, there should be decentralisation in this very vital matter. I do not know if inspiration is now sought by the Chief Minister from the speeches made by his political Guru Deshabandhu Chitta Ranjan Das, but I find it very interesting to refer to the speech which he made long ago, long before our independence, in his Presidential Speech at the Gaya Conference, where he mentioned this, the very matter which I am placing before the House today. He said, "If today the British Parliament grants Provincial Autonomy in the provinces with responsibility in the Central Government, I for one

will protest against it because that will inevitably lead to the concentration of power in the hands of the middle-class. I do not believe that the middle-class will then part with their power. How will it profit India if in place of White Bureaucracy that now rules over us there is a substitute of Indian Bureaucracy of the Middle-class? Bureaucracy is bureaucracy and I believe that the very idea of Swaraj is inconsistent with the existence of a bureaucracy. My idea of Swaraj will never be satisfied unless the people co-operate with us. Any other attempt will inevitably lead to that European Socialist Government called the Bourgeois Government."

Is it not what is happening in India today? Every control is in the Central Government. Mr. Prafulla Chandra Sen comes every time to the Assembly and says "I am helpless.

মিঃ জৈনকে আমি অনেকবার বলেছি, তিনি আমাকে ক্ষমতা দিচ্ছেন না, আমি কি করব?

This state of affairs cannot continue, cannot go on, Sir.

[At this stage the blue light was lit.]

I have not come to the Food Enquiry Committee.

Mr. Speaker: I will tell you, Mr. Roy, what exactly passes through my mind. I have consulted different party leaders here. There is a convention existing in this House that we allow the largest possible time to the Leader of the Opposition. I am not going to infringe that right of the Leader of the Opposition.

Sj. Jyoti Basu: Sir, you can ask Mr. Roy as to how long he will talk and you can give him five or six minutes more.

Mr. Speaker: Mr. Roy, I want to know how many minutes more do you want?

Sj. Siddhartha Sankar Roy: Ten minutes.

Mr. Speaker: It will be too much. I will give you five minutes.

Sj. Siddhartha Sankar Roy: If this dual control is allowed to exist it will clearly frustrate the object of this Bill. Why have you allowed the Essential Commodities Act to be applied in the case of rice which is the first item in the First Schedule?

Lastly, Sir, enforcement of such an important Bill should not be—and that is also a ground why I oppose it—in the hands of a person who has been condemned by the people. I had written to Dr. Roy thus: "I have one request to make to you. Please desist from attempting to defy the demand—it will lead the country nowhere. Get rid of dishonesty, and if that means your losing the support of your party and ceasing to be the Chief Minister of the State, in the name of God, quit. The Nation will worship you." The letter was written at a time when the Food Committee held the Food Minister responsible for every irregularity and every uncertainty. I want a statement from him that he was not responsible for what has been stated in the Food Enquiry Committee report concerning his Department, that he is not going to take the responsibility for findings of the Food Committee in respect of his Department. Either he has to say this or he has to admit that the entire blame lies on him and him alone. If that has been the case, I refuse to attach his name with the enforcement of such an important measure as the Anti-profiteering Bill, I refuse to believe him, I refuse to have any confidence in him, I refuse to trust him. Now,

look at the manner in which the Food Enquiry Committee report was attempted to be hushed up. In May 1958 a report was published by a political party that the Committee's report was submitted to the Chief Minister. On the 4th of August, 1958, Dr. Roy in this House says "I have received a report". Two days thereafter the Chief Minister said that the report was neither meant for the Assembly people nor for the members of the Congress party. On the 4th of September an important Congress member told us that Dr. Roy was trying to change the report. On the 5th of September, 1958 I wrote a letter to Dr. Roy saying that "I was astonished to hear last night from a very responsible person that you are trying to persuade the Members of the Food Enquiry Commission to reconsider and recast the report that they had already submitted to you". What is the answer that Dr. Roy gave me on the 9th September, 1958? He said, "The report is with the Chairman of the Committee and they are going to place it formally before me next week."

[10-30—10-40 a.m.]

This categorically contradicts the statement made on the floor of the House by the Hon'ble Tarun Kanti Ghosh. He said that he had submitted the report to the Chief Minister on the 3rd August, 1958, but on the 9th September, 1958, the Chief Minister wrote to me to say that the report was still with the Chairman of the Committee. Immediately thereafter I wrote to the Chief Minister asking for particulars. I wrote to him on the 10th of September. I said: "I could not quite follow what you wanted to say in your letter under reply. I would, therefore, request you to clarify with regard to two points mentioned in it.

(a) You say that the report of the Food Enquiry Committee is still with the Chairman thereof and will formally be placed before you next week. Does that mean that the report has not been submitted to you?......"

Sir, Dr. Bidhan Chandra Roy, the Chief Minister, is in the habit of immediately replying to letters, but this letter of the 10th September up till today has not been replied to. And what is the conclusion that we can come to? The conclusion is that he did force the members of the Food Committee to alter the report and the statement of the Leader of the Opposition that he did so is perfectly correct and justified.

Sir, I have no time, but I shall say this that I oppose this Bill. This is not an Anti-profiteering Bill but this is a Prafulla-Profiteering Bill. Therefore, I oppose it in every way.

Mr. Speaker: Today I am leaving certain things to honourable members. Mr. Chakravorty, I have no objection if you want to speak before Mr. Sisir Das and Mr. Sisir Das comes after you. It is a matter of mutual arrangement. But I am not going to change my list any more.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty: Let Sisir Babu speak first.

Sj. Sisir Kumar Das:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই এন্টি প্রফিটিয়ারিং বিল এবং প্রাইস কন্ট্রোল অর্ডার যেটা আমাদের সামনে আলোচনার জন্য এসেছে তার সঙ্গে এই সমাজতন্ত্র বা সোস্যালিজমের কতটা সম্বন্ধ রয়েছে তা দেখা দরকার। এইজন্য সোস্যালিজমের একটু ভূমিকা করে নিয়ে তারপর বক্তব্য বলবো। সোস্যালিজমের ভূমিকা হচ্ছে যে, পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু যখন ভারতবর্ষের রাজ্যভার নিলেন তখন তিনি ভাষণ দিলেন যে, তিনি কোন ইজমএ বিশ্বাস করেন না, ক্যাপিটালিজমে নয়, সোস্যালিজমে নয়, কম্যুনিজমে নয়, কোন কিছুতেই বিশ্বাস করেন না। তারপর গত [illegible] সময় দেখা গেল তিনি আবার ভোল বদলেছেন। তিনি বললেন সোস্যালিস্টিক প্যাটার্ন বা সমাজতান্ত্রিক ধাচ। তারপর গত ইলেকশন হয়ে যাবার পর তিনি

বললেন, আমি সোস্যালিস্ট। আমাদের শুনে ভয় হল, পণ্ডিত নেহেরু যদি সমাজতন্ত্র করে ফেলে তাহলে আমাদের চাকরী গেল। কিন্তু যখন এই বৎসর অনার্স লিস্ট দেখলাম......

Mr. Speaker: I do not want to interrupt you, but I would just remind you that from now onwards I shall allow only ten minutes to each speaker.

Sj. Sisir Kumar Das:

তারপর যখন অনার্স লিস্ট দেখা গেল তখন দেখলাম যে আমাদের ঘনশ্যাম বিড়লা মহাপদ্ম ভূষণ পেয়েছেন। যদিও আমাদের কনস্টিটিউশনে বলে কাউকে কোন রকম অনার কনফার করা হবে না, তবু কেন জানি না আমরা দেখলাম পণ্ডিত নেহেরু এবং আমাদের প্রেসিডেন্ট রাজেন্দ্র প্রসাদ মহাপদ্ম ভূষণ দিলেন ঘনশ্যাম বিড়লাকে। ফলে হল তদা ন সংশয় বিজয়ায় সঞ্জয়—ফল তাই হল যে কংগ্রেস ছিল ঠিক তাই আছে, কেবল মাঝখানে লোককে ধোকা দেবার জন্য সমাজতন্ত্রের মুখোস পরলেন। সেটা বোঝাবার পর হল কি? আমাদের বাংলাদেশে গত বছর কেন এখনও ডিসেম্বর মাস, ১৯৫৮ সাল ভরই খাদ্যসমস্যা চরম চলল—৩০-৩৫ টাকায় দর উঠে গেল, সিদ্ধার্থবাবুর বক্তৃতা, তারপর লোকের যখন একেবারে কষ্টের চূড়ান্ত অবস্থা দাঁড়িয়েছে গভর্নমেন্ট কি করলেন? গভর্নমেন্ট এ্যান্টি-প্রফিটিয়ারিং অর্ডিন্যান্স করলেন। আমরা মনে করেছিলাম এবার বুঝি প্রাইস্ কন্ট্রোল হবে। সমাজতন্ত্রের একটা নীতি দেখা যাবে। একটা গল্প বলি, বাড়ীতে চোর পড়েছে, পুলিসকে ডাকাডাকি করা হচ্ছে, পাড়াপরশী সবাই ছুটে গেল চোর ধরতে, বাড়ীর লোকও গেল। কিন্তু পুলিস করল কি? যারা বাড়ির লোক পাড়ার লোক তাদের এসে প্রথম চেপে ধরল যাতে চোর নিসন্দেহে পালিয়ে যেতে পারে। এই বিলেও হল তাই। যখন খাদ্যসমস্যায় লোক মরে যাচ্ছে তখন এ'রা চুপ করে রইলেন। তখন ঔষধের দাম বে'ধে দিলেন, খাদ্য সমস্যার সমাধান হল না। ঔষধ সমস্যার, সমাধান করে দিলেন। ঔষধসমস্যার কি রকম সমাধান করলেন? একটা উদাহরণ আমি দিই, সিদ্ধার্থবাবুও অনেক দিয়েছেন। আমি একটা দোকানে গেছলাম এন্টিইউটিনাল কিনতে, দেজ মেডিকেল বললে—এর ম্যাক্সিমাম দাম বাঁধা আছে ২৮ টাকা, আমরা ২৩ টাকায় বিক্রী করছি। তাহলে কিভাবে ম্যাক্সিমাম দাম বাঁধা হয়েছে ভেবে দেখুন। অন্য একটা দোকানে জিজ্ঞাসা করলাম তারা বললে—সাড়ে পঁচিশ টাকা দাম। তাহলে ২৩ টাকা থেকে ২৮ টাকার মধ্যে যত ইচ্ছা তারা বিক্রী করতে পারে। এটা কি এন্টি-প্রফিটিয়ারিং, না প্রফিটিয়ারিংএর সাহায্য করা হয়? সুতরাং আমাদের দেখতে হবে এই যে বিল এতে সমাজতন্ত্রের কোন নীতি আছে কিনা? আমি বলছি যে এতে সমাজতন্ত্রের কোন নীতিই নাই। কারণ আজকে এসেন্সিয়াল কমোডিটিস এ্যাক্ট যা আছে তাতে প্রাইস অব প্যাডি যা করছেন তাতে দেখছি ধানের দাম বে'ধে দিলেন ১০ টাকা মণ। আমাদের পার্টি লীডার শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জি মহাশয়ের সংগে দিন কতক আগে কথা হচ্ছিল, তাতে শুনেছিলাম যে এবার চাষীদের প্যাডি কষ্ট অব প্রোডাকশনের খরচ মণ প্রতি ১২-১৩ টাকার কম নয়। এরা দর বেধে দিলেন ১০ টাকা সাড়ে নয় টাকা। তাতে কি হল এন্টি-প্রফিটিয়ারিংএর? এই এন্টি-প্রফিটিয়ারিং কাকে বলে? কস্ট অফ প্রডাকশন এর উপর কিছুটা মার্জিন অফ প্রফিট দিয়ে চাষী বিক্রী করতে পারে। তার উপর যদি কেউ বিক্রী করে তাহলে সেটা হল প্রফিটিয়ারিং। সুতরাং সে রকম হলে তবে এন্টি-প্রফিটিয়ারিং বিল হতে পারে। কিন্তু এরা করে দিলেন কি? চাষীর কস্ট অফ প্রডাকশনএর দিকে লক্ষ্য না রেখেই দর বে'ধে দিলেন। আজকে আমরা সকলেই এ বিষয়ে একমত নই যেসব জেলায়ই ফসল ভাল হয়েছে, বরং অধিকাংশ জায়গায় কম ফসল হয়েছে। আজকে চাষীদের ধানের দর যা ধরা হয়েছে ১০ টাকা সাড়ে নয় টাকা, এটা ইকনমিক প্রাইস হতে পারে না যা দ্বারা চাষী কিছুটা লাভ করতে পারে। এখন করছেন কি? যারা চাষ করে খরচ উঠে না তাদের বেলায় ধরছেন ১০ টাকা দর। যদি তারা ১১ টাকা বিক্রী করে তাহলে সেটা হবে প্রফিটিয়ারিং। প্রফিটিয়ারিং মানে হচ্ছে—

there must be some relationship between the cost of production and some profit above the cost of production and if there is a sale above that cost of production then it is called profiteering.

কিন্তু আপনাদের দেয়ালে যেটা আছে—

higher than any price which is fixed by the Government.

তার [illegible] যদি বিক্রী করে তাহলে সেটা হবে প্রফিটিয়ারিং। অর্থাৎ এখন চাষীদেরকে ১০ টাকায়, [illegible] টাকায় ধান বিক্রী করতে হবে। যখন চাষীরা ঐ ধান বিক্রী করে তারা কণিক্ষ কিনার ব্যবস্থা করবে, ছেলেপুলের পরীক্ষায় বই কিনবে সেই সময় জোর করে ধানের দর বেঁধে দিলেন।

[10-40—10-50 a.m.]

আপনি ১০ টাকা বেঁধে দিচ্ছেন। অর্থাৎ তার ফল হচ্ছে কিনা তাতে কস্ট অব প্রডাকশন বুঝাছি না তাতে কস্ট প্রডাকশন নাই, অথচ দাম বেঁধে দিচ্ছেন। ৩ মাস যেতে না যেতে দেখতে পাব যে চাষীর হাতে ধান শেষ হয়েছে; তখন এই দশ টাকা থাকবে না। তখন কস্ট অব প্রডাকশন ঠিক করবেন ১২-১৩ টাকা। যখন মিলওয়ালাদের হাতে এবং ধনী চাষীদের হাতে, যারা ধান আটকাতে পারে তাদের লাভের জন্য তখন কস্ট অব প্রডাকশন বাড়িয়ে দেবেন। সুতরাং আমার বক্তব্য যে এটা এন্টি-প্রফিটিয়ারিং বিল নয়, এটা রিগ্রেশন বিল। এটা প্রাইস কন্ট্রোল অর্ডার যা হয়েছে তা নয়। এসেনশিয়াল কমোডিটিজ এ্যাক্টের মেয়াদ হচ্ছে তিন মাস। ৩ মাস পরে সরকার বিবেচনা করলে পরিবর্তিত হবে। সুতরাং যে সময় চাষী ধান বিক্রী করছে সে সময় হল ১০ টাকা, তারপরে তিন মাস বাদে যখন মার্চ শেষ হবে তখন এপ্রিল মাসে দর কোরে দেবেন ১৫ টাকা। সমাজতন্ত্র হল না? চমৎকার সমাজতন্ত্র। চাষী যারা চাষ করছে তাদের কম দাম দাও, কারণ তখন প্রাইস কন্ট্রোল অর্ডার, এ্যাসেনসিয়াল কমোডিটিজ এ্যাক্ট এইরকম করে আমরা করেছি। যখন আগস্ট মাস, সেপ্টেম্বর মাস, তখন বললাম আমরা বাজার থেকে ধান পাওয়ার জন্য দু টাকা মূল্য বৃদ্ধি করলাম। তখন লাভ পায় কে? তখন পায় চাষী নয়, আড়তদারেরা বিগ প্রডুসার্স সুতরাং এটা এন্টি-প্রফিটিয়ারিং বিল না এটা একটা রিগ্রেসিভ পলিসি—

it is not based on any socialistic principles, it is based on the principle of capitalism, on the basis of giving good profit to the merchants and big capitalists.

তারপর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে—এখানকার প্রাইস লেভেল কি? জানুয়ারী মাস থেকে ১০ টাকা ফিক্স করছেন, কিন্তু এখন মেদিনীপুর ও ২৪-পরগনায় যখন ধান উঠল তখন সেখানে ১২-১৩ টাকা মণ—

you are compelling producers to sell their produce at Rs. 9.50 nP.

খুব সোস্যালিজম করলেন আমাদের কংগ্রেস পার্টি, আমাদের জহরলাল নেহরু। এঁদের মাথার কি কিছু ঠিক আছে। চোর যে চোরাকারবার করলে তাকে ধরবে না, গৃহস্থকে ধরবে। তিন মাস পরে দেখবেন আমার কথা ঠিক কি না তখন প্রাইস কন্ট্রোল অর্ডার চেঞ্জ হবে—

not for the benefit of the primary producers, but for the benefit of large producers.

আমরা সমাজতন্ত্রী দল বরাবরই বলে আসছি একটা প্রাইস কমিশন বসান, তার মধ্যে সরকার থাকবেন, তার মধ্যে পলিটিক্যাল পার্টির লোক থাকবে, তার মধ্যে থাকবে কনসিউমার্স এ্যান্ড প্রডিউসার্স—সকলে মিলে কতখানি জিনিস করতে কি দাম পড়ল, তারপরে যে দাম হবে সেই প্রাইস ফিক্স করবে [illegible] পলিসি নিয়ে—এই প্রাইস পলিসি আমেরিকায় আছে, কিন্তু তা করবেন না। এঁরা ঠিক করবেন ম্যাক্সিমাম প্রাইস। প্রাইস কন্ট্রোল মানে ম্যাক্সিমাম প্রাইস কন্ট্রোল, না মিনিমাম প্রাইস কন্ট্রোল? মিনিমাম প্রাইস কন্ট্রোল না করলে দেশের দুরবস্থা হবে। যখন ১০ টাকার নীচে নেমে যাবে যেখানে আমরা তখন কিনব, কিনতে কিনতে চাষীর হাতের ধান যখন প্রায় শেষ হবে, যখন ৬ টাকায় নামবে তখনও কিনব—এইরকমভাবের হাফ-হার্টেড মেজার করছেন, এইরকমভাবে এসেনসিয়াল কমোডিটেজ এ্যাক্ট করেছেন, এন্টি-প্রফিটিয়ারিং বিল করছেন। তারপর—

Price control is a concurrent subject. Therefore, why can't you bring a comprehensive legislation to control the prices of essential commodities to control the prices of wheat products, to control prices of rice, to control prices of jute?

প্রাইস কমিশন কেন আপনারা বসাবেন না। আমরা জানি আমাদের সাজেশন একসেপটেড হবে—but not before much bitterness has been aroused.

কাজেই প্রাইস কন্ট্রোল করবার আগে স্টেট গভর্নমেন্টের বিবেচনা করা উচিত—কস্ট অব প্রডাকশন এবং সেজন্য পাবলিককে [illegible] নিতে হবে। সেজন্য

The public must be there, consumers must be there, producers' representatives must be there, and experts must be there.

তাঁরাই প্রাইস ফিক্স করবেন।

that must be the guiding principle of legislation.

সেই প্রিন্সিপল যদি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় ফলো করেন তাহলে তাঁর উচিত হবে একটা কম্প্রিহেনসিভ লেজিসলেশন আনা। নইলে তিন মাস পরে দেখবেন এটা পরিবর্তিত হবে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছ থেকে এ কথার জবাব চাই।

Sj. Ganesh Ghosh: Mr. Speaker, Sir, the Food Minister is not present here.

Mr. Speaker: He has gone outside with a member of your party. The Food Minister was having a discussion with Dr. Narayan Roy. I thought I will be interrupted by the discussion. So I asked both of them to go outside and discuss the matter.

Sj. Hemanta Kumar Basu:

স্পীকার মহোদয়, খাদ্যসমস্যা এবং দেশের এসেনসিয়াল [illegible] বা প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য সমস্যা বহুদিন দেশের জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ অসন্তোষ এবং বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। যারা পুঁজিপতি মালিক ও বনিক তাদের দেশের জনসাধারণকে শোষণ করবার সকল সুযোগ এই সরকার দিয়ে এসেছেন। চাষী বা ছোট ছোট খরিদ্দার তারা কোন সুযোগ বা সুবিধা কিছু পাচ্ছে না, এবং যারা ক্রেতা তারাও পায় না। সেইজন্য গত দু বছর ধরে জিনিসপত্রের মূল্য অত্যধিক বেড়ে চলেছে। এজন্য বার বার সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেও সরকার সহজে জিনিসপত্রের দাম বাঁধার কোন প্রস্তাব গ্রহণ করতে চান নি। সেইজন্য সংযুক্ত প্রতিরোধ সমিতিকে অন্য পথে যেতে হয়েছিল। তাদের আন্দোলনের ফলে সরকার বাধ্য হয়েছেন এসেনসিয়াল কমোডিটিজ এ্যাক্টএর মত এন্টি-প্রফিটিয়ারিং বিল বিধিবদ্ধ করতে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যেভাবে আমাদের সামনে এটা আনা হয়েছে তাতে এই আইনের দ্বারা সাধারণ ব্যবসায়ী, বা যারা ধান উৎপাদনকারী চাষীদের বা অন্য উৎপাদকদের লাভ হবে বলে মনে হয় না। যে অবস্থা চলছে এই অবস্থা সরকারের অভিমত। তাই এই এন্টি-প্রফিটিয়ারিং ল যাতে ক্রেতাসাধারণ এবং উৎপাদক চাষীরা ন্যায্য মূল্য পায় সে বিষয়ে কোন ব্যবস্থা করা হয় নি।

[10-50—11 a.m.]

তাঁরা যে ম্যাক্সিমাম প্রাইস ধরেছে সেই ম্যাক্সিমাম প্রাইস চাষীদের পক্ষে খারাপ হবে, এবং একটা মিনিমাম ধরলে তারা তাদের পরিশ্রমের হয়ত কিছু অর্থ পেত। কিন্তু তা হয় নি। আমি গ্রামের বহু জায়গায় চাষীদের জিজ্ঞাসা করেছি তাতে আমার বেশ খানিকটা জ্ঞান এ বিষয়ে হয়েছে। মিনিমাম প্রাইস যা আমরা দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি থেকে দাবী করেছি সেটা হচ্ছে যে, অন্ততঃ ১২ টাকা ধানের মূল্য হওয়া উচিত। গভর্নমেন্ট ম্যাক্সিমাম প্রাইস হিসাবে ৯ টাকা থেকে ১২ টাকা ধরেছেন। কাজেই এতে ম্যাক্সিমাম প্রাইস এবং মিনিমাম প্রাইস বেঁধে দেওয়া হয় নি। এখন অনেক জায়গায় ধান বিক্রি হতে আরম্ভ হয়েছে। মজুতদারদের তাগিদে এবং অভাবগ্রস্ত কৃষকদের পক্ষে বেশিদিন ধরে রাখা সম্ভব নয় বলে ইতিমধ্যে ধান বিক্রি হতে আরম্ভ হবে। এবং ৭-৮ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। অর্থাৎ ম্যাক্সিমাম প্রাইসের অনেক নীচেই ধান বিক্রি হতে আরম্ভ হয়েছে। এ থেকে চাষীদের রক্ষা করার কোন ব্যবস্থা এই বিলে আমরা দেখতে পাচ্ছি না। সরকার দিয়েছেন যে আন-একনমিক লেবেল যদি হয় তাহলে তাঁরা প্রাইস সাপোর্ট দেবেন এবং কিনতে আরম্ভ করবেন। কিন্তু সেই আন-ইকনমিক লেবেল কোন অবস্থায় গেলে হবে বা সেই প্রাইস লেবেল কি হবে সেটা পরিষ্কার করে বলা হয় নি। কাজেই সে দিক থেকে

আমি যেকথা বলেছিলাম যে এন্টি-প্রফিটিয়ারিং বিল আনার পূর্বে যে অবস্থা ছিল সেই অবস্থাই থাকবে যদি আন-ইকনমিক লেভেলএর যে প্রাইস সেটা যদি বেঁধে দেওয়া না হয়। কাজেই সেদিক থেকে এই বিলে একটা প্রবিশান থাকা উচিত ছিল। আমরা যে আন্দোলন করেছিলাম সেই আন্দোলনের ফলে যে আইন এল সেই আইনের দ্বারা বিশেষ কোন উপকার হবে বলে আমরা মনে করি না। মজুতদাররা যাতে এই ধানকে গোলাজাত করে রাখতে না পারে এবং সরকারের খাদ্য ডিস্ট্রিবিউশন পলিসি বা এই দুইয়ের মধ্যে একটা চেক থাকা দরকার। সেজন্য আমরা দাবী করেছিলাম যে

committees at all levels consisting of all political parties

করা হোক। সেটা মুখ্যমন্ত্রীও স্বীকার করেছিলেন এবং যদিও তার লিস্ট অব নেমস তৈরি হয়ে গেছে তবুও আজ পর্যন্ত ডিস্ট্রিক্ট বা সাবডিভিসন লেভেল-এ কোন কমিটি গঠিত হয় নি —ইউনিয়ান লেভেলে তো দূরের কথা। কাজেই সেদিক থেকে এইসব কমিটি যে কবে গঠিত হবে সেসব আমরা কিছু জানছি না। সুতরাং যত শীঘ্র যদি এইসব কমিটি গঠিত না হয় তাহলে যেমন প্রত্যেক বছর যে অবস্থা হয় সেই অবস্থাই ঘটবে—চাষীকে শস্তা দরে ধান বিক্রী করতে হবে এবং ডিস্ট্রিবিউশন অব ফুডও ঠিকমত হবে না। এন্টি-প্রফিটিয়ারিং বিল সম্বন্ধে অনেক বন্ধুরা অনেক সংশোধন দিয়েছেন আমি জানি না তিনি সেগুলি স্বীকার করবেন কিনা। শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় মহাশয় যেসব আলোচনা করেছেন এবং সমালোচনা করেছেন সেগুলি বিশেষ বিবেচনা যোগ্য। কাজেই সেদিক থেকে এ্যান্টি-প্রফিটিয়ারিং বিলটাকে যদি ঢেলে সাজানো হয় তাহলে এর যা মূল উদ্দেশ্য তা সার্থক হবে। গতবারে আমরা বলেছিলাম যে মিল মালিকদের উপর শতকরা ৫০ ভাগ লেভী করা হোক কিন্তু গভর্নমেন্ট আমাদের কথা শোনেন নি, তারা শতকরা মাত্র ২৫ ভাগ লেভী করেছিলেন এবং সরকারের যে রীতি এবং নীতি তার ফলে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টন খাদ্যের জায়গায় মাত্র ৮০ হাজার টন খাদ্য সংগৃহীত হয়েছিল। এবারে সরকার শতকরা ২৫ ভাগ চাল সংগ্রহের বন্দোবস্ত করেছেন। গতবার আমরা দেখেছি ৩০ টাকা ৩৫ টাকা এখন যদি ২-১ টাকা কমে থাকে তা না হোলে ৩০ টাকা ৩৫ টাকা ৪০ টাকা পর্যন্ত চালের দর উঠেছে কিন্তু গরীব চাষীদের ধানের দর ৮-১০ টাকার বেশি নয়। সেই ৮-১০ টাকায় ধান নিয়ে যদি দেড় মণ ধানে এক মণ চাল হয় তাহলে সেটা ১৫ টাকা ১৬ টাকা ১৮ টাকার বেশি পড়ে না অথচ তারা ৩০ টাকা ৩৫ টাকায় বিক্রী করেছে। কাজেই মিল মালিকদের উপর সরকারের যে একটা বিশ্বাস রয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বাস্তুবিকই সরকারী নীতি ধনিক এবং পুঁজিবাদী তোষণ নীতি সাধারণ গরীব চাষী, সাধারণ ক্রেতাদের ক্রয়ক্ষমতার কথা সরকার বিবেচনা করেন না, সেজন্য তারা আবার ২৫ ভাগ লেভী জারী করেছেন, ৫০ ভাগ তারা করবেন না এবং মিনিমাম প্রাইসও তারা বাধবেন না। সুতরাং এই আইনের দ্বারা চাষী কতখানি প্রোটেকশন পাবে তা সহজেই বুঝতে পারা যাচ্ছে। এবারে আমরা দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি থেকে বলেছিলাম যে অন্ততঃ ৫০ লক্ষ টন চাল মজুত করা হোক। গতবারে প্রথমে বলা হোল ১২ লক্ষ টন, তারপরে দাঁড়ালো ৭ লক্ষ টন—তার পরের হিসাবে আমরা দেখছি যে ভারত গভর্নমেন্টের কাছ থেকে ২ লক্ষ ৪৪ হাজার টন চাল এবং ৬ লক্ষ টন গম —এই ৮ লক্ষ ৪৪ হাজার টন খাদ্য তারা এনেছেন ঘাটতি পূরণের জন্য। এবারে আমরা যে ৫ লক্ষ টন মজুত করতে বলেছি সরকার সেটা করবেন না কেন না মিল মালিকেরা যদি বিরূপ হন, চটে যান তাহলে সরকারের যে স্বার্থ সেই স্বার্থ সম্পূর্ণ ক্ষুন্ন হবে এবং তাদের সঙ্গে যে যোগাযোগ আছে সেটাও সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে। সেজন্য আমাদের দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির যে দাবী ৫ লক্ষ টন খাদ্য সংগ্রহ করার, তা করতে তারা প্রস্তুত নন।

[11—11-10 a.m.]

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, কলিকাতা শহরে যেভাবে রেশন শপ থেকে খাদ্য দেওয়া হয় তাতে আমি নিজে জানি অনেক সময়ই ১ আনা সেরের চাল পাওয়া যায় না। কয়েক সপ্তাহ আগে ৯ আনা সেরের চাল পাওয়া যায় নি। আবার অনেক সময় ৭ আনা সেরের চালও পাওয়া যায় না। তারপর যে খাদ্য পাওয়া যায় তা খাবার অনুপযোগী। সময়ের অভাব বলে আমি বেশি কিছু বলতে পারব না। চন্ডীতলা থানার কথা আমি এখানে বলব—চন্ডীতলা থানার দুইজন ইউনিয়ন সদস্য শ্রীনেপাল মুখার্জী ও শ্রীসুধাংশু দাস অনশন করেছিলেন সেখানকার খাদ্যা-বস্থার অবনতির দরুন। সেই অনশনের দাবী এস, ডি, ও, মেনে নিয়েছিলেন। চন্ডীতলা

জায়গায় ২২ হাজার লোকের বাস এবং ১০ হাজার লোকের রেশনিং এবং যেখানে সপ্তাহে ২৭৫ মণ চালের দরকার সেখানে মাত্র ৬০-৭০ মণ দেওয়া হয়। আটা সেখানে পাওয়া যায় না। সব জায়গাতেই এইরকম অবস্থার মধ্যে চলেছে, রেশনিং সিস্টেম ঠিকভাবে চলছে না। পণ্ডিত নেহরু বলেছেন খাদ্যের প্রয়োজন যে মিটছে না, সেদিকে তিনি নজর দেন নি। একটা রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রীর পক্ষে এটা অমার্জনীয় অপরাধ। এখন তিনি দৃষ্টি দেবেন বলেছেন। এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Sj. Bankim Mukherjee:

সভামুখ্য মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি সভার সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, একটা দোকান কর্মচারী ও সিনেমা কর্মচারী মিছিল এই এসেম্বলীতে এসেছে। তাদের নানা প্রকার অভিযোগ আছে। সভার সাহেবের কাছে পূর্বেও তারা এসেছিল। তিনি বলেছিলেন তাদের অভিযোগ দূর করার ব্যবস্থা গভর্নমেন্ট থেকে ঠিক করা হয়েছে, কিন্তু কয়েক মাস হয়ে গেল এখন পর্যন্ত কিছুই হয় নি। এখন তাদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করার জন্য আমি তাঁকে অনুরোধ করছি।

Mr. Speaker:

বঙ্কিমবাবু, আপনি কি ধরে নিয়েছেন আজকে রিসেস হবে না?

Sj. Bankim Mukherjee:

যাই হোক, আমার কথা হচ্ছে, প্রতিনিধিমণ্ডলীর সঙ্গে দেখা করাও একটা ব্যবস্থা করলে ভাল হয়।

Sj. Subodh Banerjee:

স্পীকার মহাশয়, বর্তমান বিলটি আলোচনার আগে আগামী বছরের জন্য খাদ্যনীতি কি হতে চলেছে সে সম্পর্কে খাদ্যমন্ত্রী একট বিবৃতি দিয়েছেন। আমি সরকারের সেই খাদ্যনীতি সম্পর্কে এবং তারপরে যে এন্টি-প্রফিটিয়ারিং বিল আছে তার উপর আমার বক্তব্য দাখিল করব। সরকার তার খাদ্যনীতিতে সর্বপ্রথমে বলেছেন যে. ১লা জানুয়ারী হতে সমস্ত মিলগুলির উপর মোট উৎপাদনের শতকরা ২৫ ভাগ লেভী হিসাবে ধার্য করবেন এবং তার মাধ্যমে তারা একটা মজুদ সৃষ্টি করবেন। মিঃ স্পীকার আপনাকে আমি এই কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, গতবারে ও ঠিক এই হারে লেভি করা হয়েছিল। এ কথা অবশ্য ঠিক গত বার সারা পশ্চিম বাংলার মিলগুলির উপর লেভি করা হয় নি. মাত্র কয়েকটি জেলায় চালকলগুলির উপর লেভি করা হয়েছিল। সুতরাং এই ব্যাপারে ডিটেলসএর পার্থক্য থাকলেও গত বছরের খাদ্যনীতির সঙ্গে এ বছরের নীতির কোন মৌলিক প্রভেদ নেই। গত বছরের লেভি করার ফল আমরা কি দেখেছি? মন্ত্রী মহাশয় সর্বপ্রথমে বলেছিলেন যে. লেভির মাধ্যমে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টন চাল সংগ্রহ করা হবে। পরে তাকে সংশোধন করে করা হয়েছিল ১ লক্ষ ৫০ হাজার টন। কিন্তু কার্যতঃ দেখা গেল যে, ১ লক্ষ ৫০ হাজার টনও আদায় করা হল না, মাত্র ৬৫ হাজার টন আজ পর্যন্ত আদায় করা হয়েছে। অর্থাৎ মূল উদ্দেশ্যের অর্ধেকেরও কম। কেন এই অবস্থা দাঁড়াল? সরকার থেকে বলা হয়েছিল যে. তারা যত ভেবেছিলেন মিলগুলি তত চাল উৎপাদন করে নি। একথা ঠিক নয়। কয়েকদিন আগে কলকাতার শহরতলীর চালকলগুলির সঙ্গে তাদের শ্রমিকদের এক বিবাদ শালিসীর জন্য ট্রাইবুনালে যায়। সেখানে ৪০টা ধানকলের ব্যালেন্স-শীট দাখিল করা হয়। সেখানে আমার জেরার ফলে এই কথা প্রকাশিত হয় যে, সরকার কলগুলির কাছে এখনও যথেষ্ট চাল পাবেন। আমি একটা কলের নাম বলি. সেখানে ৩,২৭৮ মণ চাল আজও সরকারের পাওনা হিসাবে পড়ে আছে। সেকলটি ক্যালকাটা রাইস মিল এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্টের কল। তিনি একথা ট্রাইবুনালে স্বীকার করেছেন। গত বছর এপ্রিল মাস নাগাদ লেভি ধার্য হয়েছে? কিন্তু কয়েকদিন আগে পর্যন্ত এই চাল কেন মিলে পড়ে আছে? কলকাতার ৪০টি কলে যদি এই অবস্থা হয় তাহলে বাংলা দেশের অন্যান্য জায়গায় কলেও ঐ একই অবস্থা। এই কথা বলা অন্যায় হবে না। কে বলতে পারে আগামী বছরের লেভিতে এই

বন্ধ হবে না? কি তার গ্যারান্টী আছে? তাঁর ডিপার্টমেন্টে ঠিকভাবে কাজ না করার জন্য এ ঘটনা ঘটেছে। তবে ডিপার্টমেন্টএর চেয়ে বেশি দোষ আমি দেব মন্ত্রী মহাশয়কে, কারণ he is responsible for the failure of his department.
এই ব্যর্থতা ও বিফলতার জন্য দায়ী কে হবে? সুতরাং সামনের বছর যে ২৫ লাখ লেভি করবেন সেটাও যে এমনিভাবে ব্যর্থ হবে না এমন কথা বলতে পারি না। তা ছাড়া গত বছর ধান উৎপাদন ঠিকমত না হওয়া সত্ত্বেও যে ক্ষেত্রে লক্ষ্য হিসাবে ধরা হয়েছিল ১:৭৫ লক্ষ টন এবারে প্রচুর উৎপাদনের কথা বলেও কেন লক্ষ্য হিসাবে ১ লাখ টন ধরা হয়েছে?

[11-10—11-20 a.m.]

তারপর দ্বিতীয় বিষয় হল মজুদ বন্ধ করা বিষয়ে। এসেন্সিয়াল কমোডিটিজ এ্যাক্ট অনুসারে সরকার মজুদ বন্ধ করবেন একথা বলা হচ্ছে। আশ্চর্য কথা। এই এসেন্সিয়াল কমোডিটিজ এ্যাক্ট কি আগে ছিল না? ছিল। কিন্তু গত বছর মজুদদারদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে? তা ছাড়া, আরেকটা কথা বলব। এসেন্সিয়াল কমোডিটিজ এ্যাক্ট কেন্দ্রীয় সরকারের আইন। মজুদদারদের সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যবহার আমাদের ভাল করেই জানা আছে। আমি প্রফুল্লবাবুকে জিজ্ঞাসা করি একথা সত্য কিনা যে, এ্যান্টি-প্রফিটিয়ারিং বিল যখন খসড়া অবস্থায় ছিল তখন তাতে জরিমানার ব্যবস্থা ছিল না; যারা এই ধরনের অসামাজিক কাজ করবে তাদের জেলের ব্যবস্থা ছিল। এই খসড়া বিল পাঠান হয় কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। কেন্দ্রীয় সরকার জেলের ব্যবস্থায় রাজী হন নি। আমি শুনেছি এই ব্যাপার নিয়ে কেবিনেটে আলোচনা হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকারকে বোঝানোর জন্য কেবিনেট থেকে প্রতিনিধি দলের যাবার কথাও হয়। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। জরিমানার বিধান হয়। এই ব্যবহার থেকেই বোঝা যায় যে, কেন্দ্রীয় সরকার বড় বড় মজুদদারদের গায়ে হাত দিতে চান না। এতে অবশ্য রাজ্যসরকারের সততা প্রমাণ হয় না। কারণ রাজ্যসরকারের হাতে সিকিউরিটি এ্যাক্ট ছিল এবং এখনও আছে। তাতে পরিষ্কার বিধান আছে যে, যদি কেউ খাদ্যদ্রব্য নিয়ে ফটকাবাজী করে তাহলে তাকে জেল এমন কি তাকে দেশ হতে বহিষ্কার করে দেওয়া যেতে পারে। সুতরাং সরকারের হাতে ক্ষমতা নেই একথা বলা যায় না। সরকার কি কেন্দ্রীয় কি রাজ্যসরকার যদি চাইতেন তাহলে যারা খাদ্য নিয়ে ফটকাবাজী করে তাদের তাঁরা জেলে দিতে পারতেন। কিন্তু তাদের সেটা ইচ্ছা নয় তাই ফাটকাবাজী করার জন্য কারও শাস্তি হয় না। কেন ইচ্ছা নেই তা আমরা জানি। মজুদদাররা দেন মন্ত্রীদের টাকা। সেই টাকা দিয়ে কংগ্রেস নির্বাচন বৈতরণী পার হয়, ফলে মন্ত্রীদের টিকি বাঁধা থাকে আড়তদার মজুতদার কালোবাজারীদের কাছে। আমি জানি কলকাতার কোন একটা বড় চালের কারবারীর সঙ্গে এই মন্ত্রীমণ্ডলীর খুব ঘনিষ্ঠতা। হঠাৎ একদিন টেলিফোন করে তাঁর কাছ থেকে দশ হাজার টাকা চাঁদা আনা হল। ব্যবসায়ীরা এমনিতে টাকা নিশ্চয়ই দেয় না, দশ হাজার টাকার বদলে যে তার তিন গুণ আদায় করে নেয় চোরাকারবার করে। [illegible] তাই সরকার কিছু বলতে পারেন না, কারণ তাতে বন্ধুত্ব চলে যায়। সত্যিই যদি অতি মুনাফা সরকার বন্ধ করতে চান, তাহলে তা করবার ক্ষমতা সরকারের হাতে ছিল এবং আছে। অতিমুনাফার জন্য কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করুন; শুধু ব্যবস্থা করে ক্ষান্ত না থেকে দু-চারজনকে কঠোর শাস্তি দিন তাহলে দেখবেন যে, অনেকখানি কাজ সহজ হয়ে গেছে। সেই কাজ করতে গেলে যে ন্যায়নিষ্ঠা ও ক্ষমতার দরকার তা কংগ্রেসী সরকারের নেই।

তৃতীয়তঃ আমি চাল ধানের দাম নিরূপণ সম্পর্কে বলব। সরকার নির্ধারিত দামের একটা তালিকা দিয়েছেন। তার এক-একটি হিসাব দিয়ে দেখাব যে, সেগুলি অবাস্তবভাবে ধরা হয়েছে। ধরুন প্রথমোক্ত অঞ্চলের কথা যার মধ্যে কলকাতা ইত্যাদি আছে। সেখানে মোটা, মাঝারি, সরু ধান চালের দাম দেওয়া হয়েছে। উৎপাদকের দাম হল প্রতি মণ মোটা ধান নয় টাকা উনিশ নয়া পয়সা, মাঝারি ধান দশ টাকা এবং সরু ধান এগার টাকা। এটা সর্বোচ্চ দাম সর্বনিম্ন নয়। অর্থাৎ একজন চাষী মোটা ধানের মণ ন' টাকা উনিশ নয়া পয়সার বেশি বিক্রী করতে পারবে না। নিম্নতম দাম কিছু নেই। কিন্তু ধানের এখন বাজার দাম কত তা আপনারা জানেন? সুন্দরবনে আমি ঘুরি, সেখানে মোটা ধান এগার টাকা মণ, মাঝারি ধান তের টাকা মণ

হিসাবে বিক্রী হচ্ছে। সেক্ষেত্রে সরকার দাম বেঁধে দিলেন ন' টাকা উনিশ নয়া পয়সা মোটা আর মাঝারি এগার টাকা। ফল কি হল? চাষী বাজারে যে দাম পাচ্ছিল সে দাম মণ প্রতি বে দু টাকা করে কম পাচ্ছে। সুবিধা হল তাদের যারা ফটকাবাজার অথবা আড়তদার। কারণ তারা বাজার দামের চেয়ে কম দামে কিনে নেবার সুযোগ পেল। একথা ঠিক আজকে এই দাম চালু হয় নি—জানুয়ারি মাসে চালু হবে এবং হলে এর সুযোগ নেবে ফটকাবাজীরা বা আড়তদাররা এবং কলওয়ালারা। আমি মন্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি তিনি কি গ্যারান্টি দিতে পারেন যে, যখন বর্ষা হবে তখন ধানের দাম বাড়াবে না, এই ন' টাকা উনিশ নয়া পয়সাতেই মোটা এবং ১০ টাকাতে মাঝারি ধান এক মণ পাওয়া যাবে। তা পারবেন না, আবার দাম সংশোধন করতে হবে। ফল হবে এই যে, আজকে চাষী বাজারে যে দাম পাচ্ছিল তার চেয়ে প্রতি মণে দুই টাকা করে কম দামে বিক্রী করতে তাদের বাধ্য করা হল। অথচ তাদেরই আবার বর্ষার সময় চড়া দামে ধান চাল কিনতে হবে। এই ভেবে ফটকাবাজারীদের কোটিপতি মাড়োয়ারীদের কলওয়ালাদের সুবিধা করে দিলেন। চাষী এখন বিক্রী করবেন ন' টাকা উনিশ নয়া পয়সায় আর তাকে বর্ষায় কিনতে হবে চাঁশ্বশ টাকায়। দেখুন অবস্থাটা কি দাঁড়াল। আজকে এই দাম নির্ধারণ করায় চাষীর কোন সুবিধা হল না। শুধু তাই নয়, এখানে দেখুন কিভাবে কলওয়ালা এবং ফটকাবাজারীদের মুনাফাকে বাঁচান হয়েছে। চাষী ধান বিক্রী করবে মোটা ধান ন' টাকা উনিশ নয়া পয়সায় প্রতি মণ। আপনারা জানেন দেড় মণ ধানে এক মণ চাল হয়। তাহলে এক মণ মোটা চাল তৈরি করতে খরচ পড়বে তের টাকা আটাত্তর নয়া পয়সা। মন্ত্রী মহাশয় স্বীকার করেছেন মিলে মিলিং কস্ট প্রতি মণে এক টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা। তার মধ্যেই সাধারণ স্বাভাবিক মুনাফা সেটা যদি ধরে নিই তাহলে প্রতি মণে মোটা চালের দাম সরকারের হিসাবেই হয় পনের টাকা। কিন্তু কলওয়ালা সেই জায়গায় বিক্রী করতে পারবে আঠার টাকায় অর্থাৎ এখানে মণ প্রতি তিন টাকা বাড়তি লাভ দেওয়া হল। বোঝা দরকার এই বাড়তি লাভটা ১ টাকা ২৫ নয়া পয়সার মধ্যে যে স্বাভাবিক লাভ আছে তার উপরে দেওয়া হল। আইনের ধারায়

a producer be a retailer, a producer be a wholesaler.

মিঃ স্পীকার, ট্রাইব্যুনালের সামনে জেয়ার মিল মালিক স্বীকার করেছে যে, তারা যে চাল বিক্রী করে তা হোলসেলার হিসাবে করে না, রিটেইল সেলার খুচরা বিক্রেতা হিসাবেই করে। আজও তারা এই খুচরা বিক্রয়ের সুযোগ নেবে এবং প্রতি মণে কমপক্ষে তিন টাকা বাড়তি লাভ করবে। আপনারা জানেন যে, যখন চালধানের পুরা কন্ট্রোল ছিল তখন কলকাতার চাল কলগুলি কেবলমাত্র মণপ্রতি এক টাকা চার আনা মিলিং কস্ট পেতে। তাতে ১১ হাজার টাকা করে ছোট ছোট কলগুলি লাভ করেছিল। আজকে সেই এক টাকা চার আনা মিলিং কস্ট ছাড়াও তিন টাকা বাড়তি লাভ প্রতি মণে তারা পান। তাতে কি পরিমাণ লাভ হবে ভাবুন। এইভাবে কলওয়ালাদের মুনাফা রক্ষা করবার সমস্ত ব্যবস্থা নানাদিক থেকে রেখে দেওয়া হয়েছে। কলওয়ালাদের এই লাভ না দিয়ে রেখে দেওয়া হয়েছে। চাষীদের মণপ্রতি দু টাকা দাম বাড়িয়ে দিন এবং চালের দাম কমিয়ে ক্রেতাদের সুবিধা করে দিন। এটাই হবে প্রকৃত জনকল্যাণ নীতি। চাষী ন্যায্য দাম পাবে সাধারণ চাল ভোগকারীরা সুবিধা দামে চাল পাবে। তা করা হচ্ছে না কেন? কলওয়ালাদের স্বার্থে? তা ছাড়াও, মিঃ স্পীকার, এই যে ধানের দাম বেঁধে দেওয়া হয়েছে এই দামও চাষী পাবে না। আপনি জানেন যে, সরকার নিজে ধান-চাল কিনবেন না; কিনবেন ডি পি এজেন্ট দিয়ে। ডি পি এজেন্ট মণপ্রতি আড়াই সের ধলতা নেয় এবং ব্যাগ সেলাইয়ের জন্যে ছ' পয়সা করে নেয়। এসব দুই বছর আগেও নিয়েছে এবারও নেবে। এগুলো কাটা যাবে এবং তার ফলে সর্বোচ্চ দাম দাড়াবে প্রতি মণ সাড়ে আট টাকা। সর্বনিম্ন দাম কি হবে চিন্তা করে নিতে পারেন। পরশুদিন প্রশ্নোত্তরের সময় প্রফুল্লবাবু স্বীকার করেছেন যে, এটা সত্য কথা ডি পি এজেন্ট ধলতা নেয়। এটা বন্ধ করার ব্যবস্থা করুন। তা ছাড়া ধান-চালের দামের সঙ্গে অন্য জিনিসের দামও কমাতে হবে। কারণ শুধু ধানচালের দাম কমাবে আর তেল নুন মশলা কাপড় প্রভৃতির দাম ঠিক থাকবে এ হলে চাষী মারা পড়বে।

এবার মিল সম্পর্কে দু-একটা কথা বলব। দর সম্বন্ধে আগেই বলেছি। দাম তো বেঁধে দিলেন; কিন্তু তাকে কার্যকরী করবার বেলায় কি করবেন? এই দর যে মানল না তাকে কি করবেন? আইনে করেছেন জরিমানা হবে অথবা জেল হতে পারে দুই বছর পর্যন্ত কিম্বা

উদাহরণিক শাস্তি হত পারে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে যে অভিজ্ঞতা আমাদের আছে তাতে দেখেছি কিছুই প্রায় হয় না। হাজার পেটি হরলিক্স পাওয়া গেল। আপনার বোধ হয় স্মরণে আছে দশ হাজার বোতল হরলিক্স পাওয়া গেল এক চোরাকারবারীর কাছ থেকে। তার শাস্তি আদালতে হল মাত্র দশ টাকা। জিজ্ঞাসা করি এরকম ছেলেমানুষী করার কি প্রয়োজন আছে আপনি অনুমতি দিলে বলতে পারি পার্লামেন্টারী হবে এটা হ্যাবলামো ছাড়া আর কিছু নয়। এবং জিজ্ঞাসা করি এই হ্যাবলামি করার কি দরকার? দশ হাজার বোতল হরলিক্স চোরাকারবার করার জন্যে দশ টাকা ফাইন। এরকম উদাহরণ হাজার হাজার আছে; দিতে পারি ব্যবসাদারদের যদি বন্ধ করতে চান এমন বিধান করুন যাতে অন্ততঃ একটি বছর জেল খেটে আসতে হবে। খাদ্য নিয়ে যারা চোরাকারবার করে তাদের বড় বড় ভুঁড়ি যদি চুপসে দেবার ব্যবস্থা করতে পারেন তবে কাজ হতে পারে। আমাকে একজন বড় ব্যবসায়ী জিজ্ঞাসা করেছিলেন —ব্যানার্জী, কুছ নেই দ্যাগা, পাঁচ হাজার রুপেয়া দেনেছে দোষ মাপ হো যায়গা।

[11-20—11-30 a.m.]

সুতরাং এই কথা পরিষ্কার বোঝা দরকার যদি সত্যই আপনারা মুনাফাখোর বন্ধ করতে চান তাহলে এগজেম্প্লারি পানিসমেন্টের, কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করুন। তা না হলে কিছুতে অর্থ মুনাফা ঠেকাতে পারবেন না। মুনাফা নিরোধ আমরা অবশ্যই চাই, কিন্তু যেভাবে বিল এসেছে তা দিয়ে মুনাফা রোধ করা যাবে না। এ বিল দিয়ে অতি মুনাফা ঠেকানো যাবে না [illegible]কে ঠেকানো যাবে না, এতে আরো [illegible] উৎসাহই দেওয়া হবে বিলে এমন ব্যবস্থা আছে যাতে রাস্তার এক দিকে এক দাম অন্য দিকে আর এক দাম। গতবার এ জিনিস হয়েছিল। বেহালার রাস্তার ওদিকে এক দাম বেহালার রাস্তার ঐ দিকে আর এক দাম, ফলে হবে এদিককার চাল ঐ দিকে যাবে এবং

there will be official recognition of black-marketing.

এই জিনিসই এই বিলের মধ্যে এসেছে। সুতরাং এই ধরণে ত্রুটিবিচ্যুতি দূর করুন, কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করুন, ব্ল্যাকমার্কেটিয়রদের বন্ধ করুন তবে কাজ হবে। আজ একথা ত আপনারা করতে পারেন না কারণ তাদের সঙ্গে আপনাদের স্বার্থ গাটছড়া বেঁধে গিয়েছে।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

মুনাফাবিরোধী বিল, এ্যান্টি-প্রফিটিয়ারিং বিল যা আনা হয়েছে সে বিষয়ে বিভিন্ন বক্তা বলে গিয়েছেন। এই বিল সম্পর্কে জ্যোতিবাবু এবং সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় মহাশয় বলেছেন যে এটা জনসাধারণকে ভাঁওতা দেবার জন্যই এই বিলটা আনা হয়েছে কারণ যেভাবে এটা এসেছে তাতে আমরা দেখছি যে কোন আন্তরিকতা এতে নেই এবং বহু ত্রুটি রয়ে গিয়েছে। যদি আন্তরিকতা থাকতো তাহলে আনবার আগে থেকেই এত ঢাকঢোল পিটিয়ে খবরের কাগজের রিপোর্টারদের ডেকে আমাদের খাদ্যমন্ত্রী মহাশয় এবং কেন্দ্রীয় সরকারের আইনমন্ত্রী মহাশয় বার বার এই বিল এলো, এই অর্ডিনেন্স আসতে যাচ্ছে এইভাবে ঢাকঢোল তাঁরা পিটাতেন না এবং যারা অসাধু ব্যবসায়ী এর মারফত তাদের সতর্ক করে দেওয়া হতো না। এবং সব থেকে বড় কথা এই যে পূজার আগে আমরা জানি যারা মুনাফাশিকারী এবং অসাধু ব্যবসায়ী, এর আগে থেকেই তাঁরা মুনাফাশিকার করতে শুরু করে এবং অসাধু ব্যবসায়ীরা জিনিসপত্রের দর বাড়িয়ে দেয়। অথচ স্যার, পূজার আগেই এই অর্ডিনেন্স আনা উচিত ছিল কিন্তু সেই অর্ডিনেন্স এলো, তাদের সম্পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হল মুনাফা করবার জন্যে, চোরাকারবার করবার জন্যে, দর বাড়াবার জন্যে জনসাধারণের এতে কষ্ট হল তারপর পূজার পর এই অর্ডিনেন্স জারী করা হল। মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা বিষয়ে এবং তার সম্পর্কে আমাদের প্রফুল্লবাবু একটি বিবৃতি দিয়েছেন। স্যার, দর বাঁধা হয় কিভাবে সেটা আগে আমি আপনার কাছে বলতে চাই। দর বাঁধা হয় ধরুন চিনির দর যখন বাঁধা হল, প্রফুল্লবাবুকে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, চিনির দর বাঁধবার আগে তাঁর বাড়ীতে এবং তাঁর অফিসারদের কাছে ঐ কে এল ঠনঠনিয়া, খৈতান সাহেব, তাঁরা এসের কাছে যাতায়াত করেছেন কিনা। এরা নিজেরা বড় বড় হোলসেলার এবং তাদের আবার রিটেল সপ আছে। তেমনি ঔষধের দর বাড়ার আগে বেঙ্গল মেডিকেল স্টোরের কর্তারা প্রফুল্লবাবুর সঙ্গে দেখা করলেন, [illegible] সঙ্গে দেখা করলেন যার ফলে হোলসেল এবং রিটেলের সঙ্গে এই

যে পার্থক্য যেটা সিদ্ধার্থবাবু বার বার দেখিয়েছেন, সুবোধবাবু দেখিয়েছেন, সেইজন্য এরা হোলসেলার নিজেরা এবং এর সঙ্গে সঙ্গে এদের রিটেল সপ আছে। হোলসেলার হিসাবে এরা লাভ করে আবার ঐ রিটেল সপের মাধ্যমেও এরা লাভ করে। সেজন্য আমরা এও জানি, স্যার, আটার যেদিন দর বাঁধা হয়, আটার দর যেদিন নির্দিষ্ট করা হয় সেদিন বাজারে আলুপোস্তার বাজারে আটার হোলসেল প্রাইস যা ছিল তার উপর মণপ্রতি আট আনা বেশি দিয়ে প্রাইস ফিক্স করা হয়েছিল—এটা আমি খবর নিয়ে জেনেছি। কেন, কাদের স্বার্থে এটা করা হল প্রফুল্লবাবু খুলে বলবেন। আমরা দেখছি যে বিল এখানে আনা হয়েছে এবং যে বিবৃতি প্রফুল্লবাবু দিয়েছেন সেটা কতখানি লোক দেখান হতে পারে। আমরা দেখছি যে মিলমালিকরা যারা মালিক তারাই হচ্ছে চালের ব্যাপারে প্রডিউসার। দেড় মণে এক মণ চাল হয় এবং চাল তৈরি করতে গড়পড়তা এক টাকা চার আনা যদি ধরি খরচ হয় তাহলে দেখা যাচ্ছে যে উচ্চতম দর নির্দিষ্ট করা হয়েছে তাতেও মিলমালিকদেরই সুবিধা। সেজন্যই আমরা দেখেছি মিলমালিকরা তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছে কারণ তাদের যে স্বার্থ সেটা পূর্ণভাবে রক্ষিত হয়েছে, এবং সব থেকে মজার কথা হচ্ছে এই যে নিম্নতম দাম মূল্য, ফ্লোর প্রাইস বেঁধে দেন নি, সিলিং প্রাইস বেঁধে দেওয়া হয়েছে অথচ যদি সততা থাকত কংগ্রেস রাজ্যে, অন্ধ্রে যা করেছে, সেভাবে চাষীর দিকে নজর রেখেছে, ফ্লোর প্রাইস বেঁধে দিয়েছে সেটা করতেন। আমাদের এখানে চাষীর কোন ক্ষতি হচ্ছে কিনা সেটার দিকে নজর রাখলেন না কিন্তু আমাদের এখানে মিলমালিকদের স্বার্থের জন্য আপার সিলিং প্রাইস বেঁধে দিলেন। প্রফুল্লবাবু অবশ্য বলেছেন যে যদি দর কম হয়, আনইকনমিক হয়, তাহলে চাষীদের জন্য দর বাঁধা হবে। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করতে পারি কি দর যখন কমবে, আনইকনমিক হবে তখন মেশিনারী সেট আপ করা হবে এবং সেই মেশিনারী দিয়ে নিম্নতম মূল্য বাঁধতে গেলে দেখা যাবে যে অনেক দেরী হয়ে গেছে এবং ইতিমধ্যে চাষীদের যা সর্বনাশ হবার তা হয়ে গেছে। আমরা জানি যে এই যে বিল এ্যান্টি-প্রফিটিয়ারিং বিল, মজুতদারি বিল যা আসছে সেটা জনমতের চাপে পড়েই এসেছে এবং আপাতঃদৃষ্টিতে মুনাফাবিরোধ মনে হলেও রাঘব বোয়ালদের ছাড়িয়ে যাবার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। যারা মুনাফাকারবারী, পুলিস গ্রাহ্য আইনে যারা অপরাধী হওয়া উচিত বলে মনে হয় অর্থাৎ কগনিজেবল অফেন্সে যারা দোষী তাদের জরিমানার ব্যবস্থা করা হয়েছে, জামিনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ফলে যারা দোষী তারা সামান্য মাত্র জরিমানা দিয়ে বেরিয়ে যাবে। ঔষধের দাম বেঁধে দিয়েছেন কিন্তু সেটাতো ঔষধের বড় ব্যবসায়ী তাদের দিকে দৃষ্টি রেখেই করা হয়েছে। কারণ ঔষধপত্র যা পাওয়া যায় না যা নিয়ে ব্ল্যাকমার্কেট হয় সেই সমস্ত ঔষধের দর নির্দিষ্ট করা হয় নি। কিন্তু যেসমস্ত ঔষধ পর্যাপ্তপরিমাণে পাওয়া যায়। যেমন ধরুন অলিভ অয়েল ব্ল্যাকমার্কেট হচ্ছে। দর বাঁধা হয়েছে এমন ঔষধের যা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, এমন ৫০০ আইটেমের রিটার্ন দেওয়ার ফলে ছোট ছোট দোকানদারের ব্যতিব্যস্ত হতে হচ্ছে। তবে যেসমস্ত ঔষধ পাওয়া যায় না, ব্ল্যাকমার্কেট হয়, কেবলমাত্র এই সমস্ত ঔষধের যদি রিটার্ন রাখতে বলা হত তাহলে ছোট ছোট ব্যবসায়ী দোকানদার যারা আছে তাদেরও সুবিধা হত। ছোট বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের সুবিধা হত।

[11-30—11-40 a.m.]

স্যার, কালকে সিদ্ধার্থবাবু একটা রিপোর্টের কথা বলেছেন যে, রিপোর্ট তদন্তকারী বোর্ড মহাশয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাখিল করেছেন এবং যেটা প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু তার মধ্যে উনি সময় অভাবে বোধহয় একটা লাইন পড়তে পারেন নি। তার মধ্যে পরিস্কারভাবে লেখা আছে যার জন্য আমি মনে করি যে আমাদের মন্ত্রী এবং তার যেসমস্ত অফিসার আছেন তাঁরাই সম্পূর্ণভাবে দায়ী। ঐ রিপোর্টের মধ্যে লেখা আছে—

"Some discrimination in the matter of issue of permits has also been brought to the notice of the committee".

আজকে এই যে পারমিট দেওয়া হয়, এই ব্যাপারে আমি জিজ্ঞাসা করতে পারি কমিটি যে রিপোর্ট দিয়েছেন, সে সম্পর্কে ঐ মন্ত্রী এবং তাঁর যারা অফিসার তাঁরা পারমিট দিয়ে যেসমস্ত অসাধু কাজ করে থাকেন তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা সরকারপক্ষ থেকে অবলম্বন করা হয়েছে কিনা।

স্যার, আজ যদি এই এ্যান্টি-প্রফিটিয়ারিং বিল ঠিক ঠিকভাবে চালু করতে হয়, তাহলে সেটা চালু করতে গেলে এটা যে ডিপার্টমেন্টের মধ্য দিয়ে চালু হবে, সেই ডিপার্টমেন্টে অর্থাৎ সরিষার মধ্যে ভূত থাকেন—আমি এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চএর কথা বলছি—এই এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ মারফত এই এ্যান্টি-প্রফিটিয়ারিং বিল চালু করতে হবে, তার দিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমরা মোটামুটি জানি যে অন্যান্য ডিপার্টমেন্টে তিন বছরের বেশি কোন অফিসারকে এক জায়গায় রাখা হয় না, কারণ ভেস্টেড ইন্টারেস্ট গ্রো করে। অথচ এই ডিপার্টমেন্টে দেখছি কুড়িজন অফিসার আছেন, যারা ১০-১২ বছর ধরে ঐ ডিপার্টমেন্টে আছেন এবং তাঁদের মধ্যে যিনি ওখানকার কর্তা হয়ে আজকে বসে আছেন, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মুখার্জী এই ভদ্রলোককে সুধীরবাবু যে কথা বলেছেন—বার বার সুপার এনুয়েটেড হওয়ার পরেও এক্সটেনশন দিয়ে রাখা হয়েছে। এই ডিপার্টমেন্ট সম্বন্ধে আমি এইটুকু বলতে চাই যে মাঝে মাঝে খবর বেরোয় যে কোন মুদীর দোকানে কিছু চাল বেশি ছিল সেইজন্য তাকে ধরা হয়েছে। জিজ্ঞাসা করতে পারি কি যে এই ডিপার্টমেন্ট কয়জন প্রফিটিয়ারকে ধরেছেন, কজন মুনাফাশিকারীকে ধরেছেন, কয়জন অসাধু ব্যবসায়ীকে ধরেছেন? অন্যান্য ডিপার্টমেন্টের যে রিপোর্ট পাবলিশড হয় সেই রিপোর্ট সেখানে পাবলিশড হয় না কেন? তাই আমরা জানি যারা বড় বড় অসাধু ব্যবসাদার তারা বলে রায় বাহাদুর যতক্ষণ পর্যন্ত আছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের কোন ভয় নেই। স্যার, আপনাকে আমি জানাতে চাইছি যেসমস্ত সংবাদপত্র যত বড় বড় সংবাদপত্র আছে—এই দপ্তরের বিরুদ্ধে বলেছে। হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড মাত্র কয়েক মাস আগে বলেছে—

"The record of the Enforcement Branch is very poor".

'স্বাধীনতা'—ঐ যে ভদ্রলোক সত্যেন মুখার্জী—তার সম্পর্কে ময়্যাল টার্পিটুডএর অভিযোগ এনেছে। 'স্বাধীনতা' কাগজের কথা ছেড়ে দিন, আপনারা সে কথা আমলেই আনবেন না জানি, কিন্তু অমৃতবাজার পত্রিকা ১৩ই তারিখের একটা সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করেছিল সে মন্তব্য আপনি নিশ্চয় দেখেছেন—তাতে বলেছে যে এই যে ডিপার্টমেন্ট যার মারফত এ্যান্টি-প্রফিটিয়ারিং বিল চালু করতে হবে, অসাধু ব্যবসাদারদের ধরতে হবে, সেই ডিপার্টমেন্টে অর্থাৎ সরিষার মধ্যে যদি ভূত থাকে, তাহলে সেই অসাধু ব্যবসাদারদের দমন করা যাবে না। অমৃতবাজার পত্রিকা হাইকোর্টের একটা জাজমেন্ট উধৃত কোরেছে তাতে আছে—

> "A thorough enquiry into the conduct of the investigating officer in this case and also of the other officers, if any, entrusted with the supervision of the investigation, may well bring to light unsuspected layers of dishonesty and slackness in the department of the Enforcement Branch."

এই এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ সরাসরি আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর অধীনে, এবং তাঁর অধীনে যদিও এর কাজ হল এনফোর্সমেন্ট অফ ফুড ল' এবং সেজন্য এটা সেট আপ হয়েছিল কিন্তু তার স্ল্যাকনেস এ্যান্ড ডিস-অনেস্টি সম্বন্ধে পাঁচ বছর আগে হাইকোর্টের রায়ে ছিল—সে সম্বন্ধে যদিসরকার পক্ষের আন্তরিকতা থাকত, অসাধু ব্যবসাদারদের দমন করার যদি উদ্দেশ্য থাকত তাহলে এই ডিপার্টমেন্টকে ভেঙ্গে সাজা উচিত ছিল, অসাধু কর্মচারীদের দূর করা উচিত ছিল। কিন্তু সে সম্বন্ধে এরা এখনও কোন বন্দোবস্ত করছেন না। দর নির্দিষ্ট করার ব্যাপারে আপনি জানেন যে দর নির্দিষ্ট করতে গিয়ে সোজা তারা যদি সেটা ভাঙ্গে, নির্দিষ্ট দরের উপরে যদি কেউ ব্যবসা করে তাহলে সেখানে যদি কঠোর শাস্তির বন্দোবস্ত না করা হয় তাহলে সেই সমস্ত ব্যবসাদারকে দমন করা যায়? আমরা পাকিস্তান সম্বন্ধে নানা রকম বিদ্রূপ করি, কিন্তু কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা কোরে পাকিস্তান কেমন কোরে যে সমস্ত অসাধু ব্যবসায়ী হোর্ডিং করে তারা কেমন কোরে চটপট সাবার করতে বাধ্য হয়েছে। সেই জেনারেল ওমর খাঁকে সাত দিনের জন্য প্রফুল্লবাবুর জায়গায় বসিয়ে দিন, সাতদিনের মধ্যেই দেখবেন আর হোর্ডিং হবে না। যে সমস্ত অফিসার দিয়ে ঐ এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ দিয়ে যখন এই জিনিসটা চালু করতে চান তখন এই সমস্ত অফিসারকে দিয়ে এটা সম্ভবপর হবে না। কারণ ঐ যে অফিসারেরা ঐখানে রয়েছেন যখন বাজেট সেশন হবে, তখন বহু তথ্য পেশ করব। ঐ যে নেতাজী কো-অপারেটিভ [illegible] তিন কথা, যেটা সুধীরবাবু গতবার বলেছিলেন তারও বিস্তৃত তথ্য আছে। আপনি যদি দেখেন ১৪ই তারিখে ঐ এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চে একটা মিটিং হয়েছিল, সেই মিটিংয়ে 'সুরেশ্বর' নাম করা

হয়েছে। এই সংস্থানির দেখলে বুঝবেন যে তাদের সঙ্গে যে সমস্ত বড় বড় ব্যবসায়ী আছে এবং তাদের সঙ্গে কি যোগাযোগ রয়েছে তা বুঝতে পারবেন।

Mr. Speaker: Mr. Chakrabarti, I have given you 19 minutes.

Sj. Nepal Ray:

ও'রা কি জেনারল আয়ুব খাঁকে চান। আয়ুব খানের কথা কেন?

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

ইন্ট্রোডাকশন অফ আয়ুব খান এই জন্য এসেছে যে সেখানে কি হচ্ছে—

Sj. Nepal Ray: (rose).

Mr. Speaker: Mr. Ray, I will not permit you to interrupt. Whether introduction of Ayub Khan is good or not, it is his business, not mine.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

স্যার, আমি আশ্চর্য হব না, ঐ রায়বাহাদুর ভদ্রলোক যে সমস্ত সংবাদপত্রের রিপোর্টারেরা ওঁর দপ্তরের বিরুদ্ধে সত্য প্রকাশ করেছে তিনি তাদের বিরুদ্ধে ভিনডিকটিভ হয়ে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে যান, করবেন কিনা জানি না। যদি করেন ত আমি আশ্চর্য হব না। শুনেছি তার সেই দিকে নজর রয়েছে। তাই নীতিগতভাবে এইরকম বিল আনা উচিত হলেও যে ভাবে এটা আনা হয়েছে এবং এতে যে ত্রুটি রয়েছে, তাতে এই বিল আনার যে উদ্দেশ্য সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না।

[11-40—11-50 a.m.]

Sj. Labanya Prova Ghosh:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই বিলের উপর যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে। কাজেই আমি এখানে আমার বক্তব্য সংক্ষেপেই বলবো। ভারতের অর্থনৈতিক জীবনে সাম্প্রতিক বিপর্যয় ও অব্যবস্থার অন্যতম কারণ ব্যবসায়ে অবৈধ লাভের প্রচেষ্টা, প্রতিযোগিতা এবং প্রতিকার বিহীনতা এবং বর্তমান শাসনযন্ত্রের গ্লানীসমূহের অন্যতম কারণও এর প্রতিকারে অসামর্থ্য ও অযোগ্যতা। এই মর্মে আমরা বহু আইন দেখেছি। কিন্তু অন্যায়ের প্রতিকার দেখি নি। হয়ত বা এই আইনটিও তাদেরই সমগোত্রীয় হবে। আইনের কাঠামো কিরকম হোল সেটা যদিও প্রয়োজনীয় বিচার্য কিন্তু আইনের প্রয়োগ বিষয়ে সদিচ্ছার প্রশ্ন তার চেয়েও বড়। এ বিষয়ে এই নতুন উদ্যম প্রশংসনীয় অবশ্য যদি কাজ ঠিকমত পরিচালিত হয় কিন্তু অতীতের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আজ দুই-একটি বিশেষ বিষয়ের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। প্রথমতঃ যে আইন ধার্য হবে—উপযুক্তভাবে তার পরিচালনার দায়িত্ব স্থানীয় এবং কেন্দ্রীয় রাজকর্মচারীদের উপর থাকবে এবং এ বিষয়ে সামান্যতম ত্রুটির জন্য কঠোর ব্যবস্থা বিধানের আইন ধারা চাই। দ্বিতীয়তঃ অবৈধ লাভ প্রচেষ্টাকে সার্থকভাবে প্রতিরোধ করতে হোলে জনশক্তির সহায়তা চাই। এ বিষয়ের তদারক ও অভিযোগের ক্ষেত্রে জনমতকে উপযুক্ত আইনের স্থান দেওয়া আজ দরকার। আর একটা কথা বলা দরকার। মূল্য নির্ধারণ ও প্রতিরোধ কর্মধারা বিষয়েও বিভিন্ন বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়ে আইন সভার সকল [illegible] দলের অভিমত গ্রহণেরও সহযোগিতা লাভের উপযুক্ত ও স্থায়ী আয়োজন চাই। সিলেক্ট কমিটির কথা উঠেছে। বিভিন্ন বিষয়ের দৃষ্টিতে এর উপযোগিতা রয়েছে, তবে আমার বক্তব্য এই যে, বিষয়টি জরুরী। সিলেক্ট কমিটিতে গেলেও অতিসত্বর এ বিষয়ে চূড়ান্ত ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজন হোলে এর জন্য জরুরী অধিবেশনও ডাকতে হবে। সিলেক্ট কমিটির নামে অযথা বিলম্ব করা কখনও উচিত হবে না। কারণ আইনের ব্যবস্থা করা হবে এবং তা প্রযুক্ত করতে বিলম্ব হচ্ছে এই অবস্থার মধ্যে সমাজ বিরোধীরা কাজ গুছিয়ে নেবার জন্য ইতিমধ্যেই অত্যন্ত তৎপর হয়েছে। আইনের ব্যবস্থার নামে সরকারী অব্যবস্থা ঘটে তা জানা আছে বলে এবং সরকার এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে অগ্রসর হচ্ছেন জেনে নানা বিভ্রান্তিবশতঃ চাষীরা বহুস্থানে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। এই বিভ্রান্তির মধ্যে চাষীরা ক্ষতিগ্রস্ত ও সমাজ বিরোধীরা লাভবান হবে। সত্বর এ বিষয়ে চাষীদের আশ্বস্ত করা দরকার। আইন সভায় একটা আইন পাশ করাই বড় কথা নয়। গভীর দৃষ্টি ও অভিজ্ঞতায় দৃষ্টি নিয়ে

উপযুক্ত আইন যেমন করতে হবে তেমনি, আইনকে কার্যকরী করার জন্য একদিকে যেমন কার্যকরী পরিবেশ সৃষ্টি করতে হইবে, অন্যদিকে বাস্তবক্ষেত্রে সার্থক কর্ম প্রয়োগের উপযুক্ত আয়োজন ও যোগ্যতাপূর্ণ কর্মশক্তি নিয়ে ক্ষিপ্রতা ও দৃঢ়তার সঙ্গে অগ্রসর হোতে হবে নতুবা এই আইন ব্যর্থ হবে বলে আমরা মনে করি।

Sj. Hare Krishna Konar:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমি প্রথমেই আমাদের পার্টীর তরফ থেকে একটা কথা আপনাকে বলতে চাই যে এর আগে মাননীয় শ্রীযতীন চক্রবর্তী মহাশয় সরকারের খাদ্য নীতির সমালোচনা করতে গিয়ে যেভাবে আয়ুব খাঁর কথা তুলেছেন তা হতে আমাদের বিচ্ছিন্ন করা প্রয়োজন বলে মনে করি। আমরা একথা মনে করি না যে পাকিস্তানে আয়ুব খাঁর দল জনসাধারণের কোন উপকার করছেন বরং জনসাধারণের উপর আরও বেশি অত্যাচারই করছেন। যদি ভারতে এমনি কোন ঘটনা ঘটতে যায় তাহলে আমাদের পার্টী তার বিরুদ্ধে সমস্ত মানুষের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে।

মাননীয় স্পীকার মহাশয় গত বছরে যখন খাদ্যনীতি নিয়ে এই আইন সভায় আলোচনা হয় তখন আমরা বাংলা সরকারকে সাবধান করে দিয়েছিলাম যে আপনারা যে নীতিতে চলছেন তাতে বাংলাদেশকে দারুন সংকটের মধ্যে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। সেদিন আমাদের মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেন মহাশয় জোর গলায় বলেছিলেন যে তাঁর নীতিতে বাংলাদেশ উপকৃত হবে। কিন্তু ইতিহাস প্রমাণ করেছে, যার বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে আমাদের সতর্কবাণী কত সঠিক ছিল। আমি আজ এই কথা বলতে চাই এ বৎসরে দেখা যাবে যে মূলতঃ একই নীতি এই সরকার নিয়ে চলেছেন, শুধু ভাষায় একটু পার্থক্য আছে, শুধু পার্থক্য আগের থেকে তাঁরা একটু বুদ্ধিমান হয়েছেন যে ঐ একই সর্বনাশকর নীতি কেমন করে গুছিয়ে করলে লোককে একটু বিভ্রান্ত করা যায় সেই ভাবেই তাঁরা চেষ্টা করছেন। এটা দেখা যাবে যে নতুন নীতি যা তাঁরা নিয়েছেন তার এক নম্বর উদ্দেশ্য এবং ফল হবে এই যে ধান উঠবার পরে যখন কৃষকরা অভাবের তাড়নায় তা বিক্রয় করতে বাধ্য হয় তখন তাদের ফসল যাতে কম দরে মহাজন এবং মিলমালিকরা গুদামজাত করতে পারে তাদের সে বিষয়ে সাহায্য করা, এই হোল এই আইনের উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য এবং তার ফল হবে এই যে এই সময় চাষীদের বিক্রীত ধানচালকে গুদামজাত করে সেই ধানচালের উপর একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করে এই সমস্ত মহাজন, মিল মালিকরা ও মজুতদারেরা তিন-চার মাস পরে আবার বাংলার ক্রেতা সাধারণকে বাধ্য করাবেন বেশি দামে কিনতে এবং সরকার যে মূল নিয়ন্ত্রণ করেছেন একে তারা স্যাবোটেজ করবেন। তৃতীয়তঃ দেখা যাচ্ছে যে যদিও এই উদ্দেশ্য কার্যকরী করা হচ্ছে তথাপি এমনভাবে তা রাখা হচ্ছে যেন ভাবটা এই যে ক্রেতা সাধারণের দুঃখে বিগলিত হয়ে সরকার বাহাদুর এই ব্যবস্থা করছেন ; তাতে কৃষক মরুক কিন্তু যারা কিনে খায় তারা নাকি সুবিধা করতে পারবে। এটা ভুল ক্রেতা সাধারণেরও মরতে হবে। তফাত এই যে কৃষক মরবে পৌষ মাস থেকে চৈত্র মাস পর্যন্ত আর চৈত্রের পর থেকে যারা ক্রেতা তাদের উচ্চমূল্য দিতে হবে। প্রথমে বোঝা দরকার যে নতুন ধান উঠার পর সমস্যাটা কি? যেমন বাংলাদেশে কিছু কিছু বড় বড় জোতদার আছে যাদের হাতে প্রচুর জমি আছে তেমনি বাংলাদেশের বেশীর ভাগ জমি চাষ হয় ছোট বা মাঝারী চাষীর দ্বারা, যাদের ধান ধরে রাখবার ক্ষমতা নেই। সাধারণতঃ দেখা যায় যে ধান উঠার পর সাধারণ চাষীরা তা বিক্রী করতে বাধ্য হয়। আমি স্মরণ করিয়ে দেবো যে মাসখানেক আগে খাদ্য উপদেষ্টা কমিটির মিটিং হয়েছিল, সেই মিটিংএ পশ্চিম দিনাজপুরের একজন এম এল এ প্রায় কাঁদ কাঁদ হয়ে একথা বলেছিলেন যে চাষীরা ধান সাত-সাড়ে সাত টাকা দরে বিক্রী করতে বাধ্য হচ্ছে। একথা সরকারের দলেরই লোক বলেছিলেন। চাষীর ক্ষমতা নেই ধরে রাখবার তাদের ক্ষমতা নেই গাড়ী করে গঞ্জে ধান নিয়ে এসে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার। কাজেই সে বিক্রী করতে বাধ্য হয়। সেই সময় মিল মালিকরা মহাজনেরা ফাটকাবাজেরা কি করে দর কমিয়ে দেওয়া যায় সেই চেষ্টা করেন। যদি সরকার চান লোককে বাঁচাতে তাহলে এই সময় ধানের ন্যায্য সর্বনিম্নদরে একটা বেঁধে দিতে হবে যার নীচে দর কমতে পারবে না; তার নীচে কেনাবেচা বেআইনী ঘোষণা করা উচিত এবং দেখা উচিত যাতে সেই দর রক্ষিত হয়। আশ্চর্যের বিষয় দেখা যাবে যে বাংলা সরকার এবং শ্রীপ্রফুল্ল সেন মহাশয় ঠিক তার উল্টোটাই করছেন অর্থাৎ তাঁর

হতে এই সময় সর্বনিম্নদর কিছুতেই বাঁধা হবে না। যখন চাষীর ঘরে ধান ছিল না, ধান ছিল জোতদারদের গোলায়, মজুতদারদের গোলায়, তখন প্রফুল্লবাবু বললেন এখন চালের দর বাঁধা যাবে না, অথচ তারা ঔষধ প্রভৃতির দর বেঁধে দিলেন। যেসময় চাষী বিক্রী করবে আর মহাজনেরা কিনবেন তখন বলছেন উচ্চমূল্য বাঁধা যায়, সর্বনিম্নমূল্য বাঁধা যায় না; এটা তিনি করেছেন। আপনি জানেন, মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমরা দাবী করেছিলাম যে কৃষককে বাঁচানো দরকার এবং শুধু কৃষককে বাঁচানো নয়, ভবিষ্যতে বাংলাদেশকে বাঁচাতে হোলে এবং খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে হোলে কৃষককে বাঁচাতে হবে।

[11-50—12 noon]

আমরা তাই দাবী করেছিলাম যে এবারের খরচ খরচা বিবেচনা করে ১২ টাকা সর্বনিম্ন দর, আমরা যেটাকে বলি সাধারণ ধান তার দাম কমপক্ষে ১২ টাকা, বেশীরপক্ষে ১৩ টাকা, এইরকম বেঁধে দেওয়া হউক। কেন সরকার মনে করছেন যে আমাদের দাবী ন্যায়সঙ্গত নয়? যুক্তি হিসাবে আমরা বলতে পারি যে গত বছরের তুলনায় এবারে চাষের খরচা অনেক বেড়ে গেছে। এটা সরকার নিজেই স্বীকার করেছেন যে এবারে বৃষ্টি দেরীতে হয়েছে, অনেক জমিতে ২-৩ বার করে চাষ করতে হয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করি এবার সারের দর কত বেড়েছে, আপনারাই এ্যামোনিয়া দেন, হাড়ের গুড়া দেন, দাম কত বেড়েছে? এ্যামোনিয়ার দর গত ৫-৭ বছরের তুলনায় বস্তা-পিছু ১০ টাকা বেড়ে গিয়েছে। এবং এ্যামোনিয়া বাঁধা দরের চেয়েও অনেক বেশি দরে এবং কালোবাজারে চাষীদের কিনতে হয়েছে; এর কারণ গত বছরের আগে পর্যন্ত সরকার নিজেই এ্যামোনিয়া দিতেন কৃষি দপ্তরের মারফত আর এবারে চাষীদের এজেন্টের কাছ হতে কিনতে হয়েছে। এই এজেন্টেরা ব্ল্যাকমার্কেট করেছে। আমি নিজে জানি বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বর থানাতে ৫২ টাকায় ব্ল্যাকমার্কেটে এ্যামোনিয়া বিক্রী হয়েছে। এইভাবে চাষী তার চাষ করেছে, তার খরচ অনেক বেড়ে গিয়েছে। এই জন্য নিশ্চয়ই চাষীর ধানের দর বেশী, বাঁধা উচিত ছিল, কিন্তু সরকার ঠিক তার উল্টো করছেন। শুধু তাই নয়, যখন তাঁরা দাম বাঁধছেন তখন বর্ধমান মেদিনীপুর চব্বিশপরগনা প্রভৃতি জেলায় দর কমার দিকে। সরু ধানের জন্য চাষীর সর্বোচ্চ দর বাঁধা হচ্ছে ১১ টাকা এবং মাঝারী ধানটার সর্বোচ্চ দর আপনারা বাঁধছেন ১০ টাকা। তার মানে হচ্ছে যে এর চেয়ে কমে বিক্রী করতে হবে। এর চেয়ে দর নীচে নেমে যাবে। এবং ইতিমধ্যে দেখা যাচ্ছে কোন কোন জায়গায় দর নেমে গিয়েছে। একজন বন্ধু এখানে আপত্তি করেছিলেন যে পশ্চিম দিনাজপুরে দাম অতটা কমে নি, কিন্তু আমরা জানি সত্যিই সেখানে অনেক কমে গিয়েছে ১০ টাকার নীচে নেমে গিয়েছে। যে মুহূর্তে বাজারে ধান আসতে আরম্ভ করবে মহাজনেরাই দাম কমিয়ে দেবে। কিন্তু প্রফুল্লবাবু ঠিক করে দিচ্ছেন ১০ টাকার উপরে নয় ১০ টাকার নীচে যত খুসী মহাজনরা নামাতে পারবে। শুধু তাই নয় আমরা মনে করি ১২-১৩ টাকা দর বাঁধলে ২০ থেকে ২৩ টাকার মধ্যে সারা বছরের জন্য বাজারে চালের দর রাখা যায়, যদি আপনি বেশি মুনাফা না করতে দেন। এদিকে সরকার কি করেছে দেখুন, স্যার, আমাদের ওদিকে বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, [illegible], ২৪-পরগনায় দর বেঁধেছেন, ধানের দর চাষী বিক্রয় করবে সর্বোচ্চ ১০ টাকায়, কিন্তু সেই ধানের চাল বিক্রয় হবে ১৮ টাকা ৮০ নয়া পয়সায়। এতে ৩ টাকা ৮০ নয়া পয়সা মার্জিন রেখে দিচ্ছেন। এত প্রফিট কেন দিচ্ছেন তারপর মিহি ধানের দর সর্বোচ্চ করেছেন ১১ টাকা কিন্তু চালের দাম করেছেন ২০ টাকা ৪০ নয়া পয়সা; কি কোরে হয় বলুন তো? এখানে ৩ টাকা ১০ নয়া পয়সা করে মার্জিন দিচ্ছেন। যে চাষী সারা বছর চাষ করল, সর্বস্বান্ত হল, দেনায় ডুবে গেল তার বেলায় আপনারা সর্বোচ্চ দর বাঁধছেন, সর্বনিম্ন বাঁধছেন না; তার ধান যদি ৫-৭ টাকায় বিক্রয় হয় তাহলে সেটা বেআইনী হবে না। অথচ মিলমালিক আর [illegible] যথেষ্ট মুনাফা দিচ্ছেন। আমরা যে দর বলেছিলাম তা যদি সরকার মনে করেন যে ঠিক নয় তাহলে তারা একটা ঠিক করতে পারতেন এবং সর্বনিম্ন দর-বেঁধে দিতে পারতেন। আমরা জানি খাদ্য এডভাইসরী বোর্ডে ঐ আপনাদেরই বন্ধু পশ্চিম দিনাজপুরের তিনিই [illegible] যে সর্বনিম্ন দর বেঁধে দেওয়া হউক কিন্তু প্রফুল্লবাবু তার দলের লোকের কথাও শুনেতে রাজী নন। সেই জন্যই আমি বলি যে, এটা প্রফুল্লবাবু মিল-মালিকদের সঙ্গে যুক্তি করেই করেছেন, যেমন গত বছরে তিনি করেছিলেন, কেমন করে তারা মুনাফা করতে পারে; এবারেও তাই করতে চলেছেন। সেই জন্য আমি দেখছি যে তিনি মিল মালিক এসোসিয়েশনের সঙ্গে দেখা করেছিলেন, তিনি ভারত চেম্বার অব কমার্সের সঙ্গে বৈঠক

Sj. Saroj Roy:

এই কেশপুর থানা সম্পর্কে বিশেষভাবে প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে যে, এই থানায় ১৬টি ইউনিয়ন আছে কিন্তু একটিও হেল্‌থ সেণ্টার নেই এবং আমি যতদূর জানি ইতঃপূর্বে মেদিনীপুর জেলায় যখন থানায় থানায় এন ই এস ব্লক ও সি ডি ব্লক হচ্ছে সেই সময় ডিস্ট্রিক্ট অথরিটির কাছে কেশপুরে এন ই এস ব্লক করার প্রস্তাব ছিল কিন্তু হয় নি। আগামী জুলাই মাসেও হচ্ছে না যতদূর জানি। যদি এই এন ই এস ব্লক আরও কয়েক বৎসর না হয় তা হ'লে সমস্ত থানায় কি কোন হাসপাতাল হবে না?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: The idea is that we are trying to reorganise the whole of the Health Department. This matter has come to me as Finance Minister. It may not be possible to supply all areas with Health Units but mobile dispensaries will be provided in such areas where no Health Units can be established so that the mobile dispensaries can move from one centre to another within a radius of four or five miles and supply medicine.

Sj. Saroj Roy:

কেশপুর থানায় আগামী এপ্রিল মাসের মধ্যে এন ই এস ব্লক বা সি ডি ব্লক হবার কোন প্ল্যান আছে কিনা?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: All that I can tell is that if he is so anxious about Keshpur I will look into the area and see what can be done.

Sj. Mihirlal Chatterjee:

ডাক্তার রায় মোবাইল ইউনিট সম্বন্ধে বললেন। আমি যতদূর জানি এক একটা থানায় [illegible]শনে কাজ করে। সেই থানার মোবাইল ইউনিট কি অন্য থানায় হেল্‌থ সেণ্টারের ইউনিট হয়ে কাজ করবে?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

হ্যাঁ। যদি এমন সব জায়গা থাকে যেখানে আমরা না দিতে পারি তা হ'লে যে সেই এরিয়াটা আনপ্রোটেক্টেড থাকবে তা ঠিক নয়। আবার নতুন হাসপাতাল করতে গেলে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এন ই এস ব্লক ছাড়া টাকা দেবেন না, কাজে কাজেই আমরা এটা স্বীকার করি এবং স্পীকার মহাশয়ও যা বললেন যে, যাদের কাছ থেকে আমরা টাকা ও জমি পেয়েছি তাদের কাছে আমাদের একটা মর‍্যাল রেসপন্সিবিলিটি আছে সেখানে হেল্‌থ সেণ্টার করার জন্য। সেইজন্য যাঁরা যাঁরা দান করেছিলেন তাঁদের লেখা হয়েছে যে, এটা করতে দেরি হচ্ছে। হয় তোমরা ওয়েট কর, নইলে তোমাদের টাকা ফেরত নাও। কিন্তু ইতোমধ্যে যেখানে আমরা হেল্‌থ সেণ্টার করতে পারছি না সেখানকার জন্য একটা বড় স্কীম ক'রে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টএর কাছে পাঠানো হয়েছে। বোধহয় তাঁরা এগ্রি করবেন।

Sj. Saroj Roy:

ডাঃ রায় উত্তর দিচ্ছেন তাই আমার শুধু একটা কথা জানবার আছে—কেশপুর থানা এলেকায় নানারকম রোগ আছে অথচ এন ই এস ব্লক হচ্ছে না। এই যে পলিসি আপনারা চেঞ্জ করেছেন এন ই এস ব্লক, সি ডি ব্লক যতদিন না হবে ততদিন পড়ে থাকতে হচ্ছে......

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আমি তো বলেছি দেখব।

Sj. Niranjan [illegible]:

ডাঃ রায় উত্তর দিয়েছেন যে, যারা টাকা দিয়েছে সেইসব অঞ্চলে অন্যভাবে কন্সিডার করবেন......

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

হয় অপেক্ষা করুন, না হয় টাকা ফেরত নিতে বলেছি।

[illegible] দিতে পারবে—দ্যাট ইজ হোয়াট হি টোল্ড আস। এই হচ্ছে ব্যাপার—দ্যাট ইজ অল।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

আর কিছু বলবার নাই?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: Nothing of the kind. That is all. I hope you are satisfied with the answer. With all sincerity I have told you.

Sj. Jyoti Basu:

আমি শুধু এর পরে এটাই বলব যে, এটা আমার স্যাটিসফ্যাকশনএর ব্যাপার নয়। রিপোর্টেই আছে কি হ'ল না হ'ল। তবে আমি এটাই বলব—উনি অন্ততঃ যে সিনসিয়ারলি বলবার চেষ্টা করেছেন তাতে আমার সন্দেহ করবার কারণ নাই। আমার রিপোর্ট আমার কাছে আছে, আপনিও লুকোতে পারবেন না, আমিও লুকোতে পারব না। তবে আমার কথা হচ্ছে যেটা বলা হয়েছে প্রফুল্লবাবুর যে মন্তব্য সেটা সার্কুলেশন করুন।

(**The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:**

নিশ্চয়ই।)

তরুণবাবু যা বলেছেন তাতে আমার সন্দেহ থাকার কথা নয়। তবে আমি আমার রিপোর্ট যে-কোন লোকের কাছে দিয়ে দেব, আপনিও দেখবেন যে, এর সঙ্গে মিলে যাচ্ছে এমনকি ভাষা পর্যন্ত এই ড্রাফটেড রিপোর্ট—সেটা আপনিও দেখুন, আপনার পাশে যিনি আছেন তিনিও দেখুন।

Sj. Bijoy Singh Nahar: Sir, can we discuss a draft report—a report which is not a final report? He is always stressing on the draft report. Can we discuss a draft report—that is not a final report?

[Interruptions]

Mr. Speaker: I do not like this sort of thing. Are we doing serious business or this is child's play? This is not the right way of behaving in the House.

GOVERNMENT BILL

The West Bengal Anti-Profiteering Bill, 1958.

[3-40—3-50 p.m.]

Mr. Speaker: Mr. Basu, I seek your assistance. Will you kindly come here for two minutes?

[Hon'ble Mr. Speaker had consultation with the Leader of the Opposition.]

Mr. Speaker: Mr. Sunil Das will address the House. In this particular matter there are many members who wish to speak. We cannot go on ad infinitum. Mr. Das, you will speak now please but if there is a slight irrelevancy even, I will have to stop it. This is for all honourable members.

Sj. Sunil Das: I have been called upon to address the House with the sword of Damocles hanging over my head. I hope, Sir, that there will be no occasion for it to come down upon me and stop me in the midst of my speech. I shall be as brief as possible and I shall not cover the grounds which had already been covered.

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমাকে এই বিলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নীতি সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় যে, এই বিল এবং খাদ্যনীতির উৎস কনস্টিটিউশনএর সপ্তম সিডিউলে যে কনকারেন্ট লিস্ট রয়েছে, লিস্ট নং ৩, তাই হচ্ছে এই বিল ও এই নীতি আলোচনার উৎস। এবং ১৯৫৫ সালের এসেনসিয়াল কমোডিটিজ অ্যাক্ট যেটা পরে সংশোধিত হয়েছে সেই অ্যাক্টের দ্বারা পশ্চিমবঙ্গের—সর্বভারতের কথা ছেড়ে দিলেও পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যনীতির পূর্ব ভূমিকা রচনা করা হয়েছে। এর এই ভিত্তি ভূমির উপর দাঁড়িয়ে অ্যান্টি-প্রফিটিয়ারিংএর যে বিল ও'রা রচনা করেছেন সেই বিল আমাদের সামনে রাখা হয়েছে। ইতিপূর্বে আমাদের এখানকার সদস্যরা ব'লে গেছেন এই ডায়ার্কির কি প্রয়োজনীয়তা ছিল এবং এই কথা ব'লে তাঁরা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। আমার মনে হয় পশ্চিমবঙ্গ-সরকার পূর্বাপর যে খাদ্যনীতি অনুসরণ করেছেন সেই খাদ্যনীতির সম্পর্কে ভারত-সরকারের গভীর সংশয় রয়েছে এবং সেই কারণে এসেনসিয়াল কমোডিটিজ অ্যাক্ট এর আওতায় পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের খাদ্যনীতির যে মূল বনিয়াদ সেই বনিয়াদের ইট গাঁথা হয়েছে। সুতরাং এই অ্যান্টি-প্রফিটিয়ারিং বিলের যদি আলোচনা করতে হয় তা হ'লে মূল যে খাদ্যনীতি এসেনসিয়াল কমোডিটিজ অ্যাক্টের দ্বারা রচিত হয়েছে সেই খাদ্যনীতি সম্পর্কেই সর্বপ্রথম আলোচনা এসে পড়ে। তাই আজ আমাদের এখানে ফুড পলিসি পশ্চিমবঙ্গ-সরকার ঘোষণা করেছেন—সেই ফুড পলিসি সম্বন্ধে সেই দিক থেকে দু'চার কথা বলব। আমার প্রথম কথা হচ্ছে এই যে, এই ফুড পলিসির যে পরিবর্তন হবে না,—আগামী এক বৎসরকাল থাকবে—তার নিশ্চয়তা, তার গ্যারান্টি কোথায়? আমরা দেখতে পাই গত বৎসর এবং তার আগের বৎসর বছরের গোড়ায় যে ফুড পলিসি বিবৃত হয় দু'-তিন মাস পরেই তার পরিবর্তন ঘটেছে। আমি খুব বেশি দূরে যাব না। গত বৎসরের খাদ্যনীতির কথাই বলছি, আজকে যে খাদ্যনীতি আমাদের সামনে উপস্থিত করা হয়েছে গত বৎসরের খাদ্যনীতির সংগে তার খুব বেশি পার্থক্য নাই। কারণ নতুন অর্ডারে যে প্রাইস কন্ট্রোলের কথা বলা হয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গল রাইস প্রোকিওরমেন্ট অর্ডার যখন দেওয়া হয় ১৯৫৮ সালের কয়েকটি জেলায় অর্থাৎ ১১ই ফেব্রুয়ারি ১৯৫৮ তারিখে যখন জারি করা হয় তখন আমন চালের ম্যাক্সিমাম হোলসেল প্রাইস ১৬ থেকে ১৯ টাকা-৫০ নয়া পয়সা পর্যন্ত নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। ম্যাক্সিমাম প্রাইস নির্দিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও চালের হোলসেল প্রাইস সেই সব জেলায় লঙ্ঘিত হয়। কিন্তু যারা সেটা লঙ্ঘন করল, আমরা দেখছি পশ্চিমবঙ্গ-সরকার তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন নি। এবং পশ্চিমবঙ্গ-[illegible] জনসাধারণের খাদ্যমূল্য বৃদ্ধিজনিত যে দুর্গতি সে দুর্গতির হাত থেকে তাদের রক্ষা করতে পারেন নি। গত বৎসর থেকে এ বৎসরের নীতিতে সামান্য একটু পার্থক্য আছে। এবার তাঁরা বলছেন হোল অব ওয়েস্ট বেঙ্গলএ এই নীতি

চাল্ব করা হবে। লেভি প্রথায় গত বৎসরে প্রোকিওর করা ছিল ২৫ পারসেন্ট, এ বছরেও ২৫ পারসেন্ট। গত বছর দার্জিলিঙ এবং জলপাইগর্ড়িতে লেভি করা হয় নাই, অথচ দার্জিলিংএ ৮টা এবং জলপাইগর্ড়িতে ১২টা মিল রয়েছে। এই কুড়িটা মিলে গত বছর লেভি করা হয় নাই। এ বছর এই ২০টা মিলে লেভি করা হচ্ছে—এই সামান্য পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু সংগে সংগে দেখতে পাচ্ছি—গত বৎসর যেখানে বলা হয়েছিল ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টন প্রোকিওর করা হবে, পরে সংশোধন ক'রে অবশ্য বলা হয়েছিল এক লক্ষ ৫০ হাজার টন। শ্বনেছিলাম সেক্ষেত্রে ৬৭ হাজার টন পাওয়া যাবে, এখন শ্বনছি ৮০ হাজার টন পাওয়া গেছে, কিন্তু বর্তমান বছরে এই ২৫ পারসেন্ট লেভি ক'রে কত চা'ল পাওয়া যাবে সে কথা যে খাদ্যনীতি ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে আমাদের সরকার ঘোষণা করেছেন তাতে উল্লেখ করা হয় নাই। তাই বলছি এখানে মস্তবড় ফাঁক রাখা হয়েছে। এবার বলা হয়েছে প্রয়োজন হ'লে চা'ল রিকুইজিশন করা হবে। হোডার্স এবং ট্রেডার্সদের কাছ থেকে সেই নীতি গত বছরেও ছিল। আর এ বছর আইন কি হয়েছে? গত বছর দেখতে পাচ্ছি ৩০এ অগাস্ট ১৯৫৭ থেকে অর্থাৎ যেদিন ওয়েস্ট বেংগল রাইস অ্যান্ড প্যাডি কন্ট্রোল অর্ডার চাল্ব হয়েছে সেদিন থেকে ১৯৫৮ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত ৪-৫ বার খাদ্যনীতি পরিবর্তিত হয়েছে এবং সবচেয়ে মজার কথা এই যে, যখন নতুন লেভি প্রথা চাল্ব হ'ল এ বছর ১৯৫৮ সালে ১১ই ফেব্রুয়ারি তারিখে ধাপে ধাপে সেই লেভি প্রথা সরকার চাল্ব করেছেন। যখন চারটে জেলায় হ'ল সেই চারটে জেলার মোট চা'লকলের সংখ্যা ২২৩, তার ৪ দিন পরে হ্বগলিতে এবং ২৪-পরগনার চাল্ব করা হয়। এই দ্বই জেলাতে চা'লকলের সংখ্যা ২২৫। পশ্চিম বাংলায় পাঁচশ' মিল রয়েছে, তার প্রায় অর্ধেককে ১১-২-৫৮ তারিখে লেভি চাল্ব করা হয়েছি; তার ৪ দিন পরে ১৫ই ফেব্রুয়ারি দার্জিলিং, জলপাইগর্ড়ি ও [illegible] বাদে অন্য মিলের উপর চাল্ব করা হয়েছিল। ২৭এ ফেব্রুয়ারি [illegible] মিলগ্বলিতে লেভি চাল্ব হয়।

[3-50—4 p.m.]

স্বতরাং প্রয়োগের প্রশ্ন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। এই সরকার খাদ্যনীতি কিভাবে প্রয়োগ করবেন, অর্থাৎ অ্যান্টি-[illegible] অর্ডিন্যান্স কিভাবে প্রয়োগ করবেন তার উপর নির্ভর করবে তাঁরা সমর্থন পাবার যোগ্যতা রাখেন কিনা। তাঁরা এই বছরে অর্ডিন্যান্স জারী করবার প্রথমে এবং অর্ডিন্যান্স জারী করার পর আজ পর্যন্ত তাঁদের যে কার্যকলাপ তাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, তাঁরা সমর্থনযোগ্য নন। কারণ তাঁরা সাধারণ মান্বষের স্বার্থের দিকে তাকিয়ে আইনকান্বন চাল্ব করছেন না, বরং মিলমালিক, ব্যবসাদারদের খাতিরে এটা যে চাল্ব করছেন সেটা আজ স্বস্পষ্ট হয়ে উঠেছে গত কয়েক মাসের তাঁদের কার্যকলাপের ভিতর দিয়ে। স্যার, ধান-চা'লের ম্বল্যের যে চার্ট বেঁধে দিয়েছেন সেই চার্ট সম্পর্কে আমি একট্ব আলোচনা করব এবং সেই চার্ট আলোচনা করবার ম্বখে আরও দ্ব'-একটা কথা বলব। এই ম্বল্যনীতি সার্থক হবে কিনা আজকে অ্যাভেলেবল সারপ্লাস পশ্চিমবংগে কত সেটার উপর এবং সেই অ্যাভেলেবল সারপ্লাস থেকে কত ধান-চাল সংগ্বহীত হচ্ছে তার উপর নির্ভর করবে—ধান-চা'লের যে দাম বেঁধে দিয়েছে সেই দর থাকবে কি থাকবে না। অর্থাৎ চাপে পড়ে সরকার সেই দর পরিবর্তন করবেন কিনা। আজকে সংবাদপত্র দেখে থাকবেন যে, বড় বড় চা'ল ব্যবসায়ীরা পশ্চিমবংগ-সরকারকে ভয় দেখাচ্ছেন যে, চাল তাঁরা কিনবেন না এবং চা'লের সংকট স্বৃষ্টি করবেন। অশোক মেটা কমিটি বলেছিলেন যে, উৎপাদিত ম্বল্যের ২৫ শতাংশ অ্যাভেলেবল সারপ্লাস হয়। পশ্চিমবংগে উৎপাদন যদি ৪০ লক্ষ টন চাল হয়ে থাকে তা হ'লে ১০ লক্ষ টন অ্যাভেলেবল সারপ্লাস হবে এবং তার ১০ শতাংশ সংগ্রহ ক'রে পশ্চিমবংগ-সরকার বাফার স্টক করছেন। স্যার, এক লক্ষ টন যদি বাফার স্টক থাকে তা হ'লে আবার বিপর্যয় অনিবার্য। স্বতরাং এই অ্যাভেলেবল সারপ্লাসের ৫০ শতাংশ সংগ্রহ ক'রে যদি বাফার স্টক স্বৃষ্টি করেন তা হ'লে ব্বঝব অ্যান্টি-অ্যান্টিপ্রফিটিয়ারিং আইনের বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাঁদের সততা রয়েছে। সাধারণ ক্রেতা, ছোট ছোট [illegible] তাদের রক্ষা করবার দায়িত্ব গ্রহণ করতে তাঁরা প্রস্তুত রয়েছেন। এই [illegible] ক্ষেত্রে যে চার্ট রয়েছে সেই চার্ট সম্পর্কে ২-১টা কথা বলে আমি বক্তব্য শেষ করব। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, কাইন ধানের বেলায় [illegible] পাপ্য দর ১১ টাকা ধরা হয়েছে। হোলসেলারের দর ১১·৫০ নয়া পয়সা এবং ১২ টাকা রিটেল করা

হয়েছে। আজকে সারপ্লাস প্রোডিউসার কারা? মাননীয় প্রফুল্ল সেন মহাশয় ১৯৫৭ সালে ১৩ই জুন কৌন্সিল বাজেট যখন আলোচনা হয় তখন বলেছিলেন যে, ১০ লক্ষ সারপ্লাস [illegible] বাংলায় রয়েছে। তিনি আবার এ বছর মে মাসে বলেছিলেন যে, ৩ লক্ষ সারপ্লাস [illegible] বাংলাদেশে রয়েছে। এর মধ্যে কোন্‌টা যে ঠিক তা জানি না। কিন্তু সারপ্লাস প্রোডিউসারদের ভেতর যারা মার্জিনাল সারপ্লাস প্রোডিউসার সেই মার্জিনাল সারপ্লাস প্রোডিউসারদের মারবার জন্য এই চার্ট তৈরি হয়েছে। এই সারপ্লাস [illegible] ভেতর দুটো দিক—একদিক মার্জিন্যাল আর একদিক যারা অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন সারপ্লাস প্রোডিউসার রয়েছে তাদের সংখ্যা সারপ্লাস প্রোডিউসারদের ৩০ শতাংশ। আমরা অল ইন্ডিয়া রুরাল ক্রেডিট সার্ভে কমিটির রিপোর্টে দেখেছি যারা বড় জাতের সারপ্লাস প্রোডিউসার তারা ৩০ শতাংশ এবং ৫৮ শতাংশ যাঁরা ল্যান্ড কন্ট্রোল করেন তাঁরা ছোট প্রোডিউসার এঁদের সংখ্যা ৩০ শতাংশ এদের হাতে ১০ শতাংশ জমি আছে। মাঝারি প্রডিউসারদের সংখ্যা ৪০ শতাংশ এঁদের হাতে এক-তৃতীয়াংশ জমি আছে অর্থাৎ ৫০ ভাগ চাষীদের রক্ষা করবার কোন দায়িত্ব তাঁরা নিচ্ছেন না এই দর বেঁধে দেওয়ার মাধ্যমে। কারণ ১১ টাকা যে ধরা হয়েছে প্রোডিউসার এবং রিটেলার ধরা হয়েছে ১২ টাকা, সেখানে আমি বলব যে, যারা বড় জাতের মালিক তারা ঐ দামে বিক্রি করবেন না। অর্থাৎ তাঁরা ভাইকে বানাবেন হোলসেলার, ছেলেকে বানাবেন রিটেলার। এর ফলে যখন চাল কিনতে যাওয়া হবে হোলসেলারের কাছে তখন সে বলবে যে, আমার কাছে চাল নেই রিটেলারের কাছে যাও। সুতরাং বড় জাতের যারা মালিক তাঁরা ৫৮ শতাংশ জমি হোল্ড করেন এবং আজ যেখানে ১২টা প্রিভেলিং প্রাইস সেটাকে ১২ টাকার কমিয়ে এনে ১১ টাকায় হাজির করা হয়েছে। ফাইন ধানের কথা বলছি। এইভাবে মার্জিন্যাল সারপ্লাস প্রোডিউসারদের রক্ষা করার দায়িত্ব নেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তাদের রক্ষা করার দায়িত্বকে অস্বীকার ক'রে তাঁরা বড় জাতের মালিকদের রক্ষা করছেন। চালের বেলায়ও তাই হয়েছে—রিটেলার হোলসেলার এবং মিলের কম্বিনেশন হবে। এই যে হুমকি দেওয়া হয়েছে তার কি হবে? রিটেলার, হোলসেলার এবং মিলার—কম্বাইন হয়ে ইজিপ্রমেন্ট রিটেলার এবং হোলসেলারদের বাজার থেকে হটিয়ে দেবেন এবং কনজিউমারদের ক্রয়ের সুযোগ সেখানে সঙ্কুচিত ক'রে দেবেন। এই ধরনের ব্যবস্থা যদি চলে তা হ'লে জুলাই মাসে আমাদের দাবি আরও মডিফায়েড রেশনিং সপ, ফেয়ার প্রাইস সপ খোলা হোক এবং এই ফেয়ার প্রাইস সপের মারফত চাল বিলি করা হোক।

[At this stage red light was lit and Mr. Speaker was hammering repeatedly]

বাফার স্টক যদি থাকে তা হ'লে সে দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গ-সরকার গ্রহণ করবেন এবং এই বাঁধা দর রাখা যাবে। যদি এই বাফার স্টক না থাকে তা হ'লে তাঁরা কিছুই করতে পারবেন না। তা না হ'লে মজুতদার, বড় বড় মাইল ভিলারদের হাতে তাঁরা খেলবেন। সেটাই নিশ্চিত প্রমাণিত হবে যদি প্রচুর বাফার স্টক না রাখতে পারেন।

Mr. Speaker: Mr. Mukherjee, I want to ask your help as an old member of this House. If every member exceeds his time I cannot finish the debate. Thefore I have decided not to call upon all the members. That is the only thing that I can do because a list of 28 names has been given. If I have to please honourable members, the pleasure must be of a limited character; unending pleasure cannot be given. Henceforth five minutes to each member. It will gradually be reduced.

Sj. Chitta Basu:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমাদের সামনে যে বিলটা রাখা হয়েছে—

Mr. Speaker: No, go on.

তিন মিনিট উপস্থিত দুই মিনিটই কথা ফুরিয়ে যায়। সুতরাং পাঁচ মিনিটই শেষ করছি।

Sj. Chitta Basu:

এখানেই তো ২ মিনিট চলে গেল। যে বিলটা আমাদের সামনে রাখা হয়েছে তার অবজেক্টস অ্যান্ড রিজনসএ যে বক্তব্য রাখা হয়েছে তার দ্বারা উপধারাগুলি যদি ভালমত বিবেচনা করেন তা হ'লে একথা মনে হবে যে, মূল বিলে যে উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্যগুলি এই বিলের ধারা উপধারায় প্রতিফলিত হয়েছে। আমি একটিমাত্র ঘটনা উল্লেখ ক'রে তা প্রমাণ করবার চেষ্টা করব। স্টেটমেন্ট অব অবজেক্টস অ্যান্ড রিজনসএ বলা হয়েছিল যেহেতু কিছু কিছু জিনিসপত্রের দর বেড়ে যাচ্ছে এবং তা রোধ করা যাচ্ছে না সেহেতু রাজ্যসরকার তা রোধ করবার জন্য কিছু আইন প্রবর্তন করবেন। আমরা দেখলাম যে, এই উদ্দেশ্যকে সফল করবার জন্য তাঁরা যে অর্ডিন্যান্স জারী করলেন সেই অর্ডিন্যান্সের মধ্য দিয়ে তাঁরা জিনিসপত্রের দর কন্ট্রোল করবেন ব'লে ঠিক করলেন। কিন্তু যে দর তাঁরা বেঁধে দিলেন তা বাজারের দামের চেয়েও বেশি। ঔষধের দর বেঁধে দেওয়া হ'ল তাতে ৪৫১টা আইটেম ছিল। আমি বাজারে সংবাদ নিয়ে দেখতে পেয়েছি যে, তার মধ্যে ৪০০টা আইটেমের ঔষধের দর বাজারের চেয়ে বেশি।

[4—4-10 p.m.]

মিস্টার স্পীকার, স্যার, অ্যান্টিপ্রফিটিয়ারিং বিল যখন অ্যাক্টে রূপান্তরিত হবে, যারা প্রফিটিয়ারিং ক্ষেত্রে সাহায্য করে এবং সুযোগসুবিধা ক'রে দেয় তাদের সম্পর্কে কি কোন ব্যবস্থা হবে না। অর্থাৎ যে জিনিসের দর বাজারের চলতি দরের চাইতেও ঊর্ধ্বে স্থাপন করা হ'ল, অর্থাৎ ন্যায্য লাভের চাইতেও বেশি পরিমাণ লাভ করতে পারে তা যে সুযোগ ক'রে দেওয়া হ'ল তার বিচার কোথায়? স্যার, এখানে ঠিক করা হ'ল ন্যায্য লাভের বদলে যে বেশি লাভ করবে সেই প্রফিটিয়ার ব'লে গণ্য হবে। কিন্তু আমি একথা জিজ্ঞাসা করি, প্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয় যে জিনিসপত্রের দর বাঁধলেন বিশেষ ক'রে ঔষধ সম্পর্কে তাতে চলতি বাজারের চাইতেও বেশি ক'রে দাম আদায় করবার জন্য যে সুযোগ ক'রে দিলেন—তিনি কি এই কাজের মধ্যে দিয়ে প্রফিটিয়ারিং করবার সুযোগ ক'রে দিলেন না? স্পীকার, স্যার, এর কারণ আমি জানি এবং আপনিও হয়ত জানেন। সেটা হচ্ছে, আমাদের খাদ্যমন্ত্রী মহাশয় যিনি এই বিল পরিচালনা করছেন এই হাউসে তাঁর এমন কতকগুলি অনুগ্রহপুষ্ট লোক আছে যাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন না করলে তিনি কোন কাজই করতে পারেন না। আপনি জানেন, যখন গত কুড ডিবেটে আলোচনা হয় তখন কতগুলি কথা আমরা বলেছিলাম যে, বিশেষ বিশেষ অনুগ্রহভাজন ব্যক্তিরা বিশেষ বিশেষ পারমিট তাঁর কাছে পেয়েছেন—তাঁদের নামও আমরা জানি। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে ঔষধপত্রের দাম নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি বিশেষ বিশেষ সুযোগ পেয়েছেন, যেমন ধরুন, আমাদের বেঙ্গল মেডিক্যাল স্টোরস—যেহেতু এর সঙ্গে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে একটা সম্পর্ক আছে সেইহেতু সেন মহাশয় তাদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করেছিলেন। তিনি দেখা করেছিলেন ১৩-১১-৫৮ তারিখে ভূপেন্দ্রনাথ দে মহাশয়ের সঙ্গে। তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ক'রে ঔষধপত্রের দাম নির্ধারিত করেছেন। আমার কাছে হিসেব আছে যে, যেসমস্ত জিনিসপত্র বাজারে পাওয়া যায় না অথচ জনসাধারণের যেটা একান্ত আবশ্যক, সেগুলিকে তিনি বাদ দিলেন। যেমন ধরুন অলিভ অয়েল যেখানে নর্মাল মার্কেটে হচ্ছে ৩ টাকা বাজারে বিক্রি হচ্ছে ১২ টাকা। পিকক ব্রোমাইড যেখানে নর্মাল মার্কেটে হচ্ছে ৫॥ টাকা আজ বাজারে বিক্রি হচ্ছে ১৩ টাকা। তারপর কর্ডলিভার অয়েলের দাম হচ্ছে ৪ টাকা আর বাজারে বিক্রি হচ্ছে ১০ টাকা। এসব দিকে মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি গেল না। এগুলি ম্যাক্সিমাম প্রাইসএর আওতায় আনবার জন্য তাঁর দৃষ্টি গেল না। তার বদলে আমরা দেখলাম যেসমস্ত জিনিসপত্র আমাদের বেঙ্গল মেডিক্যাল স্টোরস ইম্পোর্ট করেন এবং যেগুলির আবশ্যক অত্যন্ত বেশি সেগুলিকে লিস্টএর থেকে বাদ দেওয়া হ'ল। শুধু তাই নয়, যাতে বেঙ্গল মেডিক্যাল স্টোরস এই আইনের আওতায় থেকে চুড়ান্তভাবে চোরাকারবার করতে পারেন তারও সুযোগ তিনি ক'রে দিয়েছেন। যেসমস্ত বড় বড় প্রতিষ্ঠান হোলসেলার এবং ডিসপেন্সিং একসঙ্গে করেন—তাঁরা ডিসপেন্সিং করেন এই অজুহাতে তাঁদের ঔষধপত্রের অ্যাকাউন্ট রাখতে হবে না। স্যার, আপনি এই কথা জানেন যদি একটি বড় প্রতিষ্ঠান এইভাবে ডিসপেন্সিং করেন এবং তাদের যদি স্টক দেখাতে না হয় তা হ'লে তাঁরা কি তার সুযোগ গ্রহণ করবেন না। কিছুদিন পূর্বে এই যেসমস্ত ড্রাগিস্টস অ্যান্ড কেমিস্টসরা আছেন তাঁদের পক্ষ থেকে ১২৫ জন সদস্য একটি সংঘের স্মারকলিপি পা... জন সরকারের কাছে। ঔষধপত্রের দর বাঁধা সম্পর্কে এই যে একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান বা কয়েকটি বড় বড় প্রতিষ্ঠানের

স্বার্থকে [illegible] করবার জন্য এরা চেষ্টা করছেন তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে এই সমস্ত ছোট ছোট ড্রাগিস্টস অ্যান্ড কেমিস্টসরা যে স্মারকলিপি [illegible] তাঁদের কথা শোনা হ'ল না। এমনকি তাঁদের বক্তব্য পর্যন্ত শোনা হ'ল না।

আমরা ভেবেছিলাম যে, বিগত কয়েক মাস ধরে যে [illegible] অর্ডিন্যান্স চালু হয়েছে তাতে যেসমস্ত অভিজ্ঞতা আমরা অর্জন করেছি—মন্ত্রিমহাশয় যখন এই বিল এই হাউসে পরিচালনা করবেন তখন সেই সমস্ত অভিজ্ঞতার মধ্য থেকে তিনি কিছু শিক্ষা গ্রহণ করবেন। কিন্তু তার বদলে কি দেখা গেল যে, গত কয়েক মাস ধ'রে যে অর্ডিন্যান্সটি চালু করা হ'ল দেখা গেল অনেক মাল হাতেনাতে ধরা পড়েছে কিন্তু ধরা পড়া সত্ত্বেও তার বিলিব্যবস্থা করবার কোন ব্যবস্থা নাই। যেসমস্ত ব্যবসায়ীরা এই সমস্ত দুষ্কার্য করেছেন ব'লে ধরা হয়েছে তাঁদের বিচারের ভাল ব্যবস্থা করা হয় নি। স্পীকার, স্যার, আপনি জানেন কিছুকাল আগে ১৪ হাজার বোতল হরলিকস ধরা পড়েছিল,—তাদের মাত্র ৫০ টাকা জরিমানা করা হয়েছে—যেখানে তারা লক্ষ লক্ষ টাকা মনুনাফা করছে সেখানে তাদের ৫০ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। সেইজন্য তারা এই শাস্তিকে তারা অবহেলা করে। আমি ভেবেছিলাম যখন এটা আইন হবে সেই কা[illegible] [illegible] শায়েস্তা করবার জন্য একটি শাস্তিমূলক ধারা থাকবে। অথচ আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কোন পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নাই।

স্পীকার, স্যার, স্টক রাখার সম্পর্কে একটু বলি। সেখানে দেখা গেল কি—৫ তারিখে অর্ডিন্যান্স জারী করা হ'ল, ২৫ তারিখে ঔষধের বাজারে গেলেন এন[illegible] কর্মচারীরা —তাঁরা গিয়ে বললেন, তোমরা কার দোকানে কত মাল আছে তার একটা হিসেব দাও। মিঃ লাহিড়ী ব'লে অনেক কর্মচারী এনফোর্সমেন্ট বিভাগের কর্মচারী তিনি গিয়ে বললেন, আপনাদের দোকানে কি পরিমাণ ঔষধের স্টক আছে তা লিখে দিন। এতে ক'রে কি আমাদের সরকার আসল তথ্যটি পাবেন এইসমস্ত অসাধু ঔষধের [illegible] কাছ থেকে— তা হ'লে তো এই অর্ডিন্যান্সের কোন প্রয়োজনই হ'ত না। আমি প্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি তিনি ধরে রেখেছেন যখন খুশি রাজ্যসরকার কর্তৃক আদিষ্ট কোন সরকারী কর্মচারী যে-কোন দোকানদারের কাছ থেকে তিনি স্টক দাবি করতে পারবেন। আমি একথা বুঝতে পারি না সরকারী কর্মচারী যিনি আদিষ্ট হবেন তিনি [illegible] বলবেন যে, আপনার স্টক দাখিল করুন আর তাঁরা স্টক দেবেন—আর সেই স্টকএর উপর নির্ভর ক'রে তিনি তার সরবরাহের ব্যবস্থা করবেন। যদি সত্যিই প্র[illegible] রোধ করতে হয় তা হ'লে সর্বপ্রথম কাজ হচ্ছে সরকারের জানা দরকার, অত্যাবশ্যক কোন পদার্থ কোন জিনিস কোন ব্যবসায়ীর কাছে কি পরিমাণ আছে, তার একটি পরিষ্কার হিসেব সরকারের কাছে থাকা দরকার এবং তা থাকলে পর সরকার ব্যবস্থা করতে পারেন। কিন্তু এই বিলে তার কোন উল্লেখ নেই। আমরা দেখি অন্যান্য অত্যাবশ্যক জিনিসপত্রের দর নির্ধারণ করবার কথা যখন উঠে তখন কেন্দ্রীয় সরকারের অ্যাপ্রুভাল থাকা দরকার। আমরা দেখেছি যখন এই অর্ডিন্যান্স জারী করা হয় তখন দেখা গেল যে, ১৭ই জুলাই থেকে শুরু করা হয়েছে যে, আমাদের অর্ডিন্যান্স জারী করা হবে এই কথা বলা হচ্ছে—অথচ এই অর্ডিন্যান্স প্রকৃতপক্ষে জারী করা সম্ভব হ'ল ২২এ অক্টোবর তারিখে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে তার অনুমতি আনতে তিন সপ্তাহ লাগল। এইভাবে যদি অত্যাবশ্যক জিনিসপত্রের দাম নিয়ন্ত্রণ করা যা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তা যদি কার্যে পরিচালিত করতে হয় তা হ'লে আরও তাড়াতাড়ি অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন ব'লে আমরা মনে করি।

[At this stage the honourable member having reached his time limit resumed his seat]

[4-10—4-20 p.m.]

Sj. Basanta Lal Chatterjee:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, সংবাদপত্রে প্রকাশিত হিসাব থেকে জানা যায় যে, এ বছর চা'ল উৎপন্ন হয়েছে ৪০ লক্ষ টন। কিন্তু বাংলাদেশে প্রয়োজন হচ্ছে ৪৭ লক্ষ টন, তা হ'লে ৪ লক্ষ টন ঘাটতি দাঁড়াচ্ছে। আমাদের এই ৪ লক্ষ টন এবারে ঘাটতি থাকছে, গতবারে ছিল ৭ লক্ষ টন ঘাটতি। এখন আমাদের পশ্চিম [illegible] জেলায় ধান-চা'লের দাম যেভাবে বে'ড়ে যাচ্ছে, তাতে আমাদের বিশেষ অসুবিধা হচ্ছে। কারণ দিনাজপুর জেলায় [illegible] [illegible] ইত্যাদি

নিয়ে চাষের খরচ বিঘাপ্রতি পড়ে ৩৪ টাকা। সেখানে গভর্নমেন্ট যে ধানের দর মণপ্রতি ৮ টাকা বেঁধেছেন তাতে কৃষকদের লোকসান যায় এবং নতুন ধানের যে দর বেঁধে দেওয়া হয়েছে তাতে আমাদের অত্যন্ত আপত্তি আছে। আমার কথা হচ্ছে ১২-১৩ টাকার কম ধানের দর হ'লে চলবে না, এবং মিল যেসমস্ত ধান কেনে ও তাতে আপনাদের যে লেভি আছে শতকরা ২৫ ভাগ, তাতে দেখা যাচ্ছে, দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হচ্ছে। মিলের কাছ থেকে লেভির পরিমাণ আরও বেশি করতে হবে, কমপক্ষে অর্ধেক বা তার চেয়েও বেশি। আপনাদের যে দর দেওয়া হয়েছে তাতে বিঘাপ্রতি উৎপন্ন ফসল কত, এটা সকলকে সরকার জানান নি। ধান-চালের দাম এইভাবে ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। কেবল মধ্যবিত্তদিগের প্রতি তাকালেই চলবে না, কৃষকদের স্বার্থের দিকেও তাকাতে হবে এবং তাদেরও কিছু সুবিধা দেওয়া দরকার। পাটের দর বর্তমানে ১৪ টাকায় নেমে গিয়েছে। এইভাবে পাটের দর কমে যাওয়ার দরুণ কৃষকশ্রেণী মারা গেল। কমপক্ষে পাটের দর যদি ৩২ টাকা মণ না হয়, তা হ'লে কিছুতেই কৃষককে বাঁচানো যাবে না। পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় আউশ ধান এবারে চিটে হয়ে গিয়েছে, ধানের মধ্যে চাল একেবারে নেই বললেই হয়। এটার প্রতি আমি মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। জল বা মাটির দোষে যে আউশ ধান নষ্ট হয়ে যায়, তার জন্য ঔষধ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে কোন ঔষধ ব্যবহার করা বা প্রকৃত কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নি, যার ফলে প্রতি বছর সেখানকার কৃষকদের প্রভূত লোকসান দিতে হয়। তা ছাড়া মহানন্দা নদীর বন্যার জন্য প্রতি বছর প্রভূত শস্যের ক্ষতি ও খাদ্যশস্য না হওয়ার জন্য সেখানে দুর্ভিক্ষ, মহামারী দেখা দেয়। কিন্তু এই বন্যা নিরোধের কোন ব্যবস্থা সরকার থেকে করা হয় নি।

আমি একটা বিষয় চিন্তা ক'রে দেখেছি যে, এখন হ'তেই ধান-চাল গুদামজাত ক'রে না রাখলে, বর্ষাকালে কর্জ বা খয়রাতি ও রেশন দেওয়ায় ভীষণ অসুবিধা হয়। শহরের রেলওয়ে স্টেশন থেকে গ্রামাঞ্চলে গরুরগাড়ি ক'রে যে মালপত্র নিয়ে যাওয়া হয় তাতে ভীষণ অসুবিধায় পড়তে হয়। ভাল রাস্তা না থাকার ফলে নিয়মিতভাবে মালপত্র নিয়ে যাওয়া যায় না এবং কলকাতা থেকে জিনিসপত্র নিয়ে যেতে অনেক বেশি ভাড়া লাগে। সেইজন্য আমার মতে, স্থানীয়ভাবে ধান, চাল জমা রেখে, সেখান থেকে সময়মত বিতরণ করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের নিকট আমার দাবি, যাতে গ্রামাঞ্চলের কৃষকরা ধান, চাল, খয়রাতি ও ঋণ সময়মত পায় তার পাকা বন্দোবস্ত করবেন।

বর্তমানে সরকারের তরফ থেকে সেখানে যে খাদ্যব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে সেটা ত্রুটি-পূর্ণ। আমি জানি এই জেলার কৃষকরা কর্জের টাকা-পয়সা নিয়মিত ও সময়মত না পাওয়ার ফলে, তাদের মাঠের ধান, চাষের বলদ অনেক কম মূল্যে বিক্রয় হয়ে গিয়েছে। কৃষক সম্প্রদায় একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে বসেছে। তাই বলি, পূর্বে যেমন একটা ঋণসালিশী বোর্ড ছিল সেইরকম আবার একটা ঋণসালিশী বোর্ড বসিয়ে, সব বিষয় বিশেষভাবে চিন্তা ক'রে—এইসমস্ত জমিজমা যা কৃষকরা হারিয়েছে, তা তাদের ফেরত দেবার ব্যবস্থা করুন। অন্যায়ভাবে যেসমস্ত জমি রেজিস্ট্রী করা হয়েছে, তা সমস্ত কৃষকদের ফেরত দিতে হবে। এই দুর্ভিক্ষের দিনে যেসমস্ত কৃষকের জমি কোবালা হয়েছে, তার একটা সময় নির্দিষ্ট ক'রে তাদের ফেরত দিতে হবে।

আমরা দেখছি গভর্নমেন্ট ধান চালের একটা নির্দিষ্ট দর বেঁধে দিয়েছেন, এবং বলেছেন যে, এই দরে ১লা জানুয়ারি থেকে ধান চাল বিক্রয় হবে। কিন্তু আমরা জানি এই দরে চিরকাল ধান চাল সরবরাহ করা সম্ভব হবে না এবং পরে ধান চালের এই দরও থাকবে না। সুতরাং এইরকম একটা সাময়িক প্রতিকার করলে চলবে না। যাতে স্থায়িভাবে সস্তা দরে সকলে ধান চাল পেতে পারে এবং কৃষক সম্প্রদায় যাতে না খেতে পেয়ে মারা না যায় এবং যাতে তারা সস্তা দরে কাপড়চোপড়, লবণ, তেল প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে পারে তার ব্যবস্থা করা দরকার। আমি আশা করি মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় এগুলি বিশেষভাবে চিন্তা করবেন।

Dr. Narayan Chandra Ray:

মাননীয় সভাপাল মহাশয়, আমার বক্তব্য দুলাভ ঔষধ এবং শিশুখাদ্য সম্পর্কে সীমাবদ্ধ রাখব। আমার বক্তব্য রাখবার আগে আজকের খবরের কাগজে একটা সংবাদ বেরিয়েছে তার প্রতি মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের এবং এই বিধানসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। পশুপতি দাস অ্যান্ড কোং নামে একটি কোম্পানি আছে তারা বলেছে, সরকারের বাঁধা দরে চাল কিনে তাদের

পক্ষে বলা করা সম্ভব নয়। সুতরাং তাঁরা ভবিষ্যতে ব্যবসা করবেন না। আজকের কাগজেই এইরকম খবর বেরিয়েছে। আমি ।নবানস্যা আসবার আগে খবর পেলাম যে, এইভাবে ১২ টাকা ১২॥ টাকা যেটা এখানকার ন্যায্যমূল্য ছিল সেই দরে ব্যবসায়ীরা চাল কিনতে রাজী না হওয়ায় গ্রামাঞ্চলে একটা প্যানিকের সৃষ্টি হয়েছে। তাই বলছি বিলটা আলোচনা হবার সময় যদি এরকম ঘটনা ঘটতে থাকে তা হ'লে এই আইন চালু হবার পর আরও কত কি ঘটতে পারে সেটা চিন্তা করার দরকার আছে।

যাই হোক, আমার বক্তব্য এখানে ঔষধ সম্পর্কে। আমার বলবার দৃষ্টিভঙ্গি ডাক্তার হিসাবে যা হওয়া উচিত তাই হবে এবং ডাক্তার হিসাবে চিকিৎসার মাধ্যমে যেসমস্ত কথা মনে উঠেছে তাই এখানে রাখব। আমার প্রথম কথা হচ্ছে, আপনি বোধ ফুডএ যে ৪৫১টি আইটেম কন্ট্রোলে দিয়েছেন তার মধ্যে গুণে হয়ত ছটা কি দশটা কি বারটা এই ছিল সত্যিকারের বাজারে দুষ্প্রাপ্য। এগুলি ছাড়া আর প্রায় সবগুলিই বাজারে প্রচুর পাওয়া যেত, তার মূল্যও কম ছিল। তার মধ্যে যে কম্পিটিশন ছিল তা থেকেই তার মূল্য ঠিক থাকত, উঠতে পারত না। ক্লোরোমাইসেটিন, এন্টারোমাইসিটিন এগুলির হাইয়েস্ট প্রাইস তিনি যা দিয়েছেন সেই দরে বিক্রি করতে আজও তারা পারছে না। তার চেয়ে নিচে বিক্রি হচ্ছে, কারণ এখানে কম্পিটিশন রয়েছে। আমি তাই বলছি সত্যিই যদি এখানে এটা কার্যকরী করতে চান, যদি চান যে কালোবাজারীরা অন্যায় মুনাফা করতে না পারে তা হ'লে যে জায়গায় ধরতে হবে তার সম্পর্কে বলছি। যেটা দুষ্প্রাপ্য, যেগুলি ইমপোর্টেড সেইগুলির উপর ভাল ক'রে নজর দিন। আপনার দৃষ্টি যেসব কোম্পানি হ'ল ডাইরেক্ট ডিস্ট্রিবিউটর, ডাইরেক্ট ইম্পোর্টার এবং রিপ্রেজেন্টেটিভ তাদের উপর পড়ুক। এই জায়গায় আপনার দৃষ্টি না থাকার দরুন যারা সত্যিকারের কালোবাজার করছে তাদের গায়ে আপনার এই বিলের হাত পড়ে না। এসব জায়গায় বাঙালীর স্থান নেই, যেসব গুজরাটী, মারোয়াড়ী এই জায়গাগুলি জুড়ে বসে আছেন তাদের কতটা এই আইনে আপনি রুখতে পারবেন জানি না। আপনাদের হিসাব রাখতে হবে, তাদের ইমপোর্ট কতটা, বাজারে কতটা ফেলেছে। যেখানে সামান্য ছোটখাট দোকানদার এক পয়সা দু' পয়সা বেশি দাম চাইল সেখানে আপনার এনফোর্সমেন্ট পুলিস তৎপর হয়ে উঠল, তাদের হ্যারাস করতে লেগে গেল—কিন্তু তের হাজার পাচার হয়ে গেল যেখানে সেখানে যদি আপনার দৃষ্টি না থাকে তা হ'লে এই আইন কার্যকরী হবে না।

[4-20—4-30 p.m.]

আমি নাম ক'রে বলছি ডাইরেক্ট রিপ্রেজেন্টেটিভ বিভিন্ন কোম্পানির দেশী এবং বিলাতীর আছে ডাইরেক্ট ডিস্ট্রিবিউটর আছে, ডাইরেক্ট ইমপোর্টার আছে। আপনি যেখানে যে আমদানি তারা করে তার কতটুকু কোটা পেয়েছেন, কতটুকু তারা বাজারে ছেড়েছে। লাইসেন্সড ডিলারসদের কতটুকু দিয়েছে সেটা যদি আপনি না দেখেন তা হ'লে স্বাভাবিকই একটা দোকানদার, তার একটা এস্টাব্লিশমেন্ট আছে, তার ১০০টা হরলিকস বেচতে পারলে তবে তার কাজ চলে, সে যদি এই ইমপোর্টার্সদের কাছ থেকে মাত্র ১০টা পায় তবে স্বাভাবিকই তার একটা প্রবৃত্তি থাকবে যে, এই ১০০টার মধ্যে থেকে সে কতটুকু পাবে। এই জায়গায় আমরা যদি দুর্নীতি রোধ করতে চাই, আর দুর্নীতির জাল যদি এখান থেকে হটিয়ে নিতে চাই তা হ'লে যেখান থেকে ১৪ হাজার আসে এখানে যদি আমি নজর দিতে না পারি, ওরা বিভিন্ন জায়গায় নিয়মিতভাবে, আইনসম্মতভাবে সবটা বাজারে ছেড়েছে কিনা এদিকে নজর না দিই তা হ'লে আমার লাভ হবে না। আমার বক্তব্যের দ্বিতীয় জায়গা হচ্ছে যে, একটা অযথা জায়গায় আপনাদের আঘাত পড়ছে, এখানকার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী তারা চারধারে ধ্বংস পেয়ে গিয়েছে যেগুলিকে আর আঘাত দেবেন না। আপনারা হোলসেলারদের একটা সত্যিকারের ডেফিনেশন দিন। যারা ডাইরেক্টলি ইমপোর্ট করে, আপনারা যাদের হোলসেলার ব'লে জানেন, আপনারা হয়ত এটা অবগত নন, আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি কারণ এটা আমার ব্যক্তিগত ব্যবসা, এটা আমার জীবিকা, আপনারা যাদের হোলসেলার ব'লে ধরছেন এবং যাদের পিছনে এনফোর্স-মেন্ট রাঞ্চ কাজ করছে এযাবৎকাল, তারা ঠিক হোলসেলার না, হোলসেলার ব'লে পরিচিত কিন্তু রিয়েলি হচ্ছে তারা বিগ স্কেল রিটেলার। এরা, যারা ইমপোর্ট করে তাদের কাছ থেকে দৈনন্দিন আনে এবং সন্ধ্যাবেলা তাদের 'পে' করে। হোলসেলার বলতে যারা ইমপোর্ট করে ও ডাইরেক্ট ডিস্ট্রি... করে সেখানে যদি আপনি হস্তক্ষেপ করেন তা হ'লে আপনার হোল স্কীম আমরা

কন্ট্রোল থাকবে। আপনি যদি ওদের ছেড়ে দেন তা হ'লে মাঝখানে খালি গরিব ডিলারস, স্মল ডিলারস, তাদের ব্যবসা নষ্ট হবে। মানুষের সামনে থেকে ঔষধ লুকিয়ে যাবে। আপনি তাদের সাহায্য করতে পারবেন না। আমি অল্প সময়ের মধ্যে সব কিছু বলতে পারব না, আমি এইটুকু শুধু আপনাদের অবহিত হ'তে বলি যে, মানুষ যাতে সস্তায় ঔষধ পায় আপনাদের নীতি তাই হওয়া উচিত। স্মল ডিলারস যারা শুধু এটা ক'রে যায় তাদেরকে অত্যধিক ক্ষতিগ্রস্ত করবেন না। আপনাদের যে কটা ধারা আছে সেটা চা'ল, ডা'ল ইত্যাদি ব্যাপারে হওয়া উচিত। কিন্তু আপনি যদি একটা ডাক্তারের ডিসপেন্সারিতে দৈনন্দিন কত ঔষধ বিক্রয় হচ্ছে, কত আছে, কত বিক্রয় হ'ল ইত্যাদির হিসাব রাখতে চান তা হ'লে আপনাকে আর একটা ডিপার্টমেন্ট রাখার বন্দোবস্ত করতে হবে এবং এটা স্মল ডিলারস তারা রাখতে পারবে কিনা সেটা বিবেচনা ক'রে দেখবেন। কিন্তু আপনি যদি সেন্টারে বা গোড়ায় ধরেন তা হ'লে আপনার এত করবার প্রয়োজন হবে না। তৃতীয় কথা হচ্ছে যে, আপনার এই কাজের মধ্যে অনেকগুলি ঔষধ আছে, যেমন ধরুন এজার্স ইমালসন তার ছোট ও বড় ফাইল আছে। ছোটটা হাই প্রাইসে বিক্রি হচ্ছে ব'লে তা বাজারে পাবেন কিন্তু বড়টা পাবেন না। যদিও বড়টা বাজারে আছে এবং ব্ল্যাকমার্কেট প্রাইসএ বিক্রি হচ্ছে। আমি বিভিন্ন ঔষধের নাম করতে চাই না, আপনার কাছে নীতিটা বলতে চাইছি, আপনাদের এখন দেখা উচিত যেন বাঙ্গালী বা বাংলাদেশে যারা বাস করেন তারা যাতে সস্তায় ঔষধ পায়, ছোট কারখানা হয়ত তাদের আছে সেটা যেন ভেঙ্গে না যায়। বাংলাদেশে যেমন আমাদের ঔষধের একটা বস্তবড় কারবার ছিল সেই ঔষধের ব্যবসা প্রায় বাংলার বাইরে বম্বে প্রভৃতি প্রদেশে চলে গিয়েছে। আপনার এই দৃষ্টিভঙ্গিতে বাংলাদেশের ছোটবড় কোম্পানি উঠে পড়ছে। তাদের ঔষধগুলি এখন র মেটিরিয়াল হিসাবে ব্যবহার হয়। আপনারা সেটার উপর হস্তক্ষেপ ক'রে এই ব্যবসাগুলি নষ্ট করবেন না। আমার বক্তব্যের মধ্যে রইল যে আপনারা আসল জায়গায় হস্তক্ষেপ না ক'রে অত্যন্ত সুপারফিসিয়াল জায়গায় হস্তক্ষেপ করছেন, সেইজন্য আপনাদের এই নীতি কার্যকরী হয় নি যার ফলে ঔষধ বাজার থেকে লুকিয়ে গিয়েছে এবং বিভিন্ন জায়গায় যাদের ছোট ছোট কারবার আছে তারা কারবার বন্ধ ক'রে বসছে এবং কলিকাতার বাইরে অনেক জায়গায় অনেক ডিসপেন্সারিতে তারা ঔষধ সরবরাহ করতে ইতস্তত করছে।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী মহাশয় আগামী বছর গভর্নমেন্টের ফুড পলিসি সম্বন্ধে আমাদের কাছে কিছু তথ্য পরিবেশন করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক কথা তিনি বলেছেন। আমি প্রথমেই আপনার মাধ্যমে এটা নিবেদন করতে চাই যে, একথা কি ঠিক নয় যে, গত বছর গভর্নমেন্টের যে ফুড পলিসি ছিল তা প্রায় সম্পূর্ণরূপে বানচাল হয়ে গিয়েছে? অর্থাৎ বৎসরের প্রথমদিকে যেরকমভাবে খাদ্যদ্রব্য সুলভ ছিল যত দিন এগিয়ে গিয়েছে জিনিসপত্রের দামও সেই পরিমাণে অস্বাভাবিকরূপে বেড়ে গিয়েছে। যে চা'লের দাম বৎসরের প্রথমদিকে ১৮-১৯ টাকা ছিল বৎসরের শেষের দিকে সেই চা'লের দাম উঠেছে ২৭-২৮-৩০ টাকা। খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ সম্বন্ধে এই প্রতিশ্রুতি মন্ত্রিমহাশয় দিয়েছিলেন যে, আমাদের বাংলাদেশে গমের অভাব হবে না, চা'লের অভাব হ'তে পারে। চা'ল সরবরাহ যোল আনা নাও করতে পারি কিন্তু গম সরবরাহ করতে পারব—এই প্রতিশ্রুতি এবং আশ্বাস তিনি রাখতে পারেন নি। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার রেশন দোকানগুলোতে বছরের মধ্যে বহুদিন গিয়েছে যখন চাল তো দূরের কথা বাংলা-সরকার গমও সরবরাহ করতে পারেন নি। কিন্তু যে গম সরকার সরবরাহ করতে পারেন নি তা চোরাবাজারে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া গিয়েছে এবং মানুষ বেশি দাম দিয়ে কিনতে বাধ্য হয়েছে। আটা-ময়দা-সুজি বাংলাদেশে আশ্বিন-কার্তিক মাস থেকে আরম্ভ করে বরাবরই দুষ্প্রাপ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং যেদিন এই আর্মি-ডি-কন্ট্রোলের অর্ডিন্যান্স জারী হয়, সেদিন থেকে বিশেষ করে ময়দা-সুজি প্রভৃতি জিনিস বাজার থেকে উধাও হয়ে গিয়েছে। কাজেই বাংলা-সরকার যে প্রতিশ্রুতি জনসাধারণকে দিয়েছিলেন, খাদ্য-সংক্রান্ত যে নীতির কথা বলেছিলেন, সেই নীতি প্রায় সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। আবার বাংলা-সরকার নতুন নীতির কথা বলেছেন যা তাঁরা অনুসরণ করবেন ১৯৫৯ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে। তাঁরা বাংলাদেশে ধান-চা'লের দাম নির্ধারণ করে দিয়েছেন যাতে ধান কিংবা চালের দাম কমে না যায় সেজন্য সর্বোচ্চ মূল্যে সরকার ধান-চাল কিনবেন। আমি এই প্রসঙ্গে আর একটি

অনুমোদন করেন, তা হ'লে আমি আমার সেই পুরানো প্রশ্ন ওঠাতে চাই—আমি বরাবর এই হাউসে [illegible] ও বাজে আদায় প্রভৃতির কথা উত্থাপন ক'রে আসছি। যখন মন্ত্রিমহাশয় বলেছেন ধান এবং চা'ল কেনার ব্যাপারে সরকার অবতীর্ণ হবেন তা হ'লে নিশ্চয়ই একথা ঠিক ধরে নিতে পারি যে, বাংলাদেশের জেলায় জেলায় বিভিন্ন অঞ্চলে ডি পি এজেন্ট নিয়োগ করবেন। এই ডাইরেক্ট প্রোকিওরমেন্ট এজেন্টরাই জনসাধারণের কাছ থেকে ধান কেনার সময় ঢলতা নেবে কিনা, মুটের জন্য খরচ আদায় করবে কিনা, ওজনের জন্য কয়ালীর পয়সা আদায় করবে কিনা, বস্তা সেলাই করবার জন্য সুতোল প্রভৃতির দাম আদায় করবে কিনা—সে বিষয়ে আমি মন্ত্রি-মহাশয়ের কাছে জানতে চাই। কারণ এতদিন পর্যন্ত বেসরকারী [illegible] এর মধ্যেই এ জিনিস চালু ছিল। সরকার যখন নিজেই ব্যবসায়ে অবতীর্ণ হয়েছেন তখন সরকার এই সমস্ত অন্যায় প্রথা চালু রাখবেন কিনা এবং এই সমস্ত প্রথা তাঁদের ডি পি এজেন্টরাও সরকারী কর্মচারীরা চলতে দেবেন কিনা মাননীয় প্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয় যদি তার উপসংহার বক্তৃতায় এ সম্বন্ধে স্পষ্ট ক'রে বলেন তা হ'লে আমি অত্যন্ত খুশি হব।

[4-30—4-40 p.m.]

দ্বিতীয় কথা আমি বলতে চাই, যেকথা ডাঃ নারায়ণ রায় বলেছেন যে, পশুপতি দাস অ্যান্ড কোম্পানি খবরের কাগজ মারফত একটা মস্তবড় ত্রাসের সঞ্চার করেছেন।

বাংলাদেশের জনসাধারণের কাছ থেকে যাঁরা গলা কেটে চালের দাম আদায় করেছেন, তাঁরা এখন হুমকী দিতে আরম্ভ করেছেন যে কলিকাতা শহরে সরকার নির্দিষ্ট দামে তাঁরা ব্যবসা করতে পারবেন না। কলিকাতা ও বাংলার জনসাধারণের সুবিধামত দরে চাউল সরবরাহ করতে পারবেন না। সরবরাহের দায়িত্ব এখন সরকারকে গ্রহণ করতে হবে। যারা ১৮-১৯ টাকার চাল ৩০-৩২ টাকায় বিক্রী করতে একদিনের জন্যও দ্বিধা করেনি, বরাবর যারা প্রচুর পরিমাণে মুনাফা ক'রে চাল বিক্রী কোরে এসেছে তারা আজ হুমকী দিতে আরম্ভ করেছে যে আমরা চাল সরবরাহ করতে পারব না। শুধু এই কথা বলেই যদি ক্ষান্ত থাকতেন তাহলেও বলবার কিছু ছিল না। কিন্তু তাঁরা বলেছেন যে, যাঁরা পুরান চাল খেতে চান তাঁরা তাড়াতাড়ি কিনতে আরম্ভ করুন এবং ১লা জানুয়ারির মধ্যে কেনা শেষ করুন। এতদিন যাবৎ যেসমস্ত চাউল তাঁরা গোপনে মজুত করে লুকিয়ে রেখেছেন মোটা লাভের আশায়, সেইসমস্ত চাউল আজ তাঁরা বিক্রী করবার কৌশল খেলেছেন। তাড়াতাড়ি বাজারে ছাড়বার কৌশল হিসাবে ঐকথা বলছেন যে তাড়াতাড়ি তোমরা আমাদের কাছ থেকে কিনে নাও, কারণ এর পরে আমরা আর সরবরাহ করতে পারব না। যারা এতদিন যাবৎ মুনাফাশিকার কোরে বেড়িয়েছে, যারা এতদিন পর্যন্ত জিনিসপত্র 'হোর্ড' কোরে এসেছে, তারা মজুত মাল নিয়ে বিপাকে পড়েছে। আমি সরকারকে অভিনন্দন করি যে সরকার ধান-চালের ব্যাপারে এবং অন্যান্য এসেনসিয়াল কমোডিটিজের ব্যাপারে প্রফিটিয়ারিং বন্ধ করবার জন্য এই বিল এনেছেন। কিন্তু বর্তমান বিল পাশ ক'রে দিলেই কাজ শেষ হবে না। সরকার যদি এই বিল পুরোপুরি কার্যকরী না করতে পারেন তাহলে বাংলাদেশে মহা বিপদপাত হবে এবং মিলমালিক ও বড় বড় ব্যবসাদারেরা সরকারের পলিসিকে বানচাল করতে চেষ্টা করবে। আমি তাই সরকারকে অবহিত হতে বলি যে সরকার যেন শেষপর্যন্ত এই মিল মালিকদের ও বড় বড় ব্যবসাদারদের চক্রান্তে পড়ে নিজেদের পলিসি ছেড়ে না দেন।

আমরা দেখতে পাচ্ছি ধানের দাম ১৬ টাকা থেকে নামিয়ে একদম আর্ডিনারি [illegible] মণে ন' টাকা তিন আনায় সরকার দাঁড় করিয়ে দিতে চান। ১৬ টাকা দামে কয়েকদিন আগে পর্যন্ত ধান বিক্রী হয়েছে। এখন ১লা জানুয়ারি থেকে সরকার ন' টাকা তিন আনা ধার্য করেছেন। কিন্তু আমার এখানে বলার কথা যে কোর্স, মিডিয়াম, ফাইন ও সুপার ফাইন এই সমস্ত ধানের দাম ঠিক করবার ভার যদি সরকারী [illegible] উপর ছেড়ে দেওয়া হয় এবং সরকারী কর্মচারীরা ধানের গ্র্যাডেশন সম্বন্ধে যদি সুবিচার না করেন তাহলে এর মারফত কি পরিমাণ ক্ষতি যে চাষীদের হবে তার ঠিক ঠিকানা নাই। এইজন্য সরকারকে বিশেষ করে অনুরোধ করি যে ধান এবং চালের গ্র্যাডেশন সংক্রান্ত ব্যাপারে দায়িত্ব সরকার যেন সম্পূর্ণরূপে সরকারী [illegible] এক্তিয়ারে ছেড়ে না দেন। এজন্য যেন জেলায় জেলায় মহকুমায় মহকুমায় সরকার

এডভাইসরি কমিটি গঠন করুন, এবং এই এডভাইসরি কমিটির প্রধান কর্তব্য হবে সরকারকে সাহায্য করা যাতে ধান-চালের নির্দিষ্ট দাম বাঁধবার ব্যাপারে, গ্র্যাডেশন সংক্রান্ত ব্যাপারে চাষীরা যেন মার না খায়।

আর একটি কথা বলতে চাই। ধান-চালের যেমন দাম বেঁধে দিয়েছেন, পশুখাদ্য ধানের কুঁড়ো সম্বন্ধেও দাম বেঁধে দেওয়া দরকার। এক সময়ে মিল থেকে কুঁড়ো চার আনা পাঁচ আনা মণ দরে বিক্রী হত, কিন্তু তার পর ধান-চালের দর যে পরিমাণে বাড়তে আরম্ভ করেছে, মিল মালিকেরা সেই সঙ্গে কুঁড়োর দামও পাঁচসিকা, দেড় টাকা নিচ্ছেন। কোন অবস্থারই মিল-মালিকদের এত বেশি দাম আদায় করা উচিত নয়। কম দামেই কুঁড়ো বিক্রী হওয়া উচিত। আমি সরকারকে অনুরোধ করব যে, ধানের কুঁড়ো অর্থাৎ প্যাডিব্রাসকে যেন শ্রেডুল দামের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

Sj. Basanta Kumar Panda: Mr. Speaker, Sir, a Bill of this nature, as the name indicates—Anti-profiteering Bill—is quite welcome. So I welcome this Bill for its name, but there are certain defects, which I shall point out, about the framing of this Bill.

Sir, the society has grown from time to time, but after the last war the moral tone of the society has gone down. Sir, I shall not apportion mistakes or faults between this side or that side, but I would say that this evil has grown—the desire to profit or to make illegal profit or excessive profit has penetrated into the mind of anybody and everybody who has got a chance to do that. Therefore, a Welfare State must be upright and must deal very strictly and very rigorously with this evil which has grown in the society. So, although the name of the Bill is welcome, there are certain defects I would like to point out.

Sir, the first defect which strikes me is about the Schedule. The Schedule is very meagre. Although in the Preamble it has been stated that this Bill has been brought to prevent profiteering in certain articles in daily use, we find that only a few of those articles have been brought within its purview—the other necessities of life like cloth, kerosene, milk and other things have not been included in the Schedule. If at least fifty items of articles in daily use of life had been included, I would have been satisfied. The price of paddy has been fixed at an uneconomic level. So long as the purchasers or traders were in the field, this law or this Ordinance did not come into operation, but when the table is turned, when the time of the sellers or agriculturists has arrived to sell, this law has been enacted. But still I would join with my friend Sj. Subodh Banerjee in urging upon the Government that they should try their best to stick to this price which has been fixed throughout the year—that is, from this Pous to the next Pous. If in the meantime Government relax, then the object of this Bill would be wholly frustrated because the traders will at that time charge a higher price.

Another defect which has struck me is this. Neither in the Ordinance nor in this Bill there is any mention of the word "paddy", but this name "paddy" has been included in the Press Note only. The wording used here is "Rice or rice in the husk". I do not know what is "rice in the husk", but if it is synonymous with paddy, then the law may be made applicable to paddy. But unless this Bill is amended in that way and unless the specified name of paddy is included in it, I am afraid the object will be frustrated.

Sir, I do not say that there are not experts in Government departments, but to create confidence of the people, Government should at least set up a body of experts consisting of officials and non-officials which I would call "Production Control and Price Fixation Board". Before every crop is cultivated, there should be an assessment. After some time, there should also be an assessment. The total expected quantity of production and the total expected quantity of consumption should be taken into consideration for the purpose of fixing the price. These are highly economic and scientific things and it will not be safe to depend solely on the Government officials or on the Ministers. So, I would urge upon the Government to take the help of experts in the country for this arduous task because otherwise if there is a mistake, this will result in frustrating the whole object of this Bill. Therefore, I would request the Government to set up such a Board.

Sir, then I would say that the people who will be affected by this Bill are hoarders and black-marketeers. They are certainly pests of the society enemies of the society. So, exemplary punishment is called for in their case, but the punishment, as envisaged in this Bill, is too meagre. Further they may take their case from the Magistrate's court, on appeal, to the District Judge's court and then to the High Court. This will take at least two to three years and the purpose of the Bill will be frustrated.

[4-40—4-50 p.m.]

I would say that the period of rigorous imprisonment may be raised to one of ten years for these hoarders and black-marketers. They should be subjected to another thing. Any stock which such persons hoard either at the place where it is detected or in some other place which falls within the clutches of the State Government should be confiscated to the State. People of this country are not afraid of corporal punishment or fine so much but if their stocks are confiscated they will be really punished.

This Act is imperfect, though such a thing is welcome. Unless the people are made social minded the objects of such an Act will be frustrated. For the last half a century Government are trying to make the people co-operative minded but little progress has been made. Wherever a co-operative has been set up there is personal profiteering, personal bickerings and co-operation goes away. This Bill may be frustrated in this way.

I would request honourable members to recall the statement of Shri Rajagopalachari which appeared in yesterday's paper. He is afraid of the continuance of democracy. He has said that we should set up some sort of honesty not only in public life but in every sphere and among the officials; the moral tone may be raised and democracy may be cemented thereby.

I would request honourable members to make this perfect in that way and to rise above the level of party consideration and local and parochial consideration; to be fair and just in the application of this or any amended Bill which this House may pass.

Sj. Ananda Gopal Mukhopadhyay:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, এই বিলটার আলোচনায় আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছি যে এই বিলের আলোচনায় যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছেন তাঁরা বিলের ধারার প্রতি যত না দৃষ্টি দিয়েছেন তারচেয়ে বেশি তাঁরা বিলের বাইরের ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করে সরকারকে গালাগালি দেবার চেষ্টা করেছেন। এই রাজ্যে ধান, চাল ও ওষুধপত্রের দরকে বাড়তে দেখে এই সরকার যখন স্থির সিদ্ধান্তে এলেন যে এখন এটা সাধারণ মানুষের জন্য দরকার উপর এইসব জিনিসের

নয় উঠেছে তখন যেমন করে হোক একে বন্ধ করা প্রয়োজন। সেজন্য সেই মুহূর্তে অর্ডিন্যান্স-রূপে এবং পরে বিলরূপে এই জিনিসটা এই হাউসে আমরা দেখতে পাচ্ছি। অর্ডিন্যান্স আগেই পাশ হয়েছে। এই বিলের ধারা আলোচনা করতে গিয়ে অনেকে সরকারকে এই কথা বলতে চেয়েছেন এবং আশংকা প্রকাশ করেছেন যে সরকার এই যে দর নির্দিষ্ট করেছেন তাতে চাষীর কাছ থেকে যে দরে ধান কেনা হবে এবং সেই ধান যখন মিল থেকে চাল হয়ে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাবে তখন হোলসেলার বা মিলমালিকরা অনেক মুনাফা পেয়ে যাবে। এই [illegible] যদি বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে যেখানে তাঁরা চাষীর জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন সেখানে আবার রিটেল শপে কি দরে চাল বিক্রি হবে তারজন্যও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ চলতি কথায় বলা যায় যে তাঁরা গাছের এবং তলার দুই-ই খেতে চাচ্ছেন। এ ছাড়া যদি আরও পরিষ্কার করে বলি তাহলে বলব যে তাঁরা দুধ এবং তামাক দুই-ই খেতে চাচ্ছেন। আমি ও'দের মুখ থেকে শুনেছি যে ধান্যচাষী সংগ্রহ কর নইলে বিপদ বড় আবার সেই বক্তাকে কোলকাতায় বক্তৃতা দিতে শুনেছি যে ১৫ টাকা হইতে সাড়ে সতের টাকা দরে সরকার চাল দেবেন না। সেজন্য আমি বিরোধী পক্ষের বন্ধুদের উদ্দেশ্য করে বলছি যে তাঁদের পক্ষে এইরকম ধরণের উক্তি করা সম্ভব। কিন্তু এটা করা উচিত নয়। আজ সরকারকে সমস্ত শ্রেণীর মানুষের দিক লক্ষ্য রেখে এগুতে হবে। গ্রামে চাষী ধান উৎপন্ন করছে, সেই ধান হোলসেলারের কাছে আসছে, হোল-সেলারের কাছ থেকে মিলে আসছে, মিল থেকে ফিরে আবার হোলসেলারের কাছে আসছে এবং সেখান থেকে রিটেল সপে গিয়ে চাল বিক্রী হচ্ছে—রিটেল সপ থেকে যাঁরা কিনছেন সমস্ত স্তরের মানুষের স্বার্থকে বজায় রেখে কিভাবে সরকার এগুতে পারেন তারজন্য এই বিলে তাঁরা দাম নির্ধারণ করেছেন। এখানে চাষীর যে দাম পাওয়া উচিত তার সম্বন্ধে আমার হয়ত মতান্তর থাকতে পারে, কিন্তু আমি মনে করি না আমরা যখন চাষীর ধানের জন্য বেশি দর চাইবো তখন রিটেল সপ থেকে যারা কিনছেন তাদের কম দামে দেওয়া হোক—একথা বলা যায় না। সেখানে সরকারকে বলা যেতে পারে তোমরা সাবসিডি দাও, চাষীদের ইনসেন্টিভ দিয়ে ধান কেনো, বাইরে থেকে যে কোটি কোটি টাকা খরচ করে চাল আনতে হয় সেই টাকাটা এদের সাবসিডি হিসাবে দাও, দিয়ে ধান কেনো যাতে রিটেল দাম ঠিক রাখা যায়, সাবসিডি দিয়ে। আমি এখানে একটা হিসাব আপনাদের সামনে ধরি, কোর্স প্যাডি আজকে চাষীর কাছ থেকে কি দরে নেওয়া হবে তা যদি দেখি তাহলে দেখবো ৯ টাকা ১৯ নয়া পয়সা ম্যাক্সিমাম, ট্রান্সপোর্ট এবং অন্য যা কিছু আছে তা দেখছি ৮ আনা মাত্র সমস্ত জুড়ে আমরা যদি দেখি তাহলে দেখবো ৯ টাকা ৬৯ নয়া পয়সা হোলসেলারকে দিতে হবে। চাষী যদি তার নিজের ধান মিলে পৌঁছে দেয় তাহলে সেখানে ৯ টাকা ৬৯ নয়া পয়সা সে পেতে পারে এবং সেটা মিল থেকে চাল করে রিটেল সপে যাবে। কিভাবে আসছে তার হিসাব যদি আমরা দেখি তাহলে দেখবো যে মিল শুধু মিলিং কস্ট এবং প্রফিট ধরে ১ টাকা ৪৬ নয়া পয়সা পাচ্ছে।

[4-50—5-20 p.m.]

দেড় মণ ধানে এক মণ চাল হচ্ছে। গড় হিসেব করে দেখলে আমরা দেখলাম মিলিং কস্ট সবশুদ্ধ নিয়ে ১৬ টাকা এক্স-মিল প্রাইস পড়ছে। এর সঙ্গে [illegible] সেলারস রেট হচ্ছে ১৬ টাকা ৫০ নয়া পয়সা। রিটেল তাকে আরও ১ টাকা ১০ নয়া পয়সা পাচ্ছেন। রিটেল শপ সেই চালের দাম হচ্ছে ১৭ টাকা ৬০ নয়া পয়সা। এই যে একটা মোটা মোটা হিসেব চাষীর থেকে আরম্ভ করে রিটেল শপ পর্যন্ত যা সরকার থেকে বেধে দেবার চেষ্টা হয়েছে তার সম্বন্ধে অনেকে বলেছেন মিল তিন টাকা পাচ্ছে লাভ এজন্য সরকার মিলকে বড়লোক করে দিচ্ছেন। এখানে অনেক পণ্ডিত লোক আছেন যারা আলোচনা করেছেন। আমি তাদের পাণ্ডিত্যের বহরটা দেখিয়ে এখানে বলতে চাই যে সরকারের এমন কোন উদ্দেশ্য নেই যাতে করে মিলের মালিকরা রাতারাতি বড়লোক হয়ে যাবেন। আমার হিসেব যদি ঠিক হয় তাহলে মিলের খুব বেশি লাভ করা শক্ত হবে তবে সামান্য লাভ তারা পাবেন। যারা ঢেঁকীতে ধান থেকে চাল করেন তারা হয়ত একটু বেশি লাভ পেতে পারেন কিন্তু মিল বেশি লাভ পাবে না। এই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে উঠে ওঁদের মধ্যে সরকারকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে যে এদের সঙ্গে যাতায়াত আছে। যাতায়াত [illegible] অনেকেরই সরকারের সঙ্গে আছে কিন্তু সেই লাভের অংশীদার কিনা জানি না।

কিন্তু এখানে আমি উল্লেখ করতে চাই যে ঔষধের দাম ধরে নয়, চালের দাম ধরে আমি বলব যে কিছুদিন আগে বীরভূম জেলায় যখন হঠাৎ করডন করা হয় বাংলাদেশে ঘাড়তি জেলা থেকে যখন ঘাড়তি চাল আনবার চেষ্টা করা হয় বিরুদ্ধপক্ষের বন্ধুরা কি সেদিন রাগান্বিত হন নি? সরকার কেন কর্ডন করেছেন, কেন মিলমালিকদের ধান মিলে আটকে রেখেছে, সেখান থেকে কেন তারা আসানসোল, হাওড়া অঞ্চলে ৩০-৩৫ টাকায় বিক্রী করতে পারছে না এই সমস্ত কথা বলে কি সেদিন সরকারের কাছে অভিযোগ জানান হয় নি? সেদিনকার তাদের উদ্দেশ্য ছিল কি? বীরভূম জেলাকে করর্ডন কোরে যদি সেখানে ধানের দামকে কমিয়ে যদি বাংলার সাধারণ মানুষের কাছে অল্প মূল্যে চাল দেবার প্রচেষ্টা যদি সরকার করে থাকেন, তার বিরুদ্ধে বিরুদ্ধপক্ষ সেদিন কি মতামত প্রকাশ করেছেন। সেদিন তারা এই কথা প্রচার করেছেন মিলমালিকদের টাকায় ইলেকশন জিতে তারা এখানে এসেছেন, তারা তাদের হয়ে এই হাউসে ওকালতি করতে বাধ্য হয়েছিলেন। আবার আজকে তারাই উলটো কথা বলছেন যে সরকার [illegible] বড় করে দিচ্ছেন। আমি তাদের মুখে দুই কথা দেখি। আজকে আমার বিরুদ্ধপক্ষের বন্ধু বিরাট পার্লিয়ামেন্টারিয়ান—তিনি বলতে উঠে সরকারপক্ষকে আক্রমণ করে তাঁর যুক্তি বাংলাদেশের সর্বজনবরেণ্য দেশবন্ধুর বক্তৃতার তিনি টেনে এনেছেন। সে বক্তৃতার উপর শ্রদ্ধা, তার বক্তব্যের উপর শ্রদ্ধা বাংলাদেশের প্রত্যেকটা মানুষের আছে। কিন্তু আমি বলি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যেদিন ওকথা বলেছিলেন সেদিন সারা দেশের মানুষ কেন তার কথা শুনেছিল। সেদিন তাঁর হাজার টাকা ব্যারিস্টারী ফি ছিল না, সেদিন তার গায়ে ৫০০ টাকার কোট চাপে নি, সেদিন তার নিজের প্রয়োজনে ৫০০ টাকা খরচা হত না। সাধারণ মানুষের মত ভোগবিলাস সমস্ত কিছুকে বিসর্জন দিয়ে তিনি সাধারণ মানুষের মধ্যে নেমে এসেছিলেন। সেদিন সাধারণ মানুষের দুঃখ তিনি উপলব্ধি করেছিলেন।

Mr. Speaker: The other day Mr. Ray went beyond his depth. I don't like you to repeat it.

Sj. Ananda Gopal Mukhopadhyay:

সেদিন তার মুখে বক্তৃতা এবং আজকে তার মুখে বক্তৃতা শুনলাম তাতে আমি দুঃখিত না হয়ে বরং চমৎকৃত হয়েছি। নিজের প্রয়োজনে কেমন করে এনে কোথায় কথা লাগান যায়। আমি শুধু এখানে ওষুধের প্রসঙ্গ এনে একটা কথা বলব যে সরকার এখানে ওষুধের দামযেভাবে নির্ধারণ করেছেন সেখানে ক্যাটালগ প্রাইস ধরে হোলসেলারদের আট পারসেন্ট এবং বার পার সেন্ট রিটেলারদের ধরেছেন এবং এর মূল্য সারা বাংলাদেশে এক করেছেন। কিন্তু সারা বাংলাদেশে বেবিফুডএর মূল্য এক করেন নি। আমি সরকারের কাছে দাবি করব যে কলকাতা এবং শিল্পাঞ্চলের বাইরে যে মানুষ আছে তারাও যেন নির্ধারিত মূল্যে বেবি ফুড পান। তা না হলে কলকাতা ও শিল্পাঞ্চলে হয়ত নির্ধারিত মূল্যে বিক্রয় হবে কিন্তু বাইরে তার দাম এর মধ্যে ভীষণ চড়ে গেছে এবং আরও চড়ে যাবে।

সর্বশেষে আমি আরেকটা কথা এখানে বলতে চাই যে আজ মূল্য নির্ধারণ যেভাবে করা হয়েছে একে যদি ১৬ আনা কাজে পরিণত করতে হয় তাহলে একে রাজনীতির উর্ধে নিয়ে যেতে হবে। আমি এইজন্য বলছি যে আজকে বাংলাদেশে ওষুধের ব্যবসা বা অন্যান্য ব্যবসা হয়ত ভেজাল সৃষ্টি হবে। আজকে সেইজন্য এটা বিচার করতে দেখতে হবে যে দর নির্ধারণ করা হয়েছে সে দর ঠিক হয়েছে কিনা। যদি বিচারে এই সিদ্ধান্ত হয় যে দর নির্ধারণ ঠিক হয়েছে তাহলে তাকে কার্যকরী করে বাংলার ব্যবসা যাতে ভেজাল না হয় সাধারণ মানুষ যাতে নির্ধারিত মূল্যে জিনিস পায় তা আমাদের দেখতে হবে। আমি মনে করি এর জন্য বিরু[illegible] এবং সরকারপক্ষ বন্ধুদের প্রত্যেকের সুচিন্তিত মতামতের প্রয়োজন আছে। তবে এই সমস্যাকে সমাধান করবার জন্য যারা এডভাইজরি কমিটির কথা বলেছেন আমি বলি তারা সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত করেন নি। তারা রাজনীতি দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন। এই সূত্র ধরে তারা জেলায় জেলায় আন্দোলন করতে পারেন। অন্তত এস ডি ও জেলা [illegible]িস্ট্রেটের ঘরে বসে যখন আ[illegible]লোচনার সুযোগ পান না এখানে বসে তা করতে পারেন। আমি মনে করি জেলা মহকুমা, থানা বা ইউনিয়ন এডভাইজরি কমিটি করে এ জিনিসের সমাধান হবে না। যারা এ সম্বন্ধে

সুচিন্তিত মতামত দিতে পারবেন সরকারকে তারা সে মতামত দিয়ে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করবে ব্যবসাদার, জনসাধারণ বিরুদ্ধপক্ষের বন্ধুরা কংগ্রেসপক্ষের বন্ধুরা সমস্ত মানুষ যদি একসঙ্গে চেষ্টা করে তাহলে দেশকে এ দুর্দিনের হাত থেকে বাঁচান যাবে তা না হলে বাঁচান যাবে না। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

[At this stage the House was adjourned for 20 minutes]

[After adjournment]

[5-20—5-30 p.m.]

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমার বক্তৃতার প্রারম্ভে, আমি এইটা বলতে চাই যে, আমার আগে যিনি বললেন, শ্রীআনন্দগোপাল মুখার্জি, তিনি যেসমস্ত কথা বলেছেন তা শুনলাম। আমার ধারণা ছিল যে তিনি অনেক দিন আইন সভার আছেন, সুতরাং তাঁর বক্তৃতার মধ্যে অন্ততঃ ভদ্রতার একটু লেশ থাকবে। কিন্তু যে ধরনের বক্তৃতা তিনি করলেন তাতে ভদ্রতার লেশ আছে বলে আমার মনে হল না। দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে তিনি তাঁর বক্তৃতার মধ্যে কোন সদস্যকে উল্লেখ করেছেন, তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার সম্পর্কে। তিনি কত টাকার কাপড়চোপড় পরেন, এইসব ব্যক্তিগত ব্যাপার তিনি তাঁর বক্তৃতার মধ্যে যা রাখলেন তার জবাব দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। তবে আমার ধারণা কেউ যদি নিজে একটু রোজগার করে, সেই পয়সা দিয়ে কাপড়চোপড় পরেন তাতে কারও কিছু বলবার নেই। কিন্তু অপরের রোজগারেতে পোষাক পরিচ্ছদ পরলে, তার রুচিজ্ঞান এত নীচে নেমে যায় সে ধারণা আমার আগে ছিল না, আজ হল। তৃতীয়ত তিনি যে পরিবার থেকে এসেছেন, সেই পরিবার থেকে এসে, তিনি এই ধরনের বক্তৃতা করবেন, সে আশা আমি করি নি।

Mr. Speaker:

থাকগে, হেমন্তবাবু, যথেষ্ট বলেছেন, আর নয়।

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

প্রথমত তিনি দুধও খাবেন না, তামাকও খাবেন না বলে যে বক্তব্য রাখলেন তাতে তাঁর এইটুকু ধারণা হওয়া উচিত ছিল যে ফ্রান্স ও আমেরিকাতে চাষীরা যাতে ন্যায্য দাম তাদের উৎপন্ন ফসলের পেতে পারে এবং সেখানকার ক্রেতারাও যাতে কম দামে সেগুলি পায়, এই নীতির উপর সেখানকার উৎপন্ন ফসলের দর নির্ধারিত হয়ে থাকে। আমাদের দেশে যুদ্ধের সময় এই রকম অবস্থা দেখেছি যাঁরা শিল্পে কাজ করতেন, যাঁরা কর্মচারী, তাঁদের সস্তা দামের জিনিসপত্র সরবরাহ করবার দায়িত্ব সরকার নিয়েছিলেন, অর্থাৎ বর্তমানে এঁরা যেটা করছেন, তার উলটো। এঁরা কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্তদের নাম করে এমন একটা ব্যবস্থা ও নীতি অবলম্বন করেছেন, যার ফলে আমরা দেখছি কৃষক, শ্রমিক ও সাধারণত মানুষকে মেরে মুনাফাখোরদের পকেট ভর্তি করা হচ্ছে। এবং আমরা দেখলাম আনন্দবাবু, তাঁর বক্তৃতায় সেটা সমর্থন করে গেলেন। এই বিলের প্রথম আলোচনার সময় থেকে আজ পর্যন্ত এইটাই বোঝাবার চেষ্টা করেছি যে এই বিল আইনে পরিণত হলে পর, তার মূল কাঠামো যেভাবে গঠিত হয়েছে তাতে সাধারণ মানুষের মনে প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। এটা আমার নিজের কথা নয়, সাধারণ মানুষের দিক থেকে বলছি। বিশেষ করে গ্রামের কৃষক, যারা ফসল উৎপন্ন করে এবং ক্রেতা, উভয়ের দিকে আমি লক্ষ্য করে দেখেছি। যে বছর চলে গেল সেই বছর দেখেছি যে গ্রামের অধিকাংশ কৃষকই দিনে দু-বেলা পেট ভরে খেতে পারনি এবং বিভিন্ন প্রকারে প্রচুর দেনা তাদের ঘাড়ে চেপে আছে। তাদের ২০-২৫-৩০ টাকা দিয়ে ধানের বস্তা বাড়িতে কিনে আনতে হয়েছে।

গ্রামাঞ্চলের অবস্থা সম্বন্ধে গত কয়েক দিনের রিপোর্টে যা দেখলাম, তা থেকে দেখা যাচ্ছে সেখানকার সাধারণ মানুষের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। সাধারণ মানুষ যারা ধান মজুত করে এবং যাঁরা ক্রেতা, তাঁরা সর্বক্ষেত্রে কেনা বন্ধ করেছেন, যার ফলে ধানের দাম বেড়েছে। ধানের দাম যে পরিমাণে বেড়েছে তাতে কৃষক যারা কম জমিতে ফসল উৎপন্ন করে, তাদের বর্তমান বাজার

দরে ধান কিনতে এবং দেনা সোধ করতে গিয়ে, তাদের উৎপন্ন ফসলের একটা বড় অংশ এইভাবে চলে যায়। এই হল তাদের বর্তমান অবস্থা। অর্থাৎ তাদের নিজেদের ব্যবহারের জন্য যে মজুত ধান থাকা উচিত তা খুব কম রয়েছে। কেননা যদি এইরকম অবস্থা হত নীচের দাম ও ঊর্ধ্বের দাম বেঁধে দিয়ে তার মধ্য থেকে সরকার কেনার দায়িত্ব নিতেন এবং বড় একটা অংশ যা সাধারণ মানুষের প্রয়োজন, তা নেওয়ার ব্যবস্থা করতেন তাহলে এখানে অন্তত যারা মধ্য চাষী, যারা কম জমিতে ফসল উৎপন্ন করেন, তাঁরা এখন একটা দাম পেতেন এবং সারা বছরে যে দেনা দায় করেছেন, তার থেকে একটু রিলিফ পেতেন একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারতেন কিন্তু সাধারণ চাষী যারা কম জমিতে ফসল উৎপন্ন করে তাদের মনে এই বিলের দ্বারা একটা ভীতি সঞ্চার করেছে। গ্রামের সাধারণ মানুষের ভিতর কেবল আতঙ্ক সৃষ্টি হচ্ছে, সেখানে ভরসার কোন চিহ্ন আমরা দেখতে পাই না।

তৃতীয়ত আমরা তখন দেখেছি মণে ১৬-১৭ পার সেন্ট বাড়ি। শতকরা ২৫-৩০ ভাগ এইরকম বাড়ি সিস্টেমে সেখানে দাম ঠিক আছে। বর্তমান বাজার দরে যেহেতু কোন ক্রেতা নেই, সেইহেতু তাকে সেই দামে সোধ করতে হচ্ছে, এবং কম জমির যারা মালিক, তারা দু-এক মাস পরে সরকারের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। সরকার যে মজুত করবার ব্যবস্থা করেছেন তাতে করে আমাদের যে অভিজ্ঞতা আছে, সেখানে দেখেছি যেটুকু দায়িত্ব নেওয়ার স্বীকৃতি দিয়েছেন, সেই দায়িত্ব পালন হয় নি। সর্বক্ষেত্রে দেখেছি তাঁরা বলছেন আমাদের দেওয়ার ইচ্ছা ছিল কিন্তু স্টক নেই বলে দিতে পারছি না। আমরা ব্যক্তিগতভাবে সমষ্টিগতভাবে বলেছি, ও'রা বলেছেন এখন স্টক নেই বলে দিতে পারছি না। এখন এই সস্তা দামে মজুত ফসল যাঁরা কিনবেন, তাঁদের হাতে যদি গিয়ে পড়ে যে বছর চলে গেল, তখন দেখেছি ধানচাল যে একেবারে ছিল না, তা নয়, তাঁদের হাতে ধান যথেষ্ট মজুত ছিল। তাঁরা তখন যে দাম নির্ধারিত করেছিলেন, সেই দামে জনসাধারণ কিনতে বাধ্য হয়েছে। এ'রা দাম বেঁধে দিয়েছেন যে এর বেশি উর্ধ্বে উঠলে আইনের আওতায় পড়বে। কিন্তু কাকে ধরে আনবেন কোথা থেকে? ধরার দায়িত্ব এ'দের নেই। আপনাদের সেরকম মেশিনারী বা যন্ত্র নেই যারা দ্বারা প্রকৃত দোষী মানুষকে সাস্তি দেবার ব্যবস্থা করতে পারেন। আপনাদের যা ব্যবস্থা দেখছি—শুধু সরকারী কর্মচারী ও তাঁদের যে লোকজন আছে তাঁদের দিয়ে যদি ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে এই আইনটা আইনেই থেকে যাবে, কার্যত কিছু করা যাবে না। এটা আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি আজ গ্রামদেশে সাধারণ যেসমস্ত ক্রেতা, যারা ফসল উৎপন্ন করে, এবং যারা কম জমিতে ফসল উৎপন্ন করেন, তাদের সমস্ত মিলিয়ে প্রয়োজনটা কতটা, তার কোন হিসাব সরকারের পক্ষ থেকে এ পর্যন্ত পাই নি। যদি এই প্রয়োজনের হিসাবটা আমরা পেতাম ও'র বিবৃতির মধ্য দিয়ে তাহলে ধরা পড়ে যেত সরকার কতটুকু দায়িত্ব নিচ্ছেন। কাজে কাজেই আমাদের যে ধারণা, সেটা হচ্ছে সাধারণভাবে অধিকাংশ কৃষকের হাতে কম জমি আছে, অর্থাৎ যারা কম জমির মালিক, যাদের হাতে এক মাস, দু-মাসের খাদ্য থাকবে না, যারা দেনার দায়ে জর্জরিত, সেই সমস্ত মানুষ এবং সাধারণ যারা শ্রমজীবী, সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষ, সব মিলিয়ে তারা বাজারে সরকারের সরবরাহের উপর নির্ভরশীল হয়ে যাবে। সরকার যদি সরবরাহ প্রশ্নটা সামনে রাখতেন তাহলে দেখা যেত সরকার যে চালটা মজুত করবার জন্য স্থির করেছেন, তার থেকে চাহিদা কতটা মিটতে পারে। কিন্তু সেটা চোখের সামনে নেই।

[5-30—5-40 p.m.]

লোকসংখ্যার অনুপাতে যদি খাদ্য সরবরাহের প্রশ্নটা সামনে রাখতেন তাহলে বুঝা যেত, সরকার যে চালটা মজুত করা ঠিক করেছেন তা দিয়ে প্রয়োজনীয় চাহিদা কতটুকু মিটাতে পারবে। সেটা কিন্তু চোখের সামনে নেই। আশঙ্কা এজন্য যে গতবারে খাদ্যমন্ত্রী মহাশয় যে বক্তৃতা রেখেছিলেন সে যদি চালের ঘাটতি হয় তাহলে আমরা অন্ততঃ গম দিয়ে সেটা পূরণ করবো। আমি ব্যক্তিগতভাবে মন্ত্রী মহাশয়কে জানিয়েছি, জেলাদপ্তরে জানিয়েছি এবং তাঁর দপ্তরে যিনি সারা বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষ তাঁর কাছেও জানিয়েছি। বক্তব্য কি ছিল? কাল কি দিব বলতে পারছি না আজকে যা পেলেন এই পর্যন্ত। এখন এই চেহারা ছিল। কাজেই সেই অভিজ্ঞতা থেকে যদি আগামী বছরের ব্যবস্থা নির্ধারিত না হয় তাহলে যে বিপদ আগে ছিল সেই বিপদই থাকবে।

তৃতীয়তঃ আমি যেটা বলতে চাচ্ছি এই বিলে সেটা হচ্ছে খাদ্যে যে ভেজাল দেওয়া হয় সেটাও একটা অপরাধ দুষ্কৃতকারীদের কারণ এটাও একটা অঙ্গ, কাজেই এটা সম্পর্কেও বিলে থাকা উচিত ছিল। কারণ এই সুযোগ নিয়ে ভেজাল খাদ্য দিয়ে মানুষকে আরও বিপন্ন করার চেষ্টা হয়েছে সেটা আমরা দেখেছি।

আর যেটা আমি সবশেষে বলতে চাই সেটা ওষুধ সম্বন্ধে যে প্রাইস দিয়েছেন সে ওষুধগুলো অত্যন্ত এসেন্সিয়াল যা না হলে মানুষের চলে না যেমন ধরুন, স্ট্রেপ্টোমাইসিন যেটা সর্বক্ষেত্রে প্রয়োজন তার বাজারে দাম ছিল এক টাকা চার আনা তার দাম আপনারা নির্ধারণ করে দিলেন এক টাকা ছয় আনা, এরকমভাবে দেখছি বাজারে ওষুধের যে দাম ছিল তার প্রত্যেকটিই দুই আনা তিন আনা বেড়ে গিয়েছে। বাজারে যে দাম ছিল তার তথ্য নিয়ে তার সঙ্গে সমতা রক্ষা করে দাম ঠিক করেন নি। মুনাফা কি করে বাড়ে সেদিকেই নজরটা ছিল। ক্রেতার দিকে নজর ছিল না। এই যে নীতি এতে স্মল ট্রেডার্স, পেডিপ্রোয়ার্স, মধ্যচাষী, সাধারণ চাষী এরা বর্তমানে বাজারে যে দাম চলছে তাতে তাদের কতটুকু রেহাই দিতে পারবেন তার স্পষ্ট জবাব চাই। এই যে নিম্নতম দর বেঁধে দিলেন তাদের এদের যে দেনা আছে বর্তমানে যে আর্থিক অবস্থা তাতে এই দাম তারা দিতে পারবে কিনা এবং আগামী বছরে তারা বাঁচতে পারবে কিনা এবং উৎপাদনের দিকে আরও নজর দিতে পারবে কিনা এ সম্বন্ধে আপনাদের মনোভাব কি আছে সেটার জবাব চাই। যা দেখছি তার কোন গ্যারান্টি নাই বরং উল্টো দিকে মানুষের মনে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। কাজেই সেদিক থেকে নতুন করে বিশেষ করে এই সর্বনিম্ন দর এবং সর্বোচ্চ দর বাধার দায়িত্ব সরকারের নেবার ব্যবস্থা যদি না করা যায়, তাহলে এই বিলের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যবিত্ত মানুষের বাঁচার কোন ব্যবস্থা হবে বলে মনে করি না।

[5-40—5-50 p.m.]

Sjkta. Manikuntala Sen:

স্যার, আমরা এতদিন জানতাম যে বাংলাদেশ সুজলা সুফলা। এখন আমাদের খাদ্যমন্ত্রী নতুন করে আমাদের শেখাচ্ছেন যে বাংলাদেশ অজন্মা। এখানে ধান-চাল, ডাল-তেল, মায় আলু পর্যন্ত ঘাটতি। এবং সমস্তই বাইরে থেকে আনতে হয়। এগুলি জানছি নতুন করে। আগে জানতাম না যে বাংলাদেশ এত অজন্মা। অবশ্য বলতে পারেন, এসব জিনিস পাকিস্তান থেকে আসত, সুতরাং পাকিস্তান হবার পর এগুলির ঘাটতি পড়ছে। পাকিস্তান হবার দশ বছর পরও যদি সে ঘাটতি পূরণ না হয়ে থাকে তাহলে কি আরও যত বৎসর যেতে থাকবে ততই কি ঘাটতি হবে? সুতরাং প্রশ্ন জাগে, এ ঘাটতি দূর করা হচ্ছে না কেন? কৃত্রিম দুর্ভিক্ষের বেলায় দেখেছি এখানে যখন তার সূচনাতেই আমরা যথেষ্ট চিৎকার করতে থাকি তখন ওঁরা বলে থাকেন যে কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ ঠেকানো হবে। কিন্তু সেই কৃত্রিম দুর্ভিক্ষের ব্যাপারে আমরা ১৯৫০ সালে, ১৯৫৫ সালে এবং ১৯৫৭ সালেও দেখেছি নতুন ধান ওঠবার পর চালের দাম বাড়তে সুরু করে এবং বাড়তে বাড়তে গিয়ে শেষ সীমায় সাধারণ লোকের ক্রয়ক্ষমতার ঊর্ধ্বে গিয়ে ঠেকে। আমরা প্রত্যেক বার দেখেছি অসাধু ক্রেতারা ফড়িয়ারা প্রচুর চাল কিনে মজুত করে রাখে এবং তার ফলে সরকার শেষ পর্যন্ত রেশনের দোকান চালাতে পারেন না, আমাদের সস্তা দামে চাল দিতে পারেন না।

এবার হঠাৎ অর্ডিন্যান্স দেখে ভাবলাম বোধ হয় সরকারের সুমতি হয়েছে, এবার একটা দর বাঁধবার চেষ্টা করছেন, এবার দুর্ভিক্ষের রিপিটেশন হবে না। কিন্তু অর্ডিন্যান্স আরম্ভ হবার পরই বোঝা গেল—যে আশা করেছিলাম তা নয়। এই যে কাটকাবাজী যার সঙ্গে আমাদের সরকারের মিতালীর পরিচয় রয়েছে সরকারের যে অর্ডিন্যান্স এবং এই যে বিল যা উপস্থিত করা হয়েছে সেটার কাটকাবাজীর সুযোগ রয়েছে। কারণ এই বিলে যে কাটকাবাজের সুবিধা করে দিচ্ছেন তা প্রত্যক্ষ দেখা যাচ্ছে। অর্ডিন্যান্স জারি হবার সঙ্গেসঙ্গেই তার প্রতিক্রিয়া সুরু হয়েছে। এবং এই বিল আসার সঙ্গে সঙ্গেই ধান-চাল কেনা-বেচায় যে দাম ছিল তা বেড়ে গেছে। ওদিকে কৃষকদের উপর চাপ পড়ছে। এবং প্রেসায় দেওয়া হচ্ছে ঐ দামে ধান-চাল আর তাঁরা কিনছেন না। কেনা-বেচা গ্রামাঞ্চলে বন্ধ হয়ে গেছে—এই সংবাদপত্রের সংবাদ অর্থাৎ তাঁরা আরও চাপ দিচ্ছেন যে দাম সরকার ম্যাক্সিমাম প্রাইস বলে বেঁধে দিয়েছেন, ফড়িয়ারা, সেটা আরও কম দামে

কেনার জন্য চাপ দিচ্ছে। তাই দেখা যাচ্ছে কিছুই টিকবে না। এরা বলেন যে এই কেনা-বেচার দাম ঠিক থাকবে না। ধানের দাম ঠিক থাকবে না এবং শেষ পর্যন্ত তাদের জন্য চাল যে দামে পাওয়া যাচ্ছে তা ঠিক থাকবে না। তার কারণ সরকারের হাতে কিছু থাকবে না। প্রতি বছর এই ঘটনা ঘটে, সরকারের হাতে কিছু থাকে না, যে কারণে তাঁরা বাজারের দাম কিছুতেই রাখতে পারেন না। সেই কারণে এবারেও সরকারের মূল্য নির্ধারণের তারিখে হয়ত দেখা যাবে যে যেসমস্ত দোকানী বা ফড়িয়া বা ডিলার—এরা খাতা বাহিরে ঠিক রাখবে, যেটা সরকারকে দেখাতে হবে, কিন্তু তার বাহিরে কেনাবেচা বেশি করবে, অর্থাৎ সমস্ত জিনিস শেষ পর্যন্ত ব্ল্যাকমার্কেটে যাবে, এবং তখন সেটা নার্মাল মার্কেট হয়ে যাবে। এই যে মূল্য নির্ধারণ করছেন তারও সেই অবস্থা হবে। যেহেতু তাঁরা সর্বনিম্ন দর ঠিক করেছেন, এবং যেহেতু তাঁরা সেটা এনফোর্স করবেন না। তার কারণ কি? বেশ বোঝা যায় এটা কোন একটা উদ্দেশ্য ছাড়া হতে পারে না। হঠাৎ না জেনে তাঁরা দর ঠিক করেছেন, আর তার পরে দর ভায়লেট করা হবে—এটা জেনেশুনে চমৎকার চালাকি ছাড়া আর কিছুই নয়। এর দ্বারা মুনাফাখোরেরা আরও বেশি মুনাফা খেতে পারবে। কাজেই এই অর্ডিন্যান্স বা বিল থেকে উল্লাসিত হওয়ার কিছু নাই। কারণ, এঁদের হাত থেকে সত্যসত্যই কোন ভাল জিনিস আনতে পারে না। সকলেই জানেন এই ধরণের একটা ভিশাস সার্কেলের এর মধ্যে আমাদের ফেলে দেওয়া হয়েছে এবং সেই ভিশাস সার্কেলের মধ্যে আমাদের সকলকে ভুগতে হচ্ছে একথা কে না জানেন? এই যে সমস্ত ফাটকাবাজারী এদের সঙ্গে এই সরকারের যে সম্পর্ক তা অজানা না। খাদ্যমন্ত্রী নিজেই বলুন কেন এই ধরনের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। যেসমস্ত লেনদেন এই সমস্ত [illegible] হয়েছে, সেই সমস্ত লেন-দেনের হিসাবপত্র এখানে উপস্থিত করা হউক। আমরা জানতে চাই চৌরঙ্গীর কংগ্রেস ভবন এবং ঐ কংগ্রেস ভবনের জমি তার দাম কত? এবং তার বিনিময়ে ক লক্ষ টন চাল কেনবার তারা পারমিট পেয়েছে? আমরা জানি এই সমস্ত কারণেই এসব হয়। এবং এই কারণেই ১৯৫০ সাল থেকে এসব ঘটছে। তাই দেখি চালের ব্যবসা অনেক বড় বড় কারবারীরা করছে। চালের ব্যবসা আগে যারা করত না তারা আজ চালের ব্যবসা করতে নেমেছে। যারা অসদ্ব্যবসায়ী আগে তারা হয়ত তেমন প্রশ্রয় পেত না, কিন্তু আজ চোরাকারবারে যদি মন্ত্রীর সহযোগিতা চলে তাহলে অনেকেই অনেক কিছুর ব্যবসা করতে নামবে। এবং চোরাকারবার যাতে যেমনখুশি আইনসঙ্গত-ভাবে করতে পারে তারি ব্যবস্থা এই আইনের মারফত করা হচ্ছে। এই সমস্ত অসদুদ্দেশ্য এঁদের মধ্যে আছে বলেই ভিতরে ভিতরে অত্যাচার অনাচার আছে বলেই প্রতি বৎসর এই জিনিস ঘটে, এবং সমস্ত দায়দায়িত্বের বোঝা এঁরা চাপিয়ে দেন জনসাধারণের উপর। আমরা মায়েদের একটা ডেপুটেশন নিয়ে গিয়েছিলাম মহিলাদের তরফ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যে মায়েদের রেশন কার্ডে চালের পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া হোক। যাতে তারা তাদের ছেলেদের মুখে দুটো ভাত দিতে পারে। মুখ্যমন্ত্রী বললেন—তোমাদের কত পয়সা সিনেমাতে নষ্ট হয়, গায়ে লাগে না, এটা তোমাদের মানসিক ব্যাপার। এই কথা তিনি যে আমাদের বললেন কোন দেশের শক্তিমান পুরুষ কোন দেশের মুখ্যমন্ত্রী কখন একথা বলতে পারেন? যখন নীতি থেকে ডিগ্রেড করে তা ছাড়া এরকম কথা কেউ বলতে পারে? যখন তাদের মধ্যে কোন অনাচার থাকে তখনই মাত্র বলতে পারে। তা ছাড়া বলতে পারে না—যখন মায়েরা বলছে রেশন কার্ডে চালের পরিমাণ কিছু বাড়িয়ে দিতে তখন কি কোন দেশের মুখ্যমন্ত্রী বলতে পারেন—তিনবার করে ছেলেদের ভাত খাওয়াবে কেন? কলা খাওয়াতে পারো না? যখন এই সমস্ত কথা বলে জনসাধারণের ঘাড়ে দোষ চাপান—আমরা বেশি খাই, তখন এই ধরনের বিল আনতে দেখলে আমরা বুঝতে পারি কোন রকম দর বাঁধার সাধু উদ্দেশ্য নিয়ে এটা করা হয় নাই। এই শুধু একটা পাবলিককে চোখ ঠারানো আইওয়াশ ছাড়া এই বিলের পিছনে আর কিছু নেই, এর দ্বারা কোন মূল্য নিয়ন্ত্রণ হবে না—এটা আমরা বেশ জানি।

[5-50—6 p.m.]

Sj. Tarapada C[illegible]:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজকে এই খাদ্যনীতি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হচ্ছে। আমি এখানে সদস্যদের প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করব ফুড গ্রেনস এনকোয়ারি কমিটির রিপোর্টের উপর। তার কারণ সেখানে অনেক কিছু বিচার বিবেচনা করে এই নীতি নির্ধারণের

জন্য পন্থা ঠিক করা হয়েছে এবং প্রথম কনক্লুশান তাঁরা যে একটা বড় কথা বলেছেন সেটাই আমি প্রথমে উত্থাপন করব। সেটা হচ্ছে এই

"The gravity of the situation demands consideration of the problem above regional and party considerations."

আমি আজকে বলতে চাই যে কংগ্রেস হোক, কমুনিস্ট হোক, হিন্দু মহাসভা হোক, পি এস পি, হোক, কিন্তু এটা সত্যি কথা যে খাদ্যসমস্যা দেশের একটা গুরুতর সমস্যা। সুতরাং এইসব আলোচনা করার সময় অন্তত আমরা যেন দেশের লোকের কাছে এই পরিচয় দিই যে আমরা তার ঊর্ধ্বে আছি। আজকে মস্ত বড় একটা প্রশ্ন এসেছে যে সত্যিকারের এই সমস্যা কোনদিন সমাধান হতে পারবে কিনা? তবে সারা ভারতবর্ষের সমস্ত লোক যদি আজকে নিজেদের মধ্যে ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে এই ন্যাশনাল ক্রাইসিস সলভ করার জন্য একটা ন্যাশনাল এ্যাক্ট করে এবং তার মধ্যে যদি কিছুমাত্র খেদ না থাকে তাহলে এই সমস্যার সমাধান হতে পারে। আজকে আমি এই কথা আপনাদের কাছে নিবেদন করছি যে আমরা সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এই সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করব। আজকে গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে আমাদের সামনে একটা স্টেটমেন্ট দেওয়া হয়েছে এবং তাতে দর বাঁধা হয়েছে। আজ ১৯৫৮ সালের প্রথমেই আমরা দেখছি যে সারা ভারতবর্ষে সামান্য কিছু যে ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে এগ্রিকালচারাল আউটপুটের তাতে কতকগুলি ক্রাইসিস চলে আসছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আমরা বলেছিলাম যে ৭২ লক্ষ বেল পাট আমরা করব এর মধ্যে ৪৬ লক্ষ, কেউ বলেন ৬২ লক্ষো আমরা পৌঁছেছি। কিন্তু আজ এতে একটা বড় ক্রাইসিস হয়েছে। আমি যে অঞ্চলে থাকি সেখানে আজকে ১৪ টাকা দরে পাট বিক্রি হচ্ছে এবং সেই পাট তৈরি করতে তাদের ২৬ থেকে ৩০ টাকা খরচ হচ্ছে। আমরা সকলেই জানি যে এক মণ পাটের প্যারিটি ছিল ২ মণ এ ছাড়া পাওয়া যায় না কিন্তু আজ পাট চাষী কি করে খাবার কিনবে এটাই একটা মস্ত বড় সমস্যা। আর একটা জিনিস আপনারা দেখেছেন যে লোকসভায় সুগার কেন, চিনি এবং তেলের উচ্চ মূল্য নিয়ে বিতর্ক হয়ে গেছে। সেখানে সুগার কেনকে প্রবলেম করে যে আলোচনা হয়েছিল—কংগ্রেস সদস্যও এতে জয়েন করেছিলেন—তাতে অনেক সদস্যই বলেছিলেন যে এক টাকা বার আনা দর কেন হবে না? আমি কয়েকদিন যাবৎ চিন্তা করছিলাম যে দর বাড়ান কি সম্ভবপর নয়, তখন একটা কারণ আমি খুঁজে বের করলাম। অর্থাৎ ন্যাশনাল ডেভালপমেন্ট কাউন্সিল কিছুদিন পূর্বে দরের সম্বন্ধে বলেছেন প্ল্যান ডিসকাসান করতে একটা সমতা করতে হবে বিটুইন দি প্রাইস এ্যান্ড প্ল্যান। সেই প্রাইস এ্যান্ড দি প্ল্যান, যদি প্রাইস নির্ধারণ করতে হয় তাহলে দেশে আন্ডারফেড লোক যার ৬০ পার সেন্ট এর কস্ট অফ লিভিং হচ্ছে ওয়ান-ফোর্থ সেখানে আজ যদি ফুডের সমস্যার সমাধান করতে হয়, ফুডের দরের উপর সমস্ত কস্ট স্ট্রাকচার অফ দি কান্ট্রি তাহলে আজকে [illegible] দিকে দেখব, প্রোডিউসারদের ইন্টারেস্ট দেখব এবং সঙ্গে সঙ্গে দেখতে হবে—

maintenance of the cost structure of the economy of the country.

সেটা যদি আজকে না দেখেন তাহলে আপনারা যে প্ল্যানের মাধ্যমে চলেছেন, যে অগ্রগতির পথে চলেছেন, সে এগ্রিকালচারাল এ্যাচিভমেন্ট [illegible] পথে চলেছেন দেশের উন্নতি করতে হবে বলে এবং অন্যান্য যেসব সেক্টরে আপনারা হাত দিয়েছেন, ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের যেসব বড় বড় পরিকল্পনা করেছেন তা সব ব্যাকেন্ড হবে। আমাদের ডেফিসিট ফাইনান্সিং সোয়া ৮০ কোটি টাকা হয়ে গেছে গত তিন বছরে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আর কত চান ডেফিসিট ফাইনান্সিং? আজ বড় বড় ইকনমিস্টরা বলছেন যে এটা কমতে পারে যদি আজকে খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করে খাদ্যের দাম কমানো যায়। অবশ্য আমি বলি না যে এমনভাবে খাদ্যের দাম কমিয়ে দিন যাতে খাদ্যের উৎপাদন ব্যাহত হয়। সেই পলিসি যদি হয় তাহলে খাদ্য সমস্যার সমাধান কোনদিনই হবে না। কাজেই একটা জিনিস আমি আপনাদের বলবো যে সেদিক থেকে

reasonable maintenance of the cost structure of the economy of the country.

এও একটা দিক আছে—যেমন দেখতে হবে কনজিউমার্স ইন্টারেস্ট, প্রডিউসার্স ইন্টারেস্ট। এই দিকে সরকার থেকে যে দর বাঁধা হয়েছে তাতে দেখা যায় প্রডিউসারদের দর বেঁধে দিয়েছেন হোলসেলারদের দর বেঁধে দিয়েছেন, [illegible] দর বেঁধে দিয়েছেন এবং রিজিয়ান ৪টা ভাগ করে দর বেঁধেছেন। এখন যদি কাটোয়া থেকে হোলসেল রেটে চাল কেনা হয়, কলকাতায় যদি

মনে করুন যে নর্মাল ট্রেড চ্যানেলের দ্বারা দিয়ে কারবার চালাতে হবে এবং সেটা রেগুলেট করতে হবে তাহলে কি হবে? এই নর্মাল ট্রেড চ্যানেল তাকে আমরা রেগুলেট করব, তাকে কন্ট্রোল করব এবং আর একটা জিনিস করবো যে যখন সত্যিকারের রেগুলেট করার অসুবিধা দেখছি আমরা তখন একটা রিজার্ভ স্টক রাখবো বাফার স্টক, [illegible] সেটাকে আমরা বাজারে ছাড়বো। যদি আমরা বুঝি দর পড়ে যাচ্ছে তাহলে তখন প্রকিওর করবো একটা মার্কেট রেট ফিক্স করে এবং প্রকিওর করে মিনিমাম প্রাইস যাতে চাষী পায় তার ব্যবস্থা করবো। সেদিক থেকে যে পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে তাতে দেখতে পাচ্ছি যে এটা যদি কার্যকরী হয় তাহলে ফুড র‍্যাকেটিয়ারিং বন্ধ হবে, [illegible] উইল বি চেকড। কিন্তু এর ইমপ্লিমেন্টেসনের উপর সব জিনিস নির্ভর করছে—ইজ দেয়ার এনি মেসিনারী, ইজ দেয়ার এনি অরগানাইজেশন? আজকে সেজন্য আমি বলবো যে ৫০ নয়া পয়সা দেওয়া হয়েছে—

difference between wholesale price at Katwa and wholesale price at Calcutta. maximum and minimum price isolation from the entire country

আমার অঞ্চলের কোন চাল আসতে পারে না, কোন ব্যবসাদার বিশেষতঃ আজকের দিনে এই মুনাফা পেয়ে সমস্ত খরচ খরচা দিয়ে সেখানে গিয়ে কাজ করতে যাবে না। তার মধ্যে খরচ করে খুব জোর তার দুই আনা তিন আনা কি চার আনা থাকে। তাহলে কি হবে? যদি আজকে সেখানে রাইস মিলে ২৫ পার্সেন্ট ঠিক হয় তাহলে হু উইল পার্চেজ এ্যাট দ্যাট রেট? সেটা আমরা জানতে চাই। সেখানে দেখা যাচ্ছে মাত্র ৫০ নয়া পয়সার ডিফারেন্স, সেই ডিফারেন্স যদি কিনতে না পারে তাহলে কি হবে আজকে দুটো জিনিস হবে একটা জিনিস হবে এই প্রাইস পলিসিকে টোটালি এনফোর্স করা আর যদি না হয় তাহলে আরেকটা পলিসি থাকতে পারে সেটা হচ্ছে যে সত্যিকারের একটা পলিসি ফলো করা। যে পলিসির ফলে দর খুব উঠে যাবে না কিন্তু দর খুব কমে যাবে না। সেইজন্য আমি বলতে চাই যদি আপনারা টোটালি এনফোর্স করতে চান তাহলে পরে মেশিনারীটা অত্যন্ত স্ট্রেংদেন করতে হবে। আমাদের ১০০০ মাইল বর্ডার আছে পাকিস্তানের সেটাকে প্লাগিং করতে হবে। তার পরে বিহারে যদিও বাম্পার ক্রপ হয়েছে। সেইজন্য আমি অনুরোধ জানাব যে এই বর্ডার পাকিস্তানের এবং বিহারের একে গার্ডিং করবার জন্য। এই ব্যবস্থা না করলে আর যে ব্যবস্থাই আমরা গ্রহণ করি না কেন সব বানচাল হয়ে যাবে। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, আজ অনেক ব্যবসাদার এর মধ্যে বলতে আরম্ভ করেছেন যে আমরা এই মুনাফার চাল কিনব না। এটা অনেকটা সত্য কথা। আমি খাদ্যমন্ত্রীকে পক্ষপাত দুষ্ট বলব। সেটা হচ্ছে শিল্পাঞ্চল লোককে আজকে যে দরে চাল খাওয়াতে চাচ্ছেন ১৮-১৯ টাকায় আমার মনে হয় তিনি যেন একটু বেশি তাদের প্রতি দরদী হয়ে পড়েছেন। এর কারণ হয়ত শিল্পাঞ্চলের লোকেরা তারা অনেক সংবদ্ধ তারা ডেমনস্ট্রেশন করতে পারে, নানা ধরনের চীৎকার এবং স্লোগান তুলতে পারে। এবং তার জন্যই বোধহয় সরকার ভয় পায়। আমি বলব যারা সারপ্লাস জেলার লোক আজ তাদের দিকে তিনি কতটা নজর দিয়েছেন, সেটা আমি তাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই। আজকে কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার আমি পড়লাম—তারা বলেছেন ১২-১৩ টাকার কম যদি চাষীকে দেওয়া হয় তাহলে চাষী বাঁচবে না। আজকে ব্যবসাদারদের স্টেটমেন্ট পড়লাম, তারাও চেয়েছেন ১২-১৩ টাকা ধানের দর কর, ২৩ টাকা দুই আনা চালের দর কর। যদি তেইশ টাকা দুই আনা দরের চাল শিল্পাঞ্চলের লোক খেতে চায় তাহলে আমি বলব কেন এতে খাদ্যমন্ত্রীর আপত্তি হয়? কেন সরকারের আপত্তি হয়? আমি আজকে কংগ্রেস বেঞ্চ থেকে এই কথা বলব এ কথা আমি পার্টি মিটিংএ তুলতে চাই। আজকে ৫৭ পার সেন্ট এগ্রিকালচারাল পপুলেশন অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল এবং তার মধ্যে তিন একরের নীচের জমি হচ্ছে ৫৭ পার সেন্টএর মধ্যে হাফ। আর ৫ একরের নিচে জমি তারা হচ্ছে ৭০ পারসেন্ট। আমি ১৫ বিঘার জমির খতিয়ান করে দেখেছি এবং ১ বিঘার জমিরও খতিয়ান করে দেখেছি। আমি এখানে চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি যেকোন [illegible] ইকনোমিস্ট আসুক আর স্ট্যাটিসটিসিয়ান আসুক আমি প্রমাণ করে দেব যে এই চাষীদের এই বছরে দর দিলে প্রত্যেক চাষী অন্ততঃ যারা ১ বিঘা জমির চাষ করে তাদের ৪০০ থেকে ৪৫০ এবং যারা ১৫ বিঘা জমি চাষ করে তাদের ৬০০ থেকে ৭০০ টাকা ডেফিসিট হবে। আপনি হয়ত বলতে পারেন দুই টাকা বড় বাড়িয়ে দিলেই বা কি এমন বেশি হত সেখানে আমি বলতে চাই যে আমরা এমন একটা ইকোনমিকসের মধ্যে আছি যেখানে কনজিউমার ধুজন তার কোন সেনসিটিভ অফ

[illegible] তার ধানের দাম, তার সারের দাম, তার মজুরের দাম, [illegible] ম, হাল লাঙ্গলের দাম চিন্তা করেছেন কি? যদি চিন্তা করতেন তাহলে আমি ভাবতাম যে আমার সরকার ঐ ডেফিসিট [illegible]কে খাওয়াতে চান তার জন্য সেক্রিফাইস করবে কে আমি না আমাদের চাষী? এটাই হচ্ছে আমার প্রশ্ন। সেইজন্য বলছি তাদের [illegible] করুন। আমি একটা কথা চিন্তা করি যে মেক্সিমাম বা মিনিমাম বাধার অধিকারী কি আমার সরকার এবং এটা কি আইসোলেশনএ বাঁধা যায়? আইসোলেশনএ বাঁধতে পারা সম্ভব নয়। আজকে উড়িষ্যার সাড়ে পনের টাকা চালের দর বাঁধা হয়েছে সেই চাল কিনে এনে আমরা খাব। আজকে সেই জন্য সারা ভারতবর্ষে যে প্রাইস কন্ট্রোলএর ব্যবস্থা হয়েছে একে আমি খাদ্য কন্ট্রোল বলব অর্থাৎ কন্ট্রোল অব ফুড গ্রেইন হয়েছে তার জন্য একটা কন্ট্রোল পলিসি নির্ধারিত করতে হবে। অনেক সময় আমরা দেখেছি যেমন ফাইনেন্সএর বেলায় কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নানা রকমের অসুবিধা ঘটিয়েছে। আজকে ম্যাক্সিমাম অ্যান্ড মিনিমাম প্রাইস আইসোলেসান ফ্রম দি এনটায়ার কান্ট্রি ভারত সরকার বাঁধতে পারে। আজকে মেক্সিমাম বা মিনিমাম প্রাইস রাজ্যসরকার বাধতে পারেন না। কেন্দ্রীয় সরকারের মুখাপেক্ষী থাকতে হয়। সে কথা প্রফুল্লবাবু বলেছেন এত চাল, এত তেল, এত গম, এত ডাল এত চিনি আমাদের বাইরে থেকে এনে খেতে হয়। সুতরাং এই সব জিনিস যারা উৎপন্ন করে তারা বলবে আমাদের এই দর চাই। সেই জন্য আমাদের একটা মিউচুয়ালি সেটেল করে ঠিক করতে হচ্ছে। এবং ফুড গ্রেইন্স এনকোয়ারি কমিটি এবারে বলেছেন যে তোমরা কোর্স প্যাডির দাম বাধতে পার ৯ টাকা ২৫ পয়সা থেকে ১১ টাকা পর্যন্ত। আমার মনে হয় কেন্দ্রীয় সরকার যে সাজেশন দিয়েছেন তারই মধ্যে দাম বাধবার চেষ্টা হয়েছে। আমি আজকে উদ্বৃত্ত অঞ্চলের কথা বলছি যাদের উপর ভার রয়েছে শিল্পাঞ্চলের লোকদের খাওয়ান তাদের ব্যাপারে আমি বলতে পারি এরা যে রেট বেধেছেন তা হয়ত সম্ভব হবে না। সেইজন্য আমি একটা এমেন্ডমেন্ট এনেছি যদি সম্ভব হয় গ্রহণ করতে পারেন। যে আমাদের যেখানে উদ্বৃত্ত চাল হয় সেখানে মিডিয়াম বলে কোন চাল নাই। সেইজন্য বলছি মিডিয়াম রাখবেন না। সুপারফাইন, ফাইন, এবং কোর্স এইটা রাখুন। আজকে যদি এই মিডিয়ামটা যদি ফাইনএ রাখেন এবং তা যদি ১১ টাকা দর দেওয়া হয় এবং যদি গাড়ী ভাড়া তারা পায় তাহলে তাদের ১২ টাকা সাড়ে বার টাকা গিয়ে তাদের পড়ছে। এতে সরকারের লোকসান হবে তা নয় এবং চাষীরাও বাঁচবে।

[6—6-10 p.m.]

আমার মত সামান্য লোকের সরকারের কাছে এখানে কিছু নিবেদন করবার আছে। আমি বলব তাঁরা যেন মিডিয়াম রাইসটাকে ফাইন বলে গণ্য করে সেটাকে ফাইনের দাম দেন। এইটে আমার নিবেদন। তার পর এখানে আর একটা মস্ত বড় প্রশ্ন এসেছে যে এখানে কেন মিনিমাম প্রাইস বাঁধা হয় নি। আমার মনে হয় মিনিমাম প্রাইস বাঁধতে গেলে সরকারের একটা বাধ্যবাধকতার মধ্যে আসতে হয় এবং সেটা হল কমিটমেন্ট। কি কমিটমেন্ট না আজ যদি সব ব্যবসাদার মিলে বলে—আমাদের লাভ নেই, আমরা ধান-চাল কিনব না এবং বাজার হু হু করে পড়ে যেতে থাকে তখন গভর্নমেন্টের যদি কমিটমেন্ট থাকে তাহলে গভর্নমেন্ট সেখানে কিনতে বাধ্য হবে এবং সেক্ষেত্রে তাঁদের প্রত্যেক জায়গায় গ্রামে গ্রামে অর্গানাইজেশন সেট আপ করতে হবে। ডি পি এজেন্ট [illegible] করুন বা আর কোন নিজেদের সংস্থা দিয়ে করুন এইরকম একটা ব্যবস্থা তাদের করতে হবে। আমার মনে হয় সরকার সেটা সম্ভবপর নয় ভাবছেন—তাই ভয় করছেন। আমি বলতে চাই আমার [illegible] যে রিপোর্ট আমার কাছে আছে তা থেকে বলছি যে চাষী ধান [illegible] না, [illegible] ঘরে ধান ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ব্যবসাদাররা ধান কিনছে না—তারা [illegible] এই [illegible] হবে না। [illegible] যে দর দেওয়া হয়েছে তাতে চাল [illegible] হবে না। [illegible] জানি না এইভাবে হয়ত তারা [illegible] আজ পর্যন্ত যে-কোন ব্যবসাদারকে জিজ্ঞাসা করুন—[illegible] সবাই, [illegible] একটা [illegible] হোক তারপর সব ঠিক হবে। [illegible] এই [illegible] থাকেন। এখানে একটা জিনিস আমি বলব—সেটা হচ্ছে [illegible] দি [illegible] প্রাইস অর্থাৎ সরকার তো রেট ঠিক করে দিলেন আবার যে-কোন মুহূর্তে [illegible] যে-কোন ব্যবসাদারের মাল আটক যেন করতে পারেন। এই হলে সেদিন [illegible] এই নীতিকে [illegible] করতে হবে,

ডিপারসাল একে পারস্যু করতে হবে। আজকে সব জায়গা থেকে, সংবাদপত্রগুলি থেকে যেমন হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড স্টেটম্যান, অমৃতবাজার পত্রিকা, যুগান্তর—সকলেই এই নীতিকে মরালী স্বাগত জানিয়েছেন। একথা তাঁরা বার বার বলেছেন যে মেশিনারী যেন ডিপারস হয় এবং এবং পলিসি যেন ঠিকমত পারস্যুড হয়। আমি শেষ এই কথা জানাতে চাই যে গভর্নমেন্ট যখন পলিসি করেছেন সেখানে

no flinching from the policy. Pursue it to its logical conclusion to the extreme.

দেখা যাক কি পরিণতি আসে। অল্পদিন আগে আমাদের এখানে ডিকন্ট্রোল ছিল, তারপর ট্রানজিশনাল পিরিয়ডে খুব তাড়াতাড়ি করে একটা অরগানাইজেশন সেট আপ করবার চেষ্টা করেছিলেন। আমার এখানে সন্দেহ আছে—আমার খবরও আছে তাড়াতাড়ি তাঁরা যে একটা ফুল-ফ্লেজড মেশিনারী তৈরী করে ফেলেছেন অন্ততঃ আমার তা ধারণা নয়। কিন্তু ধান আসতে আরম্ভ করেছে, ধান কিনতে হবে—চালের দাম ঠিক রাখতে হবে। এই মেশিনারী এখুনি বাজারে ছাড়া দরকার হয়ে পড়েছে। যদি তা না করা হয় তাহলে তৌনিমেনি করে দশ পনের দিন কৃষক থাকতে পারবে—তার পর তাকে বাজারে ধান আনতেই হবে। সেখানে যখন ফ্লোর প্রাইস বাঁধা নেই, ব্যবসাদার চেষ্টা করবে কত কম দামে ধান সে কিনতে পারে এবং এই ফ্লোর প্রাইস নেই তখন চাপ পড়বে গরীব চাষীর উপর এবং সেজন্যে আমি সরকারকে সতর্ক হতে বলছি। আজকে [illegible] দিকে যদি তাকান যায় তাহলে চাষী আবার আন্দোলন শুরু করবেন আমরাও তাদের সঙ্গে আন্দোলন করতে এগিয়ে যাব। আমি তাই সরকারের কাছে বিশেষ করে অনুরোধ করব যে এটা খুব জরুরী জিনিস, সুতরাং এগার টাকা দরে যদি সম্ভব হয় তাহলে আজকেই তারা সেটা পারচেজ করবার ব্যবস্থা করুন।

[6-10—6-20 p.m.]

Sj. Dasarathi Tah:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, যে বিলটি এখানে এসেছে সে বিলটির নাম খুব ভাল। আমার বন্ধুরা একথা বলে গিয়েছেন এবং আমি তাঁদের সঙ্গে এবিষয়ে একমত। স্নেহার্ত দম্পতি যেমন তাদের চক্ষুহীন সন্তানের নাম রাখেন পদ্মলোচন এখানেও ঠিক সেই ধরনের ব্যাপার হয়েছে। এই বিলটি বর্তমানে যে আকারে এখানে এসেছে তাকে যদি মেরামত করে নিয়ে তবে কার্যকরী করা না হয় তাহলে এই বিলের নাম হওয়া উচিত দি ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রফিটিয়ারিং বিল। আমি আশা করি মন্ত্রী মহাশয় বহুবার ধাক্কা খেয়েছেন, বেইজ্জৎ হয়েছেন......

Mr. Speaker:

একটা কথা আমি এখানে বলে দিতে চাই। আপনারা বিরোধী দল থেকে অনেকে মিনিমাম প্রাইস বেঁধে দিতে বলেছেন। আমি তার যৌক্তিকতার দিক থেকে বিন্দুমাত্র বাস্ত নই, কিন্তু অনেক সদস্যের চোখে পড়ে নি যে একটা এমেন্ডমেন্ট দেওয়া হয়েছে সরকারপক্ষ থেকে মিনিমাম প্রাইস বেঁধে দেওয়ার জন্যে। এটা বোধ হয় তারাপদবাবুর চোখে পড়েনি।

Sj. Dasarathi Tah:

আমি দেখেছি, সেটা খুব সন্তোষজনক হয় নি।

Mr. Speaker: The credit goes to you entirely Tarapada Babu having seen the amendment should not have taken so much time.

Sj. Siddhartha Shankar Roy:

এই এমেন্ডমেন্ট এসেছে এন্টি-প্রফিটিয়ারিং বিলে, কিন্তু চালের দাম নির্দিষ্ট হয়েছে এসেন্সিয়াল কমোডিটিজ এ্যাক্ট অনুসারে।

Mr. Speaker:

আপনি জিনিসটা বুঝতে পারেন নি, কাজেই এইরকম কথা বলছেন।

Sj. Siddhartha Shankar Roy:

যে এমেন্ডমেন্ট আমরা এইমাত্র পেয়েছি সেটা হল ক্লজ ৩ এন্টি-প্রফিটিয়ারিং বিলএ, এসেন্সিয়াল কমোডিটিজ এ্যাক্টএ নয়। সুতরাং তারাপদবাবু কোন ভুল করেন নি।

Mr. Speaker:

আপনার ডিসিসন আমি নিচ্ছি না। মাই ডিসিসন উইল প্রিভেইল হিয়ার।

Sj. Dasarathi Tah:

এই বিলের প্রথম পর্যায়ে বিরোধীপক্ষ থেকে যা কামনা করেছে সরকারপক্ষও তা পরিষ্কার-ভাবে সমর্থন করে গিয়েছেন। সেজন্যে আশা করছি যে বর্তমানে বিলের যে আকার রয়েছে অর্থাৎ প্রফিটিয়ারিং বিল সেটা যেন সত্যিকার এন্টি-প্রফিটিয়ারিং বিলএ পরিণত হয়। আমাদের দুর্ভাগ্য আমাদের খাদ্যমন্ত্রীর হাতে যত কিছুই ভাল জিনিস দিন না কেন সব খারাপ হয়ে যায়। ইচ্ছাকৃতই হোক আর ভুল করেই হোক অপারেশনের ছুরি যদি তার হাতে দেওয়া হয় তিনি সেটা ভুল করে গলায় বসিয়ে দেবেন। সেজন্যে এই বিল যদি ঠিকভাবে রচনা করে শেষ মুহূর্তে তিনি সব ঠিকঠাক করে নেন—কারণ ওস্তাদের মার শেষ রাত্রে—তাই যদি করেন তাহলে আমরা খুব খুশি হব।

অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি তো আমাকে পাঁচ মিনিট সময় দেবেন, এদিকে চাষীর যে পঞ্চত্বপ্রাপ্তি হয়ে গেল। আমার বন্ধুবর শ্রীআনন্দগোপাল মুখার্জী বলেছেন বিরোধীপক্ষ বিল সম্পর্কে কিছুই বলছেন না কেবলই বলছেন ধান, আর চাল। কিন্তু দেখলাম শেষ পর্যন্ত তিনিও ওই ধান-চাল সম্বন্ধে বলছেন।

একটা কথা আমাদের পরিষ্কার জানা উচিত। আমরা যেন এই হাউসে সকলে মনে করেই ফেলেছি যে এ বৎসর প্রচুর ধান হয়েছে পশ্চিম বাংলায়। আমি কিন্তু ধান্যচাষী হিসাবে মোটেই একমত নই। আমাদের বর্ধমান জেলার কথাই আগে বলি। কংগ্রেসপক্ষ থেকে যে দুজন বক্তৃতা করলেন তাঁরা দুজনই বর্ধমানের অধিবাসী। বর্ধমান জেলার অর্ধেক জমিতে ভাল ধান হয় নি। আমার এলাকা দক্ষিণ দামোদর রায়না অঞ্চল এবং খাদ্যমন্ত্রী মহাশয়ের অঞ্চলও আমি ঘুরে এলাম, সেখানে যা দেখি তিন মাসের বেশি খোরাকী হবে না। তারা দূর থেকে সবুজে বন ঘন দেখছেন। কিন্তু আমি হিসাব করে দেখছি তিন মাসের খোরাকীও হবে না। সেখানে শেষ মুহূর্তে এক পশলা বৃষ্টির ধানও ঠিকমত হয় নি, আগ্রা হয়েছে অর্থাৎ তার ভিতর শস্য নাই এবং কোন কোন ক্ষেত্রে টাকার অঙ্কে ছয় আনা জড়া হয়েছে অর্থাৎ সেই রোগ সম্পন্ন ধান যেমনি ধানের ভিতর শস্য হবে ক্রমে ক্রমে পড়তে থাকবে এই হল প্রকৃত অবস্থা। সেজন্য বাম্পার ক্রপ হয়েছে তাই আমরা নাচিয়া নাচিয়া ফসল ফলাইয়া শেষকালে বলিতেছি চৌদ্দ আনা ফলিয়ে ফেলেছি এরকম ধরণের আত্মতৃপ্তি নিয়ে যদি হিসাব করেন সে হিসাব অন্যান্য বছরের মতই ব্যর্থ হবে। তাই বলি পরিষ্কারভাবে সে জায়গায় সচেতন হয়ে কাজ করুন। অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার বলার কথা হচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি, ধান কিংবা অন্যান্য কি হওয়া উচিত এটাই প্রথম কথা। কিন্তু আলোচনায় দেখছি সরকারপক্ষের অর্থাৎ সুরেয়াবাণীর দল তারা যেন কৃষকদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে বলছে তাদের জন্য করুণাপরবশ হয়ে আমরা এই ব্যবস্থা করেছি এবং বিরোধী পক্ষের যুক্তি কোন সারবত্তা নাই। এরা শহরে এসে বলে সাড়ে সাত টাকায় চাল চাই আবার চাষীদের কাছে বলেন ধানের দর বেশি। কথাটা উনি ঠিকভাবে বুঝতে পারেন নি। আমরা বার বার বলে এসেছি ধান যে চাষ করবে যে চাষী সে অধ্যক্ষ মহাশয় নয়, পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু নয়, প্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয় নয়, আনন্দগোপালও নয় এবং আমরাও নই। ধান যারা চাষ করে, সত্যিকার যারা চাষী তাদের প্রতি করুণাপরবশ হয়েও নয়, জাতির স্বার্থে। ঘোড়াকে যেমন দানা খাওয়াই জোর কদমে চলবে বলে, চাষীকেও পরিপুষ্ট করতে হবে বেশি ফসল উৎপন্ন করবে বলে, নইলে জাতি ধ্বংস হয়ে যাবে এটাই সবচেয়ে বড় কথা। আর শহরাঞ্চলে চালের কথা যেটা বলি সেটা মোটা চালের কথাই বলি। সস্তাদরে দিতে হবে মানুষকে যদি সম্পত্তিতে না কুলাই—সেইজন্যইতো গভর্নমেন্ট। কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে কি দেখি? বিদেশ থেকে চাল আমদানি হয় বছরে কত? কত গম? টাকার হিসাবে দেখি ৪৫ কোটি থেকে ৬০ কোটি টাকা। কিন্তু যদি সাবসিডি দেওয়া যায় সতের টাকা সাড়ে সতের টাকায় যদি

..দেওয়া যায় শহরাঞ্চলে আর কত টাকা যাবে? তাই যে টাকাটা বরবাদ করেন বিদেশে সেই টাকাটা যদি খরচ করেন চাষীর জন্য তাহলে সেই টাকা খরচ সফল হবে। আমরা হিসাব করে দেখেছি আপনারা সামাজিকভাবে না হলেও অর্থনৈতিক দিক থেকে বর্ণাশ্রমের নীতি গ্রহণ করেছেন এই যে চতুরবর্ণ সৃষ্টি করেছেন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—সুপার ফাইন, ফাইন, এটসেট্রা—আমি পরিস্কারভাবে বলতে চাই যে ফুড কমিটি করে কিছু হবে না। পরিস্কারভাবে ডেফিনিশন করে দেন ফাইন রাইস কোন কোন জাতকে বলে, মোটা চাল কাহাকে কাহাকে বলে, কোর্স রাইস কাহাকে কাহাকে বলে এটা পরিস্কার করে দিন তা না হলে সিভিল সাপ্লাইয়ের কর্মচারী কিংবা মণ্ডল কংগ্রেসের সঙ্গে দহরম হবে তাই চতুর্বর্ণ না করে দুটি বর্ণ করুন। হিসাবকরে দেখুন শহরের লোক এগার সাড়ে এগার টাকা দাম দিচ্ছে কিন্তু আসলে কোন ধান বেশি হয়, মাঝারী কোনটাকে বলে মোটা নয় টাকা তিন আনা, মাঝারী করলেন দশ টাকা। আমি বিনীতভাবে খাদ্যমন্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি এই নয় টাকা তিন আনা কেমন করে হল? এ যেন বাটা কোম্পানির জুতার মতন ১০ টাকা নয়, নয় টাকা সাড়ে পনের আনা। আমি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন একথা জানতে চাই কার সঙ্গে হিসাব করে এই দর হয়েছিল? দর হওয়া উচিত যারা উৎপাদন করে, যারা কিনবে এবং গভর্নমেণ্ট কাউকেতো ডাকা হয় নি। সুতরাং সেই জায়গায় গায়ের জোরে দর করে দিচ্ছেন। লাল আলো জ্বলে আসছে কিন্তু আমি পরিস্কার বলি দু টাকা করে বাড়ান, এ বাড়ালে খুব ক্ষতি হবে না এবং দুই টাকা বাড়ালে চালের দাম, খুব বেশি ক্ষতি হবে না।

[6-20—6-30 p.m.]

দুই টাকা বাড়ালে চালের দাম খুব বাড়বে না। মিল মালিকদের আপনারা দুই টাকা চারি আনা বানি দিচ্ছেন। এইরকম যেসমস্ত প্যাডি-হাস্কিং মেশিন আছে সেখানে তারা ধান শুকিয়ে মাত্র পাঁচ আনা বানি নিচ্ছে। সিদ্ধ করে বার আনা নেওয়া উচিত। সিদ্ধ করে নিয়ে আসুক। কিন্তু এক টাকা না হলে মন উঠবে না। অন্যদিকে যেসমস্ত ডি পি এজেন্ট আছে, তারা আবার পাবে। তারাত সরকারী গুদামের পাশের গ্রাম থেকে আসে না। তারা পাঁচ মাইল দূরে ঘুরে পথ দিয়ে আসে। সেইজন্য ডি, পি, এজেন্ট রাখা চলবে না। সে জায়গায় পরিস্কার মালিকের সঙ্গে ব্যবস্থা করা হউক। যেসব জায়গায় সরকারের বড় বড় ব্যবসা কেন্দ্র আছে, সরকার সেইসব জায়গায় সরাসরি কিনুন, তা না হলে সমস্ত জুয়াচুরি চলবে। সেখানে প্রোপাগাণ্ডা করতে হবে না। নইলে দাম বাড়িয়ে দিলে কিছুই হবে না। সমস্ত ধান সরকার সেখানে প্রকিওর করবেন এইটাই বড় কথা। আমি বলি কি রকমে তা সম্ভব হয় তা দেখুন। পৌষ মাস থেকে চৈত্র মাসের ৩০এ পর্যন্ত যেটা ১০ টাকা করেছেন এটা ১২ টাকা করে দিন। এবং যে মেশিনারী করছেন তার দ্বারা এটা কার্যকরী করা হোক। তার পরে ১লা বৈশাখ থেকে দুই টাকা দেওয়া হবে। অর্থাৎ ১২ টাকা থেকে ১০ টাকায় পরিণত করা হবে। তাহলে যারা হোর্ডার, যারা ধরে বসে থাকে তারা হুড় হুড় কোরে বাজারে ফেলে দেবে। সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। আমরা দেখেছি ১৯৪৯ সালে যে যত হোর্ড করে তাকে আপনারা প্রশ্রয় দিয়েছেন, তাদের বোনাস দিয়েছেন, পুরস্কার দিয়েছেন। অতঃপর যারা ধান দিয়েছে বর্ষাকালে তাদের এক টাকা বোনাস দিয়েছেন। আমি বলি খরচ যদি করতে হয় এর মধ্য দিয়েই করুন। যারা হোর্ড কোরে রেখে দেবে সেই মুনাফাখোর যারা তাদের যে জায়গায় সেটা চলতে পারবে না। এই কথাই আমি বলি।

[At this stage the red light was lit.]

আপনি ত, স্যার, লালবাতি জেলে দিয়েছেন। আমার সোজা কথা আমি বলে দিয়েছি। অতএব সেটা অত্যান্ত অল্প কথা হলেও অত্যান্ত মূল্যবান কথা। যদি ওঁরা সেটা গ্রহণ করেন ত ভাল হবে। আর যদি লালবাতি জ্বালান ত জ্বলুক।

Mr. Speaker:

দাশরথিবাবু যা বলেছেন লালবাতি জ্বালালে কেউ এ ঘরে থাকবে না : সব বেরিয়ে যাবে।

Dr. Golam Yazdani:

মিঃ স্পীকার স্যার, আমি ওষুধপত্রের দাম বেঁধে দেওয়া সম্পর্কে বলব।

আমাদের সরকার যে একটা দায়িত্বজ্ঞানহীনের মত সাধারণ লোকের সুযোগসুবিধার প্রতি উদাসীন, তা ওষুধপত্রের দাম বেঁধে দেওয়া থেকে স্পষ্টভাবে বুঝতে পারা যায়। ২২এ অক্টোবর অর্ডিন্যান্স হল, এবং ওষুধপত্রের দর বেধে দেওয়া হল এবং তা প্রকাশিত হল ১১ই নবেম্বরের গেজেটে। এই যে সময় গেল, এই সময়ের মধ্যে যারা মুনাফাখোর এবং ফাটকাবাজ তারা কাজ গুছিয়ে নিতে লাগল, আমরা আশা করেছিলাম যে সেইসব ওষুধের দাম বেধে দেওয়া হবে, যেসব অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, এবং সেইসব ওষুধের দাম অত্যন্ত বেড়ে যাওয়াতে সাধারণ লোকের আয়ত্তের মধ্যে আসে না। কিন্তু যখন এই লিস্ট বার হল তখন আমরা আশ্চর্যান্বিত হয়ে দেখলাম যে প্রায় ৪৫০ আইটেমের দর বেধে দেওয়া হয়েছে অথচ তার মধ্যে ছয়টা আইটেম যা আছে তার দর বেধে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তার মধ্যে ফাটকাবাজারে ঐ সমস্ত আছে, যা বিদেশ থেকে আসে এবং বেশি দরে বিক্রী করবার, জন্য এখানে না রেখে বাংলার বাহিরে পাঠিয়ে দিয়েছে, কেননা বাংলার বাহিরে ঐ সমস্ত ওষুধের দাম বেশি পাওয়া যায়। এবং এখানে যে ছয়টা আইটেমের দাম বেধে দেওয়া হয়েছে তা কিছুতেই পাওয়া যাচ্ছে না। বেশির ভাগ এইসমস্ত ওষুধ তারা বাংলার বাহিরে পাঠিয়ে দিয়েছে। এই যে ইমপোর্টেড পেটেন্ট ওষুধ এবং প্রোপ্রাইটারি ওষুধ তার সংখ্যা বাজারে ৫০-৬০এর কম হবে না এবং সেই সমস্ত ওষুধও ক্যামিকেলস হচ্ছে—

Sodi Salycilic, Chlorohydrate, Methylene, Chloride Benzol],

এই সমস্ত ওষুধ সম্বন্ধে তারা হুসিয়ার হন। কিন্তু দেখা গেল যে মাত্র ছয়টা ওষুধের দর বেধে দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে সোডি স্যালিসিলিক, সোডি বাইকার্ব, এবং বাকি ওষুধগুলো এবং যেসমস্ত কেমিক্যালস নিয়ে ব্যবসায়ীরা অত্যন্ত লাভ করে এবং যার দর অন্ততঃ ৩-৪ শত ভাগ বেড়ে গেছে সেই সমস্ত ওষুধের দাম বাঁধা হয় নি, যেমন, মেন্থল, ক্লোরোহাইড্রেড, ভিটামিন বি-১, বি-২, বি-৬ ইত্যাদি, অথচ এই সমস্ত জিনিসের দর বেধে না দেওয়ায় বড় বড় ব্যবসায়ীরা লাভবান হন এবং সাধারণ লোককে তাদের ক্ষমতার বেশি দরে কিনতে হচ্ছে। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছেসোডি স্যালিসিলাস একটা আইটেম যা এদেশে বড় বেশি হয় না, এবং যার বেশির ভাগ বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়, তার দর বেধে দেওয়া হল, কিন্তু দেখা গেল, যেসমস্ত ইমপোর্টেড সোডি স্যালিসিলিক তার দর বেধে দেওয়া হল না। শুধু এদেশে যা তৈরি হয় তার দর বেধে দেওয়া হয়েছে। হয়ত বিদেশ থেকে যে সমস্ত সোডি স্যালিসিলিক এসে যাতে তার দর ১০-১১ টাকা পাউন্ড, অন্য যেসমস্ত অত্যন্ত প্রয়োজনীয়—যেমন কডলিভার অয়েল, অলিভ অয়েল, কেপলার্স মল্ট, ইত্যাদি ওষুধেরই দর বেধে দেওয়া হল না। তারপরে যেসমস্ত ওষুধের দর বাঁধা হয়েছে ঐ ওষুধগুলো বাদ দিলে ৪৪৪টা এ দেশের তৈরি ওষুধের দর বাঁধা হয়েছে, এই ৪৪৪টা আইটেমের মধ্যে দেখা যায় প্রত্যেকটার বাজার দর যা ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি দর করা হয়েছে। তাই বলি সরকার না অন্য কেহ এই সমস্ত দর বেধে দিয়েছেন? বাজারে যখন খুচরা ব্যবসায়ীরা এই সমস্ত ৫ পারসেন্ট, ৬ পারসেন্ট লাভে বিক্রী করছে, তাদের ২০ পারসেন্ট ওষুধের রিটেল প্রাইস বেধে দিলেন। ঐ প্রত্যেকটা আইটেমের ওষুধের দর বেড়ে গেছে। উদাহরণস্বরূপ একটা জিনিস উল্লেখ করছি—ক্লোরোমাইসিটিন পাওয়া যায় ১২;৫০ নয়া পয়সা দরে তার দর বাঁধা হয়েছে ৪০;৫০ নয়া পয়সা, স্ট্রেপটোমাইসিটিন পাওয়া যায় ১৮ টাকা দরে—তার দর বাঁধা হয়েছে ২১;১৪ নয়া পয়সা, ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স, টি, সি, এফ-এর ৫;৭৫ নয়া পয়সাতে পাওয়া যায় তার দর বেধেছেন ৬;২৫ নয়া পয়সা। আরও লক্ষ্য করলে দেখি একটা আইটেমে সালফাগুয়ানিডিন—এর বিভিন্ন কোম্পানির বিভিন্ন দর। বুটস-এর বাজার দর আগে ছিল ১১;৫০ নয়া পয়সা এখন হল ১৩;৫০ নয়া পয়সা, বেঙ্গল মেডিক্যাল স্টোরসএর সালফাগুইনাডিনের দর বাঁধা হয়েছে ১৩;০০ নয়া পয়সা, যেটা আগে বাজারে ১১ টাকায় পাওয়া যেত। সেখানে আই সি আই-এর সালফাগুইনাডিন ১৫ টাকা করা হয়েছে। ২৬এ নবেম্বরের গেজেটে সেই এমেন্ডমেন্টের মধ্যে দেখি বেঙ্গল মেডিক্যাল স্টোরসএ সালফাগুইনাডিন দর বাঁধা হয়েছে ১৩;৮০ নয়া পয়সা, সেটা বাড়িয়ে ১৪;৭০ নয়া পয়সা করা হয়েছে। কিন্তু আমরা এইটুকু জানি যে এই সমস্ত ওষুধপত্রের ব্যাপারে যাঁদের পরামর্শ নেওয়া হয়েছে তাঁরা বড় বড় ব্যবসায়ী, বড় বড় রিটেলার্স যারা ম্যাক্সিমাম রিটেল প্রাইসএ এই সমস্ত জিনিস বিক্রী করে

তাদের স্বার্থ রক্ষা করবার জন্য এই সমস্ত দর বাঁধা হয়েছে। এর ফলে আমরা দেখি কোন কোন ব্যবসায়ী স্টেটমেন্ট দিয়েছেন এবং আমরা জানি যে শ্রী বি, এন, দে, যিনি বেঙ্গল কেমিস্টস অ্যান্ড ড্রাগস এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট—তিনি এই এ্যান্টি-প্রফিটিয়ারিং বিলকে স্বাগত অভিনন্দন জানিয়েছেন। তাদের সালফাগুয়ানিডিমিনের দর ১৩;৮০ নয়া পয়সা বাঁধা হয়েছে, যা বাজারে ১১ টাকায় পাওয়া যেত। তাতেও তাঁদের সন্তোষ হল না। তারা সেটা বাড়িয়ে নিয়ে ১৪;৭০ নয়া পয়সার বিক্রী করছেন। বুটস-এর সালফাগুয়ানিডিমিন পাওয়া যাচ্ছে না, কেননা তাদের দর ১৩;৮০ নয়া পয়সা রেখেছেন। সেইজন্য তারা সমস্ত মাল আটক কোরে রেখেছে, অথচ এন্টি-প্রফিটিয়ারিং বিলের ৫নং ধারা অনুসারে কেউ যদি রিফিউজ করে এই সমস্ত জিনিস বিক্রি করতে তাহলে তার সাজা হবে। অথচ বুটস কোম্পানির সালফাগুয়ানিডিমিন দুই মাস ধরে রেখেছে, তারা বিক্রী করছেন না; তারা তালে আছে সরকারের কাছে আবার কোন রকম রিপ্রেজেন্টেশন দিয়ে তাদের দ্বারা সালফাগুয়ানিডিমিনের দর বাড়িয়ে নিতে পারবে।

[6-30—6-40 p.m.]

অথচ এই এ্যান্টি-প্রফিটিয়ারিং বিলের ৫ নম্বর ধারা অনুসারে এখনও পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে কেন কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে না তা আমরা জানি না। কাজেই আমি বলবো, সাধারণ লোকের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে এই সমস্ত জিনিসগুলির দর বাঁধা হয় নি। আমি অনেক দোকানদারের সঙ্গে কথাবার্তা বলে জেনেছি যে সরকার যে দর বেঁধে দিয়েছেন সেই দরে তাঁরা জিনিস বিক্রী করছেন না কারণ তাঁরা আশংকা করছেন যে এরকম বর্ধিত হারে যদি ক্রেতাদের কাছে দর চান তাহলে ক্রেতাদের হারাতে হবে। সেজন্য তাঁরা আশা করছেন সে ধীরে ধীরে সরকার থেকে যেসমস্ত দাম বেঁধে দেওয়া হয়েছে সেই দাম তারা নেবেন এবং তাঁদের ধারণা এই বর্ধিত হারে যদি তাঁরা জিনিস বিক্রী করেন তাহলে তাঁদের আর সকাল থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত দোকানে বসে থাকতে হবে না, সকাল থেকে আরম্ভ করে বিকাল ৫টা পর্যন্ত খুলে রাখলেই তাদের এত বেশি লাভ হবে যে আর রাত ১০টা পর্যন্ত তাঁদের দোকান খুলে বসে থাকার দরকার হবে না। সুতরাং আমরা যে জিনিস চেয়েছিলাম যে প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বেঁধে দেওয়া হোক সে ব্যাপারে আমরা সম্পূর্ণ হতাশ হয়েছি এবং যে দর বেঁধে দেওয়া হয়েছে তা বড় বড় ব্যবসায়ী, মুনাফাখোর, ফাটকাবাজদের স্বার্থেই যে করা হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। হরলিক্স, বেবী ফুড সম্বন্ধে গত শনিবারদিন আলোচনা হয়ে গেছে। আমি এ সম্বন্ধে সামান্য কিছু বলবো—১২শো টিন যে হরলিক্স পাওয়া গেল তাতে ফ্রেগ কোম্পানি দোষী বলে সাব্যস্ত হয়েছিল এবং আমরা মনে করি যে এই হরলিক্সের ব্যাপারে দেজ মেডিক্যাল স্টোর্সএরও হাত ছিল। যখন এই সমস্ত হরলিক্সের বোতল ধরা হোল তখন তাদের বাধ্য করা হোল যে যে সমস্ত জিনিস রিটেলারের কাছে দিয়ে দিতে হবে। ৫১ টাকা ৫০ নয়া পয়সা পার ডজন দেওয়ার কথা সেটা ৫৭ টাকা ৫৪ নয়া পয়সা করে দিলেন এবং এনফোর্সমেন্টের কর্তাদের কাছ থেকে তাদের কাছে যে চিঠি গেল সেই চিঠিতে লেখা ছিল যে সেই সমস্ত হরলিক্স বেঙ্গল কেমিস্ট এ্যান্ড ড্রাগিস্টস এ্যাসোসিয়েসনের যারা মেম্বার অর্থাৎ হোলসেলার তাদের কাছে বিলি করে দিতে হবে রিটেল হিসাবে বিক্রী করার জন্য কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে বেঙ্গল কেমিস্টস এ্যান্ড ড্রাগিস্ট এ্যাসোসিয়েশনের মেম্বারদের কাছে যখন সেই চিঠি পৌঁছালো এবং তারা যখন হরলিক্স নেবেন বলে মনে করলেন তখন দেখা যায় যে সেই হরলিক্স আগেই বিলি হয়ে গেছে কে বা কারা নিয়েছে তা কিছুই বোঝা গেল না। এইভাবে হরলিক্স এবং অন্যান্য জিনিসপত্র নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে। ইম্পোর্টেড জিনিস

Waterburry's Compound, Angier's Emulsion, Milk of Magnesia, Phospho-lecithin—

এই ওয়াটারবেরি কম্পাউন্ড বিক্রী হোত ১১ টাকা বার আনা দরে, এখন সাত টাকা দর বেঁধে দেওয়াতে আর পাওয়া যাচ্ছে না। এ সমস্ত জিনিসগুলি কোলকাতায় আর কেউ যে পাবেন এই আশা মোটেই আমরা করি না। কাজেই জিনিসের দর বেঁধে দিয়ে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করা হয়েছে। এইসব ইম্পোর্টেড গ্লাসএর প্রাইস কন্ট্রোল করে দিয়েছেন অথচ আরও ৫০টি ইম্পোর্টেড আইটেম যে বাকি রয়ে গেল সেই সমস্ত ইম্পোর্টেড আইটেম থেকে জনসাধারণের কাছ থেকে বেশি বেশি দাম নিয়ে যে ব্যবসাদারেরা প্রচুর মুনাফা করছে সেদিকে সরকার দৃষ্টি

দিলেন না। এইভাবে সরকার জনসাধারণের স্বার্থরক্ষার্থে প্রাইস কন্ট্রোল করছেন। এইভাবে প্রাইস কন্ট্রোল করলে জনসাধারণের কোনই উপকার হবে না। আজ বড় বড় ব্যবসায়ী, প্রফিটিয়ার্সদের খুশি না করলে আর চলে না, তাই তাদেরই খুশি করবার জন্য আজকে এভাবে প্রাইস কন্ট্রোল করেছেন এই আমার বক্তব্য।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

স্পীকার মহোদয়, আমি এখানে একটা ভ্রান্ত ধারণা নিরসন করতে চাই। একটু আগে শ্রীঅর্ধেন্দুশেখর নস্কর মহাশয় বলেছেন যে এ্যান্টি-প্রফিটিয়ারিং বিলে কতকগুলি জিনিসের বেলায় প্রাইস বেধে দেওয়া হবে। এটা এজন্য করছি, গতকাল আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে অনুমতি পেয়েছি ধান এবং চালের ফ্লোর প্রাইস বেধে দেওয়ার জন্য।

Sj. Monoranjan Hazra:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই বিল আসার সঙ্গে সঙ্গে যে প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে তা আমরা দেখতে পাচ্ছি। অর্থাৎ ব্যবসায়ীরা বলছে যে তারা চাল বেচবে না। মাননীয় তারাপদবাবু কৃষক আন্দোলনের কথা বললেন, কিন্তু আমরা যারা কৃষক আন্দোলন করি তারা জানি যে কৃষকরা এতে বিক্ষুব্ধ এবং দেশবাসীও সন্দেহ করছে যে এই দামে চাল পাওয়া যাবে না। সুতরাং এই বিলের পেছনে কোন চিন্তার স্পর্শ পাওয়া যায় নি এবং আমি জানি যে বলে বেশি লাভও নেই। যাই হোক, এই বিলটা চিত্রিত করে খাদ্যমন্ত্রী মহাশয় সম্বন্ধে আমি যে একটা কবিতা লিখেছি সেটা আমি হাউসের সামনে পড়ে আমার বক্তব্য শেষ করি। সেটা হল এই—

"ভানুমতীর খেল শিখেছি, শিক্ষা আমার ধান্য,
দেশটা চেঁচায় ন্যায্য দামে খাদ্য পাবার জন্য।

আমি কি হায় মূর্খ এত করব এসব গণ্য,
সম্ভাদরে নিয়ন্ত্রণ করবো সকল পণ্য।

ভুলবো আমি সারোগী আর তুলসীরামের তত্ত্ব,
কালোবাজার ভুলবো আমি নইকো এমন মত্ত।

আইন রচি এমন করে দেখতে মাকাল ফলটি,
কয়েকদিন কাটলে পরে বুঝবে আমার কলটি।"

Sj. Biswanath Saha:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই বৎসর আমন ধানের সময় অনাবৃষ্টির দরুন ফসল অনেক জায়গায় ভাল হয় নি। আমদানী দ্রব্য সঙ্কোচনের জন্য যুদ্ধের আমল থেকে যেসমস্ত ব্যবসায়ীরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল তাদের দমন করবার জন্য সরকার থেকে যে মুনাফা বিরোধী বিল এসেছে তাকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। ওষুধের দামের সম্বন্ধে বিরোধী দল থেকে অনেকে আলোচনা করে বলেছেন যে বাজারের দরের চেয়ে সরকারের দর বেশি। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁরা আর একটা জিনিস বললেন না বা ইচ্ছা করে এড়িয়ে গেলেন কেন সেটা আমি বুঝতে পারলাম না। আমার আগেকার পূর্ববর্তী বক্তা শ্রীআনন্দবাবু বলে গেলেন যে হোলসেলে ওষুধের যে দাম ছিল তা থেকে প্রোডিউসারএর কাছ থেকে ৮।॰ হোলসেল রেট এটাই ঠিক করা হয়েছে এবং তা থেকে সাড়ে বার পার সেন্ট লাভ দেওয়া হয়েছে। রিটেলের কাছে সেই দর ঠিক হয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে একটা ত্রুটি হয়ে গেছে যে ওষুধ কোম্পানিগুলি বছরের সেলের উপর সাত টাকা চার আনা রিবেট দেয়, এমনকি কোন কোন কোম্পানি ৫০ পারসেন্ট পর্যন্ত রিবেট দেয়। এই সূত্রে অনেক ব্যবসায়ীরা রিবেটএর কিছু অংশ ছেড়ে দিয়ে কম দামে বাজারে মাল ছাড়েন। আমার মনে হয় আজকের যুগে রিবেট দিয়ে ওষুধের দর ভালমন্দ বিচার হওয়া উচিত নয়। সেজন্য আমি সরকারকে এদিকে দৃষ্টি দিতে বলছি, কেননা আমার মনে হয় যে এটা এ্যান্টি-করাপসনএর আওতায় পড়ে। এর পরে ধান-চালের কম বৃদ্ধি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আমি এমন একটা জায়গা থেকে এসেছি যেখানে এবছর একেবারে অনাবাদী হয়েছে, গত বছরও ফসল হয় নি।

[6-40—6-50 p.m.]

যদিও আমার এলাকা ডি ভি সির মধ্যে পড়ে কিন্তু এ বছরে সেখানে জল গিয়ে পড়ে নি। আমাদের অজয়বাবু সে ঘটনা জানে। স্পীকার মহাশয়, আমার এলাকার যে কি অবস্থা আমি আশা করি তা আপনি শুনবেন। চণ্ডীতলা থানার কিছু অংশ, হরিপাল থানার দাঁড়কা ইউনিয়ন এই এলাকাগুলি আমাদের এলাকাভুক্ত। এবং পার্শ্ববর্তী হুগলি জেলার আরও কিছু এলাকাও আছে সেগুলির কথা বলা আমার কর্তব্য বলে মনে করি। কেননা আমি হুগলি জেলার মানুষ। তারকেশ্বর থানার চাপাডাঙ্গা ইউনিয়ন এবং কুরশা থানার প্রায় সবটাই সেখানকার জনসাধারণের পক্ষ থেকে বাঁধ দেবার ফলে আবাদ হয়েছিল, তা ছাড়া আর সবটুকু প্রায় অনাবাদী হয়ে আছে। আমি যে এলাকার কথা বলছি সেগুলি আপনারা দেখে আসতে পারেন। আমার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল যেটা আমতা থানার দামোদরের পশ্চিম পারে অবস্থিত আমতা থানা সেইটুকুও অনাবাদী হয়েছে। এর আগের বছর সেখানে খুব বেশি ফসল হয় নি। এবং এবারে একেবারে অনাবাদী হওয়ার ফলে এখানকার জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতা নেমে গেছে। যাই হউক আমার এলাকায় সরকার পক্ষ থেকে চাল বা আটা দেওয়া হয়েছে কিন্তু তা চাহিদার তুলনায় অত্যন্ত কম। সেখানে খোলা বাজারে আটা বিক্রয়ের ব্যবস্থা হয়েছে কিন্তু ব্যবসায়ীরা বেশি দামে বিক্রয় করছে। আগে যে আইন ছিল তা দিয়ে তাদের আটকান যায় না। কিন্তু আজকে মুনাফাবিরোধী বিল আমাদের এলাকায় অনেকখানি সাহায্য করেছে একথা আমি নিশ্চয়ই স্বীকার করব। আমার এলাকায় যাতে ক, খ, গ এই তিন শ্রেণীই যাতে রেশন পায় তার ব্যবস্থা আমরা করেছিলাম। কারণ আজকে আমাদের ওখানে অনেকেরই ক্রয় ক্ষমতা চলে গিয়েছে। আমি খাদ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করব যেন এরা ঠিকমত মডিফাইড রেশন পায়। কিন্তু স্যার আমাদের ওখানে এক শ্রেণীর দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি গজিয়ে উঠেছে তারা জনসাধারণের নিরক্ষরতার সুযোগ নিয়ে কতকগুলি দরখাস্ত লিখিয়ে নিচ্ছে এবং এর ভিতর দিয়ে তারা পয়সা রোজগার করছে। আমি আশা করি এই সমস্ত দিকে সরকার একটু দৃষ্টি দেবেন। এবং আমার এই অঞ্চলের দিকে যেন সরকার একটু বিশেষ দৃষ্টি দেন এটা অনুরোধ করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Sj. Bankim Mukherji:

সভামুখ্য মহাশয়, আপনি বোধ হয় দেখেন নি যে একটা স্লাইস রুটি দিয়ে স্যান্ডউইচ করা যায় বা জাঁতার একটা জাঁতা দিয়ে গম পেশা যায় বা ডাল ভাঙ্গা যায় তা বোধ হয় আপনি কোথায় দেখেন নি। কিন্তু ইউনিয়নের খাদ্যমন্ত্রী এবং পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রী উভয় মিলে এই অপূর্ব শিল্পের অপূর্ব নৈপুণ্য দেখাবার প্রয়াস পেয়েছেন। মাঝখানে আমরা সংবাদপত্রে দেখলাম যে অদ্ভূত রকমের একটা বিতর্ক পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের চলেছে। ইউনিয়ন মিনিস্টার তিনি বলেন যে দামটা ফ্লোর প্রাইসটা বেধে দাও আর সিলিং প্রাইস উপরকার প্রাইস বেধ না কেননা কৃষকরা যেটুকু পেতে পারে তা দাও এবং তার উপরেও যদি বেশি কিছু পায় তো পাক। অর্থাৎ অত্যন্ত কৃষক দরদী আমাদের ইউনিয়ন মিনিস্টার। আর অত্যন্ত কনজিউমার দরদী আমাদের পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রী। তিনি বললেন যে ফ্লোর প্রাইস বাঁধবার দরকার নেই। সিলিং প্রাইসটা বাঁধা হউক। যাতে করে দাম কিছুতেই উপরে না যায়। এই দ্বন্দ্বের মধ্যেই তারা রইলেন। অর্থাৎ উভয়েই হচ্ছেন জনসাধারণের অত্যন্ত হিতৈষী। অর্থাৎ একজন বললেন যাঁতার তলাটা থাক উপরের যাঁতাটা দরকার নেই। আরেক দল বললেন উপরেরটা থাক নিচেরটার দরকার। উভয়েই কিন্তু প্রফিটিয়ারিং পুষছেন। এই অপূর্ব জিনিসটা আমরা দেখলাম। এর সঙ্গে আবার পণ্ডিত জহরলাল আবার এই বিতণ্ডাকে এমনজোরে তুলেছেন যে সারা ভারতবর্ষে কি যে খাদ্য নীতি তা বোঝা দুষ্কর। তিনি বলতে আরম্ভ করেছেন যে পৃথিবীর সমস্ত সভ্য দেশে ফুড-গ্রেইন হচ্ছে স্টেট বিজিনেস। কিন্তু ভারতবর্ষে যে কেন হয় না তা আমি জানি না। সম্প্রতি তাঁর বিবৃতির মধ্যে পাচ্ছি যে স্টেট ট্রেডিংএ নাকি আপত্তি উঠেছে। আমি তো জানি না ভারতবর্ষে কোথায় বিরোধী পক্ষ আপত্তি জানিয়েছে। যদি আপত্তি করে থাকে সে তারই দলের লোক। সেই সমস্ত কায়েমী স্বার্থের লোকই আপত্তি করছেন। আমরা সরকারকে বারবার বলছি যে গভর্নমেন্ট সমস্ত খাদ্য জিনিসটা তারা ক্রয় করুন তারা বিক্রয় করুন। এখানকার সরকার আপত্তি জানিয়েছেন যে তাদের অত টাকা নাই। অথচ সাধারণ ব্যবসায়ী কি এদের টাকায় নিজের টাকায় ধান কিনে অযথা লাভ করেছেন। সেটা কি তাদের নিজের টাকায়? তারা সিডিউলড ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ধার

করেছেন ২২-২৩ কোটি টাকা এবং হিসেব করলে দেখা যায় তারা আরও কিছু নিজেদের অর্থ ব্যয় করে তারা ধান কিনেছেন তিনি কোটি মণ। এবং তা থেকে যদি দুই কোটি মণ চাল করে থাকেন এবং কিনেছেন ১৪-১৫ টাকায় এবং বিক্রয় করেছেন ৩০-৩৫ টাকায়। কি প্রকাণ্ড লাভ তারা করেছেন। অন্তত ৪০ কোটি টাকা তারা বাঙ্গালীর প্রকেট মেরেছেন। এবং এই গভর্নমেন্ট তাদের সহায়তা করেছেন। অথচ এদের নিজেদের টাকায় নয় যে সমস্ত সিডিউল ব্যাঙ্ক আছে তাদের টাকায়। ব্যাঙ্কের ইন্টারেস্ট হচ্ছে ৬ পারসেন্ট। ২৩ কোটি টাকা ধার নিলে পরে খুব জোর তারা বছরের শেষে এক কোটি টাকা ব্যাঙ্ক ইন্টারেস্ট দিয়েছেন আর বাদবাকী ৩০-৪০ কোটি টাকা মুনাফা করেছেন। এবং শুধু তাই নয় চালের দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জিনিসের দাম বেড়ে গিয়েছে। এইসব পরিমাণ যদি ধরা যায় তাহলে আট বছরের পশ্চিম বাংলার সাধারণ মানুষের পকেট থেকে ৫০?৬০ কোটি টাকা বেড়িয়ে গেছে। তার মানে হচ্ছে প্রতিটি পরিবারের বাৎসরিক বাজেট থেকে ১০০-২০০ টাকা বেড়িয়ে গেছে। এর বেশির ভাগ পড়েছে আরবান পপুলেশনএর উপর, গরীব মধ্যবিত্ত জনসাধারণের উপর। এইসব যদি ধরা যায় তাহলে দেখা যাবে প্রত্যেক পরিবার পিছু ৩০০-৪০০ টাকা অতিরিক্ত খরচ হয়েছে এক বছরে। এটা প্রত্যেক লোকই নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে তারা জানে।

[6-50—7-2 p.m.]

আজকে এ'রা যে জিনিসটা তৈরি করেছেন এর মধ্যে দেখতে পাওয় যায় এখানে এই কথা বলা হয়েছে এই এমেন্ডমেন্ট এসেছে যে মিনিমাম প্রাইস কিন্তু আমি জানি এই যে এ্যাক্ট আছে এ্যান্টি-প্রফিটিয়ারিং সেটা হচ্ছে গিয়ে এসেন্সিয়াল কমোডিটিজ এ্যাক্টের বাইরে। তাতে যা আছে তা দিয়ে এর দর নিয়ন্ত্রিত হয় না এবং রাইস প্রভৃতি এসেনন্সিয়াল খাদ্য এসেন্সিয়াল কমোডিটিজ এ্যাক্টএর মধ্যে পড়ে। অতএব এ্যান্টি-প্রফিটিয়ারিং বিলের ভিতরে মিনিমাম, মেক্সিমাম বিল ধরে কোন সার্থকতা নেই। একমাত্র হত ও'রা যদি সত্যি সত্যি চাইতেন ফ্লোর প্রাইস, মিনিমাম প্রাইস আর আমাদের দেশের সরকারকে কেই বা বাধ্য করেছে যে খাদ্যমন্ত্রী ফ্লোর প্রাইস করবেন না তা না করে তিনি ইউনিয়ন ফুড মিনিস্টারের খোসামোদ করছেন মিনিমাম প্রাইস করবার জন্যে। যাই হোক সেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি যদি এ্যান্টি-প্রফিটিয়ারিং বিল প্রয়োগ করতেন সিলিং প্রাইস সম্বন্ধে তাহলে বুঝতাম সেলিং প্রাইস এবং ফ্লোরএর মাঝখান দিয়ে প্রফিটিয়ারিং বন্ধ হবে। কিন্তু এখানে যে ব্যবস্থা রয়েছে এখানে দেখতে পাচ্ছি ৯;১৯ নয়া পয়সা কোর্স-এর প্রডিউসারস প্রাইস এবং রিটেলারএর প্যাডি প্রাইস এবং রিটেইলারএর কোর্সএর যে প্রাইস তার মণ ১৮ টাকা। দেড় মণ ধানে এক মণ চাল ধরি তাহলে প্রায় সোয়া চার টাকা মার্জিন থাকে। আগেকার দিনে এই মার্জিন কখনই থাকত না। ধান কোটা থেকে যে তুষ ভূষি প্রভৃতি পাওয়া যায় সেটা তো তারা এমনিই পায়, তার উপরে সামান্য কিছু পয়সা লাগে, যা মিলিং চার্জ ইত্যাদি তাহলে সেই সওয়া চার টাকার ভিতর দিয়ে কত টাকা ওখানে প্রফিটের সম্ভাবনা রয়েছে। আগের দিনে দুই টাকার বেশি ওই মার্জিন থাকত না তাতে রাহাই খরচা, তাতেই হোলসেলার, তাতেই মিডলম্যান, তাতেই রিটেলার সকলের থাকত। আজকে সওয়া চার টাকা প্রফিটএর ব্যবস্থা হয়েছে। আমরা সেখানে দাবি করেছি যদি ধানের মিনিমাম প্রাইস আরও দুই টাকা বাড়িয়ে দেওয়া হত তাহলে পরেও দেড় টাকা তিন টাকা থেকে যেত। স্টেট ট্রেডিং নীতি মারফত গভার্নমেন্ট যদি এই সমস্ত খাদ্য সংগ্রহ করতেন তাহলে এই দেড় টাকার ভিতর দিয়ে তাদের যে ট্রেন্সপোর্ট কস্ট, ডিপার্টমেন্টাল খরচ তা পুষিয়ে যেত। অর্থাৎ আমাদের বক্তব্য এই যে লোককে বাঁচাতে গেলে গভর্নমেন্ট তরফ থেকে স্টেট ট্রেডিংএর এখানে ব্যবস্থা করা উচিত। ব্যাঙ্কএর কাছ থেকে টাকা নিয়ে অন্যান্য সকলে যেমন বিজিনেস করেন, তেমনি সরকারও করতে পারতেন, তাদের গুদামে ধান জমা দিয়ে টাকা নিতে পারতেন। ব্যাঙ্ক যদি ধার না দিত তাহলে সারা ভারতবর্ষে আজ যে দাবী উঠছে ন্যাশনালাইজ দি ব্যাঙ্কস সেই দাবি পরিপূরণ করা উপযুক্ত কাজ হবে। ব্যাঙ্ক যদি টাকা না দেয় তাহলে যেভাবে ইন্সারেন্সকে ন্যাশনালাইজ করা হয়েছে তেমনিভাবে ভারতবর্ষের সমস্ত ব্যাঙ্কস ন্যাশনালাইজ করা হোক। আমার ধারণা এর উপর যদি দুই টাকা প্রডিউসারস প্যাডির মিনিমাম প্রাইস বাড়িয়ে দেওয়া যায় সেখানে রিটেইলার যে দামে বিক্রী করছেন মেক্সিমাম প্রাইস সেটাকে ধরা অসম্ভব নয়, যদি স্টেট ট্রেডিংএর মধ্যে এটা আসে। সারা ভারতবর্ষে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে সফল করতে হলে সারা ভারতবর্ষে

যে দারুণ অর্থ কষ্ট, যে দারুণ উত্তেজনা, নিদারুণ দারিদ্র, এবং যে ইনস্টেবিলিটি এবং ইনসিকিউরিটি রয়েছে তা থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করতে হলে এ ছাড়া অন্য কোন পলিসি বা নীতি নেই। এখন ডিসেম্বর মাসের শেষ পর্যন্ত কেন এই বিলের আলোচনা চলছে? কেন এর পূর্বে নবেম্বর মাসে এটা হয় নি? আমার ধারণা এই জিনিসটা হওয়া উচিত ছিল আরও আগে ১৫ই নবেম্বরের মধ্যে এই আইনটা তৈরি হয়ে যাওয়া উচিত ছিল এবং তাহলে পরে ক্রেতা এবং বিক্রেতা জিনিসটা বুঝতে পারত। এখন ধান কাটা অর্ধেক হয়ে গেছে বাজারে ধান এসেছে এবং ১৫ই জানুয়ারির মধ্যে পৌষপার্বন শুরু হচ্ছে—শুরু হচ্ছে সারা বাংলাদেশের কৃষকের সর্বশ্রেষ্ঠ পার্বন-তার পিঠে পার্বন। তা পালন করতে তাদের আজ গুড় কিনতে হবে, তেল কিনতে হবে, সুতরাং তারা বাধ্য হবে ধান বিক্রী করতে কারণ ১৫ই জানুয়ারির মধ্যে এই গরীব চাষীদের হাতে কিছু টাকা আসা চাই। এই বিলটা যে মাসে আইনে পরিণত হবে সেই মাসে সমস্ত ব্যবসায়ীচক্র সকলের আশঙ্কা রয়েছে এবং আমার স্থির বিশ্বাস জানুয়ারী মাসের পয়লা তারিখ থেকে এই সমস্ত চালের ব্যবসাদারদের বিরাট ষড়যন্ত্র চলবে যে কোথাও ধান কেনা হবে না এবং তারই ফলে গরীব চাষী বাধ্য হবে এই ৯ টাকায় ১০ টাকায় নয় ৭ টাকা, ৮ টাকায় বা ৬ টাকায় পর্যন্ত এই ধান বিক্রী করতে। যারা সম্পন্ন চাষী যাদের রোধ করবার কিছুটা ক্ষমতা আছে তারা হয়ত অপেক্ষা করবে, কিন্তু গরীব চাষী যারা সামান্য উৎপাদন করেছে তারা বাধ্য হবে বিক্রী করতে দেনা শোধ করতে এবং পার্বনের জন্যে কিছু জিনিষপত্র কিনতে। পৌষ-পার্বণে কিছু না কিছু খরচ তাকে করতেই হবে, কারণ, কৃষকের জীবনে এটা সর্বশ্রেষ্ঠ পার্বণ যার উপরে সে মনে করে তার এ বছরের সৌভাগ্য নয়, তার আগামী বছরের সৌভাগ্য নয় তার জন্মজন্মান্তরের সৌভাগ্য জড়িত আছে এবং তাই তাকে এ পার্বণ পালন করতেই হবে। এবং তা পালন করতে গেলে তাকে ধান বিক্রী করতেই হবে। গভর্নমেন্ট বলেছেন যদি ধানের দর নির্ধারিত দামের চেয়ে পড়ে যায় তাহলে তারা ক্রয় করতে আসবেন। আমি বলি যদি পড়েই গেল, গরীব চাষীরা যদি ধান বিক্রী করে ফেলে সেটা কি প্রফুল্লবাবু ছিনিয়ে নিয়ে আসবেন? অর্থাৎ গরীব কৃষক যখন নয় টাকার নীচে সাত টাকায়, ছয় টাকায় বিক্রী করতে বাধ্য হল তখন গভর্নমেন্ট থেকে কিনতে আসার সার্থকতা কি? তারা বলে দিয়েছেন, ডি. পি এজেন্ট আছে। কিন্তু এরকম ধাপ্পা কতকাল আর তাঁরা দেবেন। বাংলাদেশের কোথায় কটা গুদাম গভর্নমেন্ট-এর আছে, কোন কোন রাইস মিল, কোন ইউনিয়ন বোর্ডে কোথায় ডি. পি এজেন্ট এ সমস্ত জিনিসের লিস্ট কোথায়? আমরা কৃষককে গিয়ে কি বলব? এখানকার প্রত্যেক সদস্য তাঁর নিজ নিজ এলাকায় গিয়ে কৃষকদের কি উপদেশ দেবেন? কোন রাইস মিলে গেলে কৃষকস নয় টাকা দাম পাবে? এ সমস্ত জিনিসের কোন লিস্ট আছে, কোন হিসাব দিতে পারেন? না, কিছুই নেই, এ সমস্তই ধাপ্পা। গভর্নমেন্ট কিনতে যাবে এটা একটা মস্ত বড় ধাপ্পা, কোন ব্যবস্থা কেনবার নেই অথচ সমস্ত দেশকে লম্বা লম্বা স্টেটমেন্ট মারফত ধাপ্পা দিয়ে চলেছেন। গত বছর কি ছিল না আইন? গত বছর কি এসেন্সিয়াল কমোডিটিজ এ্যাক্ট একটি জেলাতেও চালু ছিল না। কটা কেস হয়েছে গত বছরে? একটাও হয়েছে কি? সেদিন শ্রীসিদ্ধার্থ রায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলে গিয়েছেন ম্যাথামেটিসিয়ান চীফ মিনিস্টার, স্ট্যাটিস্টিসিয়ান প্রফুল্ল সেন এবং গ্রেট টেকনিসিয়ান পুলিস মিনিস্টারএর কথা। এ ব্যাপারে তো গ্রেট টেকনিসিয়ান পুলিস মিনিস্টার এসে পড়ছেন পুলিসের সহায়তা ছাড়া এই এ্যাক্ট তো চালু হয় না। গতবারে এই এসেন্সিয়াল কমোডিটিজ এ্যাক্ট চালু ছিল ছ' সাতটি জেলায়, সেখানে দাম নিয়ন্ত্রিত ছিল, কিন্তু সেই দামে একটি দোকানও বিক্রী করে নি। পুলিস সেখানে কেন নীরবে ঘুমিয়ে ছিল? কেন একটি কেসও ধরা হয় নি? এই যে দাম আজ দিয়ে দিলেন এখানে যদি ব্যবসায়ীদের গভীর ষড়যন্ত্র থেকে যায় তাহলে তারা কৃষককে দমিয়ে ৬-৭ টাকায় ধানের দাম নামাতে পারেন তাহলে প্রফুল্লবাবুর আইনের কি মূল্য থাকবে দ্যাট উইল বার্স্ট, এ জিনিসটা এই ম্যাক্সিমাম প্রাইস কিছুতেই টিকবে না দ্যাট উড বার্স্ট. এই জিনিসটাকে রাখবার জন্যে তিনি কি ধান সংগ্রহ করেছেন? উড়িষ্যা থেকে ১৫ টাকা দরে চাল নেবেন আড়াই লক্ষ টন—এক লক্ষ টন নাকি নেওয়া হয়ে গেছে। তাদের সঙ্গে ডিড সম্পূর্ণ হয়েছে কিনা তা আমাদের কি জানিয়েছেন? আজ আমরা জানি বাংলার পাশে আসামে চাল উদ্বৃত্ত হয়েছে। কেন আমাদের রাজ্যে যে পাঁচ লক্ষ টন ধান চাল ঘাটতি তা কেন সংগ্রহ করে রাখছেন না? কেন এ জিনিসটা বারবার আমাদের করতে হচ্ছে? এই দামটা যদি রাখতে হয় তাহলে এর ভিতর এই এ্যাক্টের ভিতর দিয়ে হবে না, এসেন্সিয়াল এ্যাক্ট অনুসারে ধানের

দর ঠিক করতে হবে। তাহলে একদিকে শাসন বিভাগ থাকবে এবং অন্যদিকে ক্রয়বিভাগকে খাদ্য সংগ্রহ করতে হবে। কোনটি তারা করেছেন। কোনটা করতে যাচ্ছেন? শুধু একটা পার্টি করে রেখে দিচ্ছেন। এই আইনে না কৃষক বাংলাদেশের না আর কারও উপকার হচ্ছে। এরকমভাবে তারা ধাপ্পা দিয়ে গেছেন। নবেম্বর মাস থেকে তারা বলে এসেছেন যে রাইস মিল থেকে তারা পঁচিশ পারসেন্ট নেবেন। আমরা বললাম ৫০ পারসেন্ট কত নিতে পেরেছিলেন? একবার বললেন দুই লক্ষ মণ তারপর দেড় লক্ষ মণ শেষ পর্যন্ত হল গিয়ে ৫৫ হাজার মণ এইতো তাদের ব্যবস্থা। এভাবে সমস্ত জিনিসের ভিতর শুধু একটা পায়াস উইস সাধু ইচ্ছা থাকা এক কথা তা না হলে একটা আইন নিয়ে এসে শুধু প্রচার করা বৃথা। তাই যতক্ষণ না এই গভর্নমেন্টের পরিবর্তন হচ্ছে, এদের নীতির না পরিবর্তন হচ্ছে, সত্যিসত্যি মুনাফা নিরোধ করার ইচ্ছা না হচ্ছে ততক্ষণ আমি আশার কিছু দেখতে পাই না, এই বিলের ভিতরও সেরকম কোন সম্ভাবনা নাই।

Adjournment

The House was then adjourned at 7-2 p.m. till 3 p.m. on Tuesday, the 23rd December, 1958, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

THE ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on Thursday, the 23rd December 1958, at 3 p.m.

Present:

Mr. Speaker (The Hon'ble SANKARDAS BANERJI) in the Chair, 16 Hon'ble Ministers, 13 Deputy Ministers and 205 Members.

STARRED QUESTIONS

(to which oral answers were given)

[3—3-10 p.m.]

Election of Gram Panchayats

***68A.** (SHORT NOTICE) (Admitted question No. *2398.) **Sj. Pravash Chandra Roy:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Local Self-Government Department be pleased to state—

(*a*) whether it is a fact that Government have decided to hold the first round of elections to Gram Panchayats by January-February, 1959;

(*b*) if so, how many Gram Panchayats are planned to be constituted during the first round;

(*c*) whether Government are aware that up-to-date voters' lists for Gram Panchayat elections have not yet been prepared;

(*d*) whether it is a fact that January and February are harvesting months in West Bengal; and

(*e*) if so, whether Government consider the desirability of changing the time-table of such elections?

The Minister for Local Self-Government and Panchayats (the Hon'ble Iswar Das Jalan): (*a*) No.

(*b*) Approximately 2,500 Gram Panchayats are planned to be constituted by elections which are due to commence from the middle of April, 1959.

(*c*) The voters' lists for Gram Panchayat elections, which were prepared on the basis of the Assembly Electoral Rolls, will be revised according to the finally published revised Assembly Electoral Rolls before the Panchayat elections are taken up from the middle of April, 1959.

(*d*) While this is generally true, the actual harvesting time differs in different areas.

(*e*) Does not arise.

Sj. Saroj Roy:

এটা কি সত্য যে স্টেট গভর্নমেণ্ট থেকে বিভিন্ন জায়গায় জানান হয়েছিল যে জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে ইলেকশন হওয়ার সম্ভাবনা আছে?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Yes.

Sj. Saroj Roy:

আপনি প্রথমে বলেছেন 'নো' তার পরে বলেছেন 'ইয়েস'।

The Hon'ble Iswar Das Jalan: I have mentioned it that we are holding elections in April. That is all.

Sj. Saroj Roy:

আমার পার্লিয়ামেন্টারী কয়েশ্চেন ছিল যে বিভিন্ন জায়গায় স্টেট গভর্নমেন্ট থেকে জানান হয়েছিল কি না যে জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৯এ ইলেকশন হওয়ার সম্ভাবনা আছে?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Originally it was decided that it should be in January and February, but on account of various representations we have changed it to April.

Sj. Sudhir Kumar Pandey:

এই যে আড়াই হাজার গ্রাম পঞ্চায়েত গঠন হবে, এ কোন্ কোন্ জেলায় হবে?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: I will ask for notice if you want information about a particulars district.

Sj. Sudhir Kumar Pandey:

গ্রাম পঞ্চায়েত ইলেকশনের ভোটার তালিকার রিভিশন কতদিন আগে থেকে করা হবে?

The Hon'ble Iswar Das Jalan:

যখন এসেম্বির ইলেকটোরাল রোল রিভাইজড্ হবে তখন সেটা সংগে সংগে হবে।

Racial discrimination in foreign-owned mercantile concerns

***69.** (Admitted question No. *692.) **Sj. Somnath Lahiri:** With reference to Chief Minister's reply to the debate on General Administration Budget on 19th June, 1957, regarding discrimination practised on racial grounds by foreign-owned mercantile concerns in and around Calcutta and his moving the Central Government in the matter, will the Hon'ble Minister in charge of the Home Department be pleased to state—

(*a*) when and which department in Central Government has been written to on the subject; and

(*b*) what action has the Central Government taken in response to the letter?

The Minister for Commerce and Industries (the Hon'ble Bhupati Mazumdar): (*a*) The Ministry of Commerce and Industry was written to in August, 1955.

(*b*) Reaction not known to this Government.

But I may give you this much information that of late we have heard that there has been some improvement. That is all the information that I can place before you.

Sj. Jatindra Chandra Chakravarty:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে বলেছেন, ১৯৫৫ সালের আগস্টে আপনারা চিঠি দিয়েছিলেন, তার পরে যে 'রিঅ্যাকশন বেটার' জেনেছেন সেটা কবে জেনেছেন?

The Hon'ble Bhupati Mazumdar:

সেটা কয়েক মাস আগে, কিন্তু সম্প্রতিও আমরা জেনেছি।

Sj. Saroj Roy:

আমার প্রশ্ন ছিল নাইনটিন্থ জুন, ১৯৫৭ মার্কেন্টাইল ফার্মস সকলে যে কত বিভিন্ন রকম ডিস্‌ক্রিমিনেশন আছে তার জবাবে ডাঃ রায় বলেছিলেন যে স্টেট গভর্নমেন্ট থেকে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে জানান হবে। আমার জিজ্ঞাসা, কি কি বিষয়ে পরিবর্তন হয়েছে।

The Hon'ble Bhupati Mazumdar:

প্রথমে ৫০০ টাকা থেকে হাজার টাকা সেখানে ইন্ডিয়ানেরা ৯৫·৬ পার্সেন্ট পাচ্ছে, হাজার থেকে ১,৪৯৯ পর্যন্ত ধরলে সেখানে পার্সেন্টেজ কম হ'য়ে হয়েছে ৬২·৬ পার্সেন্ট, ১,৫০০ টাকা থেকে ২,৪৯৯ পর্যন্ত সেখানে ইন্ডিয়ান আরও কম—৩১·৭ পার্সেন্ট, আর ফরেনার ৬৯·৩ পার্সেন্ট, তার পরে ৩ হাজার পর্যন্ত ইন্ডিয়ান ১১ পার্সেন্ট আর ফরেনার ৮৯ পার্সেন্ট। এই অবস্থা তাদের নোটিসে আনা হয়েছিল। তারপর থেকে—যা তাদের ক্ষমতা ছিল—'প্রো ফর্‌মা' পাঠিয়ে প্রত্যেক অফিস থেকে হিসাবটা মাঝে মাঝে সংগ্রহ করা হয়, সেটা আমরা এখানকার যে হিসাব চেয়েছিলাম সেই হিসাবের বেটার পার্সেন্টেজ বললাম,—সেটা স্টেট গভর্নমেন্টের সংগ্রহ। তারপরে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট 'প্রো ফর্‌মা' পাঠিয়ে আমাদের কিছুকাল আগে জানিয়েছেন—

"There has been some improvement but not to the extent desired."

Sj. Saroj Roy:

চাকরীর ক্ষেত্রে সংখ্যার দিকটা বললেন, বেতনের দিক থেকে কি উন্নতি হয়েছে?

The Hon'ble Bhupati Mazumdar:

বেতনের দিক থেকেই ত বলেছি—পাঁচশ থেকে হাজার, হাজার থেকে দেড় হাজার ইত্যাদি।

Sj. Jatindra Chandra Chakravarty:

আপনি প্রশ্নটা দেখুন—

"what action has the Central Government taken?"

আপনি জবাব দিয়েছেন—

"reaction not known to the Government."

The Hon'ble Bhupati Mazumdar:

এটা যে সময় ছাপা হয়েছিল সে সময় খবর এসে পৌঁছায় নি। তাই আমরা বলেছি—"দেয়ার হ্যাজ বিন সাম ইম্‌প্রুভমেন্ট", কারণ 'প্রো ফরমা' পাঠিয়ে খবর যা নিয়েছেন তা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট।

Sj. Jatindra Chandra Chakravarty:

মন্ত্রী মহাশয়কে প্রশ্ন করা হয়েছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কি অ্যাকশন নিয়েছেন। তার জবাবে মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন "রিঅ্যাকশন নট নোন", সে সম্পর্কে তিনি কিছু বলেন নি।

The Hon'ble Bhupati Mazumdar:

'কোয়ালিফাই' করে জবাবটা দিয়েছি কি ইম্‌প্রুভমেন্ট হয়েছে।

Mr. Speaker: Let us be quite clear about the question. Do you know if any step has been taken by the Central Government?

The Hon'ble Bhupati Majumdar: The Central Government has been taking steps.

Mr. Speaker: Is it known to you what steps are being taken?

Sj. Jatindra Chandra Chakravarty:

কি কি স্টেপ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট নিয়েছেন তা জানবার জন্য আপনার পক্ষ থেকে চিঠি দেওয়া হয়েছে কি?

The Hon'ble Bhupati Mazumdar:

কতটা ইম্‌প্রুভমেন্ট হয়েছে তা জানবার জন্য চিঠি দেওয়া হয়েছে।

Mr. Speaker: Have you got an answer?

The Honble Bhupati Majumder: No.

Sj. Saroj Roy:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন এত টাকা থেকে এত টাকা পর্যন্ত এত ইন্ডিয়ান ও এত ইউরোপীয়ান। সেদিক থেকে প্রশ্ন হল একই বেতনের পোস্ট অথচ সেখানে ইন্ডিয়ানের বেতন কম, ইউরোপীয়ানদের বেতন বেশী?

Mr. Speaker: He has not said so.

Sj. Saroj Roy:

ও'র উত্তরে আছে।

Mr. Speaker: Excuse me, Mr. Roy. You are assuming things which he never said. He never said that for the same type of job different wages are paid.

Sj. Saroj Roy:

সেইটা জানবার জনাই ত প্রশ্ন।

Mr. Speaker: Then you put the question in this way—"Do you know if the Indians are discriminated against Europeans and different pay is given for the same job."

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

শুধু অফিসারদের মাহিনার কথাই বলেছি। সংখ্যার দিক থেকে বলিনি।

[3-10—3-20 p.m.]

Mr. Speaker:

ধরুন একটা হাইপথেটিক্যাল কেস দুজন অ্যাপয়েন্টেড হয়েছে, তার মধ্যে একজন ইন্ডিয়ান তার মাইনে কম এবং একজন ইংরেজ তার মাইনে বেশী—এই রকম জানা আছে কি?

The Hon'ble Bhupati Mazumdar:

সেইরকম জবাব দিইনি।

Sj. Saroj Roy:

এই রকম ডিস্‌ক্রিমিনেশনের কোন উন্নতি হয়েছে কি?

The Hon'ble Bhupati Mazumdar:

শেষের দিকে কিছু উন্নতি হয়েছে বলে জানি, তবে পার্টিকুলারস আমার হাতে নেই। আমরা প্রো ফরমা পাঠাই কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করে থাকেন এবং এইভাবে আমরা মাঝে মাঝে তাদের অবহিত করে রাখি।

Method of recruitment to the State Statistical Bureau

***70.** (Admitted question No. *451.) **Sj. Subodh Banerjee:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Finance Department be pleased to state—

(*a*) whether the post of the Director of State Statistical Bureau is a tenure one;

(*b*) what is the method of recruitment to—

(*i*) the post of Director,

(*ii*) other gazetted posts, and

(*iii*) non-gazetted superior posts of the Bureau;

(*c*) who is the appointing authority for each of the above categories of posts;

(*d*) whether the appointing authority is advised by any Selection Board in the matter of promotion;

(*e*) whether any administrative report is prepared by the Bureau;

(*f*) if so, whether Government consider the desirability of publishing the report; and

(*g*) how many relations, if any, of the Director and other Administrative Officers are employed in the State Statistical Bureau in gazetted and non-gazetted superior posts?

The Chief Minister and Minister for Finance (the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy): (*a*) No.

(*b*) (*i*) By promotion from the West Bengal Statistical Service, Class I, or by selection.

(*ii*) and (*iii*) By promotion or selection.

(*c*) (*i*) In the case of *gazetted posts*—Government.

(*ii*) In the case of *non-gazetted posts*—Director.

(*d*) In the case of *gazetted posts*—by the Public Service Commission. In the case of *non-gazetted posts*—No.

(*e*) Yes.

(*f*) It is being published regularly.

(*g*) We have no information.

Sj. Subodh Banerjee:

আপনি জি-তে উত্তর দিয়েছেন "উই হ্যাভ নো ইনফরমেশন", কিন্তু বিভিন্ন সংবাদপত্রে সংবাদ বেরিয়েছে যে আগেকার ডাইরেক্টর তাঁর আত্মীয়স্বজন অনেককে এই অফিসে নন-গেজেটেড পোস্টে ঢুকিয়েছেন—এ বিষয়ে আপনার কি খবর আছে?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আমার নলেজে কিছু নেই।

UNSTARRED QUESTIONS

(answers to which were laid on the table)

Number of divorce cases

25. (Admitted question No. 667.) **Sj. Natendra Nath Das:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Judicial Department be pleased to state—

(*a*) how many divorcé cases have been filed in different districts of the State after the passing of the Hindu Marriage Act; and

(*b*) how many cases have been tried or otherwise disposed of?

The Minister for Law (the Hon'ble Iswar Das Jalan): (*a*) Seven hundred and twenty from the commencement of the Act to the end of July. 1957.

(*b*) Three hundred and thirty-three from the commencement of the Act to the end of July, 1957.

Maternity benefits to women employees under Government

26. (Admitted question No. 22.) **Sjkta. Manikuntala Sen:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Finance Department be pleased to state—

(ক) পশ্চিমবংগ সরকারের অধীনে বিভিন্ন দপ্তরে কত-সংখ্যক মহিলা কর্মচারী নিযুক্ত আছেন;

(খ) তাঁহাদের মধ্যে বিবাহিতার সংখ্যা কত;

(গ) বিবাহিতা কর্মচারী মহিলারা প্রয়োজন অনুসারে প্রসূতি ভাতা পাইয়া থাকেন কিনা; এবং

(ঘ) সরকারী দপ্তরগুলিতে কোথাও ক্রেচের (creche) ব্যবস্থা আছে কিনা?

The Chief Minister and Minister for Finance (the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy):

(ক) ৭,৬৬৯ }
(খ) ৫,০১৫ } (১লা জুন ১৯৫৭ পর্যন্ত।)

(গ) বিবাহিতা মহিলা কর্মচারীদিগকে প্রয়োজন অনুসারে পুরা বেতনে মেটারনিটি লিভ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

(ঘ) না।

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: Which are the departments which have the largest concentration of women employees?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

সরকারী স্থায়ী মহিলা কর্মচারীরূপে পুরা বেতনে ৩ মাস পর্যন্ত মেটারনিটি লিভ দেবার ব্যবস্থা আছে এবং সরকারী অস্থায়ী মহিলা কর্মচারীদের, যাদের ৯ মাস চাকরী হয়েছে, তাদের ৮ সপ্তাহ পর্যন্ত পুরা বেতনে এই মেটারনিটি লিভ দেবার ব্যবস্থা আছে।

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: That is not my question. My question is, which are the departments which have the largest concentration of women employees?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I want notice.

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: Do you give maternity benefit to unconfirmed employees?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আমি যা বলবার বলে দিয়েছি, ঐ যে বললাম অস্থায়ী যাঁরা আছেন তাঁদের ৮ সপ্তাহ পর্যন্ত পুরো বেতনে মেটারনিটি লিভ দেওয়া হয়।

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

গভর্নমেন্ট মহিলা কর্মচারীদের জন্য ক্রেসের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন মনে করেন কি না?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আমরা এখন কিছু করতে পারি না।

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি, প্রাইভেট ফার্মস, কল-কারখানায় মহিলা কর্মচারীদের জন্য ক্রেসের ব্যবস্থা আছে?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

বিলাতে কেন, বোম্বেতেই আছে।

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

আপনি ভুল শুনেছেন, আমি বলছি মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন কোলকাতা সহরের আশেপাশে বিভিন্ন কল-কারখানায় মহিলা কর্মচারীদের জন্য ক্রেসের ব্যবস্থা আছে?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

হ্যাঁ, আছে।

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

তাহলে গভর্নমেন্ট মহিলা কর্মচারীদের জন্য ক্রেসের ব্যবস্থা করবেন না কেন?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আমরা এখনও করে উঠতে পারি নি।

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

আপনি কি ভেবে দেখেছেন, এই সমস্ত মহিলা কর্মচারীদের যেসব ছোট ছেলেপিলে আছে—যখন তাঁরা কাজে আসেন তখন কোথায় তাদের রেখে আসেন?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

তা আমি জানি না।

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani:

এই কারণে আমি ফার্স্ট সাপ্লিমেন্টারীতে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে কোন্ কোন্ ডিপার্টমেন্টে বেশী মহিলা ওয়ার্কার্স আছে এবং যেসব ডিপার্টমেন্টে অনেক মহিলা ওয়ার্কার্স এমপ্লয়েড হয়েছে সেখানে অন্ততঃ ক্রেসের ব্যবস্থা করবেন কি না?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আমি খোঁজ নিয়ে দেখবো।

Price index and average income of different classes during the month of June, 1957, in Malda district

27. (Admitted question No. 551.) **Sj. Monoranjan Misra:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Finance Department be pleased to state—

(*a*) what is the price index in the district of Malda in the month of june, 1957;

(*b*) what is the average income of—

(*i*) middle class,

(*ii*) agricultural class, and

(*iii*) non-agricultural class,
during the same month; and

(*c*) whether Government have any scheme for reducing the price index in the district of Malda?

The Chief Minister and Minister for Finance (the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy): (*a*) and (*b*) No such information is available.

(*c*) Government have no isolated scheme for this particular district. Every endeavour is, however, being made by Government for reducing the cost of living index throuughout this State.

Number of re-employed superannuated officers under the Home Department

28. (Admitted question No. 606.) **Sj. Canesh Chosh:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Home Department be pleased to state—

(*a*) how many superannuated officers are employed under the Home Department; and

(*b*) what salaries do they draw?

The Chief Minister and Minister for Home (the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy): (*a*) Sixteen.

(*b*) A statement is laid on the Library Table.

Sj. Jatindra Chandra Chakravarty:
মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, কোন্ কোন্ পোস্টে এই ১৬ জন সুপার অ্যানুয়েটেড অফিসার্স আছেন?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:
সেটা লাইব্রেরী টেবিলে আছে।

Sj. Jatindra Chandra Chakravarty:
কত বছর ধরে তাদের এক্সটেন্‌শন দেওয়া হয়েছে?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:
নোটিশ চাই।

Sj. Jatindra Chandra Chakravarty:
কি কনসিডারেশনে তাদের এক্সটেনশন দেওয়া হয়েছে?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

যাঁরা ভাল কাজ করেন এবং যাঁদের পোস্টে অন্য লোক দেওয়ার সুবিধা নেই যেমন ইঞ্জিনীয়ার, সার্ভেয়ার; এরকম টেকনিক্যাল মেন—এসব ক্ষেত্রে দেওয়া হয়।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

আত্মীয়স্বজন বা নিজেদের লোককে কি দেওয়া হয়?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আপনার কোন আত্মীয়স্বজন আছে কি?

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

আমার আত্মীয়স্বজন চাকরীর জন্য আপনার কাছে যাবে কেন?

Compensatory allowance in Jalpaiguri district and Terai area of Darjeeling district

29. (Admitted question No. 983.) **Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Finance Department be pleased to state—

(*a*) whether any compensatory allowance on grounds of—

(*i*) bad climate, and

(*ii*) high prices,

was admissible to Government employees stationed in the Jalpaiguri district and Terai area of the Darjeeling district;

(*b*) if so, whether it is still continuing or has been discontinued; and

(*c*) if discontinued, since when it has been so, and what are the reasons for the same?

The Chief Minister and Minister for Finance (the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy): (*a*) The allowance on grounds of "bad climate" and "high prices" was granted only to employees stationed in the Alipurduars subdivision of the Jalpaiguri district. In the Terai area of the Darjeeling district, the allowance was allowed generally for "high prices."

Half of the allowance in the Alipurduars subdivision of the Jalpaiguri district was treated as "bad climate" allowance and the other half as allowance for "high prices."

(*b*) The "bad climate" allowance in the Alipurduars subdivision of the Jalpaiguri district is still continuing. Allowance for "high prices" has been withdrawn from both the areas.

(*c*) Allowance for "high prices" was discontinued from—

(*i*) 1st April, 1941, in Alipurduars subdivision of Jalpaiguri district; and

(*ii*) 1st April, 1955, in the Terai area of the Darjeeling district; but persons who were serving in the localities on the dates of withdrawal and were drawing the allowances on the said dates, were allowed to draw the same till they were transferred elsewhere.

The reasons for discontinuing the allowance were that the prices of foodstuffs and other necessities of life in these areas were no longer above the level prevailing in other areas where no allowance for "high prices" was admissible.

Sj. Satyendra Narayan Mazumder:

আমি জানতে চাই যে তরাই এবং জলপাইগুড়ি জেলার আলিপুরদুয়ার সাবডিভিশন ছাড়া অন্য সাবডিভিশনগুলিতে ব্যাড ক্লাইমেট অ্যালাউয়েন্স দেওয়ার কথা গভর্নমেন্ট বিবেচনা করেছেন কি?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: In the Alipurduars subdivision of the Jalpaiguri district enquiries undertaken in 1939-40 showed that the prices of foodstuff and other necessaries of life in the Alipurduars subdivision were then generally on a level with those prevailing at Jalpaiguri where at that time no compensatory allowance was admissible. Hence the allowance for high prices was discontinued from 1st April, 1941, in that subdivision. But the interest of the persons who were then serving in that locality was safeguarded by allowing them to draw the allowance for so long as they continued to serve in that locality.

The Terai area of the Darjeeling District comprises of the areas within the jurisdiction of the following police-stations:— Siliguri police-station; Phansidewa police-station; Khoribari, Pulbazar, Gorubathan, Rangil outpost, Reang outpost Panighata outpost, Rangpoo outpost, Tista Bridge outpost. An enquiry on the comparative cost of living in the different places of West Bengal was undertaken in 1954-55. As a result of that enquiry it was found that the areas where the index of expensiveness was higher and justified some relief in the shape of allowance for high price were—(a) Calcutta and (b) areas within the municipal limits of Balurghat, Jalpaiguri, Cooch Behar, Mekliganj, Tufanganj, Dinhata, Mathabhanga. Prior to enquiry, high price allowance was given to certain classes of employees in Calcutta and some other areas which included the Terai area of the Darjeeling district also; but it was not given in the areas mentioned in (b) above, namely, Balurghat, Jalpaiguri, Cooch Behar, etc. After the enquiry the allowance was continued in Calcutta and was at the same time extended to areas mentioned in (b) above with effect from 1st April, 1955, but it was withdrawn from the said date from all other areas where high price allowance was given before, the interest of persons who were serving in the localities on 1st April, 1955, being safeguarded.

[3-20—3-30 p.m.]

During the year 1955-56 another family budget enquiry was made to examine whether the pattern of consumption had changed during the intervening period. On the basis of the data collected through this enquiry, another enquiry was made on the comparative cost of living in important places. That report was examined. The result of the enquiry showed that there was difference in the cost of living in the different important towns of West Bengal. Government have issued orders in June, 1958, for reintroducing the compensatory allowance for expensiveness of living in Howrah Sadar, that is within the limits of Howrah Municipality, and the whole of the Darjeeling district and the latter includes the Terai area. This allowance is admissible from the 1st April, 1958.

Sj. Satyendra Narayan Mazumder:

ব্যাড ক্লাইমেট অ্যালাউয়েন্স যেটা আলিপুরদুয়ার সাবডিভিশনে দেওয়া হয় এখনও সেটা কন্টিনিউ করছেন?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:
আমি এখানে শুধু প্রাইসের কথা বলেছি।

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:
আলিপুরদুয়ারে যেটা ব্যাড ক্লাইমেট অ্যালাউয়েন্স বলে কন্টিনিউ করছেন সেটা জলপাইগুড়ির জন্য পোর্শন দেওয়ার কথা চিন্তা করছেন কি না?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:
এখন সেটা বলতে পারব না।

As you have seen in the reply half of the allowance in the Alipurduars subdivision of the Jalpaiguri district was treated as "bad climate" allowance and the other half as allowance for "high prices". Now, we have combined the two and given it for high prices.

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: Is there any allowance for 'bad climate' in Darjeeling proper?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: As I have said, as a result of the enquiry made in 1955-56, officers in the whole of the Darjeeling district get a compensatory allowance which really includes allowance for the both high cost of living as well as bad climate.

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:
এই অ্যালাউয়েন্স কোন্ কোন্ ক্যাটিগরীর অফিসাররা পান—সকলেই পান?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:
আমি ঠিক বলতে পারব না।

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:
এটা কি ফ্ল্যাট রেটএ দেওয়া হয়, পরিমাণটা বলতে পারেন কি?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: A person holding a post included in Schedule III of the West Bengal Service Rules, 1950, and a motor-driver of both heavy and light vehicles, as included in Schedule I of the said rules, while serving in the localities mentioned in (a) and (b) above may draw compensatory allowance at the following rates, viz., 10 per cent. of the basic pay per month for persons of the superior service and Rs. 2 per month for persons of the inferior service; and (B) compensatory allowance for expensiveness of living, admissible under rules and orders in force on the 31st March, 1955, to certain classes of Government servants in the localities mentioned in (b) above shall be withdrawn. But persons who might be serving at that time in those localities will continue to get it. This is all that I have got.

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:
আপনি যেটা বললেন নোটিফিকেশনএর কথা তার একটা কপি আমাদের দিলে ভাল হয়।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: This is a public notification. I will send you a copy.

Arrear salary of employees of Union Boards in Malda district

30. (Admitted question No. 648.) **Sj. Monoranjan Misra:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Local Self-Government Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে, মালদহ জেলার বহু দুঃস্থ অঞ্চলের ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স আদায় সম্ভব না হওয়ায়, গরীব চৌকিদার, দফাদার এবং অন্যান্য কর্মচারীর বেতন দীর্ঘদিন বাকী পড়িয়া আছে; এবং

(খ) সত্য হইলে, চৌকিদার, দফাদার প্রভৃতি কর্মচারীর বেতন বহন (লোন বা সাব-ভেন্সন) করার বা এই-সমস্ত দুর্গত অঞ্চলের ইউনিয়ন বোর্ডের অন্যান্য প্রয়োজনীয় খরচ বহন করার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি?

The Minister for Local Self-Government and Panchayats (the Hon'ble Iswar Das Jalan):

(ক) সাদিপুর ও গঙ্গাপ্রসাদ ইউনিয়ন বোর্ডের কর্মণিকদের ১৩৬৩ বঙ্গাব্দের মাত্র দুই মাসের বেতন বাকী আছে। অন্যান্য ইউনিয়ন বোর্ডের সমস্ত কর্মচারী ঐ বৎসরের পূর্ণ বেতন পাইয়াছে।

(খ) না; তবে বাকী বেতন যাহাতে ইউনিয়ন বোর্ডগুলি যত শীঘ্র সম্ভব মিটাইয়া দেয় তাহার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

Sj. Bhupal Chandra Panda:

(খ) প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, চৌকিদার দফাদার প্রভৃতি কর্মচারীদের বেতনের ব্যাপারে বলছেন—না; তবে বাকি বেতন যাতে ইউনিয়ন বোর্ডগুলি যথাসম্ভব শীঘ্র মিটাইয়া দেয় তাহার ব্যবস্থা করা হইতেছে"—আমি জিজ্ঞাসা করছি, কি ব্যবস্থা করা হচ্ছে?

The Hon'ble Iswar Das Jalan:

সে খবর দিতে পারব না। তবে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বলেছেন দুমাসের বেতন দেবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

Sj. Bhupal Chandra Panda:

কি ব্যবস্থা করা হচ্ছে?

The Hon'ble Iswar Das Jalan:

সে খবর আমার কাছে নাই।

STARRED QUESTIONS

(to which oral answers were given)

Proposal for amending Damodar Valley Corporation Act

***71.** (Admitted question No. 1467.) **Sj. Canesh Ghosh:** (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Development Department be pleased to state if it is a fact that the Union Government is not in favour of amending the Damodar Valley Corporation Act as proposed by the State Government?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) whether Government received any formal communication from the Centre in this regard; and

(ii) what further steps, if any, are proposed to be taken by Government in this regard?

The Chief Minister and Minister for Development (the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy): (a) No.

(b) Does not arise.

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

ডি ভি সি এ্যাক্ট এ্যামেন্ডমেন্ট করার ব্যাপারে ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট আপত্তি করেছেন এবং উত্তরে বলেছেন "নো", কিন্তু যেহেতু এই হাউস থেকে ইউন্যানিমাস রেজলিউশন হয়েছিল এ্যামেণ্ডমেন্ট করার জন্য, স্টেট গভর্নমেন্টের আর কোন ইন্‌ফরমেশন আছে কি না?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I have asked orally once or twice. They said that they are preparing it. They have given me no answer.

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

যেহেতু সেচ ব্যবস্থার অধিকাংশই ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেটে পড়েছে এবং ফ্লাড কন্ট্রোলের মেন বেনিফিসিয়ারী ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট, তাই যাতে ডি ভি সি এ্যাক্টে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেটে আরো বেশী অধিকার থাকে তার জন্য কোন রিপ্রেজেন্টেশন করা হয়েছে কি না?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আমরা দুটো অল্টারনেটিভ্‌স দিয়েছিলাম—আমরা বলেছিলাম হয় আমাদের সব কন্ট্রোল দাও আর না হয় সব টাকা তোমরা দাও—তাঁরা ভেবে পাচ্ছে না—এখনও উত্তর দেয় নি। আমরা বলেছিলাম আমাদের প্রোপোরশনেট কন্ট্রোল দাও অথবা তোমরা নিজে থেকে টাকা খরচ কর—এখন পর্যন্ত তারা ঠিক করেন নি।

Price of electricity supplied in the rual areas of Howrah district by the State Electricity Board

***72.** (Admitted question No. *1573.) **Sj. Tarapada Dey:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Development Department be pleased to state—

(ক) স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড হাওড়ার পল্লী অঞ্চলে বোর্ডের দ্বারা সরবরাহ করা ইলেকট্রিসিটির জন্য ইউনিট প্রতি কত মূল্য গ্রহণ করেন;

(খ) তাঁহারা কত মূল্যে প্রতি ইউনিট ক্রয় করেন;

(গ) বিশেষ এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহের শর্ত কি; এবং

(ঘ) উত্তর ঝাপড়দহ ইউনিয়নে (হাওড়া) কাহারা বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য দরখাস্ত করেন এবং দরখাস্তের কতদিন পরে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হইয়াছে?

The Minister of State for Development (the Hon'ble Tarun Kanti Ghosh):

(ক) হাওড়ার পল্লী অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য বোর্ড নিম্নলিখিত হারে মূল্য গ্রহণ করেন:—

(১) আলো ও পাখা—৩১ নয়া পয়সা (নীট) প্রতি ইউনিট।

(২) কুকার, হিটার, রেডিও ইত্যাদি—১০ নয়া পয়সা (নীট) প্রতি ইউনিট।

(৩) ইন্ডাস্ট্রিয়াল মোটর—৪-১৫ অশ্বশক্তিবিশিষ্ট—১০-১৩ নয়া পয়সা (নীট) প্রতি ইউনিট (ব্যবহার অনুপাতে)।

(ঙ) ক্ষুদ্র ও কুটীরশিল্পের জন্য—১০-১৩ নয়া পয়সা (নীট) প্রতি ইউনিট (ব্যবহার অনুপাতে)।

(খ) বোর্ড কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন লিমিটেড হইতে প্রতি ইউনিট ৪·৭ নয়া পয়সায় ক্রয় করেন।

(গ) যাঁহারা বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের সার্ভিস কনেকসন চার্জ ও সিকিউরিটি ডিপোজিট দিতে হয় এবং একটি চুক্তিপত্র সম্পাদন করিতে হয়।

(ঘ) প্রশ্নটী স্পষ্ট নহে। উত্তর বাপড়দহ ইউনিয়নের একমাত্র উত্তর বাপড়দহ গ্রামে ইংরেজীর ১৯৫৭ সালের এপ্রিল মাস হইতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হইতেছে।

Sj. Tarapada Dey:

৩১ নয়া পয়সা—এত বেশী দরে বিক্রী করে কেন?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghose:

ওভারহেড এক্সপেন্সেস করে যা পড়ে সেই দরে বিক্রী করে। তবে আমি জানি স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড এখনো কোন লাভ করে না। এবং এটা হচ্ছে একটা অটোনমাস বডী।

Sj. Tarapada Dey:

এখানে সরকার কত টাকা খরচ করছে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghose: I want notice.

[3-30—3-40 p.m.]

Sj. Tarapada Dey:

আপনি (গ)এর উত্তরে বলেছেন সার্ভিস কনেকশন চার্জ ও সিকিউরিটি ডিপোজিট দিতে হয়। এই চার্জটা কত মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghose:

যেখান দিয়ে লাইন গিয়েছে সেখান থেকে কনেকশন নিলে, এই সার্ভিস কনেকশন চার্জ এক লাইনে হয়, কিন্তু যদি দূরে পথে পোস্ট পুঁতে লাইন টেনে নিয়ে গিয়ে কনেকশন দিতে হয় তাহলে, কত দূরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তার উপর নির্ভর করছে কত সার্ভিস কনেকশন চার্জ পড়বে।

Sj. Tarapada Dey:

এর জন্য সিকিউরিটি ডিপোজিট কত লাগে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghose:

সেটা আমি জেনে বলতে পারি।

Sj. Tarapada Dey:

আপনি এই যে ইলেকট্রিসিটি নিয়ে যাবার জন্য পোস্টের কথা উল্লেখ করলেন, তার কোন হিসাব প্রশ্নোত্তরে দেন নি। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে—এই পোস্টগুলি কি আপনারা এমনি দেন, না, তার জন্য কোন সর্ত আছে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghose:

আমাদের ইলেকট্রিক লাইন যেখান দিয়ে গিয়েছে সেখানে যদি কেউ কনেকশন চায় তাহলে অল্প খরচায় জেনারেল চার্জে হয়ে যায়, কিন্তু যদি পোস্ট পুঁতে দূরে লাইন টেনে নিয়ে গিয়ে কনেকশন দিতে হয়, তাহলে যতগুলি পোস্ট টানা হবে, খরচটাও সেই হিসাবে পড়বে।

Sj. Tarapada Dey:
প্রত্যেকটি পোস্টের জন্য কত খরচ পড়ে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghose:
তা এখন বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

Mr. Speaker: It all depends on the number of posts. When you apply for electricity,
ট্রান্সফরমার যদি বসাতে হয় তাহলে তার খরচ ধরা হয়, এবং যদি সেখানে চার-পাঁচটা পোস্ট বসিয়ে লাইন ক্যারি করতে হয় তাহলে পোস্ট টু পোস্ট দাম ধরে নেয়। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে—চারটা পোস্টের জন্য আমার কাছ থেকে চারশো টাকা নিয়েছিল।
It is 5 per cent. of the total investment.

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:
আপনি কি বাঁশ নিয়েছিলেন?

Mr. Speaker:
সাধারণ বাঁশ নয়, লোহার বাঁশ।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: According to the Electricity Act of 1910, the rule is that if a particular consumer wants a connection to a place which is 100 ft. from the main he pays nothing except for the charges for fitting on the wall. But if it is beyond 100 ft. then he has got to pay the total cose of the post and taking the current from the nearest electricity board to the house, provided that if that route is not supplied with electricity by the Board then 6 men in a group may inform the Board that they are also willing to have connections from this line then proportionate charges are made. The original man who has paid the sum is then paid back a certain amount of compensation for the money he has advanced. Provided that no such arrangement will be made unless the licensee has reasonable return on the money that is spent for this connection and that reasonable return according to the Act is 5 per cent. of the total amount that is spent.

Sj. Tarapada Dey:
উত্তর খাপড়াসহ ইউনিয়ন সম্পর্কে আমার প্রশ্ন আছে। ঐ এলাকায় আপনি কতকগুলি জায়গায় ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই করেছেন প্রায় বিনা পয়সায়, আবার কতকগুলি জায়গায় ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই করার জন্য পোস্টের খরচ চার্জ করেছেন। সেখানে কতগুলি পোস্ট দিয়েছেন এবং তার জন্য কত চার্জ পড়েছে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghose:
কোন পার্টিকুলার কেস যদি থাকে, আপনি আমায় লিখবেন, জানিয়ে দেবো।

Sj. Tarapada Dey:
আপনি কি জানেন সেখানে ডিস্ট্রিক্ট কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের বাড়িতে ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই করা হয় ২০টা পোস্ট বসিয়ে, এবং তার জন্য কোন চার্জ করা হয় নি?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghose:
আমার কাছে সে রকম কোন খবর নেই।

Mr. Speaker:

এখানে লটা কি শুনুন।

The Chief Minister has tried to tell you the legal position. What is your next question?

Sj. Tarapada Dey:

উত্তর বাগড়দহে আপনি যে ইলেকট্রিক সাপ্লাই করেছেন তাতে কতকগুলি পোস্ট লেগেছে এবং কিরকম চার্জ হয়েছে?

Mr. Speaker:

অর্থাৎ আপনি জানতে চাচ্ছেন কতগুলি জায়গায় ডিস্‌ক্রিমিনেশন হয়েছে?

That question cannot be answered offhand except by an enquiry.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আপনার যদি কিছু বিশেষ ব্যাপারে জানবার থাকে লিখে দেবেন, বলে দেবো।

Dr. Jnanendra Nath Majumdar: May I know whether the charges by the State Electricity Board in West Bengal are the maximum allowable by the Indian Electricity Act?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Indian Electricity Act lays down the highest and the lowest rate and any licensee has got to agree not to exceed the highest.

Dr. Jnanendra Nath Majumdar: Is it a fact that in all other States it is below the maximum while it is the maximum which you charge here?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: After all, in this case no outsider gets the money.

Mr. Speaker: Does the Indian Electricity Act provide a maximum rate?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: The position is when you apply for licence you have got to indicate the maximum you would charge; both maximum and minimum.

Mr. Speaker: Supposing there is no licencee.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: In this case the Board is the licencee.

Dr. Kanailal Bhattacharya:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন প্রতি ইউনিট ৪·৭ নয়া পয়সায় কেনা হয় কলকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের কাছ থেকে। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, এটা ডি ভি সি-র কাছে থেকে কেনা হয় না কেন?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Current is taken from the Electric Supply. If we take from the D.V.C. we have got to pay for the transmission line from D.V.C. to Calcutta. It is a very expensive job. So far what we do, we either generate electricity from diesel engine sets or take from the Calcutta Electric Supply, which takes from the DVC. Until we get our own Power thermal station developed in Durgapur, we will have to take it in a round about way.

Dr. Kanailal Bhattacharya:

ডি ভি সি-র কাছ থেকে কালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন কি রেটে কেনে?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

তা আমি এখন বলতে পারব না।

Dr. Kanailal Bhattacharjee:

তাঁরা তিন নয়া পয়সা রেটে দিয়ে থাকেন।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: না, না।

you are making a mistake. Three naye paise is the cost of generation of electricity at the power house. They charge Calcutta Electric Supply at 4 annas and odd naye paise, because they have got to transmit and it is fearfully expensive to transmit current from D.V.C. area to Calcutta area.

Dr. Kanailal Bhattacharya:

তাহলে জিজ্ঞাসা করতে পারি কি, ডি ভি সি যারা আমাদের একটা আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠান, তারা যে ইলেকট্রিসিটি উৎপাদন করে সেই ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই করে ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনকে, আবার আর একটা আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠান আমাদের স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড তারা আবার ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের কাছ থেকে ইলেকট্রিসিটি কেনে কেন, এতে কি সরকারী অর্থের অপচয় হচ্ছে না?

[3-40—3-50 p.m.]

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Because the State Electricity Board had already contracted with the Calcutta Electric Supply Corporation some time back for supply of certain amount of current and the Damodar Valley has also contracted. As a matter of fact the Calcutta Electric Supply wanted to have a new power station south of Calcutta. They asked the permission of the State Government; we refused because we insisted that they should take power from the Damodar Valley Corporation. When this happened there was a chance that the electricity generation of the Damodar Valley will not have sufficient consumption and therefore we insisted upon the Calcutta Electric Supply for taking current supply from the Damodar Valley and they have made a contract which goes on till 1960, if not 1961. You have a wrong idea that the Damodar Valley generates electricity cheap because it is hydro-electric. That is not so. The amount that is generated from the hydro-electric station is not even 10 per cent. of the total production; it is more or less the thermal power station that supplies electricity, and as far as I know the Calcutta Electric Supply takes current from the Damodar Valley at a little over 4 annas per unit and almost at the same rate they give to us.

Sj. Pramatha Nath Dhibar:

যখন, স্যার, ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ইউনিটের রেট আছে তখন এটা অ্যান্টি-প্রফিটিয়ারিং বিলের মধ্যে আনা হয় নি কেন?

Mr. Speaker: Question disallowed.

Complaints from stall holders of Refugee Market at Keoratala, Calcutta

*73. (Admitted question No. *1765.) **Sj. Somnath Lahiri:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Home (Police) Department be pleased to state—

(ক) কলিকাতা কেওড়াতলা উদ্বাস্তু বাজারে দোকানদারদের উপর গুণ্ডার উপদ্রব সম্বন্ধে সরকার দোকানদারদের নিকট হইতে কোন দরখাস্ত পাইয়াছেন কিনা; এবং

(খ) পাইয়া থাকিলে, সে সম্বন্ধে কি করা হইয়াছে?

The Minister for Home (Police) (the Hon'ble Kali Pada Mookerjee):

(ক) হ্যাঁ।

(খ) দরখাস্তে বর্ণিত অভিযোগগুলির পূর্ণ তদন্ত করিয়া আইনানুযায়ী শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

Sj. Khagendra Kumar Roy Choudhury:

কতজনকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

যাদের বিরুদ্ধে দরখাস্ত করা হয়েছিল তাদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে।

Sj. Khagendra Kumar Roy Choudhury:

কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে জানাবেন কি?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

ব্যবস্থা হয়েছে যে, উদ্বাস্তু বাজারে যারা ফলওয়ালা আর যারা শাকসবজি বিক্রি করে তাদের মধ্যে গোলমাল হয় এবং তার পর হাতাহাতিও হয়। তাদের বিরুদ্ধে পেটি কেসের মামলা করা হয়েছে।

Sj. Narendra Nath Sen:

মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, যে এদের উপর থেকে জোর করে চাঁদা উঠান হয় কি না?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

এই অভিযোগ ছিল কিন্তু তদন্ত করে প্রমাণিত হয়েছে যে এই অভিযোগ অসত্য।

Sj. Narendra Nath Sen:

মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি, কালীপূজার চাঁদা আদায় ও মদ খাওয়ার চাঁদা আদায় করার জন্য সেখানকার দোকানদারদের উপর জুলুম করা হয়?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

কালীপূজার সংবাদ আমার জানা নেই।

Sj. Narendra Nath Sen:

এরা চাঁদা দেয়নি বলে এদের দোকান কেড়ে নেওয়া হয়েছে কি?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

এ সংবাদ আমার জানা নেই।

Sj. Narendra Nath Sen:

তারা এই অভিযোগ পুলিস কমিশনারের কাছে এবং পুলিশমন্ত্রী মহাশয়ের কাছে করেছিল একথা জানেন কি?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

আমার কাছে এই রকম অভিযোগ এসেছে বলে আমার মনে পড়ে না। একথা অনেক আগেকার ব্যাপার।

Sj. Narendra Nath Sen:

অনুসন্ধান করে এর ব্যবস্থা করবেন কি?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

নিশ্চয়ই।

Sj. Bankim Mukherji:

গুণ্ডারা কি কি উপদ্রব করেছিল, যার জন্য তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

নিজেদের মধ্যে ঝগড়া হয়েছিল, উভয় দলই রয়েছে, [illegible] রয়েছে, ক্যাওয়ালারাও রয়েছে—সবাই উদ্বাস্তু। পুলিশ পেট্রোল করে, কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়, তাদের সাজা হয়েছে।

Sj. Narendra Nath Sen:

এই ঝগড়া শুধু [illegible] মধ্যে নয়, স্থানীয় গুণ্ডারাও অত্যাচার করেছে জানেন কি?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

উদ্বাস্তুদের মধ্যেও গুণ্ডা আছে।

Sj. Apurba Lal Majumdar:

কোন্ সেকশনে কেস হয়েছে বলতে পারেন কি?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

তাদের সকলকেই চালান দেওয়া হয়েছে, ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হাজির করা হয়েছে।

Sj. Apurba Lal Majumdar:

চার্জসিট দেওয়া হয়েছে কি?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

সাজা হয়েছে।

Sj. Apurba Lal Majumdar:

কি সাজা হয়েছে?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

ফাইন হয়েছে।

Sj. Apurba Lal Majumdar:

কি কি চার্জ তাদের বিরুদ্ধে ছিল?

Mr. Speaker: I think the question has been fully answered. Next question.

Introduction of small machines for husking rice in replacement of Dhenkis

***74.** (Admitted question No. 1671.) **Sj. Rabindra Nath Roy):** (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Cottage and Small-Scale Industries Department be pleased to state whether Government has taken the scheme of Small Cottage Industries like introduction of small machines for husking rice and making chira in replacement of Dhenkis?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state what alternative work Government proposes to give at present to those male and female workers engaged in such rice and chira manufacture by dhenki?

The Minister for [illegible] and Industries (the Hon'ble Bhupati Majumdar): (*a*) No.

(*b*) Does not arise.

Sj. Rabindra Nath Roy:

ঢেঁকির পরিবর্তে হাস্কিং মেশিন চালু করার জন্য হাওড়া ও ২৪-পরগনায় প্রায় ২০-২৫ হাজার লোক বেকার হয়েছে জানেন কি?

The Hon'ble Bhupati Mazumdar:

কত লোক বেকার হয়েছে বলতে পারি না, তবে সেটা বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছি। স্টেট গভর্ন-মেন্ট এখন নতুন চালকল বা যন্ত্র বা উন্নত ধরনের যন্ত্র বসান বন্ধ করে দিয়েছে। দ্বিতীয়তঃ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কাছে মত করেছি—চিড়া এইসব জাতীয় দ্রব্যের মেশিন হলে তার উপর এক্সাইজ ডিউটি দিতে হবে। তারা জানিয়েছেন প্রয়োজন হবে না—রাইস মিলিং রেগুলেশন এ্যাক্টের ভিতর রাইস মিলের যত রকম প্রিপারেশন আছে তা সবই পড়ে যাবে। সুতরাং এটা বাড়তে দেওয়া হবে না—গভর্নমেন্ট পলিশি হচ্ছে ঢেঁকিকে বাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া।

Sj. Rabindra Nath Roy:

এখন পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় হাস্কিং মেসিনের লাইসেন্স দেওয়া হচ্ছে জানেন কি?

The Hon'ble Bhupati Mazumdar:

স্টেট গভর্নমেন্ট পলিসি তা নয়, যদি কোন জায়গায় সেরূপ কিছু হয়ে থাকে জানাবেন।

Sj. Chitto Basu:

যে সমস্ত অঞ্চলে হাস্কিং মেসিনের লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে সেখানে ঐ মেসিন চালু হবার জন্য বেকারীর সংখ্যা বেড়ে যাবে, সেখানে ঐ লাইসেন্স কেটে দেওয়া হবে কি?

The Hon'ble Bhupati Mazumdar:

পলিসি তা নয়, পলিসি হচ্ছে বাড়তে দেব না, নোটিস দিলে দেখবো।

Sj. Chitto Basu:

এক্জিস্টিং লাইসেন্সগুলি ক্যান্সেল করা হবে কি?

The Hon'ble Bhupati Mazumdar:

বাড়তে যখন দেব না—তাতে কি বুঝা যাচ্ছে? পজিটিভ উত্তর দেওয়া হয়েছে, নেগেটিভ বলা যাবে না।

Sj. Apurba Lal Majumdar:

এই যে বেকারীর সংখ্যা বাড়ছে হাস্কিং মেসিনের জন্য—সে সম্বন্ধে মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে—এখন যে যে জায়গায় তা হয়েছে সেখানে লাইসেন্স ক্যানসেল করতে রাজী আছেন কি?

Mr. Speaker: Disallowed.

Sj. Apurba Lal Majumdar:

এই ২০।২৫ হাজার লোক বেকার হয়েছে, তাদের জীবনধারণের জন্য কোন বিকল্প কাজের ব্যবস্থা করবেন কি—লাইসেন্স ক্যানসেল যদি না করেন?

The Hon'ble Bhupati Mazumdar:

এত যে বেকার হয়েছে কথাটাতো আপনার কাছ থেকেই পাচ্ছি, সমস্ত সংবাদ আমাদের দিন। সরকারী কাজ যেভাবে চলছে তার ভিতর এটা আসছে, গভর্নমেন্ট পলিসি হচ্ছে এই হাস্কিং-মেসিন বাড়ানোর বিরুদ্ধে কি করতে পারি নিশ্চয়ই দেখবো।

Candidates appearing in the West Bengal Civil Service Examination, 1957

*75. (Admitted question No. *1607.) **Dr. Ranendra Nath Sen:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Home Department be pleased to state—

(*a*) number of candidates appearing in "D" Group Service of the West Bengal Civil Service (Junior) Examination held in January, 1957, under the Public Service Commission;

(*b*) number of those candidates who were selected in the said examination;

(*c*) If it is a fact that some of the selected persons were later considered unsuitable for the said services;

(*d*) if so, the number of those candidates; and

(*e*) the reasons as to why they have been considered unsuitable?

The Minister for Home (Police) (the Hon'ble Kalipada Mookerjee): (*a*) Eight hundred and sixty-nine.

(*b*) Fifty-four.

(*c*) Yes.

(*d*) Seven.

(*e*) Three of the candidates were considered unsuitable for service under Government for reasons which cannot be disclosed in the public interest.

The remaining four candidates suppressed certain material facts while submitting applications for the examination which was detected after the results of the examination were published. The candidature of these four candidates was, therefore, cancelled in terms of the notice issued by the Public Service Commission, West Bengal, in connection with the West Bengal Civil Service Examination, 1957.

[3-50—4 p.m.]

Sj. Jyoti Basu: With respect to the last part of the answer, will the Hon'ble Minister be pleased to inform us the nature of the material facts which were suppressed from the Public Service Commission?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: While submitting their applications, they suppressed certain material facts, viz., that they were in the employ of different departments, either of the Government or of the statutory bodies.

Sj. Jyoti Basu: With respect to answer (e), have the candidates been informed of the reasons for which they cannot enter Government service?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: They have been declared unsuitable and this fact must have been communicated to them.

Mr. Speaker: Mr. Basu, if I understood your question rightly, you asked, were the candidates informed as to the reasons why they were considered unsuitable? But what cannot be disclosed to the public in the public interest cannot, I believe be disclosed to the candidates.

Sj. Jyoti Basu: But that is not what the Minister said.

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: The reasons cannot be disclosed to them in the public interest.

Sj. Jyoti Basu: I am happy that the Speaker has corrected you. My next supplementary question is whether the Hon'ble Minister can state on the floor of the House as to how these gentlemen or young people who have lost their jobs can behave themselves in order to get a Government job ever in their lives?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: That is a hypothetical question.

Mr. Speaker: Is there anything to show that they lost their jobs? This is a question of employment and not a question of losing their jobs.

Sj. Jyoti Basu: They were given employment and then they were notified.

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: They were not given employment.

Sj. Jyoti Basu: They were selected.

Mr. Speaker: Selection is one thing and employment is another.

Sj. Jyoti Basu: They were told that for some reason, which in the public interest they would not disclose, they were not fit for Government service. Hence they were not employed in the Government service. Sir, you can appreciate the importance of my question. When some people lose their jobs or do not get Government employment, they say that they cannot disclose the facts in the public interest. Anyway, I do not like this rule. But the point is I would ask the Minister for our information as well as for the information of the outside public as to how exactly anybody can correct himself in order to be eligible for Government service. Is there any way out? I want this information.

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: It is very difficult for me to answer a question like this.

Mr. Speaker: All that has been stated is this that they will not disclose it and the reason given is that it is in the public interest. Mr. Basu tried to put the question in different ways and every possible means was adopted to elicit the information, but Government has declined. So, there is an end of the matter.

Sj. Sunil Das: The Hon'ble Minister says that "the candidates were considered unsuitable for service under Government for reasons"—the reasons were not before the Hon'ble Minister when these gentlemen applied for service and sat for the examination; the reasons came afterwards. Who provided the Hon'ble Minister or the Government with those reasons?

Mr. Speaker: Mr. Mookerjee, are you prepared to say who gave the information to you?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: I have nothing to add.

Sj. Jyoti Basu: The question is who made the enquiry about these gentlemen—the Public Service Commission or the Police, or the Government.

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: I cannot disclose the reason.

Mr. Speaker: Mr. Mookerjee, the question before the House put by Mr. Basu is which of the three agencies—the Public Service Commission, the Police or the Government—made the [illegible] its enquiry. What is your answer?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: I cannot disclose it.

Sj. Jyoti Basu: I am sorry the Chief Minister is not here because on my enquiries of him he told me in a similar case that it is the Public Service Commission which made its own enquiry and that the Government had nothing to do with it. Later on when I wrote to the Chairman of the Public Service Commission I was told that it was the Government or the Police which made the enquiry and that the Public Service Commission had nothing to do with it.

Theft cases of Railway materials in between Howrah and Kharagpur in 1957

*78. (Admitted question No. *887.) **Sj. Narayan Choubey.** (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Home (Police) Department be pleased to state—

(*i*) what is the number of theft cases of Railway materials in between Kharagpur and Howrah reported to the police within the 1st April, 1957, to 31st October, 1957;

(*ii*) what was the number in the corresponding period of the year 1956;

(*iii*) how many police cases were started for these thefts;

(*iv*) in how many cases the criminals were convicted; and

(*v*) whether it has been reported to the police that recently huge amount of Railway materials has been stolen from the Blacksmith Shop, Kharagpur Railway Workship?

(*b*) If the answer to (*a*)(*v*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) whether the police has been able to ascertain since how long this theft was being conducted;

(*ii*) what is the amount of stolen property and what is its market price;

(*iii*) where was this stolen property being sent; and

(*iv*) whether any Railway official has been found implicated in the theft case?

The Minister for Home (Police) (the Hon'ble Kali Pada Mookerjee): (*a*)(*i*) Seventeen.

(*ii*) Sixteen.

(*iii*) Seventeen.

(*iv*) Seven.

(*a*)(*v*) and (*b*)(*ii*) One case was reported in September, 1957, that steel hinges valued about Rs. 6,000 were illegally manufactured in Blacksmith Shop No. 5 of Kharagpur Railway Workshop and supplied outside.

(b)(i) and (iii) The case is under investigation.

(iv) In connection with the case three Railway employees have so far been arrested.

Sj. Narayan Chobey: What are the names of the railway employees arrested in connection with this case?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: I have not got the names but I understand that some more men have recently been arrested in this connection. I have not got the names.

Sj. Narayan Chobey: What is the actual number of people arrested up till now in connection with this case?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: 12.

Sj. Narayan Chobey: In reply to my question you have said in your answer (a)(v) and (b)(ii) that the steel hinges were "supplied outside". What place is meant by "outside"? Where? To whom?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: To different parties.

Mr. Speaker: The question time is over.

Sj. Narayan Chobey: Then this question may be held over.

[4—4-10 p.m.]

Adjournment motion

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

স্যার, আমার একটা এ্যাডজার্নমেণ্ট মোশন ছিল, আপনি রিফিউজ করেছেন। কিন্তু আমি আপনাকে রিকনসিডার করবার জন্য অনুরোধ করছি। আমার মোশনটা এই:—

"Since Nehru-Noon agreement on the exchange of enclaves and readjustment of boundaries between West Bengal and East Pakistan a great deal of panic and sense of insecurity are prevailing among the people living in the border areas of East Pakistan, particularly in the Sundarbans. This sense of insecurity among the people living in the border areas has increased recently because of the fact that the Pakistan Government has strengthened its road communication and military forces all along the border and also because of the fact that our Government has done practically nothing to strengthen its own communication and defence arrangements, particularly in the Sundarbans. The statement made by the Hon'ble Chief Minister in the Council on 19th December, 1958, has not removed this sense of insecurity among the people of the border areas".

আমার এ্যাডজার্নমেণ্টটা আপনি আর একবার রিকনসিডার করুন।

GOVERNMENT BILL

The West Bengal [illegible] Bill, 196[illegible]

Sj. [illegible] Lal Majumdar:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিল আমাদের সামনে উপস্থিত করা হয়েছে। এই বিল সম্পর্কে অনেক বক্তব্য আমাদের জনপ্রতিনিধিদের তরফ থেকে এই এসেম্বলির মধ্যে রাখা হয়েছে। আমি এই সম্পর্কে অন্য একটা কথায় বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখব। দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিমবঙ্গে [illegible] যে সমস্ত ব্যবসায়ীরা আছে তাদের কবল থেকে মুক্তির জন্য এবং তাদের অতিরিক্ত মুনাফার উর্ধ্বে লাগাম টেনে দেবার জন্য মানুষের মধ্যে যে বিক্ষোভ ছিল সেই বিক্ষোভকে ভুল পথে পরিচালিত করার জন্য আজকে এই ধরনের একটা বিল আমাদের সামনে উত্থাপন করা হয়েছে। আমরা আশা করেছিলাম যে গত কয়েক বছর ধরে মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের যে অগ্নিমূল্য আমাদের সামনে দেখা দিয়েছে সেই অগ্নিমূল্যের কণ্ঠরোধ করে জনসাধারণের আবশ্যকীয় দুর্মূল্য জিনিসগুলি তাদের ক্রয়-ক্ষমতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে কংগ্রেস সরকার জনসাধারণকে খানিকটা স্বস্তি দেবেন। কিন্তু যে বিল আমাদের সামনে উপস্থিত করা হয়েছে তার প্রত্যেকটা ধারা এর পরে আলোচনার সময় বিস্তৃত আলোচনা করা যাবে, কিন্তু এর মূল কতকগুলি নীতির উপর আমি আমার বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখব। সরকার তার নীতিতে বলেছেন যে এবার আমন ধান আমাদের দেশে ৪·৩ লক্ষ টন উৎপন্ন হয়েছে। এই আমন ধান যে হয়েছে তার প্রোকিওরমেন্ট প্রোগ্রামের যে নীতি তাঁরা আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন তার বিরুদ্ধে আমাদের তরফ থেকে এর আগে বহুবার বলা হয়েছে। অর্থাৎ প্রোকিওরমেন্টের পরিমাণ আরও বাড়িয়ে দেওয়া দরকার। তার কারণ আমরা দেখি যে পশ্চিমবাংলার মোট জনসংখ্যার যে ভিত্তি তাতে আমাদের দেশে চালের প্রয়োজন প্রায় ৪৬ লক্ষ টন। এই ৪৬ লক্ষ টনের মধ্যে যদি আমরা ধরে নিই যে ৩২ পার্সেণ্ট মার্কেটেবল সারপ্লাস এবং এই ৩২ পার্সেণ্ট যদি মার্কেটেবল সারপ্লাস হয় তাহলে আমাদের সামনে এখন বাজারে চাল বিক্রি করার জন্য যে পরিমাণ চাল আসবে সেই পরিমাণ চালের মধ্যে ১ লক্ষ টন যদি আমরা প্রোকিওর করি তাহলে ১·২৫ মিলিয়ন টনস যে চাল থাকবে সেই চাল আজ কার হাতে যাবে সেটাই প্রশ্ন। সেই চাল বাজারে আসবে এবং সেই চাল বাজার থেকে যারা বড় বড় কারবারী তারা কিনে নিয়ে যাবে। সেজন্য গভর্নমেন্ট যে রেট বেঁধে দিয়েছেন সেই রেট অনুসারে সেই চালের দাম ৩৩ কোটি টাকা দাঁড়ায় এবং এর ফলে সেই ৩৩ কোটি টাকার ব্যবসা করার সুযোগও তারা পাচ্ছে। এই ৩৩ কোটি টাকার মধ্যে ১০ টাকা যে মিনিমাম দর বেঁধে দিয়েছেন সেই দরও যদি ধরি তাহলেও প্রায় ২০ লক্ষ টাকা আমাদের যারা ব্যবসায়ী শ্রেণী তাদের হাতে যাচ্ছে। কাজেই এই ২০ লক্ষ টাকা যা মার্কেটেবল সারপ্লাস থাকবে সেই মার্কেটেবল সারপ্লাসটা যদি স্টেট ট্রেডিং-এর মধ্য দিয়ে সরকার যদি নিজে প্রোকিওর করে নিতেন তাহলে এই ২০ লক্ষ টাকা যে অতিরিক্ত মুনাফা বিভিন্ন চাল ব্যবসায়ীর কাছে যাবে সেটা আমাদের রাজ্য সরকারের হাতে থাকতে বাধ্য হত।

তারপর আমার দ্বিতীয় বক্তব্য হোল, আমরা বার বার সরকারের কাছে বলেছি যে বিশেষ করে জুন থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত এই ৬ মাস চালের দর অতিরিক্ত বেড়ে যায়—সেই সময় এই চালের দরকে রোধ করার জন্য গভর্নমেন্ট যদি সমস্ত পশ্চিমবাংলার মানুষকে অন্ততঃ মাথাপিছু ১ সের করে চাল দিতে পারতেন তাহলে কিছুটা দর আটকে রাখতে পারতেন। যদি ১ সের করে ৬ মাস চাল দিতে হয় তাহলে ৬·৬২ লক্ষ টন দরকার হয়, সেই চাল বাজারে প্রোকিওর করতে পারেন কিন্তু তা প্রোকিওর না করে সেই চাল থেকে [illegible] প্রচুর মুনাফা লুঠবার সুযোগ তাঁরা দিয়েছেন। অবশ্য আমরা কালকে জানতে পেরেছি যে নিম্নতম দর বেঁধে দেবেন সরকার কিন্তু নিম্নতম দর বাঁধতে গেলে যে সমস্ত ইকনমিক ডাটার দরকার তা সরকারের কাছে আছে কি না সেটা এই হাউসে বলা হয় নি। স্পীকার মহাশয়, আপনি একথা স্বীকার করবেন যে এগ্রিকালচার এখন লুজিং কনসার্ন, প্রফিট সেখানে যথেষ্ট নেই। তাছাড়া ল্যান্ড, লেবার বা ক্যাপিটাল সেটা ইনইলাস্টিক। কাজেই সেগুলি আমাদের সামনে রাখা উচিত ছিল এবং সেজন্য মিনিমাম দর কি হবে সেই দর সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য সরকারের কাছে উত্থাপন করতে পারিনি। এ সম্পর্কে আমরা দেখি যে কেন্দ্রের তরফ থেকে, ন্যাশনাল [illegible] কাউন্সিলের তরফ থেকে

স্টেট ট্রেডিংএর কথা বলছেন—আমরা তাঁর বিরোধী নহি এবং স্টেট ট্রেডিং করতে গেলে যে অসুবিধা আছে তার একটা হিসাব দেওয়ার [illegible] স্বীকার করি। তা সত্ত্বেও সরকার ইচ্ছা করলে ৫ মাসের জন্য যে চালের দরকার সেই চাল প্রোকিওর করে উপযুক্ত দিন [illegible] পারতেন বাংলাদেশের গরীব সাধারণ মানুষকে যদি মাথাপিছু ১ সের করে চাল দিয়ে [illegible] তা হলে ভালো হোত। এই প্রসঙ্গে আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে [illegible] যে বহু বছর ধরে সেন্ট্রাল [illegible] ধরে [illegible]? [illegible] চেম্বারলিন, বাঁকিয়া প্রভৃতি [illegible] এর বাইরে রেখে [illegible] করেছেন [illegible] ব্যবসায়ী [illegible] এর [illegible] দিয়েছেন। এই সমস্ত [illegible] যা [illegible] যাতে এই [illegible] বিভিন্ন [illegible] হয় এই [illegible] আমি করছি। [illegible] বিভিন্ন জায়গায় এই [illegible] বন্ধ করা দরকার। সেই হিসাবে চেম্বারলিন, বাঁকিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে যে সমস্ত [illegible] আছে—সেগুলির উপরে [illegible] বাইরে, সেখানেও এই আইনের প্রয়োগ দেওয়া উচিত। এ সম্পর্কে আমাদের [illegible] উচিত [illegible] তাদের রিপোর্টে বলেছেন ১৯৫৫ সালে আমাদের এখানকার [illegible] যে চাল [illegible] ১৯৫৬ সালে তার চেয়ে বেশী হোর্ড করেছেন এবং এই হোর্ডিংএর মাত্রা দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে—এই ব্যাপারে আমাদের সতর্ক হওয়া দরকার। রুরাল ক্রেডিট সার্ভে [illegible] তরফ থেকে হিসাব দেখান হয়েছে যে আমাদের বাংলাদেশে যে চাল উৎপন্ন হয় তার শতকরা ৬৫ ভাগ যায় প্রতিউসারদের হাতে দিয়ে পৌঁছায় এবং বাকীটা [illegible] হাতে দিয়ে পৌঁছায়—এই হিসাবে দেখা যায় যে শতকরা ৬৬·৮০ প্রডিউসাররা পান, বাকী ৩৪ ভাগ আমাদের [illegible] ভোগ করে থাকেন।

[4-10—4-20 p.m.]

এবং এই দিক থেকে আমরা দেখেছি যে সরকারের তরফ থেকে যে দায়িত্ব তারা ইচ্ছা করলে নিতে পারেন! আমরা দেখেছি গতবার যে চাল আমাদের দেশে উৎপন্ন হয়েছিল এবং কেন্দ্র থেকে যে চাল আমরা [illegible] আমাদের খাদ্যমন্ত্রীর হিসেব মত প্রয়োজনীয় চাল আমরা পেয়েছিলাম কিন্তু তা সত্ত্বেও ৩০।৩২ টাকা মণ দরে চাল আমাদের কিনে খেতে হয়েছে। এবার আমন ধান আমাদের বেশী হয়েছে। এবং উড়িষ্যা থেকে ২॥ লক্ষ মণ চাল আমরা আনছি একথাও সত্য কিন্তু তা সত্ত্বেও এখন নতুন চাল বাজারে উঠে গেছে—গভর্নমেন্টের আইন ইতিমধ্যে চালু হয় নি যখন জানুয়ারি মাসে চালু হবে তখন বড় বড় ব্যবসায়ীরা নিয়ে গুদামজাত করে রাখবে। তবে নিম্নতম দর তিনি যা দিয়েছেন আমাদের খাদ্যমন্ত্রী কি এই হাউসের সামনে এই প্রতিশ্রুতি দিতে পারবেন যে নীতি তিনি আজকে ফলো করছেন সেই নীতি তিনি পালটাবেন না? আমাদের গত বছর বা তার আগের বছরের এ তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে যে ফুড ডিপার্টমেন্টের রুলস এত তাড়াতাড়ি পরিবর্তন হয় যে আমরা যে আইন ব্যবসা করি আমরা পর্যন্ত বুঝতে পারি না। কাজেই সাধারণ মানুষ যারা তাদের পক্ষে বুঝা তো একেবারে দুঃসাধ্য। নীতির যদি একটা সমস্ত দিক থেকে জনসাধারণের কাছে পরিস্কার রূপ যদি না পায় তাহলে সব দিক থেকে অসম্ভব হয়ে পড়ে। আর তা ছাড়া এসম্পর্কে আরও বলতে হয় দেশের বাহিরে যখন প্যাডি রুড বা অন্যান্য জিনিস ইমপোর্ট বন্ধ করেন নি তখন কি হতে পারে। আমি এ সম্বন্ধে একমত সারা ভারতবর্ষে যদি আপনারা একই খাদ্যনীতি না চালান এবং সঙ্গে সঙ্গে যদি [illegible] নিম্নতম দরের দাম না বাঁধেন তাহলে আমাদের দেশের যে খাদ্যনীতি তা ব্যর্থ হতে বাধ্য। এবং আমরা দেখছি ইতিমধ্যে যারা বড় বড় ব্যবসাদার তারা চক্রান্ত সুরু করেছেন যে এই সরকারের এই খাদ্যনীতি ভালভাবে পরিচালিত না হতে পারে। এবং আমাদের সরকারের যে সমস্ত অপদার্থ সরকারী কর্মচারী, দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারী আছে তাদের উপর নির্ভর করে সরকার কিছুতেই এই নীতি কার্যে পরিণত করতে পারবেন না। এবং আমার মনে হয় ঠিক এই বছরেও [illegible] দুর্ভিক্ষ নেমে আসবে। সেইজন্য আমি সরকারের কাছে এই কথা বলব যে তাদের নির্ধারিত নীতিকে তারা কার্যে পরিচালিত করবার চেষ্টা করুন এবং সর্বনিম্ন দর বেঁধে দেবার [illegible] এবং আমাদের যা বক্তব্য তা শুনে যাতে [illegible] বা [illegible] প্রডিউসারদের উচিত [illegible] না হয় তার ব্যবস্থা করুন।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ৩ দিন ধরে মূল্যনিয়ন্ত্রণ বিরোধ বিল এবং আগামী বছরের খাদ্যনীতি সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছে। বহু বক্তা এ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেছেন, আলোচনা করেছেন। আমরা এদের বক্তৃতার মধ্যে দিয়ে অনেক ভাল কথা শুনেছি, অনেক ভাববার কথা শুনেছি, আবার অনেক অসংলগ্ন, অসত্যাপবাদ ও রাগের কথাও শুনেছি। আমরা যে অর্ডিন্যান্স করেছিলাম, মূল্যনিরোধ অর্ডিন্যান্স সেটা একমাত্র এই উদ্দেশ্য নিয়েই করেছিলাম যাতে করে কতকগুলি নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যের ব্যাপারে ব্যবসায়ীরা অধিক লাভ না করতে পারে—সেই অর্ডিন্যান্সের অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। মাননীয় সদস্যরা জানেন যে আমরা সর্বপ্রথমে গম এবং গমজাত দ্রব্যের মূল্য বেঁধে দিয়েছিলাম এবং এটা সত্য যে, কলিকাতা সহর এবং শিল্পাঞ্চলেই মূল্যনির্ধারণ প্রথম পর্যায়ে আমরা সীমাবদ্ধ রেখেছিলাম। তার কারণ, কলকাতা এবং শিল্পাঞ্চলেই সবচেয়ে বেশী পরিমাণ গমজাত দ্রব্য বিক্রী হয়; এবং এটা সকলেই জানেন যে, গম কেন্দ্রীয় সরকার দিয়ে থাকেন কলিকাতা এবং সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের জন্য এবং এই গম সাবসিডাইজড দরে দিয়ে থাকেন, যে দরে তাঁরা বিদেশ থেকে আনেন, আমেরিকাই হউক, অস্ট্রেলিয়াই হউক, আর ক্যানাডাই হউক, যেখান থেকেই তারা আনুন—তার চেয়ে ঢের কমমূল্যে তাঁরা আমাদের সরবরাহ করেন। কাজে কাজেই আমরা ভাবলাম এটা নিয়েই আরম্ভ করা উচিত। তারপর, আমরা সমগ্র জেলাতে গম এবং গমজাত দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করে দিয়েছি। এই ব্যাপারে আমরা জেলা [illegible] সঙ্গে আলোচনা করেছিলাম। আমাদের পশ্চিমবাংলায় এমন অনেক জায়গা আছে—এমন অনেক ইন্‌এক্সেসেবল জায়গা আছে যেখানে মাল নিয়ে যেতে হলে অনেক খরচ করতে হয় ট্রান্সপোর্ট কস্ট অনেক বেশী পড়ে। অনেক সময় আমরা ডিলারও পাই না, তাঁরা বলেন মশাই, আপনারা যে দর দেন তাতে আমাদের পোষায় না। অনেক এমন জায়গা আছে যেখানে গরুর গাড়ীও চলে না, গরুর পিঠে ছালাতে করে মাল নিয়ে যেতে হয়, এমন অনেক জায়গা আছে যে ৫ মাইলের মধ্যে ২টি নদী পার হতে হবে। কাজে কাজেই অনেক বিবেচনা করে সমগ্র পশ্চিমবাংলায় আমরা ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে গম এবং গমজাত দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করে দিয়েছি। তারপর দর বাঁধতে গিয়ে আমরা দেখলাম এমন অনেক জিনিস আছে যেগুলির দর বাঁধা সোজা নয়; এই যেমন ধরুন, এলাচ, এলাচ আমাদের এখানে যেভাবে বিক্রী হয় তাতে এলাচের দর আমরা বাঁধতে পারি না এবং কোনদিন বাঁধতে পারব কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। তার পর, এমন অনেক জিনিস আছে সেগুলির দর বাঁধতে গিয়ে আমরা দেখলাম যে, যে দামে আমদানী করা হয় তাতে তারা ন্যায্য মূল্যই নিচ্ছে, বেশী মার্জিন নিচ্ছে না, সুতরাং দর বাঁধবার প্রয়োজন নাই। তার পর, অনেক জিনিস আছে যার ভলিউম অফ ট্রেড খুব কম। [illegible]লসেলারই হোক, আর রিটেলারই হোক, একটা মারজিন তারা রাখবে। তার পর, চিনির দর এক্সমিল রেট—ভারত-সরকার নির্ধারণ করে দিয়েছেন—চিনি ৫।৬ রকম আছে—বড় দানা চিনি, ছোট দানা চিনি ইত্যাদি। আমরা ডালের দর বাঁধবার কথাও ভেবেছিলাম—ডালও এক রকম নয় এবং তার মধ্যে কোয়ালিটির পার্থক্য আছে। কাজেই আমরা ডালের দর বাঁধতে গিয়ে দেখলাম যে ডালের দর বাঁধা খুব সোজা নয়। আমরা যেখান থেকে ডাল আমদানি করি সেখানে খোঁজ করে দেখলাম যে, সেই হিসাবে ডালের দর খুব বেশী বাড়ে নি। কাজে কাজেই ডালের দর বাঁধি নি। তার পর, ঔষধের কথা—হাজার হাজার প্রকারের ঔষধ আছে! খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ কোন দিন চিন্তা করে নি ঔষধের দর বাঁধবার ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। সেজন্য আমরা স্বাস্থ্য বিভাগের আশ্রয় নিলাম। তাঁরা অনেক ভেবেচিন্তে একটা দর ঠিক করে দিলেন—এভাবে তাঁরা ৫০০ ঔষধের দর একটা ক্যাটালগ-ভুক্ত করে দিলেন এবং এই ক্যাটালগভুক্ত দরের উপরে [illegible]লসেলারকে একটা মার্জিন দিলেন এবং রিটেলারকেও একটা মার্জিন দিলেন। ঔষধ সম্পর্কে কিছু কিছু অভিযোগ আমরা পেয়েছি। ঔষধ সম্বন্ধে ডাঃ নারায়ণ রায় মহাশয়ের সঙ্গে আমার আলোচনা হয়েছে। আমরা এখন ভাবছি এই সংখ্যাটা আরো কিছু কমিয়ে দিতে পারা যায় কি না। আমরা এটা পরে আলোচনা করে দেখব ঔষধের সংখ্যা কমান যায় কিনা—অর্থাৎ ছোট ছোট হোলসেলার যারা নাকি প্রায় রিটেলারের তুল্য তাদের কিছু কিছু সুবিধা দিতে পারা যায় কিনা।

[4-20—4-30 p.m.]

বেবীফুড সম্বন্ধে অনেক কথা হয়েছে। আমি যখন বেবীফুডের দাম বাঁধলাম কোন এক ভদ্রলোক এসে আমাকে বললেন—মশাই করেছেন কি? বেবীফুড যে আমরা ঢের সস্তায় পাচ্ছি। তার আগে আর একজন আমার কাছে এসে অভিযোগ করেছিলেন যে বেবীফুড কিনতে গেলে অনেক দাম দিতে হয়। এই হরলিক্স কিনতে কেউ ন' টাকা, কেউ সাড়ে ন' টাকা দিয়েছেন। আমি বাজার দর এনেছি, তাতে দেখতে পাচ্ছি আগস্ট মাসে, সেপ্টেম্বর মাসে হরলিক্সের দাম ন' টাকা সাড়ে ন' টাকা বা পৌনে দশ টাকা হয়েছিল। আমাদের একজন কর্মচারী আমাকে এসে বললেন—মশাই, আমি হরলিক্স কিনেছি আট টাকা দু আনা দিয়ে। আমি হরলিক্সের দাম বাঁধবার আগে মাদ্রাজ সরকারের কাছে খোঁজ করেছিলাম। তাঁরা একটা দাম বাঁধবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁরা আমাকে বললেন—আমরা কোন দর বাঁধিনি, কেবল একটা জেন্টেলম্যানস এগ্রিমেন্ট করেছি ব্যবসাদারদের সঙ্গে, তাঁরা যে এগ্রিমেন্ট করেছেন তাতে দর চার নয়া পয়সা কমেছে। এইভাবে সব খোঁজখবর নিয়ে আমাদের দর বাঁধা হয়েছে। এই যে অর্ডিন্যান্স, যার উপর এই এ্যান্টি-প্রফিটিয়ারিং বিল এনেছি এর উদ্দেশ্য সীমাবদ্ধ। এসেন্সিয়াল কমোডিটিজ এ্যাক্ট যেটা তার উদ্দেশ্য অনেক ব্যাপক। ধান চাল এ্যান্টি-প্রফিটিয়ারিং বিল যখন এ্যাক্ট হবে তার আওতায় আসে না, এসেন্সিয়াল কমোডিটিজ এ্যাক্টের আওতায় থাকবে। এইজন্যেই বলেছি আমাদের এ্যান্টি-প্রফিটিয়ারিং বিলে ধান চাল সংগ্রহ করবার কোন ব্যবস্থা নেই। কাজেই এ্যান্টি-প্রফিটিয়ারিং বিলের স্কোপ খুব সীমাবদ্ধ আর এসেন্সিয়াল কমোডিটিজ এ্যাক্টের উদ্দেশ্য খুব ব্যাপক। সেজন্য আমরা ধান চালের দর আলাদা করে বেঁধেছি। মাননীয় সদস্যরা জানেন আমরা ধান চালের উচ্চতম দর বেঁধে দিয়েছি। গতকাল আমি এখানে ঘোষণা করেছিলাম যে নিম্নতম দরটাও আমরা বেঁধে দেব। কালকে ভেবেছি এবং ঠিক করেছি যে উচ্চতম দর যেটা ধানের নিম্নতম দরটাও তাই হবে। কোর্স, মিডিয়াম, ফাইন, সুপার ফাইন—সবটারই দর ওইরকম হবে।

আমাদের এখানে ধানের দর কত বাঁধা হবে তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে, হওয়া উচিতও বটে। আমাদের পশ্চিমবাংলায় মোটামুটি ২৯ লক্ষ কৃষক পরিবার আছে। তার মধ্যে—শ্রী দাস কিছু ভুল করেছেন—আমিও হয়ত ভুল করে থাকতে পারি, এখন ঠিক করে বলছি—এই ২৯ লক্ষ পরিবারের মধ্যে উদ্বৃত্ত চাষী পরিবারের সংখ্যা ১০ লক্ষ আর স্বাবলম্বী চাষী পরিবারের সংখ্যা ৪ লক্ষ, আর ১৫ লক্ষ চাষী পরিবার হল ঘাটতি পরিবার, তাদের হয়ত দুই মাসের বা তিন মাসের খোরাক হয়। উদ্বৃত্ত চাষী পরিবার যে ১০ লক্ষ সেটা বাদ দিন, স্বাবলম্বী এবং ঘাটতি চাষী পরিবারের সংখ্যা ১৯ লক্ষ। পশ্চিমবঙ্গে এখন মোট পরিবারের সংখ্যা ৬২ লক্ষ। এই ৬২ লক্ষ পরিবারের মধ্যে ১০ লক্ষ পরিবারের উদ্বৃত্ত ধান ফসল হয়, আর ৫২ লক্ষ পরিবারের উদ্বৃত্ত বেশী থাকে না। এই যে ৫২ লক্ষ পরিবার এদের কথা আমাদের ভাবতে হবে দাম বাঁধবার সময়। শুধু ওই ১০ লক্ষ পরিবারের কথা ভাবলে চলবে না ঘাটতি পরিবারের কথাও ভাবতে হবে। আবার যদি কৃষকরা ন্যায্য মূল্য না পায় চাষের খরচ যদি না উঠে তাহলে তারা চাষ করবে কেন? ১০ লক্ষ চাষীর কথাও ভাবতে হবে, ৪ লক্ষ চাষীর কথাও ভাবতে হবে, আবার ঘাটতি পরিবারের কথাও ভাবতে হবে। যদি সমস্ত জমি একরকম হত—তার উর্বরতা শক্তি সমান হত, যদি সমস্ত জমি সমানভাবে জল পেত, সার পেত, বীজ পেত তাহলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আমরা ধানের দর বেঁধে দিতে পারতাম, এইভাবে যে পশ্চিমবাংলার ধানের ফলন এত কাজেই দর এত হতে পারে। কিন্তু এখানে সে সুযোগ কোথায়? মাননীয় সদস্যরা জানেন এবং আমার বন্ধু শ্রীমিহিরলাল চ্যাটার্জি মহাশয়ও ভালভাবে জানেন যে বীরভূম জেলায় এমন জমি প্রচুর আছে যাতে বিঘায় ১৫ মণ ফলন হয়, ১৬ মণও ফলে আবার ১৮ মণও ফলে। বর্ধমানে এমন জমি আছে যেখানে ১৫ থেকে ১৮ মণ ফলন ফলে। আবার বাঁকুড়ায় এমন জমি আছে যেখানে বিঘায় ২ মণ, ৩ মণের বেশী ফলন হয় না। অতএব যার দুই মণ ফলন হয় যদি হিসাব করে দেখেন শ্রম, বীজ, সার ইত্যাদি হিসাব করলে দেখা যাবে তার মণ প্রতি কুড়ি টাকা খরচ পড়েছে। সুতরাং তার কিছুই হল না। অনাবৃষ্টির জন্যে হোক বা খরার জন্যে হোক সে দেখল, সে পরিশ্রম করল, ধানের বীজ সংগ্রহ করল, সামান্য পরিমাণে গোবর সারও দিল, কিন্তু দেখা গেল কিছুই তার ফলন হল না। দেখা গেল এক মণ ধান করতে তার ৩০ টাকা খরচ পড়ে গেল। কাজেই আমাদের দেশে ধানের দর নির্ধারণ করা শক্ত। অনেক চাষীকে আমি জিজ্ঞাসা করেছি,

তারা বলেছে—এ বছরের এক মণ ধানের খরচ হচ্ছে ২৮/০, আবার এমন চাষী জানি যার এক মণে খরচ পড়ে একত্রে টাকা। কাজে কাজেই আমরা ধানের দর নির্ধারণ করবার সময় এই সমস্ত কথাই ভেবেছি। ঘাটতি চাষী পরিবার যে ১৫ লক্ষ তাদের কারও দুই মাসের কারও তিন মাসের বা পাঁচ মাসের খোরাক হয়। তবে এটা সত্যি কথা তাদেরও কিছু পরিমাণ ধান বিক্রী করতে হয়, হয়ত বিক্রী করল চার মণ আর শেষ পর্যন্ত তিন মণ তাকে কিনতে হ'ল। আমি কতকগুলি সার্ভে নিয়ে দেখেছিলাম আমাদের পশ্চিমবাংলায় কৃষি শ্রমিক যারা তারা এবং ঘাটতি চাষী যারা তারা যে ব্যয় করেন তার শতকরা ৭৪ ভাগ খরচ করেন চাল কেনবার জন্যে। আমাদের দেশে গরীব লোক যারা, নিম্নমধ্যবিত্ত যারা তাদের শতকরা ব্যয়ের ৬৭ ভাগ হয় খাদ্যের জন্যে এবং এই ৬৭ ভাগের প্রায় সবটাই বলতে গেলে চাল কেনবার জন্যে। কাজেই ধানের মূল্য নির্ধারণ করবার সময় এই সমস্ত কথা ভাবতে হয়েছে এবং এই সব কথা ভেবেই ধানের দর বেঁধেছি।

আর একটি কথা মাননীয় সদস্যরা জানেন আমাদের এসেন্সিয়াল কমোডিটিজ এ্যাক্টে যদিও মূল্য নির্ধারণ করবার জন্যে কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের পাওয়ার ডেলিগেট করে দিয়েছেন তথাপি প্রতি পদে পদে তাদের কনকারেন্স আমাদের নিতে হবে। কাজেই যদি আমরা খুব বেশী একটা দাম বেঁধে দিই কেন্দ্রীয় সরকার তাতে সম্মতি নাও দিতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ খুব বেশী একটা দাম বাঁধা সম্ভবও নয়। সমগ্র দেশের কল্যাণের কথা ভেবে—২৯ লক্ষ কৃষক পরিবারের মধ্যে ১৫ লক্ষ কৃষক পরিবারের কথা ভেবে বেশী দাম বাঁধা উচিতও নয়। আর যদিই বা বাঁধি তাহলে আগেই বলেছি কেন্দ্রীয় সরকার সম্মতি নাও দিতে পারেন। সমগ্র দেশের জন্যে তাঁরা একটা মোটামুটি সমতা আনবার চেষ্টা করছেন। এটা সত্যি আমাদের দেশে মূল্যের সমতা করা খুবই শক্ত।

[4-30—4-40 p.m.]

আমাদের আরো যখন উন্নতি হবে, কৃষি এবং শিল্পে কৃষির জন্য যখন আমরা আরো ইনটেনসিভ কাল্টিভেশন করতে পারবো এবং আমাদের শিল্পের যখন উন্নতি হবে তখন আমরা এটা ভাবতে পারবো সমগ্র অর্থনীতির দিক দিয়ে মূল্যের মাধ্যমে বিভিন্ন দ্রব্যের—কৃষিজাত দ্রব্য ও শিল্পজাত দ্রব্যের মধ্যে একটা সমতা আনতে পারা যায় কি না। আমাদের এই যে নতুন খাদ্যনীতি নেওয়া হয়েছে, এটা সম্বন্ধে মাননীয় সদস্যরা অনেক আলোচনা করেছেন, তাতে আমরা বলেছি শতকরা ২৫ ভাগ আমরা মিল থেকে কিনবো। গত বৎসর নাকি, অনেকে বলেছেন যে আমরা দুই লক্ষ টন কিনবো, বা দেড় লক্ষ টন কিনবো, কিন্তু তা আমরা বলিনি। আমরা টারগেট ঠিক করেছিলাম যে ফেব্রুয়ারি মাস থেকে আমরা ৭৫ হাজার টন কিনবো এবং আমরা সে টারগেট এক্সিড করেছিলাম। গতকাল পর্যন্ত আমরা ৮২ হাজার টন কিনেছি, ৭৫ হাজার টনের জায়গায় ৮২ হাজার টন সংগ্রহ করেছি এবং এই ডিসেম্বর মাসের মধ্যে ৮৩ হাজার টন সংগ্রহ করতে পারবো বলে মনে করছি। কাজে কাজেই আমরা টারগেট এক্সিড করেছি। কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের বলেছেন, এবং কোন কোন মাননীয় সদস্য বলেছেন যে শতকরা ৩২ ভাগ [illegible]। সারপ্লাস আছে; অর্থাৎ বাজারে আছে, আমাদের ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল বলেছে শতকরা ২৫ ভাগ বাজারে আছে। তাহলে আমরা যদি মোটামুটি একটা হিসাব ধরি তাহলে দাঁড়ায় অঙ্কটা যদি ৪০ লক্ষ টন চাল ধরি তাহলে তার ২৫ ভাগ হচ্ছে ১০ লক্ষ টন, তার ১০ ভাগের একভাগ আমাদের সংগ্রহ করতে বলেছেন, তাহলে সেটা দাঁড়ায় ১ লক্ষ টন। এবং কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের এই কথা বলেছেন যে এই যে সংগ্রহ এটা সারপ্লাস স্টেটের উপর জোর দিতে হবে, ডেফিসিট স্টেটের উপর নয় কেন না ডেফিসিট স্টেটে অন্য জায়গা থেকে আনতে হয়। কিন্তু এই বৎসর আমাদের সৌভাগ্য পশ্চিমবাংলায় চারপাশে ফসলের অবস্থা খুব ভাল। মাননীয় সদস্যরা জানেন গত বৎসর নেপাল একদম দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। নেপাল থেকে আমাদের কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিংএ চাল আসতো এবং কেউ কেউ বলেন যে প্রায় ১ লক্ষ টন পর্যন্ত চাল আসতো পূর্বে। গত বৎসর নেপাল সরকার এটা বন্ধ করে দিয়েছেন। কিন্তু এই বৎসর নেপাল সরকার এই দরজা খুলে দিয়েছেন এবং আপনারা শুনলে আশ্চর্য হবেন যে সেই সব জায়গায় চালের দাম সবচেয়ে কমে গিয়েছে [illegible], কুচবিহার। বর্ধমান, বীরভূম জেলায় গলসী প্রভৃতি অঞ্চলে যেখানে ১৮ টন ধান হয় সেখান থেকেও এই সব জায়গায়, কুচবিহার, জলপাইগুড়িতে দাম কম। কারণ নেপাল থেকে আসছে। মাননীয় সদস্যরা এই কথা উল্লেখ করেছেন যে উড়িষ্যার ভাল

[illegible] হয়েছে। উড়িষ্যার নেতাদের কাছে, মন্ত্রীদের কাছে আমি শুনেছি যে যারা খুব বৃদ্ধ, [illegible] লোক, ৮০-৮৫ বৎসর বয়স, এত চাল ধান তারাও কোনদিন হতে দেখেন নি। আপনারা সকলেই জানেন, স্পীকার মহোদয়ও জানেন যে পশ্চিমবঙ্গ থেকে—যদিও পশ্চিমবঙ্গের ক্রয়শক্তি বিহারের চেয়ে বেশী—বিহারে চাল চলে যেত। এবার বিহার থেকেই উল্টে আমাদের দেশে আসছে। বিহার থেকে এই ১৫ দিনের মধ্যে কিছু কিছু চাল এবং ধান আসা সম্ভব হয়েছে। মাননীয় মিহিরবাবু বলতে পারবেন তাঁর জেলায় এই ১৫ দিনের মধ্যে কত ধান কিনেছে। এবার আমরা যে খাদ্যনীতি গ্রহণ করেছি তার সম্বন্ধে আমরা সতর্ক আছি কারণ ভবিষ্যতে কি হবে তা আমরা জানি না। মাননীয় সদস্যরা অনেকেই বলেছেন যে এটা নাকি আমরা মাত্র তিন মাসের জন্য করেছি কিন্তু আমরা তিন মাসের জন্য করিনি। একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন, কে বলেছিলেন ঠিক জানি না, যে ১৯৫৩ সাল থেকে নাকি দাম একই আছে। ১৯৫৪ সালে খুব কম দাম ছিল, ১৭ টাকার বেশী চালের দাম উঠে নি পশ্চিমবঙ্গে। ১৯৫৪ সালে যেবার বিনিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল সেবারও ১৭ টাকার বেশী চালের দাম উঠে নি। কাজে কাজেই এবার চালের দাম বাড়বার কোন কারণ নাই। আমরা উচ্চতম মূল্য নির্ধারণ করে দিয়েছি, নিম্নতম মূল্যও নির্ধারণ করে দিলাম—আমাকে ঘোষণা করছি। কাজে কাজেই এই দরে শুধু যে ১ লক্ষ টন রাইসমিল থেকে পাব তা নয়, প্রচুর ধান আমরা পাব, এবং ইতিমধ্যে কাল পর্যন্ত আমরা বিভিন্ন জেলাতে অনেক ডি পি এজেন্ট নিযুক্ত করেছি। মেদিনীপুর জেলায় ৭৭ জন, বীরভূম ৮৪ জন, বর্ধমান এবং হুগলিতে ৩৫ জন, ২৪-পরগনায় ১৪ জন পশ্চিম দিনাজপুরে ২৩, জলপাইগুড়িতে ২০ জন, বাঁকুড়াতে ১২ জন—ইতিমধ্যে ৭টি জেলায় ডি পি এজেন্ট নিযুক্ত করেছি আমরা ২৬৫ জন। অবশ্য একথা সত্য যে যদি গ্রামে গ্রামে সমবায় সমিতি মারফৎ ধান আমরা কিনতে পারতাম তাহলে ভাল হত। কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের গোলা করবার জন্য, গুদাম করবার জন্য অর্থসাহায্য করবার জন্য প্রস্তুত আছেন—মাননীয় সদস্যরা এ পক্ষেরই হোন আর ও পক্ষেরই হোন—যদি তাঁরা গ্রামে গ্রামে সমবায় সমিতি মারফত ধান সংগ্রহ করেন তাহলে ভবিষ্যতে আমাদের খুব ভাল হয় এবং চাষীও ন্যায্য মূল্য পেতে পারে। আমাদের মাননীয় সদস্য মিহিরবাবু পরশুর আগের দিন—শনিবার দিন আমাকে বলেছিলেন, কালকে তাঁর বক্তৃতায়ও বলেছেন—এই ডি পি এজেন্টরা ঢলতা নেবে কিনা। আমি আগেই বলেছি ঢলতা নেওয়া উচিত নয় এই ঢলতা নেওয়া বেআইনী এবং আমাদের ডাইরেক্টর অফ ফুড মহাশয় তিনি সর্বত্র জানিয়ে দিয়েছেন যে কোন ডি পি এজেন্ট চাষীর কাছ থেকে ধান কেনার সময় কোন ঢলতা বা মুটে খরচ [illegible] কিছুই নিতে পারবেন না।

[ডিমান্ড]

[illegible] আমি মাননীয় মিহির বাবুকে বলে রাখি যদি জল থাকে—ধান ভিজা থাকে তবে [illegible] কিছু বাটা বাদ দেব। কাজে কাজেই আগামী বছরের খাদ্যনীতি [illegible] নীতি—এর নড়চড় হবে না এবং নানাদিকে সুবিধা আছে বলেই একথা বলতে [illegible] এবার উৎপাদনের, যে ব্যবস্থা তাতে দাম খুব বাড়বার সম্ভাবনা নাই। সকলেই [illegible] কথা বলেছেন—আমরা উচ্চতম এবং নিম্নতম মূল্য নির্ধারণ করে দিয়েছি [illegible] অভিযোগ এসেছে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে। তারা বলেছে এবং মাননীয় সদস্যদের [illegible] অনেকেও উল্লেখ করেছেন ব্যবসায়ীরা বলেছে—আমাদের পোষাবে না—ধান [illegible] জন্য। তার জন্য যে আমরা প্রস্তুত নই তা নয়। যদিও আমরা ডিসেম্বর [illegible] মাসে আমাদের ভাণ্ডার থেকে খুব বেশী চাল দিই না—তাহলেও আজ [illegible] ত-সরকার থেকে আমরা পর্যাপ্ত পরিমাণে চাল পাব—যাতে করে ব্যবসায়ীরা [illegible] কে বানচাল করে না দিতে পারে। আমাদের কাছে প্রয়োজন মত প্রচুর চাল [illegible] উড়িষ্যা থেকেও পাব, কোন কোন সদস্য উল্লেখ করেছেন আমার বিবরণী থেকে [illegible] থেকে ২॥ লক্ষ টন চাল পাব তার আগে বলেছিলাম ৫০ হাজার টন নেব, এখন [illegible] ক মণ দিতে পারি—তারা দেবার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছেন, একথা আমি [illegible] বলতে পারি। রাখবার জায়গা নাই, কোথায় রাখবো, জায়গা দিতে পারছি না।

[হাস্য]

অতএব চিন্তার কোন কারণ নাই।

এবার আমাদের ফুড এনকোয়ারী রিপোর্ট সম্বন্ধে এখানে অনেক আলোচনা হয়েছে। আমি এটা মাননীয় সদস্যদের কাছে বলতে পারি যে আমাদের ফুড এনকোয়ারী কমিটি যে ৬টি সুপারিশ করেছে আমরা তার প্রত্যেকটি মেনে নিয়েছি। একটা সুপারিশ আগে মানতে পারিনি —তাঁরা বলেছিলেন ধানের নিম্নতম দর যেন বেঁধে দেওয়া হয়—আজকে নিয়ম দরও বেঁধে দিলাম।

Sj. Jyoti Basu:

তরুণবাবুর জয় হোক।

কাজেই ফুড এনকোয়ারী কমিটি রিপোর্টে যা কিছু ছিল সব কটিই আমরা মেনে নিয়েছি।

আর একটি কথা বলবো, মাননীয় স্পীকার মহাশয়, বেশী সময় নেব না। আমাদের এখানে একটা ধারণা হয়েছে যে আমাদের ফুড ডিপার্টমেন্টের কর্মচারীরা তারা ঠিক ঠিকভাবে কাজ করে না এবং ফুড মিনিস্টাররা তো করেই না—আপনারা সকলেই গালাগালি দিয়েছেন। আমি একথা বলছি যে আমি খাদ্য বিভাগে ১১ বছর মন্ত্রী আছি। আমাদের এই খাদ্য বিভাগে যারা কর্মচারী আছেন তারা যে শুধু ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে এবং সততার সঙ্গে কাজ করেছেন তা নয়, যে পরিশ্রমের সঙ্গে কাজ করেছেন—এটা হাসির কথা নয়—তাতে আমি মুগ্ধ হয়েছি এবং মুক্ত-কণ্ঠে ঘোষণা করছি যে তারা যদি এরকমভাবে কাজ না করতো তাহলে এ বিভাগের কাজ থামতে হত।

[4-40—4-50 p.m.]

এটা সকলেই জানেন গত বছর, তার আগের বছর এবং তারও আগের বছর পূর্বে পূর্বে যখন কণ্টন ছিল পুরোপুরি, তখন যে পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য আমরা বিতরণ করতাম, এই তিন বছরে আমরা প্রায় সেই পরিমাণ খাদ্য বিতরণ করেছি অল্পসংখ্যক লোক নিয়ে, এবং আমাদের ফুড এনকোয়ারী কমিটির রিপোর্টে সে কথা বারবার বলা আছে। তাঁরা একথা বলেছেন যে এত অল্পসংখ্যক লোক নিয়ে যেভাবে কাজ করেছেন তা প্রশংসার যোগ্য। আর যদি এমন কথা থাকে যেটা আমাকে স্পর্শ করছে—আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় আমাকে বলেছেন—'আপনি স্বীকার করুন আপনার দোষ'—এমনই যদি দোষ হয়ে থাকে তাহলে আমি নিশ্চয় দায়ী। বিরোধী দল ছিল সকলেই জানেন যে এমন কিছু দোষ হয় নি যাতে আমার লজ্জিত হওয়ার কিছু থাকতে পারে। যদি কিছু দোষ হয়ে থাকে তার জন্য আমি সম্পূর্ণ দায়ী।

Mr. Speaker: Mr. Jyoti Basu, I have got to call upon you every time because my honourable friend Sj. Ganesh Ghosh is not here. I want to know for information whether you will take a division on this motion.

Sj. Jyoti Basu: Mr. Speaker, Sir, I have given notice of a motion for referring the Bill to a Committee of the whole House, but unfortunately the date there was by the 18th December. If you will permit me, I would like to change the date to 27th December to make it technically correct, and on that we would want to vote.

Mr. Speaker: I will allow it. So, I put this amendment of Sj. Jyoti Basu to vote that the Bill be refered to the whole House with instructions to submit their report by the 27th December, 1958. Originally, having regard to the fixtures, he had fixed the date on the 18th; under the changed circumstances he wants it to be 27th. I have allowed it. I will put that motion to vote.

The motion of Sj. Jyoti Basu that the West Bengal Anti-profiteering Bill, 1958, be referred to a Committee of the whole Assembly with instructions to submit their report by 27th December, 1958, was then put and a division taken with the following result:—

AYES—65.

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Basu, Sj. Jyoti
Bera, Sj. Sasabindu
Bhagat, Sj. Mangru
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakraverty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Sisir Kumar
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Elias Razi, Janab
Ganguli, Sj. Ajit Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Kar, Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Konar, Sj. Hare Krishna
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Mali, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mandal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Satkari
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Roy, Sj. Siddartha Sankar
Roy Choudhury, Sj. Khagendra Kumar
Sengupta, Sj. Niranjan
Taher Hossain, Janab

NOES—127.

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Prafulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Biswas, Sj. Manindra Bhusan
Bose, Dr. Maitreyee
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Gokul Behari
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mehibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Krishna Prasad
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. [illegible] Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh

Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Kundu, Sjta. Abhalata
Lutfal Hoque, Janab
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pati, Sj. Mohini Mohan
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Shukla, Sj. Krishna Kumar
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Yeakub Hossain, Janab Mohammad

The Ayes being 65 and the Noes 127 the motion was lost.

Mr. Speaker: I am putting the rest of the amendments to vote, except those which are out of order.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that the West Bengal Anti-Profiteering Bill, 1958, be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st January, 1959, was then put and lost.

The motion of the Hon'ble Prafulla Chandra Sen that the West Bengal Anti-Profiteering Bill, 1958, be taken into consideration, was then put and agreed to.

Clause 1

The question that clause 1 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

[4-50—5 p.m.]

Clause 2

Sj. Sunil Das: Sir, I beg to move that in clause 2(a), in line 2, after the word "of" the words "buying and" be inserted.

I further beg to move that in clause 2(a), in line 3, after the words "or retailer" the words "but excludes a consumer" be inserted.

তাহলে [illegible] ক্লজটা এই রকম ভাবে দাঁড়াবে—

" 'dealer' means any person carrying on the business of buying and selling any scheduled article, and includes a producer, importer, wholesaler or retailer but excludes a consumer".

এই সমস্যাগুলো যদি আমরা না বলি তাহলে ডিলারের সংজ্ঞাতে একটা মারাত্মক ত্রুটি থেকে যাবে কারণ যারা ডিলার তাদের ব্যবসার ক্ষেত্রে তাদের উপর যদি কিছু বাধা-নিষেধ আরোপ না করা যায় তাহলে তাদের কাছে বিক্রেতাদের মুস্কিল হবে। এটা হওয়ার সম্ভাবনা ১৬ আনা যে ... আর্থিক শক্তি প্রয়োগে তাদের যে দাম বেঁধে দেওয়া হল তাতে বিক্রেতাদের কাছ থেকে তার চেয়ে কম দামেও তারা মাল সংগ্রহ করতে পারে। সুতরাং যারা প্রডিউসার তাদের রক্ষা করতে হলে এই ধরনের একটা সংশোধনী যদি আমরা ডিলারের সংজ্ঞাতে জুড়ে না দিই তাহলে মারাত্মক ক্ষতি হবে। আমি জানি না সরকারপক্ষ থেকে নতুন যে একটা এ্যামেন্ডমেন্ট—শর্ট নোটিশ ... তাঁদের চীফ হুইপ এনেছেন তাতে পরবর্তী জায়গায় এই বাধা যোজনা করবার চেষ্টা করার উদ্দেশ্য তাঁদের আছে কি না। তাই আমার বক্তব্য যে ডিলারের ক্ষেত্রে যেখানে ফাঁক রয়েছে সেখানে সেই ফাঁকগুলো যদি এইভাবে বন্ধ না করা যায় তাহলে এই ফাঁক দিয়ে যারা প্রডিউসার তারা শোষণের সম্মুখীন হতে পারে। সেজন্য আমি বলছি যে ডিলারের ডেফিনিশনকে এইভাবে পরিবর্তিত করা হোক—

> " 'Dealer' means any person carrying on the business of buying and selling any scheduled article, and includes a producer, importer, wholesaler or retailer but excludes a consumer".

কন্‌জিউমার তো পারচেস করবে, বিক্রয় করবে না। সুতরাং কন্‌জিউমারের ক্ষেত্রে এই সংশোধনী প্রয়োগের কথা ওঠে না। সেজন্য এক প্রান্তে কন্‌জিউমার এবং অপর আর এক প্রান্তে যে প্রাইমারী প্রডিউসার আছে—অর্থাৎ এই দুই ধরনের যে ক্রেতা ও বিক্রেতা রয়েছে তাদের রক্ষা করতে হলে ডিলারের ডেফিনিশন এইভাবে পরিবর্তিত করা দরকার। তাই মিঃ স্পীকার, স্যার আমি মনে করি আমার এই সুসঙ্গত সংশোধনী প্রস্তাব মন্ত্রী মহাশয় গ্রহণ করবেন এবং গ্রহণ করে মন্ত্রী মহাশয় এটা প্রমাণ করবেন যে কন্সিডারেশন স্টেজে আমরা যে আলোচনা করেছি, সেই আলোচনায় প্রাইমারী প্রডিউসারকে রক্ষা করবার জন্য কি উদ্বেগ এবং উৎকণ্ঠা আমরা প্রকাশ করেছি তা তিনি যথার্থই উপলব্ধি করেছেন। যদি এই সংশোধনীটা গ্রহণ করতে উনি অপারগ হন কিম্বা অস্বীকৃত হন তবে আমাদের বুঝতে হবে প্রাইমারী প্রডিউসার সম্পর্কে আমাদের যে উদ্বেগ এবং আশঙ্কা সেদিকে তাঁর কোন ভ্রূক্ষেপ নেই এবং প্রাইমারী প্রডিউসারকে রক্ষা করবার জন্য এই ন্যূনতম রক্ষাকবচটি উনি গ্রহণ করতে অস্বীকার করছেন। তাই যদি হয় তাহলে উনি যতই ভাল কথা কন্সিডারেশন স্টেজে বলে থাকুন না কেন, আমাদের সংশয় থেকে যাবে যে প্রাইমারী প্রডিউসারেরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকবে এবং তাদের শোষণের সিংহদ্বার অবারিত থাকবে —সেই সিংহদ্বার দিয়ে বড় বড় জোতদার এবং বড় বড় মিলওয়ালা তারা প্রাইমারী প্রডিউসারদের শোষণ করবার অবাধ সুযোগ পাবে। সুতরাং পরিসমাপ্তিতে আবার আমি তাঁকে অনুরোধ করবো যে এই সামান্যতম সংশোধনী গ্রহণ করে প্রাইমারী প্রডিউসারদের যে অনিবার্য রক্ষাকবচ সেটাকে বিলে সংযোজন করবেন এবং যে ত্রুটি ছিল ডিলারের সংজ্ঞার ক্ষেত্রে, সেই ডেফিনিশন ত্রুটিমুক্ত করবেন।

Sj. Basanta Kumar Panda: I beg to move that in clause 2(a), in line 3, after the words "or retailer" the words "and the agent of any of them" be inserted.

I move that in clause 2(d), lines 1 and 2, the words "with the grammatical variations and cognate expressions" be omitted.

I move that in clause 2(d), line 3, the words "or rate" be omitted.

I move that in clause 2(e), line 1, for the word "person" the word "dealer" be substituted.

I move that in clause 2(g), in line 4, after the words "authority to sell" the words "or enter into an agreement for sale" be inserted.

Sir, this is a definition clause and the words which are being used here should be defined very carefully, otherwise there will be difficulty or ambiguity. The word "dealer" is the most important term here, and its

[illegible] should, [illegible] leave no ambiguity. No person should evade the [illegible] of law by taking recourse to any ambiguity in this definition. The word "dealer" connotes all the four [illegible], viz., it includes producer, [illegible], wholesaler and retailer. [illegible] by naming these sets of persons, producer, importer, wholesaler and retailer, the business shall not be finished because they may carry out their business in the benami of somebody else for the purpose of [illegible] punishment under this Act. If therefore the words "and the agent of any of them" are added to read "producer, importer, wholesaler or retailer and the agent of any of them", then these persons shall not be excluded.

[5-5—5-25 p.m.]

You have not excluded the term "agency" from the definition. In the Bill it is defined in this way—"wholesaler means a dealer who sells any scheduled article to any other dealer, and includes a broker, commission agent or any other agent......". In the case of wholesaler you have brought in the idea of agency and you are trying to make those agents punishable but a person becoming an agent of the dealer shall not be so punished, or excepting the agent of the "wholesaler", a person becoming the agent of producers, importers or retailers shall evade punishment. Therefore, I would say, for the purpose of making this Act perfect and for the purpose of bringing all the other three classes of dealers, i.e., producers, importers and retailers, within the purview of this Act you should accept my amendment by which this is done and thereby you would make not only these four classes of persons liable but also their agents. This is an innocent amendment. There is no harm in accepting it.

Then with regard to clause 2(d). You are defining "profiteering". Why do you introduce "with its grammatical variations and cognate expressions......" here? Are you defining anything else except "profiteering"? You are not. If these words remain in the statute book the difficulty will be that whenever a man is charged with profiteering he will try to say that he was not doing that, he intended to do something else. This expression "with its grammatical variations and cognate expressions" is unnecessary, obscure and will make application of the Act difficult. The courts will also be much embarrassed as there will be enough scope for arguments with these words in the clause. Therefore I would say that the words "with the grammatical variations and cognate expressions" should be omitted.

Then with regard to the word "rate". The Bill already provides that "sale of any article at a price higher than that permitted under section 3". Price means and includes rates. I do not understand why the word "rate" has been introduced. The word "rate" here is redundant.

Then with regard to clause 2(e). The definition says "retailer means a person who sells any scheduled article to a consumer not being a dealer". I would say that the word "person" should be substituted by the word "dealer". Because of the definition in clause 2(a), I include 'retailer' within the definition of dealer. Here, if you say 'retailer' means 'dealer', there is no harm. There is also synonymous example for that. If you look to your own definition of 'wholesaler', you say 'wholesaler' means dealer. You begin your definition of wholesaler by saying "Wholesaler means a dealer". If in the case of wholesaler you mean wholesaler by a dealer why should you not mean the word retailer also by the same word dealer, because under definition 2(a) you say dealer means these four classes of persons, producer, importer, wholesaler or retailer. So, if you say wholesaler is a dealer, why should you not say retailer is also a

dealer, at least for the purpose of application of criminal law? You have not defined the word 'person' anywhere. For the purpose of getting definition of the word 'person', we shall have to refer to the General Clauses Act. General Clauses Act defines 'persons' in this way: "person includes association of persons, company" and so on, and for the purpose of bringing anything under the purview of this Act, association of persons or company makes the thing more difficult. Therefore I say, change the word 'person' in clause 2(e), and substitute it by the word 'dealer'.

In the last definition, it has been said that "wholesaler means a dealer who sells any scheduled article to any other dealer, and includes a broker, commission agent or any other agent having authority to sell." Here I wish to add "or enter into an agreement for sale". Suppose you have brought in within the definition of wholesaler their agent, their commission agent and their broker, but you have not included these words, then what happens? Suppose during the passage of this Act goods are not actually sold, actual sale is not completed by delivery of the goods or payment of the price; either payment has been made or promise has been made to pay; but at some time if you wish to vary the rate at any moment some dealer may enter into agreement with somebody that I shall supply you this commodity at this price on such and such a date. Getting any clue from you or from your office, or from anywhere, they may enter into an agreement. But for the purpose of checking these things, if you say 'enter into an agreement for sale' within the definition of wholesaler, then the Act would be more perfect.

I have studied all these definitions in this definition clause and I have introduced all these amendments not for the purpose of restraining the spirit of the Act but for the purpose of adding to the spirit of the Act, and make this Act more perfect so that real offenders or those persons who will, in future, try to avoid the law, can be brought to book more expeditiously and without any hitch in the law.

[At this stage the House was adjourned for 15 minutes.]

[After adjournment]

[5-25—5-30 p.m.]

Mr. Speaker: I want to say one thing. You have had any amount of discussion. This Bill must be pushed through as early as possible. I will not allow lengthy speeches on amendments.

Mr. Chakrabarty, your amendment is out of order, Mr. Subodh Banerjee.

Sj. Subodh Banerjee: Sir, I beg to move that in clause 2(b), lines 3 and 4, the words "for the purpose of sale in the State" be omitted.

I also move that in clause 2(d), line 4, for the word "permitted" the word "fixed" be substituted.

মিস্টার স্পীকার, স্যার, আমার দুটো অত্যন্ত ছোট ছোট প্রস্তাব—একটির নম্বর (১০) অপরটির (১৪)। নম্বর (১০) প্রস্তাব ইম্‌পোর্টারের সংজ্ঞা সম্পর্কে। বিলে বলা হয়েছে—

"'importer' means any person who brings any scheduled article into the State of West Bengal from any place outside the state for the purpose of sale in the State".

"for the purpose of sale in the State"

প্রভৃতি কথাগুলি বলার কি প্রয়োজন? এই কথাগুলি যদি থাকে তাহলে অধিকাংশ ইম্‌পোর্টার এই বিলের আওতা থেকে বেরিয়ে যাবে।

[illegible] বলবে [illegible]

We have not brought this article for the purpose of sale in the State; we have brought this for sale outside the State.

Mr. Speaker: I have got your points.

Sj. Subodh Banerjee:

শুধু তাই নয়। আপনি অন্য শব্দগুলির সংজ্ঞা দেখুন। প্রাডিউসার-এর ক্ষেত্রে 'উইদিন দি স্টেট' কথাগুলি নেই। সেখানে বলা হচ্ছে—

"'Producer' means a person engaged in the production, manufacture or processing of any scheduled article". [illegible]

ঐ জায়গাতেও তো বলতে পারতেন 'উইদিন দি স্টেট' কিন্তু সে-কথা বলা হয় নি, কাজেই তাহলে কাউকেই অতিমুনাফার জন্য ধরা যাবে না। সুতরাং ইম্পোর্টারের বেলাতেও ঐ কথাগুলি তুলে দেওয়া উচিত।

তারপর ১৪ নম্বরের সংশোধনী প্রস্তাব আপনি দেখুন; বিলের সংজ্ঞায় ইংরাজী কেন একটু ভুল আছে বলে মনে হয়, বিলে প্রফিটিয়ারিংএর সংজ্ঞা হিসাবে দেওয়া হয়েছে—

"'profiteering', with its grammatical variations and cognate expressions, means the sale by a dealer of any scheduled article at a price or rate higher than that permitted under section 3".

'পারমিটেড' কথাটা রয়েছে, ওটা ঠিক ইংরাজী শব্দ হল না, ঠিক শব্দ হবে 'ফিক্সড'। ৩নং ধারা পড়ে দেখুন সেখানে 'ফিক্সড' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, 'পারমিটেড' শব্দ ব্যবহার করা হয় নি:

"The State Government may by order notified in the official gazette fix......"

The word is "fix" and not 'permit'.

সুতরাং সংজ্ঞায় 'পারমিটেড' কথাটা ব্যবহার করলে ইংরাজী ঠিক হবে না। উপরন্তু তা ৩নং ধারার বিরোধী হবে।

এই দুটো আমার সংশোধনী প্রস্তাব, আশা করি মন্ত্রী মহাশয় এ দুটি মেনে নেবেন।

Mr. Speaker: Mr. Chakrabarty, you amendment may be out of order but you may say what you want to.

Sj. Jatindra Chandra Chakravarty:

মিস্টার স্পীকার, স্যার, আমার এই এ্যামেন্ডমেন্টটি আপনি আউট অফ অর্ডার বলেছেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে চাই। আমার বলবার হচ্ছে—এর আগে যখন ফুড এ্যাডভাইসরী বোর্ডের মিটিং হয়েছিল তখন এই রকম একটা প্রস্তাব আমি করেছিলাম। কিন্তু সেদিন প্রফুল্ল সেন মহাশয়ের মেজাজটা খুব খারাপ ছিল, সেইজন্য আমার প্রস্তাবটা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। আজকে তাঁর বক্তৃতা দেবার সময় দেখলাম তাঁর মেজাজটা একটু ঠাণ্ডা আছে, সেইজন্য ভাবছি—এই রকম একটা সংশোধনী প্রস্তাব তিনি নিশ্চয় গ্রহণ করবেন। কারণ বোর্ডের যে কনস্টিটিউশনের কথা এখানে দেওয়া হয়েছে যে আমাদের এখানে বিধান সভায় যে সমস্ত দল বা গ্রুপ আছে এ্যাসেম্বলীর মধ্যে, তাদের নিয়ে একটা বোর্ড গঠিত হোক। আমি এইজন্য বলছি যে এর পরের ক্লজ (৩)তে, যেখানে গভর্নমেন্ট যখন ম্যাক্সিমাম প্রাইস ফিক্স করবেন, সেই ফিক্সেশনের আগে আমি চাচ্ছি বোর্ডের সঙ্গে পরামর্শ করে তবে যেন এটা করা হয়। কারণ, স্যার, আপনি জানেন আমাদের এখান থেকে বহু সমালোচনা এই বিল সম্বন্ধে করা হয়েছে। আমি পূর্বেই বলেছি যে ম্যাক্সিমাম প্রাইস ফিক্স করবার সময় কিছুটা আর্বিট্রারিলি অনেক জিনিসের ম্যাক্সিমাম প্রাইস ফিক্স করা হয়েছিল, বিশেষত ওষুধের ব্যাপারে। ড্রাগস এ্যান্ড মেডিসিনসএর ম্যাক্সিমাম প্রাইস বেঁধে দেওয়া সম্পর্কে আমরা যথেষ্ট সমালোচনা করেছি। দেখা গিয়েছে যে সমস্ত ওষুধ প্রচুর পরিমাণে বাজারে পাওয়া যায় সেই সমস্ত ওষুধের সর্বোচ্চ দাম অর্থাৎ ম্যাক্সিমাম প্রাইস বেঁধে দেওয়া হয়েছে, যার ফলে......

Mr. Speaker: Will you please give me half a minute's time? In section 2(d) the definition of "profiteering" is this: "Profiteering", with its grammatical variations and cognate expressions, means the sale by a dealer. Having regard to the proposed amendment circulated by the Government there must be a consequential change in section 2(d). It will be sale or purchase.

Mr. Chakravorty, you go on.

[5-30—5-40 p.m.]

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty: মাননীয় স্পীকার মহাশয়, বোর্ডের যে রেকমেন্ডেশন ২(ডি)তে দেওয়া হয়েছে—তাতে ঔষধের উর্দ্ধতম দর নির্ধারিত করতে গিয়ে দেখা গিয়েছে—যে সমস্ত ওষুধ প্রচুর পরিমাণে বাজারে চালু আছে এবং যে দরে বাজারে বিক্রয় হচ্ছে, তার চেয়ে অনেক বেশী দর সরকার থেকে নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু এই দর নির্ধারণ করবার আগে যদি বোর্ডের সঙ্গে পরামর্শ করে নিয়ে এটা করা হতো তাহলে এরকম হতে পারত না। কারণ বোর্ডের সদস্য যাঁরা তাঁরা সমস্ত জিনিসটা জানেন এবং তাঁরা হয়ত বলতে পারবেন কোন্ কোন্ ওষুধ ও জিনিসের দর নির্ধারিত করা উচিত। এইজন্য ক্লজ (৩)তে আমার যে এ্যামেন্ডমেন্ট আছে সেটা কনসিকুয়েন্সিয়াল-এর ব্যাপারে। আমি আশা করি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এ সম্বন্ধে একটু বিবেচনা করে দেখবেন।

Sj. Apurba Lal Majumdar: Sir, I beg to move that in clause 2(a), in line 3, after the words "or retailer" the words "and also all buyers except consumers" be inserted.

I further beg to move that in clause 2(e), in line 2, the words "not being a dealer" be omitted.

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই ক্লজ ২-এর সেকশন ২, এখানে 'ডিলারের' ডেফিনিশন দেওয়া হয়েছে এই ডেফিনিশন অফ ডিলার অত্যন্ত মূল্যবান। এইজন্য ডিলারদের সংজ্ঞা সম্পর্কে আমার একটু বক্তব্য আছে। স্যার, ডিলার এই কথাটা আইনের অন্যতম সংজ্ঞা, এই সংজ্ঞা যদি এখন নির্ণয় না করেন তাহলে পরবর্তী স্তরে যখন এই আইন প্রয়োগ করবেন তখন অনেক অসুবিধা দেখা দেবে। এখানে একটু আগে এই সভায় প্রফুল্লবাবু বলেছেন যে মিনিমাম প্রাইস ফিক্স করা হয়েছে। মিনিমাম প্রাইস ফিক্স করা হলে আমরা দেখবো যদি বাজার ডিলারের মধ্যে না যায় তাহলে সেই মিনিমাম প্রাইস না দিয়ে যদি কেউ মাল কিনবার চেষ্টা করে তাহলে তাকেও আমরা এই আইনের মধ্যে যাতে আনতে পারি তার ব্যবস্থা করা দরকার। আমরা দেখছি যে একটু আগে এই সমস্ত সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে যে মিনিমাম প্রাইস ফিক্স করে দিলে সেই প্রাইস না দিয়ে অনেক সময় ক্রেতা, বিশেষ করে সেলার যদি দুর্বল হয়, তাহলে কম দামে মাল কিনতে চেষ্টা করবে তাহলে ডিলার হিসাবে তাকেও গণ্য করা দরকার। কোন ক্ষেত্রে হবে সেটা পরিষ্কার করে বলা দরকার। যেমন খাদ্যমন্ত্রী আজকে এই কথা বলেছেন যে নিম্নতম চাল ও ধানের মূল্য আমরা নির্ধারণ করে দিচ্ছি। সেই নিম্নতম দরে, বাজারের যারা বড় বড় ব্যবসায়ী আছে তারা যদি সেই দরে মাল কিনতে রাজী না হয় তখন অনেক সময় দর কমাবার জন্য চাল না কিনে তারা যদি হাত গুটিয়ে নেয় তাহলে বিক্রয়ের দর নীচে নেমে যাবে এবং তারা আন্ডার-সেল করতে বাধ্য হবে। হয়ত ধনিক ঠিক দেবে যে ১৬।০ দরে চাল বিক্রয় করবেন। কিন্তু যেখানে কমমূল্য দিয়ে গরীব চাষীকে ঠকাতে চেষ্টা করবেন তাদেরও ডিলার-এর আওতাভুক্ত করে এই আইনে সাজা দেবার ব্যবস্থা করা দরকার। সেইজন্য প্রথমেই আমি একথা উত্থাপন করছি। অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হোলসেল এ্যান্ড রিটেল ডিলার্স একই লোক। এদের ক্ষেত্রে আবার নতুন একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। কলিকাতায় বহু বড় বড় হোলসেলার আছে যারা একাধারে হোলসেলার আবার রিটেল সেলার হিসাবেও নিজেদের জাহির করেন। এবং এই হোলসেলার ও রিটেল সেলার যদি একই ব্যক্তি হয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে কিভাবে এই আইন কার্যকরী হবে। যদি

একই লোক হোলসেল ও রিটেল সেলএর ব্যবসা করে তাহলে এই আইনের বলে একবার হোলসেলার হিসাবে সে লাভ করবে আবার রিটেল সেলার হিসাবেও করবে এবং তাহলে সে এই আইনের ফাঁক দিয়ে কারবার করতে পারবে।

[5-40—5-50 p.m.]

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি আপনার সামনে এটাই রাখতে চাচ্ছি বিশেষ করে যে বাজারে এখন একটা অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। যিনি আগে হোলসেলার ছিলেন তিনি এর পরে রিটেলার সেজে হোলসেলার এবং রিটেলার এই দুটো লাভ খাচ্ছে এবং আশেপাশের যে সমস্ত ছোট দোকানদার আছে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আবার কেউ কেউ নিজেরা তা না করে ছোট ভাই বা নিজেদের কাউকে রিটেলার হিসাবে খাড়া করে লাভ খাবার বন্দোবস্ত করে নিয়েছে এবং এটা বুঝা মুস্কিল হচ্ছে কে হোলসেলার এবং কে রিটেলার। এর একটা ব্যবস্থা হওয়া উচিত বলে মনে করি।

Sj. Ajit Kumar Ganguly: I beg to move that for clause 2(d) the following be substituted, namely:—

"(d) 'profiteering' means the sale by a dealer of any scheduled article at a price or rate higher than that permitted under section 3 and includes the purchase by a dealer of rice and rice in the husk at a price or rate lower than that permitted under section 3."

স্যার, আমার যে এ্যামেণ্ডমেণ্ট ছিল সেটা তো আপনি নিয়েই নিয়েছেন দেখছি।

It includes purchase by a dealer of rice and rice in the husk.

তবে মন্ত্রী মহাশয়ের মুখ থেকে শুধু একটা কথা শুনলে ভাল হত। আপনি তো মিনিমাম প্রাইস বেঁধে দিলেন কিন্তু বাজারে ম্যাক্সিমাম যে প্রাইস চালু আছে সেটা আমি মনে করি আর একটু বেশী হওয়া উচিত। তার পর এই মিনিমাম প্রাইস বেঁধে দিয়েছেন বলে যে ঘোষণা করেছেন এটা করতে দেখতে হবে চাষীর যে খরচ তা উঠে উৎপাদন ব্যহত না হয়।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আপনি কি ধান চালের কথা বলছেন? সেটা তো এই বিলের আওতায় আসে না, সেটা এসেন্সিয়াল কমোডিটিজ এ্যাক্টের ব্যাপার।

Sj. Ajit Kumar Ganguli:

তাহলে আমার আর কিছু বলার নাই।

Sj. Radhanath Chattoraj: Sir, I beg to move that after clause 2(f), the following be added, namely:

"(ff) 'West Bengal Relief and Food Advisory Board' means the existing West Bengal Relief and Food Advisory Board as constituted by the State Government."

আমাদের জেলায় যে সমস্ত দর বাঁধা হয়েছে সে কারও সঙ্গে পরামর্শ না কোরে ঐ দরটা বাঁধা হয়েছে। সেইজন্য আমি এটা যোগ করতে বলছি। ক্যানেল এলাকার সম্বন্ধে যারা ওয়াকিবহাল তাদের পরামর্শ গ্রহণ করা সব দিক দিয়ে সঙ্গত।

Sj. Bhadra Bahadur Hamal:

यह जो फूड एडवाइजरी बोर्ड बनाया गया है, उसमें कुछ भी सलाह नही की जाती है। गवर्नमेन्ट उसकी बातों को मानती ही नही है। मेरा कहना यह है कि सरकार को चाहिए कि वह उसकी सलाह ले और उसको माने। नहीं तो खाने-पीने के सामान में इसी तरह से प्राफिट चलता रहा तो लोगों को बड़ी कठिनाई उठानी पड़ेगी। जनता परेशान होती रहेगी। केवल एन्टी-प्राफिटियरिंग बिल को पास कर देने से कोई लाभ नहीं होगा।

इस सम्बन्ध में श्री प्रफुल्लो बाबू ने बहुत बार कहा है। गये साल भी ये बोले हैं। लेकिन इनका काम तो बोलना है, और इसीलिए ये बोलते ही रहते हैं। साथ ही खाने के सामान में मुनाफा लेते रहते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि बोर्ड की सलाह को आप लें ताकि मुनाफे का कोई प्रश्न ही न उठे।

Dr. Narayan Chandra Ray:

माननীয় সদস্য বসন্তবাবুর সংশোধন প্রস্তাব ঔষধ সম্বন্ধে—তার সম্বন্ধে আমার বক্তব্য রাখতে চাইছি। ঔষধ সম্পর্কে

Direct importers, producers and direct representatives or direct distributors

এরা এই আওতায় যে ডেফিনিশন দেওয়া হয়েছে তাতে পড়বে কি না—সেটা বড়ই অস্পষ্ট আছে। প্রাথমিক ডিলার সম্পর্কে বসন্তবাবুর (ই)তে যে এ্যামেন্ডমেন্ট আছে তা কভার করে। উনি যদি না নেন, তাহলে আমাদের বুঝিয়ে দিন যারা—

direct retailers, direct representatives, direct importers

তারা কিভাবে ইনক্লুড হচ্ছে তা—

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার পান্ডা মহাশয় ক্লজ ২(এ)তে প্রডিউসার্স ও ইমপোর্টার্সএর সঙ্গে এজেন্টকেও বলা হউক, এজেন্টের প্রয়োজন নাই, কেন না এজেন্ট ও হোলসেলার একই ব্যক্তি।

আর একটা কথা হচ্ছে—

'for the purpose of sale in the State'

তার কি দরকার? অনেকে মিলে আনতে পারে, আমাদের এখানে কলিকাতায় বিক্রি করবে না, বাহিরে যেতে পারে—আসামে যেতে পারে, বিহারে যেতে পারে।

আর একটা 'পারমিটেড'এর জায়গায় 'ফিক্সড' -এটা আমি গ্রহণ করতে রাজী আছি। আর retailer means a person who sells any scheduled article to a consumer not being a dealer.

এটা আমি এই জন্য করেছি যে চা বাগানের মালিকেরা ও ডিলার নয়, কিন্তু তারা অনেক চাল নেয়, তারা সাবসিডাইজড দামে দেয়, তারা কোম্পানী হতে পারে না, সেইজন্য 'পার্সন'। আর একটা পার্সন দিয়েছি এই জন্য যে সে ব্যক্তি রিটেলার, ডিলার না হলেও বেশী দামে বিক্রী করতে পারে—কাজে কাজেই তাদের ধরতে পারছি না।

আমি যেটা গ্রহণ করেছি তা ভিন্ন অন্য এ্যামেন্ডমেন্টের বিরোধিতা করছি।

[5-50—6 p.m.]

The motion of Sj. Subodh Banerjee that in clause 2(d), line 4, for the word "permitted" the word "fixed" be substituted, was then put and agreed to.

Mr. Speaker: I am now putting the rest of the amendments to vote except that of Sj. Jatindra Chandra Chakravorty, which I have ruled out of order.

The motion of Sj Sunil Das that in clause 2(a), in line 2, after the word "of" the words "buying and" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Sunil Das that in clause 2(a), in line 3, after the words "or retailer" the words "but excludes a consumer" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 2(a), in line 3, after the words "or retailer" the words "and the agent of any of them" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Subodh Banerjee that in clause 2(b), in lines 3 and 4, the words "for the purpose of sale in the State" be omitted, was then put and lost.

The motion of Sj. Ajit Ganguli that for clause 2(d), the following be substituted, namely:—

"(d) 'profiteering' means the sale by a dealer of any scheduled article at a price or rate higher than that permitted under section 3, and includes the purchase by a dealer of rice and rice in the husk at a price or rate lower than that permitted under section 3",

was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 2(d), lines 1 and 2, the words "with the grammatical variations and cognate expressions" be omitted, was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 2(d), line 3, the words "or rate" be omitted, was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 2(e), line 1, for the word "person" the word "dealer" be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Radhanath Chattoraj that after clause 2(f), the following be added, namely:

"(ff) 'West Bengal Relief and Food Advisory Board' means the existing West Bengal Relief and Food Advisory Board as constituted by the State Government",

was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 2(g), in line 4, after the words "authority to sell" the words "or enter into an agreement for sale" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Apurbalal Majumdar that in clause 2(a), in line 3, after the words "or retailer" the words "and also all buyers except consumers" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Apurbalal Majumdar that in clause 2(e) line 2, the words "not being a dealer" be omitted, was then put and lost.

The question that clause 2, as amended, do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 3

Sj. Siddhartha Sankar Ray: Sir, I beg to move that in clause 3(1), in line 4, after the word "dealer" the words "throughout the State of West Bengal provided that different prices or rates may be fixed for different districts or for wholesalers and retailers" be added.

I also move that for clause 3(2) the following be substituted, namely:

"(2) A statement containing full particulars of such fixed prices or rates shall be placed before the State Legislature during its session held immediately following the date or dates of the notification or notifications under sub-section (1) and thereupon unless the State Legislature approves of such fixed prices or rates with such modifications, amendments or alterations, as it thinks fit such fixed prices or rates shall cease to be operative on and from the date the State Legislature refuses or declines to approve of the same."

স্পীকার মহাশয়! ৩নং ক্লজ সম্বন্ধে আমার এমেন্ডমেন্টে আমি এই কথা বলতে চাইছি—'ডিলার' শব্দটার পরে এই কথা বলা হউক—

Throughout the State of West Bengal provided that different prices are fixed for different distriicts and for wholesellers and retailers.

আমার এই এ্যামেন্ডমেন্ট করার উদ্দেশ্য হচ্ছে এইযে যে দর নির্ধারিত হবে তা সমস্ত বাংলাদেশে যাতে এ্যাপ্লিকেবল হয়—যে বিতর্ক হচ্ছিল ইনট্রোডাকশনএর সময় কংগ্রেস দল এবং অন্য দল সকলেই একবাক্যে বলে গেলেন যে বাংলাদেশের প্রত্যেক জেলায় প্রত্যেক মহকুমায় যেন কন্ট্রোল এ্যাপ্লাই করা হয়। সেইজন্য আমি বলছি নোটিফিকেশন দিয়ে বাংলাদেশের

Throughout the State of West Bengal provided that different prices of rates may be fixed for different districts or for wholesalers and retailers.

Mr. Speaker: Mr. Ray, you know the proposed amendment of Government, the amendment which has been suggested with regard to the fixation of minimum price. Will you fit in your amendment in the same structure?

Sj. Siddhartha Sankar Ray: In that case the amendment should read: After the word "dealer" the words "or the minimum price which must be paid by a purchaser throughout the State of West Bengal provided that different prices or rates may be fixed for different districts or for wholesalers and retailers" may be added.

Mr. Speaker: Supposing this amendment, as suggested by you, is contained in a proviso after sub-clause (2), will that do?

Sj. Siddhartha Sankar Ray: I don't mind. It can be done. In that case the following proviso is to be added: "Provided that such notification shall apply throughout the State of West Bengal and different prices or rates may be fixed for different districts or for wholesalers and retailers."

My entire intention is to see to it that every order or notification passed under this Act is applicable universally throughout the length and breadth of the State. I hope the Honourable Minister will perhaps accept the amendment.

Mr. Speaker: What you say is that power is left to the Government to vary, if so advised

Sj. Siddartha Shankar Roy:

হাঁ।

Mr. Speaker: Make it first thing of universal application and then variable.

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

এতে যা আছে তাতে কি অসুবিধা হচ্ছে আমি বুঝতে পারছি না। আর আমাদের যে ক্ষমতা আছে তাতে আমরা সমস্ত দেখেই তা করতে পারি।

Sj. Siddartha Shankar Roy:

সব-সেকশন (২)টা আপনি যদি দেখেন এবং মন্ত্রী মহাশয় যদি দেখেন তাহলে দেখবেন—

Any order made under sub-section (1) may fix the maximum prices or rates for the same description of scheduled articles differently in different localities or for different classes of dealers.

আমি আপনাকে একটা উদাহরণ দিতে পারি—

for example, notification in respect of baby food has been made applicable only to industrial area but I would say—and I hope I will receive support from every honourable member—every notification, whenever issued, must be applied to all the areas in West Bengal provided that you can fix separate prices for separate districts and you can fix separate prices for wholesalers or retailers.

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: It will not be possible to do it simultaneously; it will take some time to fix the prices in other areas.

Sj. Siddhartha Sankar Ray: We are very fortunate in having you as Speaker because you know Constitutional Law. Unless this is made applicable throughout the whole of West Bengal, this section might be challenged on the ground that the Executive Government at its discretion may only choose one area and one class of dealer for the purpose of applying this notification. That is the constitutional point. And the other point is that unless you apply it to the whole of West Bengal there will be profiteering and dishonesty.

Mr. Speaker: We can discuss it. Let it be held over.

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

দামটা কি সঙ্গে সঙ্গে ফিক্স করতে হবে, কিন্তু তা করা সব সময় সম্ভব নয়। কারণ মফঃস্বলে কোন কোন এমন জিনিস আছে যা কোলকাতায় হয়ত সেটা ৯০ পার্সেন্ট বিক্রী হয় এবং বাকী ১০ পার্সেন্ট সেখানে বিক্রী হয়। কাজে কাজেই আমি এটা গ্রহণ করতে পারব না।

Mr. Speaker: Let it be considered.

Sj. Siddhartha Sankar Ray: My other amendment is to this effect:

That for clause 3(2) the following be substituted, namely:—

"(2) A statement containing full particulars of such fixed prices or rates shall be placed before the State Legislature during its session held immediately following the date or dates of the notification or notifications under sub-section (1) and thereupon unless the State Legislature approves of such fixed prices or rates with such modifications, amendments or alterations as it thinks fit such fixed prices or rates shall cease to be operative on and from the date the State Legislature refuses or declines to approve of the same."

Under this Bill prices are to be fixed by the State Government; the Legislature has no control whatsoever over the fixation of prices and rates as a result of which—I said so in my speech opposing the introduction of the Bill—the members of the legislature who come from various costituencies will find it difficult to explain to their constituencies as to on what basis these prices have been fixed. Firstly, there is no principle laid down relying upon which the executive government should fix the rates and prices; there is no procedure laid down, and as far as the members of this House are concerned, they are completely left to the uncertain vagaries of the executive in the matter of fixation of prices.

[6—6-10 p.m.]

But I realise, Sir, that in the first instance the executive Government must fix the prices. What I am saying is this::: "A statement containing full particulars of such fixed prices or rates shall be placed before the

State Legislature during its session held immediately following the date or dates of the notification or notifications under sub-section (1) and thereupon unless the State Legislature approves of such fixed prices or rates with such modifications, amendments or alterations as it thinks fit such fixed prices or rates shall cease to be operative on and from the date the State Legislature refuses or declines to approve of the same". Sir, I have given considerable thought on this point and I think the members of the Legislature ought to be taken into confidence in the matter of fixation of prices. I am not going to say that without consulting the Legislature you cannot fix the prices. By all means fix the prices, but after having fixed the prices, place a statement containing the fixed prices before the Legislature and if the members of the Legislature think that those fixed prices shall not be accepted or if they think that they should be modified or altered, then we must bow down to the wishes of the Legislature. Or in other words, what I want to do is the paramountcy of Legislature in the matter, of fixation of prices. I think this is a very short and very reasonable amendment. If this amendment is accepted, the Hon'ble Food Minister will be only paying respect to the various members of the House who are after all the representatives of the people.

Mr. Speaker: Amendments Nos. 22A and 24A—both are out of order. Then Sj. Basanta Kumar Panda will speak.

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that in clause 3(1), in line 3, after the words "the maximum" the words "and the minimum" be inserted.

I also beg to move that in clause 3(2), in line 2, after the word "maximum" the words "and the minimum" be inserted.

Sir, the principle has been accepted by fixing the minimum price.

Sj. Chitto Basu:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমরা এই কয়েকদিনের আলোচনার মধ্য দিয়ে দেখতে পেয়েছি যে, যে ভিত্তিতে প্রাইস লেভেল ঠিক করা হয়েছে সেটা রিজনেবল নয় এবং বিভিন্নভাবে একথা বলা হয়েছে। এই হাউসে যাঁরা উপস্থিত আছেন এপক্ষের কিম্বা ওপক্ষের, তাঁরা একথা মনে করেন যে এই প্রাইস ফিক্সেশন যা হবে ম্যাক্সিমাম এবং মিনিমাম সেটা রিজনেবল হওয়া উচিত কিন্তু আমরা কি দেখতে পেয়েছি রিজনেবল তো হয় নি, বরং আন্‌রিজনেবল হয়েছে। এই আন্‌-রিজনেবল হয়েছে বলে আমরা রিজনেবলের কথা বলেছিলাম এবং সেটা কি ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে বোর্ডের কথা উঠেছে, লেজিসলেচারের সামনে আনার কথা হয়েছে।

Mr. Speaker: That is the very ground on which the amendment has been disallowed. It is unreasonably vague.

Sj. Chitto Basu:

এ প্রসিডিওর সাউড বি লেড্‌ ডাউন, যে প্রসিডিওরের মধ্য দিয়ে রিজনেবলনেসটা নির্ধারিত হোতে পারবে।

Mr. Speaker:

এ্যামেন্ডমেন্ট তো হবে না কারণ আপনার এ্যামেন্ডমেন্ট ডিসয়্যালাউড হয়েছে।

Sj. Chitto Basu:

আমি এ্যামেন্ডমেন্টের কথা বলছি না স্যার। রিজনেবল কেসটা আপনাকে দেখাতে হবে—যে প্রাইস ফিক্সেশন হোল, সেটা যে রিজনেবল সেটা প্রমাণ করতে হবে।

Mr. Speaker:

রিজনেবল, আনরিজনেবলএর ডিসকাসশন একমত্র শ্রীসিদ্ধার্থ রায় যে প্রসিডিওরে বলেছেন সেই প্রসিডিওরে হোতে পারে। তা ছাড়া আর কোন উপায়ে হোতে পারে না।

Sj. Chitto Basu:

সেই পদ্ধতিতেই হোক।

Sj. Apurba Lal Majumdar: Sir, I am moving my amendment No. 28A which runs thus:

Sir, I beg to move that after clause 3(2) the following be added, namely:—

"(3) Any order fixing the price or rate fixed under sub-section (1) shall be placed before the State Legislature in all subsequent sessions for its ratification or modification."

Mr. Speaker: I believe Mr. Siddhartha Sankar Ray's amendment covers your case. You need not lay stress on that point.

[6—6-10 p.m.]

Sj. Apurba Lal Majumdar:

সিদ্ধার্থবাবুর যে এ্যামেন্ডমেন্ট আমার ২৮এ এ্যামেন্ডমেন্টটাও সেই ধরনের, তবে একটু ডিফারেন্স হচ্ছে এই যে, আমি বলতে চাচ্ছি যে প্রাইস ফিক্স করা হবে এই এ্যাক্টের আওতায় সেটা পরবর্তী সেসনে আমাদের কাছে উপস্থিত করা উচিৎ ফর এ্যাপ্রুভাল। তারপর, আরেকটা ডিফারেন্স হচ্ছে, যে রেট হবে সেটাও সাবসিকোয়েন্ট সেসনে আমাদের এখানে আনা উচিত। কিন্তু, স্যর,

the Hon'ble Minister is not giving his considered opinion on the amendments.

Sj. Ardhendu Sekhar Naskar: Sir, I beg to move that in sub-clause (1) of clause 3, in lines 3 and 4 after the words "charged by a dealer" the following words be added, namely:

"or the minimum price which is to be paid by a purchaser".

I further beg to move that in sub-clause (2) of clause 3, in line 2, after the words "maximum prices or rates" the words "or the minimum price to be paid by the purchaser" be inserted.

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আমি সিদ্ধার্থবাবুর এ্যামেন্ডমেন্ট গ্রহণ করতে পারছি না।

The motion of Sj. Ardhendu Sekhar Naskar that in sub-clause (1) of clause 3, in lines 3 and 4 after the words "charged by a dealer" the following words be added, namely:—

"or the minimum price which is to be paid by a purchaser",

was then put and agreed to.

The motion of Sj. Ardhendu Sekhar Naskar that in sub-clause (2) of clause 3, in line 2, after the words "maximum prices or rates" the words "or the minimum price to be paid by the purchaser" be inserted was then put and agreed to.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 3(1), in line 3, after the words "the maximum" the words "and the minimum" be inserted was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 3(2), in line 2, after the word "maximum" the words "and the "minimum" be inserted was then put and lost.

The motion of Sj. Apurba Lal Majumdar that after clause 3(2) the following be added, namely:—

> *"(3) Any order fixing the price or rate fixed under sub-section (1) shall be placed before the State Legislature in all subsequent sessions for its ratification or modification.",*

was then put and lost.

[6-10—6-20 p.m.]

The motion of Sj. Siddhartha Shankar Ray that in clause 3(1), in line 4, after the word "dealer" the words "throughout the State of West Bengal provided that different prices or rates may be fixed for different districts or for wholesalers and retailers" be added, was then put and a division taken with the following results:—

AYES—46.

Badruddula, Janab Syed
Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Basu, Sj. Jyoti
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakraverty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Sunil
Elias Razi, Janab
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Mandal, Sj. Bijoy Bhusan
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Basanta Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Roy, Sj. Siddhartha Shankar
Roy Choudhury, Sj. Khagendra Kumar
Sengupta, Sj. Niranjan
Taher Hossain, Janab

NOES—101.

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Janab
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Blanche, Sj. C. L.
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Hafijur Rahaman, Kazi
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jehangir Kabir, Janab
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Lutfal Hoque, Janab
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath

Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Krishna Prasad
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Murmu, Sj. Jadu Nath
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Shukla, Sj. Krishna Kumar
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Yeakub Hossain, Janab Mohammad

The Ayes being 46 and the Noes 101, the motion was lost.

The motion of Sj Siddhartha Shankar Ray that for clause 4(2) the following be substituted, namely:—

"(2) A statement containing full particulars of such fixed prices or rates shall be placed before the State Legislature during its session held immediately following the date or dates of the notification or notifications under sub-section (1) and thereupon unless the State Legislature approves of such fixed prices or rates with such modifications, amendments or alterations as it thinks fit such fixed prices or rates shall cease to be operative on and from the date the State Legislature refuses or declines to approve of the same"

was then put and a division taken with the following result:—

AYES—46.

Badrudduja, Janab Syed
Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Basu, Sj. Jyoti
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakraverty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chatteraj, Sj. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
Das Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Sunil
Elias Razi, Janab
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Kar, Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Lodu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Mandal, Sj. Bijoy Bhusan
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Basanta Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Roy, Sj. Jaradananda
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Roy, Sj. Siddhartha Shankar
Roy Choudhury, Sj. Khagendra Kumar
Sengupta, Sj. Niranjan
Taher Hossain, Janab

NOES—101.

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Janab
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Prafulla Nath
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Blanche, Sj. C. L.
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Hafijur Rahaman, Kazi
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jehangir Kabir, Janab
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Lutfal Hoque, Janab
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Krishna Prasad
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Murmu, Sj. Jadu Nath
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sen, Sj. Na endra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Shukla, Sj. Krishna Kumar
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Yeakub Hossain, Janab Mohammad

The Ayes being 46 and the Noes 101, the motion was lost.

The question that clause 3, as amended, do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 4

Sj. Siddhartha Sankar Ray: Sir, I beg to move that in clause 4, in line 3, for the word "two" the word "seven" be substituted.

Sir, my amendment is very simple and it should be accepted by any honest Government. The sole purpose of my amendment is to lay down certain provisions in the Act which might be construed to be providing for exemplary punishment for offenders. I am, therefore, suggesting that in place of the word "two" the word "seven" should be substituted so that the rigorous imprisonment may extend to seven years. This is particularly

necessary in view of the refusal of the Hon'ble Food Minister to apply the whole Act to every part of West Bengal. If the Act is not applied to every part of West Bengal there is bound to be lots of dishonest and nefarious activities on the part of certain class of business men and traders. I therefore suggest that the punishment should be altered and that the word "seven"' should be substituted in place of the word "two".

I also move that in clause 4, in line 3, for the words "or with fine or with both" the words "but which in any case shall not be less than six months and with fine if the Court so thinks fit" be substituted.

Here I am proposing that there should be a change in the penalty clause in the Bill. The Bill says that "Any dealer who, without reasonable excuse, refuses to sell any scheduled article, or refuses to sell any scheduled article at the price or rate fixed in respect thereof under section 3". But if you look at clause 4 it says "Any dealer who profiteers in any scheduled article shall be punishable with rigorous imprisonment which may extend to two years or with fine or with both". That means if a dishonest trader is brought up before the court of law, the court of law may not order imprisonment at all. It can merely impose a fine of one rupee. As Mr Subodh Banerjee the other day said, a dishonest trader dealing illegally in Horlicks was fined only Rs. 10. Therefore, I want the words to be substituted and I want to make imprisonment compulsory because unless you make imprisonment compulsory there is no sense in having such a Bill Unless exemplary punishment is meted out to the offenders there is no use passing this Bill or wasting our time. I, therefore, suggest instead of the word "or" let us have "but which in any case shall not be less than six months and with fine if the court so thinks fit". The periods of imprisonment must be maximum seven years and minimum six months with fine if the court so thinks fit

Mr. Speaker: Mr. Roy, if you make it seven years the trouble will be that every case will be triable by a court of session. It will be triable by a jury

[6-20 6-30 p.m.]

Sj. Sunil Das: Sir, I move that in clause 4, in line 3, the words "or with fine or with both" be omitted.

I also move that in clause 4, in line 1, after the words "scheduled article" the words "found in possession" be inserted.

I also move that in clause 4, line 5, the words "or such part thereof as to the Court may seem fit" be omitted.

মিস্টার স্পীকার, আমার ৩১নং এ্যামেন্ডমেন্ট মুভ না করে অন্যান্য সমস্তুলি এ্যামেন্ডমেন্টের উপর বলছি। ৩৩নংএ আমি বলেছি 'অর উইথ ফাইন অর উইথ বোথ' এই কথাগুলি অমিট করার জন্য। কারণ হিসাবে বেশী বলার দরকার নেই, এটা সেলফ-এভিডেন্স। এর যুক্তি অনেক শুনেছেন—পানিসমেন্টটা ডিটারেন্ট হওয়া দরকার।

এবার ৩৬নং উপর বলব। এখানে ক্লজ (৪), লাইন (৪) সম্বন্ধে বলেছি। এখানে সীডিউল্ড আর্টিকেলের ব্যাপার রয়েছে, এর উপরে আমি বলেছি ফাউন্ড ইন হিজ পজেশন কারণ, সীডিউল্ড আর্টিকেলটা লোকেট করা দরকার, তা না করলে পরে যে সাবসিকোয়েন্ট এ্যামেন্ডমেন্ট এনেছি সেটা অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়।

৩৮নংএ আমি বলেছি

"or such part thereof as to the court may seen fit"

এটা অমিট্ করা দরকার, কারণ, সীডিউল্ড আর্টিকেল যা তার পজেশনে পাওয়া যাবে তার কতটা কনফিস্কেটেড হবে, কতটা বা হবে না সেটা ঠিক থাকা দরকার। সুতরাং ৩৬ এবং ৩৮নং মিলে যে

অর্থ দাঁড়াচ্ছে তা হ'ল এই যে সীজিউড আর্টিকেল যা পাওয়া যাবে তার পুরোটা ফরফিটেড হবে, পার্ট নয়।

Sj. Jatindra Chandra Chakravarty:

স্পীকার মহাশয়, অর ফাইন বাদ দিয়ে আমি জেলকে কমপালসরি করতে বলেছি এবং তার কারণও গুরুত্বপূর্ণ। যখন ১৯৪২ সালের আন্দোলন হয় তখন প্রফুল্লবাবু যে জেলে ছিলেন আমিও সেই জেলে ছিলাম। সেখানে তখন একটা ঘটনা ঘটে এবং সেইটি মনে রেখে আমি এই এ্যামেন্ডমেন্ট দিয়েছি। একজন মারোয়াড়ী ব্ল্যাক-মার্কেটিং করতে গিয়ে ধরা পড়েছিল। প্রফুল্লবাবু এবং আমি আলাদা ওয়ার্ডে ছিলাম।... .

Mr. Speaker:

আপনি জেলে গিয়েছিলেন তা বলে দিলেন, আমরা তো জানতাম না।

Sj. Jatindra Chandra Chakravarty:

প্রফুল্লবাবু মিনিস্টার হবেন তখন তা জানতাম না। যাই হোক, সেই মারোয়াড়ীকে জামিন দেওয়া হয় নি এবং জেলখানায় তিন দিন রাখা হয়েছিল। জেল অথরিটিসএর সঙ্গে বন্দোবস্ত করে পলিটিক্যাল প্রিজনারদের সঙ্গে সে থাকতে পেয়েছিল। তিন দিন মাত্র জামিন দেওয়া হয় নি, কিন্তু যেদিন সে জামিন পেল সেদিন আমাদের কাছে এসে সে নিজের কান মলে গেল, বলে গেল যে জেলে যদি থাকতে হয় তাহলে সে আর ব্ল্যাক মার্কেটিং জীবনেও করবে না। তখন জানতাম না প্রফুল্লবাবু মিনিস্টার হবেন, তখন তিনি হাতকাটা ফতুয়া পরে থাকতেন, এখন হাত-ঢাকা জামা পরেন। যাই হোক, কঠোর শাস্তির যদি ব্যবস্থা হয় তাহলে হয়ত প্রফিটিয়ারিং বন্ধ হবে। গভর্নমেন্টের যদি এ বিষয়ে আন্তরিকতা থাকে যে প্রফিটিয়ারিং বন্ধ করতে হবে তাহলে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। সেদিন আমি বলেছিলাম যে কঠোর শাস্তির বন্দোবস্ত হলে, জবরদস্ত শাসনকর্তা হলে এবং কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা থাকলে ব্ল্যাক-মার্কেটিয়ার কিরকম শায়েস্তা হয় পাকিস্তান তা প্রমাণ করেছে। আমাদের এই ডেমোক্রেটিক সেটআপ যেখানে জজদের কিছু ক্ষমতা আছে, সেখানে জেলের ব্যবস্থা কমপালসরি করে দিন তাহলে ব্ল্যাক-মার্কেটিং অনেকখানি বন্ধ হয়ে গেছে দেখতে পাবেন।

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, profiteering is an offence against society. Therefore rigorous imprisonment must be made there. The entire stock should be forfeited for this reason. You know, Sir, that under the provisions of Indian Customs Act Land Customs Act or Sea Customs Act—not only contraband articles are forfeited but any containers there are forfeited to the State. For the present the Government should at least be satisfied by forfeiting the whole of the stock and no discretion should be left to the court to forfeit a part of it.

Sj. Subodh Banerjee: Sir, I beg to move that in clause 4, in line 3, after the words "with fine" the words "which shall not be less than three thousand rupees" be inserted.

I also move that the following proviso be added to clause 4, namely:—

> "Provided that any dealer who commits an offence under the section for more than once shall be punishable with rigorous imprisonment for three years."

স্পীকার মহোদয়, এই ৪নং ধারা শাস্তি বিধান করার ধারা। পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের তরফ থেকে, সরকারের তরফ থেকে বোঝাবার চেষ্টা করা হচ্ছে যে, পশ্চিমবাংলা সরকার কঠোর সাজা দেবার পক্ষপাতী, শুধু কেন্দ্রীয় সরকার হাত চেপে ধরার জন্য তাঁরা সেটা করতে পারেন নি। আমি সরকারের পক্ষের খুব প্রভাবশালী ব্যক্তির কাছে শুনেছি যে, এখান থেকে প্রথমে যখন বিলের খসড়া কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যায় তখন কেন্দ্রীয় সরকারের ল' মিনিস্টার, অশোক সেন আপত্তি করেন এই বলে যে, যদি শুধু সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান থাকে তাহলে চলতে পারে না;

তাই জরিমানার ব্যবস্থাও করা হোক এবং জরিমানার কোন পরিমাণও বলে দেওয়া হয় নি। এই উপদেশ সমেত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে খসড়া বিল ফেরত আসে। তারপর বিল যখন ক্যাবিনেটে আলোচনার জন্য যায় তখন ক্যাবিনেটে যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তাতে এই কথা ছিল যে, যাতে জরিমানার বিধান আইনের মধ্যে ঢোকান না হয়। আমার মনে হয় আমার এই সংবাদ সত্য। প্রফুল্লবাবু অস্বীকার করুন যে এই ঘটনা ঘটেনি? আমি যতটুকু শুনেছি যে কেন্দ্রীয় সরকার সেটা মানেন নি। তাই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে আমার জিজ্ঞাসা যে এই হাউস যদি মনে করে যে চোরা কারবারীদের ৫ টাকা বা ১০ টাকা জরিমানা করে ছেড়ে দেবার ব্যবস্থা না করে তাদের এমন কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা দরকার যাতে ভবিষ্যতে কেউ এই কাজ করতে সাহস না করে তাহলে পশ্চিমবাংলা তা গ্রহণ করে নিজেদের সততার প্রমাণ দিতে রাজী আছেন কি? সেই কঠোর বিধান সমেত বিল কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠান হোক। তখন যদি কেন্দ্রীয় সরকার সে আইনকে নাকচ করে তাহলে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে চেপে ধরতে পারব। সরকার যদি মনে করেন যে, চোরা কারবারীদের কঠোর সাজা হওয়া দরকার, এই বিল যদি মাত্র দলীয় চাল সিদ্ধ করার জন্য না আনা হয়ে থাকে তাহলে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা সম্বলিত আইন কেন্দ্রের কাছে যাক। কেন্দ্রীয় সরকার বলুন যে, তাঁরা ব্ল্যাক-মার্কেটিয়ারদের কঠোর সাজা দেবেন না। তাহলে আমরা অন্ততঃ জনসাধারণের কাছে বলতে পারবো যে, আমরা সাজা দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার দিতে দেন নি। কিন্তু যদি সে পথ গ্রহণ করা না হয়, রাজ্য সরকার যদি জরিমানার ব্যবস্থা সমেত আইন নিয়ে আসেন তাহলে সরকারের সততার অভাব প্রমাণিত হবে। বাংলাদেশের লোকও বলবে যে, পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভা চোরাকারবারীদের ৫ টাকা জরিমানা করার ব্যবস্থা করে জনতাকে ধাপ্পা দিয়েছে। আর একটা জিনিস বলা দরকার, প্রথমবার একটা লোক ভুল করলে তার কম সাজা দিন কিন্তু দ্বিতীয়বারও যদি সে মুনাফাবাজী করে তাহলে বুঝতে হবে যে, তা আর ভুল নয় ইচ্ছা করেই করেছে। সুতরাং আইনে থাক যে দ্বিতীয়বার যদি কেউ অপরাধ করে তাহলে তাকে কঠোর সাজা দেওয়া হবে।

[6-30—6-40 p.m.]

আমি বলেছি দ্বিতীয় বার অপরাধ করলে ৩ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। এরকমভাবে একটি কি দুটি চোরাকারবারীকে যদি শাস্তি দিলে চোরাকারবার অনেকখানি বন্ধ হয়ে যাবে। [এ ভয়েস: বেত মারা উচিত নয় কি?] আমি তাও বলতে রাজী আছি; চোরাকারবারীদের বেত মারাই উচিত। এমনভাবে মারা উচিত যাতে গায়ের মাংস খানিকটা উঠে আসে। পণ্ডিতজী এক সময় বলেছিলেন চোরাকারবারীদের ল্যাম্প-পোস্টে ঝুলিয়ে দেবেন।

Mr. Speaker:

আমার মত কি? বেত মারা উচিত না অনুচিত?

Sj. Subodh Banerjee:

স্যার, আমার হাতে বেত এবং মারার অধিকার দিলে তো আমিই মারি। আপনি যদি ব্যারিস্টার হয়ে চোরাকারবারীদের রক্ষা করতে না এগোন তাহলে আমি এই ব্ল্যাক-মার্কেটিয়ারদের আরও বেত মারতে রাজী আছি।

Sj. Niranjan Sen Gupta: Sir, I beg to move that the following proviso be added to clause 4, namely:—

"Provided that the State Government may, during the pendency of the case, take possession of the scheduled article in respect of which the offence is committed for disposal. The money so obtained after disposal of the scheduled article, shall be kept deposited with the Court, and the total money or such part thereof as to the Court may seem fit shall be forfeited to the Government."

এটার অর্থ হচ্ছে খাদ্যের অপচয় বন্ধ করার জন্য এই প্রস্তাব আমি এনেছি। কারণ দেখা গিয়েছে অনেক জায়গায় এরকম জিনিস ধরা পড়ে—ব্ল্যাক-মার্কেটের জিনিস সেগুলি পুলিশের হেফাজতে কিংবা কোর্টের হেফাজতে থাকে। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর পড়ে থাকে।

সেজন্য আটা গম প্রভৃতি নষ্ট হয়ে যায়। এই সমস্ত জিনিসগুলো এভাবে অপচয় না করে যদি স্থানীয় লোকের কাছে বিক্রী করা হয় তাহলে খাদ্যাবস্থার উন্নতি করা যায় এবং দ্বিতীয়তঃ খাদ্যের অপচয়ও বন্ধ হবে এবং যে টাকা পাওয়া যাবে সেগুলো কোর্টের নির্দেশানুযায়ী গভর্নমেন্ট ব্যবস্থা করতে পারে। আমার মনে হয় খাদ্যমন্ত্রী মহাশয়ের এটা গ্রহণ করা উচিত কারণ এতে খাদ্যের অপচয় বন্ধ হয়।

Sj. Apurba Lal Majumdar: Sir, I beg to move that in clause 4, in line 3, for the words "or with fine or with both" the words "and with fine up to one thousand rupees" be substituted.

কেন একথা বলেছি যে আইন আমরা রচনা করতে যাচ্ছি, সৃষ্টি করতে যাচ্ছি সেই আইন কতখানি শক্ত সেটা নির্ভর করে তার পেনাল সেকশনের উপর। একটা চেন কতখানি শক্ত সেটা যেমন তার উইকেস্ট পার্টের উপর নির্ভর করে তেমনি আইনের কার্যকারিতাও তার উইকেস্ট পার্টের উপর নির্ভর করে। আমার অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি যে আইনে যদি এই ধরনের লুপহোল থাকে কোন কেসেই জেল হবে না তাহলে বড় বড় পার্টি যারা একিউজড্ হবে তারা শুধু একটা ফাইন দিয়ে বেরিয়ে যাবে এবং সে ফাইনের পরিমাণও যা অতি নগণ্য হবে কারণ কোর্টের উপর কোন ডাইরেকটিভ নাই। এই সমস্ত কন্ট্রোল ব্যাপারে বিভিন্ন কোর্টে যে কেস হয় আমার যে অভিজ্ঞতা, তাতে দেখেছি অপরাধীরা অতি সামান্য মাত্র ফাইন দিয়ে ২।৪।৫ টাকা দিয়ে তারা বেরিয়ে যান। কাজেই যদি এই আইনকে কার্যকরী করতে হয় এবং প্রফিটিয়ারিং সত্যই বন্ধ করতে হয় তাহলে পানিশমেন্ট বাধ্যতামূলক করতে হবে, এবং এমন করতে হবে যে জেলও হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ফাইনও থাকা দরকার।

এই সঙ্গে আমার পরবর্তী যে এ্যামেন্ডমেন্ট এনেছি সেটা হল 'অর সাচ্ পার্ট দেয়ারঅফ' এই লাইনটা বাদ দিতে হবে। এই লাইন যদি বাদ না দেন তাহলে আমরা কোর্টে গিয়ে দেখেছি অনেক কলিকাতার ডিলার যাদের লাইসেন্স নাই তাদের সম্বন্ধে দেখা যায় যে ৫ হাজার টাকার হয়ত ধরেছে তার মধ্যে ২ খানা গামছা রিটার্ণে দেখিয়ে আর বাদবাকী মাল তাকে ব্ল্যাক-মার্কেটে বিক্রী করতে ছাড়া হয়। যাঁরা কোর্টে যান তাঁদের সে অভিজ্ঞতা আছে। কাজেই ব্ল্যাক-মার্কেটিয়ারদের যেখানে সেখানে এনটায়ার মাল ফরফীট না করলে যদি কেবল দু সের পাঁচ সের ফরফীট করেন, আর বাকী ছেড়ে দেন তাহলে আইন কার্যকর হবে না। এবং এই আইনের তোয়াক্কা না রেখে আমাদের দেশে ব্ল্যাক-মার্কেটিং তারা পুরামাত্রায় চালু রাখবে, নইলে তাদের এজেন্ট গিয়ে বিরাট মাল নিয়ে চালাতে পারবে। যদি দু বছর জেলের বন্দোবস্ত করেন এবং তা অবলিগেটরি, তাহলে ভাল হয়।

Mr. Speaker: This sort of trial will take any length of time.

Sj. Apurba Lal Majumdar:

আমি বলি অন্ততঃ ৬ মাস হউক। আর 'উইথ ফাইন' হলে কিছু টাকা ফাইন দিয়ে বেরিয়ে যাবে। যদি ৭ দিনের জেল হয় তাও হওয়া উচিত।

Mr. Speaker: You want to make it obligatory. The Magistrate will have no discretion in the matter. He must sentence him to imprisonment.

Sj. Apurba Lal Majumdar:

আর 'ফরফীট'ও বলি,—মাল ফরফীট করা দরকার। হয়ত একখানা গামছা ফরফীট হয় আর সমস্ত মাল ডিলাররা ফিরিয়ে পান। তা না কোরে যদি পাঁচশ টাকার মাল ধরেন তাহলে সমস্তই ফরফীট করা হবে। 'দি এন্টায়ার কোয়ানটিটি মাস্ট বি ফরফীটেড' এটা অবলিগেটরী করা দরকার।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আমি এ্যামেন্ডমেন্টগুলির বিরোধিতা করি।

Sj. Subodh Banerjee:

স্পীকার মহাশয়, এত তাড়াতাড়ি করবার কি প্রয়োজন? আজই ত আর পাশ হচ্ছে না। ... একটা কন্‌ক্রীট সাজেসশন ছিল, সেটা গভর্নমেন্ট কন্‌সিডার করুন না কেন। সমস্ত ... কুইক হওয়া দরকার এবং পানিশমেন্ট যাতে হয় সেই রকম দরকার। আপনাদের ত স্পেশাল ট্রিবিউনালের ব্যবস্থা আছে, উই হ্যাভ মিস্‌ড দ্যাট, কিন্তু আপনার যখন এটা স্ট্রাইক করেছে ... গভর্নমেন্ট কন্‌সিডার করুন--

... an amendment come for Government side and let that be accepted.

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

রিটেলারএর সংখ্যাই বেশী। ১০টা হোলসেলার থাকলে রিটেলার থাকে এক হাজার। আমরা আন্ডারেস্টে ১২১ জনকে ধরি, এই ১২১ জনের মধ্যে ৯৮ জন রিটেলার, আর ২৩ জন হোলসেলার। এদের সাধারণ বিচারে শাস্তি হয়েছে ১০ টাকা থেকে ১০০ টাকা জরিমানা; দু' বছর পর্যন্ত ম্যাজিস্ট্রেট দিতে পারেন, কিন্তু তা দেন নি। আমরা বলছি সমস্ত কেস স্পেশাল কোর্টে যেতে পারে না।

[6-40—6-50 p.m.]

Mr. Speaker: What Mr. Subodh Banerjee asks is this, should we in the circumstances provide for a special machinery for the disposal of these cases? It is a question of machinery and not a question of the quantum of punishment. To my mind more emphasis has been laid on the quantum of punishment than on the machinery. I think machinery is more important than the quantum of punishment. Two years' imprisonment is a very severe punishment. If it goes on it will go on for a very long time, and it may take eight months for one case to be decided.

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আমার যা কথা বলা হয়েছে।

The motions of Sj. Siddhartha Sankar Roy that in clause 4, in line 3, for the word "two" the word "seven" be substituted, and

that in clause 4, in line 3, for the words "or with fine or with both" the words "but which in any case shall not be less than six months and with fine if the Court so thinks fit" be substituted,

were then put and a division taken with the following result:-

AYES—44.

Badrudduja, Janab Syed
Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Chitta
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Basu, Sj. Jyoti
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Chakraverty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chatteraj, Sj. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Sunil
Elias Razi, Janab
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Majl, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Sankar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Basanta Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Roy, Sj. Siddhartha Shankar
Roy Choudhury, Sj. Khagendra Kumar
Sengupta, Sj. Niranjan
Taher Hossain, Janab

NOES—91.

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Janab
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Blanche, Sj. C. L.
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Hafijur Rahaman, Kazi
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jehangir Kabir, Janab
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Lutfal Hoque, Janab
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Murmu, Sj. Jadu Nath
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sen Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Shukla, Sj. Krishna Kumar
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Yeakub Hossain, Janab Mohammad

The Ayes being 44 and the Noes 91 the motions were lost.

The motion of Sj. Sunil Das that in clause 4, in line 3, the words "or with fine or with both" be omitted, was then put and lost.

The motion of Sj. Apurba Lal Majumdar that in clause 4, in line 3, for the words "or with fine or with both" the words "and with fine up to one thousand rupees" be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Subodh Banerjee that in clause 4, in line 3, after the words "with fine" the words "which shall not be less than three thousand rupees" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Sunil Das that in clause 4, in line 4, after the words "scheduled article" the words "found in his possession" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Sunil Das that in clause 4, line 5, the words "or such part thereof as to the Court may seem fit" be omitted, was then put and lost.

The motion of Sj. Niranjan Sengupta that the following proviso be added to clause 4, namely:—

"Provided that the State Government may, during the pendency of the case, take possession of the scheduled article in respect of which the offence is committed for disposal. The money so obtained after disposal of the scheduled article, shall be kept deposited with the Court, and the total money or such part thereof as to the Court may seem fit shall be forfeited to the Government.",

was then put and lost.

The motion of Sj. Subodh Banerjee that the following proviso be added to clause 4, namely:—

"Provided that any dealer who commits an offence under the section for more than once shall be punishable with rigorous imprisonment for three years.",

was then put and lost.

The question that clause 4 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 5

Sj. Basanta Kumar Panda: In this clause I have got two amendments. I am not moving my amendment No. 42.

I beg to move that the *Explanation* to clause 5 be omitted.

By this amendment I seek to delete the Explanation of the body of the clause because it leaves a loophole, because this only adds complexity to the things. Possibility of obtaining or expectation of obtaining a higher price is the element of mind It is not a thing which can be proved by evidence or by some explicit representation Therefore, I would say that if you delete this and only retain "without reasonable cause" then it shall be within the scope of the Magistrate to decide what is reasonable and what is not.

[6-50—7 p.m.]

And if he is satisfied that it is reasonable excuse, he may accept it or if he is not satisfied he may reject it But, in the category of reasonable excuses if you add something which brings in some metaphysical element or something which is to be speculated from the evidence, then you will be merely clouding the thing and on this score there will be enough scope for argument about the state of mind of the dealer. Therefore, for the purpose of making the application of this Act simple and for the purpose of punishing offenders more expeditiously, this metaphysical element of the mind should be excluded. So, the entire explanation should be omitted from the article.

Sj. Sunil Das: Sir, I beg to move that in clause 5, in line 1, for the words "without reasonable excuse" the words "though in possession of any scheduled article" be substituted.

মিস্টার স্পীকার, স্যার, আমি আমার ৪০নং এবং ৫০নং এ্যামেন্ডমেন্ট মুভ করছি। ৪০নং এ্যামেন্ডমেন্টে 'এনি ডিলার উইদাউট রিজনেবল এক্সকিউজ' যেখানে আছে সেখানে 'উইদাউট রিজনেবল এক্সকিউজ'এর জায়গায় আমি বসাতে বলছি—

"though in possession of any scheduled article".

এই সিডিউল আর্টিকেল হোলসেলার বা রিটেলার কেউ বিক্রী করছে না—অথচ সেখানে মাল

হচ্ছে 'উইদাউট রিজনেবল এক্সকিউজ' অর্থাৎ তাকে বিক্রী না করতে প্ররোচিত করা হবে যদি এই ক্লজটা না থাকে। এই 'উইদাউট রিজনেবল এক্সকিউজ' রেখে তাকে বলে দেওয়া হচ্ছে যে তুমি বিক্রী করতে না পার এবং সেখানে সে যেকোন এক্সকিউজ খাড়া করে একটা অজুহাত সৃষ্টি করে বলবে যে বিক্রী করতে পারলাম না। এর ফলে সে সেটা ব্ল্যাক-মার্কেটে চালান করতে পারবে। কাজেই এই 'উইদাউট রিজনেবল এক্সকিউজ' কথাটা একটা লিডিং কোয়েশ্চেনের মত। সেজন্য আমি মনে করি যে এখানে 'উইদাউট রিজনেবল এক্সকিউজ'এর পরিবর্তে যদি বলা হয়—

'any dealer in possession of scheduled article'

তাহলে এই আইনের যে উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্য সাধিত হবে। অর্থাৎ যে ডিলার তার ডেফিনেশনে আমরা আগে দেখেছি যে তার হাতে সিডিউল আর্টিকেল থাকবে এবং সে যদি সেই সিডিউল আর্টিকেল বিক্রী করতে অস্বীকৃত হয় কিম্বা সেই দামে যদি বিক্রী না করে তাহলে তার পানিশ-মেন্ট হবে। সেজন্য এই উদ্দেশ্যটাকে সফল করতে হোলে উইদাউট রিজনেবল এক্সকিউজ-এর জায়গায় ঐ কথাটা থাকা দরকার।

৫৩নংয়ে আমার পূর্ববর্তী বক্তা শ্রীবসন্ত পান্ডা মহাশয় যা বলেছেন আমারও তাই বক্তব্য যে এক্সপ্লানেশন তুলে দেওয়া উচিত। আমি শুধু একটা কথা বলছি—আমাদের পূর্ববঙ্গে একটা চলতি কথা আছে "পাগলারে সাঁকো দেখাস না", এ যেন সেই পাগলাকে সাঁকো দেখানোর মত অবস্থা। একটা এক্সপ্লানেশন দিয়ে এভাবে একটা অজুহাত সৃষ্টি করে ভবিষ্যতে দাম বাড়াবার আশায় সে বসে থাকতে পারে—সে যাতে বসে না থাকে, এখানে বলা হচ্ছে,

possibility or expectation of abtaining higher price.

এটা এক্সকিউজ হবে না কিন্তু এটাই তার এক্সকিউজ হবে এবং এটার আড়ালে সে দাম বাড়াবে, বিক্রী করবে না এবং এক্সকিউজ হিসাবে দাঁড় করাবে। কাজেই এটা অর্থহীন এবং এ্যাবেটমেন্টের মত একটা অর্থ এর ভেতর নিহিত রয়েছে। কাজেই এক্সকিউজের সঙ্গে এ্যাবেটমেন্ট যাতে না করতে হয় সেই সুযোগ থেকে ডিলারকে বঞ্চিত করার জন্য এই এক্সপ্লানেশনটুকু বাদ দিয়ে দেখা দরকার তা না হলে এমন সব জাস্টিস এবং আইনের যে অবজেকটীভ সেটা পূর্ণ হবে না, ব্যর্থ হবে।

Sj. Siddhartha Shankar Ray: Sir, I beg to move that in clause 5, in line 6, for the word "two" the word "seven" be substituted.

I also move that in clause 5, line 6, for the words "or with fine or with both" the words "but which in any case shall not be less than six months and with fine if the Court so thinks fit" be substituted.

The reasons are the same as advanced by me in respect of other amendment; and I don't want to waste the time of the House.

Sj. Apurba Lal Majumdar: Sir, I beg to move that in clause 5, in line 6, for the words "or with fine or with both" the words "and with fine upto one thousand rupees" be substituted.

Mr. Speaker: Your amendment No. 43A is out of order.

Sj. Apurba Lal Majumdar:

আমার এই এ্যামেন্ডমেন্টটা আপনি আউট অফ অর্ডার করলেন—এ সম্বন্ধে আমি শুধু একটা কথা বলব যে কয়দিন আগে আমরা যে আইনটা পাশ করলাম 'ওয়েটস এ্যান্ড মেজার্স' সেই সম্বন্ধে একটা ক্লজ আমরা দিয়েছিলাম যে বাটখারাটা যদি কারও পজেশনে পাই তাহলে যার পজেশনে পাব তাকে প্রমাণ করতে হবে এই বাটখারা তুমি ইউস কর নাই ফর সেলিং এ পার্টিকুলার আর্টিকেল। কিন্তু আমাদের এই ক্ষেত্রে পজেশন যদি তার কাছে থাকে কোন আর্টিকেল, তাহলে তাকে রিজনেবল এক্সকিউজের সুযোগ দেওয়া হবে, যদি সে এক্সপ্লেন করে যে কেন এই আর্টিকেল থাকা সত্ত্বেও

you are refusing to sell articles to some retailers.

এটা আমি এই জন্য বলছি, বাটখারার যে সামান্য একটা ব্যাপার—আর এখানে এত বড় একটা চোরাকারবারীদের ব্যাপার—সেখানে দিলেন, আর এই ক্ষেত্রে কেন ওনাস দিলেন না। আমার মনে হয় আমরা অহেতুক এই চোরাকারবারী যারা করবে এবং যারা প্রফিটিয়ারিং করবে তাদের প্রতিবেশী দরদ দেখিয়েছি, সেইজন্য আমি মাননীয় প্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয়ের এই বিষয়ে একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে আমাদের চিত্তবাবুর যে এ্যামেন্ডমেন্ট ছিল যে রিজনেবল প্রাইস ফিক্সেশন করা হবে অথচ তখন আপনি বলেছিলেন যে রিজনেবল প্রাইস সেটা এ্যাম্বিগুয়াস টার্ম এটা হতে পারে না। অথচ সেই এ্যাম্বিগুয়াস টার্মটা খাদ্যমন্ত্রী আমাদের উপর চাপিয়ে দিচ্ছেন এই বিলের মধ্যে। এই এ্যাম্বিগুয়াস টার্মের সুযোগ নিয়ে অনেক চোরাকারবারী বেরোবার কায়দা ঠিক করে নেবে। একটা লুপহোল দিলাম যে ১ টাকা ফাইন দিয়ে পালাতে পারবে। এখন এই পরবর্তী লুপহোলটা যে পজেশনটা প্রমাণ করতে গিয়ে তিনি রিজনেবল এক্সকিউজের সুযোগ নিয়ে তিনি বেরুতে পারবেন। কাজেই এইভাবে আইন পাশ করানর কি মানে হয়? এই সমস্ত লুপহোল দিয়ে বড় বড় চোরাকারবারীরা অনায়াসে পালিয়ে যেতে পারবে। কাজেই সত্যিই যদি তারা এই বিলে সিরিয়াস হয়ে থেকেন, যদি চোরাকারবারীদের বন্ধ করতে চান তাহলে এক্ষেত্রে এতবড় একটা ফাঁক যেন আমরা না রাখি। বিশেষ করে, স্যার, আপনি একজন এমিনেন্ট ল'ইয়ার, আপনি জানেন, স্যার, আপনাদের হাতে পড়লে এই রিজনেবল এক্সকিউজের এক্সপ্ল্যানেশন কিভাবে প্রোটেকশন দিতে পারে। ইউ হ্যাভ গট লিগ্যাল ব্রেন, এ সম্বন্ধে আপনাকে বলা নিরর্থক। সেইজন্য খাদ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি, যে কারণে চিত্তবাবুর এ্যামেন্ডমেন্ট রিজেক্ট করেছেন সেই কারণে এটা তার বিবেচনা করা দরকার।

[7—7-11 p.m.]

Mr. Speaker: Sj. Subodh Banerjee will move his amendments. The amendment of Sj. Bankim Mukherjee is out of order.

Sj. Bankim Mukherji:

আমি জানি না কি গ্রাউন্ডে আপনি আউট অফ অর্ডার করলেন। এসেন্সিয়াল কমোডিটিজ এ্যাক্টের আওতায় যদি আসে তাহলে পর এই এ্যান্টি-প্রফিটিয়ারিং এ্যাক্ট যখন হবে তাতে পরিস্কার আছে যে রাইস সিডিউলের ভিতর আছে। এবং ক্লজ ১২এ যেখানে পরিস্কার রয়েছে যদি এই দুটোর ভিতর কনফ্লিক্ট হয় তাহলে এটা প্রিভেইল করবে। হাউ ইজ ইট আউট অফ অর্ডার?

Mr. Speaker: Office note is 'unmeaning and not grammatical.' Kindly look at the end. "Rice and rice in the husk kept for family consumption" —the meaning is perfect; "and as cost of cultivation shall be deemed to be a reasonable excuse"—what does it mean?

Sj. Bankim Mukherji:

এটা হচ্ছে যদিও এসেন্সিয়াল কমোডিটিজ এ্যাক্টের ভিতর সেটা আসে কিন্তু তাহলেও যেহেতু এই বিল এমনভাবে রয়েছে যে সেটা এক্ষেত্রেও আসতে পারে। কেন না রাইটার্স সিডিউলড লিস্টের ভিতরে রয়েছে। এবং যতক্ষণ কন্ট্রাডিকটরী না হচ্ছে দুটো অর্ডারে ততক্ষণ পর্যন্ত আমার ধারণা হচ্ছে এই এ্যান্টি-প্রফিটিয়ারিং এ্যাক্ট......

Mr. Speaker: Do you mean to say that only these two things, rice and paddy, for reasonable excuse and no ther?

Sj. Bankim Mukherji:

ইয়েস, তাই আমি বলছি—

The meaning of reasonable execuse should be limited to two things rice and paddy and nothing else.

ব্যাপারটা হচ্ছে কি প্রোডিউসারের ভিতর নিশ্চয়ই কাল্টিভেটরও পড়ে যায়। এবং অন্যান্য যে সমস্ত প্রোডিউস হয় সেই সমস্ত প্রোডিউস হচ্ছে ফর সেল। অন্য সমস্ত যারা হোলসেলার বা রিটেলার তারা অন্যান্য জিনিস যা আছে তা তারা কেনে এবং বেচে। এবং কনজামশনের জন্য যদি হয় তাহলে তারা নিজের দোকান থেকে কিনলেন। সেগুলি হচ্ছে কমোডিটিজ। কিন্তু রাইস হচ্ছে গিয়ে এমন একটা জিনিস যেটা হচ্ছে ফর কনজামশন এ্যাজ ওয়েল এ্যাজ ফর সেল। সেই ক্ষেত্রে একমাত্র জিনিস যা সিডিউলের ভিতর আসে। যেটা ফর ওন কনজামশনএ ব্যবহার হয় এবং অতিরিক্ত যেটা সারপ্লাস সেটা সেল হয়। কিন্তু এতে যা ল্যাংগোয়েজ রয়েছে এবং অন্য অন্য যে সমস্ত সেক্সন রয়েছে তাতে মুস্কিল হচ্ছে কি যে যদি কোন ডিলার রিফিউজ করে টু সেল, ধরুন একজন কৃষকের ২৫ একর জমি আছে, ৭৫ বিঘায় এখন সেখানে ৩৫০ মণ প্যাডি হয়েছে। এখন তার নিজের রিকোয়ারমেন্ট রয়েছে ফর ফেমিলি কনজামশন এবং তার জমিটা কালটিভেট করবার জন্য কিছু বীজধানের দরকার, মুনীশ খাটবার জন্য তাকে দিতে হয়—যা আমাদের দেশের প্রথা যে, মুনিষ খাটালে তাদের ধানচাল দিতে হয়। সে ভদ্রলোক বলবেন যে ১৫০ মণ চাল তার ফ্যামিলি কনজামশন এবং কাল্টিভেশনের জন্য যেসমস্ত কস্ট আছে তার জন্য রাখা দরকার। এখন বাকী ১৫০ মণ তিনি বিক্রী করেছিলেন। কিন্তু যেভাবে আছে যে তখন যদি কোন লোক তাকে বলে ঐ ১৫০ মণের ভিতর থেকে আমাকে ৫০ মণ দাও, আমি কিনব, এবং তখন যদি সে রিফিউজ করে তাহলে তার পক্ষে প্রমাণ করা কোর্টে মুস্কিল হয়ে যাবে যতক্ষণ আইনে তা সুস্পষ্ট নেই যেহেতু সে প্রোডিউসার এ্যান্ড ডিলার। এখন যা ভাষা আছে তাতে হি মে বি কমপেল্ড টু সেল এভরিথিং। অথচ সে যে কনসিউমার সেটা এই বিলের ভিতরে কোথাও নেই। অন্য ব্যাপার হলে হয়ত ক্লজ ২তে নিয়ে আসতাম। কিন্তু যেহেতু সে রিফিউজ করছে সেহেতু সে পানিশএবল হবে।

Mr. Speaker: What you mean to say is that if a person keeps his whole produce for his own consumption.

Sj. Bankim Mukherji:

যদি কন্ট্রাডিক্টরী টু দি এসেন্সিয়াল কমোডিটিজ এ্যাক্ট হয় তাহলে ক্লজ ১২ না থাকলে চলত। কন্সটিটিউশনে পরিস্কার আছে যদি এক সঙ্গে সেন্টার এ্যান্ড স্টেটের ল' থাকে সেক্ষেত্রে সেন্ট্রাল'স ল' উড প্রিভেইল। সুতরাং থাকা না থাকা একই কথা। সুতরাং ক্লজ ১২ ডিলিট করা উচিত। কিন্তু যে মুহূর্তে এটা আইন হয়ে গেল সেই মুহূর্তে যে কোন পুলিশ অফিসার কগনিসেন্স নিতে পারে, যেহেতু রাইস সিডিউলে আছে সেইহেতু যেকোন রাইস পারচেসার বা ডিলারকে ধরতে পারে। যেহেতু আপনারা প্রাইস ফিক্স করেছেন সেইহেতু এসেন্সিয়াল কমোডিটিজ এ্যাক্টের বিরুদ্ধে তো আপনারা কিছু করছেন না, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যে পাওয়ার ডেলিগেট করছেন সেই অনুসারেই তো আপনারা কাজ করছেন। তারা যে পাওয়ার ডেলিগেট করছেন তাতে ম্যাক্সিমাম এ্যান্ড মিনিমাম প্রাইসেস বেঁধে দিয়েছেন সুতরাং অটোমেটিক্যালী এটা এই এ্যাক্টে আসছে, তাই বলছি এটা কেটে দিন। যদি কেটে দেন তাহলে এগুলি রাইস, হুইট প্রভৃতি শুধু এসেন্সিয়াল কমোডিটিজ এ্যাক্ট অনুযায়ী থাকবে। যতক্ষণ সিডিউলে এগুলি রয়েছে ততক্ষণ এটা এ্যান্টি-প্রফিটিয়ারিং এ্যাক্টের মধ্যে থেকে যাচ্ছে। এখান থেকে আইন পাশ হয়ে গেল, তারপর ডিলারকে রক্ষা করতে পারা যাবে না এই আইনে যে সমস্ত ধারা আছে তার হাত থেকে। তখন এই বললে চলবে না যে আমরা এসেন্সিয়াল কমোডিটিজ এ্যাক্ট অনুসারে এটা করেছি। সেজন্যে আমার যেটুকু বক্তব্য ছিল তা এই যে কোন রিজনেবল জাজ্ হয়তো নিজে থেকে এই এক্সপ্লানেশন নিতে পারবেন পাছে আনরিজনেবল কিছু হয়, তারা এই এক্সপ্লানেশন না নেন। যেমন এক্সপ্লানেশন তারা দিয়েছেন ফিউচারে দাম উঠবে বলে যদি ধরা হয় তাহলে সেটা নেগলেক্ট করা হবে—

That won't be called a reasonable explanation.

যে এক্সপ্লানেশন গভর্নমেন্টের এই বিলে রয়েছে কোন লোক ফিউচারে দাম উঠবে বলে যদি জিনিস বিক্রী এখন করতে না চায় সেটা এক্সপ্লানেশন থেকে বাদ দেওয়া যায়, সেটা রিডানডেন্ট কেন না যে-কোন রিজনেবল জাজ্ বলবেন যে, ফিউচারে দাম উঠবে বলে আটকে রেখেছি বলায়

মানে প্রফিটিয়ারিং। তার জন্য এক্সপ্লানেশনের প্রয়োজন ছিল না। সেটা যখন আপনি প্রয়োজন মনে করছেন এবং আমি যে কথা বলছি সেটা অস্বীকার করছেন না তাহলে পর আমার মনে হয় আমার এক্সপ্লানেশন ওই সঙ্গে এ্যাড করতে কিছুমাত্র অসুবিধা আপনাদের হওয়া উচিত নয়।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

কভার্ড হয়েছে। যদি তার ফ্যামিলি কনজাম্পশনের জন্যে রাখে তাহলে ছেড়ে দেওয়া হবে।

Sj. Bankim Mukherjee:

ম্যাজিস্ট্রেট কি মনে করবেন তা কি করে জানলেন। আপনার আইনে তো কিছু বলা নেই।

Sj. Ardhendu Sekhar Naskar: Sir, I beg to move that clause 5 be renumbered as sub-clause (1) of clause 5 and the following sub-clause be added thereafter, namely:—

"(2) Any purchaser who purchases any scheduled article at any price less than the minimum price fixed therefor under section 3 shall be punishable with rigorous imprisonment which may extend to two years or with fine or with both."

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: Sir, I accept the amendment.

Sj. Narayan Chobey: Sir, I beg to move that in Clause 5, line 6, for the words "or with fine or with both" the words "and with fine" be substituted

The motion of Sj. Ardhendu Sekhar Naskar that clause 5 be re-numbered as sub-clause (1) of clause 5 and the following sub-clause be added thereafter, namely:—

"(2) Any purchaser who purchases any scheduled article at any price less than the minimum price fixed therefor under section 3 shall be punishable with rigorous imprisonment which may extend to two years or with fine or with both.",

was then put and agreed to.

The motion of Sj. Sunil Das that in clause 5, line 1, for the words "without reasonable excuse" the words "though in possession of any scheduled article" be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Siddhartha Shankar Ray that in clause 5, in line 6, for the word "two" the word "seven" be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Siddhartha Shankar Ray that in clause 5, line 6, for the words "or with fine or with both" the words "but which in any case shall not be less than six months and with fine if the Court so thinks fit" be substituted, was then put and lost

The motion of Sj. Narayan Chobey that in clause 5, line 6, for the words "or with fine or with both" the words "and with fine" be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Apurba Lal Majumdar that in clause 5, in line 6, for the words "or with fine or with both" the words "and with fine up to one thousand rupees" be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that the explanation to clause 5 be omitted, was then put and lost.

The question that clause 5, as amended, do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Adjournment

The House was then adjourned at 7-11 p.m. till 3 p.m. on Friday, the 26th December, 1958, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

The Assembly met in the Assembly House, Calcutta, on Friday, the 26th December, 1958, at 3 p.m.

Present:

Mr. Speaker (The Hon'ble SANKARDAS BANERJI) in the Chair, 16 Hon'ble Ministers, 11 Deputy Ministers and 204 Members.

[3—3-10 p.m.]

Mr. Speaker: Questions.

Sj. Jatindra Chandra Chakravarty:

আজকে যদিও কোয়েশ্চেন হবার কথা নয়।

Mr. Speaker: That is what was decided upon. Not that I wanted it.

Sj. Jatindra Chandra Chakravarty:

স্যার, সেদিন যেটা ঠিক হয়েছিল, সেই সম্পর্কে বলতে চাই।

Mr. Speaker: Mr. Chakravorty, I had suggested that there should be no questions, today being a non-official day and the members should get an opportunity of discussing non-official business. But Mr. Ganesh Ghosh insisted that there should be questions and that is the reason why questions appear on the notice paper. I am sorry, I have nothing to do with what you say.

Sj. Jatindra Chandra Chakravarty:

ডিফিকাল্টি হল এইজন্য যে, আমরা এটা সকলেই চাই, we are very anxious to raise resolution No. 4 ৪নং রেজলিউশনটা নিয়ে আলোচনা করতে চাই। সেইজন্য আমরা ভেবেছিলাম যে, সেকেণ্ড এবং থার্ড রেজলিউশনটা তাড়াতাড়ি শেষ ক'রে ৪নং রেজলিউশনটা টেক আপ করব। এইটা আমরা চাই।

Mr. Speaker: Once the programme is sent I cannot alter it at the request of one or two honourable members. I always take the precaution of consulting members of the Opposition in particular as to what the next programme is going to be. Mr. Ganesh Ghosh insisted on questions being taken up today and almost against our wishes we had to fix this programme.

Sj. Jatindra Chandra Chakravarty:

স্যার, আমাকে দুই মিনিট সময় দেন। আমি এই কথা বলছি না যে, কোয়েশ্চেন হ'লে আপত্তি করব। এখানে কিংবদন্তি সূত্রে আমরা সংবাদ পেয়েছি যে, ৪নং রেজলিউশনটা যাতে আজকে হাউসে টেক আপ করা না যেতে পারে তার জন্য এই প্রস্তাব বিস্তার করা হচ্ছে। সেই-জন্য এই রেজলিউশনটা আউট অফ অর্ডার করার কথা হচ্ছে। অথচ সকলেই আমরা এই বিষয়টা আলোচনা করবার জন্য ব্যস্ত আছি।

Sj. Jyoti Basu:

স্যার, আজকে তো প্রশ্ন হবে না সেটা তো জানা কথা।

Mr. Speaker: No question today; but resolution No. 4 will not be taken up, the reason being that twenty one day's notice is necessary.

Sj. Jatindra Chandra Chakravarty:

আমি তো আগেই বলেছি যে, আমার কাছে খবর আছে......

Mr. Speaker:

আমি সে খবরের নোটিস নেব না—আই মাস্ট ফলো রুলস।

Sj. Jatindra Chandra Chakravarty:

এদিক থেকে নোটিস দেওয়া সত্ত্বেও......

Mr. Speaker: Mr. Chakravorty, I don't like all this. If you want to discuss it, I am open to discussion. I allowed your request for having no questions today. There is an end of that matter.

আপনার বিশ্বস্তসূত্রে যে খবর তাতে আমার ডাউট আছে, therefore I take no notice of it.

Sj. Jyoti Basu:

এ কি কোন প্রস্তাবের আলোচনা হচ্ছে?

Mr. Speaker:

উনি বলছেন বিশ্বস্তসূত্রে তিনি খবর পেয়েছেন ফোর্থ রেজলিউশন নেওয়া হবে না। আমি বলেছি আমার খবর নাই, তবে ফোর্থ রেজলিউশন যদি আইনসংগত করতে পারা যায়, নিশ্চয়ই করা হবে।

Dr. Ranendra Nath Sen:

আপনি হঠাৎ শেষে বললেন, একুশ দিনের নোটিস চাই। সেটা একটু বলে দিন।

Mr. Speaker: Here is the order. You can see it if you come up to me.

Sj. Jatindra Chandra Chakravarty:

কিন্তু একুশ দিনের কম নোটিসেও রেজলিউশন টেক আপ করা হয়েছে, এতে ব্যতিক্রম করা হবে কিনা?

Mr. Speaker: Because the Minister concerned did not object to it. But, it is within the right of the Minister concerned to object to it.

Sj. Jatindra Chandra Chakravarty:

আমার খবর তা হ'লে ঠিকই যে, যাতে এই রেজলিউশন না হয় তার জন্য চেষ্টা হচ্ছে।

Mr. Speaker: May be the Minister concerned has deliberately not allowed it. If the law is to that effect, I can't help.

Sj. Subodh Banerjee:

স্যার, আপনি বেশ জানেন, মিনিস্টার অবজেকশন করেছেন, একুশ দিনের নোটিস দেওয়া হয় নি। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করব যে, আপনি জানেন, স্যার, বিলের ব্যাপারেও কতকগুলি নিয়ম আছে। কিন্তু একটা বিলও দেখান, স্যার, যে বিল নিয়মমত আনা হয়েছে। তা হ'লে আমার বক্তব্য অপোজিশন মেম্বারদের বেলায় কেন বলা হবে—নোটিস দেওয়া হয় নি ঠিকমত। গভর্নমেন্ট রাস ক্রু করবেন আর......

Mr. Speaker: I understand that it is one of those exceptional cases where the Speaker has not been given the right to relax the rules. If I had the power I would have relaxed the rules, but if I have not the power I will not relax the rules. Your attention is drawn to rule 92.

[3-10—3-20 p.m.]

Sj. Jyoti Basu:

তা হলে কি স্যার—আমি একটু জানতে চাচ্ছি, আপনি কি কোন রুলিং দিয়ে দিলেন? আপনি কোন একটা জিনিস হবার আগেই বলে দেন—হবে না। চীফ মিনিস্টার অনেক জিনিস করেন যা এই হাউসে বিবেচনা বা আলোচনা করা যায় না, ও'রা ডিসএগ্রি করেন বলেই আপনি মেনে নেন—এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

Mr. Speaker:

চীফ মিনিস্টারই হোন বা যেই হোন আমি কারও কথাই মানব না—

Provided your rules—the rules framed by this House—give me certain powers to say 'no'

but provided your rules, the rules framed by this House, give me certain powers to say 'no'.

Sj. Jyoti Basu:

সেটা আমরা দেখব পরবর্তীকালে, এটা হয়ে গেলে আমি এই রেজলিউশনটার কথা বলছি।

Mr. Speaker:

রেজলিউশন হবার আগেই দেখতে হবে—দি মেম্বার মাই কান্ট অ্যালাউ দি ডিসকাসশন।

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

এ বিল তো ঠিকমত সার্কুলেটেড হয় নাই।

Sj. Jyoti Basu:

যদি এটার আলোচনা করতে হয় আমাদের আলোচনাটা শেষ ক'রে অন্য আলোচনায় আসতে হবে। আমাদের দুটো রেজলিউশন বাকি আছে—একটা নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মূর্তি স্থাপন সম্বন্ধে, আর একটা ফারাক্কা ব্যারেজ। সেইজন্য একটা টাইম লিমিট করে যাতে আলোচনা হয়। ২নং রেজলিউশন সম্বন্ধে ও'দের যদি আপত্তি থাকে যে, ও'রা নোটিস পান নাই তা হলে আমি বলছি যে আলোচনা হওয়া দরকার।

Mr. Speaker:

আপনি প্রশ্ন তুলেছেন অ্যাডমিট সম্বন্ধে—

admits of discussion, admits of a ruling and so on and so forth.

যদি কোন অনারেবল মেম্বার বলেন, আমি এসব জিনিসের উপর নোটিস নিতে পারি না, আপনি আইনমত তর্ক করুন—

I am bound to hear you, and I am bound to give a ruling according to the rules

কোন মিনিস্টার কি করবেন না করবেন তাতে আমার কোন ইন্টারেস্ট নাই।

Sj. Jatindra Chandra Chakravarty:

আপনার ইন্টারেস্ট আছে কি না আছে সেবিষয় আমরা কিছু বলছি না—আপনার কার্যের দ্বারা আমরা কনফার্মড হ'তে চাই।

Non-Official Resolutions

Sj. Chitto Basu: Sir, I have three amendments to the resolution of Dr. Pabitra Mohan Roy.

I move that in line 3 of the resolution, for the words "in a prominent place" the following be substituted, namely:—

"at the junction of Chowringhee Road and Surendra Nath Banerjee Road on the maidan side".

I move that in lines 4 and 5 of the resolution the words "and that a Committee be formed with eminent public men to select the site for the purpose" be omitted.

I move that at the end of the resolution the following words be added, namely:—

"and should also display the portrait of Netaji in all Government offices of West Bengal and declare 21st October as a public holiday".

Mr. Speaker: Will you kindly stop, Mr. Basu? I propose to carry out today's programme in this way. I would like very much if the honourable members will finish their speeches on this particular resolution by 4 O'clock. After this there is the Farakka Barrage matter which will take a couple of hours. If I take 20 minutes for the recess, it takes me to 6.20. I have explained the position to Mr. Jyoti Basu, the Leader of the Opposition, regarding resolution No. 4. He says he will raise this question. He can certainly raise this question, but what will follow that is another matter which we will think then.

Yes, Mr. Basu, you proceed. How many minutes will you take?

Sj. Chitto Basu: Ten minutes.

আমি যে তিনটি সংশোধনী প্রস্তাব এনেছি, মাননীয় স্পীকার মহাশয়, তার প্রতি আপনার মাধ্যমে সরকারের এবং এই হাউসের সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। যতদিন আমাদের এই দেশে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির রাজত্ব ছিল ততদিন সরকারী দপ্তর এবং সরকারী কর্মচারীদের প্রধান কাজ ছিল আমাদের দেশে সাম্রাজ্যবাদকে অক্ষুন্ন রাখা। কিন্তু আজ আমাদের দেশে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আর নাই, আজ যখন আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি তখন আমাদের সরকারী দপ্তরগুলি সেরকম কাজে ব্যবহৃত হবে না বলেই আমরা আশা করে থাকি। আজ দেশকে যে পুনর্গঠন করতে হবে এ বিষয়ে কোন মহলেই দ্বিমত নেই কিন্তু দেশকে পুনর্গঠন করতে যদি হয় তা হলে একথাও ঠিক যে, সরকারী দপ্তর এবং সরকারী কর্মচারীদেরই সে দায়িত্বটাকে বহন করতে হবে এবং তা করতে হলে তাঁদের দেশসেবায় ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হতে হবে। সেক্ষেত্রে যাঁরা জাতীয়তার প্রতীক, জাতির প্রকৃত প্রতিনিধি এবং বরেণ্য নেতা তাঁদের মূর্তির তলায় দাঁড়িয়ে যদি সরকারী কর্মচারিগণ কাজ করেন তা হলে দেশসেবার প্রকৃত আদর্শ, চরিত্রের দৃঢ়তা ও সত্যনিষ্ঠার পথে অগ্রসর হতে তাঁরা অনুপ্রাণিত হবেন। সঙ্গে সঙ্গে একথাও আমরা জানি, দেশটাকে পুনর্গঠন করতে যদি হয় তা হলে শুধু দেশের মানুষকেই নয় সরকারী কর্মচারীদেরও দেশপ্রেমিক দেশসেবকরূপে আত্মবলি দিয়ে এই দেশের মধ্যে যত কিছু অন্যায় ও অত্যাচার তার বিরুদ্ধে অবিচলিত চিত্তে সংগ্রাম করবার জন্য প্রস্তুত থাকা দরকার।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মধ্য দিয়ে আমরা জানি, এইসমস্ত গুণাবলী উজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠেছে। কাজেই সরকারী দপ্তরখানায় যদি গান্ধীজী ও নেতাজীর প্রতিমূর্তি দুটি পাশাপাশি শোভা পায় তা হলে সরকারী কর্মচারীদের দেশকে পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা লাভে সাহায্য করবে। স্পীকার মহোদয়, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ১৯৪৫ সালের ৬ই নভেম্বর এই উক্তি করেছিলেন:—

"In the task of reconstructing our free India we require their services, means I.N.A."

সেই আই এন এ-র সার্ভিসের নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু নেতা হিসাবে, অধিনায়ক হিসাবে প্রকৃত প্রতিনিধি। সুতরাং তাঁর প্রতিমূর্তি যদি সরকারী দপ্তরখানায় শোভা পায় নিশ্চয়ই দেশকে পুনর্গঠন করার কাজ যে কাজের কথা পণ্ডিতজী বলেছেন সেই পুনর্গঠনের কাজকে

রূপায়িত করবার পক্ষে একটা আদর্শস্বরূপ হবে। আর একজন বিশিষ্ট কংগ্রেসসেবী শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু বলেছেন—

"We are just to be proud of the heroic patriotism inspired by their magnificent devotion that made them so willing to sacrifice their lives, so that India might achieve her liberty."

তিনি এখানেই থামেন নাই, আরও অগ্রসর হয়ে বলেছেন—

"Is there a single man or woman who is not deeply moved by the quality, courage, endurance and discipline and organised unity of purpose and unconquerable desire and thereby deliver our country from bondage."

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, সেদিক থেকে বিবেচনা করলে আমি যে সংশোধনী প্রস্তাবটা রেখেছি সেটা সকল দিক দিয়েই গ্রহণীয় বলে আমি মনে করি।

আমার দ্বিতীয় প্রস্তাব হচ্ছে—২১এ অক্টোবর তারিখটি সাধারণ ছুটির দিন বলে ঘোষণা করা হোক। এর উপর আমার বিশেষ কিছু বলার নাই, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু সেকথা নিজেই বলেছেন—

"For the first time since 1857 we have a Government of our own recognised by so many powerful allies abroad, for the first time since 1857 our countrymen outside India, particulary in Asia and Europe, are standing shoulder to shoulder with our freedom fighters at home, for the first time since 1857 India is ripe for revolution. The stage is, therefore, fit for commencing the last war of Indian independence."

[3-20—3-30 p.m.]

মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনি জানেন যে, ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে পূর্ণ স্বাধীনতা সংগ্রাম করবার জন্য আন্দোলন শুরু হয়েছিল ৯ই অগাস্ট তারিখে। যে প্রস্তাবের ভিত্তিতে দেশবাসী ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদীকে ভারতবর্ষের বুক থেকে নির্মূল করবার জন্য যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল সেই আন্দোলনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন জায়গাতে প্রতিসরকার গঠন করা। যখন ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে এই ধরনের আন্দোলনে কংগ্রেসের কর্মী, নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন বামপন্থী দলগুলির কর্মীদের মধ্যে উদ্দীপনা দেখা দিয়েছিল তখন ভারতবর্ষের বাহিরে এইরকম ধরনের সরকার গঠন করার জন্য ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সফল করবার জন্য আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠিত হয়েছিল ১৯৪৩ সালের ২১এ অক্টোবর তারিখে। এই সরকারকে তাঁরা স্বাধীন সার্বভৌম সরকার রূপে ঘোষিত করেন এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন এর সর্বাধিনায়ক। মাননীয় সদস্যগণ নিশ্চয় একথা স্বীকার করবেন যে, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর আদর্শ এবং কর্মধারার প্রতি সমগ্র জাতি কি সম্মান প্রদর্শন করেন। এই সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক জীবনকেও অবহেলা করলে চলবে না। নেতাজীর প্রতি যদি আমাদের প্রকৃত সম্মান জানাতে হয় তা হ'লে তাঁর বিরাট রাজনৈতিক জীবনের সাফল্য সম্বন্ধে আমাদের স্মরণ রাখতে হবে। আমি মনে করি আজ পশ্চিম বাংলা সরকার যেভাবে ২৩এ জানুয়ারিকে ছুটির দিন বলে ঘোষণা করে তাঁর প্রতি যে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন তাতে তাঁরা শুধু বাংলাদেশে নয় পৃথিবীর সমস্ত দেশপ্রেমিক মানুষের কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন। আবার তেমনি শ্রদ্ধা তাঁরা অর্জন করতে পারতেন যদি তাঁরা ২১এ অক্টোবরকে আজাদ হিন্দ ফৌজের মহান প্রতিষ্ঠা দিবস হিসাবে সাধারণ ছুটির দিন বলে ঘোষণা করেন। মিঃ স্পীকার, স্যার, এই গভর্নমেন্ট সম্পর্কে পাটনা হাইকোর্টের এক্স-জজ মিঃ পি আর দাস যে উক্তি করেন সেটা বলছি—

"I understand that a provisional Government had been set up under the leadership of Shri Subhas Chandra Bose. Was it not open to its people to say we have our own Government although not within India?"

কাজেই ভারতের বাহিরে [illegible] দ্বারা পরিচালিত স্বাধীনতা সংগ্রামকে সাফল্যের পথে পরিচালনা করার জন্য যে ঘটনা ঘটেছিল সেই ঘটনা আজ [illegible] শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ

করতে হবে এবং অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার যে একটা স্বাধীন সরকার হিসাবে কাজ করেছে তার যথেষ্ট প্রমাণ আমাদের কাছে আছে। কিন্তু সমস্ত প্রমাণের কথা এখানে তুলতে গেলে আমার অত সময় হবে না। কাজেই সেকথা না ব'লে আমি বলব যে, একটা স্বাধীন ভারতবর্ষে অস্থায়ী সরকার হিসাবে যে সরকার গঠিত হয়েছিল সেই সরকারকে স্বীকৃতি দেবার জন্য এবং যেদিন সেই ঘটনা ঘটে তার প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য সরকারী ছুটি দিবস হিসাবে এই দিনটি ঘোষণা করা হোক। আর একটি কথা আমি বলব, যদিও এর সঙ্গে প্রাসঙ্গিক নয়, তা হ'লেও বলা দরকার। আমরা জানি যে, মহাত্মা গান্ধীর যে মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে এর দ্বারা দেশবাসী সরকারের কাছে নিশ্চয় কৃতজ্ঞ থাকবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথা বলি যে, মহাত্মা গান্ধীর যে প্রতিমূর্তি আমরা এখানে প্রতিষ্ঠা করেছি তাতে একথা কি সত্যি নয় যে, তাঁর অদূরে সেই বৃটিশ-সরকারের দণ্ডায়মান মূর্তি এখনও আছে। অর্থাৎ যারা মহাত্মা গান্ধীকে স্ক্যান্টি ড্রেসড্ ব'লে দরবারে ঢুকতে দেন নি তাঁদের মূর্তি সেখানে আছে। একথা কি সত্য নয় যে, আজ কলকাতার রাজপথে অনেক গর্বিত এবং সাম্রাজ্যবাদী শোষণকে ভারতবর্ষের বুকে চালিয়ে যাবার জন্য ও তাকে কায়েম করার জন্য যারা চেষ্টা করেছিল সেইসমস্ত বৃটিশ শাসকদের মূর্তি আজও আছে? একথা কি ঠিক নয় যে, এখনও কলকাতার অনেক রাস্তায় এইসমস্ত বৃটিশ যারা আমাদের দেশপ্রেমিকদের লাঞ্ছিত করেছে দেশপ্রেমকে অবহেলা করেছে তাদের নাম এখনও কলকাতার রাজপথ বহন করে?

মিঃ স্পীকার, স্যার, যেমন ক'রে আমরা জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী, দেশপ্রেমিক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মূর্তি প্রতিষ্ঠা ক'রে তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করব, ঠিক তেমনি ক'রে যাঁরা আমাদের দেশে দেশপ্রেমিকদের লাঞ্ছিত করেছেন সেইসমস্ত বিদেশীদের মূর্তি যা আজকে কলকাতার বুকে আছে—সেগুলি অপসারিত করার জন্য রাজ্যসরকারের পক্ষ থেকে কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করবার জন্য অনুরোধ করব। মিঃ স্পীকার, স্যার, আমার শেষ কথা বলবার আগে আমি একথা বলব যে, গত ১১ বছর ধরে যেভাবে এবং যে নীতিতে এই সরকার রাজত্ব চালিয়েছেন তার দ্বারা আমাদের দেশের মহান মনীষীদের সম্মান রক্ষা করবার জন্য তাঁরা কতখানি অগ্রসর হবেন তা জানি না। তবে এইসমস্ত দেশপ্রেমিকদের উপযুক্ত সম্মান এবং মর্যাদা দেওয়ার জন্য, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে মর্যাদা দেওয়ার জন্য এই প্রস্তাবকে দল এবং মতের ঊর্ধ্বে উঠে গ্রহণ করার জন্য আমি সকলের কাছে আবেদন জানাচ্ছি। আমি একথা বলব যে, নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে সেই সামরিক পরিচ্ছদ পরিহিত আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক এবং প্রধান নেতা হিসাবে যদি আমরা না দেখি, যদি তাঁকে শুধুমাত্র ধুতি-চাদর পরিহিত বাংলাদেশের সাধারণ নাগরিক হিসাবে দেখি, তা হ'লে আমরা তাঁর [illegible] কর্মসাধনের প্রতি যথেষ্ট সম্মান দিতে পারব না—এই আমার বক্তব্য এবং আমি আশা করি আমাদের এই প্রস্তাব এই হাউসে গৃহীত হবে।

Sj. Narendra Nath Sen:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মাননীয় সদস্য ডাঃ পবিত্রমোহন রায় যে প্রস্তাব এখানে উপস্থিত করেছেন তার উপর আমি এই সংশোধনী প্রস্তাব উপস্থিত করতে চাই—

that after the word "That" and for the words beginning with "this Assembly" and ending with "for the purpose" the following be substituted, namely:—

> "this Assembly is of opinion that the State Government should instal in a prominent place in the city of Calcutta a statue of Netaji Subhas Chandra Bose, an outstanding leader of the Indian National Congress and the Head of the Azad Hind Provisional Government."

স্যার, আবালবৃদ্ধবনিতা বাঙ্গালীর কাছে নেতাজীর নাম এক বিশেষ স্থান গ্রহণ করেছে—এই স্থানটা যে কত উচ্চ এবং কত উদ্দীপনাদায়ক তার পরিচয় আমরা পাই প্রতি বৎসর তাঁর জন্মদিবসে ২৩এ জানুয়ারি তারিখে। নেতাজীর নাম সমগ্র বিশ্বে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু হিসাবে বিশেষভাবে পরিচিত তাতে কোন সন্দেহ নেই কিন্তু ভারতবর্ষের কাছে নেতাজীর আরও একটা পরিচয় রয়েছে সেটা হচ্ছে কংগ্রেসের অবিসম্বাদী নেতা সুভাষচন্দ্র বসু হিসাবে। আই সি এস পদ ত্যাগ করে কংগ্রেসের কর্মী হিসাবে ১৯২০ সালে কংগ্রেসের সেবায় তিনি যে

াত্মনিয়োগ করেছিলেন, তাঁর সেই কর্মজীবনের পূর্ণতা লাভ করেছিল নেতাজী সুভাষচন্দ্র হিসাবে, আজাদ হিন্দ ফৌজের পরিচালক হিসাবে। স্যার, আমরা সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেসকর্মী হিসাবে দেখেছি ও জেনেছি যখন তিনি কংগ্রেসের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন, আমরা দেখেছি সুভাষচন্দ্রকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের প্রধান সহকর্মী হিসাবে, আমরা দেখেছি সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেসের সৈনিক হিসাবে যখন তিনি কংগ্রেসের বিষয় নির্বাচনী সভায় পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব আনয়ন ক'রে তৎকালীন নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে পশ্চাৎপদ হন নি, আমরা দেখেছি সুভাষচন্দ্রকে জি ও সি হিসাবে কলকাতা কংগ্রেসের সৈন্যের পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে, আমরা দেখেছি সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেসের সভাপতিরূপে একাধিকবার তিনি কংগ্রেসের সভাপতিরূপে নির্বাচিত হয়েছেন এবং তাঁর উত্তরজীবনে নেতাজী সুভাষচন্দ্ররূপে আজাদ হিন্দ ফৌজ পরিচালনা ক'রে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্ণতা আনয়ন করতে।

কাজেই আজ সুভাষচন্দ্রের একদিক দেখলেই চলবে না। তাঁকে কংগ্রেসের নেতা হিসেবেও আমাদের চিন্তা করতে হবে। তাঁর মূর্তি কি রকম হবে সে বিষয়ে দ্বিমত হবার কারণ নেই। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পূজারী হিসাবে অশ্বপৃষ্ঠে আরূঢ় নেতাজী সুভাষচন্দ্র হিসেবে যদি তাঁর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়—যেভাবে তিনি বিশেষভাবে আমাদের পরিচিত সেই মূর্তিতে হ'লে আমি আশা করি কাহারও আপত্তি হবে না। কিন্তু এই প্রস্তাব যদিমাত্র একদিক দিয়ে আমরা আলোচনা করি এবং কংগ্রেসের নেতা হিসেবে যদি তাঁর কীর্তির বিষয়ে আমরা আলোচনা না করি তা হ'লে আমার বিশ্বাস তাঁর পরিচয় অসম্পূর্ণ থাকবে এবং সেইজন্য আমি এই সংশোধনী প্রস্তাব আনয়ন করেছি। আশা করি প্রস্তাবক আমার এই সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণ করবেন।

[3-30—3-40 p.m.]

Sj. Bankim Mukherji:

সভামুখ্য মহাশয়, আমি অত্যন্ত আনন্দলাভ করতাম যদি একটা প্রস্তাব এই সভাতে সর্ববাদীসম্মতভাবে গৃহীত হ'ত। এই রকম একটা প্রস্তাবে বিভিন্ন সংশোধন আসবার—আমি মনে করি আমরা সকলে মিলে কিছুটা চেষ্টা করলে পরই কোন একটি প্রস্তাব এখানে আনা যেতে পারত এবং আমি মনে করি সেটাই সুবিবেচনার কাজ হ'ত। এখানে কোন দ্বিমত নেই সর্ববাদীসম্মত যে, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর যোগ্য স্মৃতিরক্ষার্থ কোন স্থানে তাঁর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা উচিত এ বিষয়ে বিধানসভার সকলেই একমত। কিন্তু মতভেদ কিছু কিছু দেখা যাচ্ছে স্থান নির্বাচনে এবং কি মূর্তিতে তাকে প্রতিষ্ঠিত করা হবে। এ বিষয়ে প্রথমেই আমি মনে রাখা প্রয়োজন মনে করি যে, মহাত্মা গান্ধীজীর যে প্রতিমূর্তি সেটিকে দূরীভূত ক'রে সেই জায়গায় নেতাজীর মূর্তি বসানোর জন্য কিছু চেষ্টা এবং কিছু আন্দোলন হয়েছিল—সেটা বাস্তবিকই সমস্ত বাংলার পক্ষে একটা লজ্জাজনক ঘটনা। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, মহাত্মা গান্ধীর প্রতি যে শ্রদ্ধা তা ভারতবাসীর আছে। বাংলাদেশও তা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। এবং সেদিক থেকে কলকাতার কোন একটা বিশিষ্ট স্থানে বিশেষ ক'রে বাংলাদেশের একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী যে মূর্তি গঠন করেছেন তাকে যথাযোগ্য স্থানে রাখা সম্বন্ধে কোনদিক থেকে কোন আপত্তি হওয়া উচিত নয়। এবং এইটুকুই আনন্দের বিষয় যে, অত্যন্ত ছোট একটা আন্দোলন ক্ষুদ্র একটা পার্টির দ্বারাই হয়েছিল, আর কেউই তাকে সমর্থন করেন নি। তা হ'লে এই জিনিসটা হয়ত বাংলার বাহিরে বিশেষভাবে প্রচার লাভ করতে পারে যেন বাংলাদেশে এর প্রতি কোন বিরূপতা ছিল। সেইটুকুর যে অবসান হয়েছে এটাতে সত্যিই আমি আনন্দিত। এবং বাংলাদেশের গভর্নমেন্ট যে বলেছেন যে, তাঁরা নেতাজীর একটা মূর্তি যোগ্য স্থানে প্রতিষ্ঠা করবেন—এটাতেও আমরা আনন্দিত। স্থান নির্বাচন সম্পর্কে একুণি এই বিধানসভা থেকে স্থান নির্বাচন করার কোন [illegible] আছে বলে আমি মনে করি না। একটি প্রস্তাবেও বলা হয়েছে যে, কোন একটি বিশিষ্ট নাগরিক কমিটি এই স্থান নির্বাচন করতে পারবেন। আমার নিজেরই মনে কয়েকটি স্থান আছে। একদিক থেকে আমার মনে হয় যে মনুমেন্টের পাশে যে ময়দান সেই ময়দানও একদিন বোধ হয় একত্রিশ সালে যখন স্বাধীনতা দিবসে সুভাষচন্দ্র যেবার মেয়র অফ ক্যালকাটা ছিলেন—যেদিন সেখানে স্বাধীনতার পতাকা

উত্তোলন করেছিলেন সেদিন তিনি সাম্রাজ্যবাদী পুলিসের দ্বারা আক্রমিত এবং আহত হয়েছিলেন। এবং সেই স্থানে বহুদিনকার বহু সভায় বহু আকাঙ্ক্ষা ভারতবর্ষের তথা বাংলাদেশের কলকাতার মানুষের আকাঙ্ক্ষা সেখানে প্রতিফলিত হয়েছিল। এক সময় আমার মনে হয় সমস্ত মনুমেন্টের নাম যেটা অক্টারলোনি মনুমেন্ট রয়েছে সেই নামটাই যদি পরিবর্তন ক'রে নেতাজী মনুমেন্ট রাখা হয় তাতেই বা আপত্তি কি? এবং যদি সেই মনুমেন্টেরই পাশে তাঁর একটি প্রতিমূর্তি স্থাপন করা হয় তা হ'লে সবচেয়ে ভাল হয়। মনুমেন্টের নাম পরিবর্তন করবার প্রয়োজন আছে। জেনারাল অক্টারলোনি যিনি নেপাল জয় করবার জন্য একটা গৌরব মনে করেছিলেন, সেই সময়কার সাম্রাজ্যবাদীরা আজকে আমাদের মিত্র ও স্বাধীন দেশ নেপাল তার বিজেতার জন্য একটা স্মৃতিস্তম্ভ রাখা আমাদের পক্ষে খুব একটা শ্লাঘার বিষয় নহে। দ্বিতীয় স্থান আমার মনে হয় তথাকথিত অন্ধকূপ হত্যার যেখানে স্মৃতিস্তম্ভ ছিল ডালহৌসি স্কোয়ারে রাইটার্স বিল্ডিংএর সামনে, আজ সেখানে ট্রাম লাইন সরে যাবার দরুন সেই স্থান পরিষ্কার হয়েছে। সেখানে যদি ট্রাফিক আইল্যান্ড হয় তা হ'লে পর সেই স্থানও আমার মনে হয় যে, নেতাজী ভারতবর্ষ ত্যাগ করবার পূর্বে তার সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে যে সংঘর্ষ সেটা ছিল যে, অন্ধকূপ হত্যার স্মৃতি সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়া তার জন্য তাঁর শেষবারের মত জেল হয় এবং তারই পর তিনি অনশনব্রত গ্রহণ করেন এবং তারপর আবার যখন বিশ্বাসঘাতকতার সঙ্গে জেলে ফিরিয়ে নেবার জন্য চেষ্টা হয়, সেই সময়কার গভর্নমেন্ট প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তাঁকে একেবারে মুক্ত দেওয়া—সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ক'রে তাঁকে যখন আবার জেলে নিয়ে যাবার চেষ্টা হয় সেই সময় তিনি বুঝেছিলেন যে, এখানে আর তার ক্ষেত্র নাই কাজ করবার, তখন তিনি এই দেশ থেকে বাইরে যাবার জন্য চেষ্টা করেছিলেন এবং সফলও হয়েছিলেন। কাজেই এও একটা স্থান আছে। এমনকি যদি তাঁকে কেউ মনে করেন যে, ভারতবর্ষে সশস্ত্র সংগ্রামের নেতা হিসেবে তা হ'লে কেল্লার সামনে তাঁর একটা মূর্তি রাখা যেতে পারে। এইরকম বহু স্থানই আছে। সারা কলকাতায় বহু স্থানেই নেতাজীর স্মৃতি বিজড়িত। তার মধ্যে কোন একটা বিশেষ স্থান এখন নির্বাচন করবার প্রয়োজন নেই। ভাল কমিটি যদি নির্বাচিত করা যায় তা হ'লে তাঁরাই সে স্থান নির্বাচন করতে পারবেন।

দ্বিতীয়ত, মূর্তি সম্বন্ধে—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, নেতাজীর যে মূর্তি সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল অর্থাৎ আই এন এ-র মূর্তি—আমরা অন্ততঃ তাঁর সহকর্মীরা সেই মূর্তির সঙ্গে তত পরিচিত নই। আমার কোন আপত্তি নেই যে, আই এন এ-র নেতা হিসেবে তাঁর যে মূর্তি সে মূর্তি যদি কলকাতার কোন স্থানে ও ভারতবর্ষের নানা স্থানে স্থাপিত করা হয় তা হ'লে কোন ক্ষতি নেই। কেননা সেটা ছিল তাঁর শেষ চেষ্টা, শেষ প্রয়াস যাতে ক'রে নিশ্চয়ই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের খানিকটা আঘাত করেছিল। কিন্তু সেটাই যদি সব হয় তা হ'লে পর নেতাজী সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে সম্যক উপলব্ধি হয় না। যে মূর্তিতে তিনি বাল্যকালে সন্ন্যাসীব্রত গ্রহণ করেছিলেন, যে মূর্তিতে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের মন্ত্র গ্রহণ ক'রে আর্তের সেবা করেছিলেন, যে মূর্তিতে তিনি দামোদর প্লাবনের সময় কাজ করেছিলেন, যে মূর্তিতে তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন এবং তাঁর ভারতবর্ষ ত্যাগ করবার প্রাক্কালে যে মূর্তির সঙ্গে আমরা পরিচিত সেই মূর্তি বোধ হয় বাংলা কেন সমগ্র ভারতবর্ষের লোকের পরিচিত। সেই মূর্তিটাও আমরা একেবারে বিস্মরণ করতে পারি না। আমার মনে হয় সেই মূর্তিতে এবং কংগ্রেসের নেতা হিসেবেও যে মূর্তি তারও প্রচুর মূল্য এদেশবাসীর কাছে আছে। অতএব আমার মনে হয় দুই মূর্তি আমরা স্থাপন করতে পারি সময় এবং সুযোগ অনুসারে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, নেতাজীর এই মূর্তি—তাঁর দুই রূপের পরিচায়ক এবং সমগ্র দেশে শুধু বাংলায় নয়, সমস্ত ভারতবর্ষে এমনকি আন্তর্জাতিক দৃষ্টিও তা আকর্ষণ করেছে। কাজেই আমার মনে হয় এই বিষয়ে আমাদের ভিতরে মতপার্থক্য না ক'রে আমরা যেন স্থির সিদ্ধান্ত করি একটা কমিটির উপর বিবেচনার ভার দিই যে, তাঁরা মূর্তির রূপ কিরকম হবে তাও বিবেচনা করবেন এবং সম্ভব হ'লে দুই মূর্তিতেই যাতে তাঁর প্রতিকৃতি স্থাপন হয় তার চেষ্টা করবেন এবং স্থান নির্বাচন করবেন। এবং আমার মনে হয় এই সভার ভিতরে এ বিষয়ে কোন মতপার্থক্য না রেখে আমরা যেন একটু স্বীকৃত সিদ্ধান্তে আসতে পারি।

[3-40—3-50 p.m.]

Sj. Jatindra Chandra Chakravarty:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, ডাঃ পবিত্রমোহন রায় যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন এবং শ্রীরণেন সেন মহাশয় তার সঙ্গে যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন এই দুটোকে সমর্থন ক'রে আমি আমার বক্তব্য পেশ করছি। এরকম একটা প্রস্তাব অনেক আগেই আসা উচিত ছিল এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতা হিসাবে যে মূর্তি, সেই মূর্তির প্রতিষ্ঠা সরকার-পক্ষ থেকে অনেক আগে হ'লে খুব শোভন হ'ত। এ সম্পর্কে পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে গান্ধীজীর যে মূর্তি সেই মূর্তির স্থাপনা নিয়ে যে কিছুটা বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে বাংলাদেশে বাঙালীদের মনে এবং কলকাতার নাগরিকদের মনে সেটা উল্লেখ করা প্রয়োজন। আমাদের গত বাজেট সেসনে বাজেটে কিছু টাকা মহাত্মা গান্ধীর প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে মঞ্জুর করা হয়েছিল এবং মাননীয় মন্ত্রী খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় বলেছিলেন যে, ইডেন গার্ডেনসএ মহাত্মাজীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। বিধানসভায় আমরা অর্থ মঞ্জুর করলাম মহাত্মাজীর মূর্তি ইডেন গার্ডেনসএ প্রতিষ্ঠিত হবে এই জেনে। তারপর বিধানসভাকে কিছু জানানো হ'ল না, সরকারপক্ষ থেকে হঠাৎ পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে যেখানে জনসাধারণ চেয়েছিল যে, নেতাজীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হোক, জনসাধারণের সেই মনোভাবের প্রতি চরম উপেক্ষা প্রদর্শন ক'রে সরকারপক্ষ থেকে সেখানে গান্ধীজীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হ'ল। ও'রা ডেমোক্রেসির কথা বলেন, নন-ভায়োলেন্সের কথা বলেন, কিন্তু আমরা মনে করি যে, ও'রা যেটা করেছেন

it is a violence on the wishes of Bengalee people.

নন-ভায়োলেন্সের নামে ডেমোক্রেসির নামে ও'রা জনমতকে উপেক্ষা ক'রে সেখানে ও'রা মহাত্মাজীর মূর্তি প্রতিষ্ঠার জিদ ধরলেন। সাধারণ মানুষ সেখানে কার মূর্তি চায় সেটা ও'রা সহজে নির্ধারণ করতে পারতেন যদি একটা ব্যালট ক'রে কয়েক ঘণ্টার জন্যে সেখানে ভোট নেওয়া হ'ত। মহাত্মার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হোক, তার জন্য জায়গা নির্দিষ্টও হয়েছিল। আমরা মহাত্মাজীর প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা পোষণ করি—ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর দান কম নয় এবং তাঁর সেই দান সকলে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেন। কিন্তু সে জায়গায় বাঙলা-দেশের সাধারণ মানুষ চেয়েছিল অর্থাৎ আউটরামের মূর্তি সেখান থেকে সরিয়ে নেওয়া হ'লে সেখানে বাঙালী চেয়েছিল নেতাজীর মূর্তি—তাঁর বীরত্বের মূর্তি সেখানে প্রতিষ্ঠিত হোক। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তিনি সশস্ত্র সংগ্রাম করেছিলেন যে মূর্তিতে সেই মূর্তি যাতে বাংলাদেশের যুবকদের মনে সেইরকম ভাবের উদ্রেক করে এজন্যে সেই মূর্তির প্রতিষ্ঠা সকলে চেয়েছিলেন ওই জায়গায়। কিছু কিছু দল সেখানে সত্যাগ্রহী পাঠিয়েছিলেন—সেটা ভাল কি মন্দ সেটা তর্কের বিষয়—আমরা সেটা সমর্থন করি বা না করি সেটা আলাদা কথা। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে যে জঘন্য ব্যবহার করা হয়েছে তার উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে। যেহেতু তারা ছোট দল এবং যেহেতু তারা ব্যাপক প্রচার চালাতে পারে নি, তাদের ধরে নিয়ে গিয়ে লালবাজারে ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের লোক তাদের উপর জঘন্যভাবে, অমানুষিকভাবে জুলুম চালিয়েছে, নির্যাতন করেছে। আমি মনে করি যা করা হয়েছে তা অত্যন্ত অন্যায় করা হয়েছে। তাদের শাস্তি দেবার বিধান তো আছে। কিন্তু লালবাজারে নিয়ে গিয়ে সেই পুরানো বৃটিশ যুগের মত তাদের উপর পুলিসী জুলুম চালান হয়েছে, অমানুষিক নির্যাতন করা হয়েছে এটা অত্যন্ত নিন্দনীয়। অথচ অতি সহজেই মহাত্মাজীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা হ'তে পারত। মন্ত্রিমহাশয় যদি দয়া ক'রে আগে একটা বিবৃতি দিতেন—হ্যাঁ, নেতাজীর যে মূর্তি বাংলাদেশের লোক প্রতিষ্ঠিত দেখতে চায়, একটি ভাল জায়গায় আমরা সেই মূর্তির প্রতিষ্ঠা করব—তা হ'লে এরকম বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠত না। কিন্তু সহজ পথে ও'রা চলেন না—যেমন কেউ কেউ আছেন জলটা না ঘুলিয়ে খেতে পারেন না, এ'রাও তেমনি। এখন তাঁরা বলছেন—হ্যাঁ, নেতাজীর মূর্তি আমরা কলকাতার কোন ভাল জায়গায় প্রকাশ্য স্থানে স্থাপন করব। এরকম একটা বিবৃতি যদি মন্ত্রিমহাশয় আগে দিতেন তা হ'লে এত জল ঘোলা হ'ত না, জনমত এত বিক্ষুব্ধ হ'ত না। কিছুদিন আগেও দেখেছি বিপিনচন্দ্র পাল [illegible]। অনুষ্ঠানের জন্যে যখন মহাজাতি সদন ব্যবহার করবার জন্যে অনুমতি চাওয়া হয়েছিল তখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন না, প্রফুল্লবাবু বললেন—না, দেওয়া হবে না। তারপর যখন শতবার্ষিকী কমিটি থেকে সংবাদপত্রে বিবৃতি দেওয়া হ'ল, জনসাধারণ যখন ছি ছি করতে লাগল, তখন দেখা গেল কেন্দ্রীয় সরকার

পর্যন্ত বিপিনচন্দ্র পাল জন্মশতবার্ষিকী পালন করছেন তখন প্রফুল্লবাবু সংবাদপত্রে বিবৃতি দিলেন—না, না, আমরা তা তো বলি নি। যখন সাধারণ মানুষ অন্য স্থান ঠিক ক'রে শত-বার্ষিকী উদ্‌যাপনের সমস্ত ব্যবস্থা সমাপ্ত ক'রে ফেলেছেন তখন তিনি সংবাদপত্রে বিবৃতি দিলেন যে, অনুমতি ঠিক সময় যদি চাওয়া হ'ত তা হ'লে নিশ্চয়ই আমরা অনুমতি দিতাম। তাই বলছি, সোজা পথে ও'রা চলতে জানেন না। আমার এখানে বক্তব্য, এই যে প্রস্তাব এখানে আনা হয়েছে সেটা এখানে গৃহীত হোক এবং সরকার পক্ষ থেকে ভাল জায়গায় প্রকাশ্য স্থানে যেখানে হাজার হাজার লোক যাতায়াত করে সেখানে নেতাজীর বীরত্বব্যঞ্জক মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হোক। এই যে প্রস্তাব এবং তার সঙ্গে যে সংশোধনী প্রস্তাব আনা হয়েছে যে, কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে তাঁর মূর্তি স্থাপিত হোক তা আমি সমর্থন করছি। যখন নেতাজী কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন তখন কংগ্রেসের অন্য ভূমিকা ছিল—বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে তখন তার অন্যরকম ভূমিকা ছিল। এখনকার যে কংগ্রেস সে কংগ্রেসের সভাপতি তিনি ছিলেন না—যে কংগ্রেস জনসাধারণের স্বার্থ-বিরোধী কাজ ক'রে চলেছে, যে কংগ্রেসের সঙ্গে জনসাধারণের কোন যোগাযোগ নেই।

সংগ্রামী সে কংগ্রেস তার সভাপতি এবং আজাদ হিন্দের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে তাঁর সেই সৈনিকের পরিচ্ছদে মূর্তি স্থাপন করার যে প্রস্তাব এবং এর উপর যে সংশোধনী প্রস্তাব করা হয়েছে, এই দুইটিকে সমর্থন ক'রে আমি এই প্রস্তাবকে সমথন করছি।

[3-50—4 p.m.]

Sj. Bijoy Singh Nahar:

স্পীকার মহাশয়, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতিমূর্তি স্থাপিত হবে এতে কোনরকম কন্ট্রোভার্সি হওয়া উচিত নয়। এখানে এই নিয়ে নানারকম কথা হয়েছে। এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে, নেতাজীকে শ্রদ্ধা আমরা করি এবং নেতাজীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রত্যেকেরই আছে। কিন্তু নেতাজীর মূর্তি কি হবে, কোথায় হবে, কি পরিচ্ছদ হবে, কোন্ পোষাকে হবে, এর তরজা করা, বা এ নিয়ে লড়াই করা কোনমতেই উচিত নয়। নেতাজীকে আমরা সকলেই শ্রদ্ধা করি এ সম্বন্ধে কোন দ্বিমত নেই। সরকারের তরফ থেকে বলা হয়েছে যে, প্রতিমূর্তি স্থাপিত হবে। তারপর এই প্রস্তাব নিয়ে আসা হয়েছে যেন সরকার এটা করতে চান না এবং যতীন চক্রবর্তী মহাশয় যা ব'লে গেলেন তা এখানেই মোটেই প্রাসঙ্গিক হ'ল না। এই মূর্তি এখানে স্থাপিত হোক এটা প্রত্যেকেই আমরা সমর্থন করি। সরকার কোথায় এটা করবেন তা বিবেচনা করা দরকার। আমি মনে করি এমনভাবে করা হোক—আজকে আমরা বহু মূর্তি দেখতে পাচ্ছি যে, খোলা মাঠের মধ্যে এমন অবস্থায় রয়েছে এবং যখন এর বাৎসরিক উৎসব হয় তখনই এটা ঝেড়ে-মুছে পরিষ্কার করা হয়, তা ছাড়া সারা বৎসর এর উপর কাকে হাগে, এবং এমন অবস্থায় থাকে যে, তার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা যায় না। এই কলিকাতায় স্যার আশুতোষ, স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির মূর্তি দেখতে পাচ্ছি যে, সারা বৎসর তা পরিষ্কার করা হয় না। এমনকি বৎসরে একবার তাঁকে মালা দেওয়া যখন হয় তার পরেও সেই মালা ৮-১০ দিন থাকে এবং সে মালা শুকিয়ে যায়। এটা যাতে পরিষ্কার থাকে এবং এমন অবস্থায় থাকে যেন তার কাছে গেলেই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত ক'রে আমরা শ্রদ্ধা জানাতে পারি। আমরা শুধু ইংরাজদের প্রতিমূর্তি যা পথ, ঘাট ও রাস্তায় রয়েছে, তারই নকল করার ব্যবস্থা ক'রে চলেছি। আমি মনে করি এই রকম ব্যবস্থা হওয়া উচিত নয়। এই মূর্তি এমনভাবে রাখা উচিত যাতে এর মাথার উপর একটা সেড দেওয়া যায় এবং পরিষ্কার করার ব্যবস্থা ক'রে যদি আমরা এই প্রতিমূর্তি তৈরি করি তা হ'লে আমরা সত্যই শ্রদ্ধা জানাতে পারব।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

মাননীয় সভাপতি মহাশয়, এই যে প্রস্তাব আমাদের সামনে এসেছে, এতে আমি মনে করি যে, বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে আমরা সকলেই একমত। এই বিষয়ে দ্বিমত হওয়া উচিত নয়। আমরা অনেকেই সুভাষচন্দ্রের সহকর্মী ছিলাম। যদিও কখন কখন তাঁর সঙ্গে আমাদের মতভেদ হয়েছে কিন্তু একথা আমরা কেউই কখনও অস্বীকার করতে পারি না যে, শেষ দিন

পর্যন্ত শেষ ক্ষণ পর্যন্ত সুভাষবাবু দেশের কথা ভেবেছিলেন এবং দেশের জন্য পণ করেছিলেন। এটা যে-কোন পক্ষের লোকই অস্বীকার করতে পারবেন না। এইরকম লোককে শ্রদ্ধা করা এবং তাঁর স্মৃতি রক্ষা করার জন্য মূর্তি করা সহজ কথা।

আমি সুভাষবাবুকে প্রথম দেখি—তিনি কংগ্রেসের নেতা হিসাবে আমাদের মধ্যে এসেছিলেন এবং তাঁর বোধ হয় রাষ্ট্রজীবনের আরম্ভ কংগ্রেসের ভিতর দিয়েই হয় এবং তাঁর জীবনে সকল সময় দেশোদ্ধার করবার জন্য যে প্রস্তুতি করেছিলেন সে হিসাবে তিনি যে আজাদ হিন্দ ফৌজ তৈরি করেছিলেন তা প্রশংসনীয়—এটা কার্যকরী হোক আর নাই হোক একথা সকলকেই মানতে হবে যে, আজাদ হিন্দ ফৌজের ভিতর দিয়ে এদেশের অনেক জাতির ভিতর তিনি একটা সমতা এনেছিলেন। তাঁর ফৌজের ভিতর ছিল খ্রীস্টান, মুসলমান, শিখ ও বিভিন্ন জাতির লোক। এদের অনেকের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে, তাতে বুঝেছি, তাঁর ভিতর এমন জিনিস ছিল, এমন শক্তি ছিল যাতে ক'রে বিভিন্ন প্রকৃতির লোক একসঙ্গে করতে পেরেছিলেন এবং এক-যুদ্ধে নামাতে পেরেছিলেন। অতএব তাঁর চেহারা আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রেসিডেন্ট হিসাবে ছাড়া আর কিছু হ'তে পারে না। বাস্তবিক পৃথিবীর কথা ভাবতে গেলে নেতাজী কংগ্রেসের নেতা ছিলেন হয়ত এটা স্বীকার করেন কিন্তু তিনি পৃথিবীতে আজাদ হিন্দের নেতা হিসাবেই বিশেষ পরিজ্ঞাত। অতএব নরেনবাবু যে প্রস্তাব এনেছেন তাতে তাঁর জীবনের দুইটি ভাবই প্রকাশ করা হয়েছে—যেভাবে রাষ্ট্রজীবনে প্রবেশ করেছিলেন আর যেভাবে রাষ্ট্রজীবন যাপন করেছিলেন—এ দুটিরই তার মধ্যে প্রকাশ আছে। এখন একটা প্রশ্ন এসেছে আমরা কি এতদিন ঘুমুচ্ছিলাম? আমি সকলের অবগতির জন্য বলছি যে, বোধ করি ৪-৫ বৎসর পূর্বে মহাজাতি সদনের সামনে একটা ছোট্ট কর্পোরেশনের জমি আছে, সেটা কর্পোরেশন একসময় একটা লোককে লীজ দিয়েছিল, সেখানে একটা চক্ষু চিকিৎসালয় হাসপাতাল হবার কথা। সেই সময় ফরোয়ার্ড ব্লকের অনেকে আমার কাছে আসে এবং ধরে যাতে ক'রে এ জিনিসটা নাকচ হয়ে যায়। বোধ করি হেমন্তবাবুর স্মরণ আছে, আমি বিশেষ চেষ্টা করি এবং যে লোকটিকে জমি লীজ দেওয়া হয়েছিল নিজে গিয়ে তার সঙ্গে কথাবার্তা করে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলি যাতে সেখানে হাসপাতাল না করেন। তাঁর বোধ হয় ১০-১২ হাজার টাকা লীজটিজ ইত্যাদিতে খরচ হয় সেইগুলি বাদে জমিটা রাখা হয় যাতে সেখানে একটি মূর্তি তৈরি হ'তে পারে, কিন্তু সেটা আর বেশি এগোয় না। আজকে আপনারা বোধহয় সকলেই জানেন যে, ১৯৪৮-৪৯ সালে ইডেন গার্ডেনে একটা প্রদর্শনী হয়েছিল, সেখানে মহাত্মা গান্ধীর একটা মূর্তি ছিল, সেই মূর্তিটি কিছুদিন পরে খারাপ হয়ে যায়। তখন প্রশ্ন হ'ল সেই মূর্তিটিকেই আবার কতকটা রিপেয়ার করা দরকার, না, নতুন ক'রে মূর্তি গড়া প্রয়োজন? আমার মনে হ'ল নতুন মূর্তি করতে হ'লে এমন জায়গায় স্থাপিত হওয়া উচিত যাতে সকলেই বুঝতে পারে। সেই সময় গান্ধীজীর মূর্তি উদ্বোধনের সময় বলেছিলাম—যারা গান্ধীজীর সঙ্গে কাজ করত তাঁকে তাঁরা জেনেছেন, বুঝেছেন তাঁর কাছে উপদেশ পেয়েছেন, আদেশ পেয়েছেন। কিন্তু ভবিষ্যতে যারা আসবে—গান্ধীজীর নাম কেবল কাগজে দেখবে ও পড়বে—তাদের পক্ষে একটি মূর্তির প্রয়োজন বোধ হয়। তাতে তারা কি দেখবে—একলা চল, একলা চল রে—যেটা কবি বলেছিলেন, তিনি কিভাবে নিজের জীবনে চলেছিলেন—এ মূর্তি তাদের উদ্বুদ্ধ করবে, লোকের মনকে উদ্বুদ্ধ করবে।

[4—4-10 p.m.]

সুভাষ বসুর বিভিন্ন সময়কার কীর্তির মধ্যে 'আজাদ হিন্দ'এর কীর্তিই বড় কীর্তি। সুতরাং তাঁর যে প্রতিমূর্তি হবে সে খুব সম্ভব তাঁর যোদ্ধৃবেশের প্রতিমূর্তি করাই ঠিক হবে। আমার নিজের মনোভাব যদি বলতে হয় তো আমি বলব যে, আমি সুভাষবাবুর ১৯২০-২১ সালে যে চেহারা দেখেছিলাম, সেইটাই আমার কাছে ভাল লাগে। তবে সেটা আমার ব্যক্তিগত কথা কিন্তু দেশের লোক যেরকম চাইবে সেই রকম হবে। আর সমস্ত অফিসে তাঁর প্রতিমূর্তি রাখা—আমি বলতে পারি—আমার ঘরে আছে, কিন্তু এটা সর্বত্র সম্ভব কিনা সেটা আমি আমাদের গভর্নমেন্ট থেকে বিবেচনা ক'রে দেখব। হয়ত একসঙ্গে সব না হ'তে পারে, আস্তে আস্তে হবে। আর ২১এ অক্টোবর—'পাবলিক হলিডে' করবার কোন কারণ দেখি না। অতএব আমি নরেনবাবুর সংশোধন প্রস্তাব গ্রহণ করছি। আমি আগেই বলেছি যে, তাঁর একটা প্রতিমূর্তি স্থাপন করবার কথা বাংলা গভর্নমেন্ট স্থির করেছেন।

কেউ কেউ বলেন যে, আজকালকার গভর্নমেন্ট নাকি বাঁকা কথা বলতে চান, সোজা কথা বলতে পারেন না। অনেকে আছেন তাঁরা নিজেরাই বাঁকা কথা বলেন, তাঁরা নিজে যেটা সত্য ঠিক তা না ব'লে গটিকতক অবান্তর কথা এনে বলেন যে, এইটা বললেই বুঝি কথাটা খুব ঠিক বলা হ'ল এবং লোকে সেইটা বিশ্বাস করবে।

আসল কথা এই যে, আজকের দিনের যে প্রস্তাব সে সম্বন্ধে কোন অপ্রাসঙ্গিক কথা ওঠে কেন তা বুঝি না। কথা বলবার সময় একটু বাঁকা ক'রে কথা বললেও তাতে কিছু আসে যায় না। একটা জিনিস যে কি দিয়ে একটা মূর্তি করা যায়। আমার মনে হয়, ব্রঞ্জের মূর্তিই করা উচিত; সেটা আমার নিজের ধারণা, কিন্তু সেটা সকলের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে সেই মূর্তিটা কিভাবে কোথায় হবে তা ঠিক করতে হবে।

Sj. Haridas Mitra:

মুভার নাই, তাঁর পক্ষ থেকে আমি বলতে চাই।

Mr. Speaker: Mr. Mitra, under the rules the right of reply can only be exercised by the sponsor of the motion. However, I do not mind your saying something.

Sj. Haridas Mitra:

মিঃ স্পীকার, স্যার, উয়িথ ইওর পারমিশন আমি একটা কথা রাখতে চাই—গত বছর ডিসেম্বর মাসের ১১ তারিখে অ্যাসেম্বলি ফ্লোরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, নেতাজী সুভাষচন্দ্র এবং দেশবন্ধুর কোন ছবি অ্যাসেম্বলির মধ্যে নাই কেন? তার উত্তরে ডাঃ রায় বলেছিলেন যে, তাঁরা এ সম্বন্ধে শীঘ্রই ব্যবস্থা করবেন। তার পরের দিনই আমরা ডাঃ রায়কে একখানা চিঠি দিয়েছিলাম। অনেক এম এল এ তাতে সই দিয়েছিলেন—

Mr. Speaker: That is done by the Speaker. Atul Babu has already been commissioned; money has been paid; the picture is already being painted. There is nothing more. Neither you nor I can assist him in finishing it.

The amendment of Sj. Narendra Nath Sen that after the word "That" and for the words beginning with "this Assembly" and ending with "for the purpose", the following be substituted, namely:—"this Assembly is of opinion that the State Government should instal in a prominent place in the city of Calcutta a statue of Netaji Subhas Chandra Bose, an outstanding leader of the Indian National Congress and the Head of the Azad Hind Provisional Government." was then put and agreed to.

The resolution, as amended, that this Assembly is of opinion that the State Government should instal in a prominent place in the city of Calcutta a statue of Netaji Subhas Chandra Bose, an outstanding leader of the Indian National Congress and the Head of the Azad Hind Provisional Government, was then put and agreed to.

Sj. Hemanta Kumar Basu:

শ্রীযুত চিত্ত বাসু একটা অ্যামেন্ডমেন্ট মুভ করেছেন।

Mr. Speaker: Once an amendment is accepted, and the resolution, as amended, passed, others do not arise. This is the rule.

Sj. Hemanta Kumar Basu:

আমার মতে

both the amendments can be accepted; there is no conflict.

ডাঃ রায় স্টেটমেন্ট করেছেন যে গভর্নমেন্ট অফিসএ ছবি লাগাতে হবে এবং ২১এ অক্টোবর সাধারণ ছুটি—

Mr. Speaker: What is the good of saying all this? With due respect to you I must say that it will not bear fruit.

Sj. Hemanta Kumar Basu:

তাহলে এ্যামেন্ডমেন্ট উইথড্র করা হোক উইথ দি পার্মিশন অফ দি হাউস।

Mr. Speaker: If you had suuggested withdrawal before I put it to vote it could have been done. Once it has been voted upon the matter is dead.

Sj. Jyoti Basu: Mr. Speaker, Sir, before I proceed to place the resolution before the House my first suggestion to you is that the resolution which I am about to move along with the speeches, rendered in English wherever necessary, should be sent to the Government of India to impress upon it with the arguments on the resolution, the urgency of the matter and the unity of purpose which binds all sections of the House as far as the Farrakka Barrage resolution is concerned. Now, this is the resolution which I wish to place before the House:

That in view of the fast deterioration of the Calcutta Port as the cumulative result of rapid decrease in the flow of the Bhagirathi-Hooghly river, gradual silting up of its bed and steady increase in its salinity;

Also in view of the lack of co-ordination in the planned use of the water resources of the Ganges among the Governments of the States through which the river flows;

This Assembly expresses its deep concern at the fact that although the original "Farrakka Barrage Scheme was approved by a competent German Engineer the Government of India has decided to conduct technical investigations" for a further period of two years which means that the scheme may not be included even in the Third Five-Year Plan;

This Assembly is of opinion that a speedy execution of the scheme alone can save the Calcutta Port, prevent the Greater Calcutta from being turned in a derelict area, improve the deteriorating drainage system of this State and resuscitate its dying rivers and channels;

The Assembly is further of opinion that the West Bengal Government should urge upon the Union Government to adopt the following measures without any further delay:—

(i) To publish the original Project Report of the Farakka Barrage Scheme with the observations of the German Engineer who was deputed by the Central Government to study the scheme,

(ii) To include the Farakka Barrage Scheme in the Third Five-Year Plan, and to take preliminary steps in this regard.

(iii) To constitute a board to be named Inter-State River Valley Board" for a planned utilisation of the water resources of the Ganges by different States.

[4-10—4-20 p.m.]

This resolution which I have just moved is according to us not an ordinary resolution, but it has been brought for the third time in alarm and as a protest against the studied indifference of the Government of India and its efforts which we have found out recently to sabotage the plan altogether. I should also remind you, Sir, and the House that on two

earlier occasions, once in 1952 and again in 1958—this year in the August-September session of the House—we had moved resolutions almost of a similar nature. I shall just read a few lines from the resolution which we had moved in 1952 and was adopted, I think, unanimously by the House;

"The State Government should bring to the notice of the Government of India the urgent need of the construction of a barrage near Farakka carrying a rail road and national highway which will connect the segmented fragments of the State of West Bengal and also provide a means of resuscitating the Bhagirathi river which ultimately flows into the river Hooghly and recommends an early implementation of the Barrage Scheme."

During this occasion in 1952, the Chief Minister whilst replying to the debate had stated thus: "We have asked to include this also in the Five-Year Plan"—what he meant was in the First Five-Year Plan. "We have not had a reply yet but I hope if a strong representation is made from this Assembly it will strengthen the position which the Government of West Bengal had taken up so long with the Central Government." "I can assure the House that I will not be relaxing my efforts so far as this Government is concerned in seeing that the Central Planning Commission includes this in the Five-Year Scheme." Again I say that this refers to the First Five-Year Plan.

Now, despite this statement made by the Chief Minister, so far nothing has happened to put the scheme into effect. We would like very much to know from the Chief Minister as to what happened since 1952, what efforts were made by the West Bengal Government or by the Chief Minister, what assurance were given by the Government of India or the Planning Commission during discussions, and I am sure that he will take the House into confidence and tell us about these details because a dangerous situation has now arisen when it is not a question of delaying the plan by the India Government but it is a question of sabotaging the entire plan by the Government of India or some of its officers. Therefore, I seek information from the Chief Minister at this stage as to what happened in the meantime since 1952 with regard to the implementation of this Farakka Barrage Scheme. Being now perturbed by the activity and inactivity of the Government of India and by a statement made by the Irrigation Minister—I think it was a Deputy Minister, Irrigation,—in the Rajya Sabha on this subject we have been forced to bring this resolution before the House once again. I shall just inform you that in the Rajya Sabha a few days back in reply to a question, the Deputy Irrigation Minister said that the Government of India decided to conduct technical investigations into the Ganga Barrage Scheme. These technical Investigations will continue for a couple of years, according to him, and thereafter the Minister further stated that after the completion of the technical investigations, a detailed project report will be prepared. It is this statement which has compelled us to bring this resolution for the third time in this House, because since 1950 when the first technical report was submitted to the Government of India many technical investigations by experts at almost all levels have taken place, such as by the Poona River Research Institute, by the Calcutta Port Commissioners, by the Inland Transport Board, and the latest one was, after a lot of pressure was exercised on the Government of India, by a German expert Dr. Hansen, I think it was in 1957. We know he gave his approval to the scheme in the strongest terms possible. I say this from certain discussions which took place in Parliament. Unfortunately, we have not been able to get hold of a copy of this report which seems to be a top secret as far as the Government of India is concerned. I do not know whether because of the fact that this scheme got the approval of this German expert the India Government has kept it secret, or is it because they do not want some facts

to go outside the country, that is outside India? I would like very much the Chief Minister to inform us as to why this report is not being circulated; why this report has not even reached the members of the Assembly and the members of Parliament? Thus according to us adequate technical investigations have been made in order to proceed with the scheme, but it may be,—I am not an expert, I have talked to one or two,—that whilst we put this scheme into operation after having adopted it, certain other detailed investigations may be necessary. That can always take place when the scheme is once in operation, but this should not be a plea once again after three or four or five technical investigations have taken place in order to delay or sabotage the plan altogether. We, therefore, demand from the floor of the Assembly once again that the scheme be taken up immediately, and when I say immediately I mean that it should be included, if possible, before the Second Five-Year Plan is out. It is because even now two years are there for the Second Five-Year Plan to be completed and, therefore, I demand from this side of the House that it should be included before the Second Five-Year Plan is out.

[4-20—4-30 p.m.]

It is worthwhile reiterating the vital necessity of the scheme in West Bengal although, I think, as far as this aspect is concerned, there is general agreement between us and the Government and everybody. But since the Government of India is out, as I was saying, to sabotage the scheme, it is worthwhile repeating a few points:

(1) It will improve the navigability of the Calcutta port which is suffering gradual deterioration through deposit of silt in the bed leading to restriction of shipping traffic and increasing the cost of freight.

(2) It will improve the quality of drinking-water supply for Calcutta city by checking the increasing salinity of the source of supply from the river.

(3) By flushing the spill-channels of the Bhagirathi-Hooghly, it will improve the salinity condition of the districts of West Bengal lying to the east of the Bhagirathi-Hooghly.

(4) By flood-flushing the low-lying lands in these districts it will improve their agricultural fertility and build up the lands above the tidal level in the Sunderbans.

(5) It will provide a route for water-borne traffic from Calcutta to Northern India entirely through the Indian territory, cutting short the existing steamer route through Eastern Pakistan by about 450 miles. I know this may be delayed. It may not be possible in the first stage to have this completed, but ultimately this may also be one of the beneficial results of the Farakka Barrage scheme.

(6) Lastly, by providing a road and rail bridge over the Barrage, it will establish through communication from the south of the State to the severed northern portion of West Bengal.

I am also told that during the great floods in 1956, some of the engineers and technicians who made enquiry about the floods came to the conclusion that flood hazards to the fertile districts of Murshidabad, Birbhum, Nadia, Burdwan and 24-Parganas can be avoided in future because these are due to the silting up of the bed of the Bhagirathi-Hooghly that has taken place—so the ravage is great when floods take place.

Now, the other day, I was reading an article in the Amrita Bazar Patrika in which it was stated among other things "that the Bhagirathi is a dying river and in two decades Calcutta is likely to become unsuitable for oceanic shipping. Within half a century its importance will diminish and marshy lands, malaria and drainage difficulties will conspire to make civilized life impossible in the immediate surroundings of Calcutta. The author of this article goes out to state that the well-being of the people of West Bengal is vitally and inextricably connected with the construction of the Farakka Barrage. Delay in taking up the scheme is fraught with disastrous consequences which will have repercussions on the problem-ridden State of West Bengal." But, of course, as far as the Central Government is concerned, all these arguments seem to have no effect whatsoever—that within 30, 40 or 50 years these disastrous consequences will follow in West Bengal.

I would also like to emphaize, while speaking on this resolution, that if the argument of the Government of India is that the scheme will be taken up but it is only being delayed for a few years, then also I would say with all the emphasis that I can command that that will also be dangerous for West Bengal because some experts seem to think that as far as this scheme is concerned, delay would mean great damage and some also say that if it is delayed for a couple of years more, it is better that it should be given up altogether as it will be a waste of money under those circumstances. Further delay will be dangerous because it is known that a number of multi-purpose river valley projects are being undertaken on the different tributaries of the river Ganga in the States of Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh and so on. Apart from this, in some of the States extension of irrigation from the existing channels is being taken up. The additional water-supply will be obtained by drawing more water at the canal head-works or by setting up new pumping arrangements on the banks of the river itself. Besides these reservoirs and other projects, numerous tubewells are being sunk and considerable volume of sub-soil water is being pumped for irrigation supply. These tubewells tap the sub-soil regeneration supplies of the river Ganga and reduce them to a great extent. This reduction is most pronounced during the Rabi months and will seriously affect the dry season supply of the river Ganga at Farakka. These experts seem to say that the position may ultimately assume such a proportion that it might become impossible during the months of March, April and May to get any balance of supply for the feeder channel from Farakka after letting down Pakistan's share of Ganga water. Therefore, I say that it is imperative that the Ganga-Barrage scheme should be implemented immediately, as otherwise it would be useless to implement it later on.

My last point on this resolution relates to the formation of an inter-State Board. Now, the Chief Minister seems to have taken objection to the formation of such a Board because, he thinks, when I talk about inter-State Board I refer to Pakistan. Not at all. I make the meaning clear. The suggestion has nothing to do with Pakistan. When I talk about an inter-State Board for the use of the Ganga water, I mean Uttar Pradesh, West Bengal and other States in India. He should not have any mosconception that I am in this context referring to Pakistan. I know Pakistan may have its objection although I am told that Pakistan will not be adversely affected. We know that in many countries in the world rivers flow through different States they have inter-State Board where international observers are also present in order to divide the water between the different States. I do not think there will be any difficulty on that account. But unless we form a Board in India how shall we decide the facts which I have mentioned

earlier when tubewells are sunk, when other irrigation projects are undertaken, when water is drawn away by other States in India, as to how much water will ultimately remain for West Bengal. I suggest, therefore, that such a Board is absolutely imperative. But, of course, I would like to hear the Chief Minister because a Congress member has deleted that portion by an amendment. It may be pointed out in this connection that West Bengal, being at the tailend of the basin, will be affected most seriously by these withdrawls of water in other areas and the future of the Ganga Barrage scheme will be jeopardised unless properly safeguarded now. I hope, therefore, that because of the urgent situation which has arisen the West Bengal Government will make the supremest effort possible in order to see that the Ganga Barrage scheme is included in the second Five-Year Plan before the Plan is out so that in right earnest we can take up the scheme in the beginning of the third Five-Year Plan period. I accept one of the suggestions made in the amendment that it is not only a question of the Calcutta port, it is not only question of he salinity of water, but that the entire economy of West Bengal would be adversely affected and is being adversely affected due to this situation which has arisen not today but for the last hundred years. Therefore, in this context in order to save West Bengal's future and the present, the scheme should be included therein and I see no reason why this scheme should be delayed or sabortaged in this way by the Government of India. I would also urge upon the Chief Minister that if he wishes to strengthen his hands not only by a resolution but by taking us from the Opposition in a deputation along with him to the Planning Commission, to the Government of India, we on this side of the House had always been and are willing even now to accompany him in that deputation for the welfare and good of West Bengal

[4-30—4-40 p.m.]

Sj. Arabinda Roy: Sir, I beg to move that after the word "that" in line 1, for the words beginning with "in view" and ending with "different States" in line 26 the following be substituted,—

This Assembly notes with regret that the Farakka Barrage has not yet been included in the Second Five-Year Plan and it expresses its deep concern at the reported decision of the Government of India to have further investigations for two years even after the Scheme has been repeatedly examined and recommended by different experts including Dr. Hansen which may mean that this scheme may not find place even in the Third Five-Year Plan, and this Assembly is of opinion that for improving the food situation in West Bengal, for improving irrigation and drainage facilities in the State, for improving health conditions, for the expansion of industry and trade, for saving the Calcutta Port by improving the now fastly deteriorating river Hooghly-Bhagirathi, for maintaining the supply of drinking water in Calcutta by keeping down salinity and for various other reasons, the Farakka Barrage Scheme cannot be delayed and more for any reason whatsoever, and

This Assembly is further of opinion that the Farakka Barrage Scheme should be included in the Third Five-Year Plan if not taken up in the Second Five-Year Plan and for this purpose the Government of India be requested to take preliminary steps from now in this regard".

জ্যোতিবাবু এবং অন্যান্য সভ্যগণ যে প্রস্তাব এখানে উপস্থাপিত করেছেন সেই প্রস্তাবগুলির মূল উদ্দেশ্য অবিকৃত রেখে আমার এই সংশোধনী এখানে উত্থাপন করেছি। প্রস্তাবকগণ মূল উদ্দেশ্যের সাথে আরও দুটি দাবি সন্নিবিষ্ট করেছিলেন। আমার সংশোধনীতে সেই দাবি

দুইটি অনুচ্ছেদ রাখা হয়েছে। পশ্চিম বাংলার সমাজজীবনে ফরাক্কা ব্যারেজের তাৎপর্য যে কতখানি তা এই সভায় ইতিপূর্বে ঘোষিত হয়েছে। ফরাক্কা বাঁধ পরিকল্পনা কার্যকরী করা হ'লে বাংলাদেশের বহু সমস্যার সমাধান হ'তে পারে। শুধু সমস্যা সমাধানের জন্যেই এই স্কীম প্রয়োজন নয় এমন কি বাংলাদেশের ঐশ্বর্য বৃদ্ধির জন্যও এই স্কীম প্রয়োজন নয়, বাংলাদেশকে অনিবার্য মৃত্যু এবং ধ্বংসের মুখ থেকে বাঁচানোর জন্যেই এই স্কীম আবশ্যকীয়। এই স্কীমকে বলা যায় বাংলাদেশের প্রাণকেন্দ্রস্বরূপ। ভাগীরথীর জলধারা বাংলাদেশের প্রাণধারা এবং ফরাক্কা ব্যারেজ নির্মাণে যদি কোনরূপ বিলম্ব ঘটে বা কোনরকমে এটার নির্মাণকার্য বন্ধ হয়ে যায় তা হ'লে বাংলাদেশের ধ্বংস অনিবার্য। যে কলিকাতা মহানগরী আমাদের প্রাণকেন্দ্র—যে শিল্পনগর না থাকলে আমরা বাঁচতে পারি না তা একদিন মরুভূমিতে পরিণত হবে। স্পীকার মহোদয়, আমি আপনার কাছে এমন কতকগুলি বিষয় উল্লেখ করতে চাই য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে মহানগরী বাংলাদেশের প্রাণস্বরূপ তার অস্তিত্বের প্রশ্ন এই ফরাক্কা বাঁধের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করছে। আমি আমার সংশোধনীতে উল্লেখ করেছি যে, এর অভাবে ক্যালকাটা পোর্ট ধ্বংস হয়ে যাবে। ক্যালকাটা পোর্টএর ওপর কলকাতার শিল্প এবং বাণিজ্য নির্ভরশীল—যে শিল্পকেন্দ্র শুধু বাংলাদেশের নয় সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্প-বাণিজ্য কেন্দ্ররূপে গণ্য তা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবেই। তা ছাড়া কলকাতায় জলসরবরাহ ব্যবস্থা খুবই জটিল হয়ে আছে। প্রতি বছর আমরা লক্ষ্য করেছি যে, বছরের কয়েক মাস ধ'রে জলে এত স্যালাইনিটি হয়, জল এত লবণাক্ত থাকে যে, তা পান করা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়—যেসমস্ত ইঞ্জিন এবং ইম্পর্ট্যান্ট প্ল্যান্টস আছে যেগুলি জলের সাহায্যে চালানো হয় সেগুলি জলে স্যালাইনিটির জন্যে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। তা ছাড়াও এই প্ল্যান যদি রূপায়িত হয় তা হ'লে আমাদের কমিউনিকেশন ব্যবস্থা উন্নত হ'তে পারে—উত্তরবঙ্গের সঙ্গে এদিককার যে সহজ যোগাযোগব্যবস্থা—বর্তমানে যা নেই তা নতুন ক'রে নির্মিত হতে পারে। আমাদের সব থেকে বড় প্রশ্ন—ক্যালকাটা পোর্টএর পরেই যেটা বড় প্রশ্ন সেটা হ'ল আমাদের সেচের প্রশ্ন। বাংলাদেশ সব সময়ই খাদ্যসমস্যায় জর্জরিত থাকে এবং বছরে এক একটা সময় আসে এবং কয়েক বছর অন্তর অন্তর এমন একটা অবস্থা আসে যখন খাদ্যসমস্যা সঙ্কটে রূপান্তরিত হয়। আজ ফরাক্কা ব্যারেজের যে স্কীম আছে তা যদি কার্যকরী হয় তা হ'লে ভাগীরথীর জল বিভিন্ন জায়গায় খাল ইত্যাদি কাটিয়ে যেসমস্ত অনুর্বর জমি আছে, সেচের অভাবে যেখানে চাষ করা যায় না, সেখানে পাঠানো সম্ভব হবে। অর্থাৎ এই প্ল্যানটি যদি রূপান্তরিত হয় তা হ'লে মাল্টি-পারপাস সার্ভ করবে সন্দেহ নেই। সর্ব-দিক থেকে বিবেচনা ক'রে এই প্ল্যান সম্পর্কে বলা যায় যে বাংলাদেশের অস্তিত্বের প্রশ্ন এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। আমরা জানি যে, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বহু এক্সপার্ট দিয়ে—জার্মান ইঞ্জিনীয়ার দিয়ে এই স্কীম পরীক্ষা করিয়েছেন। এই জার্মাণ ইঞ্জিনীয়ার সংশয়াতীত ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, এই স্কীমটি গ্রহণ করা উচিত। তবুও বুঝতে পারি না কেন কেন্দ্রীয় সরকার এত দেরি করছেন। বাংলাদেশের পক্ষে এই স্কীমটির গুরুত্ব কতখানি তা বলেছি। বাংলাদেশের সমাজজীবনের উপর গুরুতর আঘাত আসবে যদি এই স্কীমকে রূপায়িত না করা হয়। তাই আজ এই সভায় আমাদের ইউন্যানিমাস হয়ে এই কথা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা উচিত যে, যদি এই স্কীমটি তাড়াতাড়ি রূপায়িত না হয় বাংলাদেশ তার জন্য অত্যন্ত গুরুতর ও রূঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য হবে।

পরিশেষে একটি কথা বলতে চাই যে, বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের এই দীর্ঘসূত্রতার জন্যে এবং তাদের এই দেরি করার জন্যে সিরিয়াস রিঅ্যাকশন ঘোষণা করছে। আমি আমার সংশোধনীতে এই কথা উল্লেখ করেছি যে, যদি দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা যা চলছে তার মধ্যে এটাকে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব না হয় অন্ততঃ তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যেন এই প্ল্যানকে গ্রহণ করা হয়। এ সম্পর্কে যতখানি ইনভেস্টিগেশন করা দরকার কেন্দ্রীয় সরকার তা করুন। আমরা এর সঙ্গে কনসার্নড নয়। ইনভেস্টিগেশন তাঁরা করুন, কিন্তু তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যেন এটাকে গ্রহণ করা হয়। তা না করলে বাংলাদেশের সমূহ বিপদ এবং সেটা সমস্ত ভারতবর্ষেরই বিপদ—এই কথা মনে রেখে কেন্দ্রীয় সরকার যেন তাড়াতাড়ি এটা রূপায়িত করেন। আমাদের মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করব, তিনি যেন তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাব প্রয়োগ করে এই স্কীমকে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করবার ব্যবস্থা করেন।

[4-40—4-50 p.m.]

Dr. Suresh Chandra Banerjee: Sir I beg to move that the following be added at the end of the 4th paragraph of the resolution, namely:—

"facilitate irrigation in the neighbouring districts of Murshidabad and Malda; will make possible an all weather water route from Calcutta to Bihar and U P and the construction of a rail-road link between South Bengal and North Bengal."

মিঃ স্পীকার, স্যার, জ্যোতিবাবু তাঁর প্রস্তাবে চারটি কথা বলেছেন যে, কলকাতা বন্দরকে রক্ষা করতে গেলে ফরাক্কা ব্যারেজ দরকার, কলকাতার আশেপাশের অঞ্চলকে রক্ষা করতে গেলে ইত্যাদি এরকম চারটি বিষয়ের কথা বলেছেন। আমি আমার প্রস্তাবে যে কথা বলেছি সেটা নতুন কিছু নয়। গত বাজেট সেসনে আমি এরকম একটা প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলাম এবং ডাঃ রায় তাঁর বক্তৃতায়ও বলেছিলেন যে, উত্তর এবং দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে একটা রেল-রোড লিঙ্ক হওয়া প্রয়োজন।

এখন বর্তমানে আমাদের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি জায়গায় যেতে গেলে কত কষ্ট ভোগ করতে হয়। বিহারের মধ্যে দুইদিন ধরে বহু কষ্ট ভোগ করে যেতে হয়। যদি ফরাক্কা ব্যারেজ হয় এবং তার উপর দিয়ে একটা রেল রাস্তা তৈরি হয়ে গেলেই আর কষ্ট ভোগ করতে হয় না এবং অল্প সময়ের ভিতরেই উত্তর বাংলায় যেতে পারা যাবে। তারপর যদি একটা ব্যারেজ হয় তা হলে পাশাপাশি যেসমস্ত জেলা আছে, মুর্শিদাবাদ, মালদা যেখানে জলের অভাবে শস্য উৎপাদন ভাল হয় না, সেই সব জায়গায় এর জল দ্বারা প্রচুর শস্য উৎপাদন হতে পারে। তা ছাড়া বিহার এবং বাংলার নদীপথে যাতায়াত করতে হলে বর্ষাকাল ছাড়া শীতকালে যাতায়াত করা চলে না। এই ফরাক্কা ব্যারেজের ব্যাপারে জ্যোতিবাবু যে চারটি কথা বলেছেন, সেই চারটি কথার সঙ্গে আমার এই তিনটি কথা যোগ করে দিলেই এই প্রস্তাবটা সমর্থনযোগ্য হয় এবং আমি গভর্নমেন্টকেও অনুরোধ করব যে, তাঁরা যেন আমার এই প্রস্তাবকে সমর্থন করেন এবং জ্যোতিবাবুর সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

আমি আর একটা কথা বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি। জ্যোতিবাবু বলেছেন, স্পীডি এক্সিকিউশন করার জন্য। আমি মনে করি যেমন দামোদর ড্যাম হবার ফলে ঐ অঞ্চলের, অল্প না হোক কম, উপকার পাবে, অবশ্য সেখানে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে, সেইগুলি দূর হলে ঐ অঞ্চল শস্যশ্যামলা হবে। ময়ূরাক্ষী অঞ্চলও সুন্দর হয়ে উঠেছে। ইতোমধ্যেই এর ফল অনেক ভাল হয়েছে। আরও ভাল হবে এবং এর মধ্যের দোষত্রুটিও দূর হয়ে যাবে। ঠিক সেই রকম এই এরিয়াটা করলে কলিকাতার আশেপাশের অঞ্চল, ২৪-পরগনা, মুর্শিদাবাদ, মালদহ প্রভৃতি অঞ্চল সব দিক দিয়ে রক্ষা পাবে। সেইজন্য এই ফরাক্কা ব্যারেজ কাজে পরিণত করা বাংলার পক্ষে অত্যন্ত দরকার। এইজন্য তাড়াতাড়ি কাজ করা দরকার এবং এইজন্যই জ্যোতিবাবু লিখেছেন স্পীডি এক্সিকিউশন, তারজন্য তাঁকে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি। আমি মনে করি কেন্দ্রীয় সরকার এটা নিয়ে একটু টালবাহানা করছেন। কারণ কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্ট যখন প্রথম প্ল্যান প্রস্তুত করেন তখন আমাদের এক্সপার্ট দ্বারাই, ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ার দ্বারাই তা প্রস্তুত হয়েছিল এবং এ কাজ তারা ভাল করেই জানে যে, কিভাবে এই সব স্কীম করতে হয়। এমন কি সেই ড্রাফট প্ল্যান দেখে একজন জার্মান এক্সপার্ট তা সমর্থন করেছিল। তারপরেও সে কাজ আরম্ভ হয় নি। যে-কোন কারণেই হোক, এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ আরম্ভ হয় নি। এখন এটা দ্বিতীয়বার একটা টেকনিসিয়ান দ্বারা পরীক্ষা করবার জন্য দুই বৎসর সময় নিচ্ছেন। এইভাবে তাঁরা দেরি করছেন। অথচ আমাদের পক্ষে এই সমস্যা জীবনমরণ সমস্যা। ডাক্তার রায় এটা জোরের সঙ্গে বলুন, এবং এটার জন্য তিনি আমাদের সকলের সমর্থন পাবেন। যাতে কেন্দ্রীয় সরকার এই স্কীম তাড়াতাড়ি কাজে পরিণত করেন এইজন্য আমাদের সর্বপ্রকার চেষ্টা করা উচিত। ফরাক্কা ব্যারেজের প্রয়োজন সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই, মতভেদ নেই। এটা যে কেন কেন্দ্রীয় সরকার টালবাহানা করছেন জানি না। সুতরাং জ্যোতিবাবুর এই প্রস্তাব সমর্থন করে এবং আমার যে তিনটি কথা আছে তা যোগ করে নিলে এই প্রস্তাব সম্পূর্ণ হয়। আমি আশা করি গভর্নমেন্ট এই প্রস্তাব গ্রহণ করবেন।

Sj. Jatindra Chandra Chakravarty:

স্যার, ১৯৫২ সালে এই পশ্চিম বাংলা বিধানসভায় এই ফরাক্কা বাঁধ সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছিল। সেই সময় শুনলাম বিরোধীদলের নেতা শ্রীযুত জ্যোতি বসু ছিলেন, সেইসময় আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় নাকি বলেছিলেন যে, তিনি খুব আন্তরিকতার সঙ্গে যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ দিতে, যাতে এই ফরাক্কা ব্যারেজ তাড়াতাড়ি তৈরি হয়। হয় মুখ্যমন্ত্রী যে আন্তরিকতার কথা বলেছিলেন সেই আন্তরিকতার সঙ্গে চেষ্টা করেন নি অ র না হয়, আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর যে প্রভাব আমরা মনে করি কেন্দ্রীয় সরকারের উপর আছে, সকলে তাঁর কথা শোনেন—সেটা হয়ত সত্যি নয়। হয় তিনি আন্তরিকতার সঙ্গে চেষ্টা করেন নি নয়ত প্রভাব কমে গিয়েছে। তা যদি না হ'ত তা হ'লে গত বাজেট সেসনের সময় আমরা যে প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করেছিলাম ফরাক্কা ব্যারেজ সম্বন্ধে তখন ডাঃ রায় আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন যে, তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। আমি মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের কাছে জানতে চাই তিনি আন্তরিকতার সঙ্গে চেষ্টা করেছিলেন কিনা যে প্রতিশ্রুতি এই বিধানসভায় দাঁড়িয়ে তিনি দিয়েছিলেন—সেটা তিনি পালন করেছেন কিনা —না অন্য কোন গোলমাল আছে কেন্দ্রীয় সরকারের ওখানে যার জন্য এটা হ'তে পারছে না। কারণ স্যার, আমি দেখেছি গত ছয় বছর ধরে পর পর কেন্দ্রীয় সরকারের ৩ জন মন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় জল ও বিদ্যুৎ কমিশনের দু'জন চেয়ারম্যান এ বিষয়টা বিচার করেছেন। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫১ পর্যন্ত এই তিন বৎসর অনুসন্ধান চালাবার পর বাঁধ পরিকল্পনার যে রিপোর্ট তৈরি হয় সে বিষয়ে যদি প্রয়োজন হ'ত তা হ'লে অনেক আগেই এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারতেন, এ বিষয়ে পশ্চিম বাংলার সমস্ত দল ঐক্যবদ্ধ। পশ্চিম বাংলার বিধানসভা এবং বিধান পরিষদের সরকারী দল এবং বিরোধী দল সর্বসম্মতিক্রমে বারবার প্রস্তাব গ্রহণ করেছে কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের টনক কিছুতেই নড়ছে না। কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে এবং আমাদের পক্ষ থেকে বার বার এই অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে যে, পশ্চিম বাংলার জীবনমরণ সমস্যা এর সঙ্গে জড়িত আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা দেখছি যে, আমাদের এই কেন্দ্রীয় সরকার কিছুতেই এই সম্পর্কে অবহিত হচ্ছে না। কেন্দ্রীয় সরকারের সেচ ও বিদ্যুৎ দপ্তরের মন্ত্রী, কেন্দ্রীয় জলবিদ্যুৎ কমিশন এবং প্ল্যানিং কমিশন প্রাকৃতিক সম্পদ যাতে একযোগে এক সাথে উন্নতি করা যায় সেজন্য সেচবিদ্যুৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে ১৯৫৪ সালে একটা নোট তাঁরা লিখেছিলেন এবং তাতে যে প্রস্তাব করেছিলেন তা হ'ল এই—গঙ্গা ব্যারেজ বিহার ও পশ্চিম-বঙ্গের সীমান্তে ফরাক্কার নিকট গঙ্গার বাঁধ নির্মাণ: পৃথিবীর দীর্ঘতম বাঁধ, ৭,৪১২ ফুট দীর্ঘ। সেচ ও অন্যান্য নৌচালন এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য এই পরিকল্পনার ব্যয় প্রায় ৪০ কোটি টাকা। জলঙ্গী এবং ভাগীরথীতে সেচের জন্য এর প্রয়োজন হবে। এবং এই সম্পর্কেও বলা হয় যে, তদন্তকার্য সম্পূর্ণ হয়েছে এবং পরিকল্পনার রিপোর্ট প্রস্তুত হয়েছে, প্রাদেশিক গভর্নমেন্টের কাছে প্রেরিত হয়েছে কিন্তু তারপর অনিবার্যভাবে একটা কিন্তু এসে যেমন জোটে এর পরে আমরাও দেখছি একটা কিন্তু এসে জুটেছে। এই কিন্তুটা কি আমরা জানি না। ১৯৫৪ সালের পর আরও কয়েক বছর কেটে গিয়েছে, প্রাদেশিক প্ল্যানের জন্য ৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ ক'রে সেটা প্ল্যানিং কমিশনের নিকট দাখিল করা হয়েছে।

[4-50—5 p.m.]

বার বার আমাদের কাছে—আমরা জানি না সত্য কিনা পাকিস্তানের কথা বলা হয়, কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে পারি কি—পাকিস্তানের আপত্তি করবার কারণ কি? ফরাক্কা বাঁধ যদি তৈরি হয় তাতে পাকিস্তানের সুবিধাই হবে। যে বন্যার কথা আমি গতবার বলেছি, সে বন্যায় পাকিস্তান ভেসে যায়, একটা বাঁধ দিলে পর সে বন্যা হবে না এবং পূর্ব বাংলাই তাতে লাভবান হবে। কিন্তু যদি আমরা স্বীকারও করি যে, পাকিস্তানের আপত্তি আছে, আমরা এর পূর্বেও দেখেছি ভারতবর্ষের স্বার্থ যেখানে জড়িত সেখানেই এসে পাকিস্তান আপত্তি করে, এ বিষয়ে আমি যে কথা আগের বার বলেছি এবং যুক্তি দ্বারা দেখিয়েছি। সুতরাং পাকিস্তানের সাথে আমাদের কোন বাধ্যবাধকতা নাই। বাধ্যবাধকতা যদি না থাকে তবে বর্তমানে বাংলাদেশের প্রাণকেন্দ্র যে কলকাতা সেই কলকাতাকে বাঁচাতে হবে, কেননা আমাদের জাতিকে যদি বাঁচাতে হয় তা হ'লে বাঙালী জাতির জীবনমরণ সমস্যার সঙ্গে জড়িত যে ফরাক্কা বাঁধ সেটা কেন আজও কেন্দ্রীয় সরকার করছেন না? আমাদের সন্দেহ—কোন কোন মহল চায় যে, কলকাতা মরে যাক, সেইজন্য কলকাতাকে মারবার চেষ্টা চলেছে, সে চেষ্টা যদি কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ

থেকে না থাকে তা হ'লে এত বৎসর ধ'রে যে কথা বার বার বলা হচ্ছে এবং হ্যানসন সাহেব পর্যন্ত এর অনুকূলে সুপারিশ করেছেন যে, উপর থেকে জলসরবরাহের ব্যবস্থা করা ব্যতীত ভাগীরথীকে রক্ষা করার পন্থা আর কিছু নাই এবং তা একমাত্র গণ্গার উপরে বাঁধ নির্মাণ দ্বারাই হওয়া সম্ভব এবং এইটেই হচ্ছে এ সমস্যার সর্বোৎকৃষ্ট সমাধান। এজন্য 'স্টেটসম্যান' কাগজ পর্যন্ত মন্তব্য করেছেন, মন্তব্য করতে বাধ্য হয়েছেন বলতে হয়, যে আশ্চর্য ব্যাপার যে যে পরিকল্পনা কার্যকরী করার পক্ষে কোনদিক থেকেই কোন বাধা নাই এবং যে সমস্যাটার উপর সকল পক্ষই সচেতন রয়েছে সেই পরিকল্পনা কেন কার্যকরী করা হবে না। আমরা বুঝি—হুগলি ভাগীরথীর প্রশ্ন কেবল কলকাতার প্রশ্ন নয় সারা বাংলার অস্তিত্বের প্রশ্ন এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে এবং যদি অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকারকে এই পরিকল্পনা কার্যকরী করতে বাধ্য না করতে পারি তা হ'লে আমাদের সব কিছু পরিকল্পনা প্রায় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। তা ছাড়া আর একদিক দিয়েও এ পরিকল্পনার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিপোষক—ভিলাই থেকে দুর্গাপুর পর্যন্ত যে স্টীল ও লোহের কারখানা এবং কয়লার অঞ্চল রয়েছে এবং ঐসব জায়গায় যেসব শিল্প সংগঠিত হবে ভাগীরথী ও হুগলি চালু না থাকলে মাল বহনের সুষ্ঠু ব্যবস্থার অভাবে তার ভবিষ্যৎও সঙ্কটপূর্ণ হয়ে উঠবে।

আপনি জানেন, স্যার, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেষ হ'তে চলেছে, দু' বৎসর হয়ে গেছে আর তিন বৎসর বাকি আছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যেও যদি ফরাক্কা বাঁধটা শুরু করা হয়, তা হ'লেও বিশেষজ্ঞরা বলেছেন যে, এই পরিকল্পনা শুরু হবার পর সমাধা করতে ১২ বৎসর লাগবে, ধরুন দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার তিন বৎসর আর তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পাঁচ বৎসর—এই আট বৎসর এবং শেষ হ'তে লাগবে ১২ বৎসর—মোট এই ২০ বৎসর।

যেকথা আমরা বলতে শুরু করেছি ১৯৫২ সাল থেকে, এই বিধানসভা ১৯৫২ সালে প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন এবং তার জন্য আজকে আমরা আবার প্রস্তাব গ্রহণ করছি। মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় আমাদের বলেন যে, তিনি তো আন্তরিকতার সঙ্গেই চেষ্টা করছেন। কিন্তু ফলাফল দেখে বলতে হচ্ছে, হয় তিনি আন্তরিকতার সঙ্গে চেষ্টা করেন না, নয়ত জনসাধারণের মধ্যে যে একটা ধারণা আছে যে, তাঁর খুব প্রভাব আছে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে, তা নাই। নইলে কেন্দ্রীয় সরকার কেন এই পরিকল্পনা এখনও পর্যন্ত কার্যকরী করছেন না।

আজকে এখানে যে প্রস্তাব উঠেছে সে প্রস্তাব আমি সমর্থন করছি এবং যে সংশোধনী প্রস্তাব কংগ্রেস সদস্য এনেছেন এবং সেই প্রসঙ্গে যে উদ্বেগ তিনি প্রকাশ করেছেন সেই উদ্বেগের সঙ্গে আমিও উদ্বেগ প্রকাশ করছি। এই পরিকল্পনাকে যদি তাড়াতাড়ি কার্যে পরিণত করা না হয় তাহলে বাংলাদেশ মরবে। যেকথা বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডাঃ মেঘনাদ সাহা বলে গিয়েছেন যে, গণ্গা মজে গেলে কলকাতার নর্দমার বিষাক্ত হাওয়ায় এই কলকাতা শহরের শ্বাস রুদ্ধ হয়ে যাবে সেই কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি মুখ্যমন্ত্রীকে। আজ সরকারপক্ষ বিরোধীপক্ষ এক হয়ে যে প্রস্তাব গ্রহণ করল সেই প্রস্তাব গ্রহণে কেন্দ্রীয় সরকারকে বাধ্য করা হোক যদি তাঁরা না শোনেন তা হ'লে অন্য কোন পন্থা অবলম্বন করা হোক। তাতে সরকারপক্ষের সাথে আমরা সহযোগিতা করব কারণ বাংলার জীবনমরণ সমস্যা এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে।

Sj. Hemanta Kumar Basu:

স্পীকার মহাশয়, ১৯২৬ সালে স্যার উইলিয়াম উইলকক্স বাংলাদেশে এসেছিলেন। তখনকার দিনে বাংলার দুরবস্থা, দুর্ভিক্ষ ও ম্যালেরিয়ার ফলে লোকের স্বাস্থ্যহানি ঘটেছিল, ওদিকে জমির উর্বরতা ক্ষীয়মাণ হয়ে গিয়েছিল। সেই কথা শুনে তিনি ইজিপ্ট থেকে বাংলায় আসেন এবং বাংলার সর্বত্র পায়ে হেঁটে দেশের অবস্থা প্রত্যক্ষ করেন এবং তিনি যে রিপোর্ট লেখেন তাতে তিনি বলেন, বাংলার যেসব নদী-নালা, খাল-বিল তা মজে যাওয়ার দরুনই বাংলার এই দুরবস্থা হয়েছে, খাদ্যের উৎপাদন কমেছে, বাঙালীর স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে গেছে, দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিচ্ছে। তিনি এই যে রিপোর্ট লিখেছিলেন সেটা দেখবার পর 'স্টেটসম্যান' কাগজ লেখে—ইনি বাংলাদেশে ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে এসেছেন। সেইজন্য তিনি তাঁর বন্ধুবান্ধবদের অনুরোধে বাংলা পরিত্যাগ করে চলে যান। সেই ইংরেজ আমল থেকে আমাদের নদী-নালা, খাল-বিল হেজে-মজে নষ্ট হয়ে গেছে, কৃষির ফলন কমেছে, আর ম্যালেরিয়ার আক্রমণে সমৃদ্ধ বহু গ্রাম

ঝোপ-জঙ্গলে পরিণত হয়েছে, ফলে চাষ-বাস নষ্ট হয়ে গেছে। সেদিন গত হয়েছে, বৃটিশ আমল চলে গেছে, এখন আমাদের হাতে ক্ষমতা কি করে এসেছে, এবং ক্ষমতা আসবার পর বাংলাদেশকে কি করে অস্বাস্থ্য ব্যাধি ও বিপর্যয়ের হাত থেকে মুক্ত করা যায় তার জন্য অনবরত চেষ্টা হচ্ছে, সরকারের যে প্ল্যান—ফাইভ-ইয়ার প্ল্যান তার মধ্য দিয়ে বাংলার কৃষিজীবন, শিল্পজীবন—কি ক'রে উন্নত করা যায় তার চেষ্টা চলছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এদিক দিয়ে বিশেষ প্রয়োজনীয় যে পরিকল্পনা যার সঙ্গে আমাদের বাংলাদেশের অর্ধেক জীবন জড়িত সেই গঙ্গা ব্যারেজ বা ফরাক্কা বাঁধ পরিকল্পনা যার জন্য আমরা অনবরত দাবি করছি, সরকারকে জানাচ্ছি—বার বার প্রস্তাব পাশ করে কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার অবহিত হচ্ছে না। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর যতটা প্রভাব সেটা তিনি করেছেন তবু কেন এটা হচ্ছে না আমরা জানি না। তা ছাড়া এক্সপার্টরাও একবার নয় বার বার রিপোর্ট দিয়েছেন, কেনই বা সে রিপোর্ট তাঁরা গ্রহণ করছেন না আমরা বুঝতে পারি না। এই ব্যাপারের প্রয়োজনীয়তা ও স্বার্থের দিক থেকে যদি দেখা যায় তা হ'লে আমরা দেখি বাংলার পুনর্গঠন, বাঙালী-জীবনের পুনপ্রতিষ্ঠার যেমন প্রয়োজন এটার তেমনি প্রয়োজন। পশ্চিম বাংলার প্রধান শহর যে কলিকাতা—যে শহর বাংলারই শুধু নয়, ভারতবর্ষের একটা শ্রেষ্ঠ শহর —সে শহরে এই পরিকল্পনা যথাসময় কার্যকরী না করলে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে যাবে এবং এ সমস্ত কথা বার বার বলা সত্ত্বেও ভারত-সরকার কেন সক্রিয় হচ্ছেন না আমরা তা বুঝতে পারি না।

আমি বেশি বলতে চাই না। এখানে আজ যে প্রস্তাব এসেছে এটা সকলেই সমর্থন করি এবং আশা করি সকলেই যেন এ বিষয়ে সচেষ্ট হন, আর বাঙলার আসেম্বলি থেকে কয়েকজন প্রতিনিধি গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে এবং প্ল্যানিং কমিশনকে অ্যাপ্রোচ ক'রে যাতে তাঁরা সচেতন ও সক্রিয় হন সেই ব্যবস্থা তাঁরা করবেন।

[At this stage the House was adjourned for twenty minutes.]

After Adjournment

[5-20—5-30 p.m.]

Sj. Subodh Banerjee:

স্পীকার মহাশয়, ফরাক্কা ব্যারেজ নিয়ে এই বিধানসভায় প্রতি বছর আলোচনা হয় এবং একটি ক'রে প্রস্তাবও গৃহীত হয়। কিন্তু তার ফলে যে কি হয়েছে সে কথা আমরা জানি না। পশ্চিম বাংলা কংগ্রেসের অধিবেশনে মূল আলোচ্য বিষয় ছিল ফরাক্কা ব্যারেজ। লোকসভাতেও ফরাক্কা ব্যারেজ নিয়ে আলোচনা হ'ল। কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীও এর গুরুত্ব স্বীকার করলেন। কিন্তু সমস্ত স্বীকার ক'রেও তিনি বললেন যে, এমন কতকগুলি কারণ আছে যা তিনি প্রকাশ করতে পারেন না যার জন্যে এই ব্যারেজ করতে দেরি হচ্ছে। সেই কারণগুলি কি? সরকারের কাছে আমি তা জানতে চাচ্ছি। বর্তমানে প্রত্যেক সরকারই হচ্ছে পার্টি গভর্নমেন্ট। কংগ্রেস পার্টি পশ্চিম বাংলায় ও কেন্দ্রে শাসন পরিচালনা করছেন ও প্ল্যানিং কমিশনও পার্টির লোক নিয়ে গঠিত। এই অবস্থায় পশ্চিম বাংলার কংগ্রেস ও সরকার যদি মনে করেন যে, এই পরিকল্পনাকে তৃতীয় পরিকল্পনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত তা হ'লে কেন পার্টি থেকে তার জন্য সরকারের উপর চাপ দেওয়া হচ্ছে না? আজ পশ্চিম বাংলার জনসাধারণের এই যুক্তিযুক্ত দাবি পূরণ না হওয়াতে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে এক গভীর অসন্তোষ এই রাজ্যে জমে উঠেছে। এই অসন্তোষ যাতে ফেটে না পড়ে সেইজন্য পশ্চিমবঙ্গ-সরকার মাঝে মাঝে একটা লোকদেখানো প্রস্তাব গ্রহণ করছেন এই ব'লে যে, এখনই ফরাক্কা বাঁধ পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করা হোক। বারবার প্রস্তাব গ্রহণ করা সত্ত্বেও যদি তা কার্যকরী রূপ না নেয় তা হ'লে প্রস্তাব পাশ করার কোন মূল্য আছে ব'লে আমার মনে হয় না। ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত আমরা ৬বার এই প্রস্তাব পাশ করেছি। এই ৬ বছরের মধ্যে অন্তত ৭-৮ বার লোকসভাতেও এই সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। অথচ কেন কিছু হচ্ছে না তা কি মন্ত্রিমহাশয় আমাদের জানাবেন? সেদিন লোকসভায় শ্রী পাতিল বলেছেন যে, ফরাক্কা ব্যারেজ না হ'লে কলকাতা বাঁচবে না। কিন্তু আমি বলব যে, শুধু কলকাতা কেন আরও বহু দেশ বাঁচবে না; কলকাতা চলে গেলে সারা উত্তর ভারতের ক্ষতি হবে। আমি জানি পাকিস্তান

এই বাঁধ নির্মাণের অন্তরায় নয়। কিন্তু এমন কতকগুলি ঘটনা আছে মন্ত্রিমহাশয়ের মতে যার জন্য এটা করা যাচ্ছে না। সেই ঘটনাগুলি কি, সেগুলি বলুন। সেই ঘটনা পশ্চিম বাংলা সরকার কি জানেন? কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিম বাংলা সরকারকে কি এ বিষয়ে কিছু জানান নি? এই ঘটনা যদি না জানানো হয়ে থাকে তা হ'লে পশ্চিম বাংলা সরকার দাবি করুন কি সেই ঘটনা যা জনসাধারণের কাছে গোপন করা হচ্ছে। এটা যদি না করা হয় তা হ'লে বুঝতে কষ্ট হবে না যে, এই প্রস্তাব পাশ করানোটা একটা লোকদেখানো জিনিস, এর একমাত্র উদ্দেশ্য প্রচার। বাংলার পক্ষে যে ফরাক্কা বাঁধ জীবনমরণ সমস্যা সেকথা কেন্দ্রীয় সরকার বুঝতে চান না। প্রচার যাই করুন বাংলার জনসাধারণ এতে ভুলবে না। সুতরাং আমার বক্তব্য আমরা এই প্রস্তাব পাশ করেছিলাম সেটাকে কার্যকরী করার জন্য তার পর আপনারা চাপ দেবার চেষ্টা করুন। কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্ট যদি এরকম বিমাতাসুলভ ব্যবহার পশ্চিম বাংলার সঙ্গে করে তা হ'লে কেন্দ্রকে ব'লে দেওয়া দরকার যে, তাদের সেই বিমাতাসুলভ ব্যবহার পশ্চিম বাংলার জনসাধারণ সহ্য করবে না। পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের কর্তব্য হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থ রক্ষা করা, তাতে কেন্দ্রের সঙ্গে যদি বিরোধ বাধে তা হ'লেও পশ্চিম বাংলার জনসাধারণের স্বার্থের পাশে এসে দাঁড়াতে হবে। আপনারা জনসাধারণের কাছে খুলে বলুন যে, কেন্দ্রীয় সরকার কি কি কারণে বাঁধ হ'তে দিচ্ছে না। তা যদি না বলেন, তা হ'লে কোন কাজ হবে না। প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে, বাংলাদেশের প্রতি বিমাতাসুলভ ব্যবহার কেন্দ্র ক'রে যাচ্ছে কিন্তু কোন প্রতিবাদ তার হয় না। জনমত সংগঠিত ক'রে কেন্দ্রের উপর চাপ দেবার কোন প্রচেষ্টা হয়েছে ব'লে আমার অন্ততঃ জানা নেই। সুতরাং পশ্চিম বাংলা সরকারের কাছে আমার দাবি যে, প্রস্তাবটি পাশ করুন এবং জনমত সৃষ্টি ক'রে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ দিন। কেন্দ্রীয় সরকার সেকথা না শুনলে পদত্যাগ ক'রে অচলাবস্থা সৃষ্টি করুন। সরকারের এতবড় একটা প্রচারবিভাগ রয়েছে। অজয়বাবু হাঁটু জলে নেমেছেন তার ছবি ওঠে, রজনীবাবু কাদায় পা দিয়েছেন, আমেদ সাহেব কি প্রফুল্লবাবু কাস্তে হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন—এসব বিষয়ে ফটো তুলে প্রচার চালানো হচ্ছে। আপনারা এত আত্মপ্রচার করতে পারেন আর বাংলাদেশের সাধারণের জন্য জনমত সংগঠিত করতে পারেন না। ফরাক্কা বাঁধ আমাদের ন্যায়সঙ্গত দাবি, এ না হ'লে বাংলা বাঁচতে পারে না—এটুকু আপনারা প্রচার করুন। আপনাদের প্রচার-অধিকর্তাকে এদিকে একটু নজর দিতে বলুন। এ যদি না করেন তা হ'লে কেন্দ্রের কাছ থেকে কিছুতেই আদায় করতে পারবেন না। আপনারা যতই প্রস্তাব পাশ করুন দিল্লী তা থোড়াই কেয়ার করে। কাজেই আপনারা যদি জনমতে চাপ সৃষ্টি করতে না পারেন তা হ'লে কিছুই হবে না। অন্ধ্রের শিক্ষা আপনাদের নেওয়া উচিত, অন্ধ্রের জনসাধারণ বুক ফুলিয়ে আন্দোলন ক'রে তাদের দাবি আদায় ক'রে নিতে পেরেছেন। বোম্বাই, গুজরাটের দিকে তাকিয়ে দেখুন। এ যদি না হয় তা হ'লে আমি বলব পশ্চিম বাংলা কংগ্রেস has been packed with imbecible persons.

[5-30—5-40 p.m.]

Sj. Sunil Das:

মিঃ স্পীকার, স্যার, এই ফরাক্কা ব্যারেজ সমস্যা নতুন কিছুই নয়। এটা নিয়ে এই হাউসে বারবার আলোচনা হয়েছে। বাইরে বিভিন্ন সংবাদপত্রে, বিভিন্ন সভা-সমিতিতে এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সম্মেলনে ফরাক্কা ব্যারেজের আশু এবং অনিবার্য প্রয়োজনীয়তা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। মূল সমস্যা হ'ল সারা বছর হুগলি দিয়ে ১৫ হাজার থেকে ২৫ হাজার কিউসেক জল যদি প্রবাহিত না করা যায় তা হ'লে হুগলির মোহনায় যে পলি জমছে এবং হুগলির পশ্চিম তীরবর্তী শাখাপ্রশাখাগুলি থেকে যে পলি এবং বালি এসে হুগলি নদীকে অনাব্য ক'রে ফেলছে, সেই পলি এবং বালিগুলি সমুদ্রে ঠেলে দেওয়া যাবে না—এই হ'ল মূল সমস্যা।

এই সম্পর্কে কোন মতদ্বৈধ নাই যে, ফরাক্কা বাঁধ বেঁধে কিছু জল হুগলির দিকে প্রবাহিত করা করা যায় এবং এভাবে কিছু জল সমুদ্রের দিকে ঠেলে দেওয়া যেতে পারে সে সম্বন্ধেও কোন দ্বিমত নাই। গোখেল কমিটি একটা বিকল্প প্রস্তাব করেছিলেন। ফরাক্কা থেকে দুর্গাপুর পর্যন্ত একটা খাল কেটে, দুর্গাপুর থেকে হুগলি পর্যন্ত যে নাব্য খাল কাটা হচ্ছে তাতে তার জল মিশিয়ে দেওয়া যেতে পারে কিন্তু সেটা কিজিবল না ব'লে পরিত্যক্ত হয়েছে।

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:
গোখেল কমিটি কখনও এই কথা বলেন নি।

Sj. Sunil Das:
এইমাত্র অজয়বাবু যে কথা বললেন তার জবাবে আমি 'ইকনমিক উইকলি' ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৮ তারিখের একটা লেখা এখানে পড়ে শোনাচ্ছি—

> "One of the alternatives which the Gokhale Committtee had to examine and on which it had been asked to give its expert opinion was that of constructing a navigation channel from Farakka to Durgapur to connect with up to the navigation channel to the Hooghly which was a part of the D.V.C. project. This, it was reported at the time, the experts did not find feasible."

সুতরাং আমি যে তথ্য এই সভায় পরিবেশন করলাম সেটা আমার বক্তব্য নয়, সেটা একটা বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন আর্থনীতিক জার্নালের বক্তব্য এবং তাঁরা গোখেল কমিটির প্রস্তাব থেকেই এটা গ্রহণ করেছেন একথা ধ'রে নিয়েই আমি এখানে পরিবেশন করেছি। আজকে আমার বক্তব্য হ'ল, অসুবিধা কোথায়, বাধা কোথা থেকে আসছে? আমি এ সম্পর্কে কয়েকটা প্রশ্ন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ও সেচমন্ত্রীর কাছে রাখছি তাঁরা তার স্পষ্ট জবাব দিন। তাঁরা কি জানেন, বিহার এবং উত্তরপ্রদেশ গঙ্গা থেকে কয়েকটা প্রজেক্টএর মারফত জল নেবার চেষ্টা করছে, তাঁরা কি জানেন যে, কোশী, গণ্ডক, চম্বল এবং রিহান্ড প্রোজেক্টগুলি প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে এবং আর ১১-১২ মাসের ভিতর এই প্রোজেক্টগুলির স্যাংশন পাবে? কতগুলি নিয়ে অবশ্য বিবাদ আছে, যেমন গণ্ডকের প্রোজেক্ট। কিন্তু সেই বিবাদ ইউ পি এবং বিহার ইতোমধ্যে মিটিয়ে নিয়েছে। এই প্রোজেক্টগুলি যদি কার্যকরী হয় তা হ'লে আমি জিজ্ঞাসা করি মুখ্যমন্ত্রী ও সেচমন্ত্রীকে—ফরাক্কা ব্যারেজের জন্য কি জল অবশিষ্ট থাকবে? এবং যদি আমাদের এই প্রজেক্টটা এইভাবে ফেলে রাখা যায় তা হ'লে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ কি রকম ভয়ঙ্কর হয়ে দাঁড়াবে সে সম্পর্কে কি তাঁরা অবহিত আছেন? দ্বিতীয় কথা, ফরাক্কা সম্পর্কে পাকিস্তানের কোন আপত্তি ছিল না আমরা জানি। একথা কি মুখ্যমন্ত্রী এবং সেচমন্ত্রী জানেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জনাব নুরুল আমীন ডাঃ রায়কে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন যে, যদি ফরাক্কা ব্যারেজ হয় তা হ'লে পূর্ব পাকিস্তানের সুবিধাই হবে, কারণ যে পরিমাণ জল পদ্মার ভিতর দিয়ে গিয়ে প্রতি বছর পূর্ববঙ্গে বন্যার সৃষ্টি করে সেই জলপ্রবাহ ও স্রোত নিয়মিত হবে, তাতে পূর্ববঙ্গের মঙ্গলই হবে। তা হ'লে একথা কি সত্য যে, পশ্চিম বাংলা সরকারই এ বিষয়ে টালবাহানা করছেন? কিন্তু আজকে কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন রাজ্যসরকারকে জল দিচ্ছেন যার ফলে নাকি পাকিস্তান আপত্তি জানিয়েছে—এই কথা সত্য কিনা? মিঃ স্পীকার, স্যার, মুখ্যমন্ত্রী ও সেচমন্ত্রীকে আমি জিজ্ঞাসা করি, চর নুরপুর যার কথা মাননীয় সদস্য যতীন চক্রবর্তী এই হাউসে উত্থাপন করেছেন—এই চর নুরপুর পাকিস্তানী সৈন্য দখল ক'রে ব'সে আছে। একথা তাঁদের জানা আছে কিনা? এবং যদি চর নুরপুর পাকিস্তানী সেনারা দখল ক'রে থাকে তা হ'লে কি কোনদিন ফরাক্কা ব্যারেজ হ'তে পারবে? তা হ'লে কি ফরাক্কা ব্যারেজের কার্য ব্যাহত হবে না? একথা কি তাঁরা জানেন? এবং তার প্রতিবিধানের জন্য তাঁরা কি করেছেন সেটা আমি জানতে চাচ্ছি। মিঃ স্পীকার, স্যার, আরও গুরুতর কথা আছে। গত জুন মাসে এখানে সর্বসম্মতিক্রমে ফরাক্কা ব্যারেজ সম্পর্কে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। তারপর মুখ্যমন্ত্রী দিল্লীতে গিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন, এবং কেন্দ্রীয় সেচদপ্তর ও পাওয়ার দপ্তর এবং বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন। আমরা শুনতে পেয়েছি সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে একটা প্রস্তাব করা হয়েছিল যে, একটা হাই পাওয়ার মিনিস্টেরিয়াল কমিটি করা হোক ফরাক্কা ব্যারেজ স্কীম স্যাংশন দেওয়া না দেওয়া সম্পর্কে এবং আরও জানতে পেরেছি আমাদের মুখ্যমন্ত্রী সেই প্রস্তাবে রাজি হয়ে এসেছেন। এটা সত্য কিনা? এটা যদি সত্য হয় তা হ'লে কি আমরা বুঝব না যে ফরাক্কা ব্যারেজ সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীর আন্তরিকতা নাই? এবং ফরাক্কা ব্যারেজ প্রস্তাবকে বিলম্বিত করবার জন্য যে প্রচেষ্টা চলেছে সেই প্রচেষ্টাকে মুখ্যমন্ত্রী সমর্থন জানিয়েছেন? আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এবং সেচমন্ত্রীর কাছে স্পষ্ট জবাব জানতে চাচ্ছি। তারপর, মিঃ স্পীকার, স্যার, ভারতবর্ষে যেসমস্ত বড় বড় প্রোজেক্ট এই পর্যন্ত সংগঠিত হয়েছে, যাদের নাম করেছি—এই ডি ভি সি, কোশী, ভাকরা-নাঙ্গাল, হীরাকুদ ইত্যাদি—এই সব প্রোজেক্টগুলির স্যাংশন কি

তাদের টেকনিক্যাল ইনভেস্টিগেশন সম্পূর্ণ হবার পূর্বেই পাওয়া যায় নি? এ সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী ও সেচমন্ত্রীর কি বলবার আছে আমি জানতে চাচ্ছি। এখানে বলা হচ্ছে এস্টিমেট স্থির করবার জন্য আরও টেকনিক্যাল ইনভেস্টিগেশন দরকার। দামোদর বলুন, হীরাকুদ বলুন আর যে-কোন প্রোজেক্টএর কথাই বলুন, ভাকরা-নাঙ্গালই বলুন, এগুলিতে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা খরচ হয়ে গেল টেকনিক্যাল ইনভেস্টিগেশনএর আগে, কোন প্রোজেক্টএর বেলাতেই এই ধরনের মনোভাব দেখানো হয় নি যে মনোভাব ফরাক্কা ব্যারেজ সম্বন্ধে দেখানো হচ্ছে। এটা অত্যন্ত দুঃখের কথা যে, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এটা মেনে এসেছেন এবং প্রশ্রয় দিচ্ছেন এই মনোভাবকে। এই প্রোজেক্ট সম্বন্ধে আমি আরও বলতে চাই যে, এই প্রোজেক্ট সম্বন্ধে যে ডাটা পাওয়া গিয়াছে আমি যে প্রোজেক্টগুলির নাম করেছি তাদের সম্বন্ধে এত ডাটা পাওয়া নি সেইসব প্রোজেক্টগুলি স্যাংশন করার পূর্বে এ সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী এবং সেচমন্ত্রীর কিছু প্রতিবাদ করবার আছে কিনা আমি জানতে চাই। তারপর মিঃ স্পীকার, স্যার, ১৯৫৬ সালের একটি কেন্দ্রীয় আইনের প্রতি আমি মুখ্যমন্ত্রী ও সেচমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই......সেটি হ'ল রিভার বোর্ডস অ্যাক্ট, ১৯৫৬। এই রিভার বোর্ডস অ্যাক্টএর ৪নং ধারা অনুযায়ী কি কেন্দ্রীয় সরকারকে পশ্চিমবঙ্গ-সরকার কোন নোটিস দিয়েছেন? আমি ৪নং ধারাটা পড়ে শোনাতে চাই। ৪নং ধারায় বলা হচ্ছে—

> The Central Government may on a request received in this behalf from a State Government or otherwise by notification in the Official Gazette establish a River Board for advising the Governments interested in relation to such matters concerning the regulation or development of an inter-State river or river valley or any specified part thereof and for performing such other functions as may be specified in the notification and different Boards may be established for different inter-State river or river valley.

আমার বক্তব্য হ'ল, এই যে বলা হচ্ছে—

> "the Central Government may, on a request received in this behalf from a State Government."

এখানে কি আমাদের স্টেট গভর্নমেন্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে অনুরোধ জানিয়েছেন একটা রিভার বোর্ড গঠন করা হোক বলে? যদি গঙ্গা সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ-সরকার রিভার বোর্ড গঠনের অনুরোধ জানিয়ে থাকেন তা হ'লে তার পরিণতি কি হয়েছে আমি জানতে চাচ্ছি। এই রিভার বোর্ড গঠনের প্রয়োজনীয়তাবোধ কি সেচমন্ত্রী করেছেন এবং অনুরোধ জানিয়েছেন কিনা?

[5-40—5-50 p.m.]

প্রথমত হ'ল এই ধারা অনুযায়ী তাঁরা রিভার বোর্ড গঠন করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছেন কিনা এবং সে সম্পর্কে অনুরোধ জানিয়েছেন কিনা এবং অনুরোধ জানিয়ে থাকলে তার কি পরিণতি হ'ল জানাবেন। একথা এজন্যে তুলছি আজকে গণ্ডক, কোশী, চম্বল, রিহান্ড প্রোজেক্ট সম্পর্কে যে আশঙ্কা প্রকাশ করেছি সেই আশঙ্কা থেকে বাংলাকে মুক্ত করতে হ'লে গঙ্গার জলকে যাতে তারা বেঁধে নিয়ে সর্বনাশ ক'রে না দেন তা দেখতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের যদি এই সচেতনতা থাকত তা হ'লে অনেক বছর আগেই রিভার বোর্ড অ্যাক্টের চার ধারা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারকে নোটিস দিতেন, অনুরোধ জানাতেন। আমি জানতে চাইছি তাঁরা সেই নোটিস দিয়েছেন কিনা এবং দিয়ে থাকলে কবে দিয়েছেন এবং তার পরিণতি কি হয়েছে। যদি নোটিশ না দিয়ে থাকেন আমি বলব পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের ফরাক্কা ব্যারেজ সম্পর্কে কোন আন্তরিকতা নেই এবং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টএর কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন অন্য রাজ্যের স্বার্থের কাছে বাংলার স্বার্থকে বিসর্জন দিয়েছেন। পশ্চিম বাংলার ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্টএর স্বার্থকে এবং অন্যান্য সকল স্বার্থকে, সারা ভারতবর্ষের স্বার্থকে তাঁরা বিসর্জন দিয়েছেন ইউ পি এবং বিহার রাজ্যের স্বার্থের কাছে। যদি রিভার বোর্ড গঠন সম্পর্কে কোন নোটিস না দিয়ে থাকেন তা হ'লে এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে আমি স্পষ্ট জবাব চাইছি—আমি জানতে চাইছি তাঁরা রিভার বোর্ডের ব্যাপারে নোটিস দিয়েছেন কিনা, দিয়ে থাকলে কবে দিয়েছেন এবং তার পরিণতি কি হয়েছে?

তারপর মিঃ স্পীকার, স্যার, আমার সর্বশেষ কথা হ'ল এই যে, পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের যদি আন্তরিকতা থাকে, যদি তাঁরা মনে করেন যে, ফরাক্কা ব্যারেজ না হ'লে বাংলাদেশের সর্বনাশ হবে তা হ'লে তাঁদের আরও তৎপর হ'তে হবে। তাঁদের প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ রয়েছে ঐখানে যেখানে তাঁরা সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানএ ৩০ কোটি টাকা ধার্য ক'রে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। কেন্দ্রীয় সরকার বলছেন ওটা সেন্ট্রাল সাবজেক্ট। আমার বক্তব্য এই যে, আজ ডাঃ রায়ের এবং তাঁর কেবিনেটের সমস্ত সদস্যদের পরীক্ষা দেবার সময় এসেছে যে, এ সম্বন্ধে তাঁদের আন্তরিকতা আছে কিনা। বাংলাদেশকে বাঁচাবার জন্যে, সারা ভারতবর্ষের সামগ্রিক [illegible] ও আর্থনীতিক স্বার্থকে বাঁচাবার জন্যে যদি তাঁদের আন্তরিকতা থাকে তা হ'লে তাঁরা [illegible]ন যে, যদি ফরাক্কা ব্যারেজ না হয় তা হ'লে মন্ত্রিসভা থেকে তাঁরা ইস্তফা দেবেন। তাঁরা পরিষ্কার ক'রে বলুন, একটা সময় নির্দিষ্ট ক'রে বলুন, বলুন যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যে যদি এটা না করা যায় তা হ'লে অন্তত থার্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানের অন্তর্ভুক্ত [illegible]কে করা হবে এবং তা যদি না হয় তা হ'লে তাঁরা রেজিগনেশন দেবেন; বাংলাদেশের সর্বনাশ করার জন্যে কেন্দ্রীয় সরকারের চেষ্টায় তাঁরা সাহায্য করবেন না। এইভাবে তাঁরা যদি দাঁড়ান তা হ'লে বুঝব তাঁদের আন্তরিকতা আছে। ফরাক্কা ব্যারেজের ব্যাপারে কোন পলিটিক্যাল প্রশ্ন তুলতে হবে না—তোলা উচিতও নয়। তার প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব বুঝে [illegible] বাংলাদেশের যে জনসমর্থন তাঁরা পাবেন সেই জনসমর্থনের সামনে কেন্দ্রীয় সরকার এবং [illegible]ান্য রাজ্যসরকার, সে বিহারই হোক আর ইউ পি-ই হোক, সকলেই মাথা নত করবে। এতে [illegible] বাংলাদেশ বাঁচবে, সারা বাংলার সাধারণ মানুষ বাঁচবে, সারা ভারতবর্ষের সামগ্রিক স্বার্থ যা আজ বিপন্ন হ'তে চলেছে তা রক্ষা পাবে।

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি গঙ্গা ব্যারেজ সম্বন্ধে প্রথমত কতকগুলি তথ্য দেব। [illegible]েক খবর হয়ত মাননীয় সদস্যরা জানেন না। এই গঙ্গা আগে ভাগীরথীর খাতে বইত। প্রায় তিন শ' চার শ' বছর হ'ল প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে এই গঙ্গা আরও পূর্বমুখী হয়ে চ'লে [illegible] যাকে আমরা পদ্মা বলি- সেই পথে। আর, ভাগীরথী তার একটা শাখা হয়ে গিয়েছে। এই চ'লে যাবার পর ক্রমশ ভাগীরথী যেখান থেকে বেরিয়েছে সেখানে পলিমাটি পড়ে পড়ে ভাগীরথীতে গঙ্গার জল আসা খুব কমে গিয়েছে। এখন বছরের মধ্যে হয়ত মাসখানেক মাস [illegible]েক জল আসে। এজন্যে ভাগীরথী ক্রমশ মজে যাচ্ছে। কারণ, জোয়ারে যে পলিমাটি সমুদ্র থেকে উঠে আসে ভাটায় সেই পলিগুলি নদীর বুকে বসে। উপর থেকে ভাল পরিষ্কার জল [illegible] বেগে বইলে ঐ পলিগুলি কেটে নেমে যেতে পারে। তখন অখণ্ড বাংলা ছিল—১৯২০-২২ সালে বাংলার ইঞ্জিনীয়াররা এই অবস্থা দেখেছিলেন, দেখে তাঁরা বলেন যে, গঙ্গায় [illegible] বাঁধ দেওয়ার প্রয়োজন আছে। ঐ যে একজন মাননীয় সদস্য স্যার উইলিয়াম উইলকক্স [illegible]বের কথা বললেন— যিনি একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এবং ইজিপ্টে নীল নদীর উপর বাঁধ [illegible] বেঁধেছেন—তিনি ১৮২৭-২৮ সালে বাংলার ইঞ্জিনীয়ারদের এই প্রস্তাব সমর্থন ক'রে [illegible]েন গঙ্গাতে একটা বাঁধ হওয়া উচিত। ১৯০৬ থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত বাংলা-সরকার নিজ ব্যয়ে এই নদীর হাইড্রোলিক অবজারভেশন—নদীর জলের গতিবেগ প্রভৃতি সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণ [illegible] এসেছেন। তারপর যুদ্ধের সময় এটা কিছুদিন বন্ধ থাকে। আবার ১৯৪৮-৪৯ সালে [illegible]ম-বাংলা সরকার ঐ পর্যবেক্ষণ শুরু করেন এবং শেষকালে পশ্চিম বাংলার ইঞ্জিনীয়াররা [illegible]নুসন্ধান ক'রে বললেন, ফরাক্কায় এই বাঁধ হ'তে পারে। এই বাঁধটির উপকারিতা কি? [illegible]কাতা বন্দরের উন্নতি এবং নদীপথে পশ্চিম বাংলা থেকে বিহার, ইউ পি-তে যাতায়াত। [illegible] রেল লাইন এবং একটা ন্যাশনাল হাইওয়ে ঐ বাঁধের উপর নির্মিত হওয়া সম্ভব। এসব [illegible]ই কেন্দ্রীয় সরকারের বিষয়, তাই অবশেষে এইসব ইনভেস্টিগেশনএর দায়িত্ব কেন্দ্রীয় [illegible]রের হাতে চলে গেল। এটা ১৯৪৯ সালের কথা। ১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৫৮ সাল [illegible]ত অবিচ্ছিন্নভাবে ঐ ইনভেস্টিগেশন চলছে। কেন্দ্রীয় সরকার চালাচ্ছেন, তবে পশ্চিম-[illegible]ার ইঞ্জিনীয়ারেরা সেই কাজ করছেন—কেন্দ্রীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে। ১৯৫০ সালে [illegible] প্রোজেক্ট রিপোর্ট তৈরি হল—সেই প্রোজেক্ট রিপোর্টটি সি ডব্লিউ পি সি তৈরি [illegible]ছেন। ওটি হ'ল কেন্দ্রীয় সরকারের সেচ ও শক্তি বিভাগের ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগ। এটা [illegible] পর এর যিনি চেয়ারম্যান ছিলেন, তিনি বললেন যে, ফরাক্কা ছাড়া আর কোথাও জল

স্থান পাওয়া যায় কিনা সেটা অনুসন্ধান করা হোক। এই কথা বলাতে আমাদের অসুবিধা হয়ে গেল এবং এটা প্রথম প্ল্যানএ আসতে পারল না তা না হ'লে প্রথম প্ল্যানে আসতে পারত। এই যে প্রোজেক্ট তৈরি হয়েছিল তাতে ছিল গঙ্গার একটি বাঁধ দেওয়া হবে এবং ভাগীরথীতে জঙ্গীপুরের কাছে আর একটি বাঁধ দেওয়া হবে আর গঙ্গা থেকে একটি ক্যানেল কেটে এনে ভাগীরথীর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হবে। তা ছাড়া গঙ্গার উপর যে বাঁধ হবে তার উপর রেল এবং রাজপথ থাকবে। ১৯৫৪ সালে সরকার গোখেল কমিটি অ্যাপয়েন্ট করলেন। মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল দাস মহাশয় বলেছেন যে, গোখেল কমিটি সুপারিশ করেছিলেন অন্য একটি বিকল্প পরিকল্পনা। কিন্তু তিনি যেটা পড়লেন ওতে আছে গোখেল কমিটি সুপারিশ করেন নি, গোখেল কমিটির কাছে অপর কেউ একটা প্রস্তাব করেছিলেন—

for examination of the Gokhale Committee. It is not a recommendation of the Gokhale Committee

কাজেই গোখেল কমিটি কোনদিন কোন বিকল্প প্রস্তাব দেন নি। এই গোখেল কমিটি ১৯৫৪ সালে নিযুক্ত হ'ল এবং তার টার্মস অফ রেফারেন্সএ ছিল—

To recast the project with all the emphasis on the port of Calcutta.

[5-50—6 p.m.]

এই যে বহুমুখী পরিকল্পনা, যার দ্বারা বহু উপকার হবে, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হোক শুধু কলিকাতা বন্দরের উপর। এইভাবে প্রস্তাব এল। ১৯৫৬ সালে গোখেল কমিটি রিপোর্ট তৈরি করলেন। কাজেই আমাদের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এটা আসতে পারল না। তারপর গোখেল কমিটির কাছ থেকে গেল সেন্ট্রাল ওয়াটার অ্যান্ড পাওয়ার কমিশনে। তাঁরা দেখেশুনে বললেন যে, এটা আরও কিছু বিদেশী বৈজ্ঞানিক এনে অনুসন্ধান করে, এবং রিপোর্ট নেওয়া দরকার। যেসব উপকারের কথা মাননীয় সদস্য শ্রীঅরবিন্দ রায় বলতে গিয়ে সংশোধনী প্রস্তাব দিয়েছেন, এইগুলির গুরুত্ব দিতে যেয়ে প্রথম গুরুত্ব দিতে হয় কলিকাতা বন্দর, তার পর কলিকাতার পানীয় জলের লবণাক্ততা, তার পর বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং জল নিকাশের ব্যবস্থা। তার পর ক্রমশ অন্যগুলি আসে, শিল্পোন্নতি, স্বাস্থ্যের উন্নতি, সেচ অনেক পরে আসে এবং সেচের সঙ্গে খাদ্যব্যবস্থা আসে। এই যে সেন্ট্রাল ওয়াটার অ্যান্ড পাওয়ার কমিশন বললেন তাতে আর একজন বিদেশী বৈজ্ঞানিক আনা হ'ল, তিনি হলেন জার্মান প্রফেসর ডাঃ ওয়াল্টার হ্যানসেন। তিনি ১৯৫৭ সালের ২২এ এপ্রিল থেকে ২১এ মে পর্যন্ত দেখলেন, দেখে চলে গেলেন, আবার ১৮ই সেপ্টেম্বর থেকে ৩০এ অক্টোবর পর্যন্ত ভারতে থাকলেন এবং তিনি ৩০এ অক্টোবর রিপোর্ট দাখিল করলেন। আর যখন তিনি বাংলা-দেশে এই সম্বন্ধে তথ্য অনুসন্ধান করতে আসেন তখন কেন্দ্রীয় সরকারকে বলে আমাদের যিনি পশ্চিমবঙ্গের নদী বিজ্ঞানাগারের অধ্যক্ষ ছিলেন, ডিরেক্টর রিভার রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ডাঃ এন কে বসু, তাঁকে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে নিযুক্ত করা হ'ল ডাঃ হ্যানসেনকে সাহায্য করবার জন্য। ডাঃ হ্যানসেন রিপোর্ট দিলেন ৩০এ অক্টোবর ১৯৫৭ সালে। ১৯৫৮ সালের এপ্রিল মাসে সেন্ট্রাল ওয়াটার অ্যান্ড পাওয়ার কমিশন এটাকে রিভাইজড ক'রে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কাছে দাখিল করলেন। তখন গভর্নমেন্ট বললেন আরদার ইনভেস্টিগেশন করতে হবে। ডাঃ হ্যানসেনের রিপোর্টএ মূলে যেসব প্রস্তাব এসেছে তাতে আরও দুই বৎসরের জন্য ইনভেস্টিগেশন করতে হবে। এখানে বলা হয়েছে যে, এই দুই বৎসর ইনভেস্টিগেশন করতে হবে, তার মানে এর ভিতর কোন কাজ করতে পারবেন না। যদিও দুইটি পথই খোলা আছে। যদি দুই বৎসর ইনভেস্টিগেশন করার পর স্থির হয় যে, এটা আমরা নেব কিনা, তা হ'লে এটা তৃতীয় প্ল্যানে আসে না কারণ তৃতীয় প্ল্যান তার মধ্যেই তৈরি হয়ে যাবে। সেইজন্য আজ যে প্রস্তাবটা এসেছে তাতে আছে যে, এই অনুসন্ধানের ওপর গুরুত্ব দিলেও কাজ শুরু ক'রে দেওয়া হবে এবং এই কাজ চলার সঙ্গে সঙ্গে ইনভেস্টিগেশন চলতে থাকুক। এই রকম প্রত্যেক প্রোজেক্টেই হয়ে থাকে যে, প্রোজেক্ট চলতে চলতে বহু ইনভেস্টিগেশন করতে হয়, বহু রদবদল করতে হয়। এটা ভাখরা-নাঙ্গালের মত বড় বড় প্রোজেক্টেও করতে হয়েছে। কাজেই এইজন্য দুই বৎসর অপেক্ষা করার প্রয়োজন আছে ব'লে আমরাও মনে করি না। এই যে এতদিন ধরে ইনভেস্টি-গেশন হয়েছে তার খরচটা শুধু দেখুন। ১৯৫৮ সনের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৩৩ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। আর এই দুই বৎসর অনুসন্ধানের জন্য যে খরচ ধরেছেন ওঁরা

হচ্ছে ১৯৫৮ সালের ১লা মার্চ থেকে ৮ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা। দুইটি মিলিয়ে হ'ল লক্ষ ৪২ হাজার টাকা। পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের ভাগে দিতে হচ্ছে অর্ধেক টাকা—অর্থাৎ লক্ষ ২১ হাজার টাকা। প্রথম যে প্রোজেক্ট তৈরি হয়েছিল ১৯৫২-৫৩ সালে তার এস্টি-মেটের মধ্যে ধরা হয়েছিল সাড়ে তিন কোটি টাকা। পুলের উপর রেলের রাস্তার জন্য। নতুন প্রোজেক্ট এখনও তৈরি হয় নি, পুরো এস্টিমেট হয় নি। আমি যা শুনেছি হয়ত আনুমানিক চ হ'তে পারে ৬ কোটি টাকা। আমরা বহু পূর্বে, ডাঃ হ্যানসেনের আসবার আগে পশ্চিম-বঙ্গ-সরকারের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়ে দিয়েছি যে, আপনারা তাড়াতাড়ি প্রোজেক্ট তৈরি করতে আরম্ভ করুন, আমরা পশ্চিমবঙ্গ-সরকার ½ ভাগ খরচ বহন করতে রাজী । তারপর, এই যে ইন্টার-স্টেট রিভার বোর্ডএর কথা বলছেন, এই রিভার বোর্ড যত শীঘ্র গঠিত হয় সেজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে চিঠি লিখেছি সেজন্য আলোচনা করছি, পারস্যু করে যাচ্ছি।

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

তারিখটা বলুন।

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

বসুন, বসুন, এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন, তারিখ নিয়ে কি করবেন? আমি একটা কথা মাননীয় জ্যোতিবাবুকে অনুরোধ করি। আবার আমরা যেন এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি ক'রে না ফেলি যাতে আরও দু'-চার বছর দেরি হ'তে পারে। ইন্টার-স্টেট রিভার বোর্ড যদি হয় এবং তার সিদ্ধান্তের উপর যদি ফরাক্কা বাঁধ গঠন নির্ভর করে তা হ'লে সেই বোর্ড গঠিত হবে, ইঞ্জিনীয়াররা নতুন স্ট্যাটিসটিকস, নতুন ডাটা যোগাড় করবেন, স্টাডি করবেন, তারপর রিপোর্ট দেবেন গঙ্গা ব্যারেজ হ'তে পারে কিনা। এতে অনেক দেরি হবে। আমরা এই ফাঁদে পা দিতে রাজী নই- ইন্টার-স্টেট বোর্ড করার জন্য লিখেছি, পারস্যু ক'রে যাচ্ছি বটে, কিন্তু ফরাক্কা বাঁধ তৈরির ব্যাপারে এই বোর্ডের জন্য অপেক্ষা করতে চাই না।

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

তারিখটা বলতে পারেন না?)

তারিখটা মনে নাই। মাস তিন-চার কি বেশি হবে।

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

এটা কি ফাস্ট ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানএ হয় নি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

ফাস্ট ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানএর মধ্যে ইন্টার-স্টেট বোর্ড আক্ট হয় নি। এখন সুনীলবাবু কথা তুলেছেন তার গুরুত্ব আছে। কিন্তু এটা আমি চাই না যে, ইন্টার-স্টেট রিভার বোর্ডএর সিদ্ধান্তের উপর এর ভবিষ্যৎ নির্ভর করুক। এই গঙ্গা ব্যারেজের সঙ্গে তাকে জড়িত করতে চাই না।

আর একটা কথা। উপরে বড় বড় প্রোজেক্ট হ'লে জল কমে যাবে ঠিক কথা। কিন্তু ডাঃ হ্যানসেন যে রিপোর্ট দিয়ে গেছেন তাতে ব'লে গেছেন, গঙ্গাতে গ্রীষ্মকালে যখন জল কমে যায় তখন যদি ২-৩ মাস ১ ফোঁটাও জল না পাওয়া যায় তা হ'লেও এই প্রোজেক্ট ঠিক থাকবে এবং আমাদের প্রোজেক্টএর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। কাজেই জল কম হ'লে পাকিস্তানের কি হবে, ইউ পি ও বিহার কতটা জল নিল তার উপর গঙ্গার বাঁধ নির্ভর করবে না। মোটামুটিভাবে ডাঃ হ্যানসেন বলেছেন— তিন মাস আগে আদৌ জল না নিতে তিনি রাজী আছেন ক্রমশ জলের পরিমাণ বাড়ায় এবং ৬০,০০০ কিউসেক পর্যন্ত দরকার হ'লে নেওয়া যাবে, এতেই কাজ চলে যাবে। একথা উঠেছে যে, ভাগীরথীর নিচের দিকে মোহনায় নতুন বন্দরের প্রস্তাব হচ্ছে এবং তা নিয়ে অনেক বিশেষজ্ঞ এসেছেন। বলা হয়েছে যে, ঐ বন্দর হয়ে গেলে কলকাতার গুরুত্ব কমে যাবে একথাও কেউ কেউ ভয় করছেন। এ নিয়ে যতদূর কাগজে পড়েছি, পরিবহণমন্ত্রীর

হাতে চলে গেছে গঙ্গা ব্যারেজ স্কীম সেচবিভাগের হাত থেকে। কেন্দ্রীয় পরিবহণমন্ত্রী একথা স্পষ্ট করে লোকসভায় বলেছেন যে, ওটা একটা উপ-বন্দর, কলকাতা বন্দরকে সাহায্য করার জন্য। কলকাতা এত বড় একটা বন্দর যা তৈরি করতে ২০০ কোটি টাকার উপর খরচ হয়েছে, সে বন্দর নষ্ট হ'তে পারে না। ভারতে ছটি বড় বন্দর আছে কিন্তু এক কলিকাতা বন্দরের মধ্য দিয়ে সারা ভারতের প্রায় অর্ধেক মাল আমদানি-রপ্তানি হয়।

আবার, তারপরেও কলিকাতা বন্দরের পিছনে যেটাকে হিন্টারল্যান্ড বলে সেখানে দ্রুত শিল্পের উন্নতি হচ্ছে। যাকে ডি ভি সি বলছেন—

it will be the Rurh of India

সেখানে দ্রুত শিল্পের উন্নতি হচ্ছে এবং কলিকাতা বন্দরে মাল আমদানি-রপ্তানির পরিমাণও দ্রুত বেড়ে চলেছে। এই কাজেই এই কলিকাতা বন্দর অন্য কোন উপ-বন্দরের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে পারে না।

[6—6-10 p.m.]

আর একটা প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে গিয়েছিল যে, গঙ্গা ব্যারেজের যদি দেরি থাকে তো দামোদর থেকে দামোদরের যে ক্যানেল করা হয়েছে দুর্গাপুর থেকে হুগলি নদী পর্যন্ত এই ক্যানেল দিয়ে জল ছেড়ে দিয়ে কলিকাতা বন্দরকে বাঁচান। এ প্রস্তাব অচল। আমরা যে পরিমাণ জল আনতে চাইছি, বা ডাঃ হ্যানসেনের যে সুপারিশ, সেই পরিমাণ জল যদি দামোদর থেকে আনতে হয় তা হ'লে তার জন্য দামোদরে ১০-১[illegible] ড্যাম করতে হবে। দামোদরে ৪টা ড্যাম হয়েছে, আর ২-৩টির বেশি ড্যামসাইট নাই। [illegible] ১১টা ড্যাম করলেও দামোদরে অত জল থাকবে না। দামোদরের জল গ্রীষ্মকালে শুকিয়ে যায়। কাজেই এই প্রস্তাব চলতে পারে না। আর কলিকাতাকে টিউবওয়েলের জল খাওয়ান এবং টিউবওয়েল ক'রে ইঞ্জিনের জল দেওয়ার প্রস্তাবও অচল। যদি গঙ্গার বাঁধ আদৌ না হয়, তা হ'লে প্রতি বৎসর বালি পড়তে পড়তে একদিন কলিকাতা ও গঙ্গা সমভূমি হবে। এদিকে টিউবওয়েলে বেশি জল দিতে গেলে সমুদ্রের নিচের জল টেনে আনবে ও লোনা হয়ে যাবে। ইতিমধ্যে দুই-একটা বড় টিউবওয়েলে সে লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। কাজেই এইভাবে এই সমস্যার সমাধান হ'তে পারে না। একমাত্র উপায় হচ্ছে উপর থেকে গঙ্গার পরিষ্কার ও মিষ্টি জল যদি তোড়ে ভাগীরথীর খাতে আসে, তা হ'লে সেই জলের সঙ্গে মিশে স্যালাইনিটির ডেনসিটি কমে যাবে। এ ছাড়া এটা পরিবর্তন করার বা স্যালাইনিটি কমাবার উপায় নাই। দেখা যাচ্ছে গঙ্গার দ্রুত অবনতি হচ্ছে, লবণাক্ততা দ্রুত বেড়ে চলেছে। সুতরাং এটার যে আশু সমাধান দরকার, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমি এইটুকু বলতে চাই যে, বাংলা-সরকার এ বিষয়ে বিশেষভাবে অবহিত আছেন। ভারত-সরকারের সঙ্গে পত্রালাপ চলছে। মুখ্যমন্ত্রী এবং সেচমন্ত্রী দিল্লী গিয়ে এই নিয়ে বারবার আলোচনা করেছেন। তবে কোন কোন কারণে তাঁরা দেরি করছেন। তাঁরা পর পর কমিটি নিয়োগ করছেন, যেটা ৪০ কোটি টাকার পরিকল্পনা ছিল সেখানে ৫৫-৬০ কোটি টাকা হয়ে দাঁড়াবে। কাজেই এ সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকার খুব বেশি নিশ্চিত হ'তে চান বিভিন্ন স্পেশালিস্টএর মত গ্রহণ ক'রে। আমার মনে হয় যে, গঙ্গার বাঁধ তৈরির কাজ আরম্ভ করার এখন সময় এসেছে। ডাঃ হ্যানসেন একজন বড় নদীবিজ্ঞান বিশারদ। তিনি সুস্পষ্টভাবে বলে গিয়েছেন যে, ভাগীরথী বা হুগলি নদীকে বাঁচাতে হ'লে দুটি বিকল্প উপায় গ্রহণ করতে পারা যায়। একটি ড্রেজিং ক'রে রাখা, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে উপর থেকে গঙ্গার জল নিচে ভাগীরথী-হুগলির খাতে নিয়ে আসা। ডাঃ হ্যানসেন বলেছেন প্রয়োজনমত ড্রেজিং করা সম্ভব নয়। আজকাল ড্রেজিং ক'রে সেই ঘোলা জল নদীতেই ছেড়ে দেওয়া হয়। মাটি তুলে নদীর দুধারে দেওয়া সম্ভব নয়, কেননা দুধারেই বহু শহর গড়ে উঠেছে। কাজেই এটা প্র্যাকটিক্যালি সম্ভব হবে না। তাই তিনি বলেছেন, আর এটা অবিলম্বে আরম্ভ করা দরকার। সরকার এবং বিরোধীপক্ষ সকলে মিলে সমবেতভাবে কেন্দ্রীয় সরকারকে জানাতে হবে আর বিলম্বের কারণ নাই। কি এমন গোপন কারণ আছে? যদিই বা গোপন কারণ কিছু থাকে সেটা কেন্দ্রীয় সরকার তাঁদের কাছে রাখতে পারেন। কিন্তু যে কারণেই হোক না কেন গঙ্গা ব্যারেজের প্রাথমিক কাজ শুরু ক'রে দিয়ে তার পরে সেইসব কারণগুলি ভিন্ন করা যায়—এই

আমের ধারণা। দু বছরের ইনভেস্টিগেশন দরকার হলে কাজটা শুরু করে দিয়ে ইনভেস্টিগেশন চালানো যায়। এটা আমার ধারণা, এ বিষয়ে আমি আপনাদের সঙ্গে হয়ত একমত হতে পারি।

চর নূরপুরের কথা বলা হয়েছে। সেটা পাকিস্তান নাকি দখল করেছে। এটা কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যাপার। চর নূরপুর ফরাক্কা ব্যারেজ থেকে অনেক নিচে। কাজেই সেই চর নূরপুরের জন্য ফরাক্কা ব্যারেজ আটকে থাকতে পারে না।

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

জ্যোতিবাবু বলেছেন এর পূর্বে দুবার প্রস্তাব পাশ হয়ে গেছে। কাজেই প্রস্তাব সম্বন্ধে এর কি করেছেন বাংলা গভর্নমেন্ট তা জানতে চাই। এই মাত্র সেচমন্ত্রী বললেন—'আমার প্রদেশ দেখা হবে বলেছেন'—সেটা তো ক্যাজুয়ালি বলেছেন। সুতরাং এই উদ্দেশ্যে কি করেছেন এই কথা জানতে চাই।

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

আমার তারিখ মনে নাই। আগে বহুবার আমরা দিল্লী গিয়েছি, মুখ্যমন্ত্রীও গিয়েছেন, এই সমস্যা নিয়ে বহুবার কথা হয়েছে, সেখানে আলোচনা হয়েছে।

Sj. Sunil Das:

চর নূরপুর সম্বন্ধে মাননীয় সেচমন্ত্রী যা বললেন তা আমার কথার জবাব নয়। আমি চাই সেটা ফরাক্কার ডাউন স্ট্রীমএ। চর নূরপুর যদি পাকিস্তানের দখলেও থাকে তা হলে ফরাক্কা ব্যারেজ ব্যাহত হবে কিনা।

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

না, হবে না,।

Sj. Jyoti Basu: Mr. Speaker, Sir, just a few words by way of reply. I am happy that the Irrigation Minister agrees with us with regard to the immediate execution of the scheme and sanction by the Government of India, because this is one of those rare occasions when it seems that the Government and we in the Opposition can agree. But unfortunately I am sorry that the Chief Minister is not here to give us more information if there is more information which I had sought earlier in my speech. I know that the Irrigation Minister also had been to Delhi on a few occasions, but I really do not know anything, for instance, about the fate of those resolutions which we adopted in this House unanimously in 1952 and thereafter I think at the end of 1957 or sometime this year, 1958, when with those resolutions in their hands they had been to Delhi to place those resolutions before the Planning Commission and the Government of India. We have been given no information with regard to that or whether our unanimous resolutions had just been sent on by the Assembly office and relegated to the waste paper basket in Delhi somewhere by some Minister or Deputy Minister or by some officer. We have been given a lot of history by the Irrigation Minister about this particular scheme, but as yet we do not know, for instance, whether they will accept our suggestion for a deputation. If they are so serious I do not know, as Subodh Babu has stated, whether they will resign or they will put some other pressure. Mr. Speaker, could they not on this occasion get together with us in the Opposition, take some members from the Opposition and lead a deputation to the Planning Commission and the Government of India where we could discuss with them and bring back that news for the people of West Bengal as to what the intentions of the Government of India are with regard to this matter? Unfortunately on this matter also the Minister is silent.

Lastly, with regard to the inter-State river valley board I had never thought neither was it our intention in the resolution to state that the sanction to the scheme would depend on the Inter-State River Board. My idea was that the scheme should be sanctioned immediately within the next two years.

[6-10—6-20 p.m.]

Sir, the work should start and together with that an Inter-State River Board is an absolute necessity, as the Minister himself will realise, and he has also stated that they have written in this connection. Anyway, I do not insist on this point as the statement has already been made by the Irrigation Minister. So, I am willing to accept the amendment suggested from the other side All the same, I would request you, Sir, I do not know whether the Minister is in the House, to convey to him our desire that, in order to add emphasis, a deputation should wait upon the Government of India, a deputation composed of the representatives of the Government and Opposition members.

Mr. Speaker: I will now put the resolution of Sj. Jyoti Babu, as amended by the insertion of the two amendments of Sj. Arabinda Roy and Dr. Suresh Chandra Banerjee, to vote.

Sj. Jyoti Basu: Have you recepted my first suggestion that the resolution along with all the speeches.

Mr. Speaker: You wanted that the speeches made in vernacular should be translated and forthwith transmitted to the Central Government along with the resolution That has been noted.

The motion of Sj. Jyoti Basu, as amended by the amendments of Sj. Arabinda Roy and Dr Suresh Chandra Banerjee—

"That this Assembly notes with regret that the Farakka Barrage has not yet been included in the Second Five-Year Plan and it expresses its deep concern at the reported decision of the Government of India to have further investigations for two years even after the scheme has been repeatedly examined and recommended by different experts including Dr. Hansen which may mean that this scheme may not find place even in the Third Five-Year Plan, and

This Assembly is of opinion that for improving the food situation in West Bengal, for improving irrigation and drainage facilities in the State, for improving health conditions, for the expansion of industry and trade, for saving the Calcutta Port by improving the now fastly deteriorating river Hooghly-Bhagirathi, for maintaining the supply of drinking water in Calcutta by keeping down salinity, for facilitating irrigation in the neighbouring districts of Murshidabad and Malda and for making possible an all-weather water route from Calcutta to Bihar and U.P. and the construction of a rail-road link between South Bengal and North Bengal and for various other reasons, the Farakka Barrage scheme cannot be delayed any more for any reason whatsoever, and

This Assembly is further of opinion that the Farakka Barrage scheme should be included in the Third Five-Year Plan if not taken up in the Second Five-Year Plan and for this purpose the Government of India be requested to take preliminary steps from now in this regard;

was then put and agreed to.

Mr. Speaker: *Now comes the fourth resolution which is the subject-matter of a certain amount of controversy. As regards this resolution, rule 92 of our Legislative Assembly Procedure Rules is attracted, and in this particular matter the Minister concerned has to be consulted by the* Speaker by reason of the rule itself. I consulted the Minister in question, but the Minister takes into account that 21 days' notice has not been given. Now, I have no power under the rules to relax this rule. If I had the power, I might have stretched the point, but under the rules I have no power whatsoever.

Dr. Ranendra Nath Sen:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনি আমাকে কিছু বলবার অনুমতি দিয়েছেন কিন্তু আপনি তার মধ্যে যেকথাটা বললেন সেটার সম্বন্ধে আমি রুল ৯২ থেকে কিছু অংশ আপনার সামনে তুলে ধরতে চাই। এখানে বলছে—

"Provided that the Speaker, with the consent of the Minister-in-charge of the Department to which the resolution relates, may allow a resolution to be entered on the list of business at shorter notice than twenty-one days"

এতে আপনি ইতিমধ্যে এটাকে লিস্ট অব বিজনেসএর মধ্যে এণ্টার করেছেন। আমরা এতদিন যাবত লেজিসলেটিভ অ্যাসেমব্লিতে দেখছি যে, কোন রেজলিউশন অথবা কোন অ্যামেন্ডমেন্ট অথবা কোন কিছু যদি লিস্ট অব বিজনেসএ আলোচনা করা হয় তা হলে স্পেশাল পয়েন্ট হিসাবে সেটায় লেখা থাকে যে, এটা এখনও অ্যাডমিটেড হয় নি, পরে এর ভাগ্য নির্ণীত হবে। এবার এটা ফাইনাল লিস্ট অব বিজনেসের মধ্যে এসেছে অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে লিস্ট অব বিজনেসের মধ্যে এল, অ্যাসেমব্লি এতদিন চলল, অথচ এর আগে কোনদিনই এরকম হয় নি —কিন্তু আজকে হঠাৎ চিঠির মারফত আমাকে জানানো হচ্ছে যে, মিনিস্টারের কনসেন্ট নেই। এর আগে আমি জানতে পারি নি আপনার অফিস থেকে কিংবা সেক্রেটারি মিঃ মুখার্জি—তাঁর চিঠি এখানে পেলাম তাঁর কাছ থেকেও জানতে পারি নি। সুতরাং আমাদের যেটা আশংকা হচ্ছে সেটা হচ্ছে নিশ্চয়, আগেই বলেছেন যে, নানাভাবে প্রেসার আসার ফলে এই ডিসক্রিমিনেশন হচ্ছে। যতগুলি রেজলিউশন লিস্ট অব বিজনেসে তোলা হয়েছে এ পর্যন্ত কোন রেজলিউশন ২১ দিনের যে প্রভিসন আছে, সেই প্রভিসন ফুলফিল করে নি অথচ প্রত্যেকটাই লিস্ট অব বিজনেসে উঠেছে। আজকে হঠাৎ কেন এটা বলা হচ্ছে তা বুঝতে পারছি না। এটা একটা জরুরি বিষয়। গভর্নমেন্ট সার্ভিস কন্ডাক্ট রুলস-এর সমালোচনা হবে, সেজন্য আপনি যে-কোন কারণেই হোক, আমি বলব আন্ডার ডিউরেশ এই ডিসক্রিমিনেশন করছেন।

Mr. Speaker: Please do not say "under duress". I have nothing to do with your Minister or Chief Minister. There is nobody in the House who can exercise duress upon me nor do I tolerate it.

Dr. Ranendra Nath Sen:

আমাদের এটা মনে হয়েছে বলেই বলছি।

Mr. Speaker: Your Secretary Sj. Ganesh Ghosh came to me a week ago and it was pointed out to him as to why this resolution could not be allowed. He is not present in the House. If he had been present you would have known that it is not a last minute surprise.

Dr. Ranendra Nath Sen:

গণেশবাবু অসুস্থতার জন্য অনুপস্থিত আছেন। তাঁকে আপনি কি বলেছেন না বলেছেন তা আমি জানি না। আপনি আমাকে এক্সপ্লেইন করবেন, আপনি হয়ত এটা আপনার প্রতি অসম্মান মনে করছেন। আজকে বললেন যে, কোয়েশ্চেনস হবে, গণেশবাবুর সঙ্গে কথা হয়েছে কিন্তু আমি জানি গণেশবাবুর কাছ থেকে আমি কালকে খবর নিয়েছি যে কোয়েশ্চেন

হবে না। তারপরে আপনি কনসীড করলেন কেবল সেকথা বলি নি—সেটা আপনার আগে বলা উচিত ছিল। এখানেই তো আপনার পার্সিয়ালিটি, ইম্পার্সিয়ালিটি চ্যালেঞ্জড্ হয়ে যায়। আমি আবার অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে একথা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, গণেশবাবুর সঙ্গে আমি কথা করেছি কিন্তু গণেশবাবু বলেছেন যে, ডেফিনিটলি এরকম কথা হয় নি।

Mr. Speaker: You may say that with all the emphasis. I deny it with equal emphasis.

[6-20—6-30 p.m.]

Dr. Ranendra Nath Sen:

সুতরাং আমি বলছি এই ডিসকাশনটা আপনি চালাতে দিন।

আমি বলছি আপনি এটার ডিসকাশন বন্ধ করতে পারেন না। এটা খুব প্রয়োজনীয় ব্যাপার। এটা নিয়ে এই অ্যাসেম্বলিতে বহুবার আলোচনা হয়েছে—প্রশ্নোত্তরে আমরা জিজ্ঞাসা করেছি এবং বাজেটের আলোচনার সময়ও এ নিয়ে অনেক কথা এই অ্যাসেম্বলিতে উঠেছে। ডাঃ রায় বলেছিলেন সার্ভিস কন্ডাক্ট রুলস পরিবর্তন করা হবে—একথা অ্যাসেম্বলি রেকর্ডসএ রয়েছে। আজকে যদি আমরা সেই রেজলিউশন নিয়ে আসি এবং গভর্নমেন্টের তরফ থেকে মিনিস্টার-ইন-চার্জ যদি তাতে কনসেন্ট না দেন এবং তাঁর যদি সেই সাহস না থাকে তা হলে অত্যন্ত দুঃখের কথা। এখানে আমরা এমন কিছু বলি নি, আমরা বলেছি একটা অ্যাডভাইসরি বোর্ড করা হোক যে বোর্ডে অ্যাসেম্বলির বিভিন্ন দলের লোক নেওয়া হবে সার্ভিস কন্ডাক্ট রুলস পরিবর্তন করার জন্য। তখন আপনিও ডিসঅ্যালাউ করেন নি।

Sj. Jyoti Basu:

স্পীকার, স্যার, শ্রীরণেন সেন মহাশয় যেকথা বললেন আমি সেটা সমর্থনযোগ্য বলে মনে করি। কারণ আমরা এখানে বরাবরই দেখেছি পুরানো কাগজ যদি আপনি দেখেন তা হলে দেখবেন কোন জিনিস যদি আপনি অ্যাডমিট না করেন তা হলে লেখা থাকে যে এখনও অ্যাডমিটেড হয় নি, পরে হবে। বহুবার আমরা দেখেছি বৈদেশিক নীতির ব্যাপারে আমরা প্রস্তাব এনেছিলাম দুই-একবার সেগুলি কাগজে উঠেছে, ছাপিয়ে দেওয়া হয়েছে কিন্তু উপরে লেখা থাকত যে, এগুলি এখনও অ্যাডমিটেড হয় নি। কিন্তু এখানে তা হয় নি লিস্ট অফ বিজনেসএ আপনি এন্টার করে দিয়েছেন। আমরা ভেবেছিলাম যে, এতে নিশ্চয়ই আপত্তি হবে না। আর আমরা আজ শুনে স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছি যে, মুখ্যমন্ত্রী একটা টেকনিক্যাল জিনিস তুলে আপত্তি করছেন। মুখ্যমন্ত্রী এখানে নেই। আমরা বলেছিলাম যে, আমরা এটা তুলব। আপনাকে বলেছিলাম যে, আমাদের আপনি সময় দেবেন। এবং তিনি জানেন যে, এটা আমরা তুলব। অথচ তিনি জেনেশুনে এখান থেকে চলে গেলেন। এটা কি খুব শোভন? এইরকম ব্যবহার করা? ও'র কি কোন বক্তব্য নেই? আমরা তাঁর মুখ থেকে শুনতে চাই, আপনার সঙ্গে তো আমাদের কোন ঝগড়া নেই। আমরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে শুনতে চাই। তাঁকে ডেকে আনবার ব্যবস্থা করুন। আমার কথা হচ্ছে, স্যার আপনি ভুল করে হউক, ঠিক করে হউক লিস্ট অফ বিজনেসএ এটা এন্টার করিয়েছেন সেইজন্য অন্ততপক্ষে মুখ্যমন্ত্রীর মাথা হেঁট করে মেনে নেওয়া উচিত আপনার কাছে যে, আপনি যদিও ভুল করে থাকেন তা হলেও আলোচনা করতে দেবেন। আমি বলতে চাই মুখ্যমন্ত্রী এতদিন ধরে এই হাউসে আছেন এইটুকু উনি কি জানেন না? ও'র কি স্পীকারের প্রতি এইটুকু শ্রদ্ধাও নেই? যাই হউক দেখছি উনি এসেছেন। আমি ডাঃ রায়কে বলছি শুনতে যে, আজকে যে ৪ নম্বর প্রস্তাব লিস্ট অব বিজনেস এসেছে এটা আমরা ধরে নেব এটা উইথ দি কনসেন্ট অফ দি মিনিস্টার কনসার্নড। কারণ ২১ ডেজএর মধ্যে হয় নি। ২১ দিনের নোটিসের কম যদি হয় তা হলে স্পীকারের মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে লিস্ট অফ বিজনেসএ তিনি দিতে পারেন। লিস্ট অফ বিজনেসএ যখন দেওয়া হয়েছে তখন আপনি কোন ক্ষমতায় এটা কেটে দেবেন? আপনি হয়ত গায়ের জোরে অ্যাসেম্বলি বন্ধ করে দিতে পারেন, সে ক্ষমতা আছে কিন্তু কোন যুক্তি দিয়ে আপনি এটা বন্ধ করতে পারেন না। আমি জানি এটা ভুল হয়েছে কিন্তু ভুলও যদি হয়ে থাকে তা হলে মুখ্যমন্ত্রীর এটা মেনে নেওয়া উচিত যে, স্পীকারের যদি

ভুল হয়ে থাকে তা হ'লে সেইজন্য বলুন বা স্পীকারের প্রতি শ্রদ্ধা বলুন এটা এই হিসেবে মুখ্যমন্ত্রীর মেনে নেওয়া উচিত যে. আজকে এটা আলোচনা হউক যখন এটা ভুল হয়ে গেছে। আমি বুঝতে পারি না এতে ক্ষতি কি? আমাদের আলোচনা কি আপনি বন্ধ করতে পারেন? আপনি হয়ত বলতে পারেন যে, আমি কোন জবাব দেব না। আপনি বলতে পারেন ভোটের জোরে যে, এই প্রস্তাব আমি মানি না। আমরা অ্যাডভাইসরি বোর্ডএর কথা বলছি যে, অ্যাডভাইস আপনারা ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটএ ফেলে দিতে পারেন। এইটুকু মাত্র আলোচনা করতে আমরা চাচ্ছিলাম, আপনি বলছেন দেবেন না। আমি জিজ্ঞাসা করি মুখ্যমন্ত্রীকে যে, আপনি কাট মোশনএর সময় কি ক'রে আটকাবেন? আপনি আমাদের মুখ বন্ধ করতে পারবেন না, সে ক্ষমতা আপনারও নাই, স্পীকারের নাই। আমরা বক্তৃতা দেব, আপনি হয়ত জবাব না দিতে পারেন। সে তো আপনি সব সময় করতে পারেন। যাক, আমি স্যার, জানতে চাই মুখ্যমন্ত্রী যে আপনাকে চিঠি লিখেছিলেন তার মধ্যে আর কোন কথা আছে কিনা? আমি শুনেছি যে, হয় ১২তে না হয় ১৩তে ও'রা বাধা দেবেন পাবলিক ইন্টারেস্টএ। মুখ্যমন্ত্রী যে বলছেন ২১ দিনের নোটিস দাও নি। এটা কি বলতে মুখ্যমন্ত্রীর লজ্জা করল না? স্পীকার মহাশয় আপনি বলুন যে কোন ব্যাপারে এই যে নীল বইটাতে এতগুলি কথা লেখা আছে সেটা ও'রা মেনে চলেন? অ্যাসেম্বলির নোটিস দেওয়ার ব্যাপারে? অন্তত আগেকার দিনে আমার মনে আছে মুসলিম লীগ আমলে ২০-২১ দিন আগে আমরা নোটিস পেয়েছি। আমি জিজ্ঞাসা করি, এবার এ'রা কতদিনের নোটিস দিয়েছেন? ১০ দিনের নোটিস ও'রা দেবেন আর আমাদের বলবেন ২১ দিনের নোটিস দিতে হবে। আপনি আমাকে ৯ দিনের নোটিস দিয়ে বললেন অ্যাসেম্বলি বসবে এর জন্য আমার সমস্ত অ্যাপয়েন্টমেন্ট ক্যানসেল করতে হ'ল। অথচ আপনি আজকে এই শর্ত নিচ্ছেন যে, ২১ দিনের নোটিস না দিলে হবে না। এর মতন ঘোরতর অন্যায় আর কিছু হ'তে পারে? সেইজন্য আমি বলছি, স্পীকার মহাশয়, যে হয়ত ডাঃ রণেন সেন, আপনাকে কড়া কথা বলেছেন... .

Mr. Speaker:

কিন্তু ডাঃ সেন উইল সি দ্যাট যে, কড়া কথা বললেই চলে না, সেটার ভিত্তি থাকা চাই। there must be some substance of truth in it.

Sj. Jyoti Basu:

কাগজপত্রই তো ভিত্তি। আমি জিজ্ঞাসা করছি, গণেশ ঘোষ আমাকে দু'টি কারণের কথা বলেছিলেন, তা হ'লে উনি দু'টি কারণের কথা কোথা থেকে শুনলেন যে, ১২তে না হ'লে ১৩তে আসবে। যাই হউক এটা আমি আপনাকে বলছি না, আমি মুখ্যমন্ত্রীকে বলছি যে, কোন ব্যাপারে কোন কিছু তাঁরা মানছেন না। হঠাৎ একটা প্রস্তাবের উপর তিনি বললেন যে, ২১ দিনের নোটিস দিতে হবে। এ ফাঁকি কেন? এইটুকু সৎসাহস নেই যে বলুন উনি—হ্যাঁ, আমার ক্ষমতা আছে, আমি তা দেব না আলোচনা করতে। কিন্তু সে সৎসাহস কোথায়, সেটা করলে আমি ও'কে শ্রদ্ধা করতাম। অথচ গান্ধীজীর কথা একটু আগে বললেন। অথচ একটা সত্যি কথা বলার সৎসাহস নেই। বলুন—আমার এমপ্লয়ীজদের ব্যাপারে যত অন্যায় যত অবিচারই করি সেসব আলোচনা এখানে হ'তে দেব না। এটাই তো চেয়েছিলাম। যা যা করছেন সেটাই মুখে বলুন।

সেইজন্য আমি, স্যার, আপনার কাছে আবেদন করছি যাতে আপনি মুখ্যমন্ত্রীকে পারসুয়েড করতে পারেন এবং আমরা যাতে আলোচনা করতে পারি তার ব্যবস্থা করুন। তা না হ'লে বলব যে, আমাদের যে অধিকার সে অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে পাবলিক ইন্টারেস্ট ব'লে। সামান্য একটা অ্যাডভাইসরি বোর্ডের ব্যাপার নিয়ে। শেষ কথা বলছি যে, স্যার, আপনি যখন লিস্ট অফ বিজনেস এলিং ক'রে ফেলেছেন তখন মুখ্যমন্ত্রীকে বলুন যাতে এটা এখানে আলোচনা হ'তে পারে।

[6-30—6-40 p.m.]

Sj. Jatindra Chandra Chakravarty:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমি এ বিষয়টা প্রথমে উত্থাপন করেছিলাম। এজন্যে বলেছি যে, ২১ দিনের যে নোটিস দিতে হয় প্রস্তাব উত্থাপন করতে হ'লে সেটা তো সব সময় হয় না।

আমার যে ৬নং নন-অফিসিয়াল রেজলিউশন তার নোটিস ১৫ তারিখে যখন হাউস শুরু হয় তখন দিয়েছিলাম এবং আপনি তা রিজেক্ট করেন, কিন্তু তার পরের দিন মঙ্গলবার আমি আপনার ঘরে গিয়ে আমার রেজলিউশন পেশ করলাম এবং আপনি তা গ্রহণ করলেন। সুতরাং একদিনের নোটিসে আপনি গ্রহণ করেছেন অথচ এই যে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে আপনি ২১ দিনের ঐ টেকনিক্যাল পয়েন্ট তুলেছেন। যে ৪নং প্রস্তাব এখানে এসেছে আমরা বুঝতে পারছি সরকারপক্ষ থেকে এই প্রস্তাব যাতে আলোচনা না হয় তার চেষ্টা চলছে। কোয়েশ্চেনের প্রশ্ন এখানে উঠে না। লিস্ট অব বিজিনেসএ কোয়েশ্চেন ডাকলেন সেখান থেকে এক ঘণ্টা সময় বের ক'রে নিলেন তার পরে যা দেখা গেল তাতে কংগ্রেসী বিশ্বস্ততা সম্পর্কে আমাদের যে সন্দেহ আছে সেটা সম্পূর্ণ ঠিক বলে মনে হচ্ছে। কোয়েশ্চেন ডাকলেন, এদিকে ২১ দিনের টেকনিক্যাল গ্রাউন্ডে কেন এই ডিসক্রিমিনেশন করলেন বুঝতে পারি না। টেকনিক্যাল পয়েন্ট তুলে এইরকম গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে কেন কনসেন্ট দেবেন না তা বুঝি না। সরকারী কর্মচারীদের সম্পর্কে যে সার্ভিস কন্ডাক্ট রুলস তা নিয়ে বিধানসভায় আলোচনা হবে না কেন? শ্রীসিদ্ধার্থ রায় যখন রেজিগনেশন দেন তখন তিনি এই বিষয়ে উল্লেখ করেছিলেন। তার পর ঐ ইস্যুর উপর নির্বাচন হয়েছে। সেই নির্বাচনে জনসাধারণ শ্রীসিদ্ধার্থ রায়ের পক্ষে রায় দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর কেন এই সাহস হয় না যে, এখানে ঐ ইস্যু আলোচনা হোক। এই যে সার্ভিস কন্ডাক্ট রুলস সেটা ইংরাজ আমলে প্রচলিত হয়েছিল তাঁরা তাই নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্যে চালু রেখেছেন। মুসলিম লীগের সময় যা চালু ছিল ইংরাজ আমলে যা চালু ছিল আজ যখন কংগ্রেস রাজত্ব যাকে ও'রা বলেন ডেমোক্রেটিক তখন কেন সেই সার্ভিস কন্ডাক্ট রুলস বদলাবার জন্য একটা অ্যাডভাইসরি কমিটির উপর ভার দিতে ও'রা রাজী নন? এই প্রস্তাব আজ যদি আলোচিত না হ'তে দেন তা হ'লে আমাদের যেটা কনস্টিটিউশনাল পন্থা আছে সেই পথে আমরা প্রতিবাদ জানাব।

Sj. Subodh Banerjee:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনি তো আপনার অসহায়তার কথা বললেন।

Mr. Speaker:

অসহায়তার কথা নয়,

I am a creature of rules.

Sj. Subodh Banerjee:

১২নং আইন দেখিয়ে আপনি বললেন যে, যেহেতু আইনে লেখা আছে যে, তিন সপ্তাহের কম সময়ের নোটিসে যদি হয় তা হ'লে মিনিস্টার-ইন-চার্জ আপত্তি করলে আপনার ইচ্ছে থাকলেও অনুমতি দিতে পারছেন না। আমি আগে বহুবার আপনাকে বলেছি যে, আইন যদি পালন করা হয় উভয়ের পক্ষে সেই আইন প্রয়োগ করা উচিত। সরকারের তরফ থেকে নোটিসের কিছুই মানে হয় না। আপনি স্বীকার করেছেন যে, আমাদের যা আইনসম্মত অধিকার তার মাথায় সরকার পা দিয়ে চলেছে, সেক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী এরকম একটা টেকনিক্যাল পয়েন্ট তুলে এই প্রস্তাবকে বাধা দেওয়া ইট ইজ নট ফেয়ার -

if I am permitted to say, it is mischievous.

শুধু তাই না, আপনি বলেছেন তিন সপ্তাহের নোটিস দিতে হবে। আপনি জানেন আমাদের সামন করা হয়েছে ১০ই ডিসেম্বর আর আজকে হচ্ছে ৬ই ডিসেম্বর। কোনদিন শুনেছেন যে, পাঁচদিন আগে সামনস ইস্যু করা হয়? লীগের মত একটা গভর্নমেন্ট যারা সব কিছু মাড়িয়ে চলত এ'রা তারও অধম। ১৫ তারিখে হাউস বসছে, ১০ তারিখে তার সামন ইস্যু হচ্ছে। এ অফিসের দোষ নয়। অফিস যেদিন পেয়েছে সেই দিনই নোটিস পাঠিয়েছে। আসল কথা অফিসও জানে না। ১০ তারিখে যদি সামন ক'রে থাকেন তা হ'লে আজ ছাব্বিশ তারিখে কি ক'রে আমরা তিন সপ্তাহের নোটিস দেব? হাউস বসবে এটা জানলে তবে আমরা নোটিস দিতে পারি। হাউস বসবে কি বসবে না সেটা কর্তার মর্জির উপর নির্ভর করে। সমস্ত বাংলাদেশই ঐ একটা লোকের মর্জির ওপর চলতে হয়। উনি থাকলে হাউস বসবে, নতুবা বসবে না। কিন্তু সত্যিই কি উনি না থাকলে হাউস বসতে পারে না?

পণ্ডিতজী না থাকলে যদি লোকসভা বসতে পারে তা হ'লে বিধানবাবু না থাকলেও এ হাউস বসতে পারে। বিধানবাবু না থাকলে হাউস বসতে পারে না সেটা হাউসের পক্ষে অপমানকর কিনা দেখুন। আমরা দশ তারিখে সামনস পেয়েছি তিন সপ্তাহের নোটিস সেখানে কি ক'রে দেব? বিধানবাবুর এটা বিবেচনা করা উচিত ছিল। বহু রেজলিউশন আমরা দিই এবং ব্রুট মেজরিটির জোরে ও'রা হারিয়ে দেন। আমাদের যেটা বক্তব্য আমরা তা বলি ও'দের যা বক্তব্য ও'রা তা বলেন। সেরকম না ক'রে যদি আলোচনাই বন্ধ ক'রে দেন তা হ'লে বুঝতে হবে যে, এই সরকারের এমন কিছু গলদ আছে যেটা সরকার লুকাতে চান প্রস্তাবের আলোচনা বন্ধ ক'রে দিয়ে। আমার তাই আপনাকে অনুরোধ—
you please impress on the Chief Minister that this resolution should be discussed.

Dr. Prafulla Chandra Ghosh: Mr. Speaker, Sir, there are two rules—rules 92 and 93. Rule 92 says "Provided that the Speaker, with the consent of the Minister-in-charge of the Department to which the resolution relates, may allow a resolution to be entered on the list of business". Sir, you have allowed it to be entered into the list of business. What you had to do you have done. Now you are functus officio. Now if the Minister likes he can object under Section 93. I do not want to go into the matter with any motive or anything like that. We are to be governed by the rules and also the Ministers. I should say, Sir, that if the Minister objects under Section 93, he can do it, and then the other procedure will follow. I would like to know about this legal point—nothing more and nothing less than that.

[6-40—6-50 p.m.]

Sj. Siddhartha Sankar Roy: Without going into the technicalities, as the Leader of the Praja Socialist Party has said, I would say as an independent member of the Assembly that I received an order of business some days ago—I think ten days ago—in which it is stated that this Resolution will be discussed today, and for the last ten days that order is being circulated. I take it that the Chief Minister is still capable of reading what is written on the order sheet. That capacity he still possesses and I take it that the other members of the Government are also not incapable of reading the order sheet. After having read what is written on the order sheet for ten days together, they never objected to this resolution on the ground of insufficiency of notice.

So, clearly just as one technicality has been raised, there is the other technicality that the rule of waiver clearly applies. I want to know from the Chief Minister whether he sent a letter to the Speaker day before yesterday protesting against the inclusion of this particular resolution in today's debate and the point that he took only day before yesterday was that 21 days' notice has not been given. I want to know, Sir whether the letter did come to you or not.

Mr. Speaker: You can be quite sure that the letter is before me. I will give out the contents of the letter to the House.

Sj. Siddartha Sankar Ray: When did it come?

Mr. Speaker: The letter is dated the 18th December, 1958.

Sj. Siddartha Sankar Ray: And received?

Mr. Speaker: Received by me straightaway. I would have normally forgotten about it—it is impossible to remember—but I find an endorsement on the letter of Dr. B. C. Roy. It is in these terms: "Secretary, please inform Dr. B. Sen"—then my signature, dated 18/12.

Sj. Siddartha Sankar Ray: What does the Chief Minister say?

Mr. Speaker: I will read out the text. There is no reason why members should not know about it—it will be placed before you. Both the points—section 92 and the public interest—have been raised here.

Sj. Siddartha Sankar Ray: Section 92 as well as 93? Government has objected on the ground of public interest also? Sir, if the Chief Minister had taken both the points under Sections 92 and 93, I do not understand why, in so far as the letter to Dr. Sen is concerned, only section 92 is mentioned.

Mr. Speaker: That is not a letter written by the Chief Minister. I made enquiries. It is a letter from this Secretariat but the letter which I asked to be circulated and information about which was to be given to Dr. Sen was appended on the letter of the Chief Minister. I wanted the entire matter to go to Dr. Sen. It is a mistake and I am taking the responsibility for it.

Sj. Siddartha Sankar Ray: I am glad that you admit that it is a mistake

Mr. Speaker: It is not my mistake, but it is my duty to protect my Secretariat every time and for every time I will accept the responsibility.

Sj. Siddartha Sankar Ray: I am glad you have owned the mistake unlike the Ministers sitting on the Treasury benches

Mr. Speaker: My shoulders are strong enough.

Sj. Siddartha Sankar Ray: But not the shoulders of the Ministers

Mr. Speaker: I do not care, I do not take notice of anybody's shoulder but my own shoulder. That may be your opinion about the Ministers, but you do not represent the whole of West Bengal.

Sj. Siddartha Sankar Ray: However, I was speaking on a particular matter—we have strayed away from the point If it was the argument of the Government that public interest did not allow a discussion of the conditions of service of public servants, it is a very peculiar argument that is being put forward by the Government. They must fully realise that not a single Government servant is paid by the Ministers. They are public servants and they are paid by the Government and Dr. Sen has every right, every authority, every jurisdiction to go into the conditions of service of Government servants. It is not the Ministry—or for that matter the Chief Minister—who alone can decide with regard to this matter. He may not allow this discussion today, but on the 31st December at Bankura everything can be discussed and I invite the Chief Minister to attend that conference of Government servants. I challenge him to go there to face the Government servants and to hear about their difficulties and grievances. Even after that, if he comes back with a smiling face, I shall say that he has gone totally deaf.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I have heard everything that has been said by Sj Siddartha Sankar Roy. I find his shout is loudest.

I had written to you the letter on the 18th because I found after two days of my enquiry that if this were to be discussed in the Assembly I did not possess all the materials that would be necessary to place before it. I could not manage it. I am not afraid of discussion in the Assemby. My

friend says that I have not got the shoulder to bear it. I have got shoulders to bear ten Siddartha Rays. Let him be a little older in politics and then let him come and give sermons. My point is very clear. I had stated in my letter that 21 days' notice should have been given because it is a very important matter and I do not want to discuss it unless I get sufficient time to find out all the materials that I have got to place before the House. On the other hand, I do say that it is a matter of great public interest and the reason is very simple. We get the authority of the Legislature to pay the salary and determine the method and so on. We are held responsible for the good and bad conduct of the employees. Therefore, it is a point which has got to be thought of very, very carefully as to whether it is desirable that such a thing should come up before the Assembly. That is a matter which we can think about later. I am collecting all the facts. There is no hide and seek about it. My friend Sj. Subodh Banerjee says that there must be something behind it. I say evil men think evil. Evil be to him who evil thinks.

Sj. Jyoti Basu:

কি হ'ল? ল্যাটিন, ফ্রেঞ্চ, সিদ্ধার্থ রায় সবই তো শুনলাম বললেন—ও'র চিঠিটা সম্বন্ধে জানতে চাই।

Sj. Bankim Mukherji:

আমি এইমাত্র মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে বলতে শুনলাম তাঁর অ র কোন আপত্তি নাই।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I may object at every stage At the present moment I am not prepared to face this issue unless I have got more facts.

Sj. Bankim Mukherji:

উনি বলেছেন কয়েক দিনের ভিতর উনি সমস্ত মেটিরিয়েলস যোগাড় করতে পারেন নি, তাঁর কোন ভয় নাই......

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Please do not put words into my mouth which I did not say. I said I am collecting facts in order to make up my mind as to whether this matter should come up here at all for discussion.

Sj. Bankim Mukherji:

কিন্তু আপনি, স্পীকার মহাশয়, জানেন যে এ বিষয়ে গভর্নমেন্টের মনস্থির হয়ে আছে। কেননা কয়েকদিন পূর্বে এখানে একটা প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল, পুলিসমন্ত্রী কালীপদবাবু তার উত্তর দেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কতগুলি লোককে তাদের কাজ থেকে তাড়ানো হয় পুলিস রিপোর্টে—এইটে ডাঃ রণেন সেনের প্রশ্ন ছিল এবং তাতে যা বললেন কার রিপোর্ট কি রিপোর্ট সেসব কিছু বললেন না, যেহেতু বলেন নি তাই এটা পাবলিক ইন্টারেস্ট এখন আমরা কি দেখছি? ডাঃ রায় প্রথমে উঠে বীর ভঙ্গিমায় বললেন—কাউকে দেওয়া হবে না এ বিষয়ে ডিসকাসন করতে, তারপরে দেখলেন যে, স্লিপ হয়ে গিয়েছে তাই সংশোধন ক'রে বললেন আমরা মেটিরিয়ালস খুঁজছি, পরে বিবেচনা করবে। আমার কথা হচ্ছে, বিবেচনা করার অধিকার নাই এটা অ্যাসেম্বলিতে শুনতে হবে, এখানে পি এস সি-র রিপোর্ট আলোচনা হয় এবং যে রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন যা প্রস্তুত করেন গভর্নমেন্ট এবং এই যে সার্ভিস কন্ডাক্ট রুলস তা এই অ্যাসেম্বলির সামনে দিতে হবে, সেটা এখানে আলোচিত হবে, কাজেই এ বিষয়ে গভর্নমেন্টের একার কর্তৃত্ব নাই—এটা সমগ্র বিধানসভার সম্পত্তি এবং উচিত এটা এখানে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়ে আসা। যদি মুখ্যমন্ত্রী মনে করে থাকেন এই [illegible] সম্বন্ধে যা খুশি রুলস করবেন, তা হবে না, সে অধিকার তাঁর নাই।

Mr. Speaker: I made enquiries immediately of the Secretary, since it was refused on the 18th December, why did he print in day's business. He told me that this motion as it stood was an admissible motion under the law.

Sj. Subodh Banerjee:

আমরা স্পীকারের কথা জানতে চাইছি। সেক্রেটারি কি করছেন তা জানতে চাই না—সেটা স্পীকার মহাশয়ের ব্যাপার।

Mr. Speaker: The Speaker does certain functions; the Speaker does not attend to every function. The resolution was put in ballot; it occupied the 18th place. During the ballot I was not there; no Speaker is there; it is not part of the Speaker's function. Since it is an admissible motion—and I held it to be an admissible motion—it was printed long ago. Now, about 21 days' notice I think my reading of the rule is different. But the convention of this House is, assuming for the moment that the notice is given and 21 days notice is not there, that if during the currency of the House 21 days expire, the matter could be taken up if the Minister's consent is there. Therefore, it is not taken out of the list. It is printed from day to day until the notice period has elapsed. It is that practice which is being followed in this House all its life that it is included in the day's agenda.

Sj. Jyoti Basu:

আমরা কিছুদিন এই হাউসে আছি। আমি একটা কথ মেনে নেব যে, এরকম ঘটনা আমরা সচরাচর দেখি না। মুখ্যমন্ত্রী বলে গেছেন, তিনি প্রায়ই এই হাউসে থাকেন না। আমি বলছিলাম এরকম ঘটনা আমাদের হয় নাই। আমরা দেখেছি মোশন প্রিন্টেড হয়েছে। তার উপরে লেখা থাকে 'নট ইয়েট অ্যাডমিটেড'। সেইজন্য এটা ধরে নিতে পারি যে, যখন প্রিন্টেড হয়েছে তখন মন্ত্রী আপত্তি করেন নি। মন্ত্রীর নজর রাখা দরকার কবে প্রিন্টেড হয়েছে, কবে রেজলিউশনটা হবে এবং কবে নোটিস গিয়েছে। ব্যালটে যখন উঠল সেটার খোঁজ নেওয়ার দরকার ছিল কোন্ কোন্‌টা রেজলিউশনে আসছে। যাক, আমাদের এখন এসব কথা নয়। আমাদের কথা হচ্ছে দুটো—লিস্ট অব বিজনেসএর আপনি যে ইন্টারপ্রিটেশন করছেন যে, লিস্ট অব বিজনেস থাকলেও আমাদের ২১ দিনের ব্যাপারে মন্ত্রী আপত্তি দিতে পারেন এবং আপনার ক্ষমতা নাই যে আপনি আলোচনা করতে দিতে পারবেন। এটা আপনার আগে বলা উচিত ছিল যেটা বলার সাহস আপনার হয় নি। দ্বিতীয় নম্বর, আমরা বলতে গেলে আপনি বললেন চিঠি আছে। এই সাবটার-ফিউজএর ভিতর কেন গেলেন বুঝতে পারি না। এটা যদি না হয় তা হলে ৯৩তে আমরা আপত্তি জানাব।

Mr. Speaker:

হ্যাঁ, লিখে দিয়েছেন।

Sj. Jyoti Basu:

এই সাবটার-ফিউজএর দরকার ছিল না মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে। আপনার ইন্টারপ্রিটেশন আমরা মানছি না বলে মুখ্যমন্ত্রীর আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে আমাদের একমাত্র উপায় হচ্ছে এই সভাকক্ষ ত্যাগ করা—তা ছাড়া উপায় নাই।

[At this stage members of the opposition walked out of the House]

Adjournment

The House was then adjourned at 6-58 p.m. till 9-30 a.m. on Saturday, the 27th December, 1958, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

THE ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on Saturday, the 27th December 1958, at 9-30 a.m.

Present:

Mr. Speaker (The Hon'ble SANKARDAS BANERJI) in the Chair, 15 Hon'ble Ministers, 11 Deputy Ministers and 197 Members.

[9-30—9-40 a.m.]

Messages

Secretary (Sj. A. R. Mukherjea): Sir, the following messages have been received from the West Bengal Legislative Council:

(1)

"*Message*.

That the West Bengal Legislative Council at its meeting held on the 22nd December, 1958, agreed to the West Bengal Lifts and Escalators (Amendment) Bill, 1958, without any amendments.

SUNITI KUMAR CHATTERJI,
Chairman,
West Bengal Legislative Council."

CALCUTTA:
The 22nd December, 1958.

(2)

"*Message*.

That the West Bengal Legislative Council at its meeting held on the 22nd December, 1958, agreed to the Calcutta Municipal (Second Amendment) Bill, 1958, without any amendments.

SUNITI KUMAR CHATTERJI,
Chairman,
West Bengal Legislative Council."

CALCUTTA:
The 22nd December, 1958.

(3)

"*Message*.

That the West Bengal Legislative Council at its meeting held on the 22nd December, 1958, agreed to the West Bengal Estates Acquisition (Second Amendment) Bill, 1958, without any amendments.

SUNITI KUMAR CHATTERJI,
Chairman,
West Bengal Legislative Council."

CALCUTTA:
The 22nd December, 1958.

(4)

"Message.

That the West Bengal Legislative Council at its meeting held on the 22nd December, 1958, agreed to the West Bengal Standards of Weights and Measures (Enforcement) Bill, 1958, without any amendments.

SUNITI KUMAR CHATTERJI,
Chairman,
West Bengal Legislative Council."

CALCUTTA:
The 22nd December, 1958.

(5)

"Message.

The West Bengal Irrigation (Imposition of Water Rate for Damodar Valley Corporation Water) Bill, 1958, was considered by the West Bengal Legislative Council at its meetings held on the 16th, 19th and 23rd December, 1958, and is returned herewith to the Assembly with the

Recommendations

Clause 2

(1) That in clause 2, after sub-clause (8), the following sub-clause be added, namely:—

(9) 'year' means a period of twelve months commencing with July.

Clause 7

(2) That in clause 7, in sub-clause (2), in the second paragraph, for the words beginning with "After such assessment" and ending with "the service of such notice" the following words be substituted, namely:—

The Collector shall cause a notice of demand to be served on every person by whom the water rate is payable according to such assessment requiring him to pay the water rate for the year mentioned in the notice of demand for the *kharif* season or the *rabi* season, as the case may be, by such date as may be specified in the notice of demand not being earlier than one month after the service of such notice:

Provided that such notice of demand shall, if it cannot be served for any reason within the year to which the demand relates, be served as soon as possible thereafter as possible.

New cause 9A.

(3) That after clause 9, the following new clause be inserted, namely:—

Penalty for diversion of normal flow of canal water by obstruction, etc.

9A. (1) If any obstruction is put in any channel referred to in section 9 or other canal or any cut is made on the bank thereof as a result of which the normal flow of water through such channel or canal is diverted for the purpose of irrigating any land, the Collector may—

(a) take such measures as he may consider necessary to remove such obstruction or to close such cut, and

(b) without prejudice to the provisions of section 7, impose a penalty, which may extend to ten times the water rate assessed for the *kharif* season or the *rabi* season, as the case may be, having regard to the time when the obstruction is put or the cut is made, on the persons assessed to water rate under section 7

who are the owners or occupiers of the lands irrigated by water so diverted, after giving them an opportunity of showing cause against the imposition of such penalty :

Provided that no such penalty shall be imposed on any person who proves to the satisfaction of the Collector that such obstruction was put or such cut was made without his knowledge or consent.

(2) Any penalty imposed under this section shall be recoverable as a public demand.

(3) Any person aggrieved by an order imposing a penalty on him under this section may within thirty days from the date of the order appeal to such appellate authority as may be prescribed by rules made under this Act and the decision of the appellate authority in such appeal shall be final.

SUNITI KUMAR CHATTERJI,
Chairman,
West Bengal Legislative Council."

CALCUTTA:
The 23rd December, 1958

Circulation of a wrong document in the House

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay: Sir, before you begin the business of today may I bring to your notice that yesterday a communication was circulated to all of us by mistake

Mr. Speaker: What communication?

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay: Communication regarding the fourth resolution of yesterday that this is the motion that was disallowed by you as being...

Mr. Speaker: Dr. Chatterjee, if you were a lawyer I would say the question of disallowance does not come in here.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay: I may not use the word but one thing is there. You told us that the original letter of Dr. Roy would be circulated to us.

Mr. Speaker: It will be laid on the table. Such of you as are interested may look at it.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay: But we want a copy of that.

Mr. Speaker: I cannot supply you a copy. The members are entitled to know what the contents are. There might have been some sense in circulating it yesterday. Today the matter is done and finished, but still the members are entitled to know what the actual text of the thing is, what the contents are. I am having it laid on the Library Table for the day.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay: May I request you that, as the wrong document was circulated to all the members cannot the right document be circulated?

Mr. Speaker: You are again wrong. No wrong document was circulated.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay: I have got a typed document—that was circulated in the hall yesterday.

Mr. Speaker: As I said, I am not aware of any document which was circulated. Mr. Mukherjea tells me that a typed document was supplied to members who gave notice of the resolution. I have not seen the document but the original letter of Dr. Roy will be laid on the table and every member will be entitled to take copies of that.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay: The resolution in question was also in my name. I have got a copy sent by the Secretary. I want a copy sent by the Secretary as was done yetserday.

Mr. Speaker: You see it is not a copy of the Chief Minister's letter that was circulated. All that was circulated was the fact that the Chief Minister had declined to give his consent. As I have told you I will have the letter of Dr. B. C. Roy laid on the table and every member can look at it. It will be laid today.

GOVERNMENT BILL

The West Bengal Anti-profiteering Bill, 1958

Point of Order

Sj. Siddhartha Shankar Ray: Sir, with regard to the permission to proceed with the Anti-Profiteering Bill—and we are fortunate in having you as Speaker—you remember that two days back I asked the Food Minister as to whether he had received the delegation from the Centre authorising the State Government to control the foodstuffs. We received a gazette notification on the 19th December, 1958, in which I found very serious things that delegation is not only in respect of rice but in respect of foodstuffs which include wheat, atta, everything. The notification reads as follows: "In exercise of the powers conferred by section 5 of the Essential Commodities Act, 1955, the Central Government further directs that the powers conferred on it by sub-section (1) of section 3 of the said Act to make orders to provide for the matters specified in clause (c) of sub-section (2) thereof, shall in relation to foodstuffs be exercisable also by the Government of the State of West Bengal subject to the condition that before making any such order the same State Government shall obtain the prior concurrence of the Central Government". Sir, if you look at this notification issued under the Essential Commodities Act, which is a Central law, you will find that the State of West Bengal can control the prices of foodstuffs subject to the condition that they must take the prior concurrence of the Centre. And what is the West Bengal law? The West Bengal law is that in respect of wheat and wheat products, atta, suji, sugar and so on and so forth, the West Bengal Government can make the price control order without any prior concurrence of the Centre.

Mr. Speaker: Your point is this. The delegation lays down one point and that is before introduction prior consent will have to be obtained in respect of foodstuffs. Your point is whether that concurrence has been obtained or not?

Sj. Siddhartha Sankar Ray: No, concurrence has been obtained. My point is that the Central law states that the State of West Bengal can make orders to control the foodstuffs provided it takes the prior concurrence of the Centre. The State law is inconsistent with the Central law, because under the State law the West Bengal Government can make orders in respect of wheat, etc., without taking any prior consent.

Mr. Speaker: Your point is that the prior concurrence is not being provided for in the State law and to that extent the State law is inconsistent with the Central law?

Sj. Siddhartha Shankar Ray: And to that extent the State law is inconsistent with the Central law. As such the Central law will prevail and the State law cannot prevail. The result is disastrous. The price control order that has been made in respect of wheat, atta, suji and other things on the 18th of December, 1958 and which was notified in the gazette of the 17th of December, 1950—becomes illegal unless the Central Government changes the word "foodstuffs" and substitutes it with the word "rice".

Mr. Speaker: Mr. Ray, for the purposes of this Bill I am not concerned with any earlier notification that might have been made.

[9-40—9-50 a.m.]

Sj. Siddhartha Shankar Ray: Sir, this is an important matter and I would like to be as clear as possible. Sir, if you have got the Essential Commodities Act, you will find that in section 3(2)(c) power is given for controlling the price at which any essential commodity may be bought or sold. Now, if you turn to section 5, you will find that this power may, by a notified order, be delegated to a State Government. So, the power for controlling the price at which any essential commodity may be bought or sold may be delegated under section 5 by the Central Government by a notified order to the State Government. This is a Central Act. Any order of notification delegating the power will be a part of the Central Act and will have the same force as the Central law. Now, on the 19th December, 1958, we find from the Gazette that the Central Government by a notification, dated the 4th December, 1958, is laying down a law and what is the law? The date is 4th December, 1958, and in it it has been stated......

Mr. Speaker: 4th December is the date of notification and it was gazetted on the 19th December.

Sj. Siddhartha Shankar Ray: Yes. If you will now look at the notification you will find. . . .

Mr. Speaker: The Central Government hereby directs that the power conferred on it by sub-section (1) of section 3 of the said Act to make orders to provide for the matters specified in clause (c) of sub-section (2) shall, in relation to food-stuffs, be exercisable also by the Government of the State of West Bengal, subject to the condition that before making any such order, the State Government shall obtain prior concurrence of the Central Government.

Sj. Siddhartha Shankar Ray: The Central law is that you cannot control foodstuffs without taking prior consent of the Centre. That is the Central law. Now, what is the State law? If you read clause 3 of our Bill, it says "The State Government may, by order notified in the Official Gazette, fix in respect of any schedule article the maximum price or rate which may be charged by a dealer". It has become maximum or minimum pursuant to the amendment. The result is that the State law is inconsistent with the Central law. The Central law says that you cannot impose price control in respect of foodstuffs without taking prior concurrence of the Centre.

Mr. Speaker: I have followed you, I think. Foodstuff is a generic term: anything edible is foodstuff. The Central Government says that if you want to do anything in respect of foodstuff you may delegate the power but this delegation is subject to one condition, viz., you must obtain the prior concurrence of the Central Government with respect to the particular foodstuff which you want to bring within the ambit of the statute. After having obtained their concurrence you can make a notification.

Sj. Siddhartha Shankar Ray: That is exactly my point. As far as our State Government is concerned we are passing an inconsistent statute; doing away with the condition imposed by the Centre.

Mr. Speaker: Please see what is the legal effect of it. Clause 12 of the Bill.....

Sj. Siddhartha Shankar Ray: Before that please see article 254(1) of the Constitution. What is the law made by Parliament? Foodstuff may be controlled provided you have our prior consent. Now the State law says that we can control foodstuffs without taking prior consent of the Centre.

Mr. Speaker: It is an important point.

Sj. Siddhartha Shankar Ray: This becomes serious because if what I say is right, then the control of prices under the Anti-Profiteering Ordinance in respect of wheat, suji, everything goes illegal because it is inconsistent with the Central law. The notification does not say that the prior consent of the Central Government had been obtained and the notification is issued under the Central law. Sir, you have appreciated the Constitutional point and I am sure you will ask the Food Minister to have that order of the Central Government changed and to substitute the word "rice" for "foodstuff". Unless that is substituted, we will be passing an illegal law.

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: So far as rice and paddy are concerned we have obtained the concurrence of the Central Government. So far as wheat and wheat products are concerned I am not sure what will be done.

Sj. Siddhartha Shankar Ray: The Food Minister is not a lawyer.

Mr. Speaker: If I have understood it—this is meant not only for you, Mr. Ray, but for the Treasury Bench also because it is for them to regularise if anything is irregular—your short point is this. Section 3 gives you the power to take certain steps. If the Central Government wishes to delegate its power under section 5 the Central Government is at liberty to do so. In this particular case the Central Government made the delegation but tagged on a little condition at the end. The tagging of the little condition attached thereto is this: you must obtain our prior concurrence with regard to it before you actually put it into force. Prior concurrence must be obtained otherwise there is the risk of invalidating it. It may also be that some gentleman may take out a rule under article 226. Therefore, the word "foodstuff" in the notification should be altered to "rice" and "paddy" so that whatever steps are being taken so far may be validated and be put beyond doubt because a point of law appeals differently to different Judges. One Judge may think that your argument is perfect; some other Judge may say that he does not agree with you. Your suggestion is that you put it beyond all doubt.

[9-50—10 a.m.]

Sj. Siddhartha Shankar Ray: The Essential Commodities Act defines foodstuff. It is an inclusive definition which says this, foodstuff including edible oilseeds and oils". Therefore, wheat, atta......

Mr. Speaker: This practically includes everything. Foodstuff is foodstuff. They have tried to define it perhaps for this reason that you cannot drink oil—the argument may be put forward that it is not edible and, therefore, they made the definition wider and included "edible oil".

Sj. Siddhartha Shankar Ray: The net result of the submission that I was trying to put before the members of the House is this that whereas the Central law says you can control foodstuff only if you obtain the prior consent of the Central Government the State law is saying that you can control foodstuffs without any such prior concurrence.

Mr. Speaker: Mr. Roy, you have made the point clear and I have no doubt that the Food Minister has followed it. It is for him to consult his law officers. There will be a recess when the Legal Remembrancer can be contacted by Mr. Sen. If necessary, I will send for the L.R. and the Food Minister, and if you have no objection, Mr. Roy, you can also come to my chamber, and discuss it; if it can be or is really capable of being remedied steps will be taken in that behalf.

Sj. Jyoti Basu:

স্পীকার মহাশয়, আমি আপনার কাছে এইটা বলতে চাই—আপনিও বুঝতে পেরেছেন এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কিন্তু প্রফুল্লবাবু ভাল করে বুঝতে পারেন নি।

Mr. Speaker:

আমি বুঝেছি। যেটুকু উনি বোঝেন নি, সেটা ও'কে বুঝিয়ে দেওয়া যাবে।

Sj. Jyoti Basu:

এখন ১০টা বেজেছে, আমারও মনে হয় লিগ্যাল রিমেমব্র্যানসার নিশ্চয়ই এসে গিয়েছেন। এখন আধ ঘণ্টার জন্য রিসেস্ দেওয়া হোক। ভাল করে এ সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে, তারপর এটা নিয়ে আলোচনা সুরু করলে ভাল হয়।

Mr. Speaker:

মিছে ও নিয়ে একটা গোলমাল সৃষ্টি করবেন না। আমাকে একটু চলতে দিন। যে পয়েন্টটা নিয়ে আমরা ডিস্কাস্ করতে চাচ্ছি

It has no bearing on the Essential Commodities Act or any Act. It is for the dealers to submit and maintain accounts. We can proceed with the discussion, but the passing and voting of it can be withheld. Let some work be done in the meantime.

Sj. Basanta Kumar Panda: Mr. Speaker, Sir, as you have allowed this constitutional point to be raised, I had an amendment, and I wanted to raise this point at the third reading of the Bill. . .

Mr. Speaker: It is unfortunate, but it is correct. A Bill which is ultra vires, if the treasury bench takes no notice, and if members take no notice, it has to go through. It may come as a shame on the Ministry, but I as Speaker have no right.

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, the point that I wish to raise is that I think that this whole Act is unnecessary in view of the provisions of the Essential Commodities Act, 1955. You know, Sir, this Act gives complete power to legislate as the present bill. Section 3(2)(c) provides for controlling prices of everything. We are not here for the purpose of distribution under this Act. We are to control prices within certain limits. In section 3 of the Essential Commodities Act, there is enough provision with regard to this Act, and the Central Government has got powers to delegate all those powers to the State Government or any officer under the State Government. Central Government has already delegated such powers and with regard to other things,—the delegation of them,- these may be done covering the entire field of this Act, with the concurrent of the Central Government. But the Central Act is somewhat stronger than the present weak Act. Section 6 of the Essential Commodities Act provides that the provisions of that Act will have effect in spite of any other laws to the contrary. You know, Sir, after the third amendment of the Constitution in 1954, item 33 of List III, the concurrent list, stands thus:

> Trade and commerce in, and the production, supply and distribution of......

Mr. Speaker: Is it in the Seventh Schedule of the Constitution?

Sj. Basanta Kumar Panda: Yes, Sir. So, after the third amendment of 1954 if any anomaly had been with regard to the powers of the Central as well as the State Legislature by placing these in the concurrent list, that anomaly has been abolished. There are so many cases in the High

Court, which necessitate this amendment that has been done. So, up to the present moment, Essential Commodities Act is a valid piece of legislation. If that is so and if the entire field is covered by section 3 and section 5 of the Act, I think it is unnecessary for us to legislate a piece of legislation like this. But we are making this legislation; and this is a weaker bit of legislation, because it will lead to section 6 of that Act which provides that the provisions of that Act will prevail in spite of any other similar provision in any other Act or Law to the contrary; and this Essential Commodities Act has been passed with the concurrence of the State Legislatures.

[10—10-10 a.m.]

Mr. Speaker: Let us not argue in a circle so that we come to no conclusion at all. Is it your point that if the Item No. 33 is read with Item No. 34, Item No. 33 which is the result of the Third Amendment does not necessitate us to get sanction from the Central Government?

Sj. Basanta Kumar Panda: It does.

Mr. Speaker: 33 has been brought in by the Third Amendment. It deals with the question of trade and commerce in and the production, supply and distribution of foodstuffs including edible oil seeds and oil; 34—price control in relation thereto. Now, what is the effect of that substitution?

Sj. Basanta Kumar Panda: The effect is we are now in this Act dealing with certain scheduled commodities. Those scheduled commodities are covered by that Act. If under section 5 of that Act—a delegated power—we fix the prices or control the distribution or production thereof, we shall have to be empowered by the Central Legislature or the Central Government. That is the effect.

Mr. Speaker: The whole point is this. In a conflict between Parliamentary legislation and State legislation the Parliamentary legislation will prevail over State legislation.

Sj. Basanta Kumar Panda: That I have said. I further say that that Act is comprehensive. The provision of that Act takes precedence over any other.

Mr. Speaker: That is also what Mr Ray said. Now let us proceed with the amendments to clause 6.

Clause 6

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I am moving all my amendments. I move that in clause 6(1), lines 1 to 7, for the words beginning with "on requisition by" and ending with "sold by him" the words "within 60 days of the commencement of this Act, submit to an officer duly authorised in this behalf by the State Government by order notified in the Official Gazette, returns of stocks of any scheduled article, acquired, held or sold by him, in the form specified in the second schedule" be substituted.

I move that in clause 6(2)(b), in line 1, after the word "display" the words "every day" be inserted.

I move that in clause 6(2)(b), in line 3, after the words "scheduled articles" the words "held by him and" be inserted.

I move that in clause 6(2)(c), in line 3, after the words "in respect of the" the word "stock" be inserted.

I move that in clause 6(2)(d), in line 1, after the words "in clause (c)" the words "on his requisition" be inserted.

I move that in clause 6(2)(d), in line 3, after the word "vouchers" the word "stock" be inserted.

In my first amendment No. 55 I wish to change the entire procedure with regard to the application of this Act. Now, clause 6 provides that every dealer will be bound to exhibit certain things on the requisition of the officer under the Government. The provision is "on requisition made by an officer duly authorised in this behalf by the State Government by order notified in the Official Gazette submit to him in the form specified in the Second Schedule by such date and relating to such period as may be mentioned in the requisition returns of stocks of any scheduled article acquired, held or sold by him". Here the provision is that only when the machinery or the officer specially deputed or empowered for this purpose will make a requisition before a dealer the dealer will exhibit something or show something to him. I wish to change the procedure with regard to this sort of investigation. I wish to say that it shall be incumbent on every dealer.

Mr. Speaker: Mr. Panda, I will again stop you for one minute. It is for the honourable members of this House so that they might know the correct legal position. I dare say you have come across the book on Parliamentary Procedure written by our Secretary which has recently been published which I had the privilege of going through. You will kindly look at page 182. You will see exactly what are the duties of the Speaker, what are the duties of a member with regard to a Bill which is ultra vires. I do not want to take much of your valuable time, but if you are interested in knowing what are the rights of the House you will find everything collected there in two very short paragraphs at page 182 of this book.

Sj. Subodh Banerjee:

যদি কোন বিল 'আলট্রা ভাইরিস' হয় এবং

if the speaker is satisfied that the Bill is *ultra vires*

তাহলে তিনি কি কাজ করতে পারেন। কোন জায়গায় যদি সন্দেহ থাকে যে একটা বিল 'আলট্রা ভাইরিস' কি না, সে ক্ষেত্রে প্রভিশন আছে

You can invite and seek the advice of the Advocate-General.

Mr. Speaker: It was very reasonable that the Advocate-General has been given a seat.

Sj. Subodh Banerjee:

এ রকম কন্‌স্টিটিউশনে প্রভিশন আছে এবং তিনি এই হাউসকে এ্যাড্রেস করতে পারেন।

Mr. Speaker: I agree; all correct.

Sj. Subodh Banerjee: Whether a particular piece of legislation is ultra vires of the Constitution or not, you have every right to consult the Advocate-General.

Mr. Speaker: Mr. Banerjee, I can assure you that I will not allow any wrong thing to be done.

Mr. Panda can now speak.

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, the main provision of Clause 6 is that on requisition by an officer appointed by the State Government the dealer shall make available to him such papers as may be required by him. I would say, Sir, that this provision makes only the dealer to exhibit the papers whilst there will be a requisition. It may be possible that an officer who has got a weak corner with regard to a particular dealer or a class of dealers may not requisition any paper from him. So the dealer shall not be at any time bound to produce his papers or to exhibit his stocks anywhere in any manner. It is only if some provision is made in the Act that each dealer who has got dealings with regard to these commodities is bound to submit returns, etc., that the dealer will be compelled to submit those returns. It may not be possible for a State Government officer to inspect all these things or to get information of these things. But if he has got soft corner for any dishonest dealer, then he may never requisition from him his stock and papers. Therefore, a State Government official may save any dishonest dealer at any time he desires. He may not requisition and unless requisition takes place, the machinery of law does not act. Therefore, I would say that by changing this procedure for requisitioning papers from the dealer you make some provision that every dealer who is in possession of these papers shall have to file of his own initiative these papers before a State Government officer and the State Government officer, or his successor or anybody may inspect them at any time he likes and get them. Therefore, being uncalled for every information with regard to the dealings of all the dealers will be available in the offices of the State Government. Therefore by amending the process of requisition by the State Government officer I have proposed the amendment in this line that within 60 days of the commencement of this Act, submit to an officer duly authorised in this behalf by the State Government by order notified in the Official Gazette, returns of stocks of any scheduled article, acquired, held or sold by him, in the form specified in the second schedule. I am keeping Second Schedule intact. I am keeping the form intact. I wish to change the process of requisition by compulsory submission by the dealer of all his stocks, and for that purpose I have introduced a limitation for submission because the dealer may not be able to procure at once all his papers and to submit his return. Therefore, I have proposed that a time-limit of two months be given in all cases so that within that time every person will be in a position to take account of his whole stock and submit a return before the officer appointed by the Government for that purpose. That is with regard to the procedure of requisition.

[10-10—10-35 a.m.]

Then I have got another amendment amendment No. 59. I want to add the words "every day" after the word "display" in sub-clause (2)(b). Sir, we must be specific with regard to the manner in which the dealer will display his stock each time. Suppose a dealer holds a particular stock in the morning, then he purchases something in course of the day and by the end of the day his stock position has changed—it may have increased or it may have diminished. Therefore, for the ready reference of any officer who may make a surprise visit to the dealer's shop, it is necessary that the stock position should be shown on the sign-board every day so that the officer may at once know from the sign-board that in the morning of a particular day this was the stock position and throughout the day it has either increased or decreased. So, this will serve as a ready reference to any officer who may be visiting that shop. If the words "every day" are not added, then what will be the position? Suppose a dealer had a particular stock on the first day of the month. Thereafter he has been purchasing and he has been selling. Suppose on the 13th or 14th of the month, the officer

comes to visit the shop. Then he will have to take an account of this whole period in order to check the present stock position. Therefore, I have suggested that a duty may be cast on the dealer to keep an account of his stock every day and at the close of every day he shall take the initial stock into account and take the sales or purchases throughout the day into account and calculate the initial stock position for the next day and this initial stock position should be displayed in the notice board which will be hung up before his shop.

Mr. Speaker: I would like to adjourn the House for a few minutes But, Mr. Roy, you will kindly see the scope of this Bill. The State Government may by order notified in the Official Gazette fix in respect of any scheduled article the price, etc. Now, the condition attached in the Central Government's order is "Subject to the condition that before making any such order" for fixing the price under section 3—that stage has not come?

Sj. Siddhartha Shankar Ray: It has come.

Mr. Speaker: However, I will adjourn the House for the moment for 15 minutes and Mr. Roy is invited to come to my chamber.

[At this stage the House was adjourned for 15 minutes]

[*After adjournment*]

[10-35—10-45 p.m.]

Mr. Speaker: I might inform the honourable members that the matter has been discussed and that they will hear the decision presently. In the meantime let the discussion go on.

Sj. Basanta Kumar Panda: I am now speaking on my amendment No. 60. I beg to move that in clause 6(2)(b), in line 3, after the words "scheduled articles" the words "held by him and" be inserted. Clause 6(2)(b) of the Bill originally stands thus "display every day in his place of business in a prominent manner so as to be open to public view, a list of those scheduled articles intended for sale"; Instead of "a list of those scheduled articles intended for sale" I wish to have it as "a list of those scheduled articles held by him and intended for sale". A dealer may be in possession of certain articles but we do not know whether they are intended for sale. If this intention is there, then if a case arises he can say that he was in possession of those articles but that he did not intend to sell them. Therefore, the intention will play an important part.

Then I come to my amendment No. 62. I suggest here "on requisition make available to any officer mentioned in clause (c) for his inspection". That cannot be done unless he makes a requisition. Therefore, I wish to introduce the words "on requisition".

Sj. Chitta Basu: Sir, I beg to move that for clause 6(1) the following be substituted, namely:—

"(1) Every dealer shall submit every month to an officer duly authorised in this behalf by the State Government by order notified in the Official Gazette the returns of stocks of any scheduled article acquired, held or sold by him in the form specified in the second schedule."

স্যার, ৬নং ধারাতে যে সংশোধনী প্রস্তাব দিয়েছি, সেটার মোটামুটি যা উদ্দেশ্য তা আমার পূর্ববর্তী বক্তা বলেছেন। স্যার, আপনি দেখবেন এখানে যেভাবে ধারাটা উল্লেখ করা আছে তাতে পুরোপুরিভাবে সরকারী যে কর্মচারী যার উপরে দায়িত্ব ভার ন্যস্ত হবে, তিনি যদি ডিলারদের কাছে গিয়ে চান সেই সমস্ত সিডিউলড আর্টিকেলের স্টক পজিশন বা রিটার্ন দিতে তাহলে তার কাছ থেকে আদায় করা সম্ভব হবে। স্যার, আপনি জানেন যে খাদ্যমন্ত্রী কিছুকাল আগে ঘোষণা করেছিলেন যে আমাদের এই খাদ্য বিভাগের কর্মচারীর সংখ্যা কম এবং কম সংখ্যক সরকারী কর্মচারী নিয়ে এই বিরাট দায়িত্বভার পালন করতে হচ্ছে। তাহলে, স্যার, বুঝুন এই ধারাকে কার্যকরী করতে গেলে আমাদের কি করতে হবে।

Mr. Speaker: I think yours and Mr. Panda's amendments are the same. Your amendment is clearly understood.

Sj. Mihirlal Chatterjee: Sir, I beg to move that in clause 6(2), in line 1, after the word "dealer" the words "other than an agricultural producer to the extent of his own agricultural produce" be inserted.

আমার সামান্য একটা এ্যামেন্ডমেন্ট আছে। আমাদের যে ছোট ছোট এগ্রিকালচারিস্ট আছে যারা ২।১ বিঘা জমি চাষ করে, বিলের অবলিগেটরী অংশেতে বলা হচ্ছে—

সাধারণতঃ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রেডিও লাইসেন্স যে ২১শে ডিসেম্বরের মধ্যে দিতে হবে, অথচ আমরা ঠিক সময় মত দিই না। পরে আমরা ফাইন দিয়ে রেডিও লাইসেন্স করি। সেই-জন্য বলছি ২।১ বিঘা যাদের জমি আছে তাদের পক্ষে রিটার্ন কি কোরে দেওয়া সম্ভব হবে তা আমি বুঝতে পারছি না। সেই জন্য তাদের রক্ষা করবার জন্য আমি এইটুকু বলতে চাই যে তার নিজের জমির সংক্রান্ত ব্যাপারে এই ক্লজটা থাকা উচিত নয়। আমি আশা করি মিনিস্টার সাহেব এ্যাকসেপ্ট দিন।

> "keep in the form specified in the Third Schedule a true account of any scheduled article acquired, held or sold by him after the commencement of this Act."

Mr. Speaker: Mr. Chatterjee, what you are apprehensive of is this: dealer means a person carrying on business includes producer; producer means every producer small or big.

Sj. Mihirlal Chatterjee:

একজাক্টলী, স্যার, আমি সেই হার্ডসিপ থেকে প্রডিউসারকে রক্ষা করতে চাই বলে আমি এই কথা বলতে চাই।

[10-45—10-55 p.m.]

Mr. Speaker: Dr. Ray, you want to press your amendment?

Dr. Narayan Chandra Ray: Yes, Sir. I beg to move that after clause 6(1) and (2)(a), the following Explanation be inserted, namely:—

> "*Explanation*.—For the purpose of sections 6(1) and 6(2)(a) returns of stocks and account of stocks held or sold of drugs and medicine shall be submitted and kept in the forms specified in the second and third schedules, only in respect of such specified items to be notified by the State Government after consulting the West Bengal Relief and Food Advisory Board."

Mr. Speaker: Will you please wait a little Dr. Ray? Mr. Chatterjee, I see the importance of the amendment suggested by you. I was wondering whether the following insertion will do: "agriculturist owning, or as bargadar cultivating, less than 5 bighas......"

ক্যাটেগরিক্যাল ফর্মে এটা হওয়া দরকার, এটা যাতে করে কন্‌স্টিটিউশনের সঙ্গে ইনকন্সিসটেন্ট না হয়, তা ছাড়া then all the big dealers will get out.

Sj. Mihirlal Chatterjee:

তাহলে, স্যার, লিমিটটা রেইজ করে ফ্রম ফাইফ টু টেন বিশ্বাস করুন।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

তা হবে না, তবে—টু একার্স করে দিচ্ছি

Mr. Speaker: Yes, Dr. Ray, you may go on now.

Dr. Narayan Chandra Ray:

আমার প্রথম বক্তব্য হচ্ছে, স্টক কিপিংএর কথা। ৪৫১টা ঔষধের উপরে আপনারা যে লিস্ট করেছেন সেটা আমরা ভেবে দেখেছি এবং আপনারা হয়ত অনুভব করেছেন তার মধ্যে দে ড্রু নট কভার যে জিনিসগুলি সত্যিকারের মার্কেটে সর্টেজ আছে। সেই জন্য আমি আপনার সিডিউলটা কম করতে বলেছি। সিডিউলে ৪৫১টা ড্রাগসের আইটেম দিয়েছেন সেটার সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য ছিল এবং মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বোধ হয় সে খবরটা পেয়েছেন যে তার মধ্যে ৮টি ১০টি ছাড়া বাকী ড্রাগ প্রচুর কোয়ান্টিটি বাজারে পাওয়া যায়। শুধু তাই নয় তাদের নিজেদের মধ্যে কম্পিটিশনে একটা প্রাইস আছে। কিন্তু আপনি বাড়িয়ে যে সিডিউল প্রাইস করে দিয়েছেন সেই প্রাইসে তারা বেচতে পারছে না।

Mr. Speaker: Dr. Ray, come to the point, your concrete suggestion is to take out of the list a large number of drugs; Is that so?

Dr. Narayan Chandra Ray:

সেজন্যই আমি এই এ্যামেন্ডমেন্টটা এখানে রাখতে চাচ্ছি যে একটা এ্যাডভাইসরী বোর্ডের মারফত only in respect of such specified items to be notified by the State Government.

এখানে যেমন একটা ঢালাই ব্যবস্থা করা হয়েছে তাতে জেনারেলী মার্কেটে সব ঔষধের দাম বেড়ে গিয়েছে। সুতরাং এই মার্কেট সম্বন্ধে খবর না রাখলে, রাইটার্স বিল্ডিং ঘুরলেই অল্ ইন্‌ফরমেশন পাবে এমন মনে হয় না।

তারপর আমার দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, স্মল ডিলার্সদের সংখ্যা হল অনেক বেশি, তাদের যদি এখন in addition to the staff already existing, আরও স্টাফ রাখতে হয় আপনাদের এই খাতা লেখবার জন্য, তাহলে তাদের মার্জিন অনেক কমে যাবে। সুতরাং আপনি যদি সিডিউল্ড আইটেম কমিয়ে দেন তাহলে খাতায় লেখার কাজ অনেক কমে যায়। ৪৫১টি ওষুধের হিসাব যদি লিখতে হয় তাহলে তাদের সেপারেট স্টাফ রাখতেই হবে।

Mr. Speaker:

এই সবগুলির সেল ট্যাক্স লাগে কি?

Dr. Narayan Chandra Ray:

হ্যাঁ, লাগে।

You are quite right but I am also showing you.

কিন্তু আমার কথা হচ্ছে—যদি কারও পাঁচ পাউন্ড সোডা থাকে, এবং সেটা যদি বইতে ক্যারি ওভার না করা হয়, তাহলে কেউ হিসাব বুঝতে পারবে না।

I know it is a very trouble some work I have no doubt about it. The point is that so far as this Bill, as it stands, is concerned, all those defects can be remedied by negotiation, but the Bill cannot be changed at all.

[10-55—11-5 a.m.]

Dr. Narayan Chandra Ray:

আমার এই সংশোধনীর মাধ্যমে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, আপনি যে লম্বা সিডিউল্ড দিয়েছেন, তার মধ্যে একসেপ্ট এ ফিউ, এতগুলি ওষুধ রাখার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই।

Mr. Speaker: In entirely agree with you.

কিন্তু কোন মেডিসিন হবে বা হবে না, সে সম্বন্ধে বিলে কিছুই বলা নেই। এখন এই বিল কি করে চেঞ্জ করবো?

Dr. Narayan Chandra Ray:

সেই জন্যইত আমি বলেছি এ্যাডভাইসরী বোর্ড গঠন করে ইন কনসালটেশন উইথ দি এ্যাডভোকেট-জেনারেল কাজ করবার জন্য।

Mr. Speaker: The Government has agreed to accept the principle of the amendment suggested by Sj. Mihirlal Chatterjee. Mr. Chatterjee, you can now move your amendment.

Sj. Mihirlal Chatterjee: Sir, I beg to move that in sub-clause (2) of Clause 6 after the word "dealer" the following words be inserted, namely, "unless exempted by an order made in this behalf".

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আমি এটা গ্রহণ করছি।

The motion of Sj. Mihirlal Chatterjee that in sub-clause (2) of clause 6 after the word "dealer" the following words be inserted, namely, "unless exempted by an order made in this behalf", was then put and agreed to.

Mr. Speaker: I am putting the rest of the amendments to vote.

The motion of Sj. Chitto Basu that for clause 6(1) the following be substituted, namely:—

"(1) Every dealer shall submit every month to an officer duly authorised in this behalf by the State Government by order notified in the Official Gazette the returns of stocks of any scheduled article acquired, held or sold by him in the form specified in the second schedule.",

was then put and lost.

The motion of Sj. Mihirlal Chatterjee that in clause 6(2), in line 1, after the word "dealer" the words "other than an agricultural producer to the extent of his own agricultural produce" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 6(1), lines 1 to 7, for the words beginning with "on requisition by" and ending with "sold by him" the words "within 30 days of the commencement of this Act, submit to an officer duly authorised in this behalf by the State Government by order notified in the Official Gazette, returns of stocks of any scheduled article, acquired, held or sold by him, in the form specified in the second schedule" be substituted, was then put and lost.

The motion of Dr. Narayan Chandra Ray that after clause 6(1) and (2)(a), the following Explanation be inserted, namely:—

"*Explanation*.—For the purpose of sections 6(1) and 6(2)(a) returns of stocks and account of stocks held or sold of drugs and medicine shall be submitted and kept in the forms specified in the second and third schedules, only in respect of such specified items to be notified by the State Government after consulting the West Bengal Relief and Food Advisory Board."

was then put and lost.

The motions of Sj. Basanta Kumar Panda—

that in clause 6(2)(b), in line 1, after the word "display" the words "every day" be inserted.

that in clause 6(2)(b), in line 3, after the words "scheduled articles" the words "held by him and" be inserted.

that in clause 6(2)(c), in line 3, after the words "in respect of the" the word "stock" be inserted.

that in clause 6(2)(d), in line 1, after the words "in clause (c)" the words "on his requisition" be inserted.

that in clause 6(2)(d), in line 3, after the word "vouchers" the word "stocks" be inserted.

were then put and lost.

The question that clause 6, as amended, do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 7

Mr. Speaker: The amendment of Sj. Chitto Basu is out of order.

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that in clause 7, in line 5, the words "at all reasonable hours" be omitted.

Sir, I have got one amendment and that is about the time of search. In this clause there is a provision that if a police officer has got a scent of......

Mr. Speaker: As a lawyer of repute you know, Mr. Panda, that business begins in the morning and in the evening it finishes.

Sj. Basanta Kumar Panda: First of all I would say that it is vague and it will have universal application, and certainly if a police officer has got scent of something wrong, he may search a place when the people are even asleep. Therefore, I would say that the place can be searched any time of the day or night.

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: I am opposing the amendment.

Sj. Chitto Basu: Sir, I want to say a few words.

আমাকে একটু বলতে দিন। আপনি, স্যার, এ জিনিসটা একটু দেখুন। এখানে আছে আমার কথা হচ্ছে, এমন কি কোন সাধু ব্যবসায়ী আছে যারা দেখিয়ে দেবে যে এই মালটা এখানে আমি রেখেছি? কিন্তু দেখিয়ে দেবে না। সেজন্য এখানে একটা ক্ষমতা দিতে চেয়েছিলাম যে সরকারী কর্মচারীর যখন সন্দেহ হবে যে মালটা এখানে আছে, ঠিক এখানে থাকতে পারে, তাহলে সেখানেও সার্চ করতে পারবে।

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 7, in line 5, the words "at all reasonable hours" be omitted was then put and lost.

The question that clause 7 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 8

Sj. Pramatha Nath Dhibar: Sir, I beg to move that in clause 8, in line 5, for the words "extend to six months or with fine or with both" the words "minimum six months or with fine of Rs. 500 and extend to maximum of Rs. 1,000 or with both" be substituted.

Mr. Speaker:

৬ মাসের জায়গায় দু' বছর—এটা বলবার আর কি আছে?

Sj. Siddhartha Shankar Ray: Sir, I beg to move that in clause 8, in line 5, for the words "six months" the words "two years" be substituted.

The idea of this amendment is to make the punishment exemplary.

Sj. Sunil Das: Sir, I do not move my amendment No. 66, but I am supporting amendment No. 65 of Sj. Siddhartha Sankar Roy. I would, however, move my amendment No. 68.

I beg to move that in clause 8, in line 5, the words "or with fine or with both" be omitted.

আমি যেটা মুভ করছি 'ফাইন অর উইথ বোথ' এটা অমিট করতে চাচ্ছি। আমি আর আর্গুমেন্ট রিপিট করতে চাচ্ছি না। এটার প্রয়োজনীয়তা আছে।

Sj. Saroj Roy:

স্যার, আমি একটু বলবো। ইতিপূর্বে সেকশন ৫এ নারায়ণ চোবে একটা এ্যামেন্ডমেন্ট দিয়েছিলেন পানিশমেন্ট চ্যাপ্টারে। আপনি সেকশন ৮টা একটু লক্ষ্য করুন। তাতে নারায়ণ চোবে বলেছিলেন 'অর উইথ ফাইন অর উইথ বোথ'এর 'অর উইথ বোথ'টা তুলে দিতে। বাস্তবিক ব্ল্যাক-মার্কেটিয়ার এবং হোর্ডারদের সবারই কনভিকশন হওয়া উচিত। একটা আর্গুমেন্ট আসতে পারে যেহেতু পুলিসরা সেরকম নয়, কোরাপটেড্, সেজন্য বহু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে বড়রা টাকা দিয়ে ফাঁক দেয়। বড়রা মোটামুটি ঘুষ দিয়ে বেরিয়ে যায় আর ছোটরা ধরা পড়ে পুলিসের হাতে। আর একটা আর্গুমেন্ট হতে পারে, ফাইন হলে স্টেট গভর্নমেন্ট কিছু টাকা পেয়ে যাবে -টাকার দিক থেকে একটু লাভ হল। কিন্তু কথা হল বড়রা যাতে ফাঁক না দিতে পারে সেজন্য আমি ৬৮নংটা মেনে নেওয়া হোক বলে বলছি।

'সর অবসার্ভাই এনি অফিসার', আজকাল যে সব ডিলার ছোট তারা নিশ্চয় এ রকম সাহস করে না। বড়দের ক্ষেত্রে তারাই বাধা দেয় অফিসারদের এবং তারা গ্রাহ্য করে না, কেন না তাদের টাকার জোর আছে।

[11-5—11-15 a.m.]

Mr. Speaker:

বার বার এক কথা বলবেন না।

Sj. Saroj Roy:

সেইজন্য আমি বলছি—'উইথ ফাইন অর উইথ বোথ' এটা তুলে দিয়ে যদি জেল বেশী বাড়াতে না চান তাহলে 'সিক্স মান্থস'ই রাখুন—যেটা সুনীল বসুর এ্যামেন্ডমেন্ট—তাহলে আমি বুঝতে পারি যে তাঁর সাধু উদ্দেশ্য আছে।

The motion of Sj. Pramatha Nath Dhibar that in clause 8, in line 5, for the words "extend to six months or with fine or with both" the words "minimum six months or with fine of Rs. 500 and extend to maximum of Rs. 1,000 or with both" be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Siddhartha Shankar Ray that in clause 8, in line 5, for the words "six months" the words "two years" be substituted, and the motion of Sj. Sunil Das that in clause 8, in line 5, the words "or with [illegible] or with both" be omitted, were then put and a division taken with the following result:—

AYES—66.

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Badrudduja, Janab Syed
Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Chitta
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Basu, Sj. Jyoti
Bhagat, Sj. Mangru
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakraverty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chatteraj, Sj. Radhanath
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Sunil
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Elias Razi, Janab
Ganguli, Sj. Ajit Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Jha, Sj. Benarashi Prasad
Kar, Mahapatra, Sj. Bhushan Chandra
Konar, Sj. Hare Krishna
Lahiri, Sj. Somnath
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ladu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Mandal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Naskar, Sj. Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Roy, The Hon'ble Siddartha Sankar
Roy Choudhury, Sj. Khagendra Kumar
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi

NOES—116.

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Prafulla Nath
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Choudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Gokul Behari
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutta, Sjta. Sudharani
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafizur Rahaman, Kazi
Halder, Sj. Kuber Chand
Halder, Sj. Mahananda
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Jehangir Kabir, Janab
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Lutfal Hoque, Janab
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. [illegible] Chandra

Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Janab
Majhi, Sj. Sudhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Krishna Prasad
Mandal, Sj. Sudhir
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammed Giasuddin, Janab
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Shikari
Mondal, Sj. Sisuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Pal, Sj. Provakar
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pati, Sj. Mohini Mohan
Pemantle, Sjta. Olive
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Pradhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Shukla, Sj. Krishna Kumar
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Trivedi, Sj. Goalbadan
Wangdi, Sj. Tenzing

The Ayes being 66 and the Noes 116, the motions were lost.

The question that clause 8 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 9

Sj. Subodh Banerjee: Sir, I beg to move that in clause 9(1), in line 2, after the word "cognizable" the words "and non-bailable" be inserted.

Sj. Subodh Banerjee:

আমার এ বিষয়ে বক্তব্য খুব ছোট, ৯নং ধারার ১নং উপধারায় বলছেন—

All offences under this Act shall be cognisable.

ভাল কথা; কিন্তু কগনিজেবল হ'লেই সব হ'ল না। যারা চোরাকারবার করবে, তাদের শাস্তি নন্-বেলেবল হওয়া উচিত। একথা আগেও বলেছি। যদি শাস্তি কঠোর না হয় তাহলে কিছুই হবে না। দশ হাজার বোতল হরলিক্স ব্ল্যাক-মার্কেটে বিক্রীর জন্য ১০ টাকা ফাইন যদি হয় তাহলে কিছুই হবে না। মন্ত্রী বলেছেন যে তাঁর জেল দেবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের জন্য সেটা করতে পারেন নি। তাহলে অন্ততঃ জামীন যাতে না হয় সেই ব্যবস্থা করুন। ১০।১২ দিন যদি ব্ল্যাক-মার্কেটিয়াররা জেলে থেকে আসে, আর ডিভিশন না পায় তাহলে তাদের ভুঁড়ির পরিধি কিঞ্চিৎ কমে যাবে এবং তাহলে তাদের কিঞ্চিৎ জ্ঞান ফিরতে পারে। সেইজন্য আমার বক্তব্য—

it should be not only cognisable but also non-failable.

Mr. Speaker:

মিঃ ব্যানার্জি, ভুঁড়ির পরিধি কমলে জেল এড্‌মিনিস্ট্রেশনের দুর্নাম হবে।

Sj. Subodh Banerjee:

অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ভুঁড়ি-সেন্ট্রাল এক হয়ে গেলে বোধ হয় এ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সুনাম বাড়বে? otherwise it will be their democracy.

Mr. Speaker: Mr. Banerjee, if you keep your eyes and ears open you will find that it has become fashionable to get bails.

Sj. Subodh Banerjee:

মিস্টার স্পীকার, স্যার, ইকোয়ালিটি কোথায় জানেন, জামিন দেওয়া যদি সবক্ষেত্রে হোত তাহলে আশ্চর্য হবার কিছু থাকত না কিন্তু চাষীদের যখন মিথ্যা মামলায় জড়ান হয় তখন জামিন হয় না যদি ধারাটি নন্‌-বেলেবল হয়। শ্রমিক যখন ধরা পড়ে তখন জামিন হয় না, নয় ২০ হাজার টাকার জামিন ও দুইজন স্থানীয় লোকের সিকিউরিটি দিতে হয়। ফলে জামিন তারা নিতে পারে না। অথচ মহাজনদের বেলায় দরাজ হাতে জামিন দেওয়া হয়। একেই বলে রামরাজত্ব।

[11-15—11-25 p.m.]

The amendment of Sj. Subodh Banerjee that in clause 9(1), in line 2, after the word "cognizable" the words "and non-bailable" be inserted, was then put and a division taken with the following result:—

AYES—66.

Badruddula, Janab Syed
Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Chitta
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Basu, Sj. Jyoti
Bhagat, Sj. Mangru
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakraverty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Sunil
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Elias Razi, Janab
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Jha, Sj. Banarashi Prasad
Kar, Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Konar, Sj. Hare Krishna
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mandal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Naskar, Sj. Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Roy, Sj. Siddhartha Shankar
Roy Choudhury, Sj. Khagendra Kumar
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi

NOES—118.

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Badruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhattacharjee, Sj. [illegible]
Bhattacharyya, Sj. [illegible]
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chat[illegible], Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Gokul Behari
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar

Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutta, Sjta. Sudharani
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Halder, Sj. Kuber Chand
Halder, Sj. Mahananda
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Jehangir Kabir, Janab
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Lutfal Hoque, Janab
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Janab
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Krishna Prasad
Mandal, Sj. Sudhir
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mohammad Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Shikari
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pati, Sj. Mohini Mohan
Pemantle, Sjta. Olive
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Trivedi, Sj. Goalbadan
Wangdi, Sj. Tenzing

The Ayes being 66 and the Noes 118, the motion was lost.

The question that clause 9 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 10

The question that clause 10 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 11

Sj. Hare Krishna Konar: Sir, I beg to move that in clause 11, in line 2, after the words "Central Government" the words "and after obtaining the opinion of the West Bengal Relief and Food Advisory Board" be inserted.

স্পীকার মহাশয়, আপনি যদি অনুমতি করেন তাহলে গণেশবাবুর এ্যামেণ্ডমেণ্টটা আমি মুভ করবো। এখানে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে—রিলিফ এ্যাডভাইসরী বোর্ডের সঙ্গে আলোচনা না করলে কি ক্ষতি এবং অসুবিধা হয় সেগুলি দেখা গেছে। অতএব আমি বলবো এটা গ্রহণ করে নেওয়া হোক।

The motion of Sj. Hare Krishna Konar that in clause 11, in line 2, after the words "Central Government" the words "and after obtaining the opinion of the West Bengal Relief and Food Advisory Board" be inserted, was then put and a division taken with the following result:—

AYES—65.

Abdulla, Janab Syed
Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Basu, Sj. Jyoti
Bhagat, Sj. Mangru
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakraverty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Sunil
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Elias Razi, Janab
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar, Mahapatra, Sj. Bhusan Chandra
Konar, Sj. Hare Krishna
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ladu
Majt, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mandal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Naskar, Sj. Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Roy, Sj. Siddhartha Shankar
Roy Choudhury, Sj. Khagendra Kumar
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi

NOES—119.

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Blanche, Sj. C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Choudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Gokul Behari
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kamal Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Doloi, Sj. Harendra Nath
Dutta, Sjta. Sudharani
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda
Hansda, Sj. Jagatpati
Hansda, Sj. Jamadar
Hansda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Jehangir Kabir, Janab
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Latifal Hoque, Janab
Mahato, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath

Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Krishna Prasad
Mandal, Sj. Sudhir
Mazirruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pati, Sj. Mohini Mohan
Pemantle, Sjta. Olive
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Pradhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. [illegible]
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Trivedi, Sj. [illegible]
Wangdi, Sj. Tenzing

The Ayes being 65 and the Noes 119, the motion was lost.

The question that clause 11 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

[11-25—11-35 p.m.]

Clause 12

Sj. Siddhartha Shankar Ray: Sir, I shall not move my amendment if the Hon'ble Food Minister gives an assurance to this House on the basis of the talks that we had in your room earlier this morning. I want an assurance from the Food Minister that under Article 254 of the Constitution of India he shall have this Bill reserved for the consideration of the President and thereafter receive his assent, because unless this is done, the point that I took in the morning cannot be solved. If the assent of the President is taken after this Bill is reserved for his consideration, then the State law will prevail and not the Central law, namely, the Essential Commodities Act. I want the Hon'ble Food Minister to make this assurance absolutely clear and categorical, because I want every dishonest dealer, wholesaler or retailer—those who are dishonest among them—to know that this loophole in the law has been raised in the Assembly, has been fully discussed, and has been fully rectified, so that in future we do not have the spectacle of dishonest traders moving the Hon'ble High Court of Calcutta under Section 226 of the Constitution and taking order of injunction against the Government refraining them from doing anything at all. Although we do not agree with the Hon'ble Chief Minister, although we assert that the provisions of this Bill are not wide and strict enough to remedy the malady, still we have to make the best of a bad job. In whatever form the Bill goes out of the Assembly we have to see that it is fully enforced, properly brought into being and not challenged by any section of the community and made null and void. When I was the Judicial Minister we had the unfortunate experience of a High Court judgment which

completely nullified the orders of requisition of rice and I know the discomfort in which the Food Minister was placed. I am suggesting it so that the Hon'ble Chief Minister may not have to bear the weight of 10 Siddhartha Roys.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I had indeed carried Siddhartha on my shoulder.

Sj. Siddhartha Shankar Ray: You had taken me on your shoulder when I was a baby. Since then 37 years have passed and my weight has increased enormously.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Even now I can carry many Siddharthas.

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

সিদ্ধার্থশঙ্করবাবু যেমন যেমন বললেন, এই বিলটা আম্ভার আর্টিকল ২৫৪ অফ দি কনস্টিটিউশন প্রেসিডেন্টের কনসেন্টএর জন্য আমরা পাঠাব, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

The question that clause 12 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 13

The question that clause 13 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

First Schedule

Sj. Hemanta Kumar Ghosal: Sir, I beg to move that in the First Schedule after item (10), the following items be added, namely:—

(11) Fish.

(12) Potato."

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমার এ্যামেন্ডমেন্টে 'ফিস' এবং 'পটেটো' যোগ করবার জন্য আমি বলেছি এবং তার সাথে আমার পরের এ্যামেন্ডমেন্টে 'কেরোসিন' যোগ করবার জন্যও বলেছি। এদিকে আমি মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আপনি জানেন যে, আজকে কেরোসিন নিয়ে একটা সাংঘাতিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। কিছুদিন আগেও যেখানে এক বোতলের দাম ছিল ১৪ পয়সা সেখানে আজকে ৬ আনা হয়েছে। গ্রামে এবং শিল্পাঞ্চলের লোক আজকে কেরোসিনের অভাবে একটা সঙ্কটের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। হঠাৎ এভাবে কেরোসিনের দাম বাড়বার কারণ কি সেটাই আমি মন্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করতে চাই। ব্যাপকভাবে কিউ লাগাতে হয় কেরোসিনের জন্য। এর একটা প্রতিকার করবার জন্য আমি মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আবেদন জানাচ্ছি।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

কেরোসিন সিডিউলের ভিতর আমি নিতে রাজী আছি।

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that in the First Schedule, after item (10), the following items be added, namely:

"(11) Cloth.

(12) Fish.

(13) Meat.

(14) Raw Jute.

(15) Tea.

(16) Kerosene".

Sir, I am thankful to the Hon'ble Minister for having agreed to include Kerosene in the Schedule.

Sir, in this Bill we are controlling the price of certain articles of daily use. Now, in the Schedule only some of the articles which are in daily use have been mentioned but some of the most important articles have been left out. Of course, it was not necessary to enumerate all the articles because after we pass the Bill, for the purpose of the Schedule we can add in future anything which is necessary and we can also exclude in future something which is not necessary. But, as at the initial stage we are going to control the prices of certain articles and as the names of certain articles have been included in the Schedule, I would suggest that at the initial stage we must make an endeavour to make the list as complete as possible because in future the legislature will have no hand with regard to inclusion or exclusion of any article in the Schedule. Therefore, at the initial stage, if we can get some more articles of daily use included in the Schedule, then we will be serving the cause of the people in the best way. So, I would say that in addition to the things which have already been included in the list of scheduled articles, I would suggest adding these things which are also articles of daily use and which are also essential articles, viz. Cloth, Fish, Meat, Raw Jute, Tea and Kerosene. Of course, Kerosene has already been accepted by the Hon'ble Minister for inclusion in the Schedule. So, I would not say anything with regard to that.

Sj. Narayan Chobey: I move that in the First Schedule, after item (10), the following item be added, namely:—

"(11) Kerosene."

[11-35—11-45 p.m.]

Sj. Saroj Roy:

স্যার, আমার এ্যামেন্ডমেন্টটা কার্যকরী হল না। সেকশন ১১তে গণেশবাবুর একটা [illegible] ছিল, সেটাও যদি গ্রহণ করতেন তাহলেও আমরা বুঝতে পারতাম। কোন্ কোন্ [illegible] শিডিউলে নেওয়ার দরকার আছে সেটা ঠিক করবার জন্য যদি একটা অল্ পার্টিস কমিটি করে তাদের সঙ্গে আলোচনা করার একটা স্কোপ রাখতেন তাহলে ভাল হত। কারণ, এমন অনেক জিনিস আছে যা সরকারের নজরে আসে নি, তার প্রধান প্রমাণ হল, ক্যালকাটা এবং সুবার্বস এবং গ্রামাঞ্চলে কেরোসিনের অভাবে লোকে একটা সংকটের সম্মুখীন হয়েছে; এ ছাড়াও এমন অনেক জেনারেল নেসেসারিজ আছে যেগুলি সরকারের দৃষ্টিতে আসা উচিত ছিল। এগুলি শিডিউলের মধ্যে নেওয়া দরকার। যাই হোক, সেসব কথা আমি তৃতীয় দফায় আলোচনায় বলব। কারণ একটা সবচেয়ে বড় প্রমাণ হল সরকার নিজে কিছুই দেখেন না। চার-পাঁচ দিন ধরে কলকাতায় কেরোসিন তেল পাওয়া যাচ্ছে না, কারবারীরা সমস্ত লুকিয়ে ফেলেছে। কেরোসিন তেলের এই অবস্থা হওয়া সত্ত্বেও সরকার সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করছেন না। সেইজন্য আমি বলছিলাম যে সেকশন ১১তে যেটা ছিল, সেটা যদি গ্রহণ করতেন—ফুড এবং রিলিফ কমিটি সম্বন্ধে, তাহলে শিডিউলের মধ্যে জেনারেল নেসেসারিটিস্ যে জিনিসগুলি আনা দরকার, সে সম্বন্ধে নিশ্চয়ই কিছুটা অবহিত হতে পারতেন। সুতরাং থার্ড রিডিংএর পরে সেই জিনিসটা যদি বিবেচনা করেন তাহলে ভাল হয়।

The motion of Sj. Narayan Chobey that in the First Schedule after item (10) the following item be added, namely:—

"(11) Kerosene"

was then put and agreed to.

The motion of Sj. Hemanta Kumar Ghosal that in the First Schedule after item (10), the following items be added, namely:—

"(11) Fish,

(12) Potato"

was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in the First Schedule after item (10), the following items be added, namely:—

"(11) Cloth,

(12) Fish,

(13) Meat,

(14) Raw Jute,

(15) Tea,

(16) Kerosene"

was then put and lost.

The question that the First Schedule, as amended, do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Second Schedule, Third Schedule and Preamble

The question that the Second Schedule, Third Schedule and the Preamble do stand part of the Bill was then put and agreed to.

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: Sir, I beg to move that the West Bengal Anti-profiteering Bill, 1958, as settled in the Assembly, be passed.

Sj. Jyoti Basu:

স্পীকার মহাশয়, এই বিলের আলোচনা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, আমি এখানে দু-একটা কথা বলতে চাই।

প্রথম কথা হচ্ছে যে সেদিন শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, তাঁর বক্তৃতা দেবার সময় খুব বেশি না হলেও কতকগুলি পরিসংখ্যান আমাদের কাছে রাখলেন, হিসাবপত্রও তিনি কিছু দিলেন এবং বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে আমাদের সমস্ত চাষী, গ্রামবাসী ও সহরবাসীদের স্বার্থ দেখতে হবে, এবং সেইসব দেখে আমরা ধান, চালের দাম ঠিক করেছি। এটা তিনি বললেন। অনেক হিসাব তিনি দিলেন, তার মধ্যে আমি যাচ্ছি না। তাঁর হিসাবও অনেক জায়গায় ভুল। চাষীর হাতে কত অতিরিক্ত ধান থাকে, তারা কত বিক্রয় করেন ও কত করেন না, এই রকম অনেক কিছু বলেছেন। উনি বললেন ১০ লক্ষ চাষী পরিবারের হাতে কিছু কিছু সার্প্লাস থাকে বিক্রয় করবার জন্য এবং ৪ লক্ষ পরিবার যারা সেলফ্-সাফিসিয়েন্ট, অর্থাৎ যারা নিজেরা যা তৈরি করেন তাই খান, বিক্রয় করেন না, এটা বোঝাবার চেষ্টা করেছেন; আর ১৫ লক্ষ পরিবার হচ্ছে ডেফিসিট্ প্রোভিন্সার। তিনি এই কথা বলেছেন। কিন্তু আমাদের হিসাবে এই সমস্ত কিছুই মিলছে না। এগ্রিকালচারাল এন্‌কোয়ারী কমিশন রিপোর্টে দেখছি—সেখানে তাঁরা বলছেন শতকরা ৫৯ ভাগ চাষী, যাদের ৫ একরের কম জমি আছে। তা যদি হয়, তাহলে তাদের হাতে সার্প্লাস ধান কোনমতেই থাকা সম্ভব নয়। আমি সেই হিসাবের মধ্যে এখন যাচ্ছি না, তবে উনি যে হিসাব ও তথ্য আমাদের কাছে দিয়েছেন তা সম্পূর্ণ ভুল। উনি কবে এটা ঠিক করলেন; এবং কি করে ঠিক করলেন যে ১৫ লক্ষ পরিবার হচ্ছে ডেফিসিট্ [illegible] এবং ৪ লক্ষ পরিবার সেলফ্-সাফিসিয়েন্ট, যারা নিজেদের খাবার জন্যই কেবল ধান, চাল তৈরি করেন, তাঁরা বিক্রয় করেন না। এটা তিনি কোথা থেকে পেলেন? আমরা যা জানি পশ্চিমবাংলার গরীব কৃষক, যাদের নিজেদের খাবার জন্য পরে,

কিনতে হয়, কিন্তু প্রথমে তাদের কাউকে কাউকে কিছুটা বিক্রি করতে হয়। কারণ তার টাকার দরকার, সেইজন্য, দু'পাঁচ সের হলেও সে বিক্রি করবে, এবং বিক্রি করবার পর, পরবর্তী কালে আবার সে কিনবে এইটা আমরা জানি। সেইজন্য আমরা বলেছিলাম একটু বেশি দাম অর্থাৎ ১২-১৩ টাকা ধানের দাম বেঁধে দেবার জন্য। এটা যদি বাঁধা হ'ত তাহলে গরীব কৃষকরা মারা যেত না। ছোট ছোট প্রোডিউসার কৃষক যারা, যাদের হাতে সার্পাস আছে এবং যাদের হাতে সার্পাস নেই, তারা প্রত্যেকেই ভালভাবে থাকতে পারত, কেউ মারা যেত না। এখন আমরা মনে করছি যেভাবে ধানের দাম বাঁধা হ'ল, ৯ টাকা ৫০ নয়া পয়সা, বা ১০ টাকা—সেটা ম্যাক্সিমাম ও মিনিমাম বলে ধরে দেওয়া হয়েছে—তাতে কৃষক পরিবার মারা যাবে, এতে তাদের খরচ পোষাবে না। গতবার তাদের অনেক ক্ষতি হয়েছে এটা আপনারা জানেন। আমরা বলেছিলাম ১২।১৩ টাকার যদি বাঁধা যায় তাহলে ২২।২৩ টাকার মধ্যে চালের দাম রাখা যায়—সহর এবং গ্রামাঞ্চলে সব জায়গায় রাখা যায়। সমস্ত বছরের কথাই আমরা বলেছি, দুই-তিন মাসের কথা আমরা বলি নি। এই রকমভাবে যদি স্ট্যাটুটরী প্রভিশন থাকে এবং যে সমস্ত কন্ট্রোল অর্ডার আছে তা যদি কার্যকরী করা হয় তাহলে আমরা ২১ টাকা ২২ বা ২৩ টাকার মধ্যে চালের দাম রাখতে পারি। আমরা আবার বলছি যে এখনও ভেবে দেখার সময় আছে—চাষীদের এইভাবে মারবেন না, যা করেছেন তাতে যে তাদের লাভ হবে না তা নিশ্চয়ই কিছুটা বুঝতে পারছেন। এখানে একটা ভাব দেখান হয়েছে যে যারা ক্রেতা তাদের বাঁচাচ্ছি, তাদের যেন বলছেন—তোমাদের আমরা পয়লা জানুয়ারি থেকে ২১ টাকায় মিহি চাল খাওয়াব, কাজেই ওই সব চাষীদের কথা ভেবে লাভ নেই। চাষীরা বিক্রি করে না, বড় বড় জোতদার যারা তারা বিক্রি করে এইভাবে যা বুঝান হয়েছে তা ঠিক নয়। সেজন্য আবার বলে দিলাম।

আমার দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, প্রফুল্লবাবু আবার জোর গলায় বলছেন—আমরা তো কোন অপরাধ করিনি, [illegible] আমি কোন অপরাধ করিনি বা আমার ডিপার্টমেন্টও কোন অপরাধ করে নি এবং তিনি বললেন আমরা বলেছিলাম সত্তর হাজার টন চাল আমরা যোগাড় করব ধানকল থেকে, সেখানে আমরা আশি হাজার টন যোগাড় করেছি, কাজেই আমাদের কৃতিত্ব আছে বৈ কি। কিন্তু কথাটা তো সত্য নয়। এতবড় অসত্য কথা কি করে তিনি বলেন? অন্ততঃ তরুণবাবু কি এর প্রতিবাদ করবেন না? তিনি তো ভয় পান না, সত্য কথা বলেন। তাঁর রিপোর্টে লেখা আছে —আমি আগে যেটা পড়েছিলাম সেটা থেকে নয়। যেটা ওঁদের গৃহীত রিপোর্ট তা থেকে পড়ছি, তাতে আছে—

optimum target of procurement was fixed at 1 lakh 58 thousand tons,

এবং আমাদের এ্যাডভাইসরি বোর্ডের যখন মিটিং হয় তাতে প্রফুল্লবাবু বলেছিলেন যে শতকরা পঁচিশ ভাগ প্রোকিওর করেছি ধানকল থেকে, তা থেকে এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টন ধান পাব। আমরা যখন বলেছিলাম শতকরা পঞ্চাশ ভাগ লেভি করুন, তিনি বলেছিলেন—দরকার হবে না। পঞ্চাশ ভাগ করে কি হবে? পঁচিশ ভাগ করে এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টন পাচ্ছি তো! এই কথা তিনি বলেছিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা দেখলাম সেটা যখন করতে পারলেন না তখন পরবর্তীকালে এ্যাসেম্বলীতে তাঁর বক্তৃতায় বললেন এত করা যাবে না, আশী হাজার টন আমরা কিনব। এখন তিনি বলছেন সেটা যোগাড় করেছেন।

[11-45—11-55 p.m.]

এতো চমৎকার ব্যাপার, আপনারা একটা টার্গেট ঠিক করলেন, এ্যাসেম্বলীতে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিলেন, এ্যাডভাইসরী বোর্ড আমাদের নতুন করিয়ে দেখিয়ে দিলেন, বললেন শতকরা ২৫ ভাগ লেভি করলেই হবে। আপনি নিজের দোষে তুলেলেন না, নিজের অকর্মণ্যতার জন্যই পেলেন না, তখন এসে বললেন—টার্গেট কমিয়ে দিয়েছি এবং এমন কমিয়েছি যে তার চেয়ে বেশি আমরা যোগাড় করতে পেরেছি এবং একথা তিনি জোর গলায় এসে বললেন। এই ভদ্রলোকের কোন কথাই বলা হয় না, আগেও বলেছি একথা। তিনি এরকম অসত্য কথা, ভুল কথা, মিথ্যা কথা এখানে এসে বললেন। আর বললেন—অপরাধ তো আমি কিছুই করি নি। তার পর তিনি নতুন নতুন

বক্তৃতা এরকম দিয়ে গেলেন, কিন্তু এবার পরিসংখ্যান বেশি দেন নি—কিন্তু অনেক বক্তৃতা দিলেন আর বললেন—সব ঠিক আছে, আপনাদের কোন ভাবনা চিন্তা করতে হবে না। আমি সব ব্যবস্থা করে ফেলেছি। আমি দেখছি যে গতবারে তিনি যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তা ঠিক এই রকম। এই রকম সাংঘাতিক অবস্থা পশ্চিমবাংলায়। এই রকম ডেফিসিট হচ্ছে, ব্যবস্থা করেছি চাল এনে গুদামে রেখেছি। এবং কেন্দ্র থেকে এত সব পাচ্ছি—এই সমস্ত কথা বলে তিনি বলেছিলেন—

"it is therefore clear that the West Bengal Government have taken all possible steps to meet the needs of the consumers in everyway possible, and that there is no room for alarm or panic of any kind."

ঠিক সেদিন যে বক্তৃতা শুনলাম সেই বক্তৃতাও আগের মতই। বললেন প্যানিক হবার, এ্যালার্মড হবার কিছু নাই, সব ব্যবস্থা করেছি। এবং সত্যই তো ডেফিসিট কিছু ছিল না গত বছর। ৭॥ লক্ষ টন ডেফিসিট, কেন্দ্র থেকে গম পাচ্ছি, চাল পাচ্ছি কিছু নিজেরা যোগাড় করেছি, ডেফিসিট পূরে গিয়েছে। তা সত্ত্বেও অপরাধ হল না। এই যে লোকের এক মণ চাল কিনতে যেয়ে আগের চেয়ে ৫।৭।১০ টাকা মণে বেশি দিতে হয়েছে রোজগার কি তাদের বেড়েছে? রোজগার তো বাড়ে নি? আপনি সমস্ত ব্ল্যাক-মার্কেটিয়ারদের হাতে তুলে দিলেন, বড় বড় আড়তদার, জোতদার, ধানকলের মালিক তাদের প্রফিটের ব্যবস্থা করে দিলেন—যেটুকু মানুষের হাতে ছিল তা আদায় করে নিয়ে আর্টিফিসিয়াল স্কেয়ারসিটি ক্রিয়েট করে দিলেন আর এখানে এসে বলছেন অপরাধ তো কিছু হয় নি। মানুষকে অর্ধাহারে অনাহারে রেখেছেন, লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের পরিবারের অন্যান্য খরচ বাঁচিয়ে ছেলেমেয়েদের দুধ ইত্যাদি নানা খরচ বাঁচিয়ে, অন্যান্য নিত্য-প্রয়োজনীয় নানাবিধ জিনিস বাঁচিয়ে চালটা ধানটা তাদের কিনতে হয়েছে আর এসে বলছেন—অপরাধ তো কিছু করি নি? আপনার অপরাধের জন্যই সমস্ত মানুষকে খেসারৎ দিতে হয়েছে—সহরে এবং গ্রামে। এর চেয়ে আর অপরাধ কি হতে পারে? এজন্যই আমি বলেছিলাম ঐ ভদ্রলোককে গ্রেপ্তার করতে। আমরা এখানে বড় বড় আইনের ব্যবস্থা করি, জেল দেবেন, ফাইন করবেন অপরাধীদের। আমি বলি ঐ প্রফুল্ল সেন মশায়ই প্রথম লোক যাকে দরকার হলে পি ডি এ্যাক্টে বিনা-বিচারে আটক করে জেলে রাখতে হবে। পরবর্তীকালে এর প্রতিটি জিনিস সিদ্ধার্থবাবুর বক্তৃতায় এবং পদত্যাগের ভিতর দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে এবং তিনি যে রিপোর্ট করিয়ে দেন সাধারণ মানুষ সেটা জেনেছে। তার যে অপরাধ হয়েছিল, তারা তা জানিয়ে দিয়েছে এবং তিনিও মেনেছেন যে এ অপরাধ হয়েছিল। এইগুলি অপরাধ হয়েছিল, সংগ্রহ আমরা সেইভাবে করতে পারি নি, স্ট্যাটিস্টিকসের সংবাদ যা তা ঠিক নয়। এ আর সি পির কথা, পারমিট দেবার কথা আপনারা মেনে নিয়েছেন, সেজন্য প্রফুল্লবাবু অপরাধী, তাঁর ডিরেক্টরেটের কথার আর প্রয়োজন নাই। আমি বলব প্রফুল্লবাবু—যিনি মন্ত্রী তিনিই অপরাধী, কারণ তিনিই এদের চার্জে। এরকম কমপ্লেসেন্ট কথাবার্তা গতবারেও শুনেছিলাম। এখন দেখতে পাচ্ছি এখনই এমন অবস্থা হয়েছে—ধান চাল কেনা সুরু হয়েছিল, এখন বন্ধ হয়েছে, কারণ বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রেশার দিচ্ছে বড় বড় যারা কারবারী বলছে তারা—তোমরা দাম কমিয়ে দাও নৈলে আমরা কিনব না। প্রফুল্লবাবু বলেছেন ৭৭ জন এজেন্টের এখানে ব্যবস্থা করেছেন—তাদের মারফত কিনবেন। কোথায় তাঁরা কেনার অপারেশন করছেন? ৭৭ জন কিম্বা ৭৫ জন দিয়ে কিনবেন তিনি বাংলাদেশের চাল! কতটা কিনবেন? এবারে কোন টারগেটও দিলেন না। গতবারে বরং একটা ফিগার দিয়েছিলেন; এবারে তাও দিলেন না! যাই করুন, খাদ্য কমিটির রিপোর্ট ধানের সম্বন্ধে রিপোর্ট যা বেরিয়েছিল তাতে যে কথাগুলি ছিল তার একটাও মানেন নি। কোথা থেকে আপনারা ব্যবস্থা করবেন তার কথা নাই। ফার্স্ট রিডিংএ বলেছি—থার্ড রিডিংয়েও বলছি—আবার একটা সর্বনাশ আসছে। ১লা জানুয়ারি থেকে ঐ যে আপনারা বেঁধেছেন দাম, সে দাম চালু হবে না, কেউ চাল পাবে না। লোকে বলছে সংগ্রহ করে নিন এখন, নৈলে [illegible] বিপদে পড়বেন। আমি ডিটেইলসে যাব না, গিয়ে অনর্থক ক্রিটিসিজমে কোন লাভ হবে না। শুনেছি বলেছিল অর্ডিন্যান্স এনফোর্স হতে যাচ্ছে বলে বড় বড় ধানকলের মালিক সব যে আন্দোলন সুরু করেছে সরকার সে আন্দোলন সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করছেন না। আমাদের কথা হচ্ছে এ ব্যাপারে জনসাধারণের সহযোগিতা দরকার, কিন্তু তাদের বক্তব্য, তাদের কথা আপনারা শুনেছেন

না। আমাদের উপদেষ্টা কমিটি একটা অবস্থা আছে। আমরা যে ...ন কমিটি তৈরি করুন এমন কথা বলেছেন,—গ্রাম থেকে আরম্ভ করে শহর অবধি, সেই ব্যাপারে গতকাল বাড়ি গিয়ে ... কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছি, সেটা পড়ে দিচ্ছি—

"You have been asking quite often as to when the all-party district and subdivisional Food and Relief Committees will be formed. On going through the files I find that all the political parties have not yet submitted the names of their nominees to the various district and subdivisional committees. These committees could not be constituted till sufficient time and opportunity are given to all parties. I was surprised to see no recommendation from the P.S.P. which is fairly well represented in the Assembly."

এই হচ্ছে এত দিনে আমাদের কাছে জবাব! আমরা বলেছিলাম সুস্পষ্টভাবে কোন কোন পার্টি যদি না দেয় তার জন্য আপনারা কি বসে থাকবেন? বাংলাদেশের সম্মুখে যখন সঙ্কট, তা সত্ত্বেও প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টি যখন নাম দেন নি তখন আপনাদের বসে থাকাই কি একমাত্র পন্থা? তাতে বলা হল তিনিই সব ঠিক করবেন। আমি বলতে চাই, দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির সঙ্গে যখন কথা হয় বিধানবাবু বলেছিলেন—আমি মেনে নেব। তারা কন্‌স্টিটুয়েন্ট পার্টির লিস্ট দিয়েছে, সে লিস্ট দেওয়া সত্ত্বেও তাঁরা কিছু করলেন না। আর এখন একটা দল নাম না দেওয়ার দরুন বসে থাকবেন? তাই আবারো বলেছি আপনারা সব জায়গায় সাবডিভিশনাল লেভেলে, থানা লেভেলে, ডিস্ট্রিক্টে সব জায়গায় করে দিন। মিটিং করুন, ধান চাল কেনা-বেচার আগে এই কাজগুলি করুন, বাজেট না হয় তার পর একটু দেরীতে আমরা ব্যবস্থা করব। কিন্তু কিছুই তাঁরা করলেন না। আজ এ নতুন কথা কেন?—কোন পার্টি যদি নাম না দেয়, তাঁরা বসে থাকবেন, অথচ ফুড কমিটি তাঁরা করবেন এই প্রতিশ্রুতি তাঁরা দিয়েছিলেন, অথচ কাল রাত্রে বাড়ি গিয়ে এই চিঠি পেলাম, এতদিন পরে এই জবাব!! এতদিন কথা ছিল হাঁ, আমি দেখছি, লিস্ট আপনারা দিন,—আমরা করব। আপনারা পূজার আগেই তো অনেক নাম পেয়ে গেছেন—তবু কিছু করলেন না, এখন নতুন একটা এক্সকিউজ খাড়া করছেন। আমি বলছি যারা পূজার অল্পদিন আগে নাম দিয়েছেন তাদের সহযোগিতা বিন্দুমাত্রও আপনারা চান না, এই কমিটিগুলি করার জন্য। তাই কোন ব্যবস্থাই আপনারা করেন নি, কিন্তু আমি বলতে চাই আপনারা পুলিসের ব্যবস্থাই করুন বা যে কোন ব্যবস্থাই করুন জনসাধারণের ব্যবস্থা জনসাধারণের সহযোগিতা ছাড়া কিছুই আপনারা করতে পারবেন না। কি করে আপনারা করবেন, কত ধান চাল কিনবেন—কারা কিনবে, ২৫ পার্সেন্ট প্রোকিওর করতে পারবেন—এর কোন ব্যবস্থা নাই, যদি সাধারণের সহযোগিতা না নেন কে কতখানি চাল ব্ল্যাক-মার্কেটে বিক্রি করছে কি করে ধরবেন? পুলিশের চর আপনাদের যে খবর দেবে, কোথায় পাবে? কোথা থেকে আপনারা খবর পাবেন? যেখান থেকে খবর পাওয়া যাবে সেই জনসাধারণের সহযোগিতার কোন ব্যবস্থা আপনারা করেন নি। কেন না আপনারা ভীত, সন্ত্রস্ত। এবার তাই দেখছি আবার সেই ব্যবস্থা হবে যাতে লক্ষ লক্ষ জনসাধারণের সর্বনাশ আপনারা করবেন।

[11-55—12-5 p.m.]

আর একটা কথা বলেই আমি শেষ করব। প্রফুল্লবাবু ফুড কমিটি, এ্যাডভাইসরী কমিটি কি বলেন না বলেন ঠিক বোঝা গেল না, কিন্তু তিনি যে বললেন—ফুড কমিটি যা যা বলেছেন তার সবই আমরা মেনে নিয়েছি,—আমি জানি না এতে ফুড কমিটির মেম্বর যাঁরা দু'জন আছেন তাঁরা কি বলবেন। কিন্তু আমি দেখেছি আমরা যা যা বলেছি তার মধ্যে দু-একটা যে মানা হয় নি তাতে সন্দেহ নেই। এখানে আলোচনা করবার পর যেটার ম্যাক্সিমাম ছিল সেটার মিনিমাম প্রাইস হয়ে গেল এই মাত্র।

তার পরে একটা কথা—

"Statistical organisation of the State whether of the Food Department or Agriculture Department or otherwise should be strengthened and improved, so that accurate and dependable figures may be available."

করেছেন? কি ব্যবস্থা তার করেছেন, কোন নির্দিষ্ট হিসাব কোথাও নেই। কখনো বলছেন ১২ লক্ষ টন কম পড়বে। কখনো বলছেন ৭ লক্ষ টন কম পড়বে। এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট এক রকম বলছে, ফুড ডিপার্টমেন্ট আর এক রকম বলছে, আবার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট অন্য রকম বলছেন। আমরা এই কথা বলি যে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ তথ্য কি তা প্রফুল্লবাবু এখানে পরিবেশন করুন। ঠিক কতটা ডেফিসিট পড়বে বলতে পারেন কি? সমস্তই ও মিথ্যা কথা—আন্দাজের উপরই সব করছেন। তার পরে—

> "In case of procurement it should not be made from rice mills alone but also aratdars and husking mills which handle beyond a certain maximum."

কি ব্যবস্থা হয়েছে এই রেকমেন্ডেশন কাজে পরিণত করবার? হয় নাই কোন ব্যবস্থা। তার পরে—

> "The Committee feels that before an order on food is issued Government may consider its advisability for a time, but once it is issued, it should be enforced strictly."

কি ব্যবস্থা করেছেন এটা স্ট্রিক্টলী এনফোর্স করবার জন্য? পুলিশের কথাই বলি বা জনসাধারণের কথাই বলি—কোন রকম ব্যবস্থা করা হয় নাই, কেবল এখানে গলাবাজী করা ছাড়া।

তার পরে ২ তারিখে কাজ করাবার আছে, তা হবে না এ্যাসেম্বলী থাকার দরুন। যদি হয় কি হবে? আগে যেমন করেছেন এখনো কি তাই হবে না? আরো কতকগুলি রেকমেন্ডেশন ছিল—আমি আর তার মধ্যে যাব না; পার্লামেন্টের কথা যা হয়েছে, অন্যায়ভাবে পার্মিট দেওয়া হাতে ওদের রেকমেন্ডেশন মানেন নি অথচ এখানে জোর গলায় বলে গেলেন উনি প্রায় সবগুলি মেনে নিয়েছেন। আমি জানি এসব কথা বলে ও'দের কিছু বোঝাতে পারব না। এখন এ্যাসেম্বলী বন্ধ হবার পর আলোচনা হবে। এখন আমি বলছি আমাদের কথাগুলি পুনর্বিবেচনা করা দরকার—দামের ব্যাপারে, সরকার পক্ষ থেকে কেনার ব্যাপারে। আবার ঐ কথা বলা হচ্ছে জোর গলায়—কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে প্রচুর ধানচাল আছে। সেই প্রচুর ধানচাল কোথা থেকে এলো? যখন এখানে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, নদীয়ায় যখন খিচুড়ি খাওয়াবার ব্যবস্থা হয় তখন ধানচাল কেন ছিল না?

এখানেও নয়, বাহিরেও নয়, আজকে এ্যাসেম্বলীতে দাঁড়িয়ে হঠাৎ বলা হচ্ছে প্রচুর আছে। সেই প্রচুর যদি থেকে থাকে তাহলে হঠাৎ এল কোথা থেকে—তাহলে আপনারা তো আরও অপরাধী, কারণ দেশের মানুষকে অর্ধাহারে, অনাহারে রেখে আপনারা প্রথম ধানচাল সংগ্রহ করেছেন। পুনরায় আগে যখন আমরা আন্দোলন করি—৪·৫ হাজার মানুষ যখন জেলে যায়—আপনারা তখন বললেন যে ধানচাল নেই এবং কেন্দ্রীয় সরকার বলে দিয়েছেন যে এক দিনে ধানচাল আসতে পারে না। এইভাবে আপনারা মিথ্যা বলছেন আমাদের হাতে প্রচুর ধানচাল আছে, কোন ভাবনা নেই। সেজন্য আমরা মনে করি যে সাংঘাতিক অবস্থা এই বিলে রাখলেন এত আলোচনা হওয়া সত্ত্বেও। আপনাদের সরকারকে ব্যবসাদাররা কি রকম জয় করে দেখুন। এখানে আমরা এই বিল যখন আলোচনা করছি তখন বাজার থেকে কেরোসিন উধাও হয়ে গেল। এখন আবার কেরোসিন করবেন এবং কেরোসিন করার পর দেখবেন যে আর একটা কিছু উধাও হয়ে যাবে। আপনারা কেরোসিনের দাম এমনভাবে বেঁধে দেবেন যে এখন যদি ১৪ পয়সা পাওয়া যায় সেটাকে ১৮ পয়সা বাড়িয়ে দেবেন এবং ব্ল্যাক-মার্কেটের ব্যবস্থা করে দেবেন। এইভাবে তখন এদের কাছ থেকে কংগ্রেসী নির্বাচনী তহবিলের জন চাঁদা নেবেন। এইভাবেই আপনারা মানুষকে মারছেন এবং ব্যবসাদারদের কাছ থেকে চাঁদা নিচ্ছেন এবং এখানে এসে বড় গলায় বলছেন যে সব ঠিক হয়ে যাবে। সেজন্য আমি মনে করি যে এখনও ভেবে দেখুন যে আপনারা জনসাধারণের সহযোগিতা নেবেন কি না এবং দাম ও প্রোকিওরমেন্টের ব্যাপারে ব্যবস্থা বদলাবেন কি না? কারণ তা না হলে আপনাদের অপরাধের আর কোন সীমা পরিসীমা থাকবে না। এই বলে আমার বক্তৃতা শেষ করছি।

[12-5—12-15 p.m.]

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই বিলটা আগে যেভাবে উত্থাপিত করা হয়েছিল তাতে ধানচালের সর্বোচ্চ দাম বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। এখন যদি সেইভাবে বিলটা পাশ হয়ে যেত তবে ধানা-চাষীদের সর্বনাশ হত। কারণ তাহলে মহাজনরা, ব্যবসাদাররা যে কোন নিম্ন দরে [illegible] কাছ থেকে ধান নিতে পারত। যেকোন কারণেই হোক বিপক্ষ দলের চাপেই হোক কিম্বা সুবুদ্ধি-প্রণোদিত হয়েই হোক মন্ত্রী মহোদয় তার মত বদলেছেন এবং ধান ও চালের যে সর্বনিম্ন দর বেঁধে দিয়েছেন তাতে চাষীরা অনেকখানি সর্বনাশের হাত থেকে বেঁচে গেল। সেজন্য আমি শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ও তাঁর [illegible] সর্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর একটা কাজ তিনি করেছেন যে যখন সর্বোচ্চ দর বেঁধে দেওয়া হল তখন সর্বনিম্ন দরও বেঁধে দেওয়া হবে। সর্বোচ্চ দাম ধানের জন্য খুব কমই হয়েছিল—মোটের উপর ৯।১০।১০ টাকা। কিন্তু আমরা জানি যে পশ্চিম বাংলায় সাধারণতঃ ধান ১২ থেকে ১৬ টাকা মণ দরে বিক্রি হয়। সুতরাং যদি সর্বনিম্ন দর সর্বোচ্চ দরের চেয়ে আরও কম করে দেওয়া হোত তাহলে চাষীদের সর্বনাশ হোত। সর্বোচ্চ দর ও সর্বনিম্ন দর এক করে দিয়ে [illegible] মঙ্গল সাধন করেছেন, কিন্তু এর ফলে আবার যারা কিনে খায় তাদের পক্ষে খুব অসুবিধা হচ্ছে। সাধারণতঃ চালের সর্বোচ্চ দর ১৮।১৯।২০ টাকা ধরা হয়েছিল এবং সর্বনিম্ন দর ১৮।১৯।২০ টাকা। মন্ত্রী মহাশয় সেদিন এই হাউসে একটা বিবৃতিতে প্রকাশ করেছেন—২৬শে ডিসেম্বর একটা মুদ্রিত কাগজে তাতে মোটা ধান ও চাল বাদ পড়েছে। এর মানে দুটো হতে পারে। একটা হচ্ছে যে মোটা ধান ও চাল এই আইনের আওতা থেকে বাদ পড়ল। অর্থাৎ এর দাম যা ইচ্ছা তাই হতে পারবে, অথবা মোটা ধান ও চাল বলে আর কিছু রইল না। এই হলে মিডিয়াম ধান ও চালের সঙ্গে এটা মিলিয়ে গেল। এখন তা যদি হয় তাহলে ধানচাষীরা লাভবান। কারণ যে ধানের দাম ছিল ৯ টাকা তার দাম হবে ১০ টাকা। কিন্তু যারা কিনে খায় তাদের অসুবিধা হবে। কারণ চালের দর ছিল ১৮।১৯।২০ টাকা—১৮ টাকা মোটা, ১৯ টাকা মাঝারী এবং ২০ টাকায় ফাইন রাইস। এখন মোটা চাল যদি না থাকে এবং সেটা যদি মাঝারী চালের সঙ্গে মিলে যায় তবে যারা আগে ১৮ টাকা দিয়ে মোটা চাল কিনত—গরীবরা সাধারণতঃ মোটা চাল কেনে—তাদের তখন সেই চাল ১৯ টাকায় কিনতে হবে। এই কথাটা আমি মন্ত্রী মহোদয়কে বিশেষ করে ভেবে দেখতে বলি। কাজেই আমাদের বিপক্ষ দলের দাবী ছিল যে চালের দর না বাড়িয়ে ধানের দর বাড়ান হোক। কারণ ধানের দর যে ৯।১০।১১ টাকা ঠিক করা হয়েছে তা এখন যে দরে বিক্রি হয় ১২ থেকে ১৬ টাকা মণ তার চেয়ে সেটা কম হয়েছে। বিপক্ষ দল থেকে বারে বারে জোরের সঙ্গে একথা বলা হয়েছে যে চালের দর না বাড়িয়ে ধানের দর বাড়ান যায়। সেদিন আমাদের পক্ষে দাশরথি তা মহাশয় অতি স্পষ্টভাবে তা বুঝিয়ে দিয়েছেন যে চালের দাম বর্তমানে যা ধরা হয়েছে তা রেখে ধানের দর ১২।১৩ টাকা করা যায়। যাই হোক আমি আর সে কথার পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। কিন্তু আমি এই থার্ড রিডিং আলোচনার সময় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব যে তিনি এটা একটু বিবেচনা করে দেখবেন। অর্থাৎ ধানের দর ১২।১৩ টাকা করে চালের দর যা ধরা হয়েছে তাই থাকুক। কারণ তা না করলে এর দ্বারা এক শ্রেণীর লোক যেমন ধানচাষীরা উপকৃত হবে তেমনি আবার যারা কিনে খায় তাদের লোকসান ভোগ করতে হবে। আমার সময় কম বলে আর একটা কথা বলে আমার বক্তব্য আমি শেষ করব। এই বিলের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে [illegible] নিয়ন্ত্রিত করা, [illegible]। বন্ধ করা এবং তা করতে গেলে দুটো কাজ জোরের সঙ্গে করা দরকার। একটা হচ্ছে যে গভর্নমেন্টের রিজার্ভ স্টক গড়ে তোলা উচিত। কারণ রিজার্ভ স্টক গড়ে না তুললে কিছুতেই ধানচালের দর নিয়ন্ত্রণ করা গভর্নমেন্টের পক্ষে সম্ভব হবে না। মন্ত্রী মহোদয় সেদিন যে বক্তৃতা দিয়েছেন তাতে তিনি বলেছেন যে তাঁরা আগামী বৎসর এক লক্ষ টন চাল মিল থেকে সংগ্রহ করবেন এবং আর ধান সংগ্রহ করবেন যে সমস্ত এজেন্ট তাঁরা নিয়োগ করেছেন তাঁদের মাধ্যমে। কিন্তু কি পরিমাণ ধান এদের মাধ্যমে সংগ্রহ করবেন তা মন্ত্রী মহোদয় বলেন নি। কাজেই আমাদের স্পষ্ট দাবী এই যে মিল থেকে হোক কিম্বা গ্রাম থেকেই হোক, কিম্বা জোতদারদের কাছ থেকেই হোক অন্ততঃ ৫ লক্ষ টন সংগ্রহ করে রাখা দরকার। এটা যদি এখন সংগ্রহ করে না রাখেন তবে আমি জোর করে বলতে পারি যে আপনারা যে দর বেঁধে দিয়েছেন সেই দর ৩।৪ মাস পরে রাখা কিছুতেই সম্ভব হবে না।

আর একটা কথা সেটা হচ্ছে শাস্তির ব্যবস্থা খুব কঠোর হওয়া দরকার। এখন যে শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে তা মোটেই কঠোর হয় নি। আইনে বলা হয়েছে ২ বছর কারাদণ্ড অথবা জরিমানা অথবা উভয়ই। একটু আগেই একজন বন্ধু বলেছেন যে ১০ হাজার বোতল হর্লিক্সের জন্য শাস্তি হল ১০ টাকা। আইন যদি এই ভাবে থাকে যে ডিফোর্মাল ইম্প্রিজনমেন্ট অর ফাইন তাহলে দেখা যাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যাবে শুধু জরিমানা হবে, জেল মোটেই হবে না। যারা ব্যবসায়ী, যারা মহাজন তারা জরিমানার জন্য মোটেই গ্রাহ্য করে না এবং সেই জরিমানার পরিমাণও কোন নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় নি। সুতরাং এই যে একটা মস্ত বড় ফাঁক এই ফাঁকের ভিতর দিয়ে সমস্ত আইনটা বানচাল হয়ে যাবে। আইন প্রণয়নের সমস্ত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাবে। তাই আমি মন্ত্রী মহাশয়কে বলছি "অর" শব্দটা তুলে দিন। শুধু ডিফোর্মাল ইম্প্রিজনমেন্ট রাখলেই ভাল হয় এবং তা অন্ততঃ ৫ বছর এটা রাখা হয়। কারণ যারা মানুষের জীবন নিয়ে খেলা করে তাদের দয়া দেখাবার কোন কারণ নেই। তাই আমার মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে অনুরোধ করছি যাতে সর্বনিম্ন দর আর একটু বাড়ান অর্থাৎ ১২।১৩ টাকা মণ করুন। আর কঠোর কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করুন। আর আপনারা ৫ লক্ষ টন ধান সংগ্রহ করুন যাতে বাজারে প্রয়োজনমত ছাড়তে পারবেন। এইগুলি যদি করতে পারেন তাহলে এ্যান্টি-প্রফিটিয়ারিং আইন সার্থক হবে, তা না হলে সমস্ত বানচাল হয়ে যাবে।

[12-15—12-25 p.m.]

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমাদের বর্তমান বিল তৃতীয় দফা আলোচনা চলছে। এবং এই আলোচনার সময়ে আমার মনে পড়ছে যে প্রথম দফা আলোচনার সময় খাদ্যমন্ত্রী মহাশয় যে আশ্বাস আমাদের মাধ্যমে বাংলাদেশের জনসাধারণকে দিয়েছিলেন—উনি গত অধিবেশনের সময় তখন টেবিল চাপড়িয়ে বলেছিলেন—সব জিনিসই ঠিক আছে, "বাড়ে নাই", "বাড়ে নাই।" এখানে যারা উপস্থিত আছে তাদের বোধ করি স্মরণ আছে। এবং তার পরে আমরা দেখি যদি যে বাড়িয়াছে, বাড়িয়াছে এবং অনেক বাড়িও হইয়াছে। আমাদের শুধু বলবার কথা হচ্ছে এই যে, যে আইনই হউক না, সেই আইনটা যদি সত্যি সত্যি কার্যকরী করবার ইচ্ছা থাকে তাহলে এই দুর্দশা আজ বাংলাদেশের হত না। আপনার মাধ্যমে আমি কিছু কিছু তথ্য জানতে চাই যে কিরূপ ভাবে চালের যে প্রোকিওরমেন্ট হয়েছিল, লেভী করা হয়েছিল—যে কথাগুলি বলেছিলেন যে ১ লক্ষ ৭০ হাজার তাঁরা কলেক্ট করবেন, তার পরে দেখা গেল ৭৫ হাজার টনের বেশি পান নি, তখন তিনি হঠাৎ বলে ফেললেন না, আমি তাত বলি নি, আমরা ৭৫ হাজার টন বলেছিলাম, সেটা ৮০ হাজারে দাঁড়িয়েছে, এটাই হচ্ছে আমাদের কৃতিত্ব। কেন এই লেভী প্রোকিওর করা হয় নি মন্ত্রী মহাশয়রা জানেন কি না জানি না তবে এটা তাদের নিশ্চয়ই জানা উচিত কেন না এটা হচ্ছে ক্যাবিনেট অব জয়েন্ট রেসপন্সিবিলিটি। যদিও আমরা যখন কোন তথ্য জানতে চাই তাহলে অনেক সময় মন্ত্রীরা বলেন—ওটা আমার ডিপার্টমেন্টের নয় সুতরাং এটা খাটে না। এই খাদ্যের সঙ্গে হোম ডিপার্টমেন্টের এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের সঙ্গে সংযোগ না থাকে তাহলে কোন আইনই কার্যকরী হতে পারে না। কিন্তু আমাদের খাদ্যমন্ত্রী ও পুলিশমন্ত্রীর সঙ্গে জয়েন্ট রেসপন্সিবিলিটি কোন ব্যাপারে নাই—খাদ্যের মধ্যে গরবর করতে খাদ্যমন্ত্রী এবং পুলিশের এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের মধ্যে অপকার্য করতে পুলিশমন্ত্রী। এই দুই মন্ত্রী যা চালিয়েছেন জয়েন্ট রেসপন্সিবিলিটি তা তাদের সাকসেসের মধ্যে দিয়ে হয় নি ফেলিওরের মধ্যে দিয়েই চালিয়েছেন। আমরা এখানে জেনেছিলাম যে ২৫ শতাংশ লেভী করা হবে, শেষ পর্যন্ত কি হয়েছিল মন্ত্রীও জানেন, এনফোর্সমেন্ট পুলিশও জানে; যদি না জানেন তাহলে যে হ্যান্ড কর্মফিকেট আওয়ার কনফিডেন্স, তার কারণও বলে দিচ্ছি, মিলমালিকেরা কি করেছিলেন, যেখানে তারা ১০ হাজার মণ ধান কিনেছিলেন, খাতায় ১০ হাজার মণ লিখিয়েছেন, কিন্তু মিলিং করেছেন ২৫ হাজার মণ। খাতার বাইরে মিলিং হয়েছে একথা খাদ্যমন্ত্রী জানেন, পুলিশ মিনিস্টারও জানেন। কিভাবে স্মাগলিং হয়েছে, এর দায়িত্ব খাদ্যমন্ত্রী এবং পুলিশমন্ত্রীর আছে। রামপুরহাটে দুয়োরাই বলে একটা মফস্বল স্টেশন আছে। যখন এই লেভী আরম্ভ হল, যখন কর্ডন করা হল, তখন এই দুয়োরাই স্টেশনের ইম্পর্ট্যান্স বেড়ে গেল। যদি একটা কাঁথিটি করেন তাহলে দেখবেন এই দুয়োরাই স্টেশনে কত

পুড়ুস মুভমেন্ট হয়েছিল। সেখানে এই বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করবেন যে - জিনিসপত্র। ও আপনি কত করেছি। বোলপুরে দেখেছি অনেক এলাকা আছে যেখানে ধান মিলিং হয়। মাঝখানে নদী, ওপারে দুমকা, রাত্রিকালে এই এনফোর্সমেন্ট পুলিশের নাকের ডগা দিয়ে দুমকায় চাল বোলপুরে আসে এবং নিরাপদে অন্য জায়গায় চালান যায়। আপনার স্ট্যাটিসটিক্স কষলে দেখবেন এই দুমকায় এই সময় কত পুড়ুস মুভমেন্ট হয়েছে। এ সমস্ত খবর খাদ্যমন্ত্রী ও পুলিশ মন্ত্রী জানেন। কতগুলি মিলে ডেপুটী এ আর সি পি ধরেছিলেন লেভীকে ফাঁকি দিয়ে চাল চোরাই হচ্ছে। আমি জিজ্ঞাসা করি, তাদের কি পানিশমেন্ট দেওয়া হয়েছিল? আর এই মিলে আপনারা রেখেছেন জেল কিম্বা জরিমানা। যদি ১০ হাজার পাউন্ড হর্রালিঙ্গ করে ১০ টাকা জরিমানা হয় তাহলে ব্যবসায়ীরা প্রফুল্লবাবুর দিকে তাকিয়ে মুচকে হাসবে কি না? আমরা জানি তারা মিলের চালের সঙ্গে রেস্ত অক্সাইড মিশিয়ে সেই চালের উপর লেভী প্রযোজ্য হবে না বলে পাচার হয়েছে। এসব কি খাদ্যমন্ত্রী বা পুলিশমন্ত্রী জানেন না? রাত্রিকালে কলে মিলিং করে ধাপ্পা দিয়েছেন সো মিলিং আমি জিজ্ঞাসা করি, সেইসব [illegible] কাছে থেকে লেভী আদায় করবেন আমাদের সাধু খাদ্যমন্ত্রী না সাধু পুলিশ মিনিস্টার? গত বছরের একটা ঘটনার কথা আমার মনে পড়ছে—তখন সিদ্ধার্থবাবু মিনিস্টার ছিলেন—১০ই ডিসেম্বর সোমবার, রিসেসএর সময় সিদ্ধার্থবাবু আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন, বিমলবাবু সে জায়গায় উঠে আসেন। তিনি আমাকে বললেন—আপনারই ছাত্র সুকুমার চ্যাটার্জি, আমার বাড়ির ফিজিসিয়ান। তিনি এক জায়গায় মারোয়াড়ীর বাড়িতে চিকিৎসা করতে গিয়ে প্রেসক্রিপশন লিখেছিলেন, সনভোজ ক্যালসিয়াম—তখন সেই মারোয়াড়ী চটে গিয়ে তাকে বলেছিলেন, একি দাওয়াই হ্যায়, এবং সেই ডাক্তারকে বাড়ির ভিতর নিয়ে গিয়ে দেখিয়েছিল কি রকম স্পুরিয়াস ড্রাগস তার বাড়িতে রয়েছে। বিমলবাবু যখন বলছিলেন তখন অমরবাবু ও সিদ্ধার্থও সেখানে ছিলেন। তখন আমি বলেছিলাম—আপনাদের না কলেক্ট রেসপন্সিবিলিটি, আপনার বাড়ির ডাক্তার যখন আপনাকে জানিয়েছিলেন—সে বামপন্থী নয়, মিথ্যাবাদী নয়—আপনি কি

did you play your part squarely

আপনি হোম মিনিস্টারকে জানিয়েছিলেন যে অমুক মারোয়াড়ীর বাড়িতে স্পুরিয়াস ড্রাগস আছে। তখন সিদ্ধার্থবাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—ডাক্তার চ্যাটার্জি, কি করা যায়? আমি বলেছিলাম—কিছু করা যায় না, কারণ যেখানে ধরা পড়লে ৫০০ টাকা ফাইন, আর ধরা না পড়লে পাঁচ লক্ষ টাকা ইনকাম, তখন তারা রেকারিং ডেসিমেলের মত জরিমানা দিয়ে যাবে আর ইনকাম করে যাবে।

আজকে যখন জেলের কথা হচ্ছে তখন মন্ত্রী মহাশয় 'অন্ন' রেখে দিয়েছেন। আমি জিজ্ঞাসা করি, কত লক্ষ, কত কোটি টাকা এরা করেছেন? চাল তো রাঘববোয়ালরা সব খেয়ে ফেলেছে—কেরোসিনেরও সেই অবস্থা। সব কেরোসিন গুম্ হয়ে গেছে তার জন্য আজ এই অবস্থা। আজকে তারা কেরোসিন ইন্‌ক্লুড করেছেন। কিন্তু এমন করে কদিন চলবে, কাল কোনদিকে মোড় ঘুরবে তা কি জানেন? আপনাদের পুলিশ ডিপার্টমেন্টের দক্ষতার উপর কি আমাদের কোন আস্থা থাকতে পারে? আমরা তো দেখেছি প্রফুল্লবাবু বীরভূম কর্ডন করেছেন তাতে বিহার বর্ডার এবং বর্ধমানে চাল চলে যায়। আমরা বলেছি তদন্ত করুন—করলে দেখবেন ইনএঞ্জিনিয়ারিং অফ দি এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ কতখানি রয়েছে। আপনারা তো পুলিশ দিয়েছেন, কিন্তু পুলিশ যে টাকা খেয়ে মাল সরিয়ে দিচ্ছে। এর কি ব্যবস্থা করেছেন? এই নিজেদের অক্ষমতার জন্য লেভী তুলতে পারলেন না। এই করাপশন সেখানে বন্ধ করতে পারলেন না। আজকে বলছেন এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টন এক্সপেক্ট করেছিলাম, আশী হাজার টন যোগাড় করেছি। কি চমৎকার কথা! ৩২ টাকা, ৩৩ টাকা চালের মণ যখন হ'ল তখন এখানে বললেন—আমরা আইন করছি, আইন হ'ল, কিন্তু কি আইন হ'ল; আইন তো নয় অর্ডিন্যান্স তৈরি হ'ল। খবরের কাগজে কাগজে বেরুতে লাগল অর্ডিন্যান্স আসছে, যেন সার্কুলার দিয়ে চোরকে সাবধান করা হচ্ছে আগেই—তোমরা সাবধান হও, অর্ডিন্যান্স আসছে। তার পর অর্ডিন্যান্স জেল দিয়াতে সেখানে কোল্ড স্টোরেজে পড়ে থাকল; দেশের লোকের পকেট যখন ফাঁক হয়ে গেল, ব্যবসায়ীরা লাখ লাখ টাকা মুনাফা করে ব্যাঙ্কে গচ্ছিত করল তখন সেই আইন নিয়ে এলেন। কিন্তু নিয়ে এসে কি হ'ল? পুলিশের চোখে দূরবীন দিয়ে দোকানদার থাকল। তিনি সবচেয়ে দুর্দান্ত খাঁড়—

পার্লিয়ামেন্টের ব্যাপারে তাঁর দুশ্চিন্তাবেদনা বড় বেশী। যেভাবে এই পার্লিয়ামেন্ট রুল আনা হয়েছে তাতে কারও গায়ে হাত দেওয়া চলবে না। আরও ভয়ের কথা আছে প্রফুল্লবাবু সেখানে কলঙ্ক-ভঞ্জন পালা গেয়েছেন। সেখানে তিনি এনকোয়ারী কমিটি তার ডিরেক্টরেটের যে সমস্ত ল্যাপসেস দেখিয়েছেন তার উপর হোয়াইট ওয়াশ করে ধার্মিকম্মন্যর কাজ করেছেন। তিনি বলেছেন—আমার ডিপার্টমেন্টের যে সমস্ত কর্মচারী তারা কোন অপরাধ করে নি। আমার মনে পড়ল সেই ইংরাজী কথাটা—দি লেডী ইজ প্রটেস্টিং টু মাচ্। প্রফুল্লবাবুর এ্যাডভোকেসি শুনে আমার মনে হচ্ছিল দি মিনিসটার ওয়াজ এ্যাডভোকেটিং টু মাচ্। এই বিল যা এনেছেন এর মধ্যে যদি তার খাদ্য-সমস্যার সমাধানের ইচ্ছা থাকত তাহলে বিরোধীপক্ষ থেকে যে সমস্ত এ্যামেন্ডমেন্ট পেশ করা হয়েছিল সেগুলি তিনি গ্রহণ করতেন তাহলে বুঝতাম তাঁর মনে সদিচ্ছা আছে। ফুড এ্যাডভাইসরী বোর্ড যেটা আছে এইভাবে আমি এখানকার দলের নেতার কাছ থেকে শুনেছি যে বিধানবাবু যখন ছিলেন না প্রফুল্লবাবু তখন সব জায়গায় ফুড কমিটি উইথ অল্ পার্টিস এ্যাট অল্ লেভেলস করবার প্রস্তাব রিফিউজ করেছিলেন। অল্ পার্টিস ফুড কমিটি করতে তিনি রাজী হন নি, হতেও পারেন না, কারণ, গ্রামে যে সমস্ত রাইসমিল আছে সেখানে ফুড কমিটি যদি হয় তাহলে এই ধাপ্পা আর জোচ্চুরী আর চলবে না। তাই বলছিলাম এই যে বিল খাদ্যমন্ত্রী এনেছেন তার উপর সম্পূর্ণরূপে আস্থা রাখতে আমরা পারছি না, কারণ, যে সমস্ত ভাল ভাল এ্যামেন্ডমেন্ট এসেছিল, যেগুলি গৃহীত হলে জনসাধারণের মঙ্গল হত—সেগুলি তিনি নির্মমভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। যে সমস্ত প্রস্তাব আপনি মরালি সাপোর্ট করেছিলেন সেগুলির দিকে তিনি নজরও দিলেন না। যে সমস্ত বোনা ফাইড কোয়েশ্চেন এখানে ছিল তার উত্তর তিনি দিয়ে গেলেন না।

Mr. Speaker: I rise at 12-30 and there are only 5 minutes. Mr. Mihir Lal Chatterjee, I have allotted 5 minutes to you. You are a successful man today. Your amendment has been accepted.

[12-25—12-35 p.m.]

Sj. Mihirlal Chatterjee:

মিস্টার স্পীকার, স্যার, এই বিলের থার্ড রিডিংএ আমি আর খুব বেশি কিছু বলতে চাই না, আমি সংক্ষেপে দু-একটা কথা বলবো। ধানচালের দাম বেঁধে দেওয়া সম্বন্ধে বাংলাদেশে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন রকম প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছে। স্যার, আমি যখন আমার জেলাতে গিয়েছিলাম এই সপ্তাহের শেষে, তখন আমার জেলার লোকেরা আমাকে এই কথা বলে....

Mr. Speaker:

আপনার জেলা বলতে তো বীরভূম, যেখানে আপনি মাত্র দু-একদিন বাস করেছিলেন?

Sj. Mihirlal Chatterjee:

সেখানে গিয়ে পৌঁছালে, আমাকে আমার বন্ধুবান্ধবরা এই কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলো—ধানের চালের যে দাম বাঁধা হ'ল, এই দামে চাল কি কিনতে পাওয়া যাবে? বাংলাদেশের যারা সাধারণ লোক, গরীব, মধ্যবিত্ত লোক, যারা চাল কিনে খায় তাদের কাছে আজ এই প্রশ্ন উঠেছে, ধান চালের দাম বেঁধে দেবার পরে, ঐ নির্দিষ্ট দামে চাল কিনতে পাওয়া যাবে কি না? স্যার, আমি যে জেলায় বাস করি সেখানকার লোকে আমায় জিজ্ঞাসা করছে ধানের যে দাম মন্ত্রী প্রফুল্ল-বাবু বেঁধে দিয়েছেন, অর্থাৎ নিম্ন ও সর্বোচ্চ দাম যেটা ধার্য করা হয়েছে, তার থেকে ধানের দাম নেমে যাবে না তো? ধানের চালের দাম নির্দিষ্ট রাখা একটা দারুন সমস্যা। যারা চাল কিনে খায় তাদের মনে সংশয় জেগেছে, যারা ধান বিক্রয় করে তাদের মনেও সংশয় জেগেছে, যারা ধান-চালের ব্যবসা করে, মিলওয়ালারা, তাদের সকলের মনে আজ এই সংশয় উপস্থিত হয়েছে। স্যার, আমি বলবো এই ব্যবস্থার দ্বারা মিলওয়ালা ও আড়তদারদের পকেটে বহু কোটী টাকা দেবার বন্দোবস্ত হয়েছে; ৩১এ ডিসেম্বর শেষ হবার পরে, অনেকে বলছেন ধান-চালের কারবারে আর কিসের সুবিধা হবে না, আমরা ধান-চালের কারবার আর করবো না। আজ যখন ধান-চালের

মজুতদারী মিল-মালিক ও আড়তদাররা একটু শংকিত হয়ে উঠেছে এবং এই কারবার করবার জন্য যখন গভর্নমেন্ট অগ্রসর হয়েছেন, তখন গভর্নমেন্টকে আমি বিশেষ করে বলি, যে দায়িত্ব গভর্নমেন্ট নিতে যাচ্ছেন, এই দায়িত্ব যেন তাঁরা পূর্ণভাবে গ্রহণ করেন। কারণ সেদিন প্রফুল্লবাবু বলেছিলেন কোন জায়গায় ৭০টি কোন জায়গায় বা ৮০টি করে ডি পি এজেন্ট নিযুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু আমরা জানি এক একটা জেলায় ১৫০টা থেকে ২০০টা পর্যন্ত ইউনিয়ন বোর্ড আছে। সেই সকল ইউনিয়ন বোর্ডের মধ্যে এক একটা জায়গায় অন্ততঃ একজন করে ডি পি এজেন্ট যদি নিযুক্ত না করা হয়, তাহলে অল্প সংখ্যক ডি পি এজেন্টের পাল্লায় পড়ে সাধারণ চাষী, যারা ধান-চাল বিক্রয় করে, তাদের কত যে দুর্গতি ভোগ করতে হবে তা বলা যায় না। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে বলবো ১লা জানুয়ারি থেকে তাঁরা যে দায়িত্ব গ্রহণ করতে যাচ্ছেন, তার মধ্যে যেন কোন প্রকার ফাঁক বা শৈথিল্য না থাকে। যদি চাষীরা ধান বিক্রয় করবার সুযোগ না পায়, যদি তারা দেখে যে যথেষ্ট সংখ্যক ডি পি এজেন্ট নিযুক্ত করা হয় নি, যদি তারা দেখে যে ৬।৭ মাইল দূরে যেতে হবে ধান-চাল বিক্রয় করবার জন্য, যদি তারা দেখে মহাজনরা, মিলওয়ালারা ধান কিনতে চাচ্ছে না, কেবল মাত্র ডি পি এজেন্ট যেখানে থাকবে সেখানেই ধান বিক্রয় হবে—তাহলে কল্পনা করুন কি পরিমাণ ডি পি এজেন্ট দরকার। এক এক জায়গাতে কি পরিমাণ চাষীর সমাবেশ হবে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত, যেমন রেশনিংএর দোকানেতে কিউ করে দাঁড়াতে হয়, সেই রকমভাবে চাষীকেও হয়ত ডি পি এজেন্টের আড়তের সামনে দাঁড়াতে হবে। কখন তার সুযোগ আসবে এবং ডাক পড়বে, তবে সে তার ধান বিক্রয় করতে পারবে। ডি পি এজেন্ট মারফৎ ধানচাল বিক্রয় করবার অভিজ্ঞতা আমাদের অন্ততঃ ক্রেতা বা বিক্রেতা হিসাবে না থাকলেও দর্শক হিসাবে আছে। আমরা জানি এক একজন চাষীকে এক একটা মিলের কাছে গিয়ে ধান বিক্রয় করতে কি পরিমাণ সময় দিতে হয়, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাকে সেখানে ধর্না দিয়ে অপেক্ষা করতে হয়। কেবলমাত্র মিলওয়ালাদের কাছে যদি চাষীকে ধান বিক্রি করতে হয় তাহলে মিলমালিকরা চাষীকে বিপাকে ফেলবে। তারা চাইবে সরকারকে দুষতে যে এমন করে ধান চালের দাম বেঁধে দেওয়ার যাবতীয় দুর্নাম সরকারের উপর যাতে করে চাপে। বড় বড় ব্যবসায়ীরা যা খুসী তা চাইতে পারে, কিন্তু তাই বলে সরকারের দায়িত্ব তাতে শেষ হয়ে যায় না। নির্দিষ্ট দামের ব্যাপারে যাতে তারা সরকারকে বিপাকের মধ্যে ফেলতে না পারে তার জন্য সরকারকে জাগ্রত থাকতে হবে এবং দেখতে হবে যাতে ধান-চাউলের বাজারে সংকট ঘনিয়ে না আসে। আমার মনে হয় যে যদি ডি পি এজেন্টদের সংখ্যা বাড়ান না হয় তাহলে বাংলাদেশের চাষীরা প্রকৃত দামে তাদের ধান বিক্রি করতে পারবে না। অনেক বন্ধুরা বলছেন যে কোন কোন জায়গায় ধানের দাম নাকি মিনিমাম প্রাইসের চেয়ে নেমে গিয়েছে। এ বিষয়ে আমার কোন খবর জানা নাই, ব্যক্তিগতভাবে আমি এখনও জানি না ধানের দাম মিনিমাম প্রাইসের নীচে নেমে গিয়েছে কি না। তবে একথা বুঝি যে মিল-ওয়ালারা, আড়তদাররা ধান যদি না কেনে, যথেষ্ট সংখ্যক ডি পি এজেন্ট যদি নিযুক্ত করা না হয়, কোন রকম অসুবিধার মধ্যে চাষীকে যাতে না পড়তে হয়, সেই দায়িত্ব পরিপূর্ণরূপে সরকারকে তাহলে অল্পসংখ্যক ডি পি এজেন্ট মিলমালিক, আড়তদাররা চাষীর দুর্ভোগ বাড়াবে। সেজন্য গ্রহণ করার জন্য, পূর্ব থেকে সতর্ক এবং হুঁশিয়ার হতে বলি।

দ্বিতীয় কথা, ধানচাল খরিদ-বিক্রি সম্বন্ধে কেবলমাত্র ডি পি এজেন্টই যে নানা গোলমাল সৃষ্টি করে তা নয়। ডি পি এজেন্টদের ধানচাল কিনবার জন্য পুঁজি টাকার একটা সীমা আছে। যে সমস্ত ডি পি এজেন্ট আছে তার মধ্যে কারও মূলধন ১০ হাজার কারও বা ১৫ হাজার। এখন মনে করুন যে ডি পি এজেন্টের মূলধনের পরিমাণ ১৫ হাজার টাকা তার যখন ঐ পরিমাণ টাকার ধান কেনা হয়ে যাবে তখন সে আর ধান কিনতে চাইবে না, পারবেও না। এই অবস্থায় চাষীর ধান বিক্রি করার অসুবিধা ঘটা অত্যন্ত স্বাভাবিক, এবং এটা ঘটবেই। অনেক জায়গায় দেখা যায় ডি পি এজেন্ট যে পরিমাণ টাকা নিয়ে কাজ কারবার করে তার চেয়ে অনেক বেশি ধান চাউল তার কাছে বিক্রয়ের জন্য আমদানি হয় এবং অতিরিক্ত যে ধান চাউল সেই ধান চাউল তারা কিনতে পারে না। এই রকম পরিস্থিতি দেখা দিবার দারুণ সম্ভাবনা রয়েছে। সরকার এই সম্পর্কে যদি সতর্ক না হন তাহলে বলতে পারি যে ১লা জানুয়ারি থেকে ধানচালের দাম বেঁধে দিলেও বহু চাষী তাদের ধানচাল বিক্রি করবার সুযোগ-সুবিধা পাবে না, যদি আরও বেশি ডি পি এজেন্ট নিযুক্ত না হয়।

ধানচালের সরকারী কারবারে অনেক অসুবিধা এবং ঝঞ্ঝাট আছে, নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি ডি পি এজেন্টরা ধান কেনার পরে ইনস্পেক্টর বা এসেসররা যতক্ষণ পর্যন্ত চালান না কেটে দিচ্ছেন ততক্ষণ সরকারী গুদামে মাল জমা দিতে পারবে না, সরকারী গুদাম একসেপ্ট করে না। ধানচাল কেনার পর মস্ত বড় গণ্ডগোল দেখা দেবে যদি ইন্সপেক্টর বা এসেসররা তাড়াতাড়ি করে ডি পি এজেন্টদের ধান সরকারী গুদামে জমা দিবার ব্যবস্থা না করেন। অধিকাংশ ডি পি এজেন্টের কেনা মাল তার নিজের গুদামে রাখবার জন্য যথেষ্ট জায়গা থাকে না। এই ধরণের নানা ডামাডোলের জন্য আশঙ্কা হয় সরকার ধানচালের কারবারে দুর্নামের মধ্যে পড়বে এবং চাষীদেরও দুর্গতির অন্ত থাকবে না।

[12-35—12-45 p.m.]

একটা বিরাট দায়িত্ব সরকার বা গভর্নমেন্ট যখন গ্রহণ করছেন, তখন তার উপযুক্ত মেশিনারী গভর্নমেন্টকে তৈরি করতে হবে। আমার নিজের ধারণা, অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, গভর্নমেন্টের সেই মেশিনারী এখনও পর্যন্ত নাই। মাননীয় মন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয় সেদিন তাঁর বিভাগে কর্মচারীদের কাজের তারিফ করেছেন। তিনি তারিফ করতে পারেন, মন্ত্রী হিসাবে তিনি তারিফ করেছেন; আমরা অতখানি তারিফ করি না। আমাদের অভিজ্ঞতা অন্য রকম। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা যে রকম দেশের জনসাধারণের অভিজ্ঞতা প্রায় সেই রকম বলেই মনে হয়। সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে সব লোকেই যে খারাপ তা বলি না, সরকারী কর্মচারীদের সবাই যে ইনএফিসিয়েন্ট তাও বলি না, কিন্তু ফুড ডিপার্টমেন্টের অধিকাংশ কর্মচারী যে ইনএফিসিয়েন্সির পরিচয় দিয়েছেন, এতদিন ধরে সেবিষয়ে আমার নিজের সন্দেহ নেই। আমার মনে হয় গভর্নমেন্ট পক্ষের বন্ধুদেরও বোধ হয় সন্দেহ নেই। অসাধু ডি পি এজেন্টের মারফত যে কেবলই অসুবিধা হয় তা নয় ধান চাল সরকারী গুদামে জমা দেবার পরেও টাকা পয়সা পাওয়ার সম্বন্ধে ডি পি এজেন্টদের বিরাট দুর্ভোগ ভুগতে হয়।

[At this stage the red light was lit.]

স্যার, এর মধ্যেই লালবাতি জেলে দিয়েছেন।

Mr. Speaker:

কি কোরব নির্দেশ দিন, তাড়াতাড়ি শেষ করুন।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

আমি শুনেছি এবং আমি জানি যে ডি পি এজেন্টরা সরকারী গুদামে ধানচাল জমা দিয়ে টাকা পাওয়ার ব্যাপারে কি পরিমাণ বিড়ম্বনা বোধ করে। ডি পি এজেন্টকে গভর্নমেন্ট গুদামে মাল জমা দেবার পর সরকারী ট্রেজারীতে যেতে হয়, সেখানে তার দুর্গতির অন্ত থাকে না। সকাল দশটা এগারটার মধ্যে ট্রেজারী গিয়ে চালান পাশ করবার নানা চেষ্টা তারা করে, এবং রাত ৯টা ১০টা পর্যন্ত টাকার জন্য অপেক্ষা করতে হয়। একথা আমি ভাল লোকের কাছ থেকেই শুনেছি। এই ধরনের দারুণ দুর্ভোগ তাদের ভুগতে হয়। ডি পি এজেন্টকে গভর্নমেন্ট ট্রেজারীতে সকাল থেকে আরম্ভ কোরে রাত ৯টা পর্যন্ত টাকার জন্য ধর্ণা দিতে হয়। তারপর হয়ত সেদিন টাকা পেলো না, পরের দিন আবার হাঁকে যেতে হয়। তার ফলে সেদিন তার ধান কেনা বন্ধ থাকে। স্যার, এই ধরনের ডিফিকাল্টির শেষ নাই। আমি এই সকল ডিফিকাল্টির কথাই বলতে চাই। ধানের দাম বেঁধে দেওয়া হয়েছে, সে সম্বন্ধে বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন রকম মত থাকতে পারে, বিহারে হয় ত ৮।৯ টাকায় ধানের দর বর্তমানে নেমে গেছে, উড়িষ্যায় ৭।৮ টাকা ধানের দাম হয়েছে শুনেছি। আমাদের এখানে ধানের দাম ১২।১৩।১৪ টাকায় রাখা হয়ত আর সম্ভব নয়। কাজেই আমি বুঝতে পারি যে আমাদের এখানে ১০।১১ টাকা দাম হতে পারে। কিন্তু গভর্নমেন্ট যখন ধান চালের ব্যবসায়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, তখন যদি গভর্নমেন্ট সেই ব্যবসা ঠিক ঠিকভাবে প্রতিপালন করতে না পারেন, চাষীর কাছ থেকে ধান কেনার ব্যাপারে চাষীদের সকল রকম সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা না করতে পারেন, তাহলে এই এ্যান্টি-প্রফিটিয়ারিং আইন পাশ হওয়ার পর গভর্নমেন্ট যখন খাদ্য সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন, তখন বিরাট ডামাডোল ধান চালের বাজারে দেখা দেবে, এবং আমার আশঙ্কা যাঁরা চাল কিনে খান তাঁরা শেষ পর্যন্ত দেখতে পাবেন যে সরকারের বেঁধে দেওয়া দামে ধান চালের সাপ্লাই পাওয়া যাবে না।

Dr. Prafulla Chandra Ghosh: Sir, there was a reference to a letter by Sj. Jyoti Basu to us—the Government could not form Committees because the P.S.P. did not supply the names. I beg to inform you and through you the Government that the letter was delivered to the P.S.P. Secretary on the 24th December, 1958, at night. Because I had to ascertain facts from the Secretary some time was necessary. The letter reads thus—"From Shri S. K. Gupta, Joint Secretary, Food Department, Government of West Bengal to Shri Ajit Roy, Secretary, Praja Socialist Party, West Bengal. Dear Sir, Government proposes to form Food and Relief Committees in the districts and subdivisions on an all-party basis. I am directed to request you to be so good as to furnish Government with a list of representatives of your party in the proposed Committees of the various districts and subdivisions, if your party so desires." We were told to give all these names on the 28th December night. Only dictators can do it, no democratic party can do it. If the Government wanted to take cover under it I say that the P.S.P. did not fail in its duties to give the names but it is the Government which failed to inform us in time so that we could give our names if we so desired. Therefore, I say, in all fairness, the Praja Socialist Party is not responsible for not giving the names.

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

পূজার আগে এ্যাডভাইসরী কমিটির যখন মিটিং হয়েছিল, সেই সময় নাম দেওয়ার কথা উঠেছিল। আমি সকলকে বলেছিলাম নাম দেওয়ার জন্য। কিন্তু প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টির তরফ থেকে নাম পাই নি বোলে আমি চিঠি দিয়েছি—আর খাদ্যমন্ত্রী হিসাবেই দিয়েছি। জ্যোতি-বাবু জানেন যে নাম চাওয়া হয়েছিল, জ্যোতিবাবু পূজার কিছুদিন আগে নাম দিয়েছিলেন। কাজে কাজেই আমরা যখন দেখলাম নাম পাচ্ছি না—মাননীয় সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বোধ হয় সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং সেই দিনই তাঁকে নাম দিতে বলি।

Dr. Prafulla Chandra Ghosh:

সেই কনফারেন্সের কথা আমরা কেউ কিছু জানতাম না।
only the ministers and others might know, but we know nothing about it.

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

জ্যোতিবাবু বলতে পারেন যে এ্যাডভাইসরী কমিটিতে এই কথা হয়।

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

আমরা ডিমান্ড করেছিলাম—বিভিন্ন দলের পক্ষ থেকে কমিটি করা হউক। কিন্তু কোনদিন যে আমাদের কাছ থেকে নাম চাওয়া হয়েছে তা জানি না।

Mr. Speaker: I do not think it will advance the matter further. As I see it, the door is still open to put in the names.

I have got a message for the House. It has been officially decided—I think Sj. Jyoti Basu and others know about it—that the resolution regarding Berubari is going to be taken up on Monday next at 2-30 p.m. and the following honourable members—Sj. Jyoti Basu, Sj. Sunil Das, Sj. Hemanta Basu, Sj. Jatin Chakravorty, Sj. Subodh Banerjee and Shrimati Labanya Prova Ghosh, are sponsoring the motion, and others may also speak on that occasion. The motion stands in the name of Shri Satyendra Prasanna Chatterjee.

Sj. Jyoti Basu: The motion will be in the names of those gentlemen—that is what the Chief Minister told me.

Mr. Speaker: Originally in the paper the motion stood in the name of Shri Satyendra Prasanna Chatterjee.

Sj. Jyoti Basu: In the names of those gentlemen the motion is being brought, others may speak—that is what the Chief Minister told me.

Mr. Speaker: I shall circulate the motion accordingly.

There will be no questions on Monday.

The House stands adjourned till 2-30 p.m. on Monday next.

Adjournment

The House was accordingly adjourned at 12-45 p.m. till 2-30 p.m. on Monday, the 29th December, 1958, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

The Assembly met in the Assembly House, Calcutta, on Monday, the 29th December, 1958, at 2-30 p.m.

Present:

Mr. Speaker (The Hon'ble Sankardas Banerji) in the Chair, 15 Hon'ble Ministers, 10 Deputy Ministers and 206 Members.

[2-30—2-40 p.m.]

Adjournment Motion

Mr. Speaker: There is an adjournment motion which I have refused; but it may be read.

Sj. Ajit Kumar Ganguli: My adjournment motion was: The proceedings of the Assembly do now stand adjourned to raise a discussion of urgent public importance and of recent occurrence, namely, the serious crisis arising out of the stoppage since Monday last of gratuitous relief throughout Bongaon Subdivision in the district of 24-Parganas by the Government.

Since Monday last Government have stopped... ..,

Mr. Speaker: Mr. Ganguli, you should not read the statement. I allowed you to read the motion only. In Parliament they do not even allow this. I don't think there is any substance in the adjournment motion. I have refused it, and you have read it. There is an end of the matter.

Special Motion on the transfer of Berubari Union

Mr. Speaker: Now, I wish to address the honourable members of this House on one point, and I shall certainly expect the co-operation of the members in this matter. I find from the agenda that the time that has been allotted for discussion of the special motion on the transfer of Berubari Union is one hour, and perhaps honourable members are aware of it that the ultimate resolution which is to go through was signed by leaders of all the parties, Opposition and this side. Therefore, this is more or less a consented matter. The only thing why we are going to devote an hour is that not only the resolution will go but the reasons which have led the honourable members to sponsor the resolution and the feeling of the people, will be placed before the house. But you must make up your mind to have an even division of time. I should not go to the length of pulling up honourable members drawing their attention to the blue light, red light, or saying "please stop". I do not want all those things to happen.

[Sj. Bankim Mukherji rose to speak]

Mr. Mukherji, I think there are 6 or 7 names sent up, and the time is only one hour.

Sj. Bankim Mukherji: There are 5 members from our side; so, I think I will get one-fifth of the time allotted.

Mr. Speaker: While giving the names, you have not discussed with your other friends. All right, go on.

Sj. Bankim Mukherjee:

সভামুখ্য মহাশয়, এই বেরুবাড়ির সমস্ত বিষয়টা সম্বন্ধে একটা অদ্ভুত রহস্যজনক অবস্থার মধ্যে আমরা রয়েছি। প্রথম হচ্ছে যে এটা বাউন্ডারী এ্যাডজাস্টমেন্ট, কি এটা ট্রান্সফার অব টেরিটোরী সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়ে গেছে। সভামুখ্য মহাশয়, আপনি নিজেও এই সন্দেহের মধ্যে ছিলেন এবং এখনও পর্যন্ত আমাদের কাছে এটা পরিষ্কার নয় যে এই বেরুবাড়ি এটা কোন প্রকারের ট্রান্সফার অব টেরিটোরী কিংবা বাউন্ডারী এ্যাডজাস্টমেন্ট?

Mr. Speaker: Excuse me, Mr. Mukherjee. I have made a slight mistake. This motion has first to be moved by Dr. Satyendra Prasanna Chatterjee.

Dr. Satyendra Prasanna Chatterjee: Sir, I move that in view of the fact that there is going to be a readjustment of boundaries between West Bengal and East Pakistan and transfer of certain territories from West Bengal to East Pakistan and *vice versa*, and

Without prejudice to the right of this Assembly to express its opinion on any Bill that may be brought in the Union Parliament for the purpose, and

In view of the fact that the area known as Berubari Union in the district of Jalpaiguri has been all along under the lawful control and possession of the State of West Bengal since the partition of Bengal, and

In view of the fact that any readjustment of boundary which may result in the transfer of any part of the territory of the Berubari Union to East Pakistan will adversely affect the economic life and security of the people of the area, and,

Further, in view of the fact that the Government of West Bengal has spent large sums of money for the development of the area where a large number of refugees from East Bengal have settled,

This Assembly is of opinion that the said Berubari Union should remain a part of the territory of the Union of India.

আমি এই প্রস্তাবটা পেশ করে দু-একটা কথা বলতে চাই। আজ যে বেরুবাড়ি ইউনিয়নের কথা বলতে চাচ্ছি সেটা আমার নিজের বাসস্থান থেকে মাত্র দেড় মাইল দূরে। আজ প্রায় ১১ বৎসর মানে পার্টিশনের পর হতে বেরুবাড়ি আমাদের ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত। যেখানে পার্টিশনের পূর্বে মাত্র ৪-৫ হাজার অধিবাসী ছিল। এখন রংপুর এবং দিনাজপুর থেকে প্রায় ১০ হাজার রিফিউজী এসে বসবাস করতে আরম্ভ করেছে এবং লোকসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৪০ হাজারের উপর। যেসব রিফিউজী একবার নিজেদের ভিটেমাটি ত্যাগ করে এসে এই বেরুবাড়িতে কোনরকমে একটু মাথা গোঁজবার জায়গা করে নিয়েছে আজ তাদের আবার সেই ভিটেমাটি ত্যাগ করে রিফিউজী হতে হবে। এখানে হিন্দুর সংখ্যা ৬ হাজার ১৭ এবং মুসলমানের সংখ্যা ৫৪ জন। এইসব অধিবাসী ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে জলপাইগুড়ি এবং কুচবিহারে মুসলমান [illegible] সঙ্গে এক্সচেঞ্জ করতে চাইছে। বেরুবাড়ির দুই বিঘা জমির সঙ্গে এক বিঘে জমির এক্সচেঞ্জের হিসাবও করা হচ্ছে। এদিককার শতকরা ৯৫ জনই হিন্দু অধিবাসী এবং পার্টিশনের পূর্বেও হিন্দু প্রধান ছিল। এইসব জায়গায় আমাদের স্টেট গভর্নমেন্ট অনেক ডেভেলপমেন্ট করিয়েছেন। দুই বৎসরে প্রায় ৬০ হাজার টাকা খরচা করে নদীর উপর পুল তৈরি করেছেন, রাস্তা, স্কুল ও পানীয় জলের ব্যবস্থা এবং রিফিউজীদের [illegible] জন্য বহু লক্ষ লক্ষ টাকা খরচা করেছেন। এতদিন পাকিস্তান ঘুমিয়ে ছিল, যখন দেখল ইন্ডিয়া জায়গাটার অনেক উন্নতি করেছে তখন তারা তার ডিমান্ড জানালেন। র‍্যাডক্লিফ কিম্বা বাগে কমিশন কোনদিন জলপাইগুড়ি থানাকে ভাগ করেনি, কিম্বা কোন থানাই ভাগ করেননি। রেলওয়ে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য তিনি থানাকে ভাগ করেছিলেন—তা ছাড়া সব থানাই ইনট্যাক্ট রেখে দিয়েছেন। বেরুবাড়ি চিরকালই জলপাইগুড়ি থানার মধ্যেই ছিল এবং এখনও তাই থাকবে। আমি মনে

Sj. Sudhir Chandra Ray Choudhuri:—Sir, it is becoming a practice to take the first opportunity by the Communist Party members, because they are larger in number. We are not going to stand by this arrangemnet any more.

Mr. Speaker: Mr. Ray Choudhuri, what is being said is this that the convention of the House had been in the past before my time that the Leader of the Opposition would begin. Now a practice is being developed and everytime the Opposition Party having the largest number is insisting on talking first and taking the longest time. Mr. Ray Choudhuri, it is rather painful for me to discuss in this House all these things. It is better if the honourable members come to an agreement among themselves, so that they may not have any grievance that they are being neglected or that sufficient time is not being allowed, and so on.

Sj Bankim Mukherji: I would not have minded anybody speaking first, but, Sir, you called on me to speak.

Mr. Speaker: I followed the list—a list has been handed over to me and I always thought this was an agreed list. That is the difficulty.

Sj. Bankim Mukherji: There was no time to meet the Whips of the various parties to come to an agreement before the list was placed before you Anyway, you called on me to speak and because later you called on Sj Satyendra Prasanna Chatterjee to move the motion, so naturally I should speak just after that.

সভাপতি মহাশয়, শ্রীসত্যেন্দ্রপ্রসন্ন চ্যাটার্জি যেকথাগুলি বলেছেন তার প্রস্তাবটা পেস করবার সময় তার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে পুনরুক্তি করবার কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু যে পদ্ধতিতে মীমাংসাটা হচ্ছে সেই পদ্ধতি সম্পর্কে আমার কিছু বলবার আছে। এই বিষয়ে সমস্ত হাউস একমত যে বেরুবাড়ি ইউনিয়ন পাকিস্তানকে দেবার যে সিদ্ধান্ত হয়েছে সেই সিদ্ধান্ত ভুল হয়েছে। এবং এই সিদ্ধান্ত যে পরিবর্তন করা প্রয়োজন এই সভায় সে সম্বন্ধে কোনরূপ দ্বিমত নাই। এই সিদ্ধান্তটা অদ্ভুত রহস্যাবৃত। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, এখন পর্যন্ত এটা স্থির হয়নি এটা বউন্ডারী এডজাস্টমেন্ট না ট্রান্সফার অব টেরিটরি. আমরা এখন কথায় কথায় এনক্লেভের কথা শুনতে পাই। আমরা আশ্চর্য হয়ে যাই যে র‍্যাডক্লিফ এওয়ার্ডে এনক্লেভ কোথা থেকে জন্মায়। কোথাও পূর্বদিকে পাকিস্তানী এনক্লেভ পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে এসে পড়েছে একথা আমি মনেও করতে পারি না। আমরা এটা মনেও করতে পারি না যে কুচবিহার স্টেট বাদ দিয়ে পশ্চিমবাংলায় পাকিস্তানের কোন এনক্লেভ রয়েছে। র‍্যাডক্লিফ লাইনই বাগে লাইনই বলুন, উভয়ের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট লাইন আছে। এর মধ্যে এখন এনক্লেভ কথাটা কোথা থেকে আসে? এটাই প্রথম রহস্যাবৃত ব্যাপার। পশ্চিমবঙ্গে একমাত্র কুচবিহার স্টেটে যেহেতু খণ্ড খণ্ড দ্বীপের মত জমি সেই কারণেই কুচবিহারের খানিকটা খানিকটা জমি পাকিস্তানী এনক্লেভ হতে পারে, কিন্তু তার বদলে আমাদের হিন্দুস্থানের জমি পাকিস্তানে ছেড়ে দেওয়া হবে একথা কোথা থেকে আসে? তারপর, বেরুবাড়ি সম্বন্ধে এখানকার গভর্ণমেন্ট এবং আমরা বিরোধীপক্ষ সকলেই এটা জানি যে, এই জিনিসটার কোনরকম গোলমাল ছিল না। প্রথম এ্যাওয়ার্ড অনুযায়ী যে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে তাতে সমস্ত ইউনিয়নটাই ভারত সরকারের সীমানায় পড়েছে। যদি র‍্যাডক্লিফ এ্যাওয়ার্ড-এর কোন মানে বুঝতে না পারা যায় তার জন্যই এই বিষয়টা সিদ্ধান্ত করবার জন্য বাগে ট্রিবুনাল-এর সামনে পেস করা হয়েছিল। কিন্তু বাগে ট্রিবুনাল যখন হয় তখন পাকিস্তানের তরফ থেকে বেরুবাড়ি সম্বন্ধে কোনপ্রকার বিরোধ নিয়ে আসা হয় নি। দু-দুটো এ্যাওয়ার্ড পার হয়ে গেল। তখন কিছু হল না, এখন এই বিরোধ আসে কোথা থেকে? যে ম্যাপ আছে সেই ম্যাপের লাইনএর ইন্টারপ্রিটেশন করতে গিয়ে এখন কথা উঠেছে। এই ম্যাপের লাইনের যে ডেসক্রিপশন দেওয়া হয়েছে সেই ডেসক্রিপশনএ এন্টায়ার ইউনিয়নটাই আমরা পাচ্ছি।

তারপর, কোন্ কোন্ জিনিসের এক্সচেঞ্জ হয়? কোন্ কোন্ জমি এ পর্যন্ত ভারত সরকারের শাসনাধীন ছিল?

[2-50—3 p.m.]

কাজেই এটা হচ্ছে—একটা মস্ত বড় রকমের মারাত্মক ব্যাপার।

দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে ঠিক কোন্ কোন্ জিনিস এক্সচেঞ্জ হচ্ছে তা আমরা শুনতে পাই না। অর্থাৎ ঠিক কোন্ কোন্ জমি, এ পর্যন্ত যা ভারত সরকারের অধীনে তা কার দখলে ছিল, এবং ঠিক কোন কোন জমি যা পাকিস্তানের অধীনে তা কার শাসনে ছিল? যেসমস্ত ডিসপিউটেড ল্যান্ড, তা কি ঠিকভাবে এক্সচেঞ্জ হচ্ছে, আমি যতটুকু দেখতে পাচ্ছি ভারত সরকারের অধীনে এডমিনিস্টার্ড যে সমস্ত জায়গা আছে, তার উপরে পাকিস্তান ডিসপিউট করে চলেছে এবং তার উপর এওয়ার্ড করে যাচ্ছে। এইভাবে কোন কোন স্থানের ডিসপিউট নিয়ে সেখানে এওয়ার্ড করে বলা হচ্ছে—তোমরা ৫০ স্কোয়ার মাইল নাও, আমরা ৫০ স্কোয়ার মাইল নিচ্ছি। পাকিস্তানের কোন্ কোন্ জমি আমরা পেয়েছি? অর্থাৎ পাকিস্তান শাসিত এবং পাকিস্তানে এডমিনিস্টার্ড এখনও আমাদের প্রাপ্য বহু জমি রয়েছে, অথচ ভারত সরকার মনে করেন যে তারা সেগুলি ভুলবশতঃ শাসন করেন। এইরকম টেরিটরীর কোন লিস্ট আছে কি? সেরকম কোন লিস্ট তাদের নেই। এ বিষয়টি লোকসভার বিষয় বস্তু, সে বিষয়ে আমাদের অধিক আলোচনা করবার নেই। কিন্তু এই যে পদ্ধতি এবং তারপর সমস্ত জিনিসটাকে একটা রহস্যের মধ্যে রেখে দেওয়া হয়েছে। পরিষ্কার লিস্ট করে বলে দেওয়া উচিত ছিল—এই এই জমি আমরা ক্লেম করছি, আর এই এই জমি পাকিস্তান ক্লেম করছে। কিন্তু আমরা দেখছি কি পাকিস্তানের যাঁরা নুন-নেহেরু এগ্রিমেন্টের পক্ষে, তাঁরা বলছেন—এই লাভ হয়েছে, আর আমরা বলছি—এই লাভ হয়েছে। সবচেয়ে সাংঘাতিক ব্যাপার হল—টেরিটরি এডজাস্টমেন্ট বা ট্রান্সফার্ড এটা যেন সেই ১৬শো শতাব্দির মত ব্যাপার। অর্থাৎ রাজায় রাজায় ব্যাপার। অমুক রাজা ফিলিপের সঙ্গে অমুক রাজকন্যা মেরীর বিয়ে হল, অতএব সেখানে টেরিটরী ট্রান্সফার্ড হল, এক্সচেঞ্জ হল। আমরা দেখেছি গোয়ার মধ্যেও ঠিক এইরকম হল। এই যে প্রাচীনকালের প্রথা ছিল, প্রজাদের নিয়ে সমস্ত জিনিসটাই যেন একটা সম্পত্তির ব্যাপার যেখানে লেনদেন হত, এক জায়গায় এত গরু, মহিষ, অন্য জায়গায় এক কথায় পৌঁছে গেল। সেটা কি আজ চলতে পারে? আজকের দিনে কোন টেরিটরী দিতে হলে বা ট্রান্সফার্ড করতে হলে, সেখানকার লোকের মতামত দরকার। কিন্তু এখানে একটা অদ্ভুত জিনিস দেখতে পাচ্ছি প্রাইম মিনিস্টাররা এগ্রি করলেন, ঠিক করলেন যে যেখানে জমি নেওয়া হবে—

> An appeal should be made to the people in the area to be exchanged to continue staying in their present homes as nationals of the State in which the area will ultimately be transferred.

এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার। অর্থাৎ কি অধিকার আছে নেহরু বা নুনের যে ভারতবর্ষের কোন নাগরিককে বলা যে তুমি কাল থেকে পাকিস্তানের নাগরিক হয়ে থাকবে, তোমার কাছে এই আবেদন করা হচ্ছে। এ কি অদ্ভুত ব্যাপার। পৃথিবীর কোন সভ্যদেশে কেউ কখনও শুনেছেন? বৃটিশ সাবজেক্টের মধ্যে এই নিয়ে প্রায়ই কলহ হতে দেখা যায়। আমরা দেখেছি কোন একটা চ্যানেলের মধ্যে দু-তিনটি দ্বীপ আছে, যা নিয়ে ফ্রান্স এবং ইংলন্ডের মধ্যে আজ পর্যন্ত কলহ আছে। কিন্তু সেখানে কি এই রকম? সেখানে কি কোন প্রাইম মিনিস্টারের বলবার সাহস আছে যে—অবশ্য সৌভাগ্যক্রমে সেখানে বেশী অধিবাসী নেই, শুনেছি, দু-একজন মাত্র রয়েছে,—সেই সকল বৃটিশ সাবজেক্টদের বলা যে তোমরা কাল থেকে ফ্রান্সের যে সীমানা গেছে সেখানে চলে যাও এবং ফরাসীর যে সার্বভৌমত্ব তার আনুগত্য স্বীকার করো? এঁরা যে পদ্ধতি অনুসরণ করে চলেছেন, তাতে মনে হয়, এঁরা যেন এখনও ভাবছেন যে তাঁরা দিল্লীর সুলতানের অধিকারী হয়ে এসেছেন।

আজ সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গের জমি চলে যাচ্ছে অথচ পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী সে সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত কিছুই জানেন না, তাঁর সঙ্গে এ সম্বন্ধে কোন আলোচনাই আজ পর্যন্ত হয় নি, এবং পশ্চিমবঙ্গের অফিসারস, রেভিনিউ অফিসার ও চিফ সেক্রেটারিকে যখন এ সম্পর্কে দিল্লীতে আহ্বান করা হয় তখন তাঁরা এখানকার চীফ মিনিস্টারের সঙ্গে পরামর্শ করেন নি এবং তিনি এ সম্বন্ধে কিছু জানেনও না। সেখানে যখন দেখাশুনা হয়,—কাদের মতে এবং কি অধিকারে? সেটা আমরা জানতে চাই। পণ্ডিত নেহরুও বা কেন তাঁদের জানতে

যান। পশ্চিম বাংলার রেভিনিউ অফিসারকে যদি ডাকতে হয় অন্ততঃ এইটুকু সৌজন্য এখানকার মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি দেখান উচিত যে তাঁর জ্ঞাতসারে এবং সম্মতিতে ডাকা হয়। তার চীফ সেক্রেটারী বা রেভেনিউ অফিসার তাঁর অজ্ঞাতে প্রাইম মিনিস্টারের কাছে থাকে কেন? আমি মনে করি এবং এই সভা মনে করে যে বাংলার প্রতি যে অসৌজন্য এইভাবে দেখান হয়েছে ভবিষ্যতে যেন তা না হয়। যে-কোন অফিসারকে ডাকবার আগে সরকারের মুখ্যমন্ত্রীকে যেন তা জানান হয়। বাংলা সরকারের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার যেন এইটুকু সৌজন্য ভবিষ্যতে দেখাতে বাধ্য হন। কোন অফিসার ও যেন এইভাবে মুখ্যমন্ত্রীকে ডিঙ্গিয়ে দিল্লীতে প্রধান মন্ত্রীর কাছে হাজির না হন এটা যেন সার্ভিস কন্ডাক্ট রুলস মধ্যে থাকে।

সর্বশেষে আমি বলতে চাই যে মুখ্যমন্ত্রী যে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন তার উত্তরে পণ্ডিত নেহেরু যা লিখেছিলেন এবং তারপরেই লোকসভায় তিনি যে বিবৃতি দেন এসকলের মধ্যে কত অসঙ্গতি রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী যে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন তার উত্তরে প্রধান মন্ত্রী বলেছেন— না, দায়িত্ব আমারই। এখানকার রেভিনিউ অফিসার বা চীফ সেক্রেটারী বিশেষ কিছুই করেন নি, ইত্যাদি এবং আরও বলেছেন—দায়িত্ব আমারই; যেটা সিদ্ধান্ত হয় সেটা অফিসিয়াল লেভেলে হয়নি, সবই মিনিস্টিরীয়াল লেভেলে হয়েছে। জানি দায়িত্ব শ্রী নেহরুর, কিন্তু লোকসভায় তিনি বলেছেন- রেভেনিউ ম্যাটারস আমি বিশেষ কিছু বুঝি না, আমি সে বিষয়ে পশ্চিম বাংলার রেভেনিউ অফিসার ও চীফ সেক্রেটারীর সঙ্গে পরামর্শ করেছি। একথা তিনি বলেছেন—কিন্তু কি পরামর্শ তাঁরা তাঁকে দিয়েছিলেন তা তিনি বলেন নি। এ থেকে কি এই অর্থ হয় যে যে ভদ্রলোক রেভেনিউ সংক্রান্ত বিষয়ে কিছু জানেন না সেখানে আমাদের এখানকার রেভেনিউ অফিসার এবং চীফ সেক্রেটারী যে পরামর্শ তাঁকে দিয়েছেন সেটা নিশ্চয়ই তাঁর মনকে প্রভাবান্বিত করেছে এবং সেই প্রভাবের ফলে এই জিনিসটা হওয়া সম্ভব হয়েছে? আমি আশ্চর্য হয়ে যাই এই ভেবে যে এখানকার মুখ্যমন্ত্রী এর পরেও তার অফিসারদের জিজ্ঞাসা করেন নি কিভাবে এবং কি পরামর্শ তারা প্রধান মন্ত্রীকে দিয়েছেন। এমন কি ক্যাবিনেটে এটা ডিসকাশন হয়েছে কিনা তিনি এখানে বললেন, ক্যাবিনেট ডিসকাশনস আর সিক্রেট। ক্যাবিনেট ডিসকাশনস না হয় হল সিক্রেট, কোন মন্ত্রী কি বললেন তাও না হয় সিক্রেট হতে পারে, কিন্তু ক্যাবিনেটে ডিসকাশনস হয়েছিল কিনা তা বলাও কি সিক্রেট? যদি জিজ্ঞাসা করি, ক্যাবিনেট মিটিং হয় কিনা তাও কি বলবেন সিক্রেট, বলা যায় না? যাই হোক, যা দেখছি তাতে বুঝছি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সম্মান দিল্লী সরকারের কাছে কতটুকু। কটা জিনিস আপনারা আদায় করেছেন সেখান থেকে? ফরাক্কা সম্বন্ধে আপনাদের গ্রাহ্য করেনি। আপনাদের এতটা টেরিটরী আজ চলে যাচ্ছে।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

এইসব কথা বলার জন্যেই কি এই প্রস্তাব আনা হয়েছে? এইরকম বক্তৃতা সেখানে পাঠালে কি কাজ হবে মনে করেন?

Sj. Bankim Mukherjee:

আমি একথা ভাবছি না যে আমার এই বক্তৃতায় সব উল্টেপাল্টে যাবে। আমরা এখানে যারা আছি সকলে মিলে বদ্ধপরিকর হয়ে একটা প্রস্তাব পাস যদি করেন তাতেও যে কিছু এসে যাবে তাও মনে করি না। কিন্তু এ সম্বন্ধে সমস্ত বাংলাদেশের [illegible] ভিতরেতে যে মনোভাব এসেছে, যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে, যে আতঙ্ক এসেছে সেই মনোভাবের, সেই আতঙ্কের প্রকাশ করা অন্ততঃ সেইটুকু আমাদের কর্তব্য। সেই মনোভাবের সঙ্গে দিল্লী সরকারপক্ষকে অবহিত করা আমাদের প্রয়োজন। আমি মনে করি আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মনে যদি জোর থাকত তাহলে যেদিন এই জিনিসটা ঘটেছিল তার পরের দিনই এখানকার মুখ্যমন্ত্রী প্রধান মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করে পাঠাতেন এ সমস্ত জিনিস আমাদের সঙ্গে পরামর্শ না করে কি করে ওরা করলেন। আমি তো জিজ্ঞাসা করেছিলাম ক্যাবিনেট ডিসকাশনস এ নিয়ে হয়েছিল কিনা, তিনি তাঁর জবাবে বললেন—ক্যাবিনেট ডিসকাশন আর সিক্রেট। যদি জিজ্ঞাসা করতাম ক্যাবিনেট মিটিং, আপনাদের ক্যাবিনেট মিটিং কি মাসে মাসে হয়ে থাকে, তাতেও কি বলতেন যে সেটা সিক্রেট। ডিটেলস

তো জানতে চাইনি, শুধু জানতে চেয়েছিলাম এ নিয়ে ক্যাবিনেট মিটিং হয়েছিল কিনা। উত্তরটা দিলে অন্ততঃ বুঝতাম যে মুখ্যমন্ত্রী এই রাজ্যটা একাই চালিয়ে যান না, মাঝে মাঝে ক্যাবিনেট মিটিং হয়ে থাকে। যাই হোক, আমার যেটুকু বক্তব্য ছিল সেটা হচ্ছে গভর্নমেন্টের যে শৈথিল্য দেখেছি, তার [illegible] মধ্যে যে ডিসিপ্লিন বা শৃঙ্খলাবোধের অভাব দেখেছি এবং তার মুখ্যমন্ত্রীর এত বড় ব্যাপারে যে ঔদাসীন্য লক্ষ্য করেছি তাতে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত।

[3—3-10 p.m.]

Point of privilege

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: Sir, I rise on a point of provilege. I hope you will please correct me if I am wrong. I heard you to say that of late the Communist party has been insisting on priority in initiating speeches. If that is so. (......)

Mr. Speaker: Dr. Ghani, you need not proceed further. I think I have been misunderstood. It is not my view of the matter, and I made that perfectly clear that I have been receiving complaints. I think, in future, when agreed lists are given, whoever is the Secretary of that party he should contact the other Secretary or the other independent member and give him a list, which should put an end to the controversy.

Special motion on the transfer of Berubari Union

Sj. Sudhir Chandra Ray Choudhuri: Sir, a unique and extremely strange event has overtaken and all of a sudden overwhelmed our State, and it is in the fitness of things that we should be given an opportunity to have a thorough and threadbare discussion of the question before it is too late to undo the wrong that has beeen done to our land by a thoughtless and irresponsible act on the part of our Prime Minister in giving shape to a vicious agreement known as Nehru-Noon agreement. Sir, large slices of our territory have been very recklessly and wantonly given away to Pakistan without any regard to the law or the Constitution of the country, without the knowledge of the people of the State, without the knowledge of the state Government, and, it is alleged that, even without the knowledge of our Chief Minister. Sir, in the Parliament our Prime Minister has come forward with a statement. One who goes through the statement at once comes to the conclusion that he did not know what he was doing. The account that he has given is neither correct, nor conclusive. He had once stated that he did it because he was asked so to do by the Revenue Officers of the Government of West Bengal, and afterwards he retracted that statement. Does it, Sir, befit the Prime Minister of a country in a situation serious as this? The Prime Minister proclaimed that such a gift by him was for the benefit of India. He defended himself by saying that in regard to the exchange of territories under the Nehru-Noon agreement the total disputed area involved was 47.2 square miles of which 42.4 square miles came to India and 4.8 square miles went to Pakistan. Sir, nothing could be farther from truth than this. In his advocacy for the cause of Pakistan he stated that the Hilli district contained an area of 34.86 sq. miles which could be retained by making the gift as stated before. Sir, Hilli is an integral part of India. A line has been drawn by Sir Radcliffe and that line is rigid, is fixed. Over the interpretation of his award, there was a dispute before the Bagge Tribunal and what did that Tribunal hold? It held that the line is not flexible or fluid, even when in a river it is fixed and rigid and, Sir, our claim is within that line. There could be no question of Hilli, as I shall show presently, coming within the picture.

The Prime Minister had stated that only 4.8 sq. miles went to Pakistan. How did he calculate it? We find that Berubari Union contains an area of 8.57 sq. miles and out of that half is being given to Pakistan. Then comes the other excess area in Cooch Behar enclaves. These two are in West Bengal. This excess area in Cooch Behar is 8.5 sq. miles. So, on his own showing only from out of West Bengal we are seceding a total area of more than 13 sq. miles of land to East Pakistan and not 4.8 sq. miles as untruly alleged by him in the Parliament.

Now, Sir, apart from these areas there are other areas outside Bengal, a strip of land in Tripura and other territories. Sir, Hilli and other territories that have been involved in this issue are all within the territory of India, are all integral part of India. Not a square foot of territory will come to India from Pakistan or from territories held by Pakistan. On the other hand whatever is to be gained by Pakistan will wholly go out of what India is holding by virtue of Radcriffe Award. Sir, any plea that India's case as to Hilli or Berubari is weak will not carry with the people. If the case of Hilli was weak, would Pakistan wait so long, would Pakistan agree to an exchange of only 4.8 sq. miles in exchange of 34.8 sq miles which is the area of Hilli in our occupation? That does not stand to any reason. Further, Sir, why was not this question raised before the Bagge Tribunal?

[3-10—3-20 p.m.]

That Tribunal, Sir, as you all know, was constituted to settle the disputes, the border disputes, between India and Pakistan by arbitration. Why was not that issue, if that was an issue at all, raised before the Bagge Tribunal? Because, Pakistan had no claim, no legitimate claim. That is why it did not raise the question. There were only two disputes so far as West Bengal was concerned before the Bagge Committee. One was with regard to Murshidabad-Rajshahi-Malda dispute, and the other Mathabhanga dispute. It was held, Sir, by that Tribunal that the line drawn by Sir Cyril Radcliffe was a fixed and rigid line and was not flexible or fluid despite any fluctuation in a river. Then, Sir, was the agreement necessary to end the disputes? Has there been by the agreement an end to the disputes or they are mounting up. I would say that the policy of India is encouraging Pakistan in forcible occupation of the char lands within the Indian territory. The policy so far followed by India with regard to Pakistan was the policy of appeasement. Whatever it demanded, we conceded. But, still could we up till now appease it? On the contrary from time to time by these concessions we have, simply aroused its passion and intensified its greed for more of Indian territories. We cannot, therefore, but condemn this thoughtless and unjustifiable making over of Indian territories to Pakistan.

Now, Sir, I would like to draw your attention to the legal and constitutional aspect of this question. Sir, the main Articles of the Constitution which may be of any use to us in considering this question are Articles 1, 2 and 3. Article 1 defines the territory of India—India, that is Bharat, shall be a Union of States. Then it goes on to say what are the territories. Article 2 permits the Parliament to make law with regard to the establishment of new States. Article 3 relates to the adjustment of boundaries. We find, Sir, from the resolution that has been placed before us that there is a great deal of confusion in the mind of our Chief Minister. The adjustment of boundaries contemplated by Article 3 is not the adjustment that is being done with Pakistan. The adjustment of boundaries contemplated in Article 3 is an adjustment of the States of India. It is adjustment of territories within India. It cannot by any stretch of imagination be an adjustment of an Indian territory with any Pakistan territory.

Sir, if you read Article 3, you will find it reads thus: (a) form a new ..ate by separation of territory from any State or by uniting two or more tates or parts of States or by uniting any territory to a part of any State; b) increase the area of any State; (c) diminish the area of any State; (d) lter the boundaries of any State; (e) alter the name of any State. Sir, 'hatever redistribution or readjustment is contemplated by this Article is eadjustment of the States within the territory of India and not any eadjustment of any territory of India with any territory of Pakistan. If hat is so, Sir, neither the Parliament has the power nor any power has been given by the Constitution to our Prime Minister to transfer any portion of the Indian territory to Pakistan at his sweet will or otherwise. Sir, this cannot be done under Article 2. We cannot transfer—We can admit, we can acquire—that power is given in Article 2. Sir, if power to transfer had been given to an autocrat like Jawaharlal, he would have any moment given away any part of India to Pakistan and it is no wonder that one day he would have given away the whole of West Bengal to Pakistan and be a good boy with them. We will not be surprised if that is done by him at any point of time. But the question is, can he at all do it? It will be dangerous for any Constitution to include a provision that any man or any authority could give away any territory to any foreign power. Such a provision could not be contemplated by any sane person and that is why, rightly enough, such a provision has not been included in our own Constitution.

Sir, in case of dispute, there is a provision in the Constitution and that, Sir, you will find in Article 51(d)—encouraging settlement of international disputes by arbitration. This is nothing but an international dispute and the only thing open to the Prime Minister was to refer the matter to arbitration for settlement of the dispute, as was done through the Bagge Tribunal. It was under the provision of this Article of the Constitution—Article 51(d)—that the Bagge Tribunal was appointed and the matters in dispute were referred to it. Sir, why does not he take help of this provision for this purpose but he does something which he is incompetent to do, does something which is illegal and which is ultra vires of the Constitution. Sir, the country is not bound to respect that agreement even if this agreement with Noon was purported to have been entered into by him in his capacity as Prime Minister. We find that there is no provision in the Constitution whereby this act of Pandit Jawaharlal Nehru can be ratified by the Parliament by an Act nor the views of this legislature can be taken on the ground that we are very heavily involved in this affair. Sir, he cannot transfer any territory, the Parliament cannot legislate on this matter and, the Constitution also cannot be amended in this respect. The Constitution cannot be amended to give him the power of transferring any part of the Indian territory to Pakistan or any other foreign power.

[3-20—3-30 p.m.]

Then we find from the resolution that is before us, the agreed resolution which we found our Hon'ble Chief Minister taking pains to frame in consultation with the Leader of the Opposition, that it has been conceded that an Act may be passed by the Parliament "Without prejudice to the right of this Assembly to express its opinion on any Bill that may be brought in the Union Parliament for the purpose". It has, therefore, been conceded that a Bill may be brought in the Parliament to deal with the matter. I think it cannot be done in view of the Constitutional issues just raised by me and pointed out to you.

There is another thing; it has been termed as a readjustment of boundaries as if it were a re-adjustment of boundaries within the limit of article 3 of the Constitution. It is not, in my humble submission. It is an international dispute and that dispute can be settled only under article 51(d) of the Constitution. That being so, the resolution, though it has been carefully written and consented to, is in my humble opinion a defective resolution; it is not a legal resolution. We should pause for a moment to bring forward a correct and proper resolution on the basis of the law and Constitution on the subject.

The other day our Dr. Roy was telling the House by thumping the desk that he can carry not one or two but as many as ten Siddhartha Rays on his shoulders. If it is not a vain pride, now is the time for him to show his strength. This is really the time for the trial of his strength. If he is strong enough and if he does not care for his job, he should face Pandit Jawaharlal Nehru, confront him with the issue and make him do what should be rightfully done. You cannot shake off your responsibility as a Chief Minister of the State only by saying that you were not consulted. Now that the thing has come to your knowledge you should rise up to the occasion and do justice to West Bengal whose supreme head you are. We hope you will not allow West Bengal's cause to go by default. You should come out in the open. This veiled effort of yours through a disguised resolution under the shelter of the Opposition is far from honourable and not at all desirable. You should come out in the open field and declare a fight and recover and retain what is due to West Bengal in all their aspects. You have let down many of West Bengal's causes In one word you have deceived her times without number. We hope this time there will be an exception.

Sj. Hemanta Kumar Basu:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, বেরুবাড়ির ব্যাপার নিয়ে এই সভায় যে আলোচনা হচ্ছে সে বিষয়ে শ্রীসুধীর রায় চৌধুরী মহাশয় কনস্টিটিউশনাল বিষয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। আমি নেহেরু-নুন চুক্তিকে ব্ল্যাক এগ্রিমেন্ট বলে আখ্যা দিচ্ছি। আপনি জানেন যে ফরোয়ার্ড ব্লকের অন্যতম সম্পাদক অধ্যাপক নির্মলবাবু এই এগ্রিমেন্টের বিরুদ্ধে কলিকাতা হাই কোর্টে একটি মামলা নিয়ে আসেন এবং এই মামলার পরে সমস্ত দেশময় একটা আলোড়ন হয়েছে। যেহেতু এটা সাব জুডিস সেহেতু আমি বিশেষ কিছু বলতে চাই না। বেরুবাড়ি যে ভারতের অংশ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমাদের বন্ধুরা বলেছেন যে র‍্যাডক্লিফ এওয়ার্ডে এ বিষয়ে কোন রেফারেন্স নেই যা নিয়ে বাগে কমিশন সে বিষয়ে কোন ব্যবস্থাই করেন নি—র‍্যাডক্লিফ এওয়ার্ডে যেসব রেফারেন্স ছিল বাগে কমিশন খালি সেগুলি বিচার করেছেন অথচ এতদিন পরে এই বেরুবাড়ির ১২ নম্বর ইউনিয়ন এটা হঠাৎ পাকিস্তান দাবি করার পেছনে একটা বিশেষ ষড়যন্ত্র রয়েছে। আপনি জানেন এই বেরুবাড়ির ব্যাপার নিয়ে আমাদের একজন সদস্য মোসারফ হোসেন সাহেব করাচী এবং ঢাকায় এ বিষয়ে তদ্বির করে পাকিস্তান সরকারকে বাধ্য করিয়েছেন এ বিষয়ে দাবী উত্থাপন করতে। তিনি শ্রীহট্টে অনেকগুলি জমি কিনেছেন এবং বেরুবাড়ির যে অংশ আজ পাকিস্তান দাবি করছেন সেই অংশে তাঁর কয়েক হাজার বিঘা জমি আছে এবং নেহেরু-নুন চুক্তি সম্পাদিত হয়ে বেরুবাড়ি পাকিস্তানের অংশ বলে যখন গৃহীত হোল তখন মোসারফ হোসেন সাহেবের বাড়িতে কি উল্লাস; তাঁর একজন ম্যানেজার তাঁকে কনগ্র্যাচুলেসন জানিয়ে পাঠালেন এবং তাঁর বাড়ি থেকে অনেক প্রয়োজনীয় কাগজ ও অনেক পাকিস্তান কারেন্সী নোট বেরিয়েছিল। আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীকালীপদ মুখার্জী মহাশয় বেরুবাড়ি থেকে এসে বললেন যে ওখানকার লোকেরা ট্যাক্স দেয় না, পুলিসের শাসন মানে না এবং কারো কোন লাইসেন্স নেই বলে এর উপর আমাদের কোন দাবি নেই। (দি অনারেবল কালীপদ মুখার্জী: বেরুবাড়ির কথা কখনও বলা হয় নি) এসব সংবাদপত্রে বেরিয়েছে। আমি নিজে দেখেছি বেরুবাড়ির লোকদের ট্যাক্সের বিল, লাইসেন্সের বিল। কাজেই সেদিক থেকে বেরুবাড়িকে পাকিস্তানকে বিকিয়ে দেবার জন্য যে ষড়যন্ত্র ভারত গভর্নমেন্ট করছেন, তা বাংলাদেশের মানুষ

এখনও মানবে না এবং প্রয়োজন হোলে যাতে এই চুক্তি অগ্রাহ্য হয় তারজন্য বাংলাদেশের সর্বদলের লোকের বিরাট আন্দোলন করা দরকার। এ বিষয়ে বাংলা সরকারের যে কতখানি দায়িত্ব রয়েছে সেটা বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে কিন্তু এটা ঠিক যে যতখানি দায়িত্বের সহিত এই বেরুবাড়ির ব্যাপার নিয়ে তাদের বিবেচনা করা উচিত ছিল এবং যে নীতি গ্রহণ করা উচিত ছিল তা তারা করেন নি। অর্থাৎ ভারতগভর্নমেন্ট, বাংলা [illegible] সংগে, বাংলার এসেম্বলীর সংগে এবং বাংলার জনসাধারণের সংগে পরামর্শ না করেই এই বেরুবাড়ি হস্তান্তরের চুক্তিকে স্বীকার করে নলেন।

[3-30—3-40 p.m.]

কাজেই এতে করে বাংলার জনসাধারণের প্রতি অস্বাভাবিক অন্যায় এবং অবিচার হয়েছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কাজেই সেইদিক থেকে পাকিস্তান এতদিন পর্যন্ত এ বিষয়ে কোন আপত্তি জানায় নি। হঠাৎ আজকে এই বিষয়ে কেন প্রশ্ন তুলেছে তাতে আমার মনে হয় একটা বিশেষ ষড়যন্ত্রের ব্যাপার আছে। বেরুবাড়িতে যথেষ্ট টাকা ভারত গভর্নমেন্ট এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার খরচ করেছেন। বেরুবাড়ির সীমানায় মিলিটারি আউটপোস্ট রয়েছে—এই জায়গা যদি আমাদের না হয় বা সে জায়গার উপর যদি সন্দেহ থাকত তাহলে নিশ্চয়ই ভারত গভর্নমেন্ট কিংবা পশ্চিমবঙ্গ সরকার এত টাকা খরচ করতেন না। বেরুবাড়ি যে জলপাইগুড়ির অন্তর্ভুক্ত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ না কোরেই ভারত গভর্নমেন্ট এবং বাংলা সরকার সীমানায় মিলিটারীর খরচা ও বেরুবাড়ির উন্নতির জন্য অনেক টাকা খরচা করেছেন। সুতরাং বেরুবাড়ি যাতে হস্তচ্যুত না হয় তারজন্য আমরা সমবেতভাবে বাধা দেব, এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। আজকে যে প্রস্তাব [illegible] এসেছে তাতে আমরা নিশ্চয়ই একমত। যদিও সুধীরবাবু এই প্রস্তাবের কিছু কিছু গলদ দেখিয়েছেন তথাপি আমি মনে করি এ প্রস্তাবের উপর আমাদের সকলেরই সম্মতি আছে। যাতে এই প্রস্তাব ভারত গভর্নমেন্ট মেনে নেন, স্বীকার করে নেন এবং নেহরু-নূন চুক্তি যাতে বাতিল হয় তারজন্য আমরা সকলে আন্দোলন করব এবং দাবী করব। সুধীরবাবু বলেছেন আমাদের ডাঃ রায়ের কেন্দ্রীয় সরকারের উপর অনেক প্রভাব আছে। তবে এ বিষয়ে তার সংগে কেন আগে পরামর্শ করা হল না—এটা একটা রহস্যজনক ব্যাপার বলে আমার মনে হয়। আমি মনে করি ডাঃ রায় তিনি যেন তৎপর হয়ে উঠেন এই বাজে এগ্রিমেন্ট যাতে বিফল হয় তারজন্যে। কারণ এ বিষয়ে বাংলার সর্বসাধারণ যখন তার পিছনে রয়েছে এবং তাকে সমর্থন করছে। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker: I wish to draw the attention of the honourable members to a change which I have suggested in the resolution. I think it would be an improvement in the language if we put it in this way: "in view of the fact that it is sought to bring about a readjustment". This would give a different meaning. What we are still thinking is what Government of India is seeking to do. Therefore, I would think it is better we express it in this way that "it is sought to bring about a readjustment" etc., etc. I think it is a much better way of expressing ourselves.

Mr. Chakravarty you can now go on.

Sj. Jatindra Chandra Chakravarty:

স্পীকার মহাশয়, প্রথমেই এটা মনে রাখা দরকার যে, বেরুবাড়ি ছিটমহল নয়, বেরুবাড়ি হল জলপাইগুড়ি জেলার একটা জনবসতিপূর্ণ অঞ্চল। এই জায়গাটা আজকে নেহরু-নূন চুক্তির ফলে পাকিস্তানের কাছে হস্তান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। তার ফলে আমরা কি দেখছি? এই বেরুবাড়ি এলাকায় ১০ হাজার উদ্বাস্তু যারা সরকারের সহায্য ছাড়া নিজেদের পুনর্বসতি করেছে এবং প্রথম নির্বাচনে ও গত নির্বাচনে যারা এই বিধান সভায় ও লোকসভায় প্রতিনিধি নির্বাচন করেছে তারা একদিন হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে শুনল যে, নেহরু-নূন চুক্তির ফলে তারা পাকিস্তানের নাগরিক হয়ে যাচ্ছে। আমি জানি না কে এই অধিকার তাঁকে দিয়েছে। বাংলাদেশ বলেই তাঁর এই সাহস হয়েছে, পাঞ্জাবেও সীমান্ত বিরোধ আছে, কিন্তু পাঞ্জাবে এই সাহস

করেন নি, কারণ, সৈন্যবাহিনীর মধ্যে পাঞ্জাবীর সংখ্যা অনেক বেশি। বেরুবাড়ি দেবার পক্ষে পণ্ডিত নেহরুর দুটো যুক্তি। প্রথম হল, এই চুক্তির ফলে ৪৭ হাজার স্কোয়ার মাইলের যে ডিসপিউট আছে তার মধ্যে ৪২ হাজার স্কোয়ার মাইল আমরা পাচ্ছি। স্যার, এটা অদ্ভুত যুক্তি। পাকিস্তান যদি কালকে সমগ্র পশ্চিম বাংলা দাবী করে এবং যদি বলে আমাদের ২০০ স্কোয়ার মাইল ছেড়ে দাও তাহলে আমরা আমাদের দাবী প্রত্যাহার করে নিচ্ছি—এও সেইরকম যুক্তি। কারণ বেরুবাড়ি সম্পর্কে কোন বিরোধ বাগে ট্রাইব্যুনালের সময় পর্যন্ত পাকিস্তানের পক্ষ থেকে উত্থাপিত হয় নি। ২০এ জুলাই তারিখে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় বিশদভাবে একটা বিবৃতি দিয়েছিলেন- তার মধ্যে তিনি কেবলমাত্র দুইটি বিরোধের সম্পর্কে উল্লেখ করেছিলেন এবং তাতে তিনি বলেছিলেন—

> "At the moment there are two sectors which have been completely demarcated and where wrongly held areas exist—the Murshidabad-rajshahi sector and the Nadia-Kustea sector."

আমরা মেনে নিচ্ছি, মুখ্যমন্ত্রী যখন বলছেন তিনি এই বিরোধের কথা জানতেন না। কিন্তু পণ্ডিত নেহরু যে দ্বিতীয় যুক্তি দেখাচ্ছেন আমাদের পক্ষ থেকে যাঁরা গিয়েছিলেন পরামর্শদাতা, তাঁরা তাঁকে বুঝিয়েছেন আমাদের অনেক এলেকা আছে যা সম্পর্কে আমাদের দাবি অত্যন্ত দুর্বল। আমরা হিলির বদলে বেরুবাড়ির অর্ধেক ছেড়ে দিচ্ছি। আমরা আড়াই স্কোয়ার মাইল দিলাম, অর্থাৎ ৩৫ স্কেয়ার মাইল আমরা জিতলাম। অর্থাৎ হিলির সম্পর্কে পরামর্শদাতারা তাঁকে বুঝিয়েছেন আমাদের যে দাবী সেটা দুর্বল। আমার কৌতূহল হল. আমি খোঁজ নিতে চেষ্টা করলাম এবং আমি স্যার, শুনে অবাক হয়ে গেলাম যে, ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখে সেক্রেটারিয়েট লেভেলে পাকিস্তান এবং কমনওয়েলথ ডিপার্টমেন্ট সেক্রেটারী এবং হোম ডিপার্টমেন্টের প্রতিনিধিদের যে বৈঠক হয়েছিল- তার একটা নোট আমাদের মুখ্যমন্ত্রীকেও দেওয়া হয়েছিল সেই নোটের অরিজিনাল কপি এখন আমার কাছে নাই, কিন্তু তার একটা কপি আছে—তারপর তাঁরা মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রীকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন যে, হিলি সম্পর্কে আমাদের দাবি সত্যিক অত্যন্ত দুর্বল। কিন্তু স্যার, হিলির পক্ষ সমর্থনে আমি আপনার কাছে সব থেকে বড় যে সাক্ষী ও উকিল উপস্থিত করতে চাই সেই উকিল হলেন নেহরু-নুন চুক্তির অন্যতম অংশীদার ফিরোজ খাঁ নুন। ফিরোজ খাঁ নুন যেদিন এই চুক্তি সম্পর্কে জয়েন্ট কমিউনিক বের হয় তার সাথে সাথে আরেকটা কমিউনিক দেন পাকিস্তান হাই কমিশন অফিসে বসে।

[3-40—3-50 p.m.]

ফিরোজ খাঁ নুন যেদিন দিল্লীতে যান, সেখানে পৌঁছানর সাথে সাথে একটা কমিউনিক দিলেন দিল্লীতে যে পাকিস্তান হাই কমিশনএর অফিস আছে, সেখানে বসে। শুনুন, সেখানে শ্রী নুন কি বলেছেন। তিনি বলেছেন—আমরা তাদের চেয়ে ৩৭ স্কোয়ার মাইলস জমি বেশি পেয়ে গেলাম—

> "We have agreed to the exchange of old Cooch Behar enclaves in Pakistan with Pakistan enclaves in India—that will give us about 11 square miles of extra territory without our having to pay any compensation to India.".

তার কোন কম্পেনসেশন নেই। ছিটমহল বিনিময় করতে গিয়ে এগার স্কোয়ার মাইলস জমি চলে গেল। তারপর হিলি সম্বন্ধে তিনি বলছেন—

> "The dispute regarding Hilli had arisen on account of certain divergence in the description of the boundary in the Radcliffe Award and the delineation of the boundary on the maps as adopted by Sir Cyril Radcliffe. The dispute has been settled in accordance with the description in the Radcliffe award."

স্যার, আপনি জানেন যে, এই যে ডেসক্রিপশন অনুসারে হিলিকে ছেড়ে দেওয়া হল, এটা ঐ ফিরোজ খাঁ নুনের করুণা এবং কৃপার বা মহানুভবতার নয়। এটা আমরা জানি এবং আপনিও জানেন যে র‍্যাডক্লিফ এওয়ার্ড অনুসারে ডেসক্রিপশন ও ম্যাপের মধ্যে যদি কোন ডাইভারজেন্স

হয় অ্যাপেল ডাইভার্জেন্স উইল রেজাল্ট শুড নট বি ম্যাপ। সুতরাং আজকে সেই ম্যাপ অনুসারে দেখা যাচ্ছে যে ডেসক্রিপসনে পার্থক্য রয়েছে। ফিরোজ খাঁ নুন মহাশয় তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে হিলি ডেসক্রিপসন অনুসারে সেটল হয়েছে। অর্থাৎ র‍্যাডক্লিফ এওয়ার্ড অনুসারে যে ডেসক্রিপসন আছে, তাতে হিলি অবিচ্ছেদ্যভাবে ভারতবর্ষের অংশ, ভারতবর্ষের জমি। সুতরাং সেই হিলির বিনিময়ে আজ বেরুবাড়ীকে ছেড়েছি এ কথা আমাদের হোম ডিপার্টমেন্ট থেকে যাঁরা গিয়েছিলেন, তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীকে বোঝাচ্ছেন অপক্ষপাত সমর্থনের জন্য। তাঁদের নোটে হিলিকে দেখান হয়েছে যে র‍্যাডক্লিফ এওয়ার্ডের মধ্যে—

serious omission in his description that he does not mention Hilly police station.

আমি জিজ্ঞাসা করতে পারি কি, যাঁরা এই নোট মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে দিয়েছেন, যে হিলি পুলিস স্টেশনের কথা ভারতবর্ষের পক্ষে যদি না উল্লেখ হয়ে থাকে, তাহলে সেটা পাকিস্তানের পক্ষে কি উল্লেখিত হয়েছে? তা হয় নি। সুতরাং এই হিলি সম্পর্কে কোন দাবী আজ পাকিস্তানের পক্ষ থেকে হতে পারে না। বেরুবাড়ি সম্বন্ধে যদি দেখেন এটা ম্যাপের দিক থেকে পাকিস্তানের হতে পারে, কিন্তু ডেসক্রিপশন আমাদের পক্ষে। সুতরাং বেরুবাড়ি ইউনিয়ন কোন রকম দুর্বল নয়। মিঃ স্পীকার স্যার, আপনি একটু দেখুন আজকে এর কি ফল হয়েছে। আজকে আমরা দেখছি যে দশ হাজার উদ্বাস্তু, যারা সরকারের সাহায্য ছাড়া, নিজেদের চেষ্টায় রাতারাতি সেখানে পুনর্বাসন করে নিয়েছে, তারা আজকে রাতারাতি পাকিস্থানী অধিবাসী হয়ে যাচ্ছে। এই সম্পর্কে আমি আর একটা কথা বলতে চাই বিধানবাবুকে। আনন্দবাজার পত্রিকার যিনি সম্পাদক, শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়, তিনি বহু তথ্য দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে র‍্যাডক্লিফ সাহেবের কাছে পাকিস্তান জাল ম্যাপ দাখিল করেছিলেন, এবং যার ফলে নদিয়ার মেহেরপুর প্রভৃতি পাঁচটি থানা থেকে ভারত বঞ্চিত হয়েছে। এবারেও সেইরকম হয়েছে বলে আমি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ এনেছিলাম যে যখন নেহেরু-নুন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় আমাদের দিক থেকে কোন ম্যাপ দাখিল না হওয়ার ফলে আমাদের প্রধান মন্ত্রীকে পাকিস্তান যে ম্যাপ দিয়েছিল সেই ম্যাপের উপর সেই চুক্তি স্বাক্ষরিত করতে হয়েছিল। আমি মুখ্যমন্ত্রীকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাব আমাদের হোম ডিপার্টমেন্টের কোন কোন অফিসার এই ষড়যন্ত্রের অংশীদার কিনা সেটা যেন তিনি অনুসন্ধান করে দেখেন। তা যদি না হয় তাহলে বেরুবাড়ি সেটা ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিলির দাবীর পরিবর্তে বেরুবাড়ির চার মাইল জায়গা ছেড়ে দিতে হয়েছে একথা প্রধান মন্ত্রী কি করে বললেন? সেজন্যে যে প্রস্তাব আজকে এখানে এসেছে তাকে আমরা স্বাগত জানাই। বাঙ্গালী হিসাবে আমাদের আজ নানা সমস্যার মধ্যে এই যে অংশ আমাদের থেকে আজ পাকিস্থানকে দেওয়া হচ্ছে তার আমরা ঘোরতর বিরোধী। প্রধানমন্ত্রী নেহেরুর পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী নুনের সঙ্গে যে চুক্তি হয়েছে সেটা বেআইনী, কারণ, আমাদের শ্রীসুধীরচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় একটু আগে দেখিয়েছেন যে আর্টিকেল ১(সি) অনুসারে আমরা ইণ্ডিয়ান টেরিটরি এ্যাকোয়ার্ড করতে পারি কিন্তু সিড করবার ক্ষমতা সংবিধানের নেই। সেজন্যে সংবিধান বিরোধী যেটুকু কাজ করেছেন, সে ভুল কমনওয়েলথ ডিপার্টমেন্ট যিনি সেক্রেটারী এবং আমাদের হোম ডিপার্টমেন্টের যে প্রতিনিধিরা করাচীতে গিয়েছিলেন তার করেছেন, তা ঢাকা দেবার জন্যে আজকে হিলির দাবী দুর্বল বলে তার মুখ্যমন্ত্রীকে এবং প্রধান মন্ত্রীকে বুঝোচ্ছেন। সেটা মিথ্যা, সম্পূর্ণ মিথ্যা। বেরুবাড়ি আমাদের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং আমরা তা ছেড়ে দেব না। সেজন্যে যে প্রস্তাব আজ এসেছে তা বাঁ দিক থেকে আসুক বা কংগ্রেসের দিক থেকে আসুক, —সেই প্রস্তাবকে আমরা সকলে স্বাগত জানাব এবং যে অন্যায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাব। বেরুবাড়ি যেন আমাদের থাকে এবং সেখানকার ওই দশ হাজার ভারতীয় নাগরিক তারা যেন পাকিস্তানের নাগরিক না হয়ে যায়।

Sj. Subodh Banerjee:

স্পীকার মহোদয়, ভারতবর্ষের একটি অংশ ভারতবর্ষের প্রধান মন্ত্রী পাকিস্তানকে দান করছেন। তার এই দান করার অধিকার আছে কিনা এ বিষয় লোকের মনে সন্দেহ আছে। এই অধিকার কোন সরকারের কোন মন্ত্রীর থাকতে পারে না। ভারতবর্ষের যে সার্বভৌমত্ব, ভারতীয় জনসাধারণের যে সার্বভৌমত্ব পণ্ডিত নেহেরুর এই কাজ সেই সার্বভৌমত্বের বিরোধী। সেদিক থেকে আমার বক্তব্য—

It is a treason against the sovereignty of the Indian people.

এই কাজ যদি অন্য লোক করত তাহলে তাকে বিশ্বাসঘাতকতা ও দেশদ্রোহিতার অপরাধে ফাঁসীতে লটকান হত, কিন্তু ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী যখন সেই অপরাধ করলেন তখন বলা হচ্ছে যে তিনি এইভাবে শান্তি রক্ষা করছেন। কিন্তু এটা মোটেই তা নয়। এখানে ভারতবর্ষের জনসাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের ঘাড়ের উপর একটা জিনিস চাপান হচ্ছে। সুতরাং আমি বলব ভারতীয় জনসাধারণের যে সার্বভৌমত্ব সেই সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে এই চুক্তি হয়েছে।

আমার দ্বিতীয় কথা এই যে ভারতবর্ষকে বিভক্ত করাই হল অত্যন্ত আর্টিফিসিয়াল। কোন দিনই ভারতবর্ষে দ্বিজাতিতত্ত্ব স্বীকার করা হয় নি। ভারতবর্ষে দুইটি জাতি ছিল একথা কোন রাজনৈতিক সচেতন লোক মানে নি, কারণ তা সত্য নয়। তবুও সেই ভারতবর্ষকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে এবং তাও ভারতীয় জনসাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। সেই বিভাগ বজায় রাখার জন্যে উভয় দেশের লোকের মধ্যে অসদ্ভাব সৃষ্টি করা হচ্ছে এবং সেই উদ্দেশ্যে নানা পরিকল্পনা, নানা চুক্তি করা হচ্ছে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। পণ্ডিত নেহরু গণতন্ত্রের কথা বলেন।

[3-50—4 p.m.]

কিন্তু তাঁকেই আমি জিজ্ঞাসা করি বেরুবাড়ির জনসাধারণ কি ছাগল ভেড়া? তারা পাকিস্তানে যেতে চায় কিনা তা তাদের জিজ্ঞাসা করা হল না, শুধু আদেশ দিয়ে দেওয়া হল, চুক্তি করে বলে দেওয়া হল, যে তাদের পাকিস্তানের সঙ্গে লাগিয়ে দেওয়া হবে। গণতন্ত্রের মূল কথা হচ্ছে জনসাধারণের ইচ্ছানুসারে কাজ করা। বেরুবাড়ি লোকের ইচ্ছা জানার কি চেষ্টা পণ্ডিত নেহরু করেছেন? পণ্ডিত নেহেরু বলেছেন যে প্রধান মন্ত্রী হিসাবে তিনি যে চুক্তি করেছেন তা মেনে নিয়ে তার ইজ্জৎ রাখতে হবে। আশ্চর্যের কথা! পণ্ডিত নেহরুর ইজ্জৎ জনসাধারণের স্বার্থ বিরোধী হলেও তা বাঁচিয়ে রাখতে হবে? আমার মনে হয় এ ভুয়া ইজ্জতবোধকে গঙ্গার জলে ডুবিয়ে দেওয়া দরকার। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা এবং পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের উচিত এই ভুয়া ইজ্জতবোধকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করা। কেননা নেহেরুর এই ভুয়া ইজ্জতবোধকে যদি চলতে দেওয়া হয় তাহলে দেখা যাবে যে, আজ বেরুবাড়ি কাল বাংলার অন্য অংশ, তারপর দিন হয়ত গোটা ভারতবর্ষকে তিনি বলি রাজার হাতে দান করে দেবেন। দানের এই অধিকার কোন রাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর নেই। সুতরাং তিনি যে দ্বিতীয় কথা বলেছেন সেদিক থেকে আমি বলবো জনসাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে চুক্তি তিনি করেছেন সেই চুক্তি জনসাধারণ মানতে পারে না। আমি এমনও শুনেছি, স্পীকার মহাশয়, যে, বেরুবাড়ির জনসাধারণ পণ্ডিত নেহরুর এই চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করেছে, পণ্ডিত নেহেরু যদি জনসাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বেরুবাড়িকে পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করতে চেষ্টা করেন তাহলে বেরুবাড়ির জনসাধারণ তাতে বাধা দেবে এবং সে বাধা আমরাও সমর্থন করবো। ডাক্তার রায় বাংলার কথা বলছেন, বাংলার স্বার্থ রক্ষার কথা বলছেন, আমি তাঁকে বলব যে সত্যই যদি তিনি বাংলার এই অবিচ্ছেদ্য অংশকে বাংলায় রাখতে চান তাহলে বেরুবাড়ির জনসাধারণ যে সংকল্প করেছে সেই সংকল্পের সঙ্গে তাঁকেও যুক্ত হতে হবে, বেরুবাড়ির জনসাধারণের আন্দোলনকে তাঁকে সমর্থন করতে হবে যাতে এই অংশের হস্তান্তর বন্ধ হয়ে যায়। তা যদি না করেন, তিনি যদি পণ্ডিতজীর খেয়ালের কাছে আত্মসমর্পণ করেন তাহলে বুঝতে হবে যে, মুখে তিনি যাই বলুন না কেন আসলে তিনি বেরুবাড়িকে রক্ষা করতে চান না।

তৃতীয় জিনিস পণ্ডিত নেহেরু অন্যান্য ব্যাপারে বলছেন যে পাকিস্তানে যে মিলিটারী ডিক্টেটরশিপ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার কোন কন্সটিটিউশনাল ভিত্তি নেই। তার সঙ্গে কাশ্মীর বিষয়ে তাই কোন কথা বলা যেতে পারে না। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, তাই যদি হয় তাহলে বেরুবাড়ির বিষয়েও কি করে কথা বলা যেতে পারে? পণ্ডিত নেহেরুর সঙ্গে নূনের যে চুক্তি হয়েছে তার কি মূল্য আছে? কেন তা মানতে হবে? পাকিস্তানের সরকারের সঙ্গে বহু বিষয়েই এই সরকার বসতে চান নি; পণ্ডিত নেহরুও বসতে চান নি অনেক ব্যাপারে। তাহলে কেন বেরুবাড়ির ব্যাপারে বসতে চাইবেন? যদি চান তাহলে এইটাই প্রমাণিত হয় যে পশ্চিমবাংলার প্রতি কেন্দ্রের বিমাতাসুলভ মনোভাব আছে। বাংলা আজকে ধ্বংস হয়ে যাক, বাংলার জনসাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত হোক, তাতে কেন্দ্রের কিছু এসে যায় না।

বলি—যে আজকে বেরুবাড়ির লোকেরা যেভাবে কাটাচ্ছে তার কি হবে? যে আশঙ্কা এবং উদ্বেগের মধ্যে তারা কাটাচ্ছে তাদের কি আশ্বাস দেবেন মুখ্যমন্ত্রী? এটা আমি আজকে জানতে চাই। এবং তারপর এ প্রসঙ্গে বলতে যেয়ে শুধু প্রধানমন্ত্রীকে নয়, আমাদের মুখ্যমন্ত্রীকেও এ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিতে পারি না। তার কারণ এই যে বেরুবাড়ি হস্তান্তরিত হল সেটা মুখ্যমন্ত্রী জানেন। শুধু জানেন তা নয় এই হস্তান্তরের ঘটনা প্রকাশের অব্যবহিত পরেই তিনি জলপাইগুড়িতে গিয়েছিলেন, আমিও তখন সেখানে উপস্থিত ছিলাম এবং বেরুবাড়ির লোকেরা জলপাইগুড়িতে এসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তারা দেখা করতে চায় কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী তাদের সঙ্গে দেখা করেন না। আমি জানি না তিনি করেছেন কিনা, বা না করলেও কেন করেননি তা আমি জানি না। কিন্তু মুখ্য মন্ত্রীর কি উচিত ছিল না তখনই এসে এ ব্যাপারে মুক্ত করা? আমরা বিধানসভায় এই প্রশ্ন তুললাম, এডজোর্নমেন্ট মোশন দিলাম, তারপর সব বক্তব্য আমরা বললাম তার পর মুখ্যমন্ত্রী একটা প্রস্তাবের খসড়া করে সর্ব সম্মতিক্রমে প্রস্তাব আনলেন। এ ব্যাপারে তো আমরা কোন যুক্তিই খুঁজে পাই না এবং এখানে মুখ্যমন্ত্রীকে কোন রকমেই তার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিতে পারি না। বেরুবাড়ির জনসাধারণের অভিব্যক্তি তিনি জলপাইগুড়িতে দেখে এসেছেন। তারপরেই আমি আশা করেছিলাম, তিনি এই ব্যাপার নিয়ে হয় তাদের মতামত বলবেন যে হ্যাঁ, হস্তান্তর ঠিক, আমাদের মত নিয়ে, নতুবা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে প্রধানমন্ত্রীর কাছে এ বিষয় জানাবেন।

[4—4-10 p.m.]

এবং এখন পর্যন্ত সেই জিনিস জানতে চাই। এটা অত্যন্ত রহস্যজনক যে এখানকার রেসিডেন্ট অফিসার মত দিলেন, মুখ্যমন্ত্রী জানলেন না, এতগুলো ঘটনা হয়ে গেল, আমাদের সরকারের তরফ থেকে কিছু বলা হয় নি। তাকে ক্যাবিনেট সিক্রেট বলে রেখে দিলে চলবে না। আমরা দাবী করব এই প্রস্তাব পাশ কোরে বসে থাকলে চলবে না। এই ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীকে বলব আইন সভার প্রতিনিধি হিসাবে কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টের নিকট কিভাবে মুক্ত করবেন তা বলবেন। বেরুবাড়িতে জনসাধারণের কাছে গিয়ে বলা উচিত বিধান সভার এই প্রস্তাব নিয়ে আমরা লড়াই করব।

আমি আর বেশি সময় নেব না, তবে একটা কথা না বলে শেষ করলে ভুল হবে। আজকে আমাদের সবচেয়ে বড় কথা মনে রাখা চাই যে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত এর পিছনে রয়েছে। দেশ বিভাগের পিছনে যে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত ছিল, কৃত্রিমভাবে যে দেশ বিভাগ হয়েছিল তার পিছনে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত ছিল। সেই চক্রান্ত এর পিছনে কাজ করছে। সেই চক্রান্ত ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পক্ষে বিপজ্জনক। সে জিনিস যদি আমরা পরিষ্কারভাবে ঘোষণা না করি—দেশের জনসাধারণ, পাকিস্তানের জনসাধারণের কাছে সেটা যদি না বলি, তাহলে আমরা কর্তব্যহানির দোষে দোষী হব।

Sj. Jagadananda Roy:

বেরুবাড়ি নিয়ে অনেক কথা হয়েছে। আমি বেশি বলতে চাই না। তবে একটা কথা বলব যে গত ২৮এ সেপ্টেম্বর ডাঃ রায় যখন জলপাইগুড়ি শহরে গিয়েছিলেন সেখানে বেরুবাড়ির প্রত্যেকটি লোক এবং আমাদের বিধানসভার সদস্যেরা একটা আপত্তি জানিয়েছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন "কাগজপত্রের মাধ্যমে আপনারা যতটুকু জানেন আমিও ঠিক ততটুকু জানি, অবশ্য এখন বলার কিছু নাই। আমি কলিকাতায় ফিরে গিয়ে যা হয় করব।" আমার বক্তব্য হচ্ছে যে আমি সেখানে গিয়েছিলাম এবং আমি সেখানকার অবস্থা জানি। বর্তমানে সেখানে এমন অবস্থা হয়েছে যে সাধারণ লোকেরা শান্তিতে বসবাস করতে পারছে না। আজকে এই আলোচনার মাধ্যমে ডাঃ রায় কি বলেন তা শুনবার জন্য সকলেই আগ্রহান্বিত এই কয়টি কথা বলে যে প্রস্তাব এসেছে আমি সেটা সমর্থন করি।

Sj. Apurba Lal Majumdar:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, প্রস্তাব সমর্থন করতে উঠে দু'একটি কথা জানাব। আমাদের বেরুবাড়ি ইউনিয়ন হাত ছাড়া হওয়ার জন্য যে চুক্তি হয়েছে সে সম্পর্কে আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই যে আমাদের কনস্টিটিউশন ৭ম এমেন্ডমেন্ট অব ১৯৫৬ সেটা

হয়েছে তাতে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল সম্পর্কে বলা হয়েছে—ওয়েস্ট বেঙ্গলের বাউন্ডারী কতখানি তার ডেফিনিশন দেওয়া আছে। আগে শুধু ওয়েস্ট বেঙ্গল লেখা থাকত, কিন্তু ৭ম এ্যামেন্ডমেন্টের পর থেকে এই ডেফিনিশন দেওয়া আছে—

> "The territories which immediately before the commencement of this Constitution were either comprised in the Province of West Bengal or were being administered or if they formed part of that Province."

সুতরাং বেরুবাড়ি সম্পর্কে আজ সরকার এবং আমরা বিরোধী পক্ষ সকলেই একমত। দেশ বিভাগের পর থেকে ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট ওয়েস্ট বেঙ্গলের একটা অংশ হিসাবে এই গভর্নমেন্ট সেটা এ্যাডমিনিস্টার করে আসছেন। আজকে যে বাউন্ডারী ডিসপিউটএর কথা বলা হচ্ছে সেটা কিছুতেই হতে পারে না। কনস্টিটিউশনএর ৭ম এ্যামেন্ডমেন্ট অনুসারে বেরুবাড়ি হচ্ছে

Part and parcel of the Indian Union.

Mr. Speaker:

আপনি কোথায় পেলেন যে বাউন্ডারী ডিসপিউট বলা হয়েছে এই রেজলিউশনে?

Sj. Apurba Lal Majumdar:

রি-এ্যাডজাস্টমেন্ট অফ বাউন্ডারী ত বলা হয়েছে।

Mr. Speaker: But you have used the word 'dispute.' A dispute is a dispute and here it means dispute with reference to Boundaries. Regarding Berubari I do not know if there is a dispute about boundary. You are taking a risk by saying this

Sj. Apurba Lal Majumdar:

বলেছি এই জন্য যে নেহরু-নূন চুক্তিতে বেরুবাড়ির উল্লেখ হয়েছে।

Mr. Speaked: That is why I carefully moved the resolution. You are seeking to bring about a readjustment of boundaries which we thoroughly disapprove. That is the whole point.

Sj. Apurba Lal Majumdar:

পাকিস্তান ডিসপুট দিয়েছে আর সেই ডিসপুটের জন্যই আমাদের প্রধান মন্ত্রী বেরুবাড়ি সম্পর্কে একটা অংশ দেবার চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। সেই হিসাবে আমি বলছি, যে চুক্তি হতে পারে না যদি আমরা সেই অংশ এ্যাডমিনিস্টার করে থাকি, তাহলে সেটা পার্ট এ্যান্ড পারসেল অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল আপনি আর্টিকল (২) দেখুন।

Mr. Speaker: I think Sudhir Babu dealt with that aspect of the matter. Perhaps you were not in the House.

Sj. Apurba Lal Majumdar:

সুধীরবাবু যেদিক দিয়ে গিয়েছেন আমি সেদিক দিয়ে যাচ্ছি না। আমি শুধু বলছি আমাদের বাউন্ডারী যা দেওয়া আছে যদি তাই থাকে আর্টিকল ৩ দেখুন—আমার স্টেটএর যে প্রশ্ন উঠতে পারে এখানে সেটা প্রযোজ্য নয়। এখানে ডেফিনিশন ক্লিয়ার। আমি যদি তার এ্যাডমিনিস্ট্রেশন করে থাকি তাহলে সেটা পার্ট এ্যান্ড পার্সেল অফ আমার স্টেট। তার এক সামান্য অংশ থেকেও প্রাইম মিনিস্টার হউন বা যিনিই হউন কোন অংশ ছেড়ে দেবার কারও অধিকার থাকতে পারে না। এই কনস্টিটিউশন অনুসারে ভবিষ্যতে যে গভর্নমেন্ট হবে তারও কোন অংশ বিচ্ছিন্ন করবার কোন অধিকার থাকতে পারে না। এটা হচ্ছে ক্লিয়ার এ্যান্ড ক্যাটিগরিক্যাল টার্ম কনস্টিটিউশন অনুসারে।

here is no scope on the part of the Prime Minister

এমনকি পার্লামেন্টেরও এমন কোন ল পাশ করবার অধিকার নাই যাতে এর কোন অংশ ট্রান্সফার হতে পারে।

Mr. Speaker: I think Sudhir Babu dealt with that aspect of the matter. Perhaps you were not in the House.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, this discussion has to my mind been clouded by issues which are not germane to the subject-matter of the resolution. It is true that in the resolution there are two expressions used, namely, the question of transfer of territories from West Bengal to East Pakistan and readjustment of boundaries between West Bengal and East Pakistan. These are two separate issues. The two issues are entirely different to my mind. One is the question of transfer of territories and the other is the question of adjustment of boundaries. I would suggest and I would request my friends to keep these two issues separately. The question of transfer of territories may require a Parliamentary Act. My friend Shri Sudhir Ray Chaudhuri has made a suggestion and we also see in a similar manner, namely, that Article 1 and Article 3 read together might create a difficulty even for the Parliament to consider the Bill. But we do not propose to go into that matter because I am perfectly sure that when the Bill is placed before the Parliament this issue will be raised and discussed. Assuming that the Parliament has no power to make the enactment or the Bill, the question drops, but we need not raise the issue or pre-judge the issue at this stage with regard to the transfer of territories.

Some friends in their discussion have mixed up the question of exchange of enclaves and of adjustment of boundary.

[4-10—4-20 p.m.]

The discussion on enclaves shows that my friend Shri Bankim Mukherjee has not yet understood exactly what the enclave means. At the time when Sir Cyril Radcliffe drew the partition line, Cooch Behar was not within the Indian Union but some of the small portions of Cooch Behar territory or zemindari which were in Pakistan were placed in Pakistan after the line was drawn. Similarly some of the areas which were in Cooch Behar in the olden pre-partition days controlled and administered by Indian Union went after partition to that portion of undivided Bengal which became Pakistan. Naturally the amalgamation or assimilation of Cooch Behar to Indian Union created these enclaves. They are issues by themselves. Whether it is right or wrong they will in the usual course be placed before this House and discussed at that stage. Today we are concerned with the question of adjustment of boundaries. It has been suggested that this adjustment regarding Berubari Union might have been due to the fact that no maps were placed before the Prime Minister of India at the time of his discussion with the Pakistan Prime Minister and, therefore, he had to depend upon the maps supplied by Pakistan. This is entirely incorrect. Maps were sent to the External Affairs Ministry long before the actual discussion took place. Certain suggestions have been made and repeated saying that our Revenue Officers had given their opinions regarding the adjustment of boundaries. I said before and I repeat again that no questions were asked to our officers. Therefore there was no point of giving any opinion on the part of the Revenue Officers. I repeat again, as I said before, that with regard to discussion regarding the adjustment of boundaries no opinion was asked for from the Government of West Bengal, and we felt that as in the case of Bagge or in the case of Radcliffe the matter was entirely to be discussed at the inter-dominion level and, therefore, there was no point in our interfering with this matter. It was only after the

results of the discussion between Nehru and Noon appeared that this question came before us. Sir, I am giving now a short description of the exact position regarding this Berubari Union. Berubari Union is Union No. 12 —a part of the Jalpaiguri police-station. It is included as part of the Jalpaiguri police-station. In 1951 our D.L.R. and the D.L.R. of the other side—both discussed the point as regards the interpretation of the Radcliffe award in reference to this Union, and we have been claiming the Berubari Union. Our grounds were as follows: In the map drawn by Radcliffe which is annexure B in his Award Berubari Union No. 12 was placed almost entirely in Pakistan, but there is a divergence between the map and the description given by Radcliffe. The description runs as follows: A line shall be drawn along the boundary between the thanas of Pachagar and Jalpaiguri and shall then continue along to the northern corner of the Thana Debiganj where it meets the State of Cooch Behar. You will notice, Sir, that the demarcation is not very clear. It is somewhat vague because it says "the line shall then continue along the northern corner", that the line can go up to a particular distance along a particular way, but it is not clear.

Sir, the description was defective. If we look at a correct map we find that the line comes just between Jalpaiguri Thana and Pachagar, next between Jalpaiguri Thana and Boda police-station, and then comes Jalpaiguri Thana and Debiganj police-station. Evidently in describing the area or in drawing the map, Boda police-station has been absolutely forgotten. I do not know why it was so, but there is no description of Boda police-station either in the description of Radcliffe or in his map.

Sir, we have been claiming the whole of the Berubari Union No. 12 on the following grounds. As has been mentioned before, according to Radcliffe, whenever there is a divergence between his description and his map, the description should be followed and we did follow the description. We drew the line between Pachagar and Jalpaiguri police-station. Then if we draw the line up to the point where Debiganj police-station meets Cooch Behar, then we have got to go through Boda police-station—you cannot avoid it. Therefore, we claimed that the whole of Berubari should belong to us. Secondly, normally in Radcliffe's award, a boundary-line between West Bengal and East Bengal follows the thana boundary and there is no reason whatsoever why Radcliffe should cut out the union of one thana from West Bengal and give it to East Bengal. Therefore, we claimed that we should follow the boundary-line of Jalpaiguri police-station as far as it goes between Jalpaiguri and Pachagar, then between the Boda police-station and then we reach the northern corner of Debiganj police-station. Pakistan, on the other hand, suggested that the intention of Radcliffe was indicated in the map drawn by him, according to which Berubari Union is included in East Pakistan. So far as the map is concerned, they are right. If Radcliffe wanted the boundary-line to follow the thana boundary, naturally he would have mentioned Boda police-station also. But he did not do so. He stopped where the boundary-line between Jalpaiguri and Pachagar ends and connected that line with the Northern point of Debiganj police-station—with a point between the North-East corner of Debiganj police-station and Cooch Behar. The Prime Ministers of both the countries have agreed to divide Berubari Union No. 12 half and half. How that half and half division will be done we do not know, but the division will more or less start from the North-East corner of Debiganj thana in such a manner that, when and if the partition takes place, the neighbouring enclave of Cooch Behar might be tagged on to the portion that would come to India.

The area of Berubari Union is 8.75 square miles, half of which, viz. 4.37 square miles, would be the amount of the area that would go to Pakistan. It has not yet been decided as to how this division should take place, but the experts of the two countries will have to discuss this matter. No date for the demarcation and change-over of the territory has yet been fixed. The division that may take place should be such that the existing system of communication should be left intact as far as possible. The population of Berubari Union is 12,000 of which the number of Muslims is about 100. Of the 11,900 Hindus about 8,000 are displaced Hindus from Pakistan. When Berubari Union is divided in accordance with the Prime Minister's agreement, about 6,000 Hindus including 4,000 displaced Hindus will be in the portion that will go to Pakistan. It is just possible that these 6,000 Hindus would come back to the Indian Union.

[4-20—4-30 p.m.]

The question that has arisen is whether the Prime Minister has a right to adjust the boundaries without reference to the West Bengal Government; that is the first question; secondly, whether they have the right to adjust the boundaries at all. Sj. Sudhir Chandra Ray Choudhuri thinks that we should invoke Article 51 and although it is only a directive principle of the Constitution, we should encourage settlement of international disputes by arbitration. It is possible that the arbitration may be taken on hand. So far as this Government is concerned, we have spent money in that area for construction of roads, bridges, etc. and also we have settled some refugees for which money has been spent by the Government of India. We are, therefore, very keen that the Berubari Union should remain with West Bengal which has been countrolling and administering this Union. The reason why, when the matter was placed before me, I thought of bringing it before the House for discussion, is that I thought it would be better for the Government of India to know the feeling of West Bengal, of the people of West Bengal, of all shades of opinion and that we should lay before them our emphatic protest against the readjustment of boundary in the manner suggested by the two Prime Ministers.

As regards the alteration of the language which has been proposed by Dr. Chattopadhyay for substituting the words "it is sought to bring about" for the words "there is going to be" and for substituting the word "by" for "and" in the first paragraph of the resolution, I think those words are better. The alteration may be accepted.

I therefore think that this resolution will be passed *nem con.*

Mr. Speaker: I know all the honourable members are aware of the resolution as it stands. As far as I am informed, there is unanimity of view regarding the resolution before the House.

The motion of Sj. Satyendra Prasanna Chatterjee that in view of the fact that it is sought to bring about a readjustment of boundaries between West Bengal and East Pakistan by transfer of certain territories from West Bengal to East Pakistan and *vice versa*, and

Without prejudice to the right of this Assembly to express its opinion on any Bill that may be brought in the Union Parliament for the purpose, and

In view of the fact that the area known as Berubari Union in the district of Jalpaiguri has been all along under the lawful control and possession of the State of West Bengal since the partition of Bengal, and

In view of the fact that any readjustment of boundary which may result in the transfer of any part of the territory of the Berubari Union to East Pakistan will adversely affect the economic life and security of the people of the area, and

Further, in view of the fact that the Government of West Bengal has spent large sums of money for the development of the area where a large number of refugees from East Bengal have settled,

This Assembly is of opinion that the said Berubari Union should remain a part of the territory of the Union of India,

was then put and agreed to.

Laying of Appropriation and Finance Accounts for 1955-56 and 1956-57 and Audit Reports thereon.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I beg to lay before the Assembly—

(a) Appropriation Accounts of the Government of West Bengal for 1955-56 and 1956-57 and the Audit Reports thereon; and

(b) Finance Accounts of the Government of West Bengal for 1955-1956 and 1956-57 and the Audit Reports thereon.

I may mention that these two Accounts have not yet been either considered by the Government nor by the Accounts Committee. Therefore, although they have been placed before the House I trust that no material therefrom would be utilised until they have been considered further and placed before the House.

Laying of Rules.

Amendment to the West Bengal Prevention of Food Adulteration Rules, 1956.

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy: Sir, I beg to lay before the Assembly the amendment to the West Bengal Prevention of Food Adulteration Rules, 1956.

Laying of Annual Report of the Public Service Commission, West Bengal, for the year 1955-56.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I beg to lay before the Assembly the Annual Report of the Public Service Commission, West Bengal, for the year ending 31st March, 1956 and a Memorandum explaining, as respects the cases where the advice of the Commission could not be accepted during this period, the reasons for non-acceptance.

Sj. Subodh Banerjee: Sir, I move that a day be fixed for discussion of the Report which has been laid before the House by the Chief Minister. It is customary—a resolution must be moved and then a day will be fixed for discussion

GOVERNMENT BILL

The West Bengal Anti-Profiteering Bill, 1958.

[4-30—4-40 p.m.]

Sj. Rabindra Nath Mukhopadhyay:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি বক্তৃতা না করে মাননীয় মন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয়ের কাছ থেকে কয়েকটা বিষয়ে ক্লেরিফিকেশন চাচ্ছি। সেই ক্লেরিফিকেশন সম্বন্ধে আমার বক্তব্য হচ্ছে, গত দু-তিন দিন আগে রাইস মিল এসোসিয়েশনের তরফ থেকে একটা বিবৃতি বের হয় দৈনিক সংবাদপত্রে, তা দেখে আমাদের অনেকের মনে এইরূপ আশঙ্কা হয়েছে যে বাংলাদেশে বিশেষ করে কলকাতার আশপাশ অঞ্চলে রাইস মিলগুলি যেমন কয়েক বছর যাবং বন্ধ হয়ে ছিল বোধহয় পুনরায় সেইরকমভাবে আরও সব মিল বন্ধ হয়ে থাকবে। রাইসমিল ওনার্সরা পরিস্কারভাবে এই কথা ঘোষণা করেছেন যে, গভর্নমেন্ট যে মূল্য নির্ধারণ করেছেন সেই মূল্য যদি থাকে তাহলে তাঁরা রাইস মিলগুলি চালাবেন না, সব বন্ধ করে দেবেন। আমি যতটুকু বুঝেছি তার অর্থ হচ্ছে, এই যে ধানের দাম মফঃস্বলে যা স্থির করা হয়েছে, যেমন ১১·৫০ নয়া পয়সা অথবা ৯·৫০ নয়া পয়স, কলকাতা শহরেও ঠিক একই দাম হোলসেল রেট রাখা হয়েছে। সেইজন্য হোলসেল ডিলার্সরা এমন কোন ইনসেন্টিভ পাবেন না যাতে কলকাতায় ধান রপ্তানী করবেন। এর মধ্যে একটা প্রব্লেম আছে। এখানে সেই প্রবলেমটা খুব পরিস্কার। কিন্তু যদি এইরকমভাবে তাঁরা করেন তাহলে তার ফল বাংলাদেশের উপর কি হবে, সেটা একটু চিন্তা করে দেখুন। প্রফুল্লবাবু যেভাবে চালের দাম ঠিক করেছেন, সেটা একটু গভীরভাবে চিন্তা করে দেখা উচিত। চালের ক্ষেত্রে কলকাতার হোলসেল ডিলার্স এবং বর্ধমান ও বীরভূমের হোলসেল ডিলার্স, সকলের জন্য একই মার্জিন রেখেছেন, অথচ ধানের ক্ষেত্রে সেরকম কোন মার্জিন রাখেন নি। তারা বলছে বর্ধমান থেকে কলকাতা সহরে ধান চালান করে আট আনা পয়সা মুনাফা করতে পারে। কিন্তু ধানের যে রেট, তা কলকাতায় এবং মফঃস্বলে এক। সেইজন্য ধান এবং চালের মধ্যে পার্থক্য কেন রাখা হয়েছে তা আমরা বুঝতে পারছি না।

কলকাতার মিলগুলিতে প্রতিদিনের প্রডাকটিভ ক্যাপাসিটি ২০-২৫ হাজার মণ। যখন খুব কাজ হয় হয়ত আরও বেশি হয়, কিন্তু নর্মাল যা হয় তার একটা হার জানা যায় ২৫ হাজার মণ চাল। এখন যদি এই ২৫ হাজার মণ গতবারের মত সরকার এবং মিল মালিকদের খপ্পরে পড়ে এবং এই অবস্থা চালু থাকে তাহলে আগামী বছর কলকাতায় পুনরায় চালের একটা আর্টিফিসিয়াল ক্রাইসিস হবার সম্ভাবনা রয়েছে। আর একটা প্রশ্ন এর সংগে জড়িত আছে। এইসব মিলে ৪-৫ হাজার শ্রমিক যার অধিকাংশই নারী শ্রমিক কাজ করে এবং কোন লেবার ডিসপিউট এখানে ছিল না। কিন্তু সরকার ও মিলমালিকদের মধ্যে পড়ে গত এক বছর ধরে এরা মার খাচ্ছে। এর কোন সুরাহা হয় নি। বিধানবাবু একটা চিঠি লিখে আমাকে জানিয়েছিলেন কারখানা যদি না চলে আমার কিছু করার নেই। এখানে কোন এডজাস্টমেন্টের ব্যাপার আছে কিনা জানি না। আমার বক্তব্য হচ্ছে, কনজিউমারের উপর কোন আক্রমণ যেন না হয়। কনজিউমারের ইনটারেস্ট বিন্দুমাত্র ক্ষতি না করে এটাকে যদি কোনরকম এডজাস্ট করা যায় তাহলে সবদিক রক্ষা হয়। মিলগুলি যদি চলে তাহলে শ্রমিকদের কাজ করবার সম্ভাবনা আসবে। তাই শুধু নয়, কলিকাতা মার্কেটে যে খারাপ আবহাওয়া এরা সৃষ্টি করেছে তা দূর করতেও পারবেন। আমরা দেখেছি গতবার তারা কলিকাতা কর্পোরেশন অঞ্চল এবং আশেপাশের মিলগুলির অবস্থা সম্পর্কে কোন খেয়াল রাখেন নি। বিধানবাবুকে গিয়ে যখন সব কথা বলা হল তখন তিনি বললেন—তাই নাকি! এতো জানতাম না। পরে যখন তিনি ভালভাবে রিপোর্ট চেয়েছিলেন তখন তাঁকে ওই সমস্ত মিলগুলির তালিকা দিয়েছিলাম। গতবার দেখেছি ফুটপাথের এক পাশে লেভি ছিল আর অপর পাশে ছিল না। তাতে গতবার যেমন লেভি মার খেয়ে গিয়েছে তেমনি মালিকরা এবারও এপার থেকে ওপারে নির্বিবাদে চালাতে পারেন কিনা ওঁরা বলতে পারেন। এখানে পরিস্কার করে কিছু নেই যে কলকাতায় সেই নিয়ম থাকবে কিনা। আমরা ইতিমধ্যেই জানতে পেরেছি কলকাতায় যারা প্রধান প্রধান আড়তদার তাঁরা খবরের কাগজে এডভারটাইজমেন্ট দিয়ে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি করছেন। এর মধ্যে কি আছে না আছে তা বলা কঠিন। কিন্তু এটা দেখা যাচ্ছে যে ২৪-২৫ টাকা করে বেনামীতে চাল তা তারা দুর্নীতিতে

বিক্রী করে দিয়েছেন। এই আইন এখনি চালু হবে না, প্রেসিডেন্টের সম্মতির ব্যাপার আছে। তবে পয়লা জানুয়ারি থেকে চালু হবে। কিন্তু যারা এই চালের ক্রাইসিস সৃষ্টি করার আসল মালিক যারা সেইসব বড় বড় আড়তদার ব্যবসাদারেরা ইতিমধ্যেই রিটেলারদের উপর চাপ দিতে শুরু করেছেন এবং যেহেতু এদের হাত-পা বাঁধা সেইহেতু এরা এই মালিকদের কাছে চাল বিক্রী করছে বা করতে বাধ্য হচ্ছে এবং সেক্ষেত্রে কলকাতার যে রেট সরকার বেঁধে দিয়েছেন সেই রেটে আগামী এক বছরের মধ্যে চাল পাওয়া যাবে কিনা আমার সন্দেহ। এতে দেখা যাবে ছোট ছোট রিটেলার যারা তারা হয়ত কিছু কিছু দর পেয়ে গেল, কিন্তু এই মিল ব্যবসায়ীরা, যারা আর্টি-ফিসিয়াল ক্রাইসিস সৃষ্টি করতে পারে তাদের গায়ে আঁচড়টুকু পর্যন্ত লাগবে না। এই হল কলকাতার চালের দিক থেকে যে সমস্যা আমরা অনুভব করছি তাই বললাম। আমরা জানি চালের কলের মালিক ইতিমধ্যে এই ব্যবস্থা করেছেন যে, সস্তায় চাল এনে ১৬ টাকায় এনে ২৪ টাকায় বিক্রী করছেন। তারা বলছেন মিলিং-এর মধ্যে আমরা যাব কেন? যা সহজে করতে পারি সেই চালের ব্যবসা করতে পারব এবং যেভাবে আগে মুনাফা অর্জন করতাম এখানেও তাই করতে পারব। আজকে যদি প্রফুল্লবাবু চান যে যেটা এখানে তিনি পাস করছেন তা কার্যকরী হোক তাহলে সর্বপ্রথম তাকে কি পরিমাণ প্রডিউসার বিলি করেন তার হিসাব রাখতে হবে, কি পরিমাণ ব্যবসাদাররা কেনে তার হিসাব রাখতে হবে। আমার জানা আছে যে রিটার্ন তারা পান সেটা বোগাস রিটার্ন তার কোন ভিত্তি নেই। সুতরাং চালের যদি এইরকম হিসাব রাখা না হয় কতটা মিলিং হলো যদি তার হিসাব না থাকে তাহলে ২৫ পার সেন্ট লেভি যেমন গতবারে তারা আদায় করতে পারেন নি এবারও পারবার সম্ভাবনা নেই। সেক্ষেত্রে আইন পাস হলেও জন-সাধারণ উপকৃত হবে না। এই হল আমাদের আশঙ্কা. এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Sj. Provash Chandra Roy:

মাননীয় সভাপাল মহাশয়, গত সাত বছর ধরে খাদ্যমন্ত্রী যে দুর্ভিক্ষকারী নীতি নিয়ে চলেছেন তার প্রতি আমরা সকলে প্রতিবাদ করে আসছি। বিশেষ করে গত বৎসর যখন এই সভাতে বাংলাদেশের খাদ্যসঙ্কট নিয়ে আলোচনা হয় তখন আমরা তাঁকে হুঁসিয়ারী দিয়েছিলাম এই বলে যে, যে পন্থা নিয়ে তিনি চলেছেন তাতে বাংলাদেশে সাংঘাতিক দুর্ভিক্ষের অবস্থা সৃষ্টি হবে। কিন্তু তিনি আমাদের সমস্ত হুঁসিয়ারীকে অগ্রাহ্য করে এই সভাতে গত সাত বছর এবং বিশেষ করে গত বছর বলেছিলেন যে বাংলাদেশে খাদ্যসংকটের কোন আশঙ্কা নেই, প্রচুর পরিমাণে তিনি চাল, গম, আটা আমদানী করে বাংলাদেশে খাদ্যসংকটের সমস্যা সমাধান করবেন, কোন জিনিসেরই অভাব থাকবে না। কিন্তু গত বৎসর আমরা কি দেখেছি? আমরা দেখেছি গ্রামদেশে এবং শহরে সাধারণ মানুষ যখন চাল, আটা, গম দোকানে কিনতে গিয়েছে, তখন সেখানে চাল, গম, আটা, কিছুই পাওয়া যায় নি। এমন কি সরকার যে ঘোষণা করেছিলেন, যে পরিমাণ চাল, গম, আটা দেবেন, তার ছয় ভাগের এক ভাগও তারা সরবরাহ করতে পারেন নি। সেইজন্য আমাদের দেশের মানুষ সরকারের এই খাদ্যনীতির বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন সৃষ্টি করে আসছে। বিশেষ করে গত আষাঢ় মাসে আমাদের পশ্চিম বাংলার ধান চালের দাম যেভাবে দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছিল এবং তার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য জিনিসপত্রের দামও বেড়ে চলেছিল, তখন সারা বাংলাদেশ থেকে তার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন ও দাবী উঠেছিল যে ধান চালের মূল্য কমাতে হবে এবং তার উচ্চ ও নিম্নতম মূল্য বেঁধে দিতে হবে এবং [illegible] কতকগুলি জিনিসের দাম বেঁধে দিতে হবে। সেই দাবীর চাপে আজ সরকার এই এন্টি-প্রফিটিয়ারিং বিল আনতে বাধ্য হয়েছেন। সুতরাং এই এন্টি-প্রফিটিয়ারিং বিল আনবার জন্য যে প্রচেষ্টা হয়েছিল, তার ফলেই আজ এই বিল মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন। কিন্তু সেই বিলের যে মূল নীতি হওয়া উচিত ছিল, তা বর্তমান বিলে ফলো করা হয়নি এবং এতে বহু ত্রুটি ও [illegible] রয়েছে। [illegible] কোন একটা জিনিস কন্ট্রোল করতে হলে তার নিম্ন ও সর্বোচ্চ মূল্য বেঁধে দেওয়া দরকার, যাতে যারা ক্রেতা এবং বিক্রেতা তাদের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য থাকে

[4-40—4-50 p.m.]

এবং তার সঙ্গে সঙ্গে দেশের অন্যান্য যে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস তার দামের একটা সামঞ্জস্য বিধান করা হয়। কিন্তু এই বিলের মধ্যে দিয়ে আমরা দেখেছি যে প্রথমে তিনি এই ধান চালের

নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য কিনতে হয় তার সংগে ধানের দরের হারাহারি কোন সমতা নাই। চাষের উৎপাদিত ফসলের যে দাম তার সংগে চাষীর নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের দরের সমতা রাখা উচিত ছিল। তারপর এই যে চালের দাম বাঁধা হয়েছে তাতে নিকৃষ্ট মাঝারী এবং উৎকৃষ্ট চালের দর—এই তিন রকম ধানের দর ১ টাকা করে বাড়িয়ে দেওয়া উচিত। সরকারের নিশ্চয়ই এটা ইচ্ছা যে চাষী তাদের উৎপন্ন ফসলের উপযুক্ত মূল্য যাতে পান। এই উপযুক্ত মূল্য দিতে গেলে এই ফাইন ,মাঝারী এবং নিকৃষ্ট ধান যা আছে তা মণপ্রতি যা দর বেঁধে দিয়েছেন তা থেকে মাঝারী ১ টাকা এবং মাঝারী থেকে ফাইন ধান মণে এক টাকা বেশি হওয়া উচিত। তারপর নিম্নতম এবং উচ্চতম ধানের মূল্য নির্ধারণের কথা হয়েছে। জানুয়ারি ফেব্রুয়ারিতে ধানের কম দর থাকে, আবার বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে যেয়ে সেটা বেশি দর হয়। সুতরাং ধানের দর যদি স্ল.ইডিং স্কেলএ বেঁধে দেওয়া হয় তাহলে গরীব চাষী যারা, তারা খানিকটা দর পায়, ধানের মজুতদাররা দর বাড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে পারে। এইভাবে করলে জনসাধারণের সুবিধা হয়, পরিবারেরও সুবিধা হয় এবং গভর্নমেন্ট যে সুষ্ঠুভাবে খাদ্যনীতি চালাতে চান তাতে জনসাধারণের সংগে সহযোগিতাও থাকে।

[4-50—5 p.m.]

আর একটা মনে হয় ধান এবং চালের দর দেখে যে কলিকাতা, শিল্পাঞ্চল এবং পশ্চিম বাংলার শহর এই বুঝি সমগ্র পশ্চিম বাংলা। গ্রামের লোকের কথা চিন্তা করা হচ্ছে না। যারা কিনে খায় তাদের অধিকাংশই গ্রামবাসী—যারা সাঁওতাল, যারা হরিজন, তারা যে সাধারণ হিন্দু-মুসলমান একথা মনে রাখা হয় না। কেবল জাতীয় ভদ্রলোক যারা তাদের কথাই ভাবছেন এবং শিল্পাঞ্চলের কথাই ভাবছেন। গ্রামে যারা কিনে খায়, ঐ গ্রামাঞ্চলের লোকের কথা যদি ভাবতেন তাহলে গ্রামে গ্রামে যাতে সস্তা দরের চাউলের দোকান বেশি পরিমাণে হয়, সেই ব্যবস্থা করতেন এবং তা হওয়া দরকার। তাহলে কিছু সুবিধা লোক পেতে পারবে।

আর একটা কথা হোল সেলার ও রিটেলাররা কিছু সুবিধা পাচ্ছে, এবং মিল ওনাররাও সুবিধা পাচ্ছে। কিন্তু তাতে ফাইন, সুপারফাইন প্রভৃতি কোয়ালিটি রাইসের প্রোডাকশন হবে না। প্রোডাকশন হবে আকাঁড়া চাউলের এবং তাতে কলিকাতা প্রভৃতি অঞ্চলে বিশেষ কোরে একটা অশান্তির সৃষ্টি হবে। কাজেই হোলসেলারদের যে দর দেওয়া হয়েছে সেটা কি হয়েছে বলতে পারি না, বরং সেটা বেশি দেওয়া হয়েছে। সেটা ঠিক করতে বলছি।

[Here the member having reached his time limit resumed his seat.]

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

মিঃ স্পীকার, স্যার, সময় যখন অল্প তখন আমি কতকগুলো বিশেষ সমস্যা সম্বন্ধে সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করব। মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্লবাবু, তাঁর বক্তৃতায় আমাদের শুনিয়েছেন অভয়বাণী—"মা ভৈঃ" বলে আশ্বাস দিয়েছেন যে কোন ভয় নেই। এখন আমাদের যা অভিজ্ঞতা সেটা হচ্ছে—সরকার যে নীতি নির্ধারণ করেন এবং যে আইন গড়েন তাহার ভিতরে এমন কতকগুলি দুর্বলতা থাকে যার ফাক দিয়ে যারা চোরাকারবারী এবং মুনাফাখোর তারা এড়িয়ে যায়। উপরন্তু যে নীতিটুকু তাঁরা ঘোষণা করেন সেটাও ভালভাবে কার্যকরী হয় না বা কার্যকরী হয় অনেক দেরিতে। এর ফলে বাংলাদেশের সুদূরতম কোনকন্ড চাষী অঞ্চল আছে তাদের যেটুকু অসুবিধা হয় সেটুকুই বিশেষভাবে বলছি।

প্রফুল্লবাবু এই বিধানসভায় যা ঘোষণা করলেন সেগুলি শুনে গেলাম। ফিরে যখন মহকুমা শাসক বা জেলা শাসকের সঙ্গে দেখা করি তখন তাঁরা বলেন যে এ বিষয়ে আমরা কোন খবর এখনও পাই নি। এর ফলে আমরা যারা জনপ্রতিনিধি আছি তাদের অবস্থা হয় এই যে একবার মহকুমা শাসক, একবার জেলাশাসক, একবার খাদ্যমন্ত্রী ইত্যাদির কাছে দৌড়াদৌড়ি করার পর অবস্থাটা শেষ পর্যন্ত কিছু ঠিক করা যায়। যেমন কৃষিঋণের- গতবছর জুন মাসে প্রথম কিস্তির টাকা পেতে পেতে হল গিয়ে জুলাই, অগাস্ট মাস। মহকুমা শাসকের কাছে গেলাম, জেলাশাসকের কাছে গেলাম, তাঁরা বললেন আমরা কিছু ওপর থেকে পাইনি। ফলে কৃষকেরা যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হল, দাদন দিতে হয়েছে ৫ টাকা মণ দরে কৃষককে। আজকে তাদের অবস্থা বিবেচনা করবেন

: সরকার থেকে সস্তাদরে চাল সরবরাহ করার হিসাব প্রফুল্লবাবু আমাদের এখানে দিয়েছিলেন। আমাদের দার্জিলিং জেলায় কি হয়েছে—সমস্ত দোকানগুলিতে আমরা দেখেছি পরিমাণ রেশন কার্ড আছে তার শতকরা ৬০ ভাগ চাল সরবরাহ করা হয়েছে। আটা ১ সেরের জায়গায় আধ সের সরবরাহ করা হয়েছে। সেখানে একদিন বলা হল আটা নাকি পাওয়া যায় । যে শিলিগুড়িতে বছরে লক্ষ মণ চাল যায় এবং যে শিলিগুড়ি সরবরাহের একমাত্র কেন্দ্র ই শিলিগুড়িতে গত বছর বিধানসভার অধিবেশনের শেষে গিয়ে শুনলাম যে দুই সপ্তাহের ও চাল নাই এবং আগামী দু সপ্তাহ বাদে রেশনের চাল পাওয়া যাবে না। মহকুমা শাসককে লাম, তিনি বললেন আমরা লেখালেখি করেছি।

শিলিগুড়িতে কেন্দ্রীয় সরকারের গুদাম রয়েছে। ঐ গুদাম থেকে চাল দেওয়া হবে। কারী সাপ্তাহিক রেশনের দোকানে এই পাওয়ার ব্যাপারে এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল আগামী সপ্তাহে হয়ত চাল পাওয়া যাবে না। তারপর মহকুমা শাসককে যখন চেপে ধরা যে আমাদের যা চাল দেওয়া দরকার তার চেয়ে কম দিচ্ছেন। তিনি বললেন কি করব : রের দরকার ১২ হাজার মণ মাসে কিন্তু তার জায়গায় পাচ্ছি মাত্র ৯ হাজার মণ। কাজেই আমি ব কি?

তারপর গ্র্যাচুইটাস রিলিফ এবং অন্যান্য ব্যাপারেও প্রফুল্লবাবুকে কতকগুলো চিঠি দিয়েছিলাম সে সম্বন্ধে যদি ফাইল ঘাটেন তাহলে দেখতে পাবেন যে কি ঘটনা ঘটছে। তিনি যে তি কার্যকরী করতে যাচ্ছেন তাতে এত দেরি হচ্ছে যে এর ফলে যারা মুনাফাখোর মহাজন দের সুবিধা হচ্ছে। অর্থাৎ কৃষক যারা তারা যদি কৃষিঋণ দেরিতে পায় তাহলে তাদের এ ন দন নিয়ে অনেক ক্ষেত্রে ধান উঠবার আগেই তা বিক্রি করে দিতে হয়। তারপর প্রফুল্লবাবু নীতির মধ্যে বলেছেন যে যদি কোন জায়গায় চালের দাম আন-ইকনমিক হয়ে যায়, তাহলে কর যদি ডি পি এজেন্টের কাছে নিয়ে আসে বা সরকারী গুদামে নিয়ে আসে বা রাইস মিলে আসে তাহলে সরকারী নির্ধারিত দামে কেনা হবে। কিন্তু আমাদের ঐ অঞ্চলের কি হবে? র্জিলিং জলপাইগুড়ি ঘাটতি এলাকা। সেখানে কোন ডি পি এজেন্ট নাই। ঘাটতি এলাকা সরকার এখান থেকে কেনেন না। কিন্তু স্টীল ব্রাদার্স কিনে চালের দাম বাড়িয়ে দেন। আমরা বার বলেছিলাম যে, যে চাল সরবরাহ করা হয় সে চাল কেন্দ্রীয় সরকার দিক - তারজন্য আপনারা দিন - স্টীল ব্রাদার্স যেন ওখানে চাল না কেনে। তারপর গতবছর কুচবিহারকে বাড়তি এলাকা ঘোষণা করলেন। স্টীল ব্রাদার্স সেখানে অবাধে চাল কিনতে আরম্ভ করলেন, গত বছর নে চালের দাম ৩৫ টাকা মণ হয়ে গেল। তারপর সিকিমে যে চাল হয় সে চালের ব্যবস্থা নারা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে করতে পারেন এবং রাইস মিলও যেখানে চাল আনবার বলেছেন, সেই রাইস মিলের মালিকরা কি করেন আমি একটা ছোট্ট দৃষ্টান্ত দিচ্ছি - গত যখন কর্ডন ছিল তখন ফাঁসীদেওয়া থানাটা পাকিস্তান সীমানাতে হওয়াতে কর্ডনের মধ্যে গেল। ফাঁসীদেওয়ার ধান চাল বিক্রি হয় ভারতীয় ইউনিয়নের ভিতর সীমানার উল্টো দিকে গড়া হাটে। কর্ডনের ফলে তারা ধান চাল আনতে পারত না। যখন বাজারে ধান ১২-১৩ য় বিক্রি হয়েছে তখন ফাঁসীদেওয়া থানার গ্রামে ৭-৮ টাকা মণ দরে বিক্রি হতে বাধ্য হয়েছে। শুনেছি চাল কলের মালিকরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে বলেছে যে চাল তো তোমরা নিয়ে যেতে ব না হাটে, কাজেই কম দামে তোমরা বিক্রি করে দাও। অথচ মাটিগাড়ার হাট পাকিস্তান র থেকে সম্পূর্ণ উল্টো দিকে। পরে অবশ্য কিন্তু কর্ডন সেখান থেকে তুলে নেওয়া হল। নকার কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত যা হবার তা হয়েছে।

তারপর চালকলের মালিকরা এবং মহাজনরা সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন দাম নির্ধারণ না করায় চালের দাম চড়িয়ে দিল। আজ সরকার যে সর্বনিম্ন দাম নির্ধারিত করেছেন সেটা প্রহসন আর কিছুই বলতে পারি না। ইতিমধ্যে খবর পেলাম যে শিলিগুড়ি মহকুমার বড় বড় টিতে যেখানে কৃষকরা চাল বা ধান বিক্রি করতে আসে সেই হাটগুলির মহাজনরা ধানের কমিয়ে দিল ১ টাকায়। সেখানকার কৃষকেরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে এর প্রতিবাদ জানিয়েছে কিন্তু তাদের ধান ধরে রাখবার ক্ষমতা নাই। তখন যে দাম নির্ধারণ করেছেন সেই নির্ধারণের ও লঙ্ঘিত হয়ে গেছে। তারা দেখতে করেন যে সমস্ত ধান দামযুক্ত করার জন্য কালক্ষেপণ হয় নি দাম নির্ধারিত [illegible]

এগুলির বিচার করে দর ঠিক হয়েছে। যে সমস্ত ধানকে আমরা কালামোয়া, হরিমটর বাজ-বেগুলি ক্লাইনএর মধ্যে পড়া উচিত, সেগুলির দাম বিচার করে করা হয় নি। ফলে সেখানকার কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অথচ আমরা জানি মহাজন ও ব্যবসায়ী যারা তারা কিভাবে কৃষককে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং সস্তায় কিনে পরে তারা অনেক বেশি দামে বিক্রি করে। তারপরের যে জিনিসটা সেটার কোন অর্থ আমি খুজে পাইনি—এই যে ১লা জানুয়ারি থেকে ধান চালের দাম ঠিক করা হবে। কিন্তু আমার বক্তব্য ১লা জানুয়ারির আগে যেসব ধান কিনবে তার দাম কি হবে? ১লা জানুয়ারির পূর্বে মহাজনরা যে সময় পাবে সেই সময়ের মধ্যেই তারা অনেক কিছু করতে পারে, এই জিনিসটা আমাদের বিবেচনা করতে হবে। আজকে এখানে কতগুলি ভাল কথা বলাটাই সবচেয়ে বড় জিনিস নয়। ভাল কথা বলতে তো পয়সা খরচ হয় না—কিন্তু ভাল কথার মধ্যে যে ফাকগুলি থাকছে, সেই ফাকগুলির মধ্যে সময়টা প্রধান। এই সময় পেয়ে মুনাফাখোরেরা, চোরাকারবারিরা যাদের হাতে অজস্র চাল রয়েছে এবং অজস্র সুবিধা রয়েছে তারা অনেক সুযোগ পেয়ে যাবে। ১লা জানুয়ারি থেকে ধানের নির্দিষ্ট দাম কার্যকরী হবে। এই ১লা জানুয়ারির আগে তারা ধানের দাম কমিয়ে দিয়ে কিনে নিচ্ছে একথা অস্বীকার করতে পারেন না। শুধু তাই নয়, আমরা জানি যে গ্রামের কৃষকরা সমস্ত খবর রাখেন না। এখানে প্রফুল্লবাবু যে কথাগুলি ঘোষণা করছেন সেগুলি ওঁদের প্রচার বিভাগের উচিত, রেডিওর মারফত তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া। যারা ব্যবসায়ী তারা নানারকম প্রচার করে তাদের নানাভাবে বিভ্রান্ত করে তাদের কাছ থেকে সমস্ত জিনিস আদায় করবার চেষ্টা করছে। সরকারের উচিত ডাইরেক্টলি কৃষকদের কাছ থেকে কেনা। আমাদের জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলা ঘাটতি জেলা বলে সরকার থেকে কেনার কোন বন্দোবস্ত নাই। কিন্তু স্টিল ব্রাদার্সকে তো কোন বাধা দেওয়া হয় না! তারা কিনে নিয়ে যাচ্ছে প্রতি বছর। যারা কৃষক, ছোট ছোট ব্যবসায়ী তারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

চালকলের যারা মালিক তাদের উপর লেভি করবেন বলছেন। আড়তদার যারা তাদের উপর লেভি যদি না করেন তাহলে যে কত বড় দুর্বলতা সেটা আমি আমার আংশিক অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি। তারপর আরও কতকগুলি জিনিস হচ্ছে। সেগুলির সম্বন্ধে স্যার, আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং প্রফুল্লবাবুর কাছ থেকে জবাব চাচ্ছি। যেমন একটা রিপোর্ট আমি পেয়েছি যে ধানের দাম যখন কমে যাচ্ছে তখন টেস্ট রিলিফ করা হবে না। এটা কি সত্যি সত্যি সরকারের নীতি? এটা যদি নীতি হয় তাহলে আমি বলব যে এটা মারাত্মক নীতি। ধানের দাম যতই কমুক, কৃষক পর পর মার খেয়ে তার অবস্থা এমন একটি জায়গায় এসে পৌঁচেছে যাতে তার পক্ষে কিছুদিন পর্যন্ত ধান কিনে খেতে হবে, তখন তাদের টেস্ট রিলিফের মত কাজে যদি এমপ্লয়মেন্ট না দেওয়া হয়, তাহলে তারা মরে যাবে।

[5-5-25 p.m.]

সেজন্য বলছি মূল জিনিসগুলি আমাদের বিচার করতে হবে। শুধু বড় বড় কথা বলে গেলেই চলবে না। এটা আইনে যেসমস্ত ফাক আমরা দেখেছি সেই ফাকগুলি যদি বন্ধ না করতে পারা যায় তাহলে কৃষক মরবে এবং সমস্ত দেশের লোক মরবে। তারপর এ্যান্টি-প্রফিটিয়ারিং বিলে যেসমস্ত দুর্বলতা আছে তার সমস্তগুলির কথা এখানে এই অল্প সময়ের মধ্যে বলা মুশকিল। কিন্তু একটা কথা বলছি যে যার উপর এই আইন প্রণয়ন করা হচ্ছে সে যদি বলে যে এখানে জিনিস বিক্রি করব না বা জিনিস যা রেখেছি তা অন্য জায়গায় বিক্রি করব তাহলে তখন কি হবে? যেমন ধরুন আমি যে দৃষ্টান্ত দিলাম যে শিলিগুড়িকে কেন্দ্র করে সিকিমে আসামে চাল সরবরাহ হয় এখন সেই চালগুলির ক্ষেত্রে যদি কোন ব্যবসায়ী বলে যে এগুলি সিকিমের জন্য বাংলাদেশের জন্য নয় তাহলে তার উপর এ্যান্টি-প্রফিটিয়ারিং এ্যাক্ট প্রযোজ্য নয়। সেই ফাকগুলিকে বন্ধ করার কোন ব্যবস্থা প্রফুল্লবাবু করেন নি। এই প্রসঙ্গে আমি আমাদের উত্তর বঙ্গের একটা সমস্যার কথা বলছি। ওখানকার ব্যবসায়ীরা মালগাড়ী পাওয়া যায় নি বলে প্রায়ই চালের দাম বাড়িয়ে দেয়। একদা জলপাইগুড়িতে ৪০ টাকা, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং ইত্যাদি জায়গাতে চালের দাম ৩৪-৩৫ টাকায় উঠেছিল। অথচ তারা বলে যে মালগাড়ী আসেনি বলে চালের দাম বেড়ে গেল—জানি না অন্য কোন সমস্যা এ ছাড়া আছে কিনা? এই সম্বন্ধের মানে শিলিগুড়িতে চালের দাম ৪০ টাকা উঠেছিল। যখন তারা বললে যে মালগাড়ী পাওয়া

যায় কি বলে এটা হয়েছে তখন আমরা মহকুমা শাসককে দিয়ে চাপ দেওয়াতে তিনি বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট থেকে কি বললেন জানি না, কিন্তু তারপর দেখা গেল যে গোপাল ভদ্রপুর ইত্যাদি জায়গা থেকে চাল এসে বাজারে তা বিক্রি হতে আরম্ভ করল এবং তাতে চালের দামও কমে গেল। এজন্য কি ব্যবস্থা করা হবে সেটা আমি প্রফুল্লবাবুর কাছ থেকে জানতে চাই। সেজন্যই বলছি যে এর মধ্যে বহু ফাঁক রয়েছে। এই মালগাড়ী কর্ডনের ব্যাপারে ব্যবসায়ীরা এই সম্পর্কে সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে এর ভেতর কতটা সত্যতা আছে জানি না। তারা বলে এখানে যে এম-এস-এ, পি-এল-ও এজেন্সি করে রাখা হয়েছে তারা মালগাড়ী কর্ডনের ব্যাপারে দোষী করে। আবার ব্যবসায়ীদের ধরলে তারা বলে বোলপুরে চাল কিনে রাখা হয়েছে মালগাড়ী পাচ্ছি না তো কি করব? সুতরাং এগুলি সম্পর্কে পরিষ্কার জবাব আমি প্রফুল্লবাবুর কাছ থেকে চাই।

[At this stage the House was adjourned for 20 minutes.]

[After adjournment]

[5-25—5-35 p.m.]

Sj. Apurba Lal Majumdar:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, যে বিল আমাদের হাউসের সামনে পাশ হতে চলেছে সেই বিলের তৃতীয় দফা আলোচনা কালে আমি সামান্য কয়েকটা কথা বলব। আমরা দেখেছি যে এ্যান্টি-প্রফিটিয়ারিং বিলে প্রধানতঃ চাল এবং ধান ছাড়া আর যেসমস্ত জিনিসের মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে সেই সম্পর্কে আমার বক্তব্য না বলে প্রধানতঃ এবং চাল এসেন্সিয়াল কমোডিটিজ এ্যাক্ট অনুসারে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের পারমিশান নিয়ে যে নিম্নতম ও উচ্চতম মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে সেই সম্পর্কে আগে বলব। আমরা দেখছি এই মিনিমাম এবং ম্যাক্সিমাম রেট ফিক্স করতে গিয়ে আমাদের সামনে খাদ্যমন্ত্রী যে রেট উত্থাপন করেছেন তাতে সুপার ফাইন, ফাইন, বা মিডিয়াম বা কোর্স চালের ক্ষেত্রে হোলসেলার ও রিটেলারের মধ্যে এবং প্রোডিউসার ও রিটেলারের মধ্যে দামের পার্থক্য প্রায় দুই টাকার মতন হিনি করেছেন। কিন্তু যেখানে ধানের ব্যাপার সেখানে দুই টাকা কম পার্থক্য রয়ে রয়ে গেছে। এর ফলে ইতিমধ্যে বড় বড় ব্যবসাদারেরা গভর্নমেন্টের এই প্রচেষ্টাকে বানচাল করার জন্য নানা রকম চিন্তা করছেন এবং একটা নন-কোয়াপারেশন এ্যাটিচুড আমাদের সামনে হাজির করেছেন। অবশ্য খাদ্যমন্ত্রী সেদিন আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে আমরা আমাদের নীতিকে কঠোরভাবে অনুসরণ করার চেষ্টা করব এবং সেই সম্পর্কে যদি দেখা যায় যে খাদ্যশস্যের দাম আনএকোনমিক লেবেলে নেমে যায় তাহলে সরকারের তরফ থেকে লেবেলটা মিনিমাম রেট যা ফিক্স করেছি সেই রেটটা রাখবার জন্য সেই অঞ্চল থেকে খাদ্যশস্য ক্রয় করব। তিনি আরও বলেছিলেন যে এই সম্পর্কে যে অর্থ ও সামর্থ্যের প্রয়োজন তা নাকি ও'দের আছে। কিন্তু আমি খাদ্যমন্ত্রী মহাশয়কে সরাসরি এই সম্পর্কে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করছি। গত বছর নভেম্বর মাসের শেষাশেষি খাদ্য সম্পর্কে যে নীতি নির্ধারণ করেছিলেন সেই নীতি ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত অনুসরণ করেছিলেন। এবার তিনি নভেম্বর, ডিসেম্বর বাদ দিয়ে জানুয়ারি থেকে এই নীতি অনুসরণ করবেন বলছেন। কিন্তু যে অর্থের ও মেসিনারীর প্রয়োজন এরজন্য তা কোন কাজেই লাগছে না। কারণ ইতিমধ্যে অনেক মাননীয় সদস্য এই হাউসে রিপোর্ট দিয়েছেন যে অনেক অঞ্চলে ধানের দাম আনএকোনমিক লেবেলে নেমে গেছে। অথচ সেটাকে রুখবার জন্য আমাদের সরকারের তরফ থেকে যে মেশিনারী সেট-আপ করা উচিত ছিল, যে অর্থের সংস্থান করা উচিত ছিল তা আজ পর্যন্ত করা হয়নি। আনএকনমিক লেবেল পেয়ে যাবার জন্য সরকারের যে মেসিনারী আছে তাতে সমস্ত অঞ্চল থেকে চাল কিনে আনতে পারেন। সেদিন খাদ্যমন্ত্রী মহাশয় এই কথা বলেছিলেন যে আমাদের দেশে পাটের দর এবার অস্বাভাবিকভাবে নিচে নেমে যাবার ফলে কৃষক যাদের একটু আধটু সঙ্গতি ছিল ধান চাল ধরে রাখবার তা তারা পাচ্ছে না। সেজন্য তাদের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন। কাজেই এই অল্প সময়ের মধ্যে, বিশেষকরে ডিসেম্বর মাসে, অনেক গরীব চাষী ধান বিক্রি করে দিচ্ছে। সুতরাং জানুয়ারি মাসে এই ধরনের বিক্রি আরও বেড়ে যাবে। কিন্তু সেটাকে রুখবার জন্য শুধু মিষ্টি কথায় তাঁরা যে পলিসি এখানে সারকুলেট করেছেন তা কার্যকরী করার জন্য কোন মেসিনারী আজ পর্যন্ত তাঁরা কি গঠন করেছেন?

গত বছর যেসমস্ত নীতির কথা তিনি এখানে জাহির করেছিলেন কর্ডন প্রথা সম্বন্ধে তাতে আমরা আজও দেখছি যে, যেসমস্ত জায়গায় কর্ডনিং প্রথা করেছিলেন সারপ্লাস এরিয়ায় সেখানে সেটা ঠিকমত কার্যকরী না হওয়ার ফলে সেই প্রথাকে উপেক্ষা করে প্রতিনিয়ত চোরা-কারবারী চলেছে। কাজেই তাঁর নীতি সুন্দর বলে তিনি যতই প্রচার করে থাকুন না কেন সেই নীতি কঠোরভাবে তিনি অনুসরণ করতে পারেন নি এবং তার ফলে দেশে কা ।বাজারা বিশেষ-ভাবে প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল। তিনি আমাদের সামনে চলেছেন—আমরা এবারে কঠোরভাবে এগুলি অনুসরণ করবো। কিন্তু কঠোরভাবে অনুসরণ করার জন্য যে যে মেসিনারী দরকার তার কিছুই আমরা দেখতে পাচ্ছি না। কৃষকদের নিম্ন দাম বেঁধে দেওয়া সত্ত্বেও তার নীচের দামে তারা বিক্রী করতে বাধ্য হবে। কঠোরভাবে নীতি অনুসরণ করা হবে বলে তিনি এখানে জাহির করেছেন কিন্তু কিভাবে এটাকে কার্যকরী করবেন সে সম্বন্ধে এই হাউসের সামনে তিনি পরিস্কারভাবে কিছুই রাখেন নি। তারপর এই আইনে ওষুধপত্র, বেবীফুড ইত্যাদি জিনিসের দাম নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। এ সম্বন্ধে আমি আগে কিছু কিছু বলেছি কিন্তু আমাদের খাদ্যমন্ত্রী সেদিক নজর দেওয়ার কোন অবকাশ পাননি এবং তা না পাবার জন্য যেসমস্ত ডিফিকালটিজের কথা আমি আগে বলেছিলাম, সেই সমস্ত অসুবিধাগুলি রয়েই গেল। হোল-সেলার, রিটেলার ইত্যাদি ব্যাপারে আমরা দেখেছি যে রিটেলার যারা তারা আস্তে আস্তে মার্কেট থেকে আউট হয়ে যাবে যেহেতু আইনে কোন ডিমার্কেশন নেই এইসব ব্যাপারে। তারপরে ক্লজ ৪, ৫ সম্পর্কে আমরা অনেক বক্তব্য রেখেছিলাম—ব্লাকমার্কেটিং বন্ধ করা সম্পর্কে। আমি বক্তব্য রেখেছিলাম কিন্তু সরকার পক্ষ থেকে সেগুলি গ্রহণ করা হয় নি। আমরা এখানে দেখছি যে সামান্য ২·৪·১০ টাকা ফাইন দিয়ে সমস্ত লোকই এই আইনের আওতা থেকে বেরিয়ে যেতে পারে। এ সম্পর্কে আমাদের বিরোধীপক্ষের তরফ থেকে যেসমস্ত এ্যামেন্ডমেন্ট উত্থাপন করা হয়েছিল খাদ্যমন্ত্রী মহাশয় সে সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নি। কাজেই এইভাবে চোরাকারবারী-দের প্রতি একটা দরদ ও সহানুভূতির মনোভাব এই বিলের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। খাদ্যমন্ত্রী মহাশয় আমাদের সমস্ত বক্তব্যগুলি এড়িয়ে গেছেন কোন যুক্তি প্রদর্শন না করে এটা অত্যন্ত দুঃখ এবং লজ্জার কথা। তারপর এই আইনের মধ্যে আরও ছোটখাট অনেক গলদ আছে। যেমন ধরুন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়ায় এই খাদ্যনীতির মারফত তিনি অনেক সুযোগসুবিধ দেবার চেষ্টা করছেন—এ সম্পর্কে আমি খাদ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম যে আমাদের হাওড়া জেলায় হাওড়া মিউনিসিপ্যাল এলাকার বাইরে কোন অঞ্চলের অধিবাসী সেই সুযোগ থেকে কেন বঞ্চিত হবে? বাউরিয়া, চেঙ্গাইল উলুবেড়িয়া ইত্যাদি অঞ্চলের কথা আমি উল্লেখ করেছিলাম যে সেগুলি শিল্পোন্নত অঞ্চল এবং সেই অঞ্চলের লোকের প্রচুর পরিমাণ আটার প্রয়োজন হয়। এক একটা অঞ্চলের লোকের প্রতি এক এক রকম দৃষ্টিভঙ্গী এরকম পক্ষপাতিত্ব মূলক ব্যবস্থার কথা যা আমি উল্লেখ করেছিলাম সে সম্পর্কে খাদ্যমন্ত্রী কোন জবাব দেন নি। তিনি বলেছেন এবারে হুইটের যেমন যেমন প্রয়োজন হবে তেমন তেমন সেন্টারের কাছ থেকে পাবো, গত বছর ৩ লক্ষ টন পেয়েছিলাম। গত বছর যে আটা তিনি পেয়েছিলেন সেই সম-পরিমাণ আটা যদি এবার পেয়ে থাকেন তাহলে তিনি কি আশ্বাস দিতে পারেন যে কোলকাতা বা হাওড়া মিউনিসিপাল এলেকার বাইরে আরও যেসমস্ত মানুষ বাস করে তাদের ন্যায্যমূল্যে দোকানের মারফত আটা দেবেন? যেসমস্ত শিল্পোন্নত অঞ্চল আছে সেই সমস্ত জায়গায় মানুষ যদি আটা খেতে ভালবাসে বা আটা খেতে চায় তাহলে তারা কেন কোলকাতা বা হাওড়ার .... পাবে না এ সম্পর্কে খাদ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে কিছু শুনতে চাই।

Mr. Speaker:

আপনি বসুন, আপনার সময় হয়ে গেছে।

[illegible] from the workers of the Paschim Banga Medical College and Hospital Union.

Sj. Napal Ray:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমার একটা বক্তব্য আছে, আজকে পশ্চিমবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ এ্যান্ড হসপিটাল ইউনিয়ন এবং তার অন্তর্ভুক্ত জাতীয় মালোঁয়ারা নিয়ন্ত্রণ সংস্থার প্রায় ৩ হাজার কর্মচারী এসেমব্লীতে অভিযান করে এসেছে। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, তারা বছরে ৬ মাসের মাইনে পান, ৫০-৭০ টাকা এইরকম করে। তারা সরকারের কাছে একটা স্মারকলিপি পাঠিয়েছে তারা বলেছে পুরো বছরের মাইনে দেওয়া হোক, এবং ১৬ই অক্টোবর তারিখে ৪র্থ শ্রেণীর কর্মীদের ব্যাপারে গভর্নমেন্ট যে নোটিফিকেশন দিয়েছিলেন তা ইমপ্লিমেন্ট করা হোক।

Mr. Speaker: Did you notice trade rivalry?

Sj. Napal Ray:

স্যার, ১৬ই অক্টোবর তারিখে সরকারের তরফ থেকে যে নোটিফিকেশন দেওয়া হয়েছিল ৪র্থ শ্রেণীর কর্মীদের জন্য আজ পর্যন্ত ইমপ্লিমেন্টেড হয় নি কিছু কিছু হয়েছে, বেশির ভাগই হয় নি। প্রধানমন্ত্রী এখানে নেই, ডেপুটি লিডারএর কাছে পেশ করতে চাই তাদের মেমোরেন্ডামটা।

Sj. Jatindra Chandra Chakravarty:

স্যার, উনি বক্তৃতা করে প্রিসিডেন্ট ক্রিয়েট করছেন— আমরাও তাহলে এরকম করব।

Mr. Speaker: If you go on like that, I will stop you.

Sj. Napal Ray:

প্রধানমন্ত্রী বা স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেউ এখানে উপস্থিত নাই, তাই আমি ডেপুটি লিডারএর কাছে দিয়ে দিচ্ছি আপনার অনুমতি নিয়ে।

Mr. Speaker: That is a matter between you and him. You can go to him.

The West Bengal Anti-profiteering Bill, 1958

Sj. Radhanath Chattoraj:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এ বিলটা পাশ হওয়ার ফলে পল্লী অঞ্চলে বিশেষ করে আমি যে অঞ্চল থেকে এসেছি—সেই জেলাতে কৃষকদের মধ্যে দারুণ হতাশার সৃষ্টি হয়েছে। তার কারণ দূরে দূরে গ্রামাঞ্চল থেকে তারা ধান শহর এলাকায় বিক্রী করতে নিয়ে আসছে এবং সেখানে মিলমালিকরা সেই ধান ক্রয় করবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করছেন না, ফলে তা তাদের বাড়ি ফিরিয়ে আনতে হচ্ছে। আমাদের জেলায় ধান উৎপাদনের ধরচা খুব বেশি পড়েছে তা ছাড়া ক্যানেলের ট্যাক্স রয়েছে। সেখানে সরকার কর্তৃক যে দর বেঁধে দেওয়া হয়েছে তাতে চাষীদের মধ্যে একটা দারুন অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দামের সঙ্গে এই ধানের দরের কোন সমতা রক্ষা করা হয় নি। আজকে মিলমালিকরা খুব খুশি হয়েছে এবং তারা ইতিমধ্যে ষড়যন্ত্র আরম্ভ করে দিয়েছে যে কেমন করে সরকারের এই নীতিকে তারা বানচাল করবে। হোলসেলাররা লাইসেন্স করার দিকে বেশি নজর দিয়েছে। কিন্তু রিটেলাররা লাইসেন্স করছে না। আজকে হোলসেল আর রিটেলের মধ্যে লাভের বেশি পার্থক্য না থাকায় তারা অনেকেই রিটেলার লাইসেন্স করছে না। এবং হোলসেলাররা যাতে বেশি লাভ করতে পারে তার জন্য চালের মধ্যে কাঁকর পাথর ইত্যাদি মিশাচ্ছে। এই বিলে কাঁকর মিশান বা পাথর মিশান চাল থাকলে পরে একটা শাস্তি হবে এইরকম কোন ধারা নাই। সেইজন্য মন্ত্রী মহাশয়কে আমি অনুরোধ করছি যাতে এইরকম একটা ধারা সন্নিবেশিত করা যায় সে দিকে দৃষ্টি দেবেন। দাম এমনিতে পড়ে গিয়েছে সেইজন্য এক্ষুনি যথেষ্ট পরিমাণে ডি পি এজেন্ট যাতে সরকার নিয়োগ করেন তার ব্যবস্থা যেন করেন। যাতে আরও বেশি করে সরকারী ক্রয় কেন্দ্র খোলা হয় সেজন্য আমি সরকারী দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই কয়টা কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

[5-35—5-45 p.m.]

Sj. Saroj Roy:

স্পীকার, স্যার, যে বিলটা আমাদের সামনে মন্ত্রী মহাশয় এনেছেন তার নাম হল এন্টি-প্রফিটিয়ারিং বিল, আজকে বাংলাদেশের মানুষ অন্ততঃ আশা করেছিল যে এই বিলে এটাই হবে যারা অতিরিক্ত লাভ করে তাদের বেশি লাভের পথে বাধা সৃষ্টি করা হবে। এবং সাধারণ মানুষ দৈনন্দিন জিনিসপত্র যাতে অতি সহজে এবং ন্যায্য দামে পায় তার দিকে দৃষ্টি দেওয়া হবে। কিন্তু যেভাবে বিলটা সরকারপক্ষ এনেছেন তাতে এই উদ্দেশ্য সাধিত হবে না তা ইতিমধ্যে জানা গেছে। এই বিলের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে স্টেটমেন্ট অব পালিসি অফ ফুড তাতে তিনি এমন কতকগুলি কথা লিখেছেন তাতে বাংলাদেশের মানুষ আজ দিশেহারা হয়ে পড়েছে। একটা জায়গায় তিনি লিখেছেন যে যদি কোন অঞ্চলে দেখা যায় যে ফসলের দর অত্যন্ত কমে যাচ্ছে সেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন যে তার একমাত্র কারণ হবে সেই অঞ্চলে বেশি ফসল হয়েছে। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তা ইতিমধ্যে প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। বহু জায়গাতে যেখানে ভাল ফসল হয়নি, যেদিন আমাদের আইন সভায় বলে দেওয়া হল ধানের নিম্নতম দর ঠিক করা হল তারপরে দেখা গেল গ্রামাঞ্চলে ধানের দর পড়ে গেল। তারই দুই একটা উদাহরণ আমি দিচ্ছি। যেমন মেদিনীপুর জেলায় নন্দীগ্রামে কৃষকরা ধান বিক্রী করছিল সাড়ে তের টাকা। তারপরে তিন দিনের ভিতরে যখন আইন সভায় মিনিমাম প্রাইসের কথা তোলা হল তখন সেখানে দর পড়ে গিয়ে হল সাড়ে দশ টাকা। যেখানে গড়বেতা অঞ্চলে ধান বিক্রী হচ্ছিল সাড়ে দশ টাকা থেকে এগার টাকা সেখানে দর পড়ে গেল সাড়ে আট টাকা থেকে ন টাকা। সেইজন্য তার বিবৃতিতে যে কথা তিনি উল্লেখ করেছেন যে যদি কোথাও ধানের দর নেমে যায় তাহলে ধরে নিতে হবে যে সেখানে ফসল ভাল হয়েছে সেটা সম্পূর্ণ ভুল।

তা ছাড়া [illegible] আমরা এতকাল এইভাবে দেখে আসছি যে তিনি যে সমস্ত ভবিষ্যৎ বাণী করেন প্রতিবারেই দেখেছি তা বিফল হয়। স্যার, আপনার বোধ হয় স্মরণ আছে মেদিনীপুর জেলায় যখন সবে মাত্র আমন ধান বোনা শেষ হয়েছে তিনি একটা উক্তি করেছিলেন যে মেদিনীপুর জেলা সম্পর্কে বলেছিলেন ব্রাইট প্রসপেক্ট অফ আমন ক্রপ। এবং বর্তমানেও তারা বলেন যে মেদিনীপুর জেলায় আমন ফসল ভাল হয়েছে। কিন্তু আমরা জানি মেদিনীপুর জেলার কতক অঞ্চল যেমন ময়না, ভগবানপুর, পটাশপুর, প্রভৃতি অঞ্চলে বন্যার জন্য ফসল নষ্ট হয়ে গেছে।

এবং সদর মহকুমার বেশির ভাগ অঞ্চলে গড়বেতা শালপুর ইত্যাদি থানাতে গড়পড়তা যদি ধরা যায় তাহলে ৫০ ভাগের বেশি ফসল হয় নি। এ বছর যদি সামগ্রিকভাবে মেদিনীপুর জেলা ধরা যায় তাহলে বাস্তবিক ফসল যা হয়েছে এবং যা হওয়া উচিত, সেই তুলনায় ৬০ ভাগের বেশি হয় নি। কিন্তু মেদিনীপুর জেলা সম্পর্কে তিনি প্রথম থেকেই ভবিষ্যৎবাণী করে রেখেছেন ব্রাইট প্রসপেক্টস অফ আমন ক্রপ বলে, যখন সেখানে আমন ক্রপ বোনাই শেষ হয় নি। তাঁরা এইরকমভাবে খাদ্যনীতি বছরের পর বছর ধরে চালিয়ে আসছেন, তাঁরা জনসাধারণকে বুঝিয়ে দেন যে সরকারের হাতে প্রচুর পরিমাণে ধান চাল জমা আছে, ভবিষ্যতের জন্য তোমাদের কোন ভয় নেই, প্রতিটি বছর তাঁরা এই কথা বলেন এবং প্রতি বছরই দেখা যায় ধান চালের অভাবে ধান চালের দাম বেড়ে যায় এবং মানুষ নানা রকম সংকটের মধ্যে পড়ে। সেদিকে থেকে তাঁদের যদি এতটুকু মমতা থাকত, এতটুকু দরদ থাকত বাংলাদেশের প্রতি, তাঁদের মনে যদি কোন সিনসেরিটি থাকত তাহলে ধানের দর সম্বন্ধে আমরা যেটা ম্যাক্সিমাম মিনিমাম প্রাইস করতে চেয়েছিলাম, সেটা তাঁরা গ্রহণ করতেন।

আমার তৃতীয় পয়েন্ট হল—আমরা বারেবারে বলেছিলাম খোলা বাজার থেকে ধান ক্রয় করবার জন্য। কিন্তু সরকার তাতে রাজী হয় নি। তার ফলে দেখা যাচ্ছে ইতিমধ্যেই, যারা ধান কেনেন তাঁরা ধান কেনা বন্ধ করার ফলে নানা রকম অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছে। বিলের সবচেয়ে বড় যে দুর্বলতা সেটা যদি এখানে সংশোধন করে নেন তাহলে তাঁদের আন্তরিকতার পরিচয় বাংলাদেশের মানুষ একটু পাবে। তৃতীয় হল এই বিলকে কার্যকরী করার ক্ষেত্রে কতখানি তাঁদের সিনসিয়ারিটি অফ পারপাস থাকবে, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

মিঃ স্পীকার স্যার, আপনি জানেন যে ফুডের ব্যাপারে ইতিমধ্যেই দেখা যাচ্ছে মফঃস্বলে শহর অঞ্চলে এবং বিশেষ করে খড়গপুর, আসানসোল ইত্যাদি জায়গায় যেখানে মানুষ সবচেয়ে বেশি আটা ময়দা খায় সেখানে আটা ময়দা পাওয়া যাচ্ছে না। এ কথা সরকারকে বারেবারে জানানো হয়। কিন্তু সরকারের দৃষ্টি এদিকে যায় না। সরকারের একমাত্র নজর থাকে কলকাতার উপর এবং তার আশেপাশে যেসমস্ত শিল্পাঞ্চল আছে এই যে একটা তফাৎ করে দেখা বাংলাদেশকে, এর পিছনে যদি কোন অসৎ উদ্দেশ্য না থাকে, তাহলে এইরকমভাবে দেখেন কেন? সেইজন্য আমি বলছি আজকে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যেভাবে আইন প্রয়োগ করছেন সেটা গ্রামাঞ্চলই হোক শহর অঞ্চলই হোক বা কলকাতার মফঃস্বল অঞ্চলই হোক, কোন জায়গায় পার্থক্য না করে এই আইনটা সুষ্ঠুভাবে যাতে চালু হয় তার জন্য ব্যবস্থা করুন।

চতুর্থত হল বিলের পানিশমেন্টের ক্ষেত্রে সরকারপক্ষ, বিরোধীপক্ষ সকলে মিলে একটা জিনিস আনবার চেষ্টা করেছিলাম যে নীতি হিসাবে অন্তত সরকার এটা গ্রহণ করুন। প্রফিটিয়ার ও হোর্ডারদের পানিশমেন্ট দেবার একটা নীতি সরকার গ্রহণ করুন, সেটা হচ্ছে তাদের জেল দেওয়া হোক। কিন্তু তা তাঁরা নেন নি, তাদের পানিশমেন্ট ঢিলে করে দেওয়া হয়েছে। এখনও যদি সুযোগ থাকে তাহলে নীতি হিসাবে হোর্ডারস ও প্রফিটিয়ারর্সদের পানিশমেন্ট দেবার ক্ষেত্রে বিলে জেল কথাটা রাখুন। তাহলে অন্তত একটা জিনিস বাংলাদেশের লোকের মনে হবে যে, প্রফুল্লবাবুর যেটুকু দুর্বলতা ছিল হোর্ডারস ও প্রফিটিয়ার্সদের সম্বন্ধে, সেই দুর্বলতাগুলি কেটেছে। তা না হলে বাংলাদেশের মানুষের মনে যে ধারণা পূর্ব থেকে আছে সরকারের এবং বিশেষ করে খাদ্যমন্ত্রী সম্বন্ধে, তাঁদের যে দুর্বলতা হোর্ডারস ও প্রফিটিয়ারসদের উপর, সেই দুর্বলতা দূর হয় নি, এবং সেটার কারণ কি, তা একদিন বাংলাদেশের মানুষ বিচার করবে।

[5-05—5-15 p.m.]

Sj. Bankim Mukherjee:

সভাপতি মহাশয় বিলটা আইনে পাশ হবার পূর্বে তার কিছু কিছু পরিবর্তন করলে সুখী হতাম বিশেষ করে এ্যাডভাইসরি কমিটির সাহায্য নেওয়া সম্পর্কে এতে যদি কোন ধারা থাকত তাহলে পরম সন্তুষ্ট হতাম। কিন্তু এখানে আমার একটা আশঙ্কা হচ্ছে জানুয়ারি মাসে কলকাতায় চাউল দুষ্প্রাপ্য হবে কিনা এটা একটা প্রচণ্ড আশঙ্কা। গভর্নমেন্ট জানান নি এর জন্যে কি ব্যবস্থা করেছেন। যদি কলকাতায় রাইস মার্চেন্টসরা চাল বিক্রী করা বন্ধ করেন দোকান

বন্ধ করে দেন, ব্যবসা না করতে চান সেখানে তো এ্যাণ্টি-প্রফিটিয়ারিং বিল থেকে কোন লাভ হবে না। এই একটি ব্যাপারে হয়তো গভর্নমেন্টের প্ল্যান বানচাল করতে পারেন। এই হল আমার প্রথম আশঙ্কা।

আমার দ্বিতীয় আশঙ্কা—যদি এইরকম একটা ষড়যন্ত্র তারা বাংলাদেশব্যাপী করেন তাহলে কি করতে পারবেন! আজও ধানের দর বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যা রয়েছে সে তুলনায় তিনি যে দর ধার্য করেছেন সেটা বেশ নীচু। আজও বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় ধান বিক্রী হচ্ছে তার দরের চেয়ে উঁচু দরে। এখানে এমন কোন মার্জিন নেই অথচ আজও তারা ১৩-১৪ টাকায় ধান কিনছেন। সেক্ষেত্রে ২১ টাকার ভিতরে চাল বিক্রী করবে কি করে, কে কিনছে, কেন কিনছে কি উদ্দেশ্য রয়েছে? এটা আমার কাছে আশ্চর্য ব্যাপার হয়ে গিয়েছে অথচ এটা প্রকৃত ঘটনা। যারা কিনছেন তাদেরওতো বুদ্ধিশুদ্ধি আছে একমাত্র বিধানসভার মানুষদের বুদ্ধি আছে তা তো নয়। এখনও তারা ১২, ১৩, ১৪ টাকায় ধান কিনছেন কেন? নিশ্চয়ই এর পিছনে একটা উদ্দেশ্য আছে। সেটা কি?

আমার তৃতীয় আশঙ্কা হচ্ছে যে মুহূর্তে ব্যবসাদাররা দেখবেন যে গভর্নমেন্ট তাদের ঘাড় চেপে ধরেছেন এবং চালের দাম ম্যাক্সিমাম করেছেন সেই মুহূর্তে ধান কেনা বন্ধ হবে। ধান কেনা বন্ধ হলে তখন কৃষকরা [illegible] ধানের দাম বাঁধা হয়েছে কিন্তু তার যে [illegible] ব্যবস্থা তা সব জায়গায় নেই। আমার মনে হয় এর জন্যে ব্যাপক প্রচার প্রয়োজন রেডিও প্রভৃতি মারফত প্রচার করা হোক, সরকারী সব প্রচারযন্ত্র মারফত সমস্ত কৃষককে যদি জানান যায় কারণ আজও কৃষক খবরের কাগজ পড়ে না—যদি তাদের এইভাবে জানান হয় ম্যাক্সিমাম মিনিমাম প্রাইস কত তাহলে সুবিধা হতে পারে। বিশেষ করে ইউনিয়ন বোর্ডকে জানান দরকার যে অমুক অমুক জায়গায় [illegible] আছে। একটা ক্রাইসিস এসে গেলে তখন [illegible] ক্রাইসিস নেই কারণ, এখানে [illegible] দরের চেয়ে বেশি দরে ধান বিক্রী হচ্ছে।

চতুর্থতঃ আমি সেন্ট্রু [illegible] যে লিস্ট করেছেন [illegible] মধ্যে দু-একটা উল্লেখ করি যেমন [illegible] কোথাও মিডিয়াম, কোথাও ফাইন, [illegible] এরকম ব্যাপার সবচেয়ে বেশি হয়েছে ঝিঙেশালের ক্ষেত্রে। একই জেলায় এটা ফাইনও বটে, মিডিয়ামও বটে। সাবইন্সপেক্টর অফ পুলিসএর উপর ভার দেওয়া আছে এ্যারেস্ট করবার। আমরাই সেখানে বুঝতে পারব না এটা মিডিয়াম কি ফাইন সেখা সে কি করে তা বুঝবে। [illegible] ঝিঙেশাল মিডিয়াম [illegible] ফাইনের দামে বিক্রী করছ কেন? এইভাবে সে লোককে হয়রান করবে। আমার মনে হয় এখানে জটিলতা যেটা রয়েছে সেটাকে খুব সরল করা যেত। প্যাডির মিনিমাম প্রাইস আর রাইসের ম্যাক্সিমাম প্রাইস এই যদি ধরে নেওয়া যেত তাহলে হয়ত পরে ওই [illegible] টাকা এবং একুশ টাকার ভিতর গ্রেড ব্যবস্থা করে নিতে পারত। এ্যাজ পার ডাইরেকশন যদি [illegible] [illegible] ধানের দর পাড়ু ১১ টাকায় এসে দাঁড়িয়েছে। তাহলেও আমি মনে করি যে এখন পর্যন্ত গভর্নমেন্টের যে মিনিমাম প্রাইস বাঁধা আছে তার অনেক উপরে রয়েছে, তবে, পরে যাবার আশঙ্কাটা রয়েছে। এই হচ্ছে আমার কথা। অবশ্য [illegible] চেয়েছিলাম যে আরও দু-এক টাকা ধানের দর বেশি হলে ভাল হত। [illegible] সম্পূর্ণ ব্যবসাটা হাতে নিচ্ছেন। আর একটা আশঙ্কা হচ্ছে এই কলিকাতার রাইস মিলএ যেটা পূর্বে রবীনবাবু বলেছেন, যে কলিকাতার রাইস মিলগুলি বন্ধ হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। আমি এখানে যে লিস্টটা রয়েছে তা লক্ষ্য করছিলাম, ধরুন [illegible] সেখানেও ধানের দর বাঁধা হয়েছে, ঐ কোর্সএ ৯-১৯, ৯ ৬৯ ১০ টাকা মিডিয়াম সাড়ে দশ টাকা ইত্যাদি, ইত্যাদি, অর্থাৎ কলিকাতা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া এবং বর্ধমান প্রভৃতি [illegible] প্যাডি সম্বন্ধে একই দাম রাখা হয়েছে অথচ রাইস সম্বন্ধে একটু আলাদা করা হয়েছে। এখন আমি যেটা দেখছি যে কলিকাতায় ত আর ধান জন্মায় না, কলিকাতায় ধান নিয়ে আসতে হয় স্ন্দরবন, দক্ষিণ অঞ্চল থেকে না হয় বর্ধমান থেকে, কলিকাতায় কিছু প্রডিউস হয় না। এখন যারা ধান নিয়ে আসবে তাদের ধানের ট্রান্সপোর্ট প্রভৃতি ত বেশি হবে। কারণ এক মণ চাল করতে গেলে পর দেড় মণ ধানের কিছু বেশি লাগে অবশ্য কোর্সএ

ঠিক হয়ে যায়। অথচ এর এডভান্টেজ—হয়ত গভর্নমেন্ট সেইটা ভেবে করেছেন—কিন্তু এডভান্টেজ নেবে কারা না যারা হোলসেলারস, ঐ খানকার তারা বর্ধমানের প্রডিউসার যারা তাদের কাছ থেকে চালটা পাচ্ছে এবং কলিকাতায় যে একটু বেশি দাম রয়েছে তার এডভান্টেজ পাচ্ছে অর্থাৎ হোলসেলারস কলিকাতার তারা এই এডভান্টেজটা পাচ্ছে। তাই এখন আমার সাজেসশন, যে কলিকাতায় যারা রাইস মিলএর ওনার তাদের যদি হোলসেলারসএর সুযোগ দেওয়া যায় অর্থাৎ তারা প্রডিউসর এর ক্যাটেগোরির মধ্যে পড়ছে, এবং তারা প্রডিউসারের মধ্যে পড়ার ফলে হচ্ছে কি, তারা বর্ধমান থেকে যে ধান নিয়ে আসবেন তাতে অন্য হোলসেলারদের সঙ্গে কম্পিট করে কলিকাতার বিক্রি করা সম্ভব নয়। কারণ আমি যতটা জানি এই যারা সাপ্লাই করে যারা রাইস মিল ওনার তারা বেশীর ভাগই রিটেলারদের সাপ্লাই করে দুই-চার বস্তা। এই রকম হাজার হাজার বস্তা সাপ্লাই করা এটার নেই। অতএব কলিকাতার মিলগুলি বেহালা অঞ্চলে চালু রাখতে গেলেপর বোধ মিলার এ্যান্ড হোলসেলার করা হয়, অর্থাৎ যদি তারা হাজার মণ বিক্রি করে তাহলে নিশ্চয়ই তারা প্রডিউসার হিসাবে বিক্রি করবে কিন্তু যেখানে তারা দুই-চার বস্তা বিক্রি করবে সেখানে কি হবে। এটা আমার মনে হয় যে আইনের বেশি পরিবর্তন করার দরকার নেই। রুলস যদি একটু পরিবর্তন করেন তাহলেই ঠিক হয়ে যাবে।

Mr. Speaker: Mr Panchanan Bhattacharjee, please don't take more than five minutes.

Sj. Panchanan Bhattacharjee:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, এই এ্যান্টি-প্রফিটিয়ারিং বিলে আমরা দেখছি যে একটা অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে যে, যারা ধান উৎপাদন করেন না তাঁরা মনে করছেন ধানের দাম কমে যাবে তাতে বিধান সভার সদস্যদের মাথা ব্যথা কেন? আর যারা ধান উৎপাদন করেন তাঁরা মনে করছেন, বহু ক্ষেত্রে আমার সঙ্গে আলাপ আলোচনা হয়েছে, তারা মনে করছেন এই, যে আমরা দুই পয়সা বেশি পাবো তাতেই বা এদের মাথা ব্যাথা কেন? মধ্যবর্তী সম্প্রদায়ের কথা আমি বাদ দিলাম। এই একটা ধারণা ক্রমশ বেড়ে উঠছে। এটা যে কিসের পরিপ্রেক্ষিতে হচ্ছে সেটা আমরা বুঝেও বুঝি না এই হচ্ছে একমাত্র অসুবিধা। দেশে যে মুদ্রাস্ফীতি হয়েছে যার জন্য আমরা বাধ্য হয়ে জিনিসের দাম যে-কোন উপায়ে যে-কোন ক্ষেত্রে বাঁধ দিচ্ছি এবং তার যে প্রতিশোধক ব্যবস্থা তারজন্য আমরা তৈরি না হবার ফলে আমরা এই বৎসর এখানে একটা বিধান পাশ করবো এবং আসছে বৎসর দেখবো ঠিক একইভাবে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে চলেছে।

[5-55—6-5 p.m.]

এই যে কন্ট্রোল এটা পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন কি? বিগত মহাযুদ্ধের সময় যে কন্ট্রোল চালু ছিল তখন আমি দেখেছি কেরোসিন সাধারণ লোক যা ঘরে ঘরে নিজেদের ঘরে ব্যবহারের জন্য এনেছে তা ব্যবহার না করে চড়া দরে বিক্রী করে দিয়েছে, স্পুরিয়াস কার্ড করে এই কেরোসিন তারা নিয়েছে ভবিষ্যতে এই জিনিস চলবে কিনা সেটা দেখতে হবে। এটাকে আপনারা কি বলবেন এটা ব্ল্যাক মার্কেট কিনা সেটা চিন্তা করতে বলি। তারপর এই যে চাষী যারা তারা এমন আছে, যারা ১০-১৫ মণ তার ঘরে রেখে দেয়, যখন দাম উঠে তখন বিক্রী করবে বলে। এইরকম চাষী আমাদের দেশে ২০ থেকে ৩০ হাজার আছে। সুতরাং এভাবে দু-তিন লক্ষ মণ চাল ঘরে আটক থাকবে এবং বাজার যখন বাড়বে তখন বিক্রি করবে এই যে মনোবৃত্তি এটাতে পরিবর্তন ঘটাবার কি ব্যবস্থা আছে, কিছু নাই। এরকম যারা করবে তাদের মজুতদারও বলা যায় না কারণ তারাই উৎপাদক সম্প্রতি খ ব সম্প্রতি এই ডিসেম্বর মাসে একটা চমৎকার কথা বলেছেন তার মতামত সম্পর্কে ভারত সরকার খুব সচেতন, আমাদের বাংলা সরকারেরও সচেতন হওয়া উচিত। তিনি বলেছেন ভারতবর্ষের চাষীরা এই কৃষিকার্যকে একটা দুর্ভিক্ষ অকূপেশন মনে করে, এর কোন ভবিষ্যৎ নাই এই হারা ভাবে। কিন্তু আর কিছুই করার নাই তাই চাষবাস চালিয়ে যায় এবং ছেলেপিলে চাকুরি পেলেই তাতে ঢোকে। এই যে মনোবৃত্তি এর পরিবর্তন ঘটানো দরকার এবং যাতে চাষীর উৎপাদনে কনসন বাড়ে তারজন্য উৎসাহ দেওয়া উচিত। আমাদের পশ্চিম বাংলায় তাদের এই মনোবৃত্তি পরিবর্তনের কি পন্থা আছে? আমি এর দ্বার খাদ্যমন্ত্রীকে বলেছি আপনি ইউ-এন-ও রিপোর্ট দেখুন ধানের দর সর্বনিম্ন যে দর তা

কি দাঁড়াচ্ছে? আমার একজন খুব বিশেষ পরিচিত গাধী কারবারী তিনি ৫-৭ হাজার টাকার ধান রাখেন এবং তা ১০-১২ হাজার টাকায় বিক্রী করে লাভ করে থাকেন। তিনি বললেন দেখবেন দু-মাস পরেই ধানচাল অ্যাডালটারেসন হবে, যথেষ্ট হবে, ৮-৬-৭ টাকায় তারা তখন বেচবে এবং ১৪ টাকায় বেচেছি বলে লিখে দিয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে সরকার সে জিনিস কি করে বন্ধ করবেন। একমাত্র পথ হল ফ্রি মার্কেট প্রিন্সিপল। তাদের সস্তায় বেচতে দিন এবং তাতে চাষীর যে লোকসান হবে তা বোনাস মারফত পুষিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন। বোনাস প্রতি বিঘায় এত ফলন হলে পাবে, এরকম ইনসেন্টিভ চালু করুন। এই দুটি জিনিস যদি করেন এবং গ্যারান্টিড বোনাস যদি থাকে, তাহলে চাষী পুকুর থেকে হোক, খাল থেকে হোক, জল এনে ধান চাষ করবে। আপনারা ১৫ মণ, ২০-২২ মণ হলে পুরস্কার দিচ্ছেন কিন্তু সাধারণ চাষী তা করে না কেন? তারপর শতকরা ৮০ জন কৃষক সার ব্যবহার করে না, সেই সার বাংলাদেশের বাইরে যায়, চাষীরা ব্যবহার করে না, ব্যবহার করে নাকি তাদের লাভ হয় না, বলে আমাদের ভবিষ্যতে যা থাকে তাই হবে। চাষী যদি বুঝে যে সার ব্যবহার করলে তাতে ফলন বাড়ে তাহলে চাষী সার ব্যবহার করবে, তার আয় বাড়বে, উপকার হবে। আগের সেসনে এ কথা বলেছি এবং চন্দ্রশেখরের কথাও বললাম, পুনরায় বলি যে এই বিশেষজ্ঞদের কথা শুনুন নইলে

The result will be disastrous. There will be famine and the people of West Bengal will have to purchase rice at Rs. 50 per maund at the end of 1959. That is the forecast I make before the House.

Dr. Prafulla Chandra Ghosh: Mr Speaker, Sir, I am to speak under a great handicap because I could not listen to the speeches of the Hon'ble Food Minister when he introduced the Bill nor the speeches of many speakers who spoke on the Bill itself But still I would like to say that this Bill, although I agree with the Food Minister that there was profiteering and profiteering should be stopped, has not enthused me because those people who in recent months made a large profit there is no provision to deal with them in this Bill Although there is a provision in the Security Act that if anybody does that, he can be arrested under the Security Act, because anybody who makes huge profit over human miseries is the greatest anti-social and anti-State element,- not a single man has been arrested so far under the Security Act for that Although our friends on the Congress side did not utter one word when the ex-General Secretary of the Congress was also arrested under the Security Act, they did not say that these profiteers should be arrested under the Security Act I do not want to say that you are to arrest one thousand or two thousand or five thousand people. Why not arrest only a dozen or two dozen big dealers? If you do that, I am sure this profiteering will come to an end. My friend Sj. Kalipada Mukharji is not here. He knows that the Police can find out who are those people who have made huge profits Not merely that, our Food Minister knows who are those dealers. He can ask them to make a declaration of what money they had in the Bank on the 31st of December, 1957 and what money they had in the bank on the 31st of November, 1958, what was their asset in 1957 and what is their present asset If he finds that there is a large difference, he can introduce a Bill here that their property and the money should be confiscated to the State. We shall all support him But he does not do anything with these criminals He says "they have done it". There is an agreement on this point, but he does not do anything with them. Then, Sir, these people are clever people They will say "already we have passed one year, next year we shall see what can be done".

Our Food Department has fixed the minimum and the maximum price for paddy and this and that. Is there any guarantee that there will be no increase of price later on by the Government? I want to get an assurance from the Food Minister that this food price is meant for at least one year. Because, otherwise, the Food Minister would remain silent. Last time Sj. Charu Chandra Mahanti I think he is the Deputy Minister of the Food

Department, said that there was plenty of money in the hands of the people and then the Food Minister did not utter a single word. I want to get an assurance that the food price will remain constant. The Food Minister should say here and now that the price will not be more than this, whatever may be the price. And for fixation of the price I want to know who determines the price? I understand that there is a Food Committee, and I had a talk with Dr. Suresh Chandra Banerjee who happens to be in the Food Committee. I asked him "were you consulted when the price was fixed?" He said "no; positive no." I may tell the Food Minister that in England the prices of agricultural commodities are fixed one and a half year ahead and there Government representatives, the representatives of the agriculturists and the representatives of the consumers sit together and fix the price one and a half year ahead. But here although the Government set up a Food Committee even that Food Committee was not consulted. I do not understand what is the function of this Food Committee. If the members of this Committee have the honour of simply remaining in the Food Committee, then I think the sooner this Food Committee goes, the better for us; otherwise gentlemen who are in the Food Committee will be blamed, though they can do nothing, they are absolutely powerless, they are not even consulted. I should say in this connection also about the Food Committees in the rural areas or sub-divisions and in districts.

[6-5—6-15 p.m.]

It was said that the P.S.P. did not give the names and, therefore, Government could not announce the appointment of the committee. But P.S.P. became aware only on the 24th that they have to give names. I have consulted as many colleagues of mine as possible who were available on the 'phone and I can say on behalf of the P.S.P. now—I could not say that yesterday—let the Government go ahead with the appointment of the committee, let them form the committee. Let some places be kept vacant for the P.S.P. members. And it is urgent, let them form the committee, let the food problem be solved, let them not wait for the names of the P.S.P. members, but when we give the names, let them accept those names. Let them not say, let not anybody say that on account of the P.S.P. this difficulty was created and the committee could not be formed. I want to make this clear.

Sir, the functions of the Food Committee must be made clear. Even if the members of the committee are consulted, Government may say "Well, gentlemen, we have listened to you. We shall take our decision later on." If the committee functions in that way, it is not good having that kind of committee. But if the committee discusses things, if the Food Minister tries to convince the members and the members try to convince the Food Minister and then the committee comes to a decision, I can understand the usefulness of having such a Food Committee, otherwise the honour of having such a committee means nothing, it means some discredit.

Sj. Bijoy Singh Nahar: It is merely an advisory body.

Dr. Prafulla Chandra Ghosh: My friend Shri Bejoy Singh Nahar, the commentator of the Food Minister, says it is merely an advisory body. But I understand in the Congress Mahatma Gandhi always used to say that the Congress advises the people of India, but that [illegible] generally compulsory. Even a respectable committee never says it orders but it advises, but if that advice is not heeded and decisions are made according to the sweet will of the Food Minister, I would say that the sooner the Food Advisory Committee is dissolved, the better for the country.

Then as regards the fixation of prices, I would again appeal to the Food Minister that he should consult the committee about it because I have seen various complaints about the maximum and minimum prices. They may be right or they may not be right, but at least there should be some discussion and there should be scope for mutual conviction. If in a democracy the majority think that they have the votes, the people's support is theirs and, therefore, everything is all right and the minority think that Government is all bad, then no democracy can function. That is what I want to say. When the Food Committee is there, you must have absolute co-operation of that Food Committee—sincere and hearty co-operation. You should not appoint a Food Committee with mental reservation if you appoint a Food Committee, you should do it without any mental reservation.

Now, Sir, there are several clauses about punishment -fines or imprisonment. Ten thousand bottles of Horlicks Milk were found—I heard it said on the floor of the House here because I was for the last few days out of India and not a single line about India appeared in the press there, neither the beautiful speeches of the Minister nor even of the Prime Minister appeared there, not a single line appeared there—on the floor of the House I heard it said that ten thousand bottles of Horlicks Milk were found and a man was arrested. Mr Speaker, Sir, you are an eminent lawyer and you may judge. The man was found guilty but he was fined only Rs. 10. If he has been found guilty, why should he be fined only Rs. 10? I can understand the Judiciary saying that the man is not guilty and nobody should interfere with the Judiciary. But if he has been found guilty, why should he be fined only Rs. 10? If the Judiciary behaves in this irresponsible manner and if the Magistrate becomes, I should say, an intellectual derelict —and, I believe, that Magistrates suffered from temporary derangement of intellect—I should think that Dr Roy should treat him and give him some rest. If the man was found innocent, he might have been acquitted, but if he was found guilty I cannot understand, it is mere stupidity to fine him only Rs. 10. I cannot understand why the present Government cannot take any steps against such action. If the Judiciary behaves in this way I do not think the Judiciary deserves the support and sympathy of the people.

My friend the Food Minister has not accepted any amendment regarding rigorous imprisonment. Why? Because he considers that what is provided in the Bill is enough. I hope I shall live one more year and see whether this is enough or not. My friend Sj. Prafulla Chandra Sen will be judged by one thing: whether he can deliver the goods or not. If he can deliver the goods—if at the end of the year he can say that there is no profiteering, then I shall congratulate him. But if still there is profiteering—if profiteering cannot be stopped he should get out; if he cannot rule he should get out. I want an assurance from the Food Minister. I won't speak of this clause or that clause—about this punishment or that—but let the Food Minister on behalf of the Cabinet give this assurance: "we rule or we get out"—and I shall be personally satisfied with that. I don't want to say that let the imprisonment be more rigorous but let him say "I rule or I get out". (Sj. Jatindra Chandra Chakravorty: He will say the same thing and still stick to it.)

My friend Sj. Jatindra Chandra Chakravorty says that he will still say the same thing and still stick to it. I do not know that. I am not a prophet, nor do I want to be a prophet. If he does so and cannot deliver the goods, I shall ask him that "it is your duty as an honourable gentleman to get out because you have not been able to deliver the goods".

I do not want to go into details as regards price etc., but I feel there is still some room for arresting these people who make such profits under the provisions of the Security Act. The Security Act can be applied by the Cabinet and not by the Food Minister. The Cabinet, of course, has a joint responsibility and any one Minister can do it. I, therefore, think that you will take these drastic steps so that the thing may be set right. It is a very serious disease; it is a gangrene; this profiteering business has become a gangrene. When there is gangrene in the body it should be amputated. If amputation means some amount of pain the society will have to bear it. The ordinary concept of law today is to see that an innocent man does not suffer under any condition but the circumstances have changed and therefore the law should be changed to see that not a single guilty person escapes even though an innocent man suffers to a certain extent, because that has become the order of the society—a serious disease requires a drastic remedy. I do not think that this Bill gives that drastic remedy. I am not enthused; if my friend the Food Minister is enthused let him assure us, "Well, Dr. Ghosh, I shall deliver the goods. If I cannot rule—if I cannot deliver the goods—I shall clear out". I hope the Cabinet will have the strength to give us the assurance that either they will rule or they will clear out.

I hope the Food Minister will tell us what he is going to do and give us the assurance on the floor of the House.

With these words, Sir, I close.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty: He will misrule and he will stick to it.

[6-15—6-25 p.m.]

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, প্রায় ছয়দিন ধরে এই এ্যান্টি-প্রফিটিয়ারিং বিলের উপর নানা রকম আলোচনা হয়েছে। এটা আমাদের সকলের মনে রাখা উচিত যে ভারতবর্ষের আর কোন প্রদেশে এই এ্যান্টি-প্রফিটিয়ারিং বিল পাশ হয়নি—একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ছাড়া। আজ আমরা এই এ্যান্টি-প্রফিটিয়ারিং বিল পাশ করতে চলেছি এবং এর দরুন আমাদের যে অসুবিধা ভোগ করতে হবে তা মাননীয় সদস্যরা উপলব্ধি করতে পারছেন। আমি আমার প্রারম্ভিক বক্তৃতায় বলেছিলাম যে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে অন্যান্য রাজ্য থেকে অনেক জিনিস আনতে হয়—যেমন তেল, চিনি, গুড়, ডাল, সরষে ইত্যাদি। কিন্তু সেই সমস্ত প্রদেশে এই রকম মুনাফা নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন বিল নেই। কাজেই এ বিষয়ে আমাদের এককভাবে সংগ্রাম করতে হবে এবং আমাদের সেজন্য যে অনেক অসুবিধার মধ্যে দিয়ে কাজ করতে হবে সেটা বলাই বাহুল্য। এখানে আমাদের এই বিল সম্বন্ধে যত আলোচনা না হয়ে থাকুক, ধারা সম্বন্ধে যত কথা না হয়ে থাকুক, তারচেয়ে বেশি আলোচনা হয়েছে ধান চালের মূল্য নির্ধারণের বিষয় নিয়ে। সেটা খুব সমীচীন হয়েছে বলে আমি মনে করি। আমাদের বিরোধী দলের নেতা জ্যোতিবাবু একটা কথা বলেছিলেন যে মূল্য আরও বাড়ান উচিত ছিল। তিনি একটা কারণ দেখিয়েছিলেন যে যারা ঘাটতি চাষী তাদের কিনতে হবে। আমি একথা বলেছিলাম—আমাদের দেশে যারা ঘাটতি চাষী এবং যারা স্বাবলম্বী চাষী—উভয়কেই বিক্রি করতে হবে। অর্থাৎ ধান কাটার পর নানা রকম দায় মেটাবার জন্য তাদের কিছু পরিমাণ বিক্রি করতে হয়। আমি যে এটা বলেছিলাম সেটা নিশ্চয় তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। আমি বলেছিলাম যে আমাদের পশ্চিম বাংলায় যত চাষী আছে তাদের মধ্যে অধিক সংখ্যক লোকের জমির পরিমাণ কম, তাদের হোল্ডিং আনইকোনমিক। আমি একটা হিসাব দিয়েছিলাম, ১৯৫১ সালে যে আদমসুমারী হয় তাতে হিসাব করে দেখা গিয়েছিল যে আমাদের পশ্চিম বাংলায় প্রায় শতকরা ৫০ জন চাষী শূন্য থেকে ৩ একর পর্যন্ত জমি ভোগ করে। এখন আমাদের সেটেলমেন্ট বিভাগ থেকে একটা প্রিলিমিনারী হিসাব যা করা হয়েছে তাতে দেখতে পাচ্ছি যে শূন্য থেকে ৩ একর জমি আছে প্রায় শতকরা ৬৫ জন চাষীর—যেটা আগে ছিল ৫০

জন। অর্থাৎ যতদিন যাচ্ছে তত জমি ভাগ হচ্ছে। আমি যদিও ধরে নিচ্ছি যে ৯ বিঘার বেশি জমি হলে সে স্বাবলম্বী বা উদ্বৃত্ত চাষী হবে, কিন্তু বাঁকুড়া জেলাতে দেখেছি যে ২০ বিঘা জমির চাষী পরিবার স্বাবলম্বী নয়, আবার বর্ধমান বা বীরভূম জেলাতে যেখানে জলসেচের সুব্যবস্থা আছে সেখানে ৬ বিঘা জমির চাষীর উদ্বৃত্ত হয়ে যাবে। অর্থাৎ মোটামুটি আমাদের দেশের অধিকাংশ চাষী ঘাটতি চাষী এবং যদিও ধান কাটা ও তোলার পর তার কিছু পরিমাণ ধান বিক্রি করে তার চেয়ে বেশি পরিমাণ ধান তাদের কিনতে হয়। কাজেই এই ধরণের মূল্য নির্ধারণ করবার সময় আমি সে কথাটা মনে রেখেছিলাম যে আমাদের পশ্চিম বাংলায় যেখানে শুধু ৩২ লক্ষ আশ্রয়প্রার্থী আছে, যেখানে দিন দিন শহরের লোকসংখ্যা বেড়ে চলেছে সেখানে যারা মধ্যবিত্ত লোক বা যারা অল্প বেতন পায় তাদের কথাও আমাদের ভাবতে হবে। আমাদের পশ্চিম বাংলায় কিছুদিন আগে একটা হিসাব করা হয়েছিল যে কলকাতা শহরে যারা ১০০ টাকা থেকে ২৫০ টাকা বেতন পায় তাদের খাদ্যের জন্য কত খরচ হয় তাতে আমরা দেখেছিলাম শতকরা ৪৭ টাকা ব্যয় করতে হয় শুধু খাদ্যের জন্য। এই হিসাবটা ১৯৪৮-৪৯ সালের। এখন আরেকটা হিসাব করা হচ্ছে, তাতে দেখা যাচ্ছে যে খাদ্যের জন্য তাদের শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ ব্যয় করতে হয়। তাদের কথাও আমাদের ভাবতে হয়। উন্নতি হয়েছে কি অবনতি হয়েছে--

[Loud laughter from the Opposition]

এটা হাসবার বা ঠাট্টার কথা নয়। এটাই হচ্ছে বাস্তব অবস্থা। কাজেই সেই মূল্য নির্ধারণের বেলায় তাদের কথাও আমাদের মনে রাখতে হবে যারা ঘাটতি চাষী তাদের কথাও আমাদের মনে রাখতে হবে এবং যারা স্বাবলম্বী চাষী তাদের কথাও মনে রাখতে হবে, আর যারা কিনে খায় তাদের কথাও মনে রাখতে হবে এবং যেহেতু পশ্চিম বাংলায় বেশি সংখ্যক লোক কিনে খায় তাদের কথাও আরও বেশি করে মনে রাখতে হবে। যদি চাষী ন্যায্য মূল্য না পায় তারা চাষ করবে কেন? কাজেই সবদিক বিবেচনা করেই আমরা মূল্য নির্ধারণ করেছি। একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন মশাই, সর্বোচ্চ মূল্য যা নির্ধারণ করলেন, সর্বনিম্ন মূল্যও তাই হল, এটা কিরকম হল? আমি তো এর মধ্যে দোষের কিছু দেখছি না। আমরা বলেছিলাম সরকারের তরফ থেকে ধান কেনা হবে এখন সর্বোচ্চ মূল্য ও সর্বনিম্ন মূল্য এক হওয়ার দরুণ সরকারের পক্ষে কিছু সুবিধাই হল, যারা অসাধু ব্যবসায়ী তাদের আমরা এভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারব। একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন যে তারা আগে থেকেই খবর পেয়ে গিয়েছে এবং ১লা জানুয়ারির আগেই তারা কিনে রাখছে সস্তা দরে এর উত্তরে আমি বলতে পারি আমরা ইতিমধ্যেই ঘোষণা করে দিয়েছি এবং প্রত্যেক ইউনিয়ন বোর্ডে খবর পাঠাচ্ছি। আমরা রেডিও মারফত খবর পাঠিয়ে দিয়েছি এবং দিচ্ছি যে, আমরা সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন দর যা নির্ধারিত হয়েছে সেই দরে কিনতে প্রস্তুত আছি। সেদিন আমি এ সম্পর্কে বলেছিলাম যে, আমরা ২৫০ জন ডি পি এজেন্ট নিয়োগ করেছি এবং রোজই তাদের সংখ্যা বাড়ছে। সেদিন একটা কথা এখানে উত্থাপিত হয়েছিল যে, যারা [illegible] রাইস মিলার তারা সকলে এই নীতিকে বানচাল করে দেবে তারা নাকি আমাদের এই খাদ্যনীতি বানচাল করে দেবে। আমাদের কাছে নানা রকম খবর আসছে। আমাদের এখানে ৬০০ কল আছে, যাকে বলে পার্ট টাইম মেশিন, তা প্রায় ৭,০০০ আছে, তা ছাড়া আমাদের বাংলাদেশে ঢেঁকি আছে। যদি বড় বড় কলের মালিকেরা আমাদের এই নীতি বানচাল করবার চেষ্টা করে তাহলে আমাদের দেশে যেসমস্ত ঢেঁকি আছে তাদের আমরা কাজে লাগাতে পারি। যদি আমরা বিরোধীপক্ষের সহযোগিতা পাই তাহলে নিশ্চয়ই আমরা আমাদের খাদ্যনীতি কার্যকরী করতে পারব। আমাদের পক্ষের একজন মাননীয় সদস্য বললেন যে, গ্রাম থেকে মেয়েরা এসে সস্তা দরে বিক্রী করছে আমি বলি, এই জিনিস তো ধীরে ধীরে আরও বাড়বে। যদি আজকে বড় বড় মালিকেরা আমাদের খাদ্যনীতি বানচাল করতে চায় তাহলে এভাবে আমরা তাদের দমন করতে পারব। এতে আমরা একটা সত্যিকারের গঠনমূলক কাজ করবার খুব বড় সুযোগ পেয়েছি--

[Interruptions]

Mr. Speaker: That is not right. If such a thing goes on I will have ask the Hon'ble Minister to take his seat.

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

এভাবে গোলমাল করা তো কোন কাজের কথা নয়—ও'রা যখন বক্তৃতা করেন তখন তো আমরাও গোলমাল করতে পারি, কাজেকাজেই গোলমাল না করাই ভাল।

কলকাতায় চাল পাওয়া যাচ্ছে না এ সংবাদ আমার কাছে আসে নি। যদি চাল না পাওয়া যায় তাহলে আমরা নিশ্চয়ই একটা ব্যবস্থা করব। তারপর, ডাঃ ঘোষ একটা কথা বলেছেন, এই মূল্য নির্ধারণ কি শুধু দুই মাসের জন্য, না জুন মাস পর্যন্ত না সারা বৎসরের জন্য। এই যে মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে এটা আগামী বৎসরের আমন ধান না উঠা পর্যন্ত সারা বৎসরের জন্য। এই ব্যাপারে আমরা সকলেরই সহযোগিতা চাচ্ছি এ কথা আমি সম্পূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ মনোভাব নিয়েই বলছি যে, এই সুযোগে আমরা বড় বড় ব্যবসায়ী, হোলসেলারই হোক, রাইস মিলারই হোক, তাদের রুখতে পারব এবং আমাদের কুটির শিল্পকে দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে পারব এদিকে আমরা একটা মস্ত বড় সুযোগ পেয়েছি কাজ করবার। তারপর, বঙ্কিমবাবু যে কথা বলেছেন, গ্রামে গ্রামে, ইউনিয়ন বোর্ড ইত্যাদিতে সংবাদ পাঠানোর জন্য তাতে আমি তার সঙ্গে একমত—আমরা রেডিওর মারফত সব জায়গায় জানিয়ে দিচ্ছি। তারপর, অনেক ধরনের চাল আছে, নানা রকম চাল আছে, এক এক জায়গায় এক এক নাম—এখানেই হল আমাদের মুশকিল। এজন্য আমরা একটা স্টেটমেন্ট দিয়েছি, তা মাননীয় সদস্যদের মধ্যে বিলি করেছি। তাতে আমরা বলেছি কোন কোন চালকে আমরা মিডিয়াম, ফাইন, সুপার ফাইন, বলব। পশ্চিমবঙ্গে শতকরা ১৫ ভাগ মিডিয়াম, শতকরা ১৫ ভাগ ফাইন আর শতকরা ৭০ ভাগ সুপার ফাইন যার দাম আমরা একটু বেশি রেখেছি। আরেকটা কথা আমি এখানে বলতে চাই, যে কয়টা প্রদেশ মূল্য নির্ধারণ করেছে তার মধ্যে পশ্চিম বাংলাতেই সবচেয়ে বেশি—আসাম আমাদের চেয়ে কম মূল্য নির্ধারণ করেছে, উড়িষ্যা তাই, বিহারও তাই করেছে। অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে একটা সমতা রেখে আমাদের কাজ করতে হবে, আমরা খুব বেশি দাম বাড়াতে পারি না।

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

আপনারা যে লিস্ট সার্কুলেট করেছেন তার মধ্যে কোর্স নাই।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আমরা যা দিয়েছি তা বাদ দিয়ে সবই কোর্স। মাননীয় সদস্যদের আমি একথা বলতে পারি কোর্স ধান আমরা কিনি না, কোর্স ধান চাষী আমাদের কাছে বেচে না।

এই ধানচাল সম্পর্কে আমরা যেকথা বলেছি তাতে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, যদি সকলের সহযোগিতা আমরা পাই তাহলে সকলকে আমরা ন্যায্যমূল্যে দিতে পারব।

Sj. Bankim Mukherjee:

কলকাতায় রাইস মিলগুলির কি হবে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

কলকাতার রাইস মিলাররা বেশির ভাগ ২৪-পরগনা থেকে কিনেন। উড়িষ্যা থেকে তারা আমাদের ১ লক্ষ টন ধান দেবে।

Sj. Hare Krishna Konar:

ডি পি এজেন্ট প্রত্যেক ইউনিয়নএ থাকবে কিনা?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আমরা প্রত্যেক ইউনিয়নবোর্ডকে জানিয়ে দিচ্ছি, প্রত্যেক ইউনিয়নবোর্ডে ডি পি এজেন্টদের নাম জানিয়ে দিচ্ছি।

Sj. Hare Krishna Konar:

যদি কৃষকরা ধান বেচতে আসে তাহলে ডি পি এজেন্টরা তা কিনতে বাধ্য কিনা?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

ডি পি এজেন্টেরা নিশ্চই কিনতে বাধ্য।

[6-25—6-35 p.m.]

The motion of the Hon'ble Prafulla Chandra Sen that the West Bengal Anti-profiteering Bill, 1958, as settled in the Assembly, be passed was then put and agreed to.

Mr. Speaker: As there is a little more time I would suggest that the Irrigation Minister may move the Bill but the honourable members need not take part in it.

The West Bengal Irrigation (Imposition of Water Rate for Damodar Valley Corporation Water) Bill, 1968.

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji: Sir, I beg to move that the recommendations made by the West Bengal Legislative Council to the West Bengal Irrigation (Imposition of Water Rate for Damodar Valley Corporation Water) Bill, 1968, be taken into consideration.

Recommendations of the Council

Cluse 2

1. **The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji**: Sir, I beg to move that in clause 2, after su-clause (8), the following sub-clause be added, namely:—

"(9) 'year' means a period of twelve months commencing with July."

Clause 7

2. **The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:** Sir, I beg to move that in clause 7, in sub-clause (2), in the second paragraph, for the words beginning with "After such assessment" and ending with "the service of such notice" the following words be substituted, namely:—

"The Collector shall cause a notice of demand to be served on every person by whom the water rate is payable according to such assessment requiring him to pay the water rate for the year mentioned in the notice of demand for the kharif season or the rabi season, as the case may be, by such date as may be specified in the notice of demand not being earlier than one month after the service of such notice:

Provided that such notice of demand shall, if it cannot be served for any reason within the year to which the demand relates, be served as soon thereafter as possible."

New Clause 9A

3. **The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:** Sir, I beg ot move that after clause 9, the following new clause be inserted, namely:—

Penalty for diversion of normal flow of canal water by obstruction, etc.

"9A (1) If any obstruction is put in any channel referred to in section 9 or other canal or any cut is made on the bank thereof as a result of which the normal flow of water through such channel or canal is diverted for the purpose of irrigating any land, the Collector may—

(a) take such measures as he may consider necessary to remove such obstruction or to close such cut, and

(b) without prejudice to the provisions of section 7, impose a penalty, which may extend to ten times the water rate assessed for the kharif season or the rabi season, as the case may be, having regard to the time when the obstruction is put or the cut is made, on the persons assessed to water rate under section 7 who are the owners or occupiers of the lands irrigated by water so diverted, after giving them an opportunity of showing cause against the imposition of such penalty:

Provided that no such penalty shall be imposed on any person who proves to the satisfaction of the Collector that such obstruction was put or such cut was made without his knowledge or consent.

(2) Any penalty imposed under this section shall be recoverable as a public demand.

(3) Any person aggrieved by an order imposing a penalty on him under this section may within thirty days from the date of the order appeal to such appellate authority as may be prescribed by rules made under this Act and the decision of the appellate authority in such appeal shall be final."

Point of order

Sj. Subodh Banerjee: On a point of order, Sir.

এই বিলটি যখন বিধান সভার গত অধিবেশনে আমাদের সামনে আসে, তখন আমরা এটা পাশ করি। এই বিলটি মানি বিল কিনা, এ বিষয়ে আলোচনা হয় এবং আপনি স্পীকার হিসাবে এটাকে মানি বিল বলে সার্টিফাই করেন এবং স্পীকারের আদেশ এ ব্যাপারে ফাইনাল। সুতরাং এটা মানি বিল। মানি বিল সংক্রান্ত ব্যাপারে কতকগুলি নিয়ম আছে, যেটা আমাদের সংবিধানের আর্টিকল ১৯৮এ সীমাবদ্ধ। সেই আর্টিকল ১৯৮এর (২) নম্বর ক্লজের দিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যেখানে বলা হচ্ছে—

"After a Money Bill has been passed by the Legislative Assembly of a State having a Legislative Council, it shall be transmitted to the Legislative Council for its recommendations, and the Legislative Council shall within a period of fourteen days from the date of its receipt of the Bill return the Bill to the Legislative Assembly with its recommendations, and the Legislative Assembly may thereupon either accept or reject all or any of the recommendations of the Legislative Council."

আমার ফার্স্ট পয়েন্ট এখানে হচ্ছে দুটো জায়গার উপর আমি এমফ্যাসিস দিচ্ছি। এক নম্বর হচ্ছে—

that the Legislative Council shall within a period of fourteen days from the date of its receipt on the Bill return the Bill to the Assembly.

এখানে বলা হচ্ছে—

within a periodod of fourteen days

আমি যতটুকু জেনেছি এই বিলটিতে আপনি সই করেন ৯ই ডিসেম্বর, ১৯৫৮। ৯ই ডিসেম্বর এই বিলটি কাউন্সিলে ট্রান্সমিটেড হয়েছে। আমরা পেয়েছি ২৩শে। 'উইদিন এ পিরিয়ড অফ ফোরটিন ডেজ' মানে 'অন দি ফোরটিন ডেজ' হয় না। তাই 'উইদিন এ পিরিয়ড অফ ফোরটিন ডেজ' হয় নি। 'অন দি ফোরটিনথ ডে' হয়েছে,

but not within the period of 14 days.

Mr. Speaker:

উইদিন মানে যদি অন হয়, তাহলে ইউ আর আউট অফ ইট।

Sj. Subodh Banerjee:

ক্লজ (৫)তে বলছে—

"If a Money Bill passed by the Legislative Assembly and transmitted to the Legislative Council for its recommendations is not returned to the Legislative Assembly within the said period of fourteen days, it shall be deemed to have been passed by both Houses at the expiration of the said period in the form in which it was passed by the Legislative Assembly."

আমার পয়েন্ট অব অর্ডার হচ্ছে যেহেতু পিরিয়ড অব ফোরটিন ডেজ ওভার হয়ে গিয়েছে সেইহেতু এসেম্বলী থেকে বিলটি যে ফরমে পাশ হয়েছে, ঠিক সেই ফরমেই বিলটি পাশ হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে। এইটাই আমার পয়েন্ট অব অর্ডার।

Mr. Speaker: It is quite in order. Mr. Mukherjee may now speak.

The West Bengal Irrigation (Imposition of Water Rate for Damodar Valley Corporation Water) Bill, 1958.

[6-35—6-45 p.m.]

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

এই বিলটার উপরে মাত্র তিনটি এমেন্ডমেন্ট সুপারিশ করা হয়েছে কাউন্সিল থেকে। তার মধ্যে ছোট একটি হল এই—

"Year" means a period of twelve months commencing from the month of July."

সাধারণত ইয়ার মানে ক্যালেন্ডার ইয়ার অথবা ফাইনান্সিয়াল ইয়ার, কিন্তু আমাদের ক্যালেন্ডার ইয়ার বা ফাইনান্সিয়াল ইয়ার থেকে কাজ করা হয় না। আমাদের পয়লা জুলাই থেকে জল দেওয়া আরম্ভ হয়। সেজন্যে এটাকে বলা হয় ইরিগেশন ইয়ার। ইট যে বি কজ ইরিগেশন ইয়ার। ক্লজ (৭) সাব ক্লজ (২), এটা বদল করে যেটা দাঁড় করান হয়েছে প্রভাইসো, তাতে আছে—

Provided that such notice of demand shall, if it cannot be served for any reason within the year to which the demand relates, be served as soon thereafter as possible."

এটা দেওয়ার কারণ হল, একটা বিলে একটা ইয়ারের দুটো ডেফিনিশন হতে পারে না। আমাদের খারিফ সিজন আর রবি সিজন দুটো সিজনের আলাদা ডেফিনিশন আছে। এই যে ইয়ার করেছি, এটা খারিফ সিজন ধরে করেছি, কারণ, রবি সিজন আরম্ভ হয় সেপ্টেম্বর থেকে এবং মার্চে শেষ হবে। কখনও কখনও এপ্রিল মাসেও জল দিতে হয়। এর পর কোন কোন মাঠে জল গিয়েছে, কার ফসল ভাল হয়েছে, কার হয় নি ইত্যাদি সব তথ্য সংগ্রহ করে একজন অফিসারের কাছে এনে দেবেন, তারপর তারা তার লিস্ট তৈরি করবেন অবজেকশন শুনবেন তারপর আবার নোটিস জারী হবে এইসব করতে এক মাস দুই মাস সময় খুব কম, কারণ এপ্রিলে যদি জল দি—সময় সময় আমরা তা দিয়ে থাকি—তাহলে মে থেকে জুন এই দুই মাস সময় মাত্র থাকে। এইজন্যে এখানে 'এ্যাজ সুন দেয়ারআফটার এ্যাজ পসিবল' করা হয়েছে। এ ছাড়া আর কোন তফাত নেই। আসল যেটা আমাদের তফাৎ ১(এ) যেটা নতুন ক্লজ এ্যাড করা হয়েছে এইখানে। এটা এখন কেন করা হল এবং তখন কেন আসে নি সেটা বলব। এর কারণ তখন আমরা ইচ্ছে করে কোন পেনাল্টি ক্লজ রাখতে চাই নি। মনে করেছিলাম সরলভাবে কাজ যদি হয় তাহলে কোন পেনাল্টি ক্লজ রাখব না। কিন্তু আমাদের বাঁধ তৈরি হবার পর পরই বর্ষাকালে দেখা গেল ডি ভি সি এলাকায় প্রায় দুইশ কেন, দুইশর অনেক বেশি কেস হয়েছে যেখানে আমাদের ক্যানেলের মাঝে বালির বস্তা, খুঁটি পুতে, বাঁশ দিয়ে, করোগেটেড টিন দিয়ে, জলবায় দিয়ে এমন অবস্থা সৃষ্টি করেছে যাতে সেই ক্যানেল দিয়ে আর জল যেতে পারে না। তাই শুধু নয় সারেপটিসাস কাট দিয়েছিল, সেই কাটের মধ্যে সাতটি আনঅথরাইজড কাট ছিল। মেন ক্যানেলের উপর যেটা ডি ভি সির নেভিগেশন ক্যানেল তার উপর সাতটি কাট ছিল। যদি ডি ভি সি অফিসাররা সময়মত খবর না পেতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দুর্গাপুরে নর্থ গেটটা বন্ধ করে না দিতেন তাহলে বর্ধমান শহর রেল লাইন প্রভৃতি সবটা ডুবে যেতে পারত, কারণ, এটা সবচেয়ে বড় ক্যানেল, এখান থেকে প্রচুর পরিমাণে জল ছাড়া হয়। যাই হোক খবর পেয়ে দুর্গাপুরে লক গেট বন্ধ করে কোনরকমে বাঁচা যায়। এইভাবে জায়গায় জায়গায় আটক যারা দিলেন তারা হয়ত একটা সুবিধা যোগাড় করলেন, কিন্তু তার নীচের লোককে জল দিতে পারা যায় না। তাতে নীচের লোকের প্রভূত ক্ষতি হয়েছে এবং এই নিয়ে গ্রামবাসীদের মধ্যে অনেক দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়ে গিয়েছে। এইভাবে আমাদের দেরী করে না দিলে আমরা মনে করেছি এবং আমরা হিসাব করে দেখেছি গ্রামবাসীদের আমরা পয়লা জুনেতে বেশি জল দিতে পারতাম। কিন্তু ওইরকম বাধা দেওয়ার জন্যে তা দিতে পারি নি। এজন্যে আজকে বাধ্য হয়ে, নিরুপায় হয়ে এই পেনাল্টি ক্লজ আমাদের আনতে হয়েছে। এতে নোতুন কিছু নেই। ইরিগেশন এ্যাক্ট অফ ১৮৭৭ যেটা বা বেঙ্গল ডেভেলপমেন্ট এ্যাক্ট অফ ১৮৯৩—এগুলিতে এরকম ডিপার্টমেন্টাল সাজার ব্যবস্থা আছে। আপনারা হয়ত বলবেন পেনাল কোড রয়েছে, দরকার হলে তার সাহায্য নিতে পার। আমরা নিতে পারি না তা নয়। কিন্তু অসুবিধা হচ্ছে যে এই হাজার হাজার মাইল ক্যানেল আছে মাঠের মাঝ দিয়ে, কোথাও

ঘরবাড়ি আছে, কোথাও ঘরবাড়ি পর্যন্ত নেই। সেই ক্যানেল পাহারা দেওয়া অসম্ভব। রাত্রে গোপনে কেউ যদি তা কেটে দিয়ে চলে যায় তবে সেখানে কে কেটেছে তা ধরা যায় না। এমন কি আমাদের চোখের সামনে কাটলেও সেখানে কোন সাক্ষী পাওয়া যায় না, গ্রামের লোকের সাক্ষী ছাড়া এবং কর্বোরেটেড এভিডেন্স না পেলে পর সেটা বিশ্বাস করতেও পারে, না করতেও পারে। আমরা দু-চারটা কেস করে দেখেছি সুবিধা হচ্ছে না। ঐ রকম জিনিস যদি চলে তাহলে সমস্ত সেচ ব্যবস্থাটা বানচাল হয়ে যাবে। এবং আগামী বৎসর যদি হয়, একবার তারা প্রশ্রয় পেয়ে গেছে, দেখেছে যে গভর্নমেন্ট কিছুই করে না, হয় কিছু করতে পারে না, না হয় কিছু করে না, তখন আমাদের এই আইন ছিল না, তখন একমাত্র উপায় ছিল সেইসব জায়গায় পুলিস পাঠিয়ে লাঠি চার্জ করা, টিয়ারগ্যাস করা, ফায়ারিং করা, এবং আমরা আর্মড পুলিস পাঠিয়ে, এক ফার্লং দূরে দূরে পুলিস দিয়ে এই হাজার হাজার মাইল ক্যানাল রক্ষা করা সম্ভব নয়। কাজেই আমাদের এমন ব্যবস্থা করতে হয়েছে যে যেখানে যেখানে কেটে দিয়েছে এবং যেখানে ক্ষতি হয়েছে আমরা আগে তাদের ধরবো, কিন্তু ধরলেও তাদের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে—অপরচুনিটি অফ শোইং কজ। তাদের একটা শো কজ করা হবে, তখন যদি তারা প্রমাণ করতে পারে যে আমরা কিছু জানি না কারা করেছে, তাহলে তারা খালাস হয়ে যাবে। তাতেও যদি খালাস না পান, তাতেও যদি আমরা সাজা দিই, আমাদের যে অফিসার এই রকম করলেন, তার উপরেও একটা এ্যাপিলেট অথরিটি আছে যার কাছে তারা এ্যাপীল করতে পারবে। এটা আমরা যদিও ডিপার্টমেন্টাল ব্যবস্থা করেছি তবুও আমাদের ক্রিমিনাল কোর্টে যাবার পথ খোলা আছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে যাওয়া যায় না এবং যাওয়া গেলেও সেটা এত দেরী হয় যে একটা কেস দুই বৎসর চলতে পারে, এ্যাপীল করতে পারে তাতে চার বৎসর পর্যন্ত সময় চলে যেতে পারে। কাজেই এই সমস্ত জায়গাতে একটু তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা না করলে আমাদের সমস্ত জল সেচের ব্যবস্থা পণ্ড হয়ে যেতে পারে। সেইজন্য দুইটাই খোলা আছে, যা পেনাল কোডএ আছে এবং আমাদের ডিপার্টমেন্টাল ব্যবস্থা যা ইরিগেশন এ্যাক্টে আছে, ডেভেলপমেন্ট এ্যাক্টে আছে, তাও এর মধ্যে রেখেছি। অবশ্য আমরা ফাইনটা রেখেছি ১০ গুণ পর্যন্ত তবুও আমরা অপরাধের গুরুত্ব দেখে তা বিচার করবো। আমাদের ক্ষতি হয়েছে এবং ডি ভি সির প্রায় কয়েক লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে এই সবগুলি রিমুভ করতে এবং এই কাটগুলি বন্ধ করতে। কাজেই এইভাবে যারা জাতীয় সরকারের এবং দেশের ক্ষতি করেন তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা যদি না করা যায় তাহলে সেচ ব্যবস্থা চলবে না। এই জন্য বাধ্য হয়ে যেটা আমরা প্রথমে মনে করেছিলাম পেনাল ক্লজ দেবো না, কিন্তু আমরা বাধ্য হয়েই এই পেনাল ক্লজ এনেছি। এই হচ্ছে আমাদের কারণ।

Mr. Speaker: Will there be questions tomorrow?

Sj. Niranjan Sengupta: Yes.

Mr. Speaker: All right.

Adjournment

The House was then adjourned at 6-45 p.m. till 3 p.m. on Tuesday, the 30th December, 1958, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

THE ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on Tuesday, the 30th December, 1958, at 3 p.m.

Present:

Mr. Speaker (the Hon'ble SANKARDAS BANERJI) in the Chair, 16 Hon'ble Ministers, 11 Deputy Ministers and 206 Members.

[3—3-10 p.m.]

UNSTARRED QUESTION NO. 3

Mr. Speaker: The Minister is not here. The question is held over.

[*76 for further supplementary Questions only.]

Sj. Narayan Chobey:

আপনি যে বলেছেন ১লা থেকে ৩০এ অক্টোবর ১৯৫৭ পর্যন্ত ১৭টা চুরি গেছে। এই চুরির প্রপার্টির মূল্য কত?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

মূল্য কত টাকা, তা বলা যায় না, তার রেকর্ড নেই।

Sj. Narayan Chobey:

চুরি গেল, তার রেকর্ড নাই - চুরি গেছে, কেস করেছেন, তাতে মালপত্র উদ্ধার হয়েছে?

Mr. Speaker: It is an inaccurate question. It is nowhere the function of the criminal court to ascertain the value of the goods

একটা পিরিয়ডের উপর প্রশ্ন করছেন, তাতে কত চুরি হয়েছে তার মধ্যে মালপত্রের দাম কত এ ওঠে কি কোরে? কেসে কটা কনভিকশন হয়েছে এ যদি জিজ্ঞাসা করেন তাহলে ঠিক হয়েছে

there you are all right What is your next question?

Sj. Narayan Chobey:

(বি)(১)এর উত্তরে বলেছেন 'কেস ইজ আন্ডার ইনভেস্টিগেশন' - আপনি জানেন ইনভেস্টিগেশনের পরে চার্জশীট দেওয়া হয়েছে?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: The case was under investigation. The investigation has been completed and the accused persons have been charge-sheeted. The case is *sub judice*.

Sj. Narayan Chobey:

আপনি বলেছেন ৬ হাজার টাকার মাল ইনভিস্যাল ম্যানুফ্যাকচার্ড হয়েছে; সেইটা কি পুলিস যেটা ধরেছিল তার মূল্য, না টোটাল মালের?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: Sir, it relates to a *sub-judice* case. After the investigation the whole matter is before the court.

Sj. Saroj Roy:

আপনি বলেছেন—

in connection with the case three Railway employees have so far been been arrested.

আমার পার্লামেন্টারী হল—একটা ওয়ার্কশপ থেকে ৬ হাজার টাকার মাল তৈরি হতে অনেক সময় লেগেছে, তার পরে বাহিরে গেছে; এই সূত্রে চীফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারকে কি এ্যারেস্ট করা হয়েছে, যিনি এই সমস্ত শপএর চার্জে ছিলেন?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: The whole case is *sub-judice*; several accused persons have been charge-sheeted.

Sj. Saroj Roy:

একটা ওয়ার্কশপ থেকে বহু টাকার মালপত্র চুরি গেছে, সেই ওয়ার্কশপের যিনি চার্জে—চীফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার, তাঁকে কি এ্যারেস্ট করা হয়েছে?

Mr. Speaker: A thief is a thief, a cheat is a cheat; it does not matter how eminent he may be. Several persons have been arrested, and the matter is sub-judice.

Sj. Saroj Roy:

উনি যে একটা লিখিত উত্তর দিয়েছেন—

Mr. Speaker:

মিঃ রয় শুনুন। যখন এই প্রশ্নের জবাব তৈরি হয়েছিল তখন চার্জশীট হয় নাই।

Sj. Narayan Chobey:

সাবজুডিসে যাতে না পড়ে সেই রকম বলছি। যে ৩ জন এ্যারেস্টেড হয়েছিল তারা কারা কারা?

Mr. Speaker:

আপনি আমার কথা ফলো করছেন না। যখন চার্জশীট দেওয়া হয় নি তখন the case was not sub-judice The answers were framed at that time. Since then the matter has become sub-judice. Therefore he does not want to answer them and I think he has taken the correct attitude.

STARRED QUESTIONS

(to which oral answers were given)

Settlement of refugees in Sundarban areas

***70A.** (SHORT NOTICE.) (Admitted question No. *290.) **Sj. Samar Mukhopadhyay:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Refugee Relief and Rehabilitation Department be pleased to state—

(*a*) whether the Hon'ble Minister along with the Central Rehabilitation Minister visited during the month of November, 1958, Sundarbans with a view to explore the possibilities of resettling the displaced persons there;

(*b*) if so, what are the findings of the Hon'ble Minister; and

(*c*) what steps, if any, have been taken by Government to turn the possibilities into reality?

The Minister for Refugee Relief and Rehabilitation (the Hon'ble Prafulla Chandra Sen): (*a*) No.

(*b*) Does not arise.

(c) Government has taken up the reclamation and bunding of an area of 2,750 acres in the first phase. Two hundred and fifty acres have already been cleared and bunded.

Sj. Samar Mukhopadhyay:

সেন্টাল রিহ্যাবিলিটেশন মিনিস্টারের কি ফাইন্ডিং তা জানাবেন কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

কি সম্বন্ধে?

Sj. Samar Mukhopadhyay:

সুন্দরবন ডেভেলপমেন্ট সম্বন্ধে তাঁর কি কি ফাইন্ডিং সেটা আমাদের জানাবেন কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

তিনি লিখিতভাবে আমাদের কিছু জানান নি।

Sj. Samar Mukhopadhyay:

উত্তরে আছে—

"Government has taken up the reclamation and bunding of an area of 2,750 acres in the first phase."

টোটাল প্ল্যানটা বলবেন কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: The total scheme is rehabilitation of 700 agriculturist families and 70 non-agriculturist families. We have sent to Herobhanga 530 families. They are on the site there and most of the adult males are engaged in reclamation work.

[3-10—3-20 p.m.]

Sj. Samar Mukhopadhyay:

ফাস্ট ফেজে যদি ২,৭৫০ একর হয় তাহলে সেকেন্ড ও থার্ড ফেজে কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

মোট জমি যা রিক্লেম করা যেতে পারে তা হ'ল ৮,৫০০ একর, তার ভিতর ২,৭৫০ একর নিয়েছি। এর পর যে ফেজ আছে সে সম্বন্ধে এখনও কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন বিভাগ থেকে মঞ্জুরী পাই নি।

Sj. Samar Mukhopadhyay:

যে জমি রিক্লেম করা হয়েছে সেই জমি রিফিউজিদের মধ্যে প্লট অনুসারে ভাগ করার ব্যবস্থা হয়েছে কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনি বোধ হয় জানেন যে এই সমস্ত জমি নোনা জমি, তাকে চাষের উপযোগী করতে গেলে ২ বছর সময় লাগবে। কাজে কাজেই প্লট ভাগ করার কোন প্রশ্ন এখন আসে না।

Sj. Samar Mukhopadhyay:

এই রিক্লেমেশন কবে থেকে আরম্ভ হয়েছে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

এর উত্তর পেতে গেলে নোটিস চাই।

Crimes in Asansol subdivision

***77.** (Admitted question No. *998.) **Janab Taher Hossain:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Home Department be pleased to state—

(a) the number of the following crimes committed in the Asansol sub-division during the years 1953-54, 1954-55, 1955-56 and 1956-57;

(i) murder,

(ii) robbery,

(iii) dacoity,

(iv) arson,

(v) looting, and

(vi) theft; and

(b) how many persons have been convicted for each kind of the above-mentioned crimes during the said years?

The Minister for Home (Police) (the Hon'ble Kali Pada Mookerjee): A statement is laid on the Table.

Statement referred to in reply to starred question No. 77

(a) (i) Murder—

1953-54	15
1954-55	13
1955-56	18
1956-57	14

(ii) Robbery—

1953-54	79
1954-55	63
1955-56	48
1956-57	47

(iii) Dacoity—

1953-54	38
1954-55	35
1955-56	22
1956-57	21

(iv) Arson—

1953-54	9
1954-55	19
1955-56	21
1956-57	12

(v) Theft—

1953-54	..	..	..	..	1,567
1954-55	..	..	..	..	1,302
1955-56	..	..	..	..	1,250
1956-57	..	..	..	..	1,588

(b)—

			Murder.	Robbery.	Dacoity.	Arson	Theft.
1953-54	..	..	..	13	15	..	285
1954-55	..	..	1	12	7	12	194
1955-56	..	..	5	8	12	2	154
1956-57	..	..	3	4	14	1	194

N.B.—There is no offence as "looting" defined in the Indian Penal Code Such cases are included in the other categories of offences against property for which particulars are furnished above.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে আসানসোল পুলিশ স্টেশনের যে ও সি গত বছরে মার্ডার্ড হয়েছিলেন সেই সম্পর্কে তদন্তের ফলাফল কিছু জানা গেছে কি না?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: That is still under investigation

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

এক বছর হয়ে গেছে, গত বাজেট সেসনেও আমরা এই নিয়ে বলেছি এবং ৫ দিন আগে 'যুগান্তরে' বেরিয়েছে যে তদন্তের গাফিলতি হচ্ছে। যাই হোক কিন্তু আপনাদের সংগে উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মচারীদের যোগাযোগ থাকার ফলে এই তদন্ত কার্য যে ব্যাহত হচ্ছে এসম্পর্কে মন্ত্রী মহাশয় কিছু জানেন কি না?

Mr. Speaker: Mr Chakrabarty, you will kindly remember one thing. Under the guise of putting a question you make a speech. No answer will be given.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

কতদিন হল এই হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারটা তদন্তাধীন আছে?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: About a year or so.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

কাকে দিয়ে এই তদন্ত করান হচ্ছে?

Mr. Speaker: He is not bounded to tell you who is the police officer.

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

আপনি, স্যার, কেন সমস্ত বলে দিচ্ছেন?

Mr. Speaker: You are doing a wrong thing. Police officers have secret agents. They are investigating the matter. Disclosure of names would affect the investigation.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

নাম আমি চাই না, কিন্তু কি রকম পর্যায়ের কর্মচারী দ্বারা এই তদন্ত করান হচ্ছে?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

উচ্চ পর্যায়ে।

Mr. Speaker: May I tell you something. I had been Standing Counsel of Bengal. Even police officers have declined to me to tell the sources. Even a High Court Judge or a Supreme Court Judge has no right to ask that question. I will not allow you.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

স্যার, বিনীতভাবে আমি একটা কথা বলব যে এটা এক বছরের উপর হয়ে গেল।

Mr. Speaker:

আপনি জানেন যে পৃথিবীতে এমনও রেকর্ড আছে ৭ বছর পরে ক্রিমিন্যাল ধরা পড়েছে।

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

তাহলে ৭ বছর লাগবে বলছেন?

Mr. Speaker:

দরকার হলে তাই লাগবে।

Sj. Sunil Das:

দ্বিতীয় পর্যায়ের যে অনুসন্ধান সুরু হয়েছে তার কোন প্রিলিমিনারী রিপোর্ট মন্ত্রী মহাশয় পেয়েছেন কি না?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

না, কোন রিপোর্ট আমরা পাই নি।

.. **Mr. Speaker:** Mr. Das, recently—within a week—I have read something about this particular matter that the authorities were not satisfied with the investigation and the finding. Therefore the authorities said that they must push the matter further and the matter is being further investigated. Therefore, please do not do anything which may affect investigation

Sj. Dasarathi Tah:

এটা কি সত্য যে এই তদন্ত করবার ভার প্রথমে যে অফিসারের উপর দেওয়া হয় তাকে অন্য জায়গায় ট্রান্সফার করে, পরিবর্তন করে আর একজনকে তার ভার দেওয়া হয়েছে?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

এই তদন্তটা চালাচ্ছেন সেন্ট্রাল আই বি, ডি আই জি, আই বি, সি আই ডি-র মারফত।

Sj. Saroj Roy:

টেবিলে যে স্টেটমেন্ট দিয়েছেন সেটার উপর আমার সাপ্লিমেন্টারী কোয়েশ্চেন হচ্ছে ১৯৫৩-৫৪ সাল থেকে ১৯৫৬-৫৭ সাল পর্যন্ত যে মার্ডারের এ্যাকাউন্ট দিয়েছেন তাতে দেখছি ১৯৫৩-৫৪ সালে ১৫টা মার্ডার হয়েছে কিন্তু একটাও ডিটেকটেড হোল না, ১৯৫৪-৫৫ সালে ১০টা মার্ডার হয়েছে, মাত্র একটা ডিটেকটেড হোল—বছরের পর বছর এই যে অব্যবস্থা হচ্ছে, এখন পুলিস অ্যাক্টিভিটির কোন উন্নতি হয়েছে কি? এতগুলো মার্ডার হোল অথচ ডিটেকটেড হচ্ছে না কেন?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

এখানে দেখছেন প্রথমে একটা ডিটেকটেড হয়েছে, তার পরে ৫টা হয়েছে—কাজেই অবস্থার উন্নতি দেখা যাচ্ছে।

Sj. Saroj Roy:

তার পরে তো আর ধরা হয়নি।

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

ইন্‌ভেস্টিগেশনের উপর যেরূপ তথ্য পাওয়া যাবে সেই তথ্যের উপর মার্ডার কেসের আসামীকে ধরা হয়।

Strike and procession to protest against misbehaviour of local police at Jagatdal

***78.** (Admitted question No. *1017.) **Sj. Sitaram Gupta:** (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Home (Police) Department be pleased to state if it is a fact that students of the local schools of Jagatdal staged a one-day strike and a procession of about 1,500 students was led out on the 25th November, 1957, to protest against misbehaviour of a local police officer on a student of Arya Vidyalaya of Jagatdal?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) whether any investigation was made into the cause of such protest by students; and

(*ii*) if not, whether Government consider the desirability of enquiring into the matter in order to prevent recurrence of such an unhappy incident?

The Minister for Home (Police) (the Hon'ble Kali Pada Mookerjee): (*a*) No.

(*b*) Does not arise.

Sj. Sitaram Gupta:

আপনি (এ) প্রশ্নের জবাবে বলেছেন "নো", আর (বি)তে বলেছেন "ডাজ নট এরাইজ"—ইনভেস্টিগেশন না করে কি করে "নো" বললেন?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

প্রশ্নটা যদি পড়েন তাহলে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে

The question (b) was: If the answer to (a) be in the affirmative will the Hon'ble Minister be pleased to state, etc.

Mr. Speaker: The question has been cleverly made. It can only be answered by saying 'Yes' that the police officer misbehaved. You see, ingenuity has its limits.

Sj. Sitaram Gupta:

কাদের দেওয়া সংবাদের উপর ভিত্তি করে আপনি "নো" বলেছেন?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

পুলিস অফিসার, সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিসের সংবাদের উপর ভিত্তি করে বলেছি।

Sj. Sitaram Gupta:

আর্য বিদ্যালয়ের হেড মাস্টার বা তাদের সেক্রেটারীর কাছ থেকে এসম্বন্ধে কোন সংবাদ নিয়েছেন কি?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: —

তাঁরা জানেন—সমস্ত বিষয়ে ওয়াকিবহাল হয়ে আমি আপনার প্রশ্নের জবাব দিয়েছি।

Number of cases violation of traffic rules in Calcutta

***79.** (Admitted question No. *1232.) **Dr. Ranendra Nath Sen:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Home (Police) Department be pleased to state—

(a) how many cases have been registered in Calcutta during the last 24 months for violation of traffic rules;

(b) in how many such cases damage to human lives was reported;

(c) in how many cases police prosecuted the offenders; and

(d) how many prosecutions resulted in convictions?

The Minister for Home (Police) (the Hon'ble Kali Pada Mookerjee): (a)—

1956.	1957.
151,474	157,434

(b)—

	1956.	1957.
Fatal	207	240
Serious injury ..	128	57
Slight injury ..	3,052	4,023
	3,387	4,320

(c)—

	1956.	1957.
Fatal	112	97
Injury	375	218
	487	315

(d)—

	1956.	1957.
Fatal	27 (31 still pending in Court).	19 (69 still pending in Court and 1[illegible] pending investigation).
Injury	174 (98 still pending in Court).	48 (149 still pending in Court and 552 pending investigation).

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: From the figure I see that out of 4,329 injury cases only 315 cases have been prosecuted. Why?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: Most of the cases are of minor nature and the aggrieved parties have not preferred to run into the court.

Sj. Hare Krishna Konar:

এতে আছে ফেটাল ইনজুরি ১৯৫৭ সালে ২৪১, আর ফেটাল ইনজুরির কেস রুজু করা হয়েছে অনলি ১৭—এত কম কেন?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

সাক্ষীসাবুদ ভালভাবে না পাওয়া গেলে তো মামলা রুজু করা যায় না।

[3-20—3-30 p.m.]

Sj. Hare Krishna Konar:

১৯৫৬এর তুলনায় ১৯৫৭ সালে এ্যাক্সিডেন্ট কেস বেড়েছে অথচ প্রসিকিউশন দেখা যাচ্ছে ১৯৫৬ সাল থেকে ১৯৫৭ সালে কম হয়েছে, এটা কেন হল?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

পেন্ডিং কেস অনেক বেশি আছে ৫৫২ কেসস পেন্ডিং আছে।

Mr. Speaker: Perhaps you have not followed Mr. Konar's question. He says that in 1956 there were altogether 207 fatal cases, but in the following year it shows an increase. He asks whether the Government is aware of the reasons why there has been an increase.

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: The reasons are not known to me.

Mr. Speaker: Could you tell me if one of the likely reasons is the increase in the number of vehicles?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: Certainly, that is one of the main reasons. There has been an increase of 3,000 vehicles as compared to the figure of 1956.

Sj. Hare Krishna Konar:

যদি ফেটাল কেসেস ১৯৫৬ সালের থেকে ১৯৫৭ সালে বেড়ে থাকে তাহলে পুলিসের ভিজিলেন্স বাড়াবার বিষয়ে কোন চিন্তা করবেন কি?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

পুলিসের ভিজিলেন্স আছে, পিপলস ভিজিলেন্সের অভাবে হতে পারে।

Mr. Speaker: How often is tampering with the governor plate responsible for these accidents? Buses and lorries have been found to be driving at top speed and this is impossible unless the governor plate is tampered with. This tampering permits high speed and this also permits lorries to carry much greater weight than they could have ever carried.

Sj. Ganesh Ghosh:

এগুলি ঘটতে না হয় সে বিষয়ে চিন্তা করবেন কি?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: I will make a note of it.

Sj. Sunil Das:

আপনি বলছেন ইনজুরিস ২১৮, তাহলে ১৯৫৭এ প্রসিকিউশন হল তার বেশি পর্যন্ত কেন হয়েছে? তা ছাড়া এখানে যে হিসাব দিয়েছেন তাতে এত বেশি কেস পেন্ডিং দেখাচ্ছেন কেন?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

আগেকার বছর থেকে পেন্ডিং আছে:

prosecutions resulting in convictions 48, pending 149 and 552 pending investigation.

আর 149 still pending in the court.

Sj. Sunil Das:

আমার প্রশ্নটা বুঝতে পারলেন না, আপনি বলেছেন ১৯৫৭এ

I am drawing your attention to answer (c)—

কনভিকশন হয়েছে ৪৮, আর পেন্ডিং আছে ১৪৯, এ্যান্ড ৫৫২ পেন্ডিং ইনভেস্টিগেশন—আমি বলছি এগুলো মিলিয়ে ১৯৭ হয়, অথচ ৫৫২ এখানে পেন্ডিং ইনভেস্টিগেশন কি করে বলছেন?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

আমি আগেকার বছরের ধরে টোটাল পেন্ডিং আছে ৫৫২ একথা বলেছি।

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani:

আপনার এ্যান্সারটা বুঝতে পারলাম না, এ্যাগ্রিভড্ পার্টি মাইনর এনকোয়ারী কেসে রাজী হয় নি বলে কেস হয় নি- আমার প্রশ্ন হল,- ইন হাউ মেনি কেসেস পুলিস প্রসিকিউটেড—মাইনর হোক, মেজর এ্যাকসিডেন্ট হোক, পুলিস ইজ বাউন্ড টু প্রসিকিউট।

The Hon'ble Kalipada Mookerjee: The aggrieved person must come forward and put his case, otherwise the police cannot prosecute anybody.

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani:

রিপোর্ট যদি না করে থাকে তাহলে ফিগার পেলেন কোথা থেকে?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

অনেক সময় এ্যাকসিডেন্ট হলে পর স্থানীয় পুলিস নোট করে নেয়, তা থেকে ফিগার আমরা পাই।

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani:

তাতে কি পুলিস কেস হতে পারে না?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

মোটারিয়ালস থাকা দরকার, মোটারিয়ালস না হলে পুলিস কেস চলে না।

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani:

মেটিরিয়ালস না হলে কেস হয় না, অথচ আপনি কি করে বললেন এ্যাগ্রিভড পার্টি রাজী হয় নি?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

এটা হচ্ছে ওয়ান অফ দি ফ্যাক্টর্স।

Sj. Hare Krishna Konar:

এটা কি জানেন যে, ডি আই জি-রা আসেন বলে যে ট্রাফিক কনজেশন হয়, তার ফলে জেন্ট বেশি হয়?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

না, তার জন্য হয় না।

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani:

কোন কোন সিরিয়াস ইনজুরি কেস পুলিস ডেড বলে ডিক্লেয়ার করে দিল, অথচ হাসপাতালে নিয়ে যাবার পর তাদের মৃত্যু হয়েছে এরকম ঘটনা কি জানেন?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

আমার জানা নাই, আপনার জানা থাকলে আমাকে বলবেন, আমি খোঁজ করব।

Mr. Speaker: The question is about the number of cases of violation of traffic rules in Calcutta. I can understand there can be violation without injury to human life. That is one part of the question. As a result of the violation how many persons were killed, injured seriously or injured slightly? This is the proper analysis of the question. You say that the total number of violation is 157,434; that includes parking in a wrong place etc. So far as the question of injuries to human lives is concerned, it is given in (b).

Sj. Monoranjan Hazra:

আপনি বললেন যে মোটরিয়েজাস না পাওয়ার জন্য কেস করা যায় না, আমি জিজ্ঞাসা করছি, মোটরিয়েজাস অনেক সময় পুলিসের তরফ থেকে নষ্ট করা হয় এই ইনফরমেশন আপনার কাছে আছে কি না?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

এই রকম ইনফরমেশন আমার কাছে নাই।

Gambling in Paus Sankranti Melas in Garbeta police-station

***80.** (Admitted question No. *1282.) **Sj. Saroj Roy:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Home Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে—

(১) মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা থানার ও অন্যান্য অঞ্চলে গত পৌষ-সংক্রান্তি উপলক্ষে যেসব মেলা বসিয়াছিল, সেখানে প্রকাশ্যে জুয়াখেলা চালাইতে দেওয়া হইয়াছিল, এবং

(২) গড়বেতা থানার সারপা ও গড়ম্পা গ্রামে ঐ উপলক্ষে মেলার জুয়াখেলা বন্ধ করিবার জন্য স্থানীয় লোকেরা থানায় খবর দিলে পুলিস জুয়া বন্ধ করার কোন নির্দেশ না পাওয়ায় ঐ বিষয়ে তাহাদের অক্ষমতা জানায়; এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হাঁ হয়, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রিভেনশন অফ গ্যাম্বলিং অ্যান্ড প্রাইজ শাজল কম্পিটিশন, ১৯৫৭ আইনবলে সরকার পুলিশকে কোন নির্দেশ দিয়াছেন কিনা, এবং

(২) না দিয়া থাকিলে, তাহার কারণ কি?

The Minister for Home (Police) (the Hon'ble Kali Pada Mookerjee):

(ক) (১) গত পৌষ-সংক্রান্তি উপলক্ষে গড়বেতা থানার অন্তর্গত কেবলমাত্র গড়ম্পা গ্রামে জুয়াখেলার সংবাদ পাওয়া যায়।

(২) ইহা সত্য নহে।

(খ) (১) গত পৌষ-সংক্রান্তির সময় দি ওয়েস্ট বেঙ্গল গ্যাম্বলিং অ্যান্ড প্রাইজ কম্পিটিশনস অ্যাক্ট, ১৯৫৭, প্রযোজ্য ছিল না।

(২) প্রশ্ন উঠে না।

Sj. Saroj Roy:

আমি যে সময়ের কথা বলেছি তার আগেই West Bengal Gambling and Prize Competition Act. এই হাউস থেকে পাস হয়েছিল, সেটা কেন এনফোর্সড্ হয় নি?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

এনফোর্স করতে হলে গভরনর্স এ্যাসেন্ট দরকার, তারপর রুলস্ তৈরি হয়, তারপর গেজেটে নোটিফিকেশন হয়।

Sj. Saroj Roy:

এখানে আপনি (২)তে জবাব দিয়েছেন ইহা সত্য নহে; কিন্তু আমরা নিজেরা গড়বেতা থানায় খবর দিয়েছিলাম, তারা বলেছিল যেহেতু আমরা খবর পাই নি, তারজন্য আমরা এনফোর্স করতে পারছি না।

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

উত্তর তো দিয়েছি, সত্য নয়।

Sj. Saroj Roy:

সত্য না হলে কিসের জেরে পুলিস হস্তক্ষেপ করেছিল?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

জুয়া খেলা প্রতিরোধ করার জন্য। প্রতিরোধ করা চলে, কিন্তু মামলা করা চলে না।

Sj. Saroj Roy:

আপনি জানেন কি, তারা জুয়াখেলা প্রতিরোধ করতে পেরেছিল?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

না, আমি ঠিক খবর জানি না।

Mr. Speaker:

আমি বলে দিচ্ছি, প্রচেষ্টা হয়েছিল, প্রতিরোধ করবার।

Seizure of Pakistan National Flag and other objectionable documents from a sitting M.L.A. of West Bengal

***81.** (Admitted question No. *1362.) **Sj. Narayan Chobey:** (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Home (Police) Department be pleased to state whether it is a fact that some time ago in the second half of the year 1957 a Pakistan National Flag and some Pakistan Muslim League receipt books were found out from the quarters of an M.L.A. of West Bengal?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) what is the name of the said M.L.A.; and

(*ii*) what steps have been taken against the said gentleman?

The Minister for Home (Police) (the Hon'ble Kali Pada Mookerjee): (*a*) Yes.

(*b*)(*i*) Haji Sk. Abdul Hamid.

(*ii*) A case under the West Bengal Security Act has been started. The case is *sub judice*.

Sj. Narayan Choubey:

আপনি যাঁর নাম করেছেন এবং যাঁর বাড়ি থেকে পাকিস্তানী ফ্ল্যাগ পাওয়া গিয়েছিল, তিনি কি মুসলিম লীগ এম-এল-এ?

[3-30—3-40 p.m.]

Mr. Speaker: That question does not arise. Let us be fair to that individual. The charge-sheet is that a Pakistani flag and other documents were found as a result of search in his father's house. The matter is before the court, I know it. I do not think in India we can deny a fair trial to the worst of our enemies.

Sj. Jatindra Chandra Chakraverty:

তিনি কোন্ দলের বা পার্টির এম এল এ উনি বললেন না।

Mr. Speaker: He was a member of the Congress.

Sj. Ganesh Ghosh: Mr. Speaker, Sir, you have said that everybody has got the right to have a fair trial. We on this side of the House have seen that some times it is denied to some persons.

Mr. Speaker: That is your state of feeling.

Sj. Ganesh Ghosh: It is a fact.

Arrests in connection with Holi festival in Calcutta

***82.** (Admitted question No. *1494.) **Sjkta. Manikuntala Sen:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Home (Police) Department be pleased to state—

(ক) গত ৫ই মার্চ (হোলি উৎসবের দিন) কলিকাতায় বিভিন্ন অঞ্চল হইতে কতজন লোককে (হোলিখেলার জন্য) গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল; এবং

(খ) তাহাদের মধ্যে (১) ১৫ বৎসরের নীচে বালক-বালিকার সংখ্যা কত, এবং (২) বালতি ও পিচকারীর মোট আটক সংখ্যা কত?

The Minister for Home (Police) (the Hon'ble Kali Pada Mookerjee):

(ক) ৩৬০ জন।

(খ) (১) ১০ জন বালক।

(২) ৭১টি বালতি ও ৮৬টি পিচকারী।

Sj. Monoranjan Hazra:

ঐগুলি কি ফেরত দেওয়া হয়েছে?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

হাঁ, ফেরত দেওয়া হয়েছে। পিচকারী হয়ত দু-একটা আছে, তার কারণ যিনি মালিক তিনি নিয়ে যাবার জন্য উপস্থিত হন নি। এখন যদি আসেন তাহলে পাবেন।

Mr. Speaker:

আপনি কিন্তু একটা জিনিস এখানে বললেন না। যদি প্রিন্সিপালে ফেরত দেওয়া উচিত ছিল না, তবুও দিয়েছি।

Negligence of duty of the Police Officer of Chanditala police-station, district Hooghly

***83.** (Admitted question No. *1276.) **Sj. Monoranjan Hazra:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Home (Police) Department be pleased to state—

(ক) একথা কি সত্য যে—

(১) গত ২৮-১২-৫৭ তারিখে হুগলি জেলার চণ্ডীতলা থানায় বেগমপুর ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট তাঁহাদের পরিবারস্থ কয়েকজনকে মারাত্মকভাবে আঘাত করিয়াছেন—এই মর্মে রক্তাপ্লুত আহতরা থানায় অভিযোগ করিলে, তাহা ভারপ্রাপ্ত অফিসারের পক্ষ হইতে গ্রহণ করা হয় নাই ও কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নাই, এবং

(২) উক্ত থানার অফিসার আহতদের কোনরূপ চিকিৎসার ব্যবস্থা পর্যন্ত করেন নাই; এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) পুলিসের নিষ্ক্রিয়তা সম্বন্ধে কোন তদন্ত হইয়াছিল কিনা, এবং

(২) হইয়া থাকিলে, তাহার বিবরণ কি?

The Minister for Home (Police) (the Hon'ble Kali Pada Mookerjee):

(ক) না।

(খ) প্রশ্ন উঠে না।

Sj. Monoranjan Hazra:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় প্রশ্নের উত্তর যা দিয়েছেন, তা ছাড়া এ বিষয়ে আর কোন তথ্য আছে কি না যেটা হাউসের সামনে আপনি এখন জানাতে পারেন?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

না, এখন আমার কাছে এ ছাড়া আর কোন তথ্য নেই।

Sj. Monoranjan Hazra:

আপনি যে উত্তর দিয়েছেন তাতে আমি স্যাটিসফায়েড হতে পারিনি। এগুলি ছাড়া আপনি অন্য কোন তথ্য দিতে পারেন কি না?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

আপনার যা প্রশ্ন ছিল তার উত্তর দেওয়া হয়েছে। আবার অন্য কোন্ উত্তর চান?

Sj. Monoranjan Hazra:

তথ্য আছে কি?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

তথ্যের উপরই ত বলা হয়েছে।

Sj. Monoranjan Hazra:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি অবগত আছেন যে সেখানকার ভারপ্রাপ্ত [illegible] অন্যত্র বদলি করা হয়েছে তার নেগ্‌লিজেন্স অফ ডিউটির জন্য?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

সেই কারণে না। প্রশাসনিক কারণে তাঁকে বদলি করা হয়েছিল।

Purchase of shares of limited companies by the State Government

***84.** (Admitted question No. *1297.) **Dr. Ranendra Nath Sen:** (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Commerce and Industries Department be pleased to state if it is a fact that West Bengal Government has purchased shares of limited companies in West Bengal?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) the names of such private concerns;

(*ii*) total amount of ordinary and preference shares in rupees purchased in each of these concerns;

(*iii*) in how many of these concerns Government has got controlling interests and what are their names;

(*iv*) in how many of the concerns Government has representatives on the Board of Directors;

(*v*) what is the financial position of each concern in which Government is a shareholder; and

(*vi*) amount of dividend declared by each of these concerns, year by year, from 1951 to 1957?

The Minister for Commerce and Industries (the Hon'ble Bhupati Mazumdar): (*a*) Yes, of one such company.

(*b*)(*i*) Messrs. The Bengal Salt Company Limited.

(*ii*) 6,800 fully paid-up ordinary shares of Rs. 25 each, the total value of which comes up to Rs. 1,70,000 only.

(*iii*) The Government hold only about 20 per cent. of the shares issued by the company and have, therefore, no controlling interest.

(*iv*) The Director of Industries, West Bengal, is an ex-officio member on the Board of Directors of this company.

(*v*) Satisfactory.

(*vi*)—

1951	Nil.
1952	1 per cent.
1953	1½ per cent.
1954	1½ per cent
1955	No dividend declared.
1956	Ditto.
1957 ..	Accounts for the year have not yet been finalised.

I can add for the information of the honourable members that dividend of 2½ per cent. has been declared.

Dr. Ranendra Nath Sen:

এই যে পাঁচ নং প্রশ্নের উত্তরে আপনি বলেছেন 'স্যাটিশফ্যাক্টরী' এবং তার পরের প্রশ্নের উত্তরে আপনি ডিভিডেন্ড সম্বন্ধে বলেছেন এখানে আমার প্রশ্ন, আপনি কি এই ডিভিডেন্ড থেকে বলছেন স্যাটিশফ্যাক্টরী, না অন্য কোন কারণ আছে?

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

স্যাটিশফ্যাক্টরী সব সময় ডিভিডেন্ডের ব্যাপার দিয়ে হয় না। আমাদের স্টেটেতে সল্টের উৎপাদন পরিমাণ বাড়ানর জন্যে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং এতে উৎপাদন যেভাবে বেড়ে চলেছে তাই দেখেই বলা হয় স্যাটিশফ্যাক্টরী, সেইটা সব চেয়ে বড় দরকার। এখানে সল্ট ফ্যাক্টরীর লাভ অলাভ, ক্লাইমেটিক কন্ডিশনের উপর নির্ভর করে। এখানে যেবার সাইক্লোন হয় বা জল বেশি হয় সেবার লভ্যাংশ কম হয়। সাধারণভাবে উৎপাদনের পরিমাণ বেড়ে চলেছে। আমাদের পক্ষে এটা মঙ্গলজনক।

Dr. Ranendra Nath Sen:

যদি উৎপাদনের পরিমাণ বেড়ে চলে থাকে তাহলে ১৯৫১ থেকে ১৯৫৬ পর্যন্ত কোন ডিভিডেন্ড দেওয়া হয় নি অথবা ডিভিডেন্ডের পরিমাণ অত্যন্ত কম হয়েছে এর কারণ কি?

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

নোতুন যে কোন কোম্পানী বড় হয়ে উঠতে থাকে গোড়াতে তার লাভ দেখা হয় না, বিস্তারের দিকটা দেখা হয়। এখানে যে পায়োনিয়ারিং করা হয়েছে তার গুরুত্ব অনেকখানি। সাউথ ইন্ডিয়াতে যেমন হয়েছে সেই নিয়মে এরা ডেভেলপ করে যাচ্ছেন।

Dr. Ranendra Nath Sen:

এই কোম্পানীর ডিরেক্টর বোর্ডে কে কে আছেন?

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

আমাদের তরফ থেকে শুধু ডাইরেক্টর অফ ইন্ডাস্ট্রিজ এতে আছেন আর যাঁরা পাওনীয়ারিং করেছিলেন তাঁরা আছেন।

Dr. Ranendra Nath Sen:

নামগুলি বলতে পারেন কি?

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

সব নাম দিতে পারব না।

Dr. Ranendra Nath Sen:

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর কে বলতে পারেন?

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

একজন শ্রী দত্ত আছেন, সব খবর আমি ঠিক জানি না।

Dr. Ranendra Nath Sen:

স্পীকার স্যার, গভর্নমেন্ট এতে টাকা ইনভেস্ট করেছেন এবং এটা যথেষ্ট পরিমাণে লাভজনক ব্যবসা কি না সেইটে জানতে চেয়েছি এবং সেই প্রশ্নে ডাইরেক্টর বোর্ডে কে কে আছেন সেটা আসে।

Mr. Speaker: Mr. Mazumdar, do you know if this Company has issued a balance sheet?

The Hon'ble Bhupati Mazumdar: Yes.

Mr. Speaker: Do you know when the last balance sheet was issued?

The Hon'ble Bhupati Mazumdar: Yes.

Mr. Speaker: Have you seen the balance-sheet?

The Hon'ble Bhupati Mazumdar: I have not myself seen it.

Mr. Speaker: Do you know if dividend was declared?

The Hon'ble Bhupati Mazumdar: Yes. Not only that, it is a very desirable industry.

আমার স্টেটেতে ছিল না যেটা তাকে ডেভেলপ করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ১৯৫৬ সালে সাইক্লোন ইয়ারেতে ৮০ হাজার, ১৯৫৭ সালে ১ লক্ষ ৮ হাজার হয়েছে। এইভাবে আমাদের প্রগ্রেস বেড়ে যাচ্ছে। এরকম প্রোডাকশন আমরা ওয়েলকাম করি। এখানে কমবেশি যাই হোক ১ পারসেন্ট, ১½ পারসেন্ট অর ২ পারসেন্ট ডিভিডেন্ড দেওয়া হচ্ছে। গভর্নমেন্ট এই স্টেটে ছিল না একরকম একটা ইন্ডাস্ট্রীকে ডেভেলপড্ হবার সুযোগ দিচ্ছেন। আমার মনে হয় এটাকে ফুল্ সাপোর্ট ফ্রম এভরি সেক্শন অফ দি হাউস দেওয়া উচিত।

Dr. Ranendra Nath Sen:

অন্য যে সমস্ত সল্ট কোম্পানী আছে সেগুলিতে ইনভেস্ট না করে এখানে করার কারণ কি?

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

কারণ, মেদিনীপুরে কোস্টে আগে হত না, কিন্তু এঁরাই পাইওনীয়ার all the pioneering was done by this gentlemen. সাউথ ইন্ডিয়ার সঙ্গে কম্পিটিশন করে যারা এটা দাঁড় করিয়েছেন তাদের সাহায্য করা গভর্নমেন্ট কর্তব্য মনে করেন।

[3-40—3-50 p.m.]

Dr. Ranendra Nath Sen:

এই কোম্পানীর যারা পাইওনীয়ার তারা প্রথমে কত টাকা ইনভেস্ট করেছিল, যার উপর গভর্নমেন্ট এই ১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা ইনভেস্ট করেছে?

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

এই ১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা কয়েক বৎসরে দেওয়া হয়েছে। ১৯৫০-৫১ সালে ২,৮০০টি শেয়ার নেওয়া হয়েছে ৭০ হাজার টাকায়, ১৯৫১-৫২ সালে বাড়িয়ে আরো ২ হাজার শেয়ার নেওয়া হয় ৫০ হাজার টাকায় আর ১৯৫২-৫৩ সালে আরো ২ হাজার শেয়ার নেওয়া হয় ৫০ হাজার টাকায়। সেইজন্য মোট এই ১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা হয়েছে।

Dr. Ranendra Nath Sen:

আমি বলছি যে এই কোম্পানীর কত অথরাইজড্ ক্যাপিটাল এবং কত সাবস্ক্রাইবড ক্যাপিটাল?

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

আমি সেটা নিয়ে আসি নি। তবে আমাদের শেয়ার ক্যাপিটাল হচ্ছে ১ লক্ষ ৭০ হাজার এবং প্রয়োজন হলে আরো বাড়ান হবে।

Dr. Ranendra Nath Sen:

অথরাইজড্ ক্যাপিটাল কত হচ্ছে তা জানেন না?

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

তারাই আরম্ভ করেছে, আমরা পরে শেয়ার নিয়েছি ইন দি ইন্টারেস্ট অফ আওয়ার স্টেট। এটা স্টেটের ডেভেলপমেন্টের জন্য হওয়া দরকার এবং এটা সকলের ওয়েলকাম করা উচিত।

Dr. Ranendra Nath Sen:

স্পীকার মহাশয়, উনি সারপ্রাইজড হতে পারেন কিন্তু আমরা মোটেই হই নি। গভর্নমেন্ট যেখানে টাকা দিচ্ছেন সেখানে তাদের অথরাইজড্‌ ক্যাপিটাল কত, পেইড-আপ ক্যাপিটাল কত, কিছুই জানেন না। আবার উনি সারপ্রাইজড্‌ হচ্ছেন যে কেন আমরা প্রশ্ন করছি?

Mr. Speaker: If you had carefully analysed the answers you would find you have got the answers. Mr. Mazumdar is not used to being cross-examined. The extent of Government's interest is shown, the value of the shares is shown. Therefore you know what the contribution is. What is the good of putting the question? The Government's interest in the deal is 20 per cent and no more. It is a privately owned company in which Government has 20 per cent. interest. As I said, the most important thing is to see the auditor's report and the balance-sheet. This will give the history.

Sj. Pramatha Nath Dhibar:

স্যার, উনি বলেছেন যে এটা জানেন নি, তাহলে নেক্সট ডে-তে এর উত্তর দিলে ভাল হয়।

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

এ হাউসে এ প্রশ্ন ছিল না।

Sj. Hemanta Kumar Basu:

স্যার, এই হাউসের অধিকার আছে জানবার যেখানে ১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা গভর্নমেন্ট দিচ্ছেন।

Mr. Speaker:

নিশ্চয়ই আছে টু পুট রেলেভেন্ট কোয়েশ্চেনস। এখানে অথরাইজড ক্যাপিটাল কত এই হচ্ছে প্রশ্ন।

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

আমি এই ব্যালেন্স-শীট পেয়েছি, আমার কাছেই আছে।

Mr. Speaker:

ব্যালেন্স-শীট পেয়েছেন তাহলে

Mr. Mazumdar, will you oblige us by telling what is the amount authorised, what is the amount subscribed? May I suggest one thing, you hand over the balance-sheet to them.

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

এখানকার ডাইরেক্টরস হচ্ছেন—

Directors—N. K. Basu, C. C. Biswas, Binayak Banerjee, Ranadeb Chowdhury, S. K. Mitra, B. C. Mallick, Director of Industries ex-officio Shri Manujendra Datta.

Dr. Ranendra Nath Sen:

কত টাকা দিয়েছে?

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

শেয়ার ক্যাপিটাল কত তা এখানে পাচ্ছি না।

Mr. Speaker: I think that is enough, next question.

Sj. Jnanendra Nath Majumdar:

সরকার কি অন্যান্য জায়গায় এরকম আবশ্যকীয় ইন্ডাস্ট্রি যদি হয় তাহলে তাতে ইনভেস্ট করতে রাজী আছেন?

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

যা এখানে নাই এরকম যে ইন্ডাস্ট্রি হবে সেখানে সরকার প্রফিটের দিকটা দেখে না— ডেভেলপেরে দিকটাই দেখে।

Sj. Subodh Banerjee:

সল্ট কোম্পানী ছাড়াও মাকাও কোম্পানীতে শেয়ার গভর্নমেন্টের আছে কি না?

Mr. Speaker: That question does not arise

Retail prices of bricks in and around Calcutta

*85. (Admitted question No. *1238.) **Sj. Benoy Krishna Chowdhury:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Development Department be pleased to state—

(a) whether Government have any information about the actual cost of production of bricks in and around Calcutta and the prices at which bricks are sold;

(b) if so, what are the average cost of manufacture and average retail price of the bricks in and around Calcutta; and

(c) whether Government have any scheme to control price of bricks?

The Minister of State for Development (the Hon'ble Tarun Kanti Ghosh): (a) and (b) No information is available about the actual cost of production of bricks in and around Calcutta. The selling price (retail) varies from Rs. 65 to Rs. 70 per thousand bricks.

(c) No.

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

যে ইনকাম গ্রুপের লোকদের সুবিধার জন্য দুর্গাপুরে গভর্নমেন্ট যেমন সুবিধায় ইট তৈরি করছেন তেমনি কলকাতার কাছাকাছি কোন জায়গায় সেরকম ইট তৈরির ব্যবস্থা করবেন কি?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

আপাততঃ কিছু নাই।

Sj. Saroj Roy:

ইনফর্মেশনটা তো আপনি যোগাড় করতে পারলেন না এ্যাকচুয়েল কস্ট প্রাইস কত সেলিং প্রাইস দিয়েছেন ৬৫-৭০ টাকা। লোকের কথা হল এত বেশি দাম পড়ছে, তাই কন্ট্রোলের প্রশ্ন উঠেছে, সেখানে আপনি বলছেন 'না' কেন 'না'?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

আপাততঃ আমরা ইন্টারফিয়ার করতে চাই না এই ব্যাপারে।

Sj. Narayan Chobey:

দুর্গাপুরে যে ইট তৈরি করেন তাতে পার থাউজেন্ড কত কস্ট পড়ে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

দুর্গাপুরে ইট তৈরি করছেন একারের সাড়ে আটত্রিশ টাকা পার থাউজেন্ড—কার্ট সেকেন্ড এই সব মিলিয়ে।

UNSTARRED QUESTIONS
(answers to which were laid on the table)

Formation of Village Defence Party in Purulia district

31. (Admitted question No. 1667.) **Sj. Nakul Chandra Sahis:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Home (Police) Department be pleased to state—

(ক) সরকার কি অবগত আছেন যে, পুরুলিয়া জেলার বান্দোয়ান থানায় পুলিস কিভাবে পরিকল্পনাধীনে গ্রামরক্ষীদল গঠিত হইয়াছে ; এবং

(খ) বান্দোয়ান গ্রামরক্ষীদলের কর্মীদের নিযুক্তির পূর্বে তাহাদের অতীত কার্যকলাপ ও চরিত্রের খোঁজ-খবর লওয়া হইয়াছিল কিনা ?

The Minister for Home (Police) (the Hon'ble Kali Pada Mookerjee): হাঁ।

Setting up of Industrial Estates in West Bengal

32. (Admitted question No. 815.) **Sj. Samar Mukhopadhyay:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Commerce and Industries Department be pleased to state—

(*a*) in which areas of West Bengal Industrial Estates have been set up so far;

(*b*) what are the Industries that have been set up in these Estates;

(*c*) total number of persons of different categories who have been given employment in these Estates; and

(*d*) what is the percentage of refugees in the total labour force?

The Minister for Commerce and Industries (the Hon'ble Bhupati Mazumdar): (*a*) Construction work has already been started for setting up Industrial Estates in the following areas:

(*i*) Kalyani (district Nadia); and

(*ii*) Baruipur (24-Parganas).

(*b*) to (*d*) Do not arise, as these Industrial Estates have not yet been finally set up.

Sj. Samar Mukhopadhyay:
আপনি বলেছেন কনস্ট্রাকশন ওয়ার্ক হ্যাজ অলরেডি বিন স্টার্টেড, সেটা কবে স্টার্ট করেছেন।

The Hon'ble Bhupati Mazumdar:
কল্যাণীর কথা বলছি—
Construction work of six workshop sheds covering about 80,000 sq. ft. and underground 30 acres of land has been completed. The construction work of additional workshop sheds covering about 38,000 sq. ft. has been taken up and is expected to be completed during the current financial year. Steps have been taken to accommodate Messrs. Sen Pandit and Co. and other ancillary industries in the State. A co-operative society for the manufacture of mechanised toys is also to be accommodated for which construction work is already in progress. Advertisement inviting applications from other industrialists deserving accommodation has been issued.

In Baruipur the construction of all the 20 workshop sheds covering about 30,000 sq. ft. has been accomplished. Eight work-sheds have already been occupied by several limited companies and six other sheds have also been ear-marked for new entrants. The remaining six sheds are yet to be allotted for which negotiations are being carried on.

খড়্গপুরে একটা আরম্ভ হয়েছে, এখনও গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার এপ্রুভাল পাওয়া যায় নি—অপেক্ষা করা হচ্ছে ১৯৫৯-৬০এ আরম্ভ করা হবে। শিলিগুড়িতে এখনও কাজ আরম্ভ হয় নি —শুধু জমিটা সার্ভে করা হয়েছে এবং ল্যান্ড এ্যাকোয়ার করা হয়েছে, ১৯৬০-৬১ তে হবে। এই টাকা এবারকার সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানের ভিতর নাই।

হাওড়ায় হচ্ছে, প্রায় ১০০ একর এ্যাকোয়ারের জন্য নোটিস দেওয়া হয়েছে।

The necessary proceedings will be taken up shortly. It is proposed to take up construction next year 1959-60.

হাবড়ায় ৩০ বিঘা জমি নেওয়া হয়েছে।

The scheme will be taken up in 1960-61.

এখনও এ্যালটেড ফান্ড আসে নি।

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

কল্যাণীতে শিল্প প্রসারের সহকল্প গভর্নমেন্টের আছে কিনা?

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

কল্যাণীতে এখন যা আছে তাতে

cycle, cycle parts; Co-operative Society for the manufacture of mechanised toys will also be accommodated, types of industries, light engineering industries, mechanical workshops, repair workshops for cars and trucks, foundry, bulk moulding, hosiery works, wool spinning and weaving, cycle parts manufacture, assembly of complete cycle units, leather goods manufacture, sports goods manufacture, fruit preservation—such factories will be helped on hire purchase or outright purchase basis.

[3-50—4 p.m.]

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

সাইকেল ফ্যাক্টরী—সেন র‍্যালে কোম্পানী কবে চালু হবে?

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

steps have been taken to accommodate them

কাজ কতটা হয়েছে জানি না, তবে ৩৮,০০০ স্কোয়ার ফীটের কাজ চলছে, কবে কাজ আরম্ভ হবে বলতে পারব না।

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

জুন-জুলাই মাসের মধ্যে কাজ চালু হওয়ার সম্ভাবনা আছে—এ সম্বন্ধে কিছু জানেন কি?

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

steps have been taken to accommodate them

এ বছরের শেষাশেষি হবে, কাজ আরম্ভ হওয়ার খবর আছে, তবে সব সময় টাইমটেবিল ঠিক রাখা যায় না।

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

চালু হলে কত লোক সেখানে কাজ পাবে?

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

সেটা বলা মুস্কিল। যে রকম ডেভেলপ করবে সেই রকম বাড়বে।

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

কল্যাণীতে গভর্নমেন্ট কন্ট্রোল্ড স্পিনিং মিল কবে থেকে আরম্ভ হবে?

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের সঙ্গে সেটা না হলে হবে না। স্পিনিং মিলের কাজ আরম্ভ হয়েছে; মেশিনারী বাহির থেকে আনবার অর্ডার প্লেস করা হয়েছে।

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের ভিতর কি না?

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের ভিতর স্পিনিং মিল।

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

কল্যাণীর ভিতর তবে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের ভিতর নয় কেন?

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিংএর ভিতর বটে, কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের ভিতর নয়।

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

কাটাগঞ্জ স্পিনিং মিল কি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের ভিতর?

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

না।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাউসিং স্কীমের কথা যা বলেছেন, তার সঙ্গে গভর্নমেন্ট কি একোমডেশনের দিক দিয়ে যুক্ত আছেন?

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

যদি একোমডেশনের জন্য এপ্লাই করে তবে করা যেতে পারে, এখনও সেখানে নাই।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

দাশনগর স্কীমের কথা যা স্টার্ট করবেন বলেছেন, সেই স্কীমের ভিতর কোন্ কোন্ শ্রেণীর ইন্ডাস্ট্রি থাকবে।

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

দাশনগরে যেটা বলছে—তাতে হাওড়ার যে সমস্ত ছোট ছোট ইন্ডাস্ট্রি আছে তাদের সহায়তা করা হচ্ছে। সেখানে তাদের ডিজাইন দেওয়া হয়, যে সব মেশিনারির কাজ হয় তার জন্য র মেটিরিয়ালস দেওয়া হয়—এই উপকার করবার জন্য করেছি।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

আমি জিজ্ঞাসা করছি, দাশনগরে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট করার জন্য যে জমি এ্যাকোয়ার করা হচ্ছে সেখানে কোন্ শ্রেণীর ইন্ডাস্ট্রিকে একোমডেট করা হবে ভবিষ্যতে?

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

সেখানে নানা রকম ইন্ডাস্ট্রি—লোকাল এবং বাহিরে থেকে এসে পর—এক এক ক্লাসকে এক এক লাইনে দেওয়া হবে যাতে স্মোল এরিয়ার মধ্যে এক শ্রেণীর পাশাপাশি গড়ে ওঠে।

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

কাশনগরে যে ল্যান্ড এ্যাকুইজিশন হচ্ছে সেটা কি স্টেজে আছে? কতদিন লাগবে?

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

সেটা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের উপর ভার আছে, যত শীঘ্র পারেন সেটা এ্যাকোয়ার কোরে দেবেন। মাননীয় সদস্য হাওড়ার লোক, তিনি নিজেই জানেন কি অবস্থায় আছে।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

সেই এ্যাকুইজিশন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা, লোকাল পাবলিকের তরফ থেকে যা এসেছে সে সম্বন্ধে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বিবেচনা করেছেন?

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

সেটা মাননীয় সদস্য জানেন। যাঁরা এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট তাদের কাছে কাগজ পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, যদি তিনি তাদের সঙ্গে দেখা করেন তাহলে যে ব্যবস্থা তা জানতে পারবেন।

Sj. Shyama Prasanna Bhattacharjee:

সেন্ট্রাল ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের সঙ্গে সংযুক্ত কি না?

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

না।

Sj. Bhadra Bahadur Hamal:

सीलीगुडी के बारे में आपने अभी जो बतलाया है तो क्या मैं जान सकता हूँ कि वह कौन सी जगह में होने जा रहा है?

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

रायगंज थाने के देव ग्राम में लगभग ४० एकड़ जमीन ली गई है।

Sj. Tarapada Chaudhuri:

স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রি সম্বন্ধে নানা রকম ইনফরমেশন আন্‌এমপ্লয়েড ইয়ংমেনরা জানতে চান। সে সম্বন্ধে কোন বন্দোবস্ত করেছেন কি?

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

১নং হেস্টিংস স্ট্রীটে—ডিরেক্টর অফ ইন্ডাস্ট্রিজ-এর কাছে ১০টা থেকে বাড়ির ১০ তলায় গেলে সব কিছু জানতে পারবেন।

Sj. Bijoy Singh Nahar:

আপনাদের যেসব প্রচার পুস্তিকা ছাপা হয় তা কি ঘরের মধ্যে পড়ে থাকে, না নানা জায়গায় পাঠান হয়?

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

চাইলে পাঠান হয়, না চাইলে পাঠালে উপকার হয় না।

Sj. Tarapada Chaudhuri:

যে সমস্ত কাজ হচ্ছে সে সম্বন্ধে ইনফরমেশন সংগ্রহ করার ব্যবস্থা কিছু আছে কি না সদস্যরাও জানতে পারেন না।

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

যদি ইচ্ছা থাকে তাহলে সংবাদ সব সময়েই পেতে পারেন।

Sj. Tarapada Chaudhuri:

মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে কোন বিশেষ সংস্থা আছে কি না যেখানে গেলে অল্প সময়ের মধ্যে সর্বকিছু সংবাদ পেতে পারি?

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

সর্বকিছু সংবাদ অল্প সময়ে—এর মানে বুঝলাম না, তবে ৪নং ক্যামাক্ স্ট্রীটে একটা অফিস আছে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের—সেখানে ছোটখাট যন্ত্র সম্বন্ধে কি কোরে চালাতে হয় ইত্যাদি সব খবর পাবেন।

Mr. Speaker: The question time is over.

Scarcity of Kerosene oil

[4—4-10 p.m.]

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

স্যার, আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছি—গত দিনে যখন এ্যান্টি-প্রফিটিয়ারিং বিল শেষ পর্যায়ে আলোচনা হচ্ছিল সেই সময় আমরা বলেছিলাম যে এখনই কেরোসিন তেলের সংকট দেখা দিয়েছে এবং দামও প্রচুর বেড়ে গেছে ওটাকে ইনক্লুড করার পর। কিন্তু যারা এর দাম বাড়াচ্ছেন তাদের সম্বন্ধে বিশেষ কোন ব্যবস্থা অবলম্বন না করার ফলে কেরোসিন তেল প্রায় উধাও হয়ে গেছে। সেজন্য আপনার মারফত আমি জানতে চাই যে এ সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে। শহরাঞ্চলে তো বটেই, শিল্পাঞ্চলে এবং গ্রামাঞ্চলে কেরোসিন তেল পাওয়া যাচ্ছে না যেখানে অন্য কোন আলোর ব্যবস্থা নেই। আমি শুধু বলতে চাই যে আমরা অনেকগুলি টেলিগ্রাম, চিঠিপত্র পেয়েছি এবং গ্রামের বহু লোক এসে বলেছে যে এই অবস্থা দেখা যাচ্ছে। সেজন্য আমরা জানতে চাই যে, এটা না পাওয়ার কারণ কি এবং সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করছেন তা আমরা জানতে চাই?

Sj. Jyoti Basu:

উনি যেটা বললেন 'রিসেস'এর পর খবর নিয়ে আপনি কি আমাকে কিছু জানাবেন?

Mr. Speaker:

ফুড মিনিস্টারকে আমি জিজ্ঞাসা করব।

GOVERNMENT BILL

The West Bengal Irrigation (Imposition of Water Rate for Damodar Valley Corporation Water) Bill, 1958.

Sj. Mihirlal Chatterjee:

স্যার, গতকাল মাননীয় মন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখার্জি আমাদের সামনে যে বিল পেশ করেছেন সেই বিল ওয়েস্ট বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল থেকে এ্যামেন্ডেড হয়ে আমাদের এই হাউসের সামনে এসেছে। এই বিলের ৩টি ধারা কাউন্সিলে সংশোধিত আকারে পাশ হয়েছে। আজ নিতান্ত দুঃখের সঙ্গে জানাতে হচ্ছে যে বিশেষ করে ক্লজ ১(এ) হিসাবে যে ক্লজটি কাউন্সিলে এই বিলে সংযোজিত হয়েছে এ সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করবার সুযোগ ইতিপূর্বে পাই নি। এই ক্লজটি সম্পূর্ণ নতুন। আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে কাউন্সিল থেকে এ্যামেন্ডেড হয়ে এসেছে বলে এর উপর আর কোন সংশোধন দেবার অধিকার আমাদের নেই। অর্থাৎ কোন এ্যামেন্ডমেন্ট আমরা আর প্রস্তাব করতে পারি না এবং এ্যামেন্ডিং বিলটা যে আকারে এসেছে সেই আকারেই একে পাশ করতে হবে, আর তা না হলে এই বিল আমাদের রিজেক্ট করতে হবে। অর্থাৎ এই এ্যামেন্ডমেন্টের ভালমন্দ বিচার করবার দুয়ার আমাদের কাছে বন্ধ এবং আমাদের বক্তৃতা দেবার পরেও আমরা এই ক্লজের কোন পরিবর্তন সাধন করতে পারি না। ক্লজ ১ এবং ক্লজ ৭-এর উপর কাউন্সিলে যে এ্যামেন্ডমেন্ট হয়েছে সে সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য নেই, কারণ এই দুটো মামুলী বিষয় সংক্রান্ত। কিন্তু ক্লজ ১(এ)টি অত্যন্ত মারাত্মক এবং আমার মনে হয় যে এই রকম একটা ক্লজ কাউন্সিল যে কিভাবে গ্রহণ করলেন সেটা আমি বুঝতে পারি না। আমি যতদূর খবর নিয়ে জানতে পেরেছি যে এই নতুন ক্লজটি যখন কাউন্সিলে আলোচনা হয় তখন এর উপর কোন এ্যামেন্ডমেন্ট প্রস্তাবিত হয় নি এবং বিশেষ কোন আলোচনাও হয় নি। অর্থাৎ মিনিস্টার নিজেই এই এ্যামেন্ডমেন্ট পেশ করেছেন এবং আমার মনে হয় কোন রকম বিচার-বিবেচনা না করে এমন একটা মারাত্মক ক্লজ এই বিলের মধ্যে ঢুকিয়েছেন। আমি এটাকে অত্যন্ত মারাত্মক বলি কারণ এই ক্লজের মধ্যে যে বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করা আছে। এক হচ্ছে কোন জায়গায় ক্যানেলের জলে যদি কোন বাঁধ সৃষ্টি করা হয় কিম্বা যদি ক্যানেলের পাড় কাটা হয় তাহলে পাইকারীভাবে জরিমানার ব্যবস্থা এই বিলে করা আছে। আমি পাইকারীভাবে জরিমানার কথা শুনে বিস্মিত হয়েছি। মাননীয় মন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখার্জি মহাশয় মেদিনীপুর জেলায় এক সময় আইন অমান্যের আন্দোলনের নেতা ছিলেন এবং এই মেদিনীপুর জেলার বহু জায়গায় যে পাইকারী জরিমানা তখনকার ইংরাজ গভর্নমেন্ট চাপিয়ে দিয়েছিলেন তা তিনি জানেন। সেই সময় তাঁর নেতৃত্বে মেদিনীপুর জেলায় দীর্ঘ কয়েক বছর এই পাইকারী জরিমানার বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন করতে হয়েছে এবং অনেককে জেলেও যেতে হয়েছে। ইতিহাসের এমনই নির্মম পরিহাস যে সেই মেদিনীপুর জেলার আইন অমান্যের নেতা শ্রীঅজয় মুখার্জি এই স্বরাজের আমলে পাইকারী জরিমানার ব্যবস্থা করতে চান একটা বিলে। পাইকারী জরিমানার ফলাফল পাইকারী জরিমানার অত্যাচার এবং পাইকারী জরিমানার অবিচার সম্বন্ধে তিনি নিজেই সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল আছেন। মানুষকে এক সময় তিনিই উত্তেজিত করেছেন পাইকারী জরিমানার বিরুদ্ধে। এটা অন্যায়, এ জরিমানার টাকা আমরা দেবো না এই বলে আন্দোলন করা হয়েছে তাঁরই নেতৃত্বে, আমিও আন্দোলন করেছি যখন মেদিনীপুরে থাকতাম। কাউন্সিলের সদস্যদের হয়ত একটু সতর্কতার অভাব বশতঃ এই বিলের মধ্যে পাইকারী জরিমানার ব্যবস্থা ঢুকে গেছে, আর আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে এই বিলের এই সেকশনের কোন পরিবর্তন করবার অধিকার আমাদের নেই—হয় এই বিলটি যেমনভাবে এসেছে তেমনভাবে আমাদের গলাধঃকরণ করতে হবে, আর তা না হলে বলতে হবে এই বিলকে আমরা প্রত্যাখ্যান করছি। আপনি, স্যার, জানেন যে এই হাউসে সরকারপক্ষীয় লোকের সংখ্যা বেশি—এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যদি বলেন যে আমি পাইকারী জরিমানা রাখবো তাহলে আমাদের অরণ্যে রোদন ছাড়া আর কিছুই হবে না। আমি স্যার, বলতে চাই যে উদ্দেশ্যে তিনি পাইকারী জরিমানার ব্যবস্থা করতে চাচ্ছেন আমি সেই উদ্দেশ্যটা বুঝি। তিনি বলেছেন যে এই বিল যখন এ্যাসেমব্লীতে পাশ হয়ে যায় পরে বর্ধমান জেলার বিভিন্ন জায়গায় দামোদর নদীর যে খাল আছে, সেই খালে বাধা সৃষ্টি করে অন্যায়ভাবে মানুষে জল গ্রহণ করেছে, নানা জায়গায় দামোদরের ক্যানেল কেটে মানুষ জল

নিয়েছে। স্যার, আমি একজন এই মতাবলম্বী মানুষ যারা বরাবর অবৈধভাবে জল নেওয়ার বিরোধী। আমি একথা জানি যে সমস্ত ক্যানেল সিস্টেম একটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়—কারণ আমি নিজে যে এলাকায় বাস করি সেই এলাকায় ক্যানেলের কাজ আমি দেখেছি এবং ক্যানালের কাজের সঙ্গে আমার সামান্য কিছু পরিচয় আছে। ক্যানেল কেটে মেন ক্যানেল দিয়ে জল ছাড়া, সেই জল বিভিন্ন শাখা ক্যানেলে সরবরাহ করা, রেগুলেটার মাধ্যমে বিভিন্ন মাঠে জল সরবরাহ করা; এবং ক্যানেলের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত জল পৌঁছে দেওয়া একটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে করা হয়। এটা কেবলমাত্র মাটিকাটা আর জল ছেড়ে দেওয়ার বিষয় নয়।

[4-10 — 4-20 p.m.]

মাটি কাটা আর জল ছেড়ে দেওয়া ছাড়াও এর মধ্যে বহু জিনিস আছে, বহু বৈজ্ঞানিক হিসাব-নিকাশ আছে। এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র আমার সন্দেহ নেই। কারণ ক্যানেলের যেখান থেকে উৎপত্তি এবং ক্যানেলের জল যেখানে শেষ হবে, সেই পর্যন্ত নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী এবং প্ল্যান অনুযায়ী যদি জল সরবরাহ না করা যায় তাহলে লোকে জল পেতে পারে না। যাঁরা জল দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন তাঁদের ক্যানেলের কোন জায়গায় যদি ট্যাম্পারিং হয় তাহলে এনটায়ার ক্যানেল সিসটেম ডিসলোকেটেড হয়ে যাবে। একথাটা আমি মানি। এবং সেইজন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে সাধারণ মানুষকে এই কথা বলি যে ক্যানেলের জল সংক্রান্ত ব্যাপারে কোন রকম ট্যাম্পারিং মানুষ যেন না করে। সরকারের তরফ থেকে যতটা প্রপাগেন্ডা না হয় সম্ভবতঃ তার থেকে বেশী প্রপাগেন্ডা আমি নিজে করি। এবং আমি যে কাগজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তার মাধ্যমে আমি প্রচার করবার চেষ্টা করি। কারণ ক্যানেলের জল চলাচলের ব্যাপারে কোন মানুষ যদি নিজে হস্তক্ষেপ করতে যায় তাহলে সে যে কি সর্বনাশ করছে সেটা সে মানুষ নিজে জানে না। নিজের দুই চার বিঘা জমি বাঁচানর জন্য হয়ত বহু তার বিঘার জমির জল বন্ধ হয়ে যাবে। যে হিসাবে যে ভলিউম জল ছাড়লে ক্যানেলের শেষ সীমায় জল পৌঁছাবে তার কোথাও যদি বাধা সৃষ্টি করা হয় তাহলে ক্যানেলের শেষ মাথায় জল পৌঁছুতে দেরি হয়ে যায় কিম্বা জল পৌঁছায় না। এই সমস্যা সম্বন্ধে সকলের সচেতন হওয়া প্রয়োজন। ক্যানেলের পাড় কাটবার অধিকার, নিজের স্বার্থে কোন রকমে জলের লেভেল উঁচু করে নিজের জমিতে জল নিয়ে যাবার অধিকার কোন ব্যক্তিবিশেষকে দেওয়া যেতে পারে না। কোন মানুষ যদি ক্যানেলের জল ট্যাম্পারিং করে তাহলে আইন অনুসারে তার দন্ড হওয়া উচিত। এ বিষয়ে কারও মতান্তর হওয়া উচিত নয়। কিন্তু, স্যার, কৃষি মাননীয় মন্ত্রী যে ব্যবস্থা করেছেন সে ব্যবস্থা অত্যন্ত বিচিত্র। তাতে বলা হয়েছে যদি কোন জায়গায় ক্যানেলের পাড় কাটার জন্য কিম্বা ক্যানেলের কোন বাধা সৃষ্টি করবার জন্য ক্যানেলের জল যদি ডাইভার্টেড হয়, সেই জল যার যার জমির উপর যাবে সেই সব জমির মালিকদের উপর পাইকারীভাবে দশগুণ ক্যানেলকর ধার্য হবে। স্যার, প্রচলিত আইন অনুযায়ী এক একরের জন্য ১২॥ টাকা ট্যাক্স হতে পারে। আর সেই জায়গায় যদি তার ১০ গুণ হয় তাহলে প্রায় ১২৫ টাকার মত ট্যাক্স ধার্য হবে। কিন্তু কোন লোক জল ট্যাম্পার করল তা দেখা হবে না। সে অপরাধীকে ধরার কোন প্রশ্নই নেই। অথচ যার জমিতে সেই জল যাবে সেই জমির মালিকের উপর ট্যাক্স বসবে। সেই মালিক জমির ধারে কাছে বসবাস না করতে পারে, সেই মালিক সেই এলাকার লোক না হতে পারে, সে মালিক নিজে চাষী না হতে পারে, যদি তার জমির উপর জল ডাইভার্টেড হয়ে থাকে তাহলে মালিককে দশগুণ ওয়াটার ট্যাক্স দিতে হবে। স্যার, এই ধরণের আইনের যে কি প্রকার অপব্যবহার হবে আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন। যদিও মালিক আপত্তি দেবার সুযোগ পাবে, কলেক্টরের কাছে আপত্তি দেবে। কলেক্টর সংক্রান্ত ব্যাপারে একটা সংজ্ঞা এখানে দেওয়া হয়েছে। সেই সংজ্ঞার উপর আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এখানে বলা হয়েছে—

collector includes any officer appointed by the State Government to perform any or all the functions of a collector under this Act

অর্থাৎ সরকারী কর্তৃপক্ষ যে মানুষকে কলেক্টরের কাজ করবার জন্য নিযুক্ত করবেন তিনিই হবেন বিচারের মালিক। সাধারণতঃ নিশ্চয়ই ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার কিম্বা সুপারিনটেন্ডিং ইঞ্জিনীয়ার অথবা ডিপার্টমেন্টের কোন এস ডি ও হবেন কলেক্টর। তাহলে

স্যার, আপনি নিশ্চয়ই বুঝবেন যে কি মারাত্মক ধরনের আইন হতে যাচ্ছে। ইরিগেশন ডিপার্ট-মেন্টের লোককে এই জলের তত্ত্বাবধান করবার জন্য পুলিসের কাজ করতে হয়—কোথায় জল যাচ্ছে না যাচ্ছে, কোথায় জল টাম্পার হচ্ছে, কোথায় জল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, কোথায় জল কিছু পরিমাণ আটকে গিয়েছে এই সমস্ত তদারকের কাজ অর্থাৎ পুলিসী কাজ করতে হয় ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টের এস ডি ও থেকে এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার পর্যন্ত কর্মচারীকে। কোথাও জল যাবের বেলায় হয়ত চুরি গিয়েছে, সেই জল চুরি যাবার জন্য যার জমিতে জল গিয়েছে সেই মানুষ যেখানেই থাকুক তার উপর হুকুম হবে যে তোমার উপর ১০ গুণ ট্যাক্স ধার্য হল। অর্থাৎ ক্যানেল সংক্রান্ত পুলিসী কাজ যে মানুষ করবে ক্যানেলের জল চুরি যাবার জন্য প্রসিকিউটরের কাজ সেই লোক করবে। তাহলে পুলিস ইজ দি প্রসিকিউটর। আবার বিচার করবে সেই ক্যানেলের এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার কিম্বা এস ডি ও। অর্থাৎ ক্যানাল বিভাগের কর্মচারীরা হবেন পুলিস প্রসিকিউটর এ্যাণ্ড দি জাজ। স্যার, এই রকম যদি অবাধ ক্ষমতা আমাদের কাছ থেকে মন্ত্রী মহাশয় চান তাহলে কত রকম দুর্নীতি সাধারণ লোকের হবে তা নিশ্চয়ই আপনি ভেবে দেখবেন। স্যার, এক্‌জিকিউটিভ জুডিসিয়ারী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হওয়া উচিত একথা আমরা চিরদিন বলে আসছি। এবং এখন গভর্নমেন্ট সেই পথে কিছু পরিমাণ অগ্রসর হচ্ছেন। কিন্তু ক্যানেলের জল নেবার সংক্রান্ত ব্যাপারে যাদের পুলিস ডিউটি করতে হয়, প্রসিকিউটরের কাজও যদি সেই ডিপার্টমেন্টের লোককে করতে দেওয়া হয় আর বিচারক যদি সেই ডিপার্টমেন্টের লোক হয় তাহলে মানুষ কি বিচার ও প্রতিকার সেখানে পাবে?

[4-20—4-30 p.m.]

পার্লামেন্টে এলিমেন্ট সকল জায়গাতেই থাকে। জল সরবরাহ যিনি করেন তিনি স্বভাবতঃই চান, তাঁর ডিপার্টমেন্টের জল যখন বে-আইনিভাবে খরচ হয়েছে তখন তাকে ইচ্ছা আমি প্রসিকিউট করবো। প্রসিকিউট করবার বেলায় তিনি, আবার বিচার করবার বেলায়ও তিনি। তিনি বলবেন এই আইনে যে অধিকার পেয়েছি, তাই করছি, দশগুণ ট্যাক্স দিতে হবে। সুতরাং স্যার, এই ধরনের যথেচ্ছাচার করবার অধিকার তাদের মধ্যে থাকা উচিত নয়। আমি এর ঘোরতর আপত্তি জানাচ্ছি। এই রকম একটা প্রভিসন এই আইনের মধ্যে কেমন করে ঢুকে গেল তা বুঝতে পারলাম না। আপনি, স্যার, একটা পথ বলে দিন যাতে এই রকম একটা মারাত্মক ব্যবস্থা এই আইনের মধ্যে না থাকতে পারে। স্যার, এই আইনের মধ্যে দশগুণ যে পেনাল্টি ধার্য করবার ব্যবস্থা হয়েছে এটা আমি অত্যধিক বলে মনে করি। তার কারণ মন্ত্রী মহাশয় নিশ্চয়ই বুঝেন। মেন ক্যানেলে যদি কেউ টাম্পারিং করে তাহলে সে টাম্পারিং অত্যন্ত গুরুতর ও মারাত্মক হয় সে বিষয় কোন সন্দেহ নেই। ব্রাঞ্চ ক্যানেলে যদি টাম্পারিং হয়, সেটাও অত্যন্ত মারাত্মক সে বিষয় কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু স্যার, ছোট ছোট ভিলেজ চ্যানেলগুলির টাম্পারিং তত মারাত্মক নয়। ভিলেজ চ্যানেল করবার জন্য এই ধরনের আইন করা হয়েছে যে, প্রয়োজন হলে ভিলেজ চ্যানেল বিনা সরকার কমপেনসেশনে করতে পারেন। যে জমির উপর দিয়ে ভিলেজ চ্যানেল গভর্নমেন্ট করবেন, সেই জমির জন্য কোন কমপেনসেশন গভর্নমেন্ট দেবেন না। অবশ্য এর জন্য যে জমি প্রয়োজন সেটা অত্যন্ত নগণ্য। কিন্তু নগণ্য পরিমাণ জমি হলেও, সেটা গভর্নমেন্ট জোর করে আইনের বলে নিয়ে নেবেন। এই অধিকার স্পষ্টভাবে আইনে রাখা হয়েছে। এখন আমরা ধরে নিতে পারি ভিলেজ চ্যানেলের জন্য যে জমি সরকার নেবেন, তার পরিমাণ হবে খুব কম এবং চ্যানেলগুলি গভীরতার দিক দিয়ে বেশী নয়। কিন্তু এই ভিলেজ চ্যানেলের উপর দিয়ে অনেক সময় রাত্রিবেলা গরুরগাড়ি চলে যায়। ধান চাষের সময় গরুরগাড়ি তার উপর দিয়ে যেতে যাতায়াত করবে, সেই সময় যদি গরুরগাড়ির চাকায় কোন একটা জায়গায় পাড় ধসে গিয়ে ভিলেজ চ্যানেলের জল তার পার্শ্ববর্তী জমিতে গিয়ে পড়ে, তখনই মন্ত্রী মহাশয়ের ডিপার্টমেন্টের লোকেরা সেখানে গিয়ে বলবে এই ভিলেজ চ্যানেলের জল তোমার জমিতে গিয়েছে অতএব তোমাকে একর প্রতি একশো পঁচিশ টাকা করে জরিমানা দিতে হবে। স্যার, এই রকম একটা মনস্ট্রাস জিনিস কি করে এই আইনে ঢুকল, তা আমি বুঝতে পারলাম না।

যারা জমিজমা সংক্রান্ত ব্যাপারে খোঁজখবর রাখেন তাঁরা নিশ্চয়ই বুঝবেন যে এই পার্লামেন্ট কেবলমাত্র মেন ক্যানেলের জন্য করা হয় নি, কেবলমাত্র প্রতি ক্যানেলের জন্য করা হয় নি—সেটা

করলে হয়ত হয়ত পোতা পেত—কিন্তু এই ব্যবস্থা যদি ভিলেজ চ্যানেলের জন্য করা হয় তাহলে এই আইন লঙ্ঘন বিভিন্ন জায়গায় হবে এবং তা হবার পরে সরকার যেভাবে দোষী ধরবার এবং জরিমানার ব্যবস্থা করেছেন সেটা অত্যন্ত অভিনব। কে দোষ করল, কে ক্যানেল কাটল তা বিচার্য নয়। জমির মালিক অপরাধ করেছে কি না জানবার দরকার নেই, যেহেতু তার জমিতে গিয়ে জল পড়েছে সেইজন্যই সে হবে দোষী এবং তার দিতে হবে ১২৫ টাকা ট্যাক্স? সারা বছরে যেখানে ১২½ টাকা ট্যাক্স তার জমিতে যেহেতু জল গিয়ে পড়েছে এজন্যে এর দশগুণ বেশি ট্যাক্স তার কাছ থেকে আদায় করা হবে। সরকারের এরকম আইন আমাদের পাস করে দিতে হবে আর তা পাস করে লোকদের সামনে আমাদের মুখ দেখাতে হবে, স্যার, এটা কখনও হতে পারে না।

আর একটি জিনিস সম্বন্ধে আমি, স্যার, বলতে চাই। আমরা চিরকাল জানি আমাদের দেশে যে বিচার পদ্ধতি প্রচলিত আছে তাতে প্রসিকিউটরকে প্রমাণ করতে হয় যে আসামী দোষী। এখানে যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তাতে প্রসিকিউটরকে সেটা প্রমাণ করতে হবে না; যে মানুষ অভিযুক্ত হয়েছে তাকে প্রমাণ করতে হবে যে সে অপরাধী নয়। এরকম একটা অভিনব আইন এখানে করবার কি প্রয়োজন ছিল জানি না। দেশে পেনাল কোড্ রয়েছে, প্রচলিত নানা আইন আছে। ক্যানেল যদি কেউ কাটে, কিংবা অবস্ট্রাকশনের ব্যবস্থা করে তার শাস্তির ব্যবস্থা প্রচলিত আইনে করা যায়। কিন্তু যে মানুষের সঙ্গে ক্যানেল কাটার বা কোন অবস্ট্রাকশন সৃষ্টি করার কোন সম্পর্ক নেই, শুধু তার জমিতে জল গিয়ে পড়েছে সেই অপরাধে, সে মানুষ যেখানেই থাকুক কলকাতায় বা দিল্লী বা পাটনায় যেখানেই থাকুক তাকে সমন দেওয়া হবে—তোমার জমিতে জল গিয়েছে, তোমার দশগুণ ট্যাক্স দিতে হবে, এটা কি রকম কথা? আমার মনে হয় এই ব্যবস্থা অত্যন্ত মারাত্মক এবং অত্যন্ত বিচিত্র। আমি এটা ভাবতে পারি না যে অজয়বাবুর মত মানুষ যিনি বহুদিন জনসাধারণের সঙ্গে কাজ করেছেন তিনি কি করে এই আইন আনলেন। যাই হোক আমি মাননীয় অজয়বাবুর কাছে একটা কথা নিবেদন করতে চাই, তিনি যেন এই হাউসে আমাদের কাছে বলেন যে এই জল ট্যাম্পারিং-এর ব্যাপারে যে বিচারকার্য পরিচালনা করা হবে সেখানে বিচারক তাঁর ডিপার্টমেন্টের লোক হবে না। এই এ্যাসুরেন্স যদি তাঁর কাছ থেকে পাই তাহলে আমি বলব এই ৯নং ধারায় যতগুলি মারাত্মক ব্যবস্থা আছে তার মধ্যে অন্ততঃ একটা বিশেষ মারাত্মক ব্যবস্থা থাকবে না।

[4-30—4-40 p.m.]

Sj. Hare Krishna Konar:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই ধারার উপর শ্রীমিহির চ্যাটার্জি মহাশয় বলতে গিয়ে এই কথা বললেন যে মূল আইনটা অনেক ভাল ছিল, ৯(ক) ধারা যোগ করে খুব খারাপ করে দেওয়া হয়েছে। আমি প্রথমেই বলতে চাই যে, যদি তাঁর মুখ দিয়ে হঠাৎ এই কথা বেরিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে স্বতন্ত্র কথা......

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

নইলে প্রত্যাহার করুন।

Sj. Hare Krishna Konar:

না, তা বলতে যাব কেন? এখানে প্রত্যেকেরই নিজস্ব মত দেবার অধিকার আছে। এই আইন যখন বিধানসভায় আলোচিত হয় তখন আমরা বলেছিলাম যে এটা একটা কালা কানুন।

Mr. Speaker: Mr. Konar, don't forget that the scope of discussion is very limited.

Sj. Hare Krishna Konar: Yes, Sir, I know it.

প্রথমেই বলতে চাই যে, মাননীয় শ্রীঅজয় মুখার্জির উদ্যোগে যে ৯(ক) ধারা সংযোজিত হয়েছে তাতে এই আইনের চরিত্রকে আরো জঘন্য করা হয়েছে। এই আইনে এই ৯(ক) ধারা থাকার জন্য দেখতে পাচ্ছি, কোনদিন ক্যানেলের কর্তৃপক্ষ যদি সঠিকভাবে জল দিতে না পারে— যেমন এই বৎসর পারে নি, বা যদি কোন বৎসর বৃষ্টি না হয় এবং যদি চোখের সামনে ধান মরতে

সেখে কোন কৃষক নিজ বিবেচিক বুদ্ধে গিয়ে বাঁধ কাটে বা বাঁধ দেয় তাহলে সেখানে শাস্তিকারী ট্যাক্স এবং পিটুনী ট্যাক্সের ব্যবস্থা হবে। দ্বিতীয়তঃ, বাঁধ ভাঙ্গলো, না, কাটা হল তা দুলতঃ বিচার করবে ক্যানেলের কর্তৃপক্ষ। তৃতীয়তঃ, যে শাস্তি দেওয়া হবে, সেটা মিহিরবাবু বলেছেন—যারা কাটলো বা বাঁধলো তাদের নয়। যাদের জমির উপর দিয়ে জল যাবে তাদেরই শাস্তি দেওয়া হবে। চতুর্থতঃ, শাস্তির বহর হল ১২৫ টাকা থেকে ১৫০ টাকা পর্যন্ত, কারণ রবিশস্য আছে ১৫ টাকা কর। অজয়বাবুর অন্ততঃ এই বৎসর একটু লজ্জিত হওয়া উচিত ছিল এই রকম একটা আইন বিধানসভায় এনে তাড়াতাড়ি পাশ করার জন্য, কারণ বিশেষ করে তিনি জানেন যে এই বৎসর তিনি জল দিতে পারেন নি। এবং এর মধ্যে যেটুকু জল দেওয়া হয়েছে তাতে আমি দেখাবো, আপনার গভর্নমেন্টের হিসাবে যে ঠিকমত জল পায় নাই, তাছাড়া তাদের অবহেলার জন্য অনেক জমির ফসল নষ্ট পর্যন্ত হয়েছে, এমন কি স্ট্যান্ডিং ক্রপ, পাকা ফসল পর্যন্ত নষ্ট হয়েছে। সে ক্ষেত্রে ওঁর একটু সংকোচবোধ করা উচিত ছিল। স্পীকার মহোদয়, একটা ঘটনার প্রতি আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কালনার আনুখাল, অকালপোষ ইউনিয়নের পাশ দিয়ে বেহুলা খাল, তাদের এই এলাকা ডি ভি সির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই খালের দুই পাশে বাঁধ দেওয়া হয় নি। এইখানে চাষের পর ডি ভি সির জল দেওয়া হল, ফলে এই এলাকা জলে ডুবে গেল এবং তিন সপ্তাহ পাকা ধান জলের তোড় মাঠে পড়ে রইল। এই দুইটি ইউনিয়নের ১০ হাজার বিঘার ফসল কোথাও ৫ দিন কোথাও ৬ ৭ দিন জলের মধ্যে ডুবে রইল। এখানকার লোকে ছুটোছুটি করে একবার বর্ধমানে, একবার কালনায় এস ডি ওর কাছে গেল কিন্তু তার কোন প্রতিকার হল না। এই ১০ হাজার বিঘা জমির ধান মাঠে পড়ে ছিল গ্রামে তোলা হয়নি। অজয়বাবুর কর্তৃপক্ষ আবার ১৯৫ ডিসেম্বর [...] দ্বিতীয়বার জল ছেড়েছিল। হয়ত উনি বলবেন যে ১০ হাজার বিঘা নয় ৪।৫ হাজার বিঘার ধান ডুবে গিয়েছিল, কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, অজয়বাবু কি এই কৃষকদের কমপেনসেশন দেবেন? এখানকার কোন অফিসারদের কি কোন শাস্তি দেবেন? তাদের উপর কি কোন পিটুনী ট্যাক্স ধরা হবে? তাদের অপরাধের জন্য ফসল নষ্ট হয়েছে অথচ তাদের শাস্তি দেবার কোন ব্যবস্থা এই আইনে নেই। আর কৃষকরা যদি কোন অন্যায় করে থাকে অবশ্য আমরা বলি না যে অন্যায় সমর্থন করতে হবে, তার উপর পিটুনী কর প্রয়োগ করতে হবে, বিশেষ করে যে বৎসর জল দিতে পারেন নি। তিনি বলছেন জল দিয়েছেন!

স্পীকার মহাশয়, এই যে বর্ধমান জেলার ক্যানেল এ আজকের নয় অজয় মুখার্জির আমলে হয় নি। এই বর্ধমানে ক্যানেল উনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকে আছে, ইডেন ক্যানেল এবং ১৯৩৬ থেকে দামোদর ক্যানেল আছে এবং দু লক্ষ বা তার বেশি একরে জল দেওয়া হয়। কোন বছর কতবার ক্যানেলে বাঁধ দেওয়া হয়েছে বা বাঁধ কাটা হয়েছে? হয় নি। আমি বলবো, অজয়বাবু ওঁর আইনকে জাস্টিফাই করবার জন্য বাংলাদেশের কৃষকের নামে কুৎসা রটনা করছেন, তাদের গাল দিচ্ছেন যে এই কৃষকরা এত ক্রিমিনাল হয়ে গেছে যে এরা বাঁধ কাটে এবং নদীতে ও খালে বাঁধ দিয়েছে। ১৯৩৬ সাল থেকে এই ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত কতদিন কতবার বাঁধ কাটা হয়েছে বা বাঁধ দেওয়া হয়েছে? যদি এ বছরই হয়ে থাকে, আগে না হয়ে থাকে তাহলে সেটা কি কৃষকের অভ্যাস, না কর্তৃপক্ষেরই এমন ত্রুটি আছে যার ফলে কৃষক পাগলের মত বাধ্য হয়েছে ব্যবস্থা করতে? তাহলে প্রতিকারের ব্যবস্থা অন্য হওয়া উচিত ছিল। তা নয়। উল্টো নির্লজ্জের মত সেচমন্ত্রী কাউন্সিলে সময় পেয়ে দলীয় মেজরিটি দিয়ে এমনি একটি অত্যাচারমূলক বিধান নিয়ে আসছেন। শুধু তাই নয় মিঃ স্পীকার, স্যার, হয়ত অজয়বাবু বলবেন ১৯৩৬ থেকে ১৯৫৮ পর্যন্ত লোকে বাঁধ কাটেনি বটে, কিন্তু এ বছর যে কেটেছে, তাহলেই প্রত্যেক বছরই নিশ্চয়ই কাটবে। তাহলে তিনি কী বলবেন যে প্রত্যেক বছরেই তিনি জল দিতে পারবেন না এ বছরের মত? প্রত্যেক বছরেই তিনি জল কম দেবেন এবং মাঠ শুকিয়ে মারবেন—যাতে কৃষকরা বাধ্য হয় বাঁধ কাটতে? তা যদি না হয় তাহলে আইনে এরকম বিধান নিয়ে এসেছেন কেন? অজয়বাবু বলেছেন দু এক জায়গায় বাঁধ কাটা হয়েছে, অনেক জায়গায় বাঁধ দেওয়া হয়েছে, বর্ধমান সহর প্রায় জলে ডুবে যেত সেই অ্যাটিকশনের বাণের মত, এমনি অদ্ভুত একটা আতঙ্কজনক রিপোর্ট দিয়েছেন। স্পীকার মহাশয়, অতিরঞ্জিত থাকে কিন্তু তা এমন পর্যায়ে গিয়ে উঠেছে যাকে অসত্য ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। আমি বর্ধমানের লোক, ওঁর বাড়ী বর্ধমানে নয়, আমার বাড়ী বর্ধমানে।

Dr. [illegible] Pal:

চাঁইলে আছে!

Sj. Hare Krishna Konar:

সব জায়গায় পাকানো কম ঠিক নয়।

[Noise]

Mr. Speaker: Mr. Konar, the dignity of the House should not be lost sight of. Please withdraw it.

Sj. Hare Krishna Konar:

স্যার, কুকুর কামড়ালেই কামড়ান তাকে যায় না। আমার মত লোকের পক্ষে অন্যায় হয়েছে ওকে বলা--

[Noise]

আমি উইথড্র করছি।

Mr. Speaker: There ends the matter.

Sj. Hare Krishna Konar:

এটা স্বীকার করি যে এ বছর দু' এক জায়গায় কৃষকরা বাঁধ কেটেছে; কাটে নি কোথাও একথা বলি না; কিন্তু কোন জায়গায় কত ভেঙ্গেছে, তার কত জায়গায় ক্যানেল সম্পূর্ণ না হওয়ার জন্য বাঁধ ছিল না সেটা তো বলেন নি? সে কারণে কোন কোন ইউনিয়নে, যেমন অকালপোষে অসময়ে জল গেছে। এটা আমার কথা নয়। ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখে বর্ধমানের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর খাস কামরায় একটা মিটিং ডেকেছিলেন বাঁধ কাটা সম্বন্ধে। ৭০।৮০ জন নেতৃস্থানীয় ও স্থানীয় লোক এসেছিলেন, তাতে কংগ্রেসের লোকও ছিলেন, আমাদের লোকও ছিলেন, আবার কোন দলের নয় এমন লোকও ছিলেন। সেখানে এক আলোচনা হয়। শুনুন, অজয়বাবু, ডি ভি সি ইঞ্জিনীয়ার এস আর ঘোষ মহাশয় কি বলেছেন, তিনি বললেন যে মেইন ক্যানেল তৈরী হয়েছে ১০ হাজার কিউসেক জল সরবরাহ করা যেতে পারে এমন করে—অর্থাৎ ১০ হাজার কিউসেক ছাড়লে পরে ক্যানেল ভর্তি হয়ে যায়, কিন্তু এ বছর আমরা অর্থাৎ কর্তৃপক্ষ ঠিক করেছিলাম যে ৫ হাজার কিউসেকের বেশি জল দিতে পারব না। কোন সময়ে মাত্র একদিন কি দু' দিন ৭ হাজার কিউসেকের বেশি হয়েছে।

Mr. Speaker: Mr. Konar, as a Counsel I can tell you that we have treated interruptions with the utmost contempt.

[4-40—4-50 p.m.]

Sj. Hare Krishna Konar:

এ বছর, এস আর ঘোষ মহাশয় বলেছেন ৫ হাজার কিউসেকের বেশি দিতে পারব না। বাস্তবে কত দিয়েছেন?

১লা জুলাই—১,৫০০ কিউসেক,

২রা জুলাই—১,৫৬৫ কিউসেক,

৩রা জুলাই—তার চেয়ে কম, পানাগড়ে বাঁধ ভাঙে,

৪ঠা জুলাই—১,০৪০ কিউসেক,

১৮ই জুলাই—৩,৪০০ কিউসেক,

১৯এ জুলাই—২,৭০২ কিউসেক,

২১এ জুলাই—২,১৫০ কিউসেক,

৩১এ জুলাই—৩,৬০৭ কিউসেক,

১লা আগস্ট—২,০০০ কিউসেক,

২৫এ আগস্ট—৫,৪১০ কিউসেক, এর বেশি কোন জল দেওয়া হয় নি।

এটাও মাননীয় স্পীকার মহাশয় জেনে রাখুন যে ৩রা জুলাইতে পালানড়ে যেন ক্যানেলে ভাঙ্গন হল সে সম্বন্ধে ইঞ্জিনীয়ার এস আর ঘোষের কথা যে এটা মানুষের কাটা নয়—"ইট ওয়াজ এ ন্যাচারাল ব্রিচ", এমন কি যে ১১ই জুলাই অজয়বাবু বর্ধমান ডুবে যাবে বলে ভয় দেখালেন, সেই ১১ই জুলাই যে ব্রিচ হয় তাতে মিঃ এস আর ঘোষ ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের এখানে বলেন—"ইট ওয়াজ এ ন্যাচারাল ব্রিচ" অর্থাৎ স্বাভাবিক কারণে এটা ভেঙে গেছে। তিনি বলেছেন, এমই জন্য ২,৭০০ কিউসেক থেকে আমরা জল কমিয়ে দিয়েছি ২,১৫০ কিউসেকে। একমাত্র একটি ব্রিচ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, আগস্ট মাসের শেষের দিকে যে ব্রিচ হয়েছিল গলসী থানার কোন জায়গায় —মেন ক্যানেলে—সেটার সম্বন্ধে বলেছেন, "এটা কাটা", এটা "ন্যাচারাল" নয়। তার জন্য পরে আবার ৫ হাজার কিউসেক হতে জল অনেক কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানে যখন ব্রিচ বন্ধ করা হয় ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট সকলের সহযোগিতা নিয়েই করেছেন। তিনি বলেননি বুঝিয়ে—এটা বন্ধ করা সম্ভব নয়। অজয়বাবু আমাদের আইনের ভয় দেখাচ্ছেন। এটা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট করেন নি। আমি চাই, মাননীয় অজয়বাবু এর প্রতিবাদ করুন যে আমি যা বলেছি তা ঠিক নয়। অর্থাৎ সব সময় জলের লেভেল কম থেকেছে, এবং সব সময় সেচের জল সরবরাহ কম থেকেছে এবং প্রাকৃতিক কারণে ভাঙ্গন অনেক বেশি হয়েছে, যার ফলে জল আরো অনেক কমেছে। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এ বছর আষাঢ় মাসে ভাল বৃষ্টি হল না। শ্রাবণের মাঝামাঝি কিছু বৃষ্টি হয়, তাও শীঘ্র সে বৃষ্টির জল শুকিয়ে যায়। আষাঢ়ে বৃষ্টি নাই, অথচ লোক চোখের সামনে দেখছে ক্যানেলে জল থাকলেও মাঠ ফেটে যাচ্ছে, এই অবস্থায় কৃষক পাগল হয়ে ঘুরে বেড়ায়, তারা পিছনের দিকে তাকায় না, সে যদি জলের জন্য বাঁধ কাটে, তাহলে কি তার প্রতিকার পাইকারী হারে জরিমানা এবং ট্যাক্স ধরা? ১১ই জুলাই প্রাকৃতিক কারণে বাঁধ ভাঙে, আর আগস্টের শেষে কৃষকরা পাগল হয়ে জলের অভাবে বাঁধ কাটে এবং তা বন্ধ করাও হয়েছিল। তারা যখন জলের জন্য পাগল হয়ে ছুটেছিল তখন অজয়বাবু ক'বার সেখানে গিয়েছিলেন? বর্ধমান জেলায় যদি ধান মরে ডি ভি সির জল থাকা সত্ত্বেও—তাহলে তার প্রতিকার কি হতে পারে তা দেখার জন্য অজয়বাবু ক'বার ছুটেছিলেন? আমি বলি প্রতিকারের পথ দুটো—(১) ডি ভি সির সঙ্গে ব্যবস্থা করে জল নিয়মিতভাবে দেওয়া, আর (২) জনসাধারণের কো-অপারেশন নেওয়া, তাদের বোঝান যে এ রকম কেউ করো না। তার মানে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এবং বর্ধমানের এস ডি ও যে পথ নিয়েছিলেন তাই। দলমত নির্বিশেষে সকলের সহযোগিতা নিয়ে কাজ করাই সর্বপ্রধান কাজ।

মাননীয় স্পীকার মহাশয়! আমি আবার বলব—যদি কৃষকদের কোন অপরাধের জন্য তাদের এই রকম চরম শাস্তি দেওয়া হয়, তাহলে কৃষকের ধান যখন নষ্ট হয়, মাঠ যখন ফাটে, তখন কেন অজয় মুখার্জি মহাশয়ের ডিপার্টমেন্টাল হেডদের শাস্তি দেওয়া হবে না? আমরা মনে করেছিলাম অজয়বাবু একটা এ্যামেন্ডমেন্ট আনবেন ১এ যা এনেছেন, তা না এনে তার স্থলে ১বি আনবেন যে—যদি সরকারের ত্রুটির জন্য, ক্যানেল কর্তৃপক্ষের ত্রুটির জন্য কোন জমির ধান মরে বা ডুবে যায়, তাহলে কৃষককে কম্পেনসেশন দেওয়া হবে এবং সেই সমস্ত অফিসারের শাস্তিবিধান করা হবে। অজয়বাবু তা আনলেন না। তার শাস্তির বহর সম্বন্ধে বিশ্বিবাবু ভাল করে বলেছেন, আমি আর সে সব বলব না। কোন বাঁধ স্বাভাবিকভাবে ভেঙেছিল, না কেউ কেটে দিয়েছিল—এ বিচার করবে কে? ক্যানাল কর্তৃপক্ষ যা রিপোর্ট করবেন তাই হবে? মন্ত্রী হয়ে অজয়বাবু যদি বাড়াবাড়ি করতে ও অসত্য কথা বলতে পারেন তাহলে তাঁর ডিপার্টমেন্টের সাধারণ অফিসাররা কি বলবেন তা সহজে আন্দাজ করতে পারেন। তার পরে শাস্তি এ রকম ঢালাওভাবে পাইকারীহারে দেওয়া উচিত নয়। কেন না আমরা কি করে বুঝব যে রাত্রিতে কে বাঁধ কেটে গেল? এমন কি কেউ দেখলেও তার প্রমাণ পাবে না। বাঁধ কাটা জল সাধারণভাবে ঢালু যে দিকের জায়গা সেইদিকেই চলে যাবে। তার জন্য সকলকে শাস্তি দেওয়া যায় না। কিন্তু স্পষ্টভাবে আইনে লেখা আছে যে সবাইকে ডেকে এনে প্রত্যেককে একর প্রতি ১২৫ টাকা থেকে ৯৫০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা হবে।

মাননীয় স্পীকার মহাশয়! এ বিষয়ে কার সঙ্গে তুলনা করা যায়? এ এক অদ্ভুত ব্যবস্থা। ইংরাজের আমলে পিটুনী ট্যাক্স ধার্য করা হত। শুধু সেই পিটুনী ট্যাক্স 'এ্যানার্কিস্ট'দের সময় করা হত। আর আজ পরিপূর্ণ শান্তির সময়—সমস্ত কৃষকের উপর তা করা হচ্ছে।

আমি শুধু অল্প একটি আবেদন করব—আমার অন্য ধারার সম্বন্ধে নতুন বলার নাই। আমি বলব প্রথম জল ছাড়ার সময় ১লা জুলাই না কোরে ১৫ই জুন করুন। তার পরে জল ছাড়লে চাষীরা সময়মত জল পাবে না।

আমি শেষকালে সকলের কাছে বিশেষতঃ কংগ্রেস বেঞ্চের সদস্যদের কাছে আবেদন কোরব, আপনাদের সঙ্গে আমাদের মতের পার্থক্য থাকতে পারে কিন্তু যেটা ন্যায় বিচার মনে করেন তার জন্য চেষ্টা করুন। গত ১৮।২০ বছর ধরে ত এ রকম বাঁধ কাটা হয় নি। তাই এটাকে কেন স্থায়ী অভিযোগ হিসাবে ধরছেন? কেন স্থায়ী 'পেনাল্টি' করছেন? ভি ভি সির কাজ এত এগুনো সত্ত্বেও যদি জল লোকে না পায়, এক বছর বৃষ্টি না হলে লোকে বাঁধ কাটলে পরের বছর পর্যন্ত দেখুন। আপনারা ভি ভি সির কাজকে একটা কলঙ্কজনক কাজে পরিণত করতে যাচ্ছেন। এই সব কারণে আমি বলব যে এই ৯(ক) ধারায় যে সুপারিশ এসেছে সেই সুপারিশ এই হাউস থেকে বাতিল করা উচিত; এই ধারা যোগ দেওয়া অত্যন্ত অন্যায় হবে।

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I would like to say a few words regarding the new Clause 9A which has been introduced by the Legislative Council. I would, first of all, say that this idea of introducing Section 9A has dawned into the mind of the Hon'ble Minister, because he found that during the last rainy season there were such cuts and obstructions in the canal that it necessitated the introduction of this clause within the Bill while it was being discussed in the Legislative Council.

[4-50—5 p.m.]

Sir, I shall first discuss the constitutional aspect of the matter. It has been admitted that it is a Money Bill and being a Money Bill, it should have originated, first of all, in the Legislative Assembly. Sir, I shall draw the attention of the Hon'ble Minister to Article 198(1) of the Constitution: A Money Bill shall not be introduced in a Legislative Council. Though the composite name of the Bill is the West Bengal Irrigation Bill, in different sections thereof there have been impositions of different rates of taxes, different penalties and different fines. Each imposition is itself a Money Bill. So this Bill is a composite one. If you look to the definition of a Money Bill, as contained in Article 199(1) of the Constitution, you will find it says: For the purposes of this Chapter a Bill shall be deemed to be a Money Bill if it contains only provisions dealing with all or any of the following matters, namely—(a) the imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax. So, I would say that the imposition of the penalty is itself a Money Bill and the imposition of the Kharif rate or Rabi rate also is a Money Bill. These different impositions should each be treated as a Money Bill. So, its introduction should have originated in this Assembly and not in the Council. I should say that the Council has abrogated the position of the Assembly in this respect. After this Bill had been passed into an Act, the Hon'ble Minister ought to have brought an amendment to this Act itself. In that case, it would have originated in the Assembly and not in the Council. Therefore, I would say that as it is a Money Bill and as it has originated for the first time in the Council, it is *ultra vires* Article 198(1) of the Constitution.

Secondly, the procedure here is that the onus is on the inhabitants of a locality to prove that they are innocent. Of course, I know that certain Acts are still on the statute book, such as the Police Act of 1861 (Act V of 1861), which contemplates the imposition of collective fines, where the onus of proof has been shifted on to the accused person. Now, this procedure, I would say, has been totally abrogated by Article 20 of the Constitution which says: "No person shall be convicted of any offence except for violation of a law in force at the time of the commission of the act". So, in order to punish a man under the provisions of any Act which may be

existing or which may be passed hereafter, the first thing to remember is that he cannot be convicted of any offence except for violation of some law in force. This implies that the man must have committed something, he must have violated some law by his commission of something. Something may have been committed may be by him or may not be by him, but he cannot be penalised for that unless he has violated some law in force.

Sir, in this connection I would also draw the attention of the Hon'ble Minister to Article 13(2) of the Constitution which says: The State shall not make any law......

Mr. Speaker: What about omissions?

Sj. Basanta Kumar Panda: About omissions this Article is silent.

Mr. Speaker: He can be convicted for omissions also.

Sj. Basanta Kumar Panda: Of course. The legality of these things may be hereafter considered in appropriate cases and in those cases the point may arise whether those Acts which are still on the statute-book are *intra vires* of the Constitution.

Mr. Speaker: Regarding the burden of proof, the proper reading of the statute is that initially it is on the prosecution. Virtually the Indian Evidence Act is being introduced and the initial burden remains exactly where it should be

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, clause 9A of the Bill provides "If any obstruction is put in any channel referred to in section 9 or other canal or any cut is made on the bank thereof". Here there is no mention of any person. If any obstruction is put, then the collector would take measures for removing it or for closing the cut. Secondly, "without prejudice to the provisions of section 7, impose a penalty, when the obstruction is put or the cut is made, on the persons assessed to water rate under section 7 who are owners or occupiers of the lands irrigated by water so diverted, after giving them an opportunity of showing cause against the imposition of such penalty: Provided that no such penalty shall be imposed on any person who proves to the satisfaction of the Collector that such obstruction was put or such cut was made without his knowledge or consent". So from the clause you see that the Collector asks for explanation from the person to show cause why penalty should not be imposed. If he is satisfied that the man is innocent he will be let loose. That is the position. So from the very beginning the Act provides that a man is presumed—the inhabitant of the locality will be presumed to be at fault and thereafter he has to prove his innocence. That is the proviso. I would say, Sir, that article 20 of the Constitution is against such procedure or against such law. Besides article 20 there is no other article in the Constitution which gives power to adopt such a procedure. Article 20 says, "No person shall be convicted of any offence except for violation of a law in force at the time of the commission of the act charged as an offence, nor be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of the commission of the offence". Article 20 only speaks of commission. There are two other articles, articles 21 and 22. They are not relevant. Then Article 13 of the Constitution, sub-article (2), says "The State shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by this Part and any law made in contravention of this clause shall, to the extent of the contravention, be void." Article 20 is in this Part of the Constitution. I have stated the Constitutional position.

[5—5-30 p.m.]

Then I would say that the purpose of this Act could be served by an existing Act, i.e., the Police Act of 1861. There, in section 14, there is provision for all such contingencies. Sir, if you look to this section, it says......

[At this stage the House was adjourned till 5-30 p.m.]

[After adjournment.]

[5-30—5-40 p.m.]

Mr. Speaker: Mr. Panda, I must finish this Bill today, and I hope honourable members will co-operate with me.

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I have already promised my co-operation.

As I have already said, I am at one with the Honourable Minister when he says that these are public properties. These canals have been excavated at huge public cost. I am also at one with him when he says that these properties are to be protected by all means. But about the panacea which he has prescribed, I hold a different view. I have already made my submission about the constitutional position. Now, I will draw attention of the Honourable Minister that without taking recourse to this legislation he could have availed himself of the existing provisions of law. These are provided in the Police Act, Act V of 1861. Section 14 of this Act says, "whenever any railway, canal or other public works or any manufacturing or commercial concern......

Mr. Speaker: Do you expect to get better justice out of this Act?

Sj. Basanta Kumar Panda: I don't but my point is why are you not taking recourse to an existing law? There is a provision in this Bill which I don't like. As the constitutionality of this thing has not yet been decided in any court, so long as it is not repealed or declared to be unconstitutional you can avail yourself of this. Here, there is a provision for the protection of railways or canals or any other thing. There, if the Inspector-General of Police, after getting permission of the State Government, requires that certain additional courses......

Mr. Speaker: Do you think the Railway Protection Police is functioning well? Do you want these people to function in the same way?

Sj. Basanta Kumar Panda: The functioning of a thing and legislation are quite different things. We can make laws.

Mr. Speaker: You criticise the Police Act, and yet you want to take cover under that Act. In the present Bill, the only point is severity; nothing more. Our Police-man's brother may be the Canal Officer or his younger brother will be something else, or his brother-in-law for the matter of that. They are all one and the same. If they are determined to be unjust and unfair, they will be in spite of you and me.

Sj. Basanta Kumar Panda: That is so, Sir. But legislation is something different from its application.

Mr. Speaker: I yet believe that legislation should be on the stronger side. I will tell you a story. I was reading the biography of Bamfylde Fuller, Governor of East Bengal, who was despised by us all Indians. Bamfylde Fuller was a *chokra* Magistrate in the Central Provinces and each time the dacoits were arrested and tried they used to be got off somehow.

Bamfylde Fuller once took it into his head to prosecute all those dacoits under the Juvenile Offenders Act and had them soundly whipped. So they appealed to the Nagpur High Court and the Nagpur Judges said that this young Assistant Magistrate had not the remotest idea of criminal law. He was sitting in a camp reading a little of criminal law, whereas a letter of congratulation came from the Executive Government for what he had done. Legislation does not carry you further. If the people are not minded to preserve the canal, legislation would not help them, but without legislation we cannot do. This is a country where you have yet to stick a poster on the wall not to commit any nuisance. I think it is unique in the world but there it is.

Sj. Basanta Kumar Panda: In an under-developed country so long as social virtue and social utility are not realised by all persons, the burden on the legislators is very great. They must be careful to make such laws and in their application they must be so vigilant that the officers concerned are not out of the track. Therefore I would say in this country of ours we must be very much careful about legislation and we must be always watchful about its application. Of course, as regards watchfulness, it is the duty and function of the Hon'ble Ministers and it is our function to make the law as far as possible perfect so that we may not be blamed in future that we have not pointed out these things to the Hon'ble Minister and that some loopholes have been kept therein.

The Hon'ble Minister was very much anxious and said that it is very difficult to work these canals if the public are so callous about their duty. I am one with him. It is a valuable property and it must be protected by all means. Therefore I would say that if people are not dutiful he may take recourse to Police Act and thereby enforce more stringent measures on these miscreants but my objection is when you make all the people who are living in the neighbourhood liable for it and lay the onus of proof on them. You take all methods of detecting the real culprits and punish them as severely as you like. In this connection I would not have been surprised and I would have supported the Hon'ble Minister if he brought in a legislation in line with section 126 of the Railways Act. There is a provision in the Railways Act in section 126 to this effect: If anybody tries to tamper with the railway track or actually spoils the rail track or tries any means or adopts any method by which a train is destroyed or may be destroyed then he may be punished with transportation for life. If for the purpose of protecting the canal or for the purpose of stopping the supply of waeer to the community the Hon'ble Minister had brought such a legislation here that the miscreants will be punished even with transportation for life I would have supported him. Here I am opposing the method of his approach. He approaches in a circuitous way by which innocent persons may be brought to book. I will quote one example for his reference. Suppose a miscreant in some other village or in some other locality takes it into his head to put the local people or the owners of the adjoining land in trouble and at dead of night makes a breach with regard to a bank or puts in an obstruction. He escapes because he has no land in the locality and he is not liable to any imposition either as owner or as occupier but by his misdeeds he will make the people of the locality liable. The people of the locality would be served with notice and they will have to prove that they are not guilty. Therefore, you see what is the implication involved in this legislation.

[5-40—5-50 p.m.]

I would, therefore, say that without taking recourse to the method of making all the people liable you will take any method which is in your hand to detect the individual or the individuals concerned, punish them

as severely as you like, and you shall have our support. But so long as you make the innocent people liable I am to oppose this clause—Clause 9A of the Bill.

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই বিলে ৯(এ) একটি নতুন ধারা সংযোজিত করে আনা হয়েছে। আমার প্রথম বক্তব্য যে শাস্তির বিধান করা হয়েছে কাটার জন্য এবং বাঁধতে কোন বাধা সৃষ্টির জন্য তার কোন প্রয়োজন নেই। এটা করা হয়েছে সম্পূর্ণ একটা ভুল ধারনার ভিত্তিতে। তাঁর বক্তব্য রাখতে গিয়ে মাননীয় সেচমন্ত্রী এইটে বলবার চেষ্টা করেছেন যে তাদের এবছর বর্ধমান জেলায় ডি ভি সির জল সরবরাহের ব্যাপারে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তা থেকে নাকি এরকম একটা ধারা সংযোজন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন। সেটা কিন্তু সম্পূর্ণ ভুল; কারণ, একটা জিনিস খুব ভাল করে চিন্তা করার প্রয়োজন সেটা হচ্ছে এই যে মাননীয় সদস্য শ্রী কোনার এখানে বলার চেষ্টা করেছেন যে গত ২২ বছর ধরে ১৯৩৬ সাল থেকে ডি ভি সি ক্যানেল প্রায় দুই লক্ষ একর জমিতে জল সরবরাহ করেছে তা সত্ত্বেও সেখানে এরকম একটা ব্যাপক কাটাকাটির প্রশ্ন কোনদিন উঠেনি বা বাধা সৃষ্টির প্রশ্ন ওঠেনি। আমি ভাল করে অনুসন্ধান করে যা দেখেছি তা হচ্ছে এই যে যখন ডি ভি সি কর্তৃপক্ষের গলদ ধরা পড়েছে, যখন আজকে দেশবাসীর মনের সামনে প্রকাণ্ড একটা প্রশ্ন জেগেছে যে ১১৭ কোটি টাকার মতন ইতিমধ্যে খরচ করেছেন অথচ এত ত্রুটি এর মধ্যে রয়েছে কেন- এই সব ত্রুটির দিকে যখন দেশবাসীর নজর পড়েছে তখন তাঁরা তাদের দোষ ঢাকবার জন্য অত্যন্ত অন্যায়ভাবে, অসত্যভাবে জনসাধারণের ঘাড়ে তাদের নিজেদের দোষত্রুটি চাপিয়ে দিচ্ছেন যার কোনই প্রয়োজন ছিল না। প্রথমতঃ এখানে দুটি প্রশ্ন—কাটা এবং সেখানে বাধা সৃষ্টি করে জল সরবরাহ করবার যে ব্যবস্থা এ দুটিরই ডি ভি সি নিজের যে পরিষদ সেই পরিষদের কাছ থেকে জবাব মেলে। ডি ভি সি এবছর জল সময়মত ছাড়তে পারেন নি, বেশি পরিমাণে জল দিতে পারেন নি। মন্ত্রী মহাশয় জবাব দিতে গিয়ে বলেছেন নোতুন যে সমস্ত বাঁধ সেগুলি কাটার ফলে মাটি এখনও সেটল্ করে নি, সেজন্যে যখন দুর্গাপুর থেকে জল দিতে হয়েছে তখন সেটা ধীরে ধীরে পরীক্ষামূলকভাবে দিতে হয়েছে। তাঁরাই স্বীকার করেছেন যে তাঁদের বাঁধ সেটল্ করে নি। একটি তথ্য শ্রী কোনার ভুলে ধরে এখানে বলতে চেয়েছেন যে জুলাই মাসে যে কয়েকটি বাঁধ ভেঙে যায় সেগুলি কারও কাটার জন্য নয়, সেগুলি ভাতে বাঁধ সেটল্ না করার জন্য জল ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে যায়। একটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে যে, যখন এই বাঁধগুলি থেকে মেন ক্যানেল এবং বড় বড় যেমন পানাগড় ব্রাঞ্চ ক্যানেল বা দুর্গাপুর ব্রাঞ্চ ক্যানেল প্রভৃতি যা আছে সেখান থেকে জল সরবরাহ করা হয় কতকগুলি আউটলেট্ চ্যানেলের ভিতর দিয়ে সেখানে শেষ পর্যন্ত যখন দশ হাজার কিউসেক জল ধরা হবে এবং জল ধরা হবার পর যে জায়গায় আউটলেট ক্যানেলগুলি রাখা দরকার ঠিক সেই জায়গায় আছে। আউটলেট্ চ্যানেলগুলি যা সেগুলি ফ্লেক্সিবল্ নয়। বছর বছর যেমন জলের পরিমাণ ডি ভি সি বাড়িয়ে যাবে আউটলেট্ চ্যানেলগুলি তেমনি আস্তে আস্তে উচ্চ হতে উচ্চতর পর্যায়ে লাগান হবে। কিন্তু সকলে চোখে যা দেখেছেন, সকলের যা অভিজ্ঞতা আছে তা হচ্ছে এই যে জল সরবরাহ করা জমিতে জল দেওয়ার পরে আউটলেট্ চ্যানেলগুলি মেন চ্যানেলের সঙ্গে যা দেওয়া হয়েছে সেগুলির চেয় নীচে দিয়ে চ্যানেলের জল যাচ্ছে। অবস্থা তো দেখতে পাচ্ছেন, ক্যানেলের ভিতর দিয়ে যে জল যাচ্ছে সেই জলের যেটা উচ্চতা সেটা এমন নয় যেটা আউটলেট্ চ্যানেলের ভিতর দিয়ে যেতে পারে। সেজন্যে বাধা হয়ে জলের উচ্চতা সৃষ্টি করে আউটলেটের ভিতর দিয়ে সেটা নিতে হয়। এমন অনেক জায়গা আমি জানি এরকম ঘটনা ঘটবার পর স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষ, জেলা কর্তৃপক্ষ সেখানে গিয়েছেন, সব জিনিস লক্ষ্য করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত বুঝেছেন যে সেই অবস্থায় বর্তমান ফসল রক্ষা করতে গেলে এই সাময়িক ব্যবস্থা করা সঙ্গত হয়েছে। স্থানীয় কৃষক তাঁরা বাধ্য হয়েছে কাটতে এবং সেই কাটা রাখতে কর্তৃপক্ষ অনেক জায়গায় সম্মত হয়েছেন। কিছু কিছু জায়গায় হয়ত দুই-তিন জায়গায় কাটা হয়েছে যেখানে নীচের লোকের পক্ষে একটা অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু সেই কাটার একমাত্র প্রধান কারণ এ বছর যখন বৃষ্টি অনেক কম পরিমাণে হয়েছে, যখন লোক দেখছে চাষ করে তাদের ফসল নষ্ট হচ্ছে অথচ ক্যানেলে জল রয়েছে কিন্তু সেই জল জমিতে যাবার উচ্চতা নেই সেখানে কৃষকরা বাধ্য হয়ে কেটেছে। যেখানে এই অবস্থা সেখানে রাজ্য সরকারের দরকার

ছিল এই ত্রুটির ব্যাপারে ডি ভি সি কর্তৃপক্ষকে চেপে ধরা—ডি ভি সি কর্তৃপক্ষ যাতে সুষ্ঠুভাবে জল সরবরাহ করতে পারে, সেইভাবে নিশ্চিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল। যখন আগামী দু-এক বছর অনেকখানি পরীক্ষামূলকভাবে এই ব্যবস্থা করতে হচ্ছে তখন এই আর দু-এক বছর দেখে দৃঢ়ভাবে জল সরবরাহ করার প্রয়োজন; তার পরে তা চাষীদের ভিতর কি প্রতিক্রিয়া হয়—সেখানে এরকম ধরনের অবস্থার সৃষ্টি হয় কেন। এগুলি আগে দেখে ব্যবস্থা করা উচিত। এ বছরের অভিজ্ঞতায় যেখানে তারা জানেন যে সুষ্ঠুভাবে জল সরবরাহ করা হয় নি, সেখানে যদি স্থায়ী একটা আইন করতে যান তার অত্যন্ত মারাত্মক পরিণাম হবে। একটা জিনিস মনে রাখতে হবে। এই আইন কার্যকরী করার ভার যাদের হাতে দিচ্ছেন সেই ক্যানেল অঞ্চলের অধিবাসীদিগকে আমি জানি যে ক্যানেলের অনেক নিম্নতম কর্মচারী প্রতি বছর অনেক সময় স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে ঘুষ খেয়ে আন্‌অথরাইজড্‌ জল সরবরাহ করেন। সেজন্য অনেক সময় এই আন্‌অথরাইজড্‌ জল সরবরাহের ব্যাপারে তাঁরাই অপরাধী। এইসব লোকদের হাতে যদি এরকম একটা আইন তুলে দেন তার পরিণাম কত মারাত্মক হতে পারে চিন্তা করে দেখা দরকার। একটা জিনিস দেখুন—১৯৫৬ সালের ব্যাপক বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে যেমন সকল দিক থেকে ডি ভি সির কার্যকারিতা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠেছে তেমনি প্রথম যে বছর এখানে সেচ-ব্যবস্থা হ'ল সে বছর বিশেষ করে অনাবৃষ্টির বছর সেচ দিতে পারে নি কেন সেটা পশ্চিমবাংলার পক্ষে একটা ভয়ানক কথা, কারণ, পশ্চিমবাংলায় যে বছর স্বাভাবিক বৃষ্টি হয় সেবছরও সেচের কম প্রয়োজন হয় না। যে বছর বৃষ্টি হ'ল না, বা কম বৃষ্টি হ'ল সে বছর ডি ভি সির কার্যকারিতা সবচেয়ে বেশি দেখান দরকার। সেটা নিশ্চিত করার ব্যাপারে কি ব্যবস্থা করা হয়েছে? যে সমস্ত ত্রুটি আছে তা দূর করার কি চেষ্টা হয়েছে। রাজ্য সরকার সেদিকে না গিয়ে ডি ভি সির প্রচারের শিকার হয়ে আজ তাঁরা জনসাধারণের উপর পীড়নমূলক পাইকারী জরিমানার ব্যবস্থা করতে গেলেন। তা ছাড়া আর একটা জিনিস দেখা গিয়েছে যা হ'ল এই যে রাজ্য সরকারকে ডি ভি সি প্রতারিত করেছে। আজকে অনেকে হয়ত হিসাব জানেন না। আপনি বলেছেন যে ৪½ লক্ষ একর, কয়েকদিন আগে ডি ভি সির চেয়ারম্যান মিঃ সিংহ বলেছেন তিনি একটু বাড়িয়ে বলেছেন ৪ লক্ষ ৮৮ হাজার একর জমিতে নাকি তাঁরা জল দিয়েছেন।

[5-50—6 p.m.]

এক কিউসেক জলেতে প্রায় ১০ একর জমিতে সেচ ব্যবস্থা হয়, তাহলে যদি আপনার ৪½ লক্ষ একরে জল দিতে হয় তাহলে আপনাকে ৫ হাজার কিউসেক জল ছাড়তে হয়। এটা আপনাদের ডিপার্টমেন্টের হিসাব। আপনার, জুলাই, আগস্ট মাসের প্রতিটি দিন কিভাবে জল ছাড়া হয়েছে তার হিসাব। আজকে নতুন করে তাঁরা অঙ্ক বুঝোবার চেষ্টা করছেন যে তা নয়, আমরা এটাকে সাপ্লিমেন্ট করবো। বৃষ্টিতে এত ইঞ্চি জল দেবে এবং বাকী আমরা এই দেবো, এই রকম ভাবে একটা ভুল বুঝোবার চেষ্টা করা হচ্ছে। এটা মোটেই ঠিক নয়। তাই আজকে যে জল দেওয়া হচ্ছে সেটা ঠিক সময়ে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে দেওয়া হচ্ছে কি না তা যখন এই বিল এসেছিল তখন এর উপর আমরা খুব জোর দিয়েছিলাম যে, যে চাষীদের কাছ থেকে আপনারা কর নেবেন তাদের ঠিক সময়ে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থাৎ প্রয়োজনীয় জল দেবার দায়িত্ব যদি আপনারা না নিয়ে যে কোন সময়ে অপর্যাপ্ত জল দিয়ে কর নেবেন এর কোন অর্থ হয় না। আজকে প্রধান কথা ছিল যে যদি গত বৎসরের কোন অভিজ্ঞতা থাকে তা হচ্ছে এই যে বর্তমান সেচ ব্যবস্থা অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ, সেই অভিজ্ঞতা হচ্ছে এই, যে সেই সেচ ব্যবস্থার ত্রুটিগুলি এখনই দূর করতে হবে, সেখানকার অভিজ্ঞতা হচ্ছে এই যে সেখানে যথোচিত পূর্ণভাবে ঐ ১০ হাজার কিউসেক জল ছাড়তে পারেন যাতে সময়মত শেষপ্রান্ত পর্যন্ত জল গিয়ে পৌঁছাতে পারে যাতে সব সময়ে জলের সরবরাহ ঠিক রাখতে পারেন তা করা চাই। এবং ডি ভি সির চেয়ারম্যান মিঃ সিনহা যে কথা বলেছেন তাও খুব উদ্বেগের কথা। আমি গতবার আলোচনার সময় বলেছিলাম ঐ দুর্গাপুর প্ল্যান্টে জল সরবরাহের কথা। আপনি সেটা এড়িয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু আজ তাঁরা স্বীকার করছেন যে বিভিন্ন শিল্প অঞ্চলে জল সরবরাহের দায়িত্ব ডি ভি সি কর্তৃপক্ষ নিয়েছেন তাতে তারা ঠিকভাবে সেচের জল দিতে পারবেন কি না বিশেষ করে রবিশস্যের বেলাতে সে বিষয় বিশেষ তাদের সন্দেহ আছে। সেইজন্য সেখানে প্রধান কথা হচ্ছে যে অন্ততঃ পক্ষে আগামী ২।৩ বৎসর কোন রকম পীড়নমূলক আইন আনার আগে সরকারের প্রথম এবং

প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে এই যে তারা সময়ে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে জল সরবরাহ করার ব্যবস্থা নিশ্চিত করুন। তা না করার আগে এই রকম একটা পৈশাচিক মনোভাব নিয়ে সরকারের উল্লসিত হবার কোন অধিকার নেই। এই রকমভাবে সারা দেশবাসীকে একটা ক্রিমিন্যাল পর্যায়ে ফেলার কোন অধিকার তাদের নেই। যদি ২২ বৎসর এই রকম কোন আইন না থাকা সত্ত্বেও বর্ধমান ক্যানেলে জল সরবরাহ করা সম্ভব হয়ে থাকে, সেখানকার অধিবাসীরা যদি কোন রকম ট্যাম্পারিং না করে থাকে, তাহলে পর আজ ২২ বৎসর পর ডি ভি সি কর্তৃপক্ষের জল সরবরাহের সময় প্রথম এবং প্রধান প্রশ্ন মনে হওয়া উচিত যে নিশ্চয়ই কোন গুরুতর গলদ হয়েছে যে গলদের জন্য ২২ বৎসর ঐ অঞ্চলের লোকেরা কোন রকম ট্যাম্পারিং না করে জল নিয়েছে তারা আজকে কেন, কোন কারণে বাধ্য হয় এই রকম ট্যাম্পারিংএর প্রতি যেতে। এখানে আপনাদের অবগতির জন্য বলতে চাই যে সেখানে সত্যিই যে গুরুতর গলদ রয়েছে তা আমি অনুসন্ধান করে দেখেছি জল সর্বত্র ঐ রকম অবস্থায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি গত ৩রা জুলাই তারিখে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে, সেখানে ডি ভি সি কর্তৃপক্ষও ছিলেন এবং অন্যান্য প্রতিনিধিরাও ছিলেন সেখানে আমি নির্দিষ্ট কতকগুলি প্রশ্ন রেখেছিলাম এবং আমার প্রত্যেকটি প্রশ্নের জবাবে তাদের মাথা হেট করে স্বীকার করতে হয়েছিল যে সেই ত্রুটি সেখানে রয়েছে। কাজেই সেই ত্রুটি আগে আপনারা সংশোধন করবার চেষ্টা করুন তারপর এই রকম ব্যবস্থা করুন। না হলে পর ২২ বৎসর যদি জল দেওয়া হয়ে থাকে সুষ্ঠুভাবে এই রকম ধারা না থাকা সত্ত্বেও তাহলে এর পরেও তা হতে পারবে। এই ব্যাপারে যেটা আমার বিশেষ করে বলা দরকার যা 'যুগান্তর' এবং অন্যান্য সংবাদ-পত্রেও বেরিয়েছে, আপনারা দেখেছেন, সকলের কাছেই এই প্রশ্ন বড় হয়ে উঠেছে। অবশ্য এরা বলছেন যে সামনের বৎসরে প্রায় ১০½ লক্ষ একরে আমরা জল দিতে পারবো, যদি তা হয় তাহলে প্রথমে সেইটা আগে চেষ্টা করুন এবং সুষ্ঠুভাবে এক বৎসর জল দিন, দিয়ে তার প্রতিক্রিয়াটা দেখুন, তার পর প্রয়োজন হলে এজিনিসটা নিয়ে আসবেন। তা না করে কেন এত তাড়াতাড়ি, কার প্ররোচনায় এটা আনবার প্রয়োজন হল। এটা মোটেই হওয়া উচিত নয়। এবং সেই দিক থেকে রাজ্য সরকারের কাছে আমার বিশেষ অনুরোধ যে আপনারা অন্ততঃপক্ষে প্রথম ডি ভি সির কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে জল সরবরাহের দায়িত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে নিন। চাষীকে জল সরবরাহ করা প্রয়োজন সময়ে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে, তার পরে যদি দু' বছর দেখেন—না এ রকম হওয়া সত্ত্বেও কোন রকম ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে তবে সে ব্যাপার নিয়ে আলোচনা হবে এবং সে আলোচনার পরে তবে ব্যবস্থা করা দরকার। কিন্তু এখন একটা অভিজ্ঞতা হয়েছে, ডি ভি সির যে অভিজ্ঞতা—তাতে এখন যেটা করণীয় সেটা হল এই ডি ভি সির গলদ দূর করা রাজ্য-সরকারের। এবং এটা অত্যন্ত গূঢ় পরিহাস যে যখন চাষীর জলের প্রয়োজন তখন বললেন আকাশে বৃষ্টি নাই, জল দিতে পারব না। তার পর যখন ফসল তৈরী হয়ে গেছে তখন পাকাধানে জল ছেড়ে দিয়ে পরিহাস সৃষ্টি করছেন। রাণ্ডিয়ায় জল ছাড়লে কোথায় গিয়ে পড়বে জানা নাই এমন কি কাছে ম্যাপ পর্যন্ত নাই। জল ছাড়লে এর পরিণাম কি হবে? এইভাবে দু-এক জায়গায় নয়, ব্যবস্থা এখন যা তাতে এ ধরণের ব্যবস্থা অত্যন্ত অন্যায় এবং আপনার উচিত আজকে এই ধরণের ত্রুটিগুলি দূর করার চেষ্টা করা এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থা নিয়ে জনসাধারণের সামনে হাজির হওয়া, তার পরে কোন ব্যবস্থার কথা নেবেন।

Sj. Monoranjan Hazra:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মাননীয় অজয়বাবু আজকে বিলের যে অংশ এখানে আমাদের কাছে উপস্থাপিত করেছেন সে সম্পর্কে গতকাল তিনি যখন বক্তৃতা করছিলেন তখন আমি বিশেষ মনোযোগ সহকারে শুনেছি, তার মধ্যে একটা কথা খুব মনে লাগল। সেটা হচ্ছে আমাদের কৃষকেরা নাকি জোর করে বাঁধ কাটে, আমাদের কৃষকেরা নাকি জলের জন্য 'অবস্ট্রাকশন' সৃষ্টি করে এবং এই রকম তার নিদারুণ অভিজ্ঞতা হয়েছে যার জন্য আইনে এই ধারাটা প্রবর্তন করতে হচ্ছে। আমার কথা হচ্ছে, এই যে এটা [illegible] কৃষকদের বিরুদ্ধে এই যে সরকারের বিমাতা-সুলভ মনোভাব কৃষকদের সম্পর্কে আছে তার এর ভিতর একটা প্রকাশ হল। এই বছর শুধু না তাঁর কথায় মনে হল থেকে যেন আমাদের দেশে এটা চলে এসেছে এটাই তিনি দেখাতে চেয়েছেন, তার জন্য এই বিলের সম্পর্কে তিনি এ বছরের কথাটাই বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। বিভিন্ন সদস্যরা এখানে বক্তব্য রেখেছেন, আমি তার উপর শুধু একটা কথা বলতে চাই যে এই বছর

যে অভিজ্ঞতা তিনি লাভ করেছেন তিনি বলেছেন সে অভিজ্ঞতা অত্যন্ত মিথ্যা, অত্যন্ত ভুয়া এবং সেই অভিজ্ঞতা ভিত্তিহীন। তা না হলে যে বছর বৃষ্টি হয়েছে খুব পরে এবং বৃষ্টি কম পেয়েছে সেই অভিজ্ঞতা লাভ করলেন কোন দিক থেকে সেটা যদি বলতে পারতেন তাহলে বুঝতাম যে তার কথার মধ্যে বাস্তব কোন ভিত্তি আছে। এ বছর জলের অত্যন্ত চাহিদা, চাষ যখন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তখন মানুষের পক্ষে জল সংগ্রহ করার চেষ্টা করা স্বাভাবিক একথা নিশ্চিত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দেখতে হবে যে বৃষ্টি অভাবের সময় বিনয়বাবু রেখেছেন সেসবের আমি পুনরোক্তি করতে চাই না। তিনি দেখিয়েছেন ডি ভি সির ডিক্টেটর্‌শিপ—বিবেচনা করে আজকে পরিষ্কারভাবে তার বক্তব্য যদি তিনি রাখতেন তাহলে তার এই অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বুঝতাম।

[6—6-10 p.m.]

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় একটা কথা বলেছেন যে তাঁরা ধরতে পারেন নি কারা এরকম করেছে; সেইজন্যই যার জমিতে জল গড়িয়ে যাবে তাকে দায়ী করা হবে—এই যে ব্যাপারটা এ অত্যন্ত হাস্যকর। আপনারা ধরতে পারেন নি যে দোষী তাকে, ধরছেন যার জমিতে জল গড়িয়ে গেছে—এই কি বিচার? সঙ্গে সঙ্গে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন—আমাদের পুলিশ গিয়ে দেখতে পায় না। কিন্তু আইনের বিধান এ নয় যে যাকে শাস্তি দেওয়া দরকার তাকে শাস্তি দিতে পারছেন না সেই জন্য যার জমিতে জল গেছে তাকেই সাজা দেবেন। এই বিধানটা হচ্ছে কংগ্রেসের একটা রাজনৈতিক চাল। আবার যখন নির্বাচন আসবে তখন আবার এই বিলের মাধ্যমে দলীয় রাজনীতি করবেন—এই অভিসন্ধিই এই বিলটির মধ্যে সুস্পষ্ট, এই কথা বলেই আজকে আমি বক্তব্য শেষ করলাম।

Sj. Pramatha Nath Dhibar:

মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই বিলের ধারায় মাননীয় সেচমন্ত্রী যা পেশ করেছেন, তিনি যে তথ্য আমাদের সামনে রেখেছেন সে তথ্য আমি মনে করি একেবারে অসত্য, বিশ্বাসযোগ্য নয়। তার কারণ হয় প্রকৃত তথ্য তিনি সংগ্রহ করতে পারেন নি, অথবা প্রকৃত তথ্য গোপন করে একটা অসত্য তথ্য আমাদের সামনে রেখেছেন।

Mr. Speaker: You should confine your speech to the recommendation only.

Sj. Pramatha Nath Dhibar:

আমি জানি সেখানে যে ঘটনা ঘটেছিল বিস্তৃতভাবে তার আলোচনা করতে গেলে অনেকক্ষণ লাগবে। আমি সংক্ষেপে বলছি—গলসী থানার চাষিবৃন্দ গত জুলাই থেকে মুখ্যমন্ত্রী এবং সেচমন্ত্রীকে জল সরবরাহ করার জন্য টেলিগ্রাম থেকে আরম্ভ করে মাস্‌ পিটিশন পর্যন্ত দিয়েছিল। আগস্ট মাস পর্যন্ত সে পিটিশনের উপর কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নাই; এমন কি ক্যানেলের ডি ভি সির ইঞ্জিনীয়ার থেকে আরম্ভ করে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তাদের জল দেবার ব্যবস্থা করতে পারেন নি। একটু আগে হরেকৃষ্ণবাবু যে তথ্য পরিবেশন করলেন যে ডি ভি সির পাঁচ হাজার কিউসেক জল দেবার কথা ছিল সে জল তাঁরা সরবরাহ করতে পারেন নাই এবং কোন দিন পারবেন বলে মনে হয় না। ডি ভি সিতে একই সঙ্গে নেভিগেশন ও ইরিগেশন করার কথা আছে কিন্তু আমার ধারণা যদি নেভিগেশন চালু করেন তবে ইরিগেশন সম্ভব নয়। এবং সম্ভব হবে না তাতে সন্দেহ নাই। কারণ একথা ডি ভি সির চেয়ারম্যান স্বীকার করেছেন। আর এবারে দেখা গেল যখন বৃষ্টি হয় নাই ডি ভি সি থেকে বলা হল—আমরা এখান থেকে জল সাপ্লাই করতে পারছি নে। এবং দেখা যাচ্ছে যদি বৃষ্টি একেবারেই না হয় তাহলে চাষীদের যে জলের জন্য দারুণ দুর্ভোগ ভুগতে হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এবারে জল সাপ্লাই অতি কম, সেইজন্য সেখানকার চাষীদের বাধ্য হয়ে বাঁধে নানা রকম প্রক্রিয়া করে যে ভাবে নীচের লেভেল থেকে জল তুলে চাষের জল সাপ্লাই করতে হয়েছে, তাতে ডি ভি সির লেন ক্যানেলের কথা উনি ত বলে গেলেন কিন্তু ডি ভি সির কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দিয়েছিলেন এবার দক্ষিণ অঞ্চলে কোনরূপে জল সরবরাহ করা সম্ভব হবে না। তার পর যে বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী এবং সেচমন্ত্রীকে গলসী থানার চাষীরা টেলিগ্রাম করেছিল তার কোন সদুত্তর পাওয়া যায় নি।

তার পরে ৮ই আগস্ট তারিখে যখন বিধানবাবু আমাকে ডেকে পাঠান তখন বলেন আমি পাম্পের ব্যবস্থা করছি। কিন্তু সে পাম্প ঠিক টাইমে সাপ্লাই করতে না পারায় ২৮এ আগস্ট তারিখে চাষীরা বাঁধ ভাঙতে বাধ্য হয়। যদি তারা তা না করত তাহলে খাদ্যমন্ত্রী গর্ব কোরে যে কথা বলেছেন যে বর্ধমানে ভাল ফসল হয়েছে, তা আদৌ হ'ত না—যদি বাঁধ না ভাঙা হ'ত। আর বাঁধ ভেঙে তারা করেছে কি? আর একটা পাইপ বাজার থেকে কিনে নিজের খরচে সেই পাইপ বসিয়ে তারপর বাঁধ ভাল মেরামত কোরে দিয়ে তারা জল নেবার ব্যবস্থা করেছিল, এবং সেখানকার সুপারিনটেন্ডিং ইঞ্জিনীয়ার সেটার তদন্ত কোরে অনুমোদন কোরে দিয়ে এসেছেন, এবং যতদিন না ঐ অঞ্চলে জল সরবরাহের ব্যবস্থা হয় ততদিন ঐ পাইপ ঐভাবেই থাকবে একথাও তিনি বলে এসেছেন। এইজন্য বলছি মন্ত্রী মহাশয় যে তথ্য সরবরাহ করলেন তা ঠিক নয়। এ বছর ডি ভি সি থেকে জল ঠিকমত সাপ্লাই করা হয় নি; সুতরাং এ বছরের জন্য চাষীদের উপর ট্যাক্স মকুব করা উচিত বলে মনে করি।

একটু আগে মাননীয় সদস্য যে কথা বললেন ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের খাস কামরায় যে মিটিং হয়েছিল সেই মিটিংএ সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনীয়ার যে তথ্য দিয়েছিলেন তার ফিরিস্তী হরেকৃষ্ণবাবু পড়ে শোনালেন। সুতরাং মন্ত্রী মহাশয় যে তথ্য দিচ্ছেন তার আমি বিরোধিতা করি, এবং তাঁকে অনুরোধ করি যদি প্রকৃত তথ্য তিনি এখানে পেশ করেন তাহলে আমরা সুখী হব।

আর একটা কথা বলছি এই আইন পরিচালনা করবার সময় ডি ভি সির যে গলদ এখানে উদ্ঘাটিত এবং স্বীকৃত হয়েছে, এবং ডি ভি সির যে টাকা তছরুপ হয়েছে সেটা কার গাফিলতীতে হয়েছে তার নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন এবং তদন্তের পর যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হবে তাদের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া উচিত ব'লে মনে করি।

Sj. Saroj Roy:

গতকাল সেচমন্ত্রী মহাশয় এই বিল সম্পর্কে যখন আলোচনা করেন তখন তিনি আর্গুমেন্ট হিসাবে দিলেন যে জুডিশিয়াল ডিপার্টমেন্ট থেকে এই রকম আইন দেবার ব্যবস্থা তুলে দিয়ে এক্জিকিউটিভের হাতে দিচ্ছেন—এটা বিশেষ কিছু নতুন নয়। ব্রিটিশ আমলে এই রকম আইন ছিল। তাতে আমাদের ক্ষোভ বিশেষ হয় নাই: তাতে আর একবার প্রমাণ হল যে ব্রিটিশ আমলে যে সমস্ত দায়িত্ব ছিল যোগ্য প্রতিনিধি হিসাবে সেগুলি তিনি চালিয়ে দিচ্ছেন। এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। এই আইনের অত্যন্ত অবাস্তব যে সমস্ত ট্যাক্সেশন তা কৃষকদের উপর নিয়ে এলেন। বর্তমান আকারে যা হচ্ছে তাতে দেখেছি সাধারণভাবে দোফসলা জমিতে ২৭।।০ টাকা খাজনা পড়ছে। ধান জমির ১২।। টাকা, আর রবি ফসলের জমির ১৫ টাকা। এই রকম আইন আনবার উদ্দেশ্য কৃষকদের উপর অত্যাচার করার জন্য। তার পরিণতি হিসাবে দেখছি কৃষকদের উপরে যদি তারা টাকা না দেয় তাহলে অন্য উপায় যে কোন প্রকারে টাকা আদায় করবার যে রীতি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তদের কাছ থেকে মাস্ স্কেলে আদায় করত তারই পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। ঐ রকম আইন করবার এই পরিণতি হওয়া স্বাভাবিক এই কথাই আমরা মনে করি।

[6-10—6-20 p.m.]

আজ আপনারা ব্রুট মেজরিটির জোরে এই আইন পাশ করে নিয়ে যাবেন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু আজ আপনারা যে রেকমেন্ডেশন নিয়ে এসেছেন সেটাকে আমরা সাপোর্ট করতে পারি না। আমরা একটা ভরসা রাখি যে আজ এই ঘরের ভেতর ব্রুট মেজরিটির জোরে এই অন্যায় জিনিস আপনারা কৃষকদের উপর জোর করে চাপাতে পারেন, কিন্তু একদিন জনসাধারণের মেজরিটির জোরে আপনাদের এই কীর্তি নাকচ হবে। কিছুদিন ধরে বিভিন্ন পত্রিকায় দামোদর, ময়ূরাক্ষী সম্বন্ধে যে সমস্ত [illegible]লঙ্কার। বেরুচ্ছে, যে সমস্ত ডিফেক্ট বেরুচ্ছে তাতে আমরা আশা করেছিলাম যে মন্ত্রী মহাশয় তাঁর ডিপার্টমেন্টের এই সমস্ত ব্যাপার সম্বন্ধে একটা কিছু এই হাউসে বলবেন। দামোদর সম্বন্ধে যেসমস্ত কথা বেরুচ্ছে—সে সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার আলোচনা হওয়া দরকার ছিল কিন্তু সেদিক থেকে তাঁর ডিপার্টমেন্টের করাপশন, টাকা তছরুপ ইত্যাদি বন্ধ না করে তিনি কৃষকদের উপর অত্যাচার করতে যাচ্ছেন। আজ এই আইনের দ্বারা যে মাস্ পেনাল্টির ব্যবস্থা

—দ্ধ, হচ্ছে তা আর পূর্বে হয় নি। বিদ্বিমান, বলেছেন যে জওহরলাল এই রকম দোকানিকে বিরুদ্ধে জওহরকে বৃটিশ আমলে সংগ্রাম করেছিলেন। কিন্তু আজ জওহরলালের এই কুকীর্তি আরম্ভ হওয়া দেখে তিনি আশ্চর্য হয়ে গেছেন। এটা তাঁর দোষ বলে আমি মনে করি না। কারণ এই কংগ্রেস সরকার যে নীতি নিয়েছেন সেই নীতি হল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের নীতি। সেজন্য বলব যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ যেভাবে এই দেশ থেকে চলে গিয়েছে সেইভাবে এঁদেরও চলে যেতে হবে। আমরা আশা করি যে তাঁদের এই দুষ্ট বেকারিটির জোর বাংলাদেশের জনসাধারণ নাকচ করবেই।

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই সংশোধনী আনার সময় মন্ত্রী মহাশয় কয়েকটি কথা রেখেছিলেন এই রুলটা নিয়ে আসা সম্বন্ধে। প্রথমে তিনি বল্লেন যে সমস্ত অঞ্চলে সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন করতে হবে যদি কোন জায়গায় বাঁধ ভাঙ্গে অথবা লাঠি চার্জ করে বা টিয়ার গ্যাস ছুঁড়ে তাদের দমন করতে হবে কিন্তু সমস্ত জায়গায় পুলিস মোতায়েন করে বা লাঠি চার্জ করে এটাকে দমন করা যায় না। দ্বিতীয় কারণ তিনি দেখিয়েছিলেন যে যদি আদালতের সাহায্যে এই ব্যবস্থা করতে হয় তাহলে অনেক বছর সময় লেগে যাবে। অতএব তাঁর ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে এই ব্যবস্থা করা ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। আমার কেবল প্রশ্ন এই যে, যে ডিপার্টমেন্টের হাতে তিনি পাইকারী জরিমানা ধার্য করার ভার দিলেন, সেই ডিপার্টমেন্ট পাইকারী জরিমানা ধার্য করার ব্যাপারে কতটা উপযুক্ত এবং তাঁরা কতটা কাজ করবেন তার কোন গ্যারান্টি তিনি দিতে পারেন কি না? কেন না আমরা দেখেছি বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই সমস্ত সেচের ব্যবস্থা যারা করেন তার ভেতর অনেক দুর্নীতি এবং ত্রুটি আছে—কিছু টাকা লেনদেনের মধ্য দিয়ে অনেক সত্যকে তাঁরা মিথ্যায় পরিণত করেন, এই রকম বহু উদাহরণ আমাদের কাছে আছে। কাজেই সেখান থেকে সাধারণ মানুষ যারা অপরাধী নয় তারা যে ন্যায়বিচার পাবে তার গ্যারান্টি কোথায়? তিনি বলেছেন—জনসাধারণের সাক্ষী পাবো না। সাধারণ মানুষ নিজেদের স্বার্থে সাক্ষী দেবে না বা আদালতে যেতে চাইবে না এ একটা আশ্চর্য ব্যাপার। যদি কোন জনস্বার্থবিরোধী কাজ হয় সেখানে জনসাধারণ সাক্ষী দেবে না এই ব্যাপারটা আমি অন্ততঃ বুঝতে পারি না। তাহলে সেখান থেকেই সুরু হোক না কেন, সেই সব অঞ্চলের সাধারণ মানুষকে আগে সচেতন করতে হবে যাতে এরকম কোন অন্যায় কাজ না করে—সেখান থেকেই আরম্ভ হোক না কেন সাজা থেকে সুরু হোল কেন, পাইকারী জরিমানা থেকে সুরু হোল কেন, এটা আমাদের কাছে একটা প্রশ্ন হিসাবে দেখা দিচ্ছে এবং এটা মারাত্মক প্রশ্ন কারণ এই ধরনের পরিকল্পনা বাংলাদেশে আরো হবে এবং তাতে দেখা যাবে যে পাইকারী জরিমানার ব্যবস্থা করে মানুষকে সবকিছু বুঝাতে হবে। তাদের উপর টাক্স করে—অপরাধী তো বটে, যারা অপরাধী নয় তাদের কাছ থেকেও জরিমানা নিয়ে তাদের বুঝাতে হবে যে এটা ভাল কাজ নয়, এটা যে জওহরবাবুর কি ধরনের নীতি তা আমরা বুঝতে পারি না। তাঁদের ডিপার্টমেন্ট আছে, সরকার আছে, জনসাধারণ আছে, অনেক গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান আছে—তাদের সামনে ভালভাবে কাজ করার দিকে মানুষের মতকে এবং মনকে পরিবর্তন করার চেষ্টা হচ্ছে না কেন, পীড়ন দিয়ে সুরু করা হচ্ছে কেন, এটা আমাদের কাছে একটা প্রশ্ন হিসাবে দেখা দিয়েছে এবং এটার জবাব তিনি কি দেবেন জানি না কিন্তু এটা মারাত্মক। এটা শুধু আমাদের কাছেই নয়, সমগ্র দেশবাসীর কাছে একটা প্রশ্ন হিসাবে দেখা দিয়েছে। যাঁরা নিজেদের গণতান্ত্রিক সরকার বলে মনে করেন, যাঁরা দিবারাত্র এই কথা বলেন যে আমরা বেশির ভাগ মানুষের প্রতিনিধি হিসাবে এসেছি তাঁরা কি করে পীড়নের মাধ্যমে জনসাধারণের মনকে জয় করবেন তা আমরা বুঝতে পারছি না। সেজন্য আমি এই নীতির তীব্রতর প্রতিবাদ করি। শুধু দামোদর ভ্যালী পরিকল্পনার ক্ষেত্রেই নয়, বাংলাদেশের বিভিন্ন পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে যদি এই নীতি গৃহীত হয় তাহলে আমি একথা বলতে পারি যে বারবার জনসাধারণের আপনাদের বিরোধী হয়ে উঠবে কারণ সে বীজ আপনারাই বপন করছেন। সেজন্য আমার কথা হচ্ছে যে এটাকে পরিবর্তন করে সাধারণ মানুষকে ভালভাবে বুঝানোর চেষ্টা করুন—জনসাধারণের সহযোগিতার যে প্রশ্ন আসে সেই সহযোগিতা তো কখনই পাওয়া যাবে না বরং জনসাধারণ সহযোগিতা নিয়ে একটা ভাল ব্যবস্থা অবলম্বন করুন এবং এই নীতিকে পরিবর্তন করুন।

[Sj. Sunil Das rose to speak.]

Mr. Speaker: I think the House should try to finish the Durgapur Bill for more reasons than one. It vitally touches us, the people in West Bengal. I spoke about it to Sj. Benoy Chowdhury. He is familiar with what is going on there.

Sj. Sunil Das:

এটাতে আমাদের এমেন্ডমেন্ট আছে, স্যার।

Mr. Speaker: Otherwise we will be the worst sufferers at the end.

Sj. Sunil Das: I quite appreciate your anxiety in this matter. We also share your anxiety. But we have tabled as many as 50 amendments. However, I can assure you that I will not take more than five minutes now

Mr. Speaker: I am not shutting you out, but you should consider whether it would not be worth our while to take up the Durgapur Bill and finish it today.

Sj. Sunil Das: If there is time, we have no objection to finish it.

Mr. Speaker: I am ready to sit till 7-30. This is a very urgent matter.

[6-20—6-30 p.m.] *Ycum*

Sj. Sunil Das:

মিস্টার স্পীকার, স্যার, এই পীড়নমূলক ক্লজ সম্পর্কে অনেক মাননীয় সদস্য তাঁদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা এবং প্রতিবাদ প্রকাশ করেছেন। আমি খুব সংক্ষেপে দুই-একটা কথা বলব। এই মূল বিলে ৬ নম্বর ক্লজে যে এক্জেম্পশনের ব্যবস্থা আছে যদি টোটাল এবং পার্সিয়াল ফেলিওর অফ ক্রপ হয় তাহলে মূল ওয়াটার রেট যা ধার্য করা হবে সেই মূল ওয়াটার রেট পুরো কিম্বা আংশিক মকুব করে দেবার ব্যবস্থা আছে। আর যে কয়েকটি তথ্য আমাদের সামনে উপস্থাপিত করা হয়েছে সেই ক্লজে শুধু বলা হয়েছে একটা প্রভাইসো দিয়ে যদি কলেক্টর স্যাটিসফাইড হন ত হলে পরে এই যে ফাইন এই ফাইনের থেকে রেহাই পাওয়া যেতে পারে। এই ক্লজের পিউনিটিভ দিক তার দিকেই এই ক্লজের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু প্রিভেন্টিভ দিক সম্বন্ধে কেন ক্লজে কিছু বলা হল না। এই হাউসে অনেক সদস্য বলেছেন যে সময়মত জল দেওয়া হয় নি। সময় মত জল দেওয়া হলে পরে 'ইফ এনি অব্‌সস্ট্রাকশন ইজ পুট' এই 'ইফ'এর প্রশ্নটা উঠত না। সুতরাং আমার বক্তব্য হল এই ক্লজে কেন এমন কোন ব্যবস্থা থাকল না যাতে বলা হত যে ১৫ই জুন তারিখ থেকে যে তারিখটি ডি ভি সি কর্তৃপক্ষ এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার [illegible] জন্য জলের প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে নির্ধারিত করেছেন সেই ১৫ই জুন থেকে ১৫ই জুলাই পর্যন্ত এই সময়ের ভিতর যদি প্রচুর পরিমাণ জল সরবরাহ করবার পরও এই ঘটনা ঘটে—যেটা আমাকে মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে ৭টি বড় হালা করে যে ক্ষতি হয়েছে সেই, ক্ষতি হত কী না? যদি এই ধরনের একটা প্রিভেন্টিভ ক্লজ থাকত তাহলে আমি বুঝতে পারতাম যে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এবং ডি ভি সি কর্তৃপক্ষের সত্যিই চাষীদের সাহায্য করবার এবং সেচ সম্পর্কে একটা আন্তরিকতা আছে। আমি মাননীয় সেচমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে শ্রীদেবেশ মুখার্জি, ডেপুটি চীফ ইঞ্জিনীয়ার অফ ডি ভি সি তিনি ৩রা ডিসেম্বর তারিখে অমৃতবাজার পত্রিকায় একটা প্রবন্ধ লিখে বলছেন—

"Owing to the delayed monsoon in their natural desire to take the maximum water earlier than erected a cross dam across the canal etc.

"ইন দেয়ার ন্যাচারাল ডিজায়ার" এই কথাটা ডি ভি সি উচ্চতম কর্তৃপক্ষ স্বীকার করেছেন। যেটা আমাদের এই হাউসের মাননীয় সদস্যরা বলেছেন, এই ন্যাচারাল ডিজায়ার যদি পরিপূর্ণ করা না যায় আমি জিজ্ঞাসা করি মন্ত্রী মহাশয়কে আজকে আপনি এই বিল পাস করিয়ে দিলেন, তার দ্বারা বড় হালা এবং ছোট হালা টানবার পথ চিরদিনের জন্য কি বন্ধ করে দিলেন? আমি জিজ্ঞাসা করি—তারা যদি জল না পায় সময় মত তাহলে তারা কি জল আনবার চেষ্টা করবে না?

এতে মানুষ একটা অদ্ভুত অবস্থায় পড়ে পড়বে। যখন তারা সময় মত জল পাবে না তখন তারা আইন সত্ত্বেও জল সেখান থেকে নেবে কী না? তা যদি হয় তাহলে আপনার এই প্রকার উপেক্ষা ব্যর্থ হচ্ছে। সেই দিক থেকে আপনি বলতে পারতেন যে ১৫ই জুন থেকে ১৫ই জুলাই জল দেবার পরেও যদি এই ঘটনা ঘটে তাহলে যারা দায়ী তাদের সাজা দেওয়া হবে। তাহলে বুঝতে পারতাম যে আপনাদের একটা আন্তরিকতা আছে। সেই দিক থেকে আপনারা কিছুই করেন নি। সুতরাং আপনাদের যে দায়িত্ব রয়েছে সে দায়িত্ব পালনের অক্ষমতার বোঝা আপনারা কৃষকদের উপর চাপাচ্ছেন। কারণ নাচারাল ডিজাস্টারকে মুকাবিলা করবার আয়োজন আপনাদের কিছু নাই। আপনারা প্রজেক্ট ভ্যাম এই বছর সেপ্টেম্বর মাসে সুরু করেছেন শুধু বাইগুলোর উপর ভরসা করে আপনারা এবার জল ছেড়েছেন এবং ১লা জুলাই থেকে জল ছাড়া সত্ত্বেও সেই জলের বেগ আপনারা স্থিতিমিত করতে বাধ্য হয়েছেন কারণ পর্যাপ্ত জল ছিল না। আপনাদের ক্যানেল ভেঙ্গে পড়েছে। এখানে শ্রীদেবেশ মুখার্জি মহাশয় সেই কথাই বলছেন—

> Even with the restricted supply there were damages and breaches in the banks and the supply had to be reduced.

এই যে প্রতিবন্ধক আপনারা সৃষ্টি করেছেন আপনাদের অব্যবস্থার দরুন, আপনাদের অপদার্থতার দরুন তার জন্য একটা প্রিভেন্টিভ ক্লজ থাকা উচিত ছিল যেমন ক্লজ ৬এর মধ্যে ব্যবস্থা করেছেন এখানেও তেমনি মকুব করবার ব্যবস্থাও থাকা উচিত ছিল। সেটা নেই সেজন্য এই বিল প্রতিবাদের যোগ্য এবং প্রতিরোধের যোগ্য।

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি অনেকক্ষণ ধরে এই বিতর্ক শুনলাম। প্রথমে যে কথাগুলি বলেছিলাম তার উপরে নতুন কোন আলোকপাত পেলাম না। হতে পারে সেটা আমার বুদ্ধির স্বল্পতার জন্য। প্রমথবাবু বলেছেন এরা যদি বাধা না দিত, বাঁধ না বাঁধতো তাহলে যে এলাকায় জল দেওয়া হয়েছে অত এলাকায় জল দেওয়া যেত না—এটা তিনি একেবারে ভুল বলেছেন। আমরা জানি আরও ১ লক্ষ একরে বেশি জল দিতে পারতাম। সুনীলবাবু বলেছেন যে ১৫ই থেকে জল দেবার ব্যবস্থা—তিনি বিলখানা পড়েই দেখেন নি তাহলে দেখতেন ১লা জুলাই থেকে খরিফ সিঞ্চন আরম্ভ হয়। এখানে মিহিরবাবু বললেন যে সরকারের হাতে অত ক্ষমতা দেওয়া যায় না এবং আরও অনেকে এই কথা বলেছেন। কিন্তু আমার সবচেয়ে বড় সার্টিফিকেট দিয়েছেন বিনয় চৌধুরী মহাশয়। তিনি বলেছেন যে গত ২২ বছরে এই রকম কোন আইন ছিল না তবু তো এই রকম কোন অসুবিধা হয় নি, আজকেই বা আমরা এত কড়া হলাম কেন? বিনয়বাবু সব জানেন, জেনেই এই কথা বলেছেন। আইন ২২ বছর ধরেই আছে। আইনটায় আছে—

> "If water supplied through a village-channel be used in an unauthorised manner, and if the person by whose act or neglect such use has occurred cannot be identified, the persons on whose land such water has flowed, if such land has derived benefit therefrom, or, if no land has derived benefit therefrom, all the persons chargeable in respect of the water supplied through such village-channel in respect of the crop then on the ground, shall be liable to the charges made for such use, as determined by the Provincial Government under section 99.".

আজকে আমি সীমারেখা দিয়েছি দশগুণ কিন্তু এতে কোন সীমারেখা ছিল না। আমাদের আপীল আছে, পো কম আছে কিন্তু এটাতে কোন বালাই নাই। কিন্তু এই আইনটা পরিবর্তন করবার জন্য আমাদের গরীব দরদী বন্ধু কোন দিন বলেন নি কিম্বা নন-অফিসিয়াল বিল আনেন নি। এখন আইনের প্রয়োগ প্রতি বছরই হচ্ছে। ঐ হরেকৃষ্ণবাবুর বর্ধমান জেলায়, ঐ মিহিরবাবুর বীরভূম জেলায় এই আইনের প্রয়োগ আছে। যেখানেই আমাদের কোন ইরিগেশনের ব্যবস্থা আছে সেখানেই এই আইন আছে। এতে সাজাও হয়েছে কিন্তু বিরোধী দলের বন্ধুরা বলেছিলেন যে ২২ বছরের মধ্যে এই রকম আইন ছিল না। আজকে এই আইনের প্রয়োজন কেন হয়েছে সেকথা আমি প্রথমেই বলেছি। আমি যেসব ঘটনা ঘটেছে তার কথাই বলেছি। কিন্তু এমন ঘটনা বর্ণনা কেউ এখন এদের এই সব উক্তির জন্য বলা প্রয়োজন হয় যে

মানুষ প্রয়োজনেতে মরিয়া হয়ে কিম্বা পাগল হয়ে যদি জল নেয় তাহলে বুঝতে পারি—কিন্তু সেই পাগলের বুদ্ধি যখন খোলে যে ঐ জলটা নিয়ে নিজেদের গ্রামে ব্যবহার করে আমাদের সেচ-এলাকার বহির্ভূত এলাকায় জল নিয়ে গিয়ে বারোয়ারী জন্য যখন প্রচুর টাকা সংগ্রহ করা হয় তখনই সেই পাগলামোটা সংযত করা প্রয়োজন কি না সেটা একবার [illegible] ভেবে দেখতে বলি।

[6-30—6-40 p.m.]

এটা হয়েছে আমি জানি। এবং আমি জানি এ রকমও হয়েছে—তার উপরে কেউ জল বেঁধেছে এবং সেই জল আটকাবার জন্য নীচের লোকেরা দাঙ্গাহাঙ্গামা মারামারি করেছে। আমার কাছে সেখানকার লোকেরা এসে বলছে এটা রোধ করুন। তাদের মাঠে প্রচুর জল হয়ে গিয়েছে, আর জল হলে ধান নষ্ট হয়ে যাবে, তথাপি জল আটকানর বাঁধটা খুলে দেয় নি। তারা নদী দিয়ে জলটা সরিয়ে দিয়েছে তবুও নীচের লোকদের জন্য জল ছেড়ে দেয় নি। এই নিয়ে নীচের লোকের সঙ্গে ঝগড়া চলেছে, আমার কাছে এই রকম বহু রিপোর্ট আছে।

কিন্তু আমি যে কথা বলছিলাম আজ সরকারের হাতে যদি আইন থাকে দশগুণ ট্যাক্স করতে পারার, তা আমরা ইচ্ছা করলেই করতে পারতাম। কিন্তু তা কখনও করা হয় নি। মিহিরবাবু ত বলে দিলেন অঙ্ক কষে, শুভঙ্কর দিয়ে বলে দিলেন—আপনারা দুশো টাকা ট্যাক্স করে ফেলবেন, সে কথা ঠিক নয়। তা যদি হত, তাহলে এই আইনে আমাদের দু-হাজার টাকা ট্যাক্স করবার ক্ষমতা ছিল, কৈ আমরা ত তা করিনি।

এই সরকার যাঁরা চালিয়েছেন তাঁরা জনগণের প্রতিনিধিমূলক সরকার, অত্যাচারমূলক সরকার নয়। জনগণের প্রতিনিধিত্ব একচেটিয়া বিরোধী দলের নয়। এই সরকার যদি জনগণের দরদী না হত, তাহলে এই সরকারকে বারেবারে জনগণ ভোট দিতেন না এবং বারেবারে গদীতে প্রতিষ্ঠিত করতেন না। মাঝে মাঝে ওঁরা বলেন 'তোমাদের গদী ছেড়ে যেতে হবে'। কিন্তু আমরা জানি আমরা স্বেচ্ছায় গদী ছেড়ে না গেলে, এখানে আসা ভোটের জোরে সিংহ-দরজা দিয়ে অনেক মেম্বারদের পক্ষে কঠিন, তাই তাঁরা বলে থাকেন—আপনারা সরে পড়ুন, যাতে আমাদের সিটগুলি খালি পেয়ে তাঁরা এখানে আসতে পারেন।

ডি ভি সির কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত আমাদের কাছে বারেবারে চিঠি লিখেছেন, অনুরোধ করেছেন এবং গ্রামবাসীরাও আমার কাছে দলে দলে এসে বলেছেন নীচের দিকের মানুষ যাঁরা অসুবিধায় পড়েছেন তাঁরা বলছেন আপনি পুলিস এ্যাকশন নিতে পারছেন না কেন? আমার মুখের ওপর যা তা বলে গিয়েছেন। আমাকে নানাভাবে উত্তেজিত করতে চেষ্টা করেছেন যে তোমরা কি নপুংসক সরকার? আজকে উনি বললেন বর্ধমানের ডি এম-এর কথা। বর্ধমানের ডি এমকে আমি ডেকে এনেছিলাম এবং তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম যেরকম শুকোর বাজার চলেছে, এই অবস্থায় লোকে যতই পাগলামী করুক আপনি পুলিস এ্যাকশন নেবেন না। আমি নিজে এস ডি ও এবং ডি এমকে বলেছি আপনারা গ্রামে গিয়ে এই সমস্ত গোলমাল নিষ্পত্তি করে দিয়ে আসুন। আমার নির্দেশে তাঁরা কনফারেন্সে এসেছিলেন। একথা সত্য নয় যে সরকার অত্যাচারমূলক ব্যবস্থা করছেন। ওঁরা কি চান যে সরকার অত্যাচার করবে, আর দু-হাতে টাকা লুঠতে লুঠতে সাগর পেরিয়ে চলে যাবে, আর এই সমস্ত আসনগুলি যেই খালি হয়ে যাবে, অমনি তাঁরা ঝুপঝাপ করে এসে বসে পড়বেন? তা হবে না।

আমি এই সমস্ত এ্যামেন্ডমেন্টগুলির বিরোধিতা করছি এবং আমার যে রেকমেন্ডেশন সেটা গ্রহণ করতে বলছি।

The motion of the Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji that the recommendations made by the West Bengal Legislative Council to the West Bengal Irrigation (Imposition of Water Rate for Damodar Valley Corporation Water) Bill, 1958, be taken into consideration was then put and agreed to.

Mr. Speaker: I shall now put all the recommendations to vote. Do you want a division?

Sj. Ganesh Ghosh: Yes, on clause 9A only.

The motion of the Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji that in clause 2, after sub-clause (8) the following sub-clause be added, namely:—"(9) 'year' means a period of twelve months commencing with July" was then put and agreed to.

The motion of the Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji that in clause 7, in sub-clause (2) in the second paragraph, for the words beginning with "After such assessment" and ending with "the service of such notice" the following words be substituted, namely:—

> "The Collector shall cause a notice of demand to be served on every person by whom the water rate is payable according to such assessment requiring him to pay the water rate for the year mentioned in the notice of demand for the kharif season or the rabi season, as the case may be, by such date as may be specified in the notice of demand not being earlier than one month after the service of such notice:
>
> Provided that such notice of demand shall, if it cannot be served for any reason within the year to which the demand relates, be served as soon thereafter as possible."

was then put and agreed to.

The recommendation that clause 9A do stand part of the Bill was then put and a division taken with the following result:—

AYES—94.

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Janab
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Blanche, Sj. C. L.
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Gokul Behari
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Kanai Lal
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Doloi, Sj. Harendra Nath
Dutta, Sjta. Sudharani
Gayen, Sj. Brindaban
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Hafijur Rahaman, Kazi
Halder, Sj. Kuber Chand
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sj. Gurupada
Lutfal Hoque, Janab
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Krishna Prasad
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammed Giasuddin, Janab
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Shikari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pemantle, Sjta. Olive
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad

Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-ul-Huque, Janab Md.

NOES—44.

Badrudduja, Janab Syed
Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Basu, Sj. Jyoti
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakraverty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chatteraj, Sj. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Sunil
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Konar, Sj. Hare Krishna
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Mitra, Sj. Haridas
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj

The Ayes being 94 and the Noes 44, the recommendation was carried.

The Durgapur (Development and Control of Building Operations) Bill, 1958

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: Sir, I beg to introduce the Durgapur (Development and Control of Building Operations) Bill, 1958.

[Secretary then read the title of the Bill.]

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: Sir, I beg to move that the Durgapur (Development and Control of Building Operations) Bill, 1958, be taken into consideration.

Sir, it may be remembered that some time back I made a statement in the Upper House in response to a question by Mr. Sasanka Sekhar Sanyal that large scale land speculations are going on in Durgapur area and I issued a warning to the speculators that there should be no speculation and the Government are contemplating taking measures against such unholy speculation. Sir, there has been some *fatkabaji* in land and lands have been purchased for a song and they are now being sold at high prices. In Durgapur there is growing slum area.

[6-40—6-50 p.m.]

That is why this Bill has been brought forward to control those unholy speculations and for planned development of the Durgapur area. Sir, the objects and reasons clearly state the main provisions of the Bill. I can do best by reading out the statement. The main provisions of the Bill are:

(1) Constitution of the Durgapur Development Authority with powers to control unplanned constructions and to give directions for their stoppage, alteration or even demolition.

(2) Acquisition of the land in the case of the inability of any person to comply with the directions of the Durgapur Development Authority, on the application of the said person.

(3) Empowering the Durgapur Development Authority or any other person or officer to lay down, place, maintain, alter, remove or repair any pipes, pipe-lines, supply-lines, posts, or other appliances or apparatus for the maintenance of supplies and services essential to the life of the community.

(4) Imposition of penalty for violation of the directions given by the Durgapur Development Authority.

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই বিল যে উদ্দেশ্যে নিয়ে আসা হয়েছে তা প্রধানতঃ দুইটি। একটি হচ্ছে, দুর্গাপুর এবং সন্নিকটবর্তী এলাকায় যাতে অপরিকল্পিতভাবে এখানে ওখানে ঘর-বাড়ি তুলে বা অন্য কোন কনস্ট্রাকশন করে, পরিকল্পিতভাবে এই এলাকাকে তৈরি করার বাধা সৃষ্টি না করতে পারে সেটা দেখা, দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে, এখানকার জমি নিয়ে যে ফাটকাবাজী চলছে সেটা বন্ধ করা। এই দুইটি উদ্দেশ্যই সাধু, এবং এর পিছনে আমাদের সমর্থন আছে। কিন্তু এইগুলি করতে গেলে পর এর পিছনে কতকগুলি বিষয়ের প্রতি নজর রাখা দরকার এবং যেগুলি এই বিল রচিত হবার সময় স্পষ্ট নির্দেশ এতে দেওয়া হয় নি বলেই এইগুলির উল্লেখ করছি। মাননীয় উন্নয়ন মন্ত্রী আশা করি এর প্রতি একটু নজর দেবেন যাতে এই বিলটা কার্যকরী করার সময় এইগুলির প্রতি অবহিত হন। প্রথমে একটা জিনিস দেখা দরকার। দুর্গাপুরের সন্নিকটবর্তী এলাকার প্রায় ১৫-১৬টি গ্রামের অধিবাসীদের সেখান থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে এবং সেখানে নতুন যে নগর গড়ে উঠবে সেই দুর্গাপুরকে কেন্দ্র করে যে ব্যবসা-বাণিজ্য, ছোট ছোট দোকান ইত্যাদি তৈরি হবে, সেই ব্যাপারে সেখানকার স্থানীয় অধিবাসীদের অগ্রাধিকার

দেওয়া দরকার। সেইজন্য এখানে যে অথরিটির কথা বলা হয়েছে, আপনার কোন এলাকায় ঘর-বাড়ি তৈরি হবে, কোন এলাকায় স্কুল কলেজ তৈরি হবে, কোন এলাকায় ব্যবসা-বাণিজ্যের জায়গা হবে, সেগুলি তিনি ঠিক করে দেবেন কিন্তু সেইগুলি ঠিক করে দেবার ব্যাপারে যাতে পক্ষপাতিত্ব না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কারণ আমরা দেখেছি যাদের ঘর-বাড়ি চাষের জমি নিয়ে নেওয়া হয়েছে তাদের অবশ্য এককালীন কিছু ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু এককালীন ক্ষতিপূরণের টাকা দিয়ে তারা তাদের চিরস্থায়ী প্রয়োজন মেটাতে পারে না। এককালীন যে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় তা দিয়ে হয়ত তাদের ২।৪ বৎসর চলতে পারে। সেইজন্য ঐ এককালীন টাকা দিয়ে যাতে কিছুতে তারা ঐখানে নিয়োগ করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। এবং সেইজন্য ওখানে যে সব ছোটখাট দোকান, যেমন কাপড়ের দোকান বা ঐ রকম ধরনের যে সব দোকান হবে, তাতে তারা যাতে ঐ টাকা নিয়োগ করতে পারে সেই ব্যাপারে সেখানকার স্থানীয় লোকদের অগ্রাধিকার দেওয়া দরকার। সেদিক থেকে ওখানে স্পেকুলেশন করে জমি বিক্রয় করে মুনাফা করার চেয়ে এই সব লোক যাতে ঐখানে ঘরবাড়ি করে ভবিষ্যতে যাতে দোকান দিতে পারে সেদিকে বেশি নজর দেওয়া দরকার। এবং সেইজন্য অন্ততঃপক্ষে ঐ এলাকায় এই ধরনের বাজার ইত্যাদি যা হবে তাতে স্থানীয় অধিবাসীদের অগ্রাধিকার নিশ্চয়ই থাকা দরকার। সেদিক থেকে স্বাভাবিকভাবে আমার মনে প্রশ্ন উঠেছিল এই অথরিটি কিভাবে গঠিত হবে, সেদিকে কোন নির্দেশ নাই। স্বভাবতঃই সেখানে যে কজন কর্মচারী থাকবে তাদের নিয়েই গঠিত হয়। আমার মনে হয় এ ব্যাপার হলে পর স্বভাবতঃই সেখানে এটা সুষ্ঠুভাবে না চলারই সম্ভাবনা বেশি। সেজন্য এখানে অন্ততঃ কম করেও সেখানকার যে স্থানীয় এম এল এ তিনি কংগ্রেসেরই হোন আর যেই হোন তার থাকা দরকার। এবং যে সমস্ত ইউনিয়ন বোর্ড আছে বা পরে যদি সেই ইউনিয়ন বোর্ড না থেকে পঞ্চায়েত হয় অর্থাৎ সেই জায়গায় যে যে ইউনিয়ন বোর্ড আছে বা ভবিষ্যতে পঞ্চায়েত হবে তাদের ইলেকটেড প্রধানরা, বর্তমানে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টরা যদি থাকেন এবং সেখানকার স্থানীয় অন্য নির্বাচিত প্রতিনিধি যদি থাকেন তাহলে পর কিছুটা প্রতিনিধিত্বমূলক স্থানীয় লোকের বক্তব্য কিছুটা থাকবে। নইলে সম্পূর্ণ যদি কেবল অফিসারদের নিয়ে করা হয় এই রকম একটা লাভের জায়গায় তাহলে স্বাভাবিকভাবেই স্থানীয় লোকের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবে। চাকুরি দেওয়ার ব্যাপারেও দেখছি সেই স্বার্থ সংরক্ষিত হয় নি। এবং আমরা সর্বত্র দেখেছি চিত্তরঞ্জন থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেকটি জায়গায় যখন কর্মসংস্থানের কথা উঠে তখন সেখানে যিনি ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষ থাকেন তাঁরই ইচ্ছামত হয় এমনকি সেখানে প্রাদেশিকতাও হয়। যদি কোন মাদ্রাজী ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষ থাকেন তিনি স্বাভাবিকভাবেই চেষ্টা করেন মাদ্রাজী ঢোকাবার আবার কিছুদিন পর সেখানে মিঃ মুখার্জি বাঙ্গালী গেলেন তিনি কিছুটা বাঙ্গালী ঢোকাবার চেষ্টা করেন। এটা প্রত্যেকটি জায়গায়ই হচ্ছে, সর্বত্র এ জিনিস চলছে। রাউরকেল্লা থেকে আরম্ভ করে সর্বত্র এটা দেখেছি। এবং আমি যতটা সন্ধান নিয়ে দেখেছি রাউরকেল্লায় শতকরা ৭৫ ভাগ ওড়িয়া অধিবাসী থাকা সত্ত্বেও সেখানে বিধানসভা থেকে আরম্ভ করে, তাদের মন্ত্রিসভা থেকে আরম্ভ করে আরও কি করে বেশি স্থানীয় অধিবাসী নেওয়া যেতে পারে তার চেষ্টা চলছে। অথচ দুর্গাপুরে, আমার যা তথ্য এ পর্যন্ত যা কর্মসংস্থান হয়েছে তাতে শতকরা ৩০ থেকে ৩৫এর বেশি বাঙ্গালী নাই। সর্বসাকুল্যে সমস্ত বাঙ্গালী কর্মী পূর্বের এবং পশ্চিমবাংলার যারা আছেন তাঁদের সংখ্যা ৩০ থেকে ৩৫এর বেশি নাই। এটা প্রধানত মনে রাখতে হবে যে যদিও আমাদেরই জেলায় পশ্চিমবাংলায় ১২৫ কোটির পরে হয়ত আরও হবে এই টাকা খরচ করে এই স্কীমটা হচ্ছে তথাপি সেখানে যে বড় বড় কন্ট্রাক্টর তারা প্রধানতঃ অবাঙ্গালী, বাইরের কন্ট্রাক্টর। বাঙ্গালী কন্ট্রাক্টার নাই। এখন যে কাজ হচ্ছে তাতে কোন ডাইরেক্ট এমপ্লয়মেন্ট নাই। এখন প্রধানতঃ যে কাজ সেটা হচ্ছে এই সমস্ত কন্ট্রাক্টরদের মাধ্যমে। আদৌ এই কন্ট্রাক্টরদের মাধ্যমে কাজ করা উচিত কি না সেটা দেখতে হবে। আজকে বর্তমান যুগে এই ধনতান্ত্রিকতার যুগে বর্তমানে এই কন্ট্রাক্টরের ভিতর দিয়ে কত শোষণ আছে সেখানে সেটা দেখুন। একদিকে ১০ কোটি টাকার কন্ট্রাক্টর আর একদিকে সেই ছোট কন্ট্রাক্টর এর মধ্যে ১০।১২টা লেয়ার আছে এবং এতে করে মোটা লাভ করে ঐ বড় কন্ট্রাক্টর। এবং যেহেতু এই সমস্ত কন্ট্রাক্টর বাইরের লোক কাজেই তাদের একটা স্বাভাবিক প্রবণতাই থাকে বাইরের লোক, নিজেদের লোক নেবার। এবং এইভাবে চলতে চলতে যখন কনস্ট্রাকশন অপারেশন পিরিয়ড শেষ হয়ে যায় তখন ভবিষ্যতে এই কন্ট্রাক্টরের লোকেরা হিসাবেই পরবর্তী কালে জিনিসটা এসে যায়। এবং এ জিনিসটা খুব বেশি হচ্ছে এই দুর্গাপুরে। জমি

বণ্টনের ব্যাপার সেখানে আছে, তার জায়গা বণ্টনের যা পায় রয়েছে কাজেই যে দায়িত্ব নিচ্ছেন সেটা অত্যন্ত গুরুতর দায়িত্ব। একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন যে আমরা আজকে বিটুইন দি ডেভিল অ্যান্ড দি ডীপ্ সী একদিকে বড় বড় অনস্ক্রুপুলাস স্পেকুলেটর তাদের আমরা চাই না। আবার গভর্নমেন্টের হাতে দিলে মিসিউস অফ পাওয়ার হতে পারে অর্থাৎ মাথায় রাখলে উকুনে খায়, আর মাটিতে রাখলে ইঁদুরে খায় সেই অবস্থা। সেজন্য স্পেকুলেটরের হাত থেকে ক্ষমতা নিচ্ছেন নিন তাতে আপত্তি নাই।

[6-50—7 p.m.]

স্পেকুলেটরদের হাত থেকে ক্ষমতা নিচ্ছেন, কিন্তু সেটা যে ন্যায় বিচার করবার জন্য, সুষ্ঠু বিচার করবার জন্য তাও নয়, তবে যে পরিকল্পনা নিচ্ছেন সেটা যেন অব্যাহত থাকে।

তারপর মিউনিসিপ্যাল এ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা এই রকম বডি হবে, এবং পরে টাউনশিপ হলে সেটা যেন শীঘ্রই ইলেকটেড বডি হয়। সেখানে ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট হয়ে যখন টাউনশিপ গড়ে উঠবে তখন মিউনিসিপ্যালিটিতে ডিউলি ইলেকটেড এ্যান্ড কনস্টিটিউটেড বডি হবে। কিন্তু ইন্টারিম পিরিয়ডে যে সমস্ত এলেকায় বর্তমানে ইউনিয়ন বোর্ড আছে ও ভবিষ্যতে যদি পঞ্চায়েত হয়, তাহলে সেই পঞ্চায়েতে যারা ইলেকটেড লোক তাঁরা যেন থাকতে পারেন, অন্ততপক্ষে স্থানীয় লোকদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বলবার অধিকার থাকে, তাহলে পর এই ব্যাপারের কিছু সুরাহা হবার ব্যবস্থা হতে পারবে।

আর একটা জিনিস রয়েছে, ১৯৫৫ সালে যেটা হয়েছে, আমি খবর নিয়েছি, এখনো কিছু কিছু স্থানীয় লোকেরা যেমন সর্বত্র হয় এখানেও পায় নি। যাদের সুযোগ আছে কর্তৃপক্ষের সাথে যাদের দহরম মহরম আছে তারা কম্পেনসেশন পেয়ে গুছিয়ে গেছে, কিন্তু যাদের বলবার কেউ নেই তাঁরা ন্যায্য কম্পেনসেশন পান নাই। এবং এখন এটা সম্পূর্ণ শেষ হয় নাই, প্রতিজন যখন করছেন ফার্দার এ্যাকুইযিশনে করবেন সেজন্য স্থানীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে জমি নেবেন সেখানে যাতে তারা ন্যায্য কম্পেনসেশন পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে।

তাছাড়া আর একটা জিনিস, বর্তমানে তিনটা থানায় ব্যাপকভাবে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমরা জানি যে তিনটা থানার কয়েকটি ইউনিয়নে যে বর্তমানে খাল কাটা হয়েছে সেখানে অদূর-ভবিষ্যতেও বিস্তার করার সম্ভাবনা নাই। সেইজন্য আমার কথা হচ্ছে, যে এলেকায় যেগুলি বাড়াবার প্ল্যান আছে সেখানে যেন স্পেসিফাই করে দেওয়া হয় এবং দুর্গাপুর এরিয়া ডিফাইন করে দেওয়া হয়, তা না হলে এই তিনটা থানার যেকোন জায়গায় কনস্ট্রাকশন করতে গেলে অথরিটির কাছ থেকে পারমিশন নিতে হবে। সেইজন্য আমার প্রস্তাব যে এরিয়াটাকে ভালভাবে স্পেসিফাই করা হোক। এবং সেইজন্য আমি উল্লেখ করতে চাই যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি যেন করা হয়:—

(১) থানা ও ইউনিয়নগুলি নির্দেশ করে দেওয়া;

(২) ইলেকটেড ইউনিয়ন বোর্ড প্রেসিডেন্ট ব্যাপারে পঞ্চায়েত প্রধান যাতে থাকতে পারেন তার ব্যবস্থা করা,

(৩) সেখানে দোকানপাট বিলি-ব্যবস্থার ব্যাপারে স্থানীয় লোকদের অগ্রাধিকার দেওয়া দরকার,

(৪) যত শীঘ্র সম্ভব স্থানীয় লোকদের হাতে অধিকার দেওয়া।

Sj. Ananda Gopal Mukhopadhyay:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়! দুর্গাপুর ডেভেলপমেন্ট-এর যে বিল আজ এখানে এসেছে সেই বিল সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। এই বিলটা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা কোরে, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই বিল ইনট্রোডাকশন-এর সময় যে তথ্য পরিবেশন করেছেন তা থেকে আমি এই কথা বলব যে দুর্গাপুরে যে শিল্পনগরী গড়ে উঠছে সেই শিল্পনগরী এবং তার আশ-পাশের গ্রাম নিয়ে যে এলাকা সেই এলাকা সুন্দরভাবে গড়ে উঠুক এই আমার আন্তরিক কামনা,

কিন্তু আজ বিলটার 'ইনট্রোডাকশন'এর সময় মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে তথ্য পরিবেশন করেছেন,—স্থানীয় অধিবাসী হিসাবে, সেই অঞ্চলের ছেলে হিসাবে আমি বলব যে আজ আমাদের বিশেষভাবে অনুধাবন করতে হবে যে দুর্গাপুরের আশপাশের গ্রামাঞ্চলের মানুষের মধ্যে কি অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। সেখানকার প্রায় ১৪ হাজার অধিবাসী ১২।১৩টা গ্রাম ছেড়ে উঠে আসতে বাধ্য হয়েছে। ২০ হাজার বিঘা জমির ফসল যা তারা পেত তা থেকে তারা বঞ্চিত হয়েছে। এই ১৪ হাজার মানুষ একদিন তাদের সংসার প্রতিপালনের যে পদ্ধতি ছিল চাষ তা থেকে বঞ্চিত হয়ে নতুনভাবে জীবিকানির্বাহ করবার জন্য চেষ্টিত। তার আশেপাশে যে সমস্ত গ্রাম আছে সেখানকার মানুষকেও গ্রাম ছাড়তে হয়েছে, জমি ছাড়তে হয়েছে। এই এক পরিস্থিতি। সেখানে মানুষ চাষের উপর নির্ভর কোরে চলত। এখন চাষের জমি চলে গেছে, ঘরবাড়ি ছেড়ে, বাস্তুচ্যুত হয়ে, তাদের অন্য জায়গায় এসে বসতে হয়েছে। এই একদিককার ছবি। আর একদিককার ছবি দুর্গাপুরে 'স্টীল টাউনশিপ', 'কোক্ ওভেন টাউনশিপ' হচ্ছে। সেখানে বর্তমান যুগে মানুষের বাঁচার জন্য যা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় তা তারা আগে যা পেত তা পাচ্ছে না, এবং আর এক জায়গায় বসবাস করছে। এই দুই পরিস্থিতির কথা মনে রেখে বিলের সম্বন্ধে যদি আলোচনা করি তবেই সম্পূর্ণভাবে আলোচনা করতে পারব। আমি আশা করি যে, পশ্চিমবাংলা-সরকার যে বিল এনেছেন সেই বিলের মধ্যে তার ধারার মধ্যে একথা না থাকলেও সেখানে বাস্তুচ্যুত যে মানুষ যাঁরা তাঁদের সমস্ত কিছু ত্যাগ কোরে এই শিল্প গড়ে তোলার কাজে সাহায্য করেছেন তাঁরা পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের কাছে তথা ভারত-সরকারের কাছে সেই রকম সহানুভূতি পাবেন। সেখানকার প্রতিনিধি হিসাবে আমি একটি কথা বলব যে আজ সেই জায়গাকে সুন্দর কোরে গড়ে তুলছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কিন্তু যে মানুষেরা চাষের জমি ফেলে চলে গিয়েছে তাদের ইকনমিক রিহ্যাবিলিটেশনের জন্য কিছু করা হয় নি। যারা সেই জায়গাকে সুন্দর করতে চায়, সেখানে মানুষের বাড়ি সুন্দর হবে, সেখানে নতুন বাড়িটাকে সুন্দর কোরে গড়ে তুলতে হবে। কিন্তু সে কিভাবে গড়বে? আজ সেখানে জমি নিয়ে ফাটকা হচ্ছে, এ সত্যের বিচার করবে প্রত্যেকে, যাচাই করবে প্রত্যেকে যে কেউ সেখানে বেশি জমি কিনে পরে বেশি দামে জমি বিক্রি করতে না পারে। আমি একথা দৃঢ়কণ্ঠে বলছি যার জমি আছে হয়ত ৫০ বিঘা ছিল, কি ৩০ বিঘা ছিল, কি ১০ বিঘা ছিল—হয়ত কারও এক বিঘা আছে, সে নিজের প্রয়োজনে বেশি মূল্য পেয়ে সেই জমি বিক্রি করছে, কিন্তু যাকে ফাটকা বলে সে এখনও পর্যন্ত সেখানে হবার সুযোগ পায় নি। এজন্য কেউ ক্রেডিট চায় না—কিন্তু সেখানকার কর্মীস্থানীয় জনসাধারণ আজকে চায় যেন সেখানে বিদেশীর হাতে জমি না পড়ে এবং ফাটকা না হয়।—কাজেই এতদিনের যে চেষ্টা তার সঙ্গে সরকার যে যোগ দিয়েছেন এতে আমি আনন্দিত। সে জায়গাকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার কাজে সরকারকে সাহায্য দিতে পারবে। কিন্তু যে সমস্ত রেস্ট্রিকশন পুট করা হয়েছে যেমন অথরিটিজএর কথা উঠবে। আজ আমি মনে করি সেখানকার স্থানীয় অধিবাসী যারা বাস্তুচ্যুত হয়েছে তাদের রিহ্যাবিলিটেশন যেভাবে করা হয়েছে সরকার যদি সেটা রিসার্চ করেন তাহলে দেখবেন সরকারী কর্মচারীদের যেখানে ওদের বসান হয়েছে সেই জমি পাওয়া ব্যাপারে সাহায্য করেছেন এই টুকু যে এটাকে আইনতঃ একোয়ার কোরে দিয়েছেন, কিন্তু স্থানীয় জনসাধারণ তার পাশের গ্রামে উঠে গিয়েছে এবং বসবাসের জায়গা দেখিয়ে দিয়েছেন এবং একোয়ার করিয়ে দিয়েছেন। এই জমি একোয়ার করার পর তাঁরা নিজেদের মধ্যে ব্যবস্থা করেছেন। সরকারের সাহায্যে এইটুকু হয়েছে। কিন্তু সেই জমি এলট কোরে দেবার বেলায় একজন অফিসারের হাতে ক্ষমতা আছে। আজ ওদের বসবাসের জন্য বিল্ডিং মেটিরিয়ালসএর প্রয়োজন, সেজন্য তারা বারংবার সরকারের কাছে বলছে, কিন্তু তার দিকে সরকারের দৃষ্টি নেই।

[7—7-10 p.m.]

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, সেই অঞ্চল যদি আপনি ঘুরে দেখেন তাহলে দেখবেন যে সেখানে ১৪ হাজার অধিবাসী নতুন করে বসতি করেছে এবং ৬ মাসের মধ্যেই তারা নিজের বাড়ি তৈরি করে নিয়েছে। এ বিষয় সরকারের যা করণীয় তা সরকার পালন করেন নি। যে গ্রাম উঠে গেছে সেই গ্রামে কুয়া, স্কুল, পোস্ট অফিস ইত্যাদি ছিল, কিন্তু সরকার থেকে সেখানে কুয়া করে দেওয়া হয় নি, রাস্তা এক ইঞ্চি হয় নি, পোস্ট অফিসের বাড়ীর কোন ব্যবস্থা নেই, গ্রাম্য

পাঠশালা যা ছিল সেখানে তার ঘর এখনও হয় নি। সুতরাং এর আশেপাশে যে সমস্ত এলাকা আছে সেখানে এই বিলের দ্বারা নতুন করে যে বাড়ি তৈরি হবে তাকে সুনিয়ন্ত্রিত যাতে করা যায় তার জন্য এই বিল এনেছে বলে একে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আমি এবার অথরিটির সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলব। সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে আমার কোন বিদ্বেষ নেই, আমার বিরোধী বন্ধুদের মত সে দোষ আমার মধ্যে ঢোকে নি। আমি মনে করি যে পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের যে সমস্ত কর্মচারী আছেন তাঁদের এই অথরিটির মধ্যে যেমন থাকা প্রয়োজন তেমনি স্থানীয় অধিবাসী যারা আছে তাদের রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসাবে ইউনিয়ন বোর্ড, পঞ্চায়েত বা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের মেম্বারদের নেওয়া দরকার। এ বিষয়ে এ্যাসেম্বলী মেম্বার হিসাবে না ধরলেও আমার দিক থেকে কিছু ক্ষতি নেই। কিন্তু স্থানীয় অধিবাসীদের নিয়ে সেখানে কি করা হবে তার সম্বন্ধে সুষ্ঠু মতামত তাদের কাছ থেকেই যেন গ্রহণ করা হয়। এই অথরিটির সম্বন্ধে সেখানকার লোকের যদি কোন সহানুভূতি না থাকে তাহলে সেই অঞ্চলে এক ইঞ্চি জমিও আপনারা ডেভেলপ করতে পারবেন না। তার পর যারা দুঃস্থ মানুষ তাদের কোন টাকা না থাকায় তাদের একটু আধটু দুই বিঘা জমি যা আছে তা তারা স্বদেশী বিদেশী যাকেই হোক টাকার প্রয়োজনে বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। এখানে যদি সরকার এগিয়ে এসে হাউস বিল্ডিং কর্পোরেশন থেকে ন্যায্যমূল্যে টাকা দিয়ে জমি কিনে নেন তাহলে তারা আর অন্য লোককে বিক্রি করবে না। সেজন্য বলব যে সহানুভূতির সঙ্গে অথরিটিজরা যদি সেখানে সুষ্ঠুভাবে পরিকল্পনা করে কাজ আরম্ভ করেন তাহলে তা করতে পারেন।

এর পরেও আরও কতকগুলি সমস্যা আছে যা দেখা প্রয়োজন। অর্থাৎ এখানে আমি বিধবা, নাবালক, দেবোত্তর সম্পত্তি সম্বন্ধে কিছু বলব। যেমন ধরুন, যারা নাবালক তারা তাদের সম্পত্তির জন্য কম্পেনসেশনের টাকা এখনও পায় নি। এক্ষেত্রে তারা তাদের সামান্য যা জমি আছে তা তারা বেচে দিতে বাধ্য হচ্ছে। অতএব এই অবস্থায় তারা সামান্য ২০০ টাকার বিনিময়ে তাদের জমি বিক্রি করে দিয়ে কোন রকমে ঘর তৈরি করে সেটা ভাড়া দিয়ে মাসে ৫০ টাকা আদায় করে সংসার প্রতিপালন করছে। আপনি যদি মনে করেন যে একে দেবার প্রয়োজন আছে তাহলে আমি বলব যে অথরিটিদের সহানুভূতি থাকা চাই যাতে করে মানুষকে বাঁচিয়ে রেখে ডেভেলপমেন্ট করা যায়, আর তা না করে মানুষকে বলিদানের কথা যদি ভাবেন তাহলে আমি বলব যে এই বিল সেখানে ব্যর্থ হয়ে যাবে। কাজেই দুর্গাপুরের মানুষ হিসাবে আমি সরকারের কাছে নিবেদন করব যে এই বিলে যা লেখা চলে না সেই সহানুভূতি যেন অথরিটিদের মধ্যে থাকে। আমি বলব যে সেখানে যেন স্থানীয় অধিবাসীদের প্রতিনিধিত্ব থাকে। কিন্তু যদি এর মধ্যে খালি এম এল এ থেকে যায় তাহলেও কোন লাভ হবে না। আর আমি বলব যে এই স্থানকে যদি ঠিকভাবে ডেভেলপ করতে চান তাহলে সরকারকে ঠিক মত পরিকল্পনা করতে হবে যে দুর্গাপুরে তাঁরা কি করবেন। স্পীকার মহোদয়, সরকারকে আমি বলব যে শুধু দুর্গাপুর অঞ্চলে নয় সমগ্র আসানসোল মহকুমাকে কেন্দ্র করে ডেভেলপমেন্ট বিল আপনারা আনুন। অর্থাৎ সেখানে যে সমস্ত কলকারখানা, বাড়ী, খাটাল ইত্যাদি গড়ে উঠেছে সেগুলো যেন যেখানে-সেখানে না গড়ে ওঠে। এর জন্য টাকা বরাদ্দ করে এই অঞ্চলকে আপনারা নতুন করে ঢেলে সাজান। আমার নিবেদন যে পশ্চিমবঙ্গ-সরকার ওদিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দেবেন। এখানে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে এই স্থানে যদি সুন্দর পরিকল্পনা করতে হয় তাহলে এখানকার স্থানীয় অধিবাসী যাতে সেখানে সুখ-স্বাচ্ছন্দে থাকতে পারে তার জন্য তাদের ইকনমিক রিহ্যাবিলিটেশনের দিকটাও দেখতে হবে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Sj. Hemanta Kumar Basu:

স্পীকার মহোদয়, বাংলার অভাব ঘুচবে, বাংলা সুখ-সম্পদে পরিপূর্ণ হবে, এই উদ্দেশ্য নিয়ে দুর্গাপুর পরিকল্পনা করা হয়েছিল যাতে একে পশ্চিমবাংলার রূঢ় হিসাবে পরিগণিত করা যায় কিন্তু বাংলাদেশের যে বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য এই দুর্গাপুর পরিকল্পনা করা হয়েছিল সেদিকে তেমন কোন ব্যবস্থা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। মুক্তকেন্দ্রর সেখানকার গভর্নমেন্ট স্থানীয় লোকেরা যাতে সেই সমস্ত শিল্পে বেশি নিয়োজিত হয় তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। আমরা এ্যাসেম্বলীর ভেতরে এবং এ্যাসেম্বলীর বাইরে বার বার সরকারের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ

করেছিলাম যে এই সমস্ত শিল্পে যাতে অধিকাংশ বাঙ্গালী নিয়োজিত হয়—কিন্তু সে রকম কোন চেষ্টা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। আমি দুর্গাপুরে গিয়েছি এবং অনুসন্ধান করে জেনেছি যে সেখানে এই পরিকল্পনার জন্য যে সমস্ত জমি নেওয়া হয়েছে তার জন্য অল্প কমপেনসেশন দেওয়া হয়েছে কিন্তু প্রভাবশালী ব্যক্তিরা বেশি কমপেনসেশন পেয়েছেন। কাজেই সেখানে দরিদ্রের উপর—যাদের বলবার লোক কেউ নেই—তাদের উপর যথেষ্ট অবিচার করা হয়েছে। সুতরাং সেখানে যে অথরিটি হবে সেই অথরিটির কাজ হবে এই সমস্ত যে অন্যায় অবিচার করা হয়েছে সে বিষয়ে অনুসন্ধান করে একটা সুবিচারের ব্যবস্থা করা। দুর্গাপুরকে প্ল্যানড্ ওয়েতে গড়া উচিত—সেখানকার রাস্তাঘাট, বাড়িঘর ভালভাবে করা উচিত। সেখানে যে বাড়ি গড়ছেন সেই বাড়ি এমনভাবে ভাড়া দিচ্ছেন যে স্থানীয় বাঙ্গালীর ছেলেরা তার কোন সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে না। এই পরিকল্পনার জন্য বহু গ্রাম উৎখাত হয়েছে, বহু লোক গৃহহীন হয়েছে, বহু লোক জীবিকা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এ বিষয়ে আমরা সরকারের এবং মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি বার বার আকর্ষণ করেছি যে যাদের গ্রাম থেকে উৎখাত করা হয়েছে তাদের জমির জন্য কিছু কমপেনসেশন দেওয়া হয়েছে বটে কিন্তু তাদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনের কোন ব্যবস্থা হয় নি। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের জন্য কিছু সুবিধা করে দেওয়া হয়েছে কিন্তু পশ্চিমবাংলার এত উদ্বাস্তু যাদের উৎখাত করে আজ এত বড় একটা শিল্পনগরী গড়ে উঠছে তারা আজকে নিরাশ্রয় হয়ে পড়ছে, বেকার হয়ে পড়ছে, তাদের জীবিকা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে—এদিকে আমি সরকারের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করছি। সেখানে স্পেকুলেশন যথেষ্ট হয়েছে, স্পেকুলেশন যে হয় নি তা নয় বেশ ভাল রকম স্পেকুলেশন হয়েছে যার ফলে প্রভাবশালী ব্যক্তিরা নিজেদের সুবিধা করে নিয়েছে কিন্তু যারা গরীব তাদের জন্য কোন ব্যবস্থা হয় নি। কাজেই শিল্পনগরী গড়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে সরকারের এসব দিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। এই শিল্পনগরীতে বাড়িঘর যেন প্ল্যান মত হয় সেদিকে দেখা দরকার এবং তার জন্য যে সমস্ত জমি নেওয়া হবে মানুষকে উৎখাত করে দিয়ে সেই সমস্ত জমির জন্য তাদের কিছু কমপেনসেশন দিয়ে সরকারের কর্তব্য শেষ করলে হবে না, তাদের যাতে বাস্তবিক জীবিকার্জনের উপায় হয় এবং তারা যেরকম সুখে ছিল সেই রকম সুখে যাতে থাকতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। যাদের চাষের জমি নেওয়া হয়েছে তাদের জন্য কোন ব্যবস্থা করা হয় নি, তারা কমপেনসেশনের টাকায় এখন দিন কাটাচ্ছে কিন্তু এর পরে তাদের যে কি করে দিন কাটবে তা সকলেই জানেন। একদিকে বলা হচ্ছে আমরা শিল্পনগরী গড়ে তুলছি, আমরা বেকার সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করছি, আর অপর দিকে দেখছি বেকারের সংখ্যা বাড়ছে এই যে একটা অবস্থা এটাকে কিছুতেই বরদাস্ত করা উচিত নয়। অথরিটির কথা বিনয়বাবু বলেছেন যে বাস্তবিক একটা প্রতিনিধিত্বমূলক অথরিটি

[7-10—7-20 p.m.]

গড়া উচিত। যেভাবে গড়ে উঠবে তাতে যেন জনসাধারণের প্রতিনিধি থাকে এবং জনসাধারণের যদি কিছু বলবার থাকে তারা যেন তা বলার সুযোগ পায়। যদিও এই বিলটা একটি ভাল উদ্দেশ্য নিয়ে করা হয়েছে তবে যারা এটাকে কার্যকরী করবেন তাদের যেন হৃদয় থাকে, তাদের যেন কর্তব্যবোধ থাকে, তারা যেন সহানুভূতি নিয়ে কাজ করেন, সেই সমস্ত লোক নিয়ে যেন অথরিটি তৈরি করা হয়, এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই বিলটির যে উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে তা অত্যন্ত শুভ সুতরাং এটা সমর্থনযোগ্য। আমি শুধু এই সম্পর্কে এইটুকু বলতে চাই যে এই বিলের মধ্যে স্পেকুলেশনের কথা বলতে গিয়ে এবং যে ফাটকাবাজী চলছে মন্ত্রী মহাশয় এটা উল্লেখ করতে গিয়ে একটা জিনিস অস্পষ্ট রেখেছেন যে কারা সেই ফাটকাবাজী সেখানে করছে—তাদের কথাটা তিনি বলেন নি। এখানে বিশেষ করে অবাঙ্গালীদের একটা সম্প্রদায় বিশেষ করে মাড়োয়ারী শ্রেণী সেখানে ফাটকাবাজী করছে। আমরা জানি যে আমাদের এই সরকারের মাড়োয়ারীদের সম্পর্কে একটা সফট পলিসি আছে। এই বিল আইন হলে আমি শুধু এইটুকু অনুরোধ জানাব মন্ত্রী মহাশয়কে যে সুষ্ঠুভাবে যেন এর প্রয়োগ হয়। এবং ঐ মাড়োয়ারী অবাঙ্গালীরা ফাটকাবাজী করে যে শোষণ করছে সেটা যেন সত্যি সত্যি বন্ধ করবার চেষ্টা করা হয়। আমি বলতে

চাই যে অথরিটি তারা সেখানে তৈরি করতে যাচ্ছেন আমার পূর্ববর্তী বক্তা কংগ্রেস দলের সদস্য মাননীয় আনন্দগোপাল মুখার্জি মহাশয় বললেন যে স্থানীয় সেখানকার প্রতিনিধিদের যেন নেওয়া হয়। নিশ্চয়ই তাদের নেওয়া উচিত কিন্তু নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে আনন্দগোপাল-বাবুর মত লোকও সেখানে স্থান পাবেন। আমাদের শ্রদ্ধেয় হেমন্তবাবু যে কথাটা বলতে গিয়ে বলতে পারলেন না সেটা আমি বলে দিচ্ছি যে জমির কমপেনসেশনের ব্যাপারে আনন্দগোপাল-বাবুর যে জমি ছিল আমি শুনেছি সেখানে কমপেনসেশন অনেক উচ্চ হারে তিনি করে নিয়েছেন। সুতরাং যে প্রতিনিধিরা থাকেন অথরিটিতে তাদের যেন আন্তরিকতা থাকে, সহৃদয়তা যেন থাকে, সত্যি সত্যি সেই রকম প্রতিনিধি নিয়ে অথরিটি গড়ে উঠে সেদিকে যেন মন্ত্রী মহাশয় ও সরকার দৃষ্টি দেন। এ বলে এ বিলের যা উদ্দেশ্য তা আমি সমর্থন করি।

Sj. Ananda Gopal Mukhopadhyay:

স্পীকার, স্যার, যতীন চক্রবর্তী মহাশয় বক্তৃতা করতে উঠে খানিকটা কাদা ছিটিয়েছেন—অবশ্য তার কাদা ছিটানই অভ্যাস। তিনি বললেন যে আনন্দবাবুর জমি অন্য লোকদের তুলনায় বেশি দাম পেয়েছে, এটা তিনি জানেন যে সত্য নয়। তিনি যদি জানেন যে এটা সত্য তাহলে তাঁকে আমি এই হাউসের সামনে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি যে এই কথা যদি তিনি প্রমাণ করতে পারেন তাহলে আমি হাউসের মেম্বারশিপ ছেড়ে দেব, আর যদি তিনি প্রমাণ করতে না পারেন তাহলে তাকে ছাড়তে হবে।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

স্যার, উনি বললেন যে আমার কাদা ছিটান অভ্যাস এটা মোটেই সত্য নয়। কারণ যে যত বড়লোক হউন না কেন আমি সত্য না হলে কোন কথা বলি না। এটা উনি নিজেই জানেন যে সত্য। আমি তার চ্যালেঞ্জ এ্যাকসেপ্ট করছি। আই একসেপ্ট দি চ্যালেঞ্জ।

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: Mr. Speaker, Sir, I am grateful to all sections of the House for unanimity on the point that such a measure is necessary. Sir, the apprehensions that have been expressed mainly relate to the future set-up of the authority and the administration of the Act. There are, of course, some points to be considered in this connection, for instance, what would be the nature of the authority, what would be the price paid and so on. Sir, I want to draw the attention of the members of the House to the relevant clauses that have been inserted in the Bill. About the definition of the authority nothing has been made specific and the future set-up will be determined by the Government. I can assure the House that suggestions made either from the Opposition benches or from the Congress benches in this regard will be given the most serious consideration and I hope a satisfactory authority will be set up.

Regarding fixation of price, I shall deal with that provision when that provision is taken up. Briefly speaking, there is a provision for acquisition under section 4 of this Bill which says that for any of the purposes mentioned there the Act may be applied just as there is a provision for acquisition in section 12 which says that, subject to the earlier provisions, Government may pay price at 1955 level. Therefore, what the Government seeks to do is to take power to penalise *fatkabaji* and nothing more. I can assure the House that there should be no misapprehension and there can be reasonably no misapprehension in this regard. Supposing a small person wants to sell his own house or his own plot of land for his domestic purposes, then he will not be penalised. Although section 4 gives ample power to the Government, I can give this assurance that such a person will not be penalised.

Sir, I would appeal to the honourable members not to delay the passing of this Bill because the situation there is growing worse daily and the sooner this land speculation is prevented, the better.

Sir, I would also refer, in conclusion, to the point raised by Mr. Benoy Chowdhury. I am in hundred per cent. agreement with him that the authority should plan development of the area and set up shops, bazars and *hats* and open up avenues of employment. Preference must be given to the local people who are being thrown out of their lands or are being thrown out of employment.

The motion of the Hon'ble Bimal Chandra Sinha that the Durgapur (Development and Control of Building Operations) Bill, 1958, be taken into consideration, was then put and agreed to.

Mr. Speaker: I suppose members do not wish to press their amendments on different clauses of this Bill.

Clause 1

The question that clause 1 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 2

Sj. Ardhendu Sekhar Naskar: Sir, I beg to move that in clause 2, in sub-clause (d), in lines 5 and 6, after the words "by notification, specify" the following words be added, namely:—

"and includes, for the purpose of section 9, any other land in West Bengal referred to in the said section".

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: Sir, I accept the amendment.

The motion was then put and agreed to.

The question that clause 2, as amended, do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clauses 3 *to* 13

The question that clauses 3 to 13 do stand part of the Bill was then put and agreed to

Preamble

The question that the preamble do stand part of the Bill was then put and agreed to.

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: Sir, I beg to move that the Durgapur (Development and Control of Building Operations) Bill, 1958, as settled in the Assembly, be passed.

The motion was then put and agreed to.

Adjournment

The House was then adjourned at 7-20 p.m. till 3 p.m. on Friday, the 2nd January, 1959, at the Assembly House, Calcutta.

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, কাল থেকে আমাদের প্রাইস কন্ট্রোল অর্ডার চালু হয়েছে। এটা সত্য কথা যে কোলকাতায় ব্যবসাদারদের মনে এবং ক্রেতাদের মনে খানিকটা সঙ্কোচের ভাব আছে কেননা পুরানো যেসমস্ত চাল হোলসেলারের কাছে এবং রিটেলারের কাছে ছিল তা খুব পর্যাপ্ত নয় এবং নতুন করে ধান যেটা হয়েছে তার চাল খুব বেশি পরিমাণে আমদানী হয় নি। জ্যোতিবাবু যখন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের কাছে বলেন তখন মুখ্যমন্ত্রী আমাকে সেকথা জানান। আমাদের খাদ্য বিভাগের এবং এনফোর্সমেন্ট ডিপার্টমেন্টের কর্মচারীরা কালকে সমস্ত দিন বিভিন্ন বাজারে ঘুরে দেখছে চালের কি অবস্থা। এটা সত্য কথা যে সরু মিহি চাল কালকে খুব বেশি পাওয়া যায় নি কিন্তু মোটা চাল পাওয়া গেছে। কালকে পয়লা জানুয়ারি তারিখে আমাদের সমস্ত ফেয়ার প্রাইস সপে স্টক টেকিং হয়েছে বলে আমাদের দোকানগুলি খোলা ছিল না, তবে এটা সত্য কথা যে ৩১এ ডিসেম্বর তারিখে আমাদের দোকানগুলি খোলা ছিল এবং সেদিন প্রায় ৪০ লক্ষ লোক আমাদের দোকানগুলি থেকে তাঁদের সাপ্তাহিক সরবরাহ নিয়েছেন। আজকে আমাদের বিভাগ থেকে হোলসেলারের যে স্টক তার একটা মাপ নেওয়া হয়েছে। হোলসেলারদের কোলকাতায় ৪৭ হাজার মণ এবং হাওড়া রামকৃষ্ণপুরে অন্যান্য জায়গায় কথা বলতে পারি না ৪৭ হাজার মণ এই ৯৪ হাজার মণ প্রায় পুরানো চাল আছে, আর রিটেলারদের কাছে যে স্টক আছে—আমাদের ফেয়ার প্রাইস সপ বাদে—অন্ততে ২০ হাজার মণ চাল আছে। আমাদের দোকান আজকে খোলা হয়েছে ফেয়ার প্রাইস সপ এবং যদি বাজারে চাল একটু কম আসে তাহলে পর আমাদের ফেয়ার প্রাইস সপে যে ১ সের করে চাল দিচ্ছি সেটা দেড় সের করে দেবো। আটা পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যাচ্ছে, আমাদের ফেয়ার প্রাইস সপে গম পাওয়া যাচ্ছে এবং খোলা বাজারেও আমাদের নির্ধারিত মূল্যে আটা পাওয়া যাচ্ছে। এটা সত্য কথা যে প্রাইস কন্ট্রোল অর্ডার চালু হবার পর সকলের মনে নানারকম কথা জেগেছে, তবে আমি পুনরায় এখানে বলছি যে আমরা সরকারের তরফ থেকে এই বিষয়ে খুব সজাগ আছি এবং বাজারে যাতে চাল পাওয়া যায় তার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করছি।

Sj. Jyoti Basu:

গ্রামাঞ্চলে সাপ্লাইটা বাড়বে কিনা সে সম্বন্ধে উনি কিছুই বললেন না, স্যার—কেরোসিন সম্পর্কেও কিছু বললেন না।

[বিরোধীপক্ষের বেঞ্চ হইতে তুমুল হট্টগোল]

Mr. Speaker: Mr Sen, would you like to add anything regarding kerosene?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

গ্রামাঞ্চল থেকে চাল যে পাওয়া যাচ্ছে না এরকম কোন সম্বাদ আমরা পাই নি।

Sj. Tarapada Dey:

গ্রামাঞ্চলে, স্যার, কোন রেশন সপ নেই, সব উঠে গেছে।

Mr. Speaker: I have not disallowed discussion in spite of the fact that I refused consent to the adjournment motion. Sj. Jyoti Basu came and saw me. He told me of the importance of this motion and that is the very reason why I have listened to him. I know the importance of the matter. You can ask as many questions as you want to know about this matter; but I don't like any exhibition of heat. Mr. Sen, I would like you to emphasise on two points: (1) kerosene and (2) matters relating to villages.

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

গ্রামাঞ্চলে চাল পাওয়া যাচ্ছে না, এমন কোন সংবাদ আমার কাছে আসে নাই। কালকে বিকেলে গ্রামাঞ্চল থেকে আমার কতকগুলি বন্ধু এসেছেন এবং আমার সঙ্গে দেখা করেছেন—তাদের কাছে শুনেছি যে গ্রামাঞ্চলে চাল পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যাচ্ছে। কেরোসিন সম্বন্ধে

আমি প্রথমেই এই হাউসে বলেছি যে আগামী জানুয়ারি মাসে নতুন করে সাপ্লাইয়ার্স যখন কেরোসিন দেবেন তখন আমাদের যে অর্ডিনান্স বিল আকারে পাশ হতে চলেছে সেই বিল অনুসারে আমরা কেরোসিন সাপ্লাই করব। এজেন্টের কাছে মাল নেই, সমস্ত মাল চলে গেছে রিটেলারের কাছে, এই অবস্থায় আমরা কিছু কন্ট্রোল করতে পারব বলে মনে করি না।

[3-10—3-20 p.m.]

Mr. Speaker: Mr. Sen, I would like you to ask one thing. It has come to my notice and knowledge that people in Calcutta—I cannot tell just now of the rural areas are experiencing some amount of difficulty regarding kerosene, particularly people who have no electricity, you can well understand their position. Do you think you will be able to do anything in this matter?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

এটা সত্য কথা যে গ্রামাঞ্চলে এবং শহরাঞ্চলে কেরোসিন তেলের অভাব দেখা দিয়েছে। কোটা সাপ্লাইয়াররা যেসমস্ত কেরোসিন তেল তাদের এজেন্টের মারফত রিটেলারদের দিয়েছে, তাদের উপর আমরা এখন কোন রকম নিয়ন্ত্রণ করতে পারব না। তবে জানুয়ারি মাসে সাপ্লাইয়ার্স নতুন যখন তাদের এজেন্টের মারফত রিটেলারদের দেবেন সেই অবস্থায় আমরা নিয়ন্ত্রণ করব। এর আগে কোন কিছু করা সম্ভব নয়।

Sj. Narayan Chobey:

আপনি বললেন, [illegible] কিন্তু আমরা জানি [illegible]

Mr. Speaker: Mr. Chobey, the adjournment motion related to rice [illegible] to draw the attention of the Hon'ble Minister [illegible] flour etc. in the rural areas. I dare say Mr. Sen will take notice of it.

Sj. Subodh Banerjee:

[illegible] উনি বর্ণনা করেছেন। এবং ওঁর কাছে [illegible] নাকি মফঃস্বলে কোন অসুবিধা হচ্ছে বলে উনি জানেন না।

Mr. Speaker:

অর্থাৎ উনি খবর পান নি।

Sj. Subodh Banerjee:

আমার বক্তব্য হচ্ছে ওঁর ইনফরমেশন যতটুকু তা থেকে উনি এটাসম্পর্কে এসেছেন যে মফঃস্বলে চাল ডালের ব্যাপারে কোন অসুবিধা হচ্ছে না। কিন্তু আজ সকালে ২৪ পরগনার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লোক এসেছে তারা বলেছে বাজারে আটা, সুজি, ময়দা একেবারে নেই। এই হল এক নম্বর। দুই নম্বর বক্তব্য হল প্রাইস কন্ট্রোল অর্ডারের ফলে যে আনসার্টেনিটি এসেছে তাতে ২৪ পরগনার দক্ষিণ অঞ্চলে যাকে একেবারে গ্রানারী বলা হয় সেই জায়গায় বাজারে একেবারে চাল আসছে না। সরকার যদি কলকাতার উপর অ্যাটেনশন দিয়ে রাখেন তাহলে পাড়াগাঁয়ে অত্যন্ত অসুবিধা হবে। পাড়াগাঁয়ে চাল, আটা, গম, সুজি, প্রভৃতি যাতে নিয়মিতভাবে ঐ দামে পাওয়া যায় তার জন্য কি ব্যবস্থা করছেন সেটা যদি উনি বলেন তাহলে আমাদের সুবিধা হয়।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আমাদের মাননীয় পূর্তমন্ত্রী জলপাইগুড়ি থেকে ১টার সময় এসে এখানে পৌঁছেছেন চাল সম্বন্ধে সেখানে কোন অসুবিধা হচ্ছে বলে তিনি বলেন নি। বাঁকুড়া থেকে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং বর্ধমান থেকে শ্রমমন্ত্রী এসেছেন, তাঁদের কাছ থেকেও কোন অসুবিধার কথা শুনি নি।

[Several Members on the opposition side roce.]

Sj. Subodh Banerjee:

কিন্তু এখানে একটা জিনিস বুঝা দরকার। কলকাতার ইমপ্যাক্ট যেসমস্ত মফঃস্বল এলাকায় লাগে আপনারা তার কথা চিন্তা করুন। তা না করে ৫০০ মাইল দূরের জলপাইগুড়ি কুচবিহারের কথা নিয়ে চেঁচামেচি করে লাভ কি? কলকাতাকে সারাউন্ড করে যেসমস্ত এলাকা যেমন চাকদহ, হুগলি, হাওড়া যার উপর কলকাতার ইমপ্যাক্ট পড়ে সেসব জায়গার অবস্থা কি?

Sj. Siddhartha Shankar Roy:

খগেনবাবু কি আমার সঙ্গে জলপাইগুড়ি যাবেন, এখানে যে কথা বলেছেন সে কথা পাবলিকলি বলবেন কি? আমি চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি যদি...

The Hon'ble Khagendra Nath Das Cupta:

আপনি একা গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসুন না, তারপর যাব।

[Several members from the Opposition rose and there was uproar.]

Mr. Speaker: Please resume your seat. Is it desirable of the honourable members to have an uproarious House? If that is so, then it is not possible to carry on.

[Uproar.]

Sj. Hemanta Kumar Ghosal: "Don't tell a lie".

Mr. Speaker: Mr. Ghosal, will you withdraw the expression?

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

উনিও তো বলেছেন, ওঁকে উইথড্র করতে বলুন না।

The Hon'ble Khagendra Nath Das Cupta: No, certainly I did not

Sj. Subodh Banerjee:

উনি জলপাইগুড়ির কথা নিয়ে মাতামাতি করছেন কেন—কাছাকাছি জায়গা সম্বন্ধে আলোচনা হোক।

Mr. Speaker: I have appealed to the members. This is the last day Dandakaranya Scheme is to be discussed. It this goes on, with great reluctance and with all apologies due to honourable members I will adjourn the House *sine die*. You have made me your Speaker. I am trying to do my duty in the best possible way I can. Mr. Basu told me about food problem. Although I refused I have allowed a discussion but I find avenues have been opened not to carry on discussion fairly but to create trouble.

Sj. Ganesh Ghosh: There is no question of trouble. Questions have been asked and if the Food Minister could illuminate. ....

[Noise and interruptions.]

Mr. Speaker: I will wait for two minutes. I have appealed to you, you have not listened to me.

Sj. Jyoti Basu:

স্পীকার মহাশয়, আপনি তো অ্যালাউ করেছিলেন...

Mr. Speaker: I can only appeal to you.

Sj. Jyoti Basu:

তা তো করছেন না। আপনি তো ক্রমওয়েল সাহেবের মত আলটিমেটাম দিয়ে বললেন—Gentlemen, make your mind or I quit.

Mr. Speaker:

একজন লায়ার বলেছেন, আমি কথাটা তুলে নিতে বললাম।

My appeal falls on deaf ears I am bound to adjourn.

Sj. Jyoti Basu:

আপনাকে একটা জিনিস বুঝতে হবে। এসেম্বলীতে বিশেষ করে একটি আইন আমরা আলোচনা করেছিলাম—এন্টি-প্রফিটিয়ারিং আইন—তার সঙ্গে খাদ্য সম্পর্কে আলোচনা জুড়ে দিতে আমরা অনুরোধ করেছিলাম। আপনি সেটা গ্রহণ করেছিলেন। এতদিন আলোচনা হবার পর, আমরা এত কথা বলার পর, ঠিক ফার্স্ট অব জানুয়ারি থেকে যে কথা আমরা বলেছিলাম তাই হল কিন্তু তার আগে যা করবার দরকার ছিল তা উনি করেন নি। উনি বলেছিলেন সব ব্যবস্থা আমরা করেছি। কিন্তু দেখুন হঠাৎ চাল উধাও হল তাহলে বলে দিন কি করব আমরা? ওই আলোচনা করছি, হঠাৎ খবর এল কেরোসিন তেল নেই। তারপর বললেন কেরোসিন আমরা এখানে জুড়ে নিলাম।

Sj. Bejoy Singh Nahar:

খগেনবাবু নিজে জলপাইগুড়ি গিয়ে দেখে এসেছেন অবস্থা স্বাভাবিক।

Sj. Jyoti Basu:

জলপাইগুড়ি থেকে আসতে পারেন, যেখান থেকে খুসী আসতে পারেন, কিন্তু ওইভাবে মিনিস্টিরিয়াল বেঞ্চ থেকে মেজাজ দেখালে কোন কাজ হবে না।

Mr. Speaker:

আপনার আর ৫ মিনিটকে বলেছিলেন তবে ও'রা সেটা ডিনাই করেছেন।

Sj. Jyoti Basu:

কিন্তু কিছুই তো বোঝা গেল না, ও'র বক্তৃতা থেকে। কলকাতা বা মফঃস্বলের অবস্থাটা কি?

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

এই এসেম্বলী বন্ধ করে দেওয়াই ভাল যেখানে মন্ত্রীরা অসত্য কথা বলে, যেখানে চালের ব্যবস্থা মন্ত্রীরা করতে পারে না, কেবল লম্বা লম্বা বক্তৃতা শুনে আমাদের কি লাভ হবে

Mr. Speaker:

বেশ, তাই করা হবে।

Sj. Subodh Banerjee:

এটা ভয় দেখানর কথা নয়। আলোচনা করতে গিয়ে টেম্পার মে বি ফ্রেড, বন্ধ করার কোন কারণ নেই।

Mr. Speaker: That is a different thing.

Sj. Subodh Banerjee:

এটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এটা গালাগালির বিষয় নয়। মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমরা বাজে কথা শুনতে চাই না।

Mr. Speaker:

আপনি চাঁদনগরগনা, হাওড়ার কথা যা বলতে চাইছেন তা কেউ ডিনাই করছে না। কিন্তু জলপাইগুড়ি ইট ইজ 800 মাইলস এওয়ে সেখানে গিয়ে উনি যা দেখে এসেছেন তাই বলেছেন এতে গোলমাল হবে কেন?

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

জলপাইগুড়ি তিনি যেতে পারেন, কিন্তু সেখানকার সংবাদটা তো তার মনোপলি নয়।

Sj. Subodh Banerjee:

মন্ত্রী মহাশয় জলপাইগুড়ি থেকে রিটার্নড হতে পারেন, কিন্তু সংবাদ একমাত্র তিনিই জানেন তা কি করে হবে?

Sj. Dasarathi Tah:

বর্ধমানের অবস্থা আমি যা জানি...

[Noises and disturbances]

Mr. Speaker: If no opportunity is given to hear you, why waste your breath?

Sj. Subodh Banerjee:

সমস্ত ব্যাপার এইভাবে ও'রা ঘুলিয়ে দেন কেন জানি না। এটা চ্যালেঞ্জ কাউন্টার-চ্যালেঞ্জের প্রশ্ন নয় তাতে কোন ফল হবে না,

that won't solve the problem of the people.

শুধু বাজার গরম হতে পারে আর কিছু নয়। জলপাইগুড়ি কথা যা বলেছেন তা হতে পারে— উই আর নট চ্যালেঞ্জিং ইট। কিন্তু জলপাইগুড়ি কথা ছেড়ে দিয়ে আমাদের কাছে হাওড়া, হুগলি চব্বিশপরগনা হুইচ আর সারাউন্ডিং ক্যালকাটা তার সম্বন্ধে আমাদের কাছে ফ্যাক্টস যা রয়েছে তাই বলেছি। যেটা আমার নলেজে আছে সেইখানকার কথা বলেছি সেখানে চাল পাওয়া যাচ্ছে না, আটা পাওয়া যাচ্ছে না, গম পাওয়া যাচ্ছে না। কেরোসিন তেল পাওয়া যাচ্ছে না। আমি জানতে চাইছি, মন্ত্রী মহাশয় এর কি ব্যবস্থা করবেন। রিগার্ডিং জলপাইগুড়ি অন্যান্য সকলে যখন বলছেন তাদের সংবাদ আছে যে পাওয়া যাচ্ছে না তখন সেখানে এনকোয়ারি হোক। তা না করে শুধু গোলমাল করে কোন লাভ হবে না।

Sj. Dasarathi Tah:

স্যার, আমি বর্ধমান থেকে আজ এসেছি এবং প্রধান প্রধান বাজারের খবর নিয়ে দেখেছি। চাল অনেক ছিল, কিন্তু কাল থেকে তা উধাও হয়ে গেছে। কেউ দিতে পারছে না কন্ট্রোলড রেটে চাল মিলছে না। সুতরাং মন্ত্রী মহাশয়ের কথার প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

Sj. Siddhartha Shankar Roy:

এরকম যে গোলমাল হবে আমরা তা বুঝতে পেরেছিলাম। আমি জগুবাবুর বাজার, ল্যান্সডাউন বাজারে গিয়ে দোকানদারদের সঙ্গে কথা বলেছি তার টেপ-রেকর্ড করেছি। সেই রেকর্ড আপনাদের শুনাব।

Mr. Speaker: I will not allow.

Sj. Siddhartha Shankar Roy:

আপনি না শোনেন শুনবেন না। আমি জানি না কাগজ থেকে যদি এখানে পড়তে পারি তাদের কথা টেপ-রেকর্ড থেকে শুনাতে পারব না কেন। আমি বাজারে গিয়ে প্রত্যেক দোকানে গিয়েছি, প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বলেছি। তারা সকলে বলেছেন, সরকারের দাম অনুযায়ী চাল পাওয়া যাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। রেকর্ড যদি এখানে শুনতে প্রফুল্লবাবু না চান আমি তাঁর ঘরে যেতে রাজী আছি। দেবেন না কেন? আমি কাগজ দেখে পড়তে পারি আর কথা শুনাতে পারবো না?

Mr. Speaker: It is no good trying to do things which I will not allow.

Sj. Siddhartha Shankar Roy:

আজকে ল্যান্সডাউন মার্কেট, যদুবাবুর বাজারে প্রত্যেক দোকানে গিয়ে সেখানকার লোকদের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি যে এই দরে কোন চাল পাবার কোন সম্ভাবনা নেই। এই কথা আমি প্রফুল্লবাবুর ঘরে গিয়ে শোনাবো, আমার এই টেপ রেকর্ডেএ সমস্ত জিনিস আছে।

Mr. Speaker:

শোনাবেন।

Sj. Bijoy Singh Nahar: Sir, can a member bring a tape-recorder in the House?

Mr. Speaker: I have told you, Mr. Nahar, that I will not allow the tape-recorder to be used in the House. If I carry a revolver in my pocket—and there is nothing illegal in my carrying it—it is all right. But I will not allow the tape-recorder to be used here. So, that is an end of the matter.

Sj. Tarapada Chaudhuri:

স্যার, শংকরীবাবু এখানে যে কথা বললেন তার সঙ্গে আমি ডিফার করছি। এই জেলায় একদম চাল এভেইলএবল নয় সে কথা ঠিক নয়, তবে নির্ধারিত দরে চাল না পাওয়া সম্ভব। আমি কাল শহরে ২৪ ঘণ্টা ছিলাম এবং আজকেও ১০ ঘণ্টা ছিলাম মোট ৩৪ ঘণ্টা ছিলাম কিন্তু এ ক্লামার শুনি নি। এবং রাইস মিলস এসোসিয়েশন এবং হোলসেলার্স, তারা একটা দাবি তুলে বলছে বিচার করে দেখুন এই যে দাম বেঁধে দেওয়া হয়েছে তাতে আমাদের খরচা পোষাবে না, আমরা কাজ করতে পারবো না। আমি বললাম তাহলে কলগুলি কি বন্ধ হয়ে যাবে। তারা বললো না, একেবারেই বন্ধ করা যাবে না। আমি বললাম- যদি প্রফুল্লবাবু ভুল করে থাকেন তাহলে লোকসান দিয়ে আপনারা ব্যবসা করবেন কেন? তবুও আমি বলছি যে তাদের সঙ্গে ডিসকাশন করে এটা বুঝেছি যে এই সিচুয়েশন এক্সপ্লয়েট করবার চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু বর্ধমান শহরে আমি দেখেছি এবং আমার অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি যে এই রকম সিচুয়েশন ডেভেলপ করে নি। হয়ত কোন কোন জায়গায় ডেভেলপ করতে পারে, সেই জোরাস করেই আমি এই কথা প্রফুল্লবাবুকে বলবো যে এই সিচুয়েশন ডেভেলপ করার সম্ভাবনা আছে। সেইজন্য ফ্ল্যাট প্রাইস এমনভাবে করুন যাতে চাল সরবরাহের ব্যবস্থা যথোপযুক্ত হয়।

Sj. Hare Krishna Konar:

আপনার কাছে জিজ্ঞাসা করছি। শুধু কলিকাতায় চাল দুষ্প্রাপ্য হয়েছে এবং এর ফলে বাংলাদেশের অন্যান্য জায়গায় যে অন্য রকম প্রতিক্রিয়া চলছে, তবে তা নয়। সেখানেও বাঁধা দামে চাল পাওয়া যাবে কি? কারণ কলিকাতার ব্যবসায়ীরা বসে যাবে, বর্ধমানেও মিল বন্ধ করে দেবে, তা হলেও মন্ত্রী মহাশয় বাঁধা দামে দেবেন কিনা, রেশন দেবেন কিনা। কারণ আমরা জানি যে মন্ত্রী মহাশয়দের কোন দিনই চাল পেতে অসুবিধা হবে না। হবে আমাদের। সেইজন্য আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে চাল পাওয়া যাচ্ছে না এবং মডিফায়েড দোকানে যে দেড় সের করে চাল দেবার কথা সেটা কবে থেকে দেবেন? দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে কেরোসিন তেল। কলিকাতা শহরে ইলেকট্রিক লাইট আছে তা সত্ত্বেও কেরোসিন তেলের লাইন এক মাইল, আধ মাইল ধরে হচ্ছে...

Mr. Speaker: Mr. Konar, he has made it perfectly clear that in the plessent circumstances he has not the power to do anything.

[3-30—3-40 p.m.]

Sj. Hare Krishna Konar:

এই যে বাজার থেকে কেরোসিন উধাও হয়ে গেল তার জন্য কি তিনি কোন এনকোয়ারি করেছেন? না যদি না করে থাকেন তাহলে এটা একটা খুব বড় ইরেসপন্সিবিলিটির কথা।

Mr. Speaker: Until the next allotment is made by the wholesalers to the agents

Sj. Hemanta Kumar Basu:

আমাদের জ্যোতিবাবু এবং সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় মহাশয়, এই এন্টি-প্রফিটিয়ারিং বিল পাশ হবার পরে বাংলাদেশের মধ্যে কলকাতা শহরাঞ্চলে যে অবস্থা দেখা দিয়েছে সে বিষয়ে মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যা দরকার ছিল তা করেছেন। আমি মনে করি আজকে এ বিষয়ে একটা আলোচনা হওয়া উচিত। কেরোসিনের ব্যাপারে, সরকার যখন হেল্পলেস হতে পারেন তখন তার একটা প্রতিকার তো করতেই হবে। আজকে মন্ত্রী মহাশয়ের তথা সরকারের কোন না কোন রাস্তা বের করতে হবে, এ বিষয়ে দায়িত্ব তাদেরই, কাজেই রাস্তা একটা তাদের বের করতেই হবে। আজকে কোন জায়গায় চালের কি অবস্থা সেটা বিশেষভাবে আলোচনা হওয়া উচিত। এসেম্বলীর আজকেই শেষ দিন এর পরে এমন ধারা আলোচনা করা যাবে না, কাজেই এই বিষয়টা বিশেষভাবে আলোচনা হওয়া দরকার।

Sj. Rabindra Nath Mukhopadhyay:

আমি একটি কথা জিজ্ঞাসা করছি। আমি বলেছিলাম যে কলকাতা শহরের নিকটবর্তী অঞ্চলের মিলগুলি বন্ধ রয়েছে দু-চারটি যা চলছিল এন্টি-প্রফিটিয়ারিং বিল পাশ হবার পর সে কয়টিও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ফলে হচ্ছে কি? কোথা থেকে চাল আসবে?

Mr. Speaker: Yes, Mr. Ghosal.

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

আপনি নিশ্চয়ই জানেন কয়েকদিন আগে বিলে কেরোসিন যুক্ত হোক এটা আমরা জানিয়েছিলাম। আজকে মন্ত্রী মহাশয় যা বললেন সে কথা সেদিনও তিনি বলেছিলেন। কিন্তু আমার কাছে যা মনে হচ্ছে, এখন কি কারও ক্ষমতা নাই? পরে যে কোটা ফিক্স করে দেবেন সেটো আইনটা যখন কার্যকরী হবে তখন। ইতিমধ্যে লোকের কাছ থেকে তেল সাপ্লাই করে মুনাফাখোররা মুনাফা বাজী করবে আর সরকার তাতে নীরব দর্শক হয়ে থাকবেন।

Mr. Speaker:

হেমন্তবাবু আপনি একটি এমেন্ডমেন্ট আনলেন, আপনাকে আমি রিমাইন্ড করে দিচ্ছি

you brought in an amendment, Mr. Ghosal, that kerosene be added and Government accepted your amendment

গভর্নমেন্ট সাইড থেকে বলা হল হ্যাঁ, এ্যাড করা উচিত। প্রফুল্লবাবু আমাদের বললেন যতক্ষণ না আপার হাউসএ হয়, এই কেরোসিনের ব্যাপারে ব্যবস্থা করতে পারবো না। আপনিও বললেন হ্যাঁ। আর একটা কথা তিনি আমাদের সামনে বলেছিলেন—হোলসেলার বা এজেন্টদের ডিস্ট্রিবিউট করে দিয়েছে, নেকস্ট এ্যালটমেন্ট করার সময় এরূপ ডিস্ট্রিবিউশন করবেন না—

we shall control it so that it may be available to one and all.

এ দুটি কথা সেদিন তিনি আমাদের বলেছিলেন। এটা আজকে আমরা সকলেই জানি যে বাজারে কেরোসিন মোটেই পাওয়া যাচ্ছে না দ্যাট ইজ ফ্যাক্ট, এখন গভর্নমেন্টের কর্তব্য হচ্ছে একটা উপায় ঠিক করা। কেরোসিন রিকুইজিশন করেই হোক বা অন্য উপায়েই সেটা ডিস্ট্রিবিউশনের ব্যবস্থা করা। আপনি কেরোসিন সম্বন্ধে যা বলছেন তা যে অন্যায় আমি সেটা মনে করি না—দ্যাট ইজ এ ফ্যাক্ট এটা কোন ভুল নয়, যে পিউপিল সাফার করছে, মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে এমফেটিক্যালি। দ্যায়ার ইজ গুড রিজন ফর ইট। আচ্ছা আপনি কি আর কিছু বলবেন?

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

স্যার, আপনার এটাও মনে আছে একথা বলা হয়েছিল যে মুনাফাখোররা তেল বিক্রী করে সাধারণ লোককে যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না করতে পারে সেজন্য তাদের মুক্তির জন্য সরকার শক্তি দিয়ে একটা কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করুন। এ অনুরোধ করেছিলাম, এটাও, স্যার, আপনার মনে আছে নিশ্চয়। সেটার কি হয়েছে আমরা জানি না, আজকে প্রফুল্লবাবু একটু এ বিষয়ে বললে ভাল হয়। সেটার কি হয়েছে জানি না। কিন্তু প্রফুল্লবাবু আজকে যা বললেন তাতে সেটা আশা হয় নিশ্‌...

Mr. Speaker:

এ কেরোসিন তেলের প্রশ্ন নয়।

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

কলিকাতা ছাড়া মফস্বলের অন্য জায়গা থেকে সংবাদ পান নি যে চাল দুষ্প্রাপ্য হয়েছে। আজকে পি টি আইএর নিউজ যে বসিরহাট শহর থেকে চাল উধাও হয়েছে—বহুরের প্রথম দিনেই। এটা আমাদের তৈরি করা নিউজ নয়, পি টি আইএর সার্কুলেশন যে চাল উধাও হয়েছে। এ খবর গুলো কেন তাড়াতাড়ি কানে আসে না? আমরা এসেম্বলীতে এসে খবর দেব, তারপরে তিনি তদন্ত করবেন। এইরকম জরুরী পরিস্থিতিতে সংবাদপত্রের সংবাদগুলি পাওয়ামাত্রই ব্যবস্থা করা উচিত।

[3-40—3-50 p.m.]

Sj. Sunil Das:

আজকে যে আলোচনা উঠেছে তার কারণ এই হাউসের সভ্যেরা নিশ্চিন্ত হতে চান চাল বাঁধা দরে পাওয়া যাবে কিনা। ইতিপূর্বে এন্টি-প্রফিটিয়ারিং বিলের আলোচনার সময় তাঁরা এই উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। মন্ত্রীমহাশয় বলেছিলেন যে পাওয়া যাবে। গতকাল থেকে যা শুরু হয়েছে তাতে চাল পাওয়া যাচ্ছে না, অন্ততঃ বাঁধা দরে পাওয়া যাচ্ছে না।

Mr. Speaker:

আমি বলছি মি. দাস নিশ্চিন্ত কোনকালে হতে পারবেন না।

Sj. Sunil Das:

আমার বক্তব্য হল এই যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে কত স্টক আছে, এবং কেন্দ্রীয় সরকারেরই বা কত স্টক আছে, সেই স্টক তাঁরা বিবেচনা করেছেন কিনা। আর সেটা ব্যবহার করতে পারবেন কিনা বা ব্যবহার করবার অনুমতি পাবেন কিনা। এটা জানতে পারলে আমরা নিশ্চিন্ত হতে পারি। কারণ মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন ২০ হাজার মণ চাল রিটেলারদের কাছে আছে আর ১৪ হাজার (৪৭·৫৭) মণ হোলসেলারদের কাছে আছে। আর হোলসেলারদের কাছে যা আছে তা বাজারে আসবে কিনা তার নিশ্চয়তা নাই। তাই বলছি শুধু রিটেলারদের চালের উপর ভরসা রেখে কলিকাতার কিছুদিন চলবে কিনা। সেইজন্য জানতে চাইছি যে তাঁদের স্টক যা রয়েছে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের স্টক থেকে কত পেতে পারবেন তার একটা হিসাব দিতে পারেন কিনা। স্পীকার মহাশয় বলেছেন যে নিশ্চিন্ত হওয়া অসম্ভব। তাই উনি ক্যাটেগরিক্যালি বলুন যে এত লক্ষ টন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে আছে, এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এত লক্ষ টন আছে, এবং তা থেকে এত লক্ষ টন পাবেন।

Sj. Chitto Basu:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কেরোসিন তেল সম্পর্কে বলেছেন যে এখন তাঁর পক্ষে কিছু করবার নেই। নেকস্ট এলটমেন্ট যখন হবে তখন তিনি করবেন। নেকস্ট এলটমেন্ট কবে হবে তার নিশ্চয়তা নাই।

Mr. Speaker:

উনি বলেছেন সম্ভবতঃ জানুয়ারিতে।

Sj. Chitto Basu:

আমি আপনার মাধ্যমে বলছি যে যাঁরা বাজারে তেলের ব্যবসা করেন তারা যদি সরকারের পক্ষ থেকে এই ধরনের কোন কথা জানতে না পারেন যে সরকার কোন কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করছেন, যাতে মুনাফাখোরদের ব্যবসা চলতে পারবে না তাহলে মুনাফাখোরেরা তাদের ব্যবসা চালিয়ে যাবে। কাজেই সরকার ঘোষণা করুন যে তাঁরা কেরোসিন তেল সম্বন্ধে কি ধরনের ব্যবস্থা অবলম্বন করতে চাইছেন। এই ঘোষণা এখনই সরকার পক্ষ থেকে করা উচিত যদি তা না করেন তাহলে যেখানে তেলের দর ছিল ১৪ পয়সা বোতল, সেখানে তার দাম হয়েছে দশ আনা।

Mr. Speaker:

একটা পয়েন্টে এত বক্তৃতা করবেন না।

Sj. Provash Chandra Roy:

এন্টি-প্রফিটিয়ারিং বিলের সময় শুনেছিলাম বলা হয়েছিল যে চোরাবাজারী ও মুনাফাখোরের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে। সেইজন্য আমি সাজেসশান দিচ্ছি যে জনসাধারণের পূর্ণ সহযোগিতা ছাড়া এটা সম্ভব নয়। সেইজন্য বলছি যে প্রাদেশিক ভিত্তিতে গ্রাম্য কমিটি, বিজিল্যান্স কমিটি করা দরকার, যাদের সাহায্যে চোরাকারবারী ধরা সহজ হয়।

আজকে আমরা জানতে চাই সেটা করতে তাঁরা প্রস্তুত আছেন কিনা।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আমার যা বলার সব বলা হয়ে গেছে।

Mr. Speaker: I will proceed with the discussion of the Dandakaranya Scheme after five minutes.

Sj. Gopal Basu: Sir, I have an adjournment motion which has been refused. I am reading it:

"The proceedings of the Assembly do now adjourn to raise a discussion of urgent public importance and of recent occurrence, namely, situation arising out of the hunger-strike resorted to by Shri Ramasray, an ex-worker of Reliance Jute Mill, since 29th December, 1958 in front of the gate of 'Nadia Jute Mills', Naihati, as a protest against the oppressive policy of the employers of the mill. Shri Ramasray duly informed the Government and the employers of his decision to resort to hunger-strike, but neither the Government nor the employers thought it necessary to give reply to his letter."

Sj. Hemanta Kumar Ghosal: I also read my adjournment motion which has been refused:

"The proceedings of the Assembly do now adjourn to raise a discussion on a matter of urgent public importance and of recent occurrence, namely, the serious situation created by indiscriminate use of repressive measures against bargadars, arrest of hundreds of persons under Security Act and attachment of stacks of paddy disregarding the possession of bargadars, in different jotedar-dominated areas of 24-Parganas and other districts where big jotedars owning thousands of acres of land have successfully evaded ceiling by resorting to widespread transfers Benamies, etc. and where bargadars with previous intimation to the authorities, have stacked the paddy of such transferred or benami lands in their own or common thrashing grounds."

Mr. Speaker: I will now take up the Dandakaranya Scheme.

Sj. Ganesh Ghosh:

কিছুক্ষণের জন্য এডজোর্ণ করে দিন স্যার।

Mr. Speaker:

আচ্ছা তাই হোক্।

[At this stage the House was adjourned for 5 minutes.]

[After adjournment.]

[3-50—4 p.m.]

Discussion of Dandakaranya Scheme

Sj. Jyoti Basu:

স্পীকার মহাশয়, দণ্ডকারণ্য স্কীম সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করতে চেয়েছিলাম বলে আজ এই আলোচনা হচ্ছে। অর্থাৎ এটা একটা টেকনিক্যাল ব্যাপার। কারণ আসল কথা হচ্ছে যে বাস্তুহারাদের পুনর্বসতি বাংলাদেশে হবে না বাংলার বাইরে দণ্ডকারণ্যে হবে সেটাই আলোচনার বিষয়। কাজেই আমি ঐ দুটো বিষয়েই কয়েকটা কথা বলব। আপনার বোধ হয় মনে আছে যে প্রায় বছরখানেক আগে আমরা এখানে একটা প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলাম যে দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনাটা কি সেটা আমাদের জানানো হোক এবং তারপর একটা সম্মেলন ডেকে আপনারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে সেখানে পাঠান হবেই। সেই যে সম্মেলন হয়েছিল তাতে আমাদের কাউকে ডাকেন নি। সেটা একটা মিনিস্টারস সম্মেলন বা হাই লেভেল সম্মেলন হয়েছিল। সেই মিনিস্টারস বা হাই লেভেল সম্মেলনে তখনকার কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট শ্রীঅতুল্য ঘোষকেই একমাত্র আলোচনা করতে ডাকা হয়েছিল। কিন্তু তাঁকে কি পার্টির প্রতিনিধি হিসাবে, না এম, পি হিসাবে ডাকা হয়েছিল তার কিছুই আমারা বুঝতে পারলাম না। অন্য কোন এম, পি বা অন্য কোন পার্টির প্রতিনিধিদের কেন ডাকা হল না? যাই হোক এটাই বোধ হয় সরকারী নীতি যে অন্য কারুর সহযোগিতার প্রয়োজন নেই, শুধু অতুল্যবাবু সহযোগিতা করলেই হবে। সেজন্য পরবর্তীকালে আমি চেষ্টা করে শ্রীখান্নাকে বলেছিলাম যে এই ব্যাপার নিয়ে আমাদের সঙ্গে আপনি একটু আলোচনা করুন। তারপর একটা ইনফরম্যাল আলোচনা হয়। কিন্তু তারপরেও আবার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়কে বলবার পর দণ্ডকারণ্য সম্বন্ধে কিছু বলার জন্য তিনি একটা সম্মেলন ডেকেছিলেন। আপনি নিজে দণ্ডকারণ্য ঘুরে এসে একটা প্রবন্ধ লিখে আপনার মতামত জানিয়েছেন। আমি আপনার সেই আর্টিকেলটা পড়ে দেখলাম। কিন্তু তার মধ্যে এমন কোন কথা নেই যে এই দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা করতে হলে বা বাস্তুহারাদের এখান থেকে বের করে নিয়ে যেতে হলে বিরোধীদলের যারা এ সম্বন্ধে কথা বলেন তাদের সঙ্গে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। এটাই আমাদের প্রতিবাদের বিষয়। এই সরকারকে আমরা দেখেছি যে কারুর সঙ্গে কোন রকম সহযোগিতা করতে চান না, শুধু চাবুক মেরে জোর করে সব ব্যবস্থা করতে চান। বাস্তুহারাদের আজকে মানুষ বলে তারা জ্ঞান করেন না। কাজেই আমার প্রথম কথা হচ্ছে যে বাস্তুহারারা যদি বলেন যে আমরা পশ্চিম বাংলায় থাকতে চাই তাহলে এটা কি অন্যায় কিছু তাঁরা বলে ফেলেছেন? নিজের পরিবেশের মধ্যে, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, তাদের সমস্ত কিছু ছাড়িয়ে তাঁরা যদি বলেন যে আমরা এখানে থাকতে চাই বিশেষ করে কৃষক বাস্তুহারারা তাহলে এটাতো কিছু অন্যায় হয় না—এটাতো স্বাভাবিক। স্বাভাবিক বলছি এজন্য যে আমাদের দেশে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন, এ নিয়ে বহু আন্দোলন আমরা করেছি এবং আজও এই আন্দোলন বিভিন্ন জায়গায় চলছে। যদি এই পরিবেশের, ভাষার কোন মূল্য না থাকতো তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের ঐ আন্দোলন করার কোন প্রয়োজন ছিল না—তাহলে বলতাম আমরা সব ভারতবাসী, যেখানেই বাস করি না তাতে কিছু আসে যায় না। সেজন্য আজ তাঁরা বলছেন যে আমরা পশ্চিমবাংলায় থাকতে চাই কি অন্যায় কথা তাঁরা বলছেন? সেইজন্য বলছি যে এ ব্যাপারে জোরজুলুম করা উচিত নয়—এটা হচ্ছে প্রথম কথা। আমরা তাদের জোর করে ট্রেনে ভরে ভেড়া, গরু, ছাগলের মত বাইরে পাঠিয়ে দিলাম এটা করা উচিত নয়। সেখানে যদি তাঁদের পারসুয়েড করা যায় বুঝানো যায় তাঁদের অনুপ্রাণিত করা যায় যে বাইরে কেন যাবে না তা নিশ্চয়ই করতে পারেন সরকারের পক্ষ থেকে, তাঁদের সে অধিকার আছে। একজাম্পল দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় তাঁরা দেখাতে পারেন কি হয়েছে, না হয়েছে কিন্তু এখানে জোরের কথা আসছে একটা ডেড লাইন দিয়ে দিলাম এবং বললাম জুলাই মাসের মধ্যে ক্যাম্প বন্ধ করে দেবো যদি বাংলাদেশের বাইরে না যাও তাহলে ডোল ও মাসের দিয়ে বের করে দেবো—এটাকেই জোর বলে, চাবুক মারাটাও এরচেয়ে বড় জোর নয়। আপনারা যদি তাঁদের পেটে মারেন এবং বলেন তোমাকে ভিখারী করে দিলাম, তুমি পথে বেরিয়ে যাও স্ত্রীপুত্র পরিবারের হাত ধরে, তাহলে এরচেয়ে খারাপ জিনিস আর কি হতে পারে? এরকম করা হচ্ছে বলে আমরা প্রথমতঃ ওঁরা যেসমস্ত পরিকল্পনা করছেন সেগুলির বিরোধিতা করছি। এই সমস্ত কারণে আজকে দুর্ভাগ্য বলতেই বলবো, বাস্তুহারাদের ঠেলে দেওয়া হচ্ছে একটা প্রচণ্ড সংগ্রামের দিকে। ইউ,সি,আর,সি,

যেটা আছে, আপনি বোধ হয় দেখে থাকবেন যে তারা প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন অল্প দিনের মধ্যে তাঁরা বাধ্য হবেন একটা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করার জন্য, এরকমভাবে জোরজুলুম করে যে তাঁদের বাইরে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে তা প্রতিরোধ করার জন্য এবং ৭ই জানুয়ারি তারা দিন ধার্য করেছেন। সে বিষয়ে তাদের প্রেসিডেন্ট হেমন্তবাবু বিশদভাবে বলবেন। কাজেই এভাবে তাঁদের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। আমি ভাবছিলাম যে কংগ্রেস সরকার এটা কেন করছেন। আমাদের মনে হচ্ছে—কংগ্রেস সরকারের বাস্তুহারাদের সম্পর্কে যে নীতি তাতে অকর্মণ্যতা, নিষ্ক্রিয়তা, কোথাও কোথাও দুর্নীতি।

[1—4-10 p.m.]

এবং এইসবের সংমিশ্রনে আমরা দেখেছি একটা এমন পরিস্থিতি হয়েছে যাকে আমরা বলতে পারি যে একেবারে ক্যাওটিক। একেবারে পরিকল্পনাবিহীন কাজ তারা করছেন, কোন রকম সুষ্ঠু পরিকল্পনা সেখানে কারো জন্য নেই। যারা ক্যাম্পে আছেন তাদের জন্য নেই। কি কোরে তাদের ক্যাম্পের বাহিরে আনা যায়, কি কোরে তাদের পুনর্বসতি করা যায় সেরকম কোন পরিকল্পনা কি আপনাদের আছে না কোনদিন ছিল? এবং যেটুকুও ছিল তা কার্যে পরিণত করেন নি। অকর্মণ্যতার জন্য এবং আমি বলব দুর্নীতির জন্য। যারা গভর্নমেন্ট ক্যাম্প ইত্যাদিতে আছে, যাদের বলা হয়েছিল পুনর্বসতি দেওয়া হবে, তাদের আংশিকভাবে পুনর্বসতি দেওয়া হয়েছে কোথায় কোথায়, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে টাকা নষ্ট করা হয়েছে। এবং আজকে আমরা দেখছি তাদের অর্ধাহারে অনাহারে জীবনযাপন করতে হচ্ছে। আজকে সেইজন্য বলা হচ্ছে যে যারা আংশিকভাবে পুনর্বসতি পেয়েছে তাদের সম্পূর্ণভাবে পুনর্বসতি দিতে হলে আমাদের আরও সাত কোটি টাকা দিতে হবে। এবং আমরা যদি জবর দখল কলোনীগুলি দেখি যা সব থেকে সোজা ছিল যেগুলিকে রিকগনিশন দিলে আরও সুষ্ঠুভাবে সব কিছু হতে পারত। সেখানে স্কুল ড্রেনেজ, জলের ব্যবস্থা আরও সব রকম ব্যবস্থা হতে পারত কিন্তু সেগুলি আপনার বেশীর ভাগ অর্পণপত্র দিতে পারলেন না। পাঁচ সাত বছর ধরে এখনও সেই জিনিসই চলছে কিন্তু কিছুই হচ্ছে না।

আর আজকে কি হচ্ছে—আপনাদের উপর চাপ এসেছে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে যে আর যতদিন ডোল দেব তোমাদের কি পরিকল্পনা তোমরা কি কোরেছে, কতদিন এইভাবে বাস্তুহারা ডিপার্টমেন্ট থাকবে? আপনারা তখন আপনাদের কৃতিত্ব দেখাতে চাচ্ছেন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এবং পশ্চিম বাংলার জনসাধারণের কাছে এবং সেই কৃতিত্ব কি কোরে দেখাবেন আগে যা যা ভুল করেছেন সেসব শুধরে নয়, নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করে নয়, আমাদের সহযোগিতা নিয়ে নয়, আবার রাজনীতির খেলা আপনারা খেলছেন—আপনারা বলছেন যে একমাত্র উপায় হচ্ছে যে বাস্তুহারাদের জোর করে বাংলাদেশের বাহিরে বের করে দাও এবং বাংলাদেশের ক্যাম্প থেকে ভিখারী করে দূর করে দাও জুলাই মাসের পর এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে বল যে আমাদের ক্যাম্পগুলি বন্ধ করে দিচ্ছি আর বাস্তুহারা সমস্যা বলে আমাদের আর কিছু নাই। এবং অন্য যারা বাস্তুহারা আছেন তাদের যত রকম সুবিধা যেমন টি বি গ্রান্ট, তাদের শিক্ষার জন্য টাকা দেওয়া ইত্যাদি এইগুলিও আপনারা বন্ধ করে দিচ্ছেন। ডোল গৃহনির্মাণ করবার জন্য লোন, জমি কেনবার লোন এইসমস্ত পর্যন্ত বন্ধ করে দিচ্ছেন। এইভাবে আপনারা বাস্তুহারা সমস্যার সমাধান করছেন। নিজের কৃতিত্ব দেখাবার জন্য বিশেষ করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। এ ছাড়া আমি অন্য কোন কারণ পাই না। যদি না রাজনীতিগত কারণ থাকে—তার কারণ হচ্ছে এরা [illegible] সমর্থন করে সেইজনাই এদের বিরুদ্ধে আমাদের এই ব্যবস্থা করতে হবে। জানি না এটাই একটা প্রধান কারণ কী না? দণ্ডকারণ্যে পাঠানোর আগে তার কারণগুলি আমাদের কাছে উপস্থিত করুন। আপনারা হঠাৎ ঠিক করলেন যে পশ্চিম বাংলার আর জমি নাই, আর এখানে পুনর্বসতি দেওয়া যায় না। স্যাচুরেশন পয়েন্টে রিচ করে গেছে একথা আপনারা বলছেন। এটা ঠিক করার আগে একটু আলোচনা করার বিষয়। এই বিষয়ে দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা একমত হতে পারছি না। এটা কোন্ হিসেবে কোন্ অর্থনীতিতে ঠিক হল যে স্যাচুরেশন পয়েন্টে গিয়েছে। এটা অনেকবার আলোচনা করবার চেষ্টা করেছি এই হাউসে এবং বাহিরে কিন্তু আপনারা তার সুযোগ দেন নি। এই কথাই যদি আপনারা বলেন তাহলে জিজ্ঞাসা করি যে আমাদের পরে যারা আসছেন তাদের কী হবে? পশ্চিম বাংলায় কোন জমি যদি না থাকে, এই ৩৫ হাজার ৪০ হাজার পরিবারের না হয় তাহলে আমি জিজ্ঞাসা করি আমাদের ছেলেদের

কি হবে? আমাদের পরবর্তীকালের মানুষের কি হবে? তাদের কি পশ্চিমবাংলায় জায়গা থাকবে না, তাহলে কি তাদের জন্য জায়গা জমি অন্য কোথাও দখল করতে হবে? এই কি আপনারা সিদ্ধান্ত করেছেন? কতটুকু ডেভেলাপমেন্ট হয়েছে পশ্চিমবাংলায় যে এই সিদ্ধান্তে আমরা পৌঁছেছি যে এখানে আর মানুষকে রাখা যায় না? ধরুন জমির কথা। এখানে জমির কথা যদি আমরা ধরি তাহলে বলতে হয় ইসাক কমিটির কথা। তাঁরা বলেছেন ১৮ লক্ষ একরের মত জমি পশ্চিম বাংলায় আছে, যেগুলিকে ও'রা বলেন কালটিভেব্‌ল ওয়েস্ট, অর্থাৎ যেগুলিকে আবাদযোগ্য, চাষযোগ্য করা যায়। তা ছাড়া ১১ লক্ষ একর কারেন্ট ফ্যালো ল্যান্ড আছে। হয়ত বলবেন এগুলি পশ্চিমবাংলা সরকারের পুরান হিসাব। ঐ ১১ লক্ষ একর কারেন্ট ফ্যালো ল্যান্ডের কথা ছেড়ে দিলাম, এবং ১৮ লক্ষ একর জমি, যেগুলি চাষযোগ্য করা যায়, তাও আমি ছেড়ে দিলাম। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়কে ইউ সি আর সি থেকে একটা ড্রাফট দেওয়া হয়েছিল, শিল্পের পরিকল্পনা দেওয়া হয়েছিল, তখন তিনি তার একটা উত্তর দিতে গিয়ে—গত বছর ১৩ই অক্টোবর বোধহয় এ্যামেরিকা যাবার আগে—তিনি একটা বিবৃতি দেন, তাতে বলেন যে ১০ লক্ষ একর জায়গা, যা ইসাক কমিটি বলেছেন, সেটা পুরাতন রিপোর্ট। এবং শেষ পর্যন্ত তিনি স্বীকার করেন যে ১০ লক্ষ একরের মত জমি আমাদের পশ্চিম বাংলায় আছে। উনি নিজে এটা জানেন যে ক্রপ সার্ভে রিপোর্টেও আছে, আমি অত সংখ্যার মধ্যে যাচ্ছি না, সেখানেও বলা হচ্ছে ১:৬ মিলিয়ন একর জমি এখানে আছে। সেখানেও আমি কিছু ছেড়ে দিচ্ছি। আর একটা হচ্ছে ১৬ লক্ষ। মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বললেন ১০ লক্ষ, তাঁদের ক্রপ সার্ভে রিপোর্ট থেকে বললেন। আমি অনেকটা ছেড়ে দিয়ে বলছি। ৬ লক্ষ ছেড়ে দিন, তাহলে ১০ লক্ষ অন্ততঃ আছে। গত অক্টোবর মাসে এটা নিয়ে যখন আলোচনা হয়, তখন মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বিপদে পড়ে গেলেন, আমরা তখন বলতে আরম্ভ করি যে যদি ১০ লক্ষ একরই থাকে, তাহলে ঐ ১০ লক্ষ একর উদ্ধার করুন। যেসমস্ত জলাজমি, মার্জিনাল ল্যান্ড সাবমার্জিনাল ল্যান্ড আছে, সেগুলি আপনি টাকা দিয়ে উদ্ধার করুন। এবং বললাম সবই কি বাস্তুহারাকে দেবেন? নিশ্চয়ই তা দেবেন না। আমরা বলেছিলাম বাস্তুহারাদের দিন এবং কিছু জমি পশ্চিম বাংলার কৃষককে দিন। অল্প কিছু, এক লক্ষ বা দেড় লক্ষ একরের মত জমি পূর্ব বাংলা থেকে যেসমস্ত কৃষক এসেছে তাদের দিয়ে দিন, তাহলে এই যে সমস্যা সেটা মিটে যায়। পরবর্তীকালে আরও লক্ষ লক্ষ মানুষ ইস্টবেঙ্গল থেকে চলে এলে, কি হবে, সেটা আলাদা কথা। কিন্তু এখন যারা আছে তাদের জন্য একটা পাকা ব্যবস্থা করুন। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বিপদে পড়ে গেলেন, তিনি বললেন অক্টোবর মাসের রিপোর্ট পুরান হয়ে গিয়েছে। তারপর ৭ই সেপ্টেম্বর যখন আমাদের রাইটার্স বিল্ডিংএ ডাকলেন সেখানে একটা রিপোর্ট দেখিয়ে বললেন, এই জমি আমার হাতে নেই, ওটাও পুরান হয়ে গিয়েছে। এখন তিনি তাঁর বিবৃতির ৭ পৃষ্ঠায় বলছেন ১,২৯,০৬৮ একর কাল্টিভেব্‌ল এ্যান্ড আনকালচারেবল ওয়েস্ট ল্যান্ড আছে। ধরুন মোটামুটি ১ লক্ষ ২৯ হাজার একর জমি আছে বলছেন। কোথায় সেই ১০ লক্ষ একর জমি গেল? প্রথমে ১৬ লক্ষ ছিল, তারপর ১০ লক্ষ হল। কোথায় সেইসব জমি চলে গেল? এখন হয়ে গেল ১ লক্ষ ২৯ হাজার। এই হিসাব যদি ধরি তাহলে দেখা যাবে এখানেও গোলমাল রয়েছে। তিনি যে হিসাব দিয়েছেন তা থেকে আমরা দেখছি প্রথমতঃ বলা হয়েছে যে ৯টি জেলা সার্ভে করেছেন, এবং সার্ভে করে তাঁরা ১ লক্ষ ২৯ হাজার একর জমির কথা বলেছেন, যেটা আনকালচারেবল ওয়েস্ট ল্যান্ড। আমার কথা হচ্ছে ৯টি জেলায় সার্ভে করা হয়েছে, আর ৭টি জেলা বাদ যাবে কেন? সেখানে সার্ভে হবে না কেন? সেখানে কি এক ইঞ্চিও জমি নেই? নিশ্চয়ই আছে।

[4-10—4-20 p.m.]

নিশ্চয়ই পশ্চিমবঙ্গ সরকার বলবেন না যে সেখানে জমি নেই। কিন্তু সেটা আমাদের জানান উচিত ছিল। এত কথা হয়েছে আমাদের সাথে, তারপর বাইরে পাঠানর কথা যখন হয়েছে তখনও কিছু আমাদের জানালেন না। এই তথ্যের মধ্যে ভুল আছে ও'রা বলছেন সমস্ত হিসাব দেওয়ার পর বলছেন—

much of the forest lands contained no forests and should be considered as culturable wastes.

এটা হচ্ছে তিন লাখ চৌষট্টি হাজার যেটা বলছেন ফরেস্ট ল্যান্ডস, অথচ ফরেস্ট ল্যান্ড মানে কি এখানে চাষ হবে না, ফরেস্ট তো কেটে দিতে পারি না। ১ লক্ষ ২৯ হাজার বাদ দিয়ে সেখানে হল ৩ লক্ষ ৬৪ হাজার। কিন্তু পরে বলছেন এই যে ফরেস্ট ল্যান্ড এর অনেকটা উদ্ধার করে চাষযোগ্য করা যায়। তা যদি হয় তাহলে ও'দের এখানকার হিসাব মতন প্রায় চার লক্ষ একরের কাছাকাছি সেখানে জমি আছে। দেখা যাচ্ছে দশ লক্ষ থেকে নামিয়ে চার লক্ষে এসেছেন তাতে হচ্ছে এক লক্ষ উনত্রিশ হাজার, আর তিন লক্ষ চৌষট্টি হাজার অর্থাৎ প্রায় পাঁচ লক্ষ একর জমির এখানে হিসব পাই। আমরা বলেছি পাঁচ লক্ষ একর যদি থাকে একে কি উদ্ধার করতে পারেন না? আপনারা নয়টি জেলার কথা বলেছেন এর কিছু ধরুন এক লক্ষ বা দেড় লক্ষ একর বাস্তুহারাদের দিয়ে বাকিটা কি এই দেশের কৃষকদের দিতে পারেন না? নানা রকম অঙ্কের কারসাজি তারা করেছেন, তথ্যের কারসাজি করেছেন, পরিসংখ্যানের কারসাজি করেছেন। এটা ঠিক পরিসংখ্যান নয় অক্টোবর মাসে এক রকম এখন আর এরকম। ইসাক কমিটি অক্টোবরে রিপোর্ট দিয়েছে অথচ এখনও ভাল করে সার্ভে হয় নি। এখানে আরও দু-একটা কথা বলা দরকার। ধরুন সুন্দরবন এলাকায় হাড়োভাঙ্গা স্কীমের কথা। সরকার বলছেন ওই স্কীমটা হাতে নিয়েছি। আগে জানতাম, রাইটার্স বিল্ডিংসে শুনেছি নয় হাজার একর মত যা উদ্ধার করা যায় তাতে কৃষক বসান যায় না। কোনটা করেছেন ঠিকমত। এ পর্যন্ত ওখানে ২৫০ একর উদ্ধার করেছেন এবং বাকিটা করবেন কিনা জানি না এবং কথা শুনে মনে হচ্ছে সেটা এ্যাবানডনড হবে। দণ্ডকারণ্যের কথা যখন ভাবছেন তখন এটা এ্যাবানডানড হবে অন্তত সেন্ট্রাল মিনিস্টার মিঃ খান্নার কথা শুনে, আমার মনে হল এখানে গোলমাল আছে। 'এ ব্রীফ নোট অন দি সুন্দরবনস' তাতে আমি দেখছি এটা গভর্নমেন্টের যে সুন্দরবনস ডেভেলপমেন্ট [illegible] তার কাছে সার্কুলেট করা হয়েছিল তাতে দেখছি ১,৭০০ স্কয়ার মাইল এইরকম জমি আছে সুন্দরবনে সেখানে জঙ্গল আছে এবং বাস্তুহারাদের তরফে ইউ. সি. আর. সি যে দলিল পেশ করেছিলেন তাতে বলেছেন ৪০ হাজার একর অথবা ৬২ স্কয়ার মাইল, এই ১,৭০০ স্কয়ার [illegible] থেকে কেন বের করে নেওয়া যাবে না। তারপর আমরা হিসাব দেখেছি ওখানকার কৃষকের [illegible] পশ্চিমবাংলার অন্য কৃষকের জন্য ওই সুন্দরবনে অনেক জমি আছে যা ডেভেলপ করা যায়, এমন ধরুন এডিশনাল এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ওয়েস্ট সুন্দরবন ডিভিসন, কয়েক বছর আগে একটি রিপোর্ট বলেছেন ২৭০ স্কয়ার মাইল অথবা ১ লক্ষ ৭২ হাজার ৮০০ মাইল [illegible] করা এরকম জমি সুন্দরবনে আছে। ২৭০ স্কয়ার মাইল তার থেকে ৬২ স্কয়ার মাইল কি বের করা যায় না? আর বাকি জমিটা পশ্চিমবাংলার কৃষকদের মধ্যে আমরা ভাগ বাটোয়ারা [illegible] দিতে পারি। একটানা একটা করা যায় যদি দুই-পাঁচ বৎসরের একটা পরিকল্পনা সেইভাবে আমরা গ্রহণ করি, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সেরকম কোন পরিকল্পনা নেই। এবং সেই রিপোর্টএ, এই ইঞ্জিনিয়ারের রিপোর্টে তাতেই তিনি বলছেন যে দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা যদি খরচা [illegible] যায় ড্রেনেজ, এমব্যাংকমেন্ট, বাঁধ বাঁধা ইত্যাদির জন্য সুন্দরবনে তাহলে দুই লক্ষ চৌত্রিশ [illegible] একর জমিতে ধান চাষ করা যায়। ধানী জমিতে পরিণত করা যায় দুই লক্ষ চৌত্রিশ [illegible] জমিকে। এটাত আমার বানান রিপোর্ট নয়। এটা সত্য কি মিথ্যা, এই রিপোর্ট অনুযায়ী [illegible] আমরা দেখিয়েছি কিনা, আরও তদন্ত করার প্রয়োজন আছে কিনা এইগুলিতে ভেবে [illegible] কথা।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

ওটা [illegible] রিপোর্ট?

Sj. Jyoti Basu:

এ রিপোর্টটা হচ্ছে—অবশ্য এটা আপনারা পাবলিশ করেন নি, আমরা জোগাড় করেছিলাম, এ্যাডিশনাল এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার, ওয়েস্ট সুন্দরবন ডিভিশন, তিনি এই রিপোর্ট তৈরি [illegible] আপনার কাইলে আছে আপনি দেখে নেবেন পরে, এবং তাতে এই হিসাবগুলি তাঁর [illegible] তিনি [illegible], তার থেকেই উদ্ধৃত দিচ্ছি। আর কি করে এই রিপোর্ট পেয়েছিলাম তার কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন না কারণ তা বলতে পারবো না কিন্তু এ রিপোর্টটা এখনও আপনার কাছে আছে। এ ছাড়া এটা আমরা বারে বারে বলি, এটা আমাদের রাজস্বমন্ত্রী বলেছেন, প্রায় ১২ হাজার একর কিসমতী অর্থাৎ [illegible], সেটা কেন আমরা উদ্ধার

করতে পারবো না। আপনি হয়ত বলবেন কম আছে কিন্তু অনেক জমি আছে যা [illegible] জমা করা হয়েছে বে-আইনীভাবে, সেগুলিকে কেন করতে পারবে না, সেগুলিকে উদ্ধার করে সেগুলিকে আমরা বিতরণ করতে পারবো না কেন ঐ বাস্তুহারা এবং সেখানকার লোকেদের মধ্যে? এখন প্রশ্ন যদি ওঠে যে সেখানে মাছের চাষ কমে যাবে। কিন্তু অনেক এক্সপার্ট বলেছেন যে নোনা জল সেখানে ঐভাবে ঢুকিয়ে না দিলে সেই মুখেই ঐ মাছটা ধরা যায়। এবং এটা কেন করা হবে না? তাহলে মাছের চাষ সেখানে কম হবে না, মাছ ধরা সেখানে কম হবে না। সেইজন্য এই যে অন্যায়ভাবে জিনিসগুলি করা হয়েছে এটা আলোচনার বিষয়, এটা আলোচনা করে সেখানেও কিছু বাস্তুহারা পরিবারকে আমরা বসাতে পারি। কাজেই এইভাবে যদি জিনিসটাকে আমরা দেখি তাহলে আমার মনে হয় এই জমির ব্যাপারে এই কথা বলে দেওয়া যে আর এক ইঞ্চি জমি নেই, কিছু হতে পারে না এবং কয়েক শত বা কয়েক হাজার পরিবার আমরা রাখতে পারবো এটা কখনও হতে পারে না। এবং এই যে রিপোর্ট আমাদের মুখ্যমন্ত্রী রাইটার্স বিল্ডিংস কনফারেন্সে দিয়েছিলেন, সেখানেও আমি দেখছি যে তাঁরা বলেছেন রিপোর্টের মধ্যে যে গড়বেতা, শালবনী যে অঞ্চল [illegible] সেখানে চাষবাস বিশেষ হতে পারে না, কারণ শীতের দিনে সেখানে ফ্রস্ট হয়, এবং গরমের দিনে ১১৬ ডিগ্রী টেম্পারেচার হয়। এখন এই ফ্রস্টার অবশ্য বাংলা কি আমি ঠিক জানি না, ইংরেজীতে একরকম ফ্রস্ট আমরা বিলাতে দেখেছি, এটা কি কুয়াশার কথা বলা হচ্ছে না কি তা ঠিক বুঝতে পারলাম না। কিন্তু আমি সেখানকার লোক সরোজবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম যে মশাই ফ্রস্ট আছে কি আপনার ওখানে হয় যাতে চাষবাস হয় না। তিনি বললেন যে আমি ত ঐ অঞ্চলের লোক, তবে বাপঠাকুরদাদার আমলে এরকম কথা শুনি নি যে সেইজন্য ওখানে চাষবাস হয় না বা হতে পারে না। তারপর উনি আমাকে মনে করিয়ে দিয়ে বললেন যে আপনি একথা বলতে পারেন যে যখন যখন ধানের কথা বলা হয় তখন বলা হয় গড়বেতা অঞ্চলে ঐ অঞ্চলে বাম্পার হারভেস্ট হয়েছে এরকম কথাও শোনা যায়। আবার বাস্তুহারাদের কথা যখন বলা হচ্ছে তখন বলা হয় ওখানে ফ্রস্ট হয়, ১১৬ ডিগ্রী টেম্পারেচার হয় কি করে বলা যায়। [illegible] এইগুলি ভাল করে কেন সার্ভে হয় নি। এক-আধটু দেখেই বলে দেওয়া হয়েছে যে এইগুলো হতে পারে না। অথচ এটা সরকারও জানেন মুখ্যমন্ত্রীও গিয়ে দেখে এসেছেন যে প্রচুর জমি সেখানে পড়ে আছে। এইগুলি কোনরকম চাষবাস হচ্ছে না ঐরকমভাবে পড়ে আছে। কাজেই এইগুলি কেন কনসিডার্ড হবে না? এগুলির উত্তর আমরা কোনদিন পাই নি শুধু বাস্তুহারাদের বলা হচ্ছে এখানে আর কোন জায়গা নেই। এখন আমি এই জমির ব্যাপারে আর বেশী সময় নষ্ট করতে চাই না। কিন্তু মোট কথা যেটা আমি বলতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমাদের মতে এই জমি উদ্ধার এখনও করা যায়। এই জমি উদ্ধার করে বাস্তুহারাদের দেওয়া যায় আর জমি পশ্চিমবঙ্গের কৃষকদের মধ্যে দেওয়া যায় এবং তাহলে কি হবে, আমাদের বাস্তুহারাদের যে শুধু কল্যাণ হবে তা নয় আমাদের পশ্চিম বাংলার যে কৃষক তাদেরও আর্থিক উন্নতি হবে, তারাও লাভবান হবে। এটা শুধু বাস্তুহারার প্রশ্ন নয়, এটা আমাদের দেশের অর্থনীতির প্রশ্ন যে দণ্ডকারণ্যে যে টাকা খরচা হচ্ছে, বাস্তুহারার নামে, পশ্চিমবাংলার জমিতে তা কেন খরচা হবে না, পশ্চিমবাংলার ভিতরে কেন খরচা হবে না এই কথাটির উত্তর আজ অবধি পাই নি। এর মধ্যে যদি ডিসক্রিমিনেশন থাকে যে পশ্চিমবঙ্গে টাকা খরচা করবো না, কেন্দ্রীয় সরকার যদি একথা বলে থাকেন তবে সে আলাদা কথা।

[4-20—4-30 p.m.]

তাহলে অন্য আলোচনা আমরা করবো। আমি এটা বলছি যে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পাম্প করে যদি টাকা ঢালা যায়, সুষ্ঠু পরিকল্পনা নিয়ে সবাই মিলে সরকারের সঙ্গে যদি সহযোগিতা করা যায় তাহলে বহু মানুষকে পশ্চিমবাংলায় বসান যায় এবং শুধু বাস্তুহারাদের নয়, পশ্চিম-বাংলার মানুষেরই অগ্রগতি নয়, পশ্চিমবাংলার অর্থনীতিরও অগ্রগতি এর ফলে হতে পারে। কারণ এটা আজকে মনে রাখতে হবে যে বাংলাদেশে যে জমি পড়ে আছে সে ৪ লক্ষ একরই হোক আর পাঁচ লক্ষ একরই হোক এ জমির আর উদ্ধার হবে না। বাস্তুহারা আমরা যদি তুলে দিই তাহলে বাস্তুহারার নামে আর টাকা পাওয়া যাবে না। এ জমি উদ্ধার করবার জন্য বাস্তুহারাকে বিতাড়ন করলে আর কেউই টাকা দেবে না। তারপর এ কথার কারণ নাই যে জমি আর নাই, কতটুকু আপনারা করেছেন যাতে বলছেন যে সেচুরেটেড পয়েন্ট এসে গিয়েছে?

পশ্চিমবাংলার অবস্থা কি করেছেন, এগ্রিকালচারাল জিওগ্রাফী অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল। বইয়ের ১২৭ পাতা থেকে নিয়েছি—গড়পড়তা হিসাব দিয়েছেন যে প্রতি একরে ১৯৪৭-৪৮ সালে ৯:৮৮ মণ হল প্রতি একরে তারপর ১৯৫৪-৫৫ সালের বলছি কারণ পরের হিসাব নাই—একরে হল ১০:৪০ মণ। ৯:৮৮ মণ থেকে ১০:৪৫ মণ চাল উৎপাদন হয়েছে প্রতি একরে আর আপনি বলছেন সেচুরেটেড পয়েন্ট এসে গিয়েছে, আর মানুষকে খাওয়াতে পারব না। অন্য একটা হিসাব দেখুন এই কৃষির ব্যাপারে। স্পেনে ৩৭·৭ মণ চাল হয়েছে এক প্রকার, ইটালীতে হয়েছে ৩৫:৫, অস্ট্রেলিয়াতে হয়েছে ৩৪:৫, জাপানে ২৮, পর্তুগালে ২৮, ইজিপ্টে ২৮:৫ প্রতি একরে চাল উৎপাদন হয়েছে আর আমরা কি করেছি? ৯ থেকে ১০ মণ করেছি তাও ১১ বছরে। চীনের কথা নাই বা বললাম, আপনারা যে দেশ পছন্দ করেন সে দেশের কথাই বলছি। চীন দেশ কি করছে? তারা বলছে বহু জমি চাষযোগ্য করার দরকার নাই, কম জমিতে যাতে বেশি ফসল উৎপন্ন করা যেতে পারে সেটাই করা উচিত, সেটাই ভাল। উদ্বৃত্ত, বাড়তি যে জমি থাকবে তাতে ফুলের বাগান করুন, খেলার মাঠ করুন, গোচারণ ভূমি করুন। এটা আমার কথা নয়। পাঞ্জাবরাও দেশমুখ চীনে গিয়েছিলেন, ঘুরে এসে তিনি বললেন যে এই কয়েক বছরের মধ্যেই তারা ২৭-২৮ মণ কেন প্রায় ৩০ মণ করে ফেলেছে প্রতি একরে এই কয়েক বৎসরের মধ্যে। এ ছাড়া চীনে একটা এক্সপেরিমেন্টাল ফার্ম আছে এর ফলে দেখা গিয়েছে এমন জায়গা আছে সেখানে বিঘায় ৩৫ মণ উৎপাদন হয়েছে। প্রফুল্লবাবু হয়ত এ কথায় হাসবেন কিন্তু এটা আমার কথা নয়। স্টেটসম্যানএ বেরিয়েছিল, পাঞ্জাবরাও দেশমুখ ঘুরে এসেছেন, তিনি বলেছেন। আজকে তাহলে ইকনমিক ইউনিট ইত্যাদি যেসমস্ত আইডিয়াস পুরানো, তার পরিবর্তন করা দরকার। সার দিলে, জমি দিলে, কো-অপারেটিভ ফার্মিং, সমবায় সমিতি করে চাষবাস করলে ফসল বাড়বে এ ধারণা কিছুটা বদলাতে হবে। আমাদের ৮০-৯০ ভাগ জমি এক ফসলী জমি। সেটা যদি পরিবর্তন করে ৫০ ভাগ জমিতে দুফসল হয় তাহলে কত পরিবর্তন হতে পারে। তাই বলি যাতে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে পারি তার প্রয়োজন বেশি এবং তার ব্যবস্থা করতে হবে। সেজন্য খাদ্যে অন্য ব্যবস্থা করা যায় না? এত ঘনবসতি, জমি জায়গা নাই, এই কথা বোলে মানুষকে দূরে ঠেলবেন না। অন্য কোন কারণ থাকলে সেই কথা বলুন।

দ্বিতীয় কথা বলছি। জমির কথা না পেলে ধরুন শিল্প। আপনারা স্বীকার করছেন এবং মুখ্যমন্ত্রীও বারে বারে বলেছেন যে জমির উপর প্রেশার খুব বেশি সেইজন্য শিল্পে তাদের টেনে আনতে হবে। ছোট বড় মাঝারি শিল্প গড়ে তাদের কাজ দিতে হবে। তার ব্যবস্থা কি করেছেন? প্রথম পরিকল্পনায় শিল্পের জন্য কিছু খরচ করেছেন। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৯ কোটি টাকা রাখবেন, তাও সমস্ত খরচ করতে পারলেন না, ৫টা স্পিনিং মিল করার কথা ছিল একটিও করতে পারলেন না। তারপর লোকের কর্মের সংস্থান কোথায় বাড়বে, তা না হয়ে দেখছি বরং কমে যাচ্ছে। ছাটাই হয়ে যাচ্ছে খুব বেশি। আমরা দেখেছি চটকলে ৩ লক্ষ লোক কাজ করত ইংরাজ আমলে, কিন্তু এই ১১ বৎসরে ৬০ হাজার লোককে বার কোরে দেওয়া হয়েছে, এবং আজ দুই লক্ষ ৪০ হাজারের বেশি লোক সেখানে কাজ করে না। আর একটা কথা রিহ্যাবিলিটেশন ইন্ডাস্ট্রিয়াল কর্পোরেশন হয়েছে, ওখানে শ্রী জি ডি বিড়লার চেয়ারম্যান হওয়ার কথা। শুনেছি ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে—পার্লামেন্টে শ্রীভূপেশ গুপ্তের প্রশ্নের উত্তরে শ্রী খান্না ডিসেম্বর মাসে জানিয়েছিলেন যে ওটা বাস্তুহারাদের পুনর্বাসনের জন্য হচ্ছে। আমার কথা হচ্ছে আমরা দেখেছি ৫ কোটি টাকা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় খরচ হয়েছে স্মল ইন্ডাস্ট্রিজএর জন্য। তাতে উনি একটা এনেকসার দিয়েছেন শ্রীখান্না বলেছেন যে তাতে ১২ হাজার লোককে এমপ্লয় করা হবে; ১২ হাজার পরিবার ১২ হাজার লোকের উপর নির্ভরশীল; তাদের জন্য এখনও অবধি যে টাকা খরচ করেছেন তাতে ৩,১০৫ জনকে ইন্ডাস্ট্রিতে দিতে পেরেছেন—এই লেটেস্ট হিসাব উনি যা দিয়েছেন। তাহলে ৫ কোটি টাকা খরচ কোরে যেটা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বরাদ্দ ছিল, তাতে যদি বলেন এতগুলো লোককে চাকরী দিতে পেরেছি; তার উপর ১০ কোটি টাকা যে বরাদ্দ করেছেন সেই স্কীমের কি হল? তাহলে ক্যাম্প রিফিউজীরা কি চাকরী পাবে না। যারা রিহ্যাবিলিটেটেড তাদের জন্যই এই করা হচ্ছে সেই স্কীমের কি হয়েছে? সে স্কীম কি চালু হয়েছে। সেই স্কীম কি লোককে চাকরী দেবে? এই যে স্কীম এ কি রিহ্যাবিলিটেশন ইন্ডাস্ট্রিয়াল কর্পোরেশন ঠিক করেছেন

অথচ বাস্তুহারাদের বলছেন তোমাদের জায়গা নেই, কোন কিছু হবে না। যদি এই ইন্ডাস্ট্রি এখানে গড়ে তুলতে হয় তাতে শুধু বাস্তুহারারাই কি চাকরী পাবে? তাহলে পশ্চিমবঙ্গের বেকার মানুষের সেখানে চাকরী পাবে না? আমাদের অর্থনীতি যা তাতে পূর্ব বাংলা এবং পশ্চিম বাংলা উভয় জায়গার ওখানে চাকরী পাবে, তাই আমরা বারবার বলছি—এত টাকা যখন সরকার খরচ করছেন। আগে শুনেছি টাকা নেই সরকারের। তারপরে এখন দেখছি ৩০ কোটি টাকা দণ্ডকারণ্যের জন্য খরচ করছেন। তা যদি হয় তাহলে পশ্চিমবাংলায় সেটা কেন হবে না? সমস্ত ভারতবর্ষের সরকার কেন সেই দায়িত্ব নেবেন না? ঐরকমভাবে বোর্ড কোরে, টাকা আনিয়ে এখানে কেন করবেন না? তার জবাব পাই না, তার জবাব কিছু আছে বলে মনে করি না।

তারপর আমি বলি যে দণ্ডকারণ্য ভলানটারী স্কীম করা হয়েছে, সেখানে মাটির নিচে খনিজ সম্পদ আছে প্রচুর, এবং এরকমও শুনেছি হয়ত সেটা একটা আমেরিকা হবে, একটা আমেরিকা আবিষ্কৃত হয়েছে। খুব ভাল কথা। তাহলে সবাই এর কাছে আবেদন করুন, বাস্তুহারাদের আবেদন করা হউক, মধ্যপ্রদেশের মানুষ, উড়িষ্যার মানুষ, অন্যের মানুষকেও আহ্বান করা হউক তাঁরা আসুন বসবাস করুন। এত বড় পরিকল্পনা গড়ে তুলুন, ভলানটারী স্কীম করুন। তাহলে যাদের এড্ভেনচারাস স্পিরিট আছে তাঁরা সেখানে যাতে যেতে পারেন তার ব্যবস্থা করুন। কিন্তু সেখানে আপনারা যে জিনিস করছেন তাতে দেখতে পাচ্ছি যেন আপনারা বলছেন যে ওসব বুঝি না, জোর কোরে নিয়ে যাব। জোর করে নিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নাই। সেজন্য ডোল বন্ধ করবেন। কিন্তু আমরা বলি এরকম একটা বড় পরিকল্পনা করছেন, সেটাকে ভলানটারী স্কীম করুন তাহলেই সেটা ভাল হতে পারে। আর দণ্ডকারণ্য সম্বন্ধে আপনারা যে মিথ্যা কথা বলছেন এটা আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি।

(4-30—4-40 p.m.)

আপনারা বলছেন—এটা নতুন বাংলা হবে। বাস্তুহারাদের জোর করে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন, তার উপর বাজে ভাওতা বাস্তুহারাদের দিচ্ছেন—এই অভাগা মানুষগুলোকে। সেখানে কাছাকাছি ৩০ লক্ষ আদিবাসী রয়েছে, তার আশেপাশে মধ্যপ্রদেশের, উড়িষ্যার অনেক জমিহীন কৃষক রয়েছে যদের সংখ্যা প্রায় ২৭ ভাগ হবে। সেখানে এই কতকগুলি বাঙ্গালী নিয়ে গিয়ে নতুন বাংলা গড়ে তুলবেন। আপনারা আন্দামানে কি নতুন বাংলা গড়ে তুলতে পেরেছেন? সেখানেও সেই নিয়ে গোলমাল রয়েছে। আমি বলি একথা তুলবেন না। এতে প্রধানত ভাওতা দেওয়া হয় এবং তাদের প্রতি অবিচার করা হয়। দু লক্ষ মানুষ সেখানে গিয়ে নতুন করে কলোনি গড়বে। আমি দেখেছি চব্বিশপরগনা কংগ্রেস পার্টি থেকে এইরকম ইস্তাহার দেওয়া হয়েছে। তাঁরা বলছেন যে দ্বিতীয় একটা বঙ্গদেশ গড়ে উঠবে। তাহলে আন্দামানেও একটা বঙ্গদেশ, উড়িষ্যার বহু এলাকাই বঙ্গদেশ, জামশেদপুরের কিছু অংশও একটা বঙ্গদেশ, বেনারসও একটা বঙ্গদেশ কেননা সেখানে বহু বাঙ্গালী আগে থেকেই আছে। তাহলে এরকম বহু বঙ্গদেশ আছে। স্পীকার মহাশয়, আপনি সেখানে নিজে থেকেই বেড়াতে গিয়েছিলেন, আপনি স্পীকার, আপনার একটা নীতি আছে, মতামত আছে, কিন্তু আপনি কেন প্রচার করবেন যেটা নিয়ে গোলমাল আছে। আপনি অমৃতবাজারের স্পেশাল আর্টিকেলে বলছেন যে নতুন বাংলাদেশ গড়ে তোলা বাঞ্ছনীয় ও সম্ভবও। কি কোরে আপনি বলছেন? শ্রী খান্না আপনাকে কি বলেছেন? ঐ কনফারেন্স শ্রী খান্না চব্বিশপরগনার ইস্তাহার দিতে অনুরোধ করেছেন যে নতুন বাংলা গড়ে উঠছে। উনি বলেছেন

This is not my leaflet

আমি বললাম—

It is your party's leaflet,—can I say this

নতুন বাংলা সেখানে কি কোরে গড়ে উঠবে? আর দণ্ডকারণ্যের নাম কোরে যা বলছেন তা নতুন বাংলা হতে পারে না। সেখানে দুটো তিনটা স্টেটের ব্যাপার। ৬০-৭০-৮০ মাইল দূরে দূরে তারা ক্যাম্প করবে। তাই আপনারা যে জোরজুলুম প্রতারণা করছেন তা করবেন না। তাই বলছি এখনও সময় আছে, ভলানটারী স্কীম করুন। রেড লাইন দিতে পারেন দিন। ১৪

হাজার নাম না দিয়েও ভলান্টারিলি ঐখানে যাবে। তারা ক্যাম্প রিফিউজী কিনা জানি না, তারা যদি যায় তাদের নিয়ে যান। যতদিন এইরকম না হচ্ছে ততদিন পশ্চিম বাংলার যে স্কীম গুলির কথা বললাম—জমি এবং ইন্ডাস্ট্রি—সেখানে পুনর্বসতির কথা ভাবুন। তাহলে দুটোই একসঙ্গে হউক, এবং তাতে সবার কল্যাণ হবে, এবং তাহলে আন্দোলন করতে হবে না, ডাইরেক্ট একশন করতে হবে না। কিন্তু মানুষকে এইভাবে পথে বার করবেন না। আর একবার এই শেষ আবেদন আপনাদের কাছে করছি।

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গের বাহিরে পাঠানোর পক্ষে সাধারণতঃ দুটি যুক্তি দেখান হয়। প্রথমতঃ বলা হয় যে পশ্চিমবঙ্গ এত ঘনবসতি যে পুনর্বাসনের জায়গা নেই। প্রতি বর্গমাইলে এখানে লোক সংখ্যা যে খুব বেশি তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই ঘনবসতি শহরাঞ্চলে, পল্লী অঞ্চলে নেই। ১৯৩০, ১৯৪১, ১৯৫১ ইত্যাদি সালের সেনসাস রিপোর্ট যদি আমরা দেখি তাহলে একথা স্পষ্টই প্রতীয়মান হবে যে ফিগার আমার কাছে আছে পড়বার অত সময় নেই—১৯৩১ সাল থেকে ১৯৪১ সালের মধ্যে পল্লী অঞ্চলে প্রতি বর্গমাইলে লোক যা বেড়েছে তার তুলনায় ১৯৪১ থেকে ১৯৫১ সালের মধ্যে প্রতি বর্গমাইলে মাত্র তিনজন করে বেড়েছে। সুতরাং পল্লী অঞ্চলের চেয়ে শহরাঞ্চলের লোকসংখ্যাই বেড়েছে। বিশেষ করে কোলকাতা শহরে এই সংখ্যাই বেশি বেড়েছে। ১৯৫১ সালের সেনসাস রিপোর্টে দেখান হচ্ছে যে কোলকাতা শহরে এক লক্ষ উদ্বাস্তু ছিল। এখন অবশ্য ১০-১২ লক্ষ হয়ত এখানে উদ্বাস্তু আছে। গভর্নমেন্টের হিসাব অনুসারে সারা পশ্চিমবাংলা উদ্বাস্তুর সংখ্যা প্রায় ৩২ লক্ষ। সুতরাং গভর্নমেন্ট থেকে যে কথা বলা হয় যে পশ্চিমবাংলায় আর তিল ধারণের স্থান নেই একথা সত্য নয়। এখানে ক্যাম্প উদ্বাস্তুদের সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হয়। এই ক্যাম্প উদ্বাস্তুরা প্রায় সকলেই বিশেষ করে পল্লী অঞ্চলে বাস করে। একটিও উদ্বাস্তু ক্যাম্প শহরে নেই। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গে একেবারে জায়গা নেই একথাটা বলা ঠিক নয়। দ্বিতীয় আর্গুমেন্ট দেওয়া হয় যে ক্যাম্প উদ্বাস্তুদের জন্য কৃষিযোগ্য জমি দরকার এবং এই পশ্চিমবাংলায় কৃষিযোগ্য জমির একান্ত অভাব, মানে পার্সিটি। এই যে রিপোর্ট আমাদের কাছে প্রচার করা হয়েছে তাতে বলা হচ্ছে যে পশ্চিমবাংলায় বিভিন্ন ক্যাম্পে ৫১ হাজার উদ্বাস্তু বাস করে। এই ৫১ হাজার উদ্বাস্তুর মধ্যে ৩৩ হাজার ২০০ কৃষিজীবি অর্থাৎ কৃষির উপর তারা নির্ভরশীল। এই কৃষিজীবী উদ্বাস্তু পুনর্বসতির জন্য ২ লক্ষ একর চাষযোগ্য জমির দরকার। এখন সমস্যা হচ্ছে যে পশ্চিমবাংলায় এই দুই লক্ষ একর চাষযোগ্য পতিত জমি আছে কিনা। কিন্তু আমাদের এখানেও একটা যুক্তি আছে। ১৯৫৪ সালে পরলোকগত ডাঃ মেঘনাদ সাহা ২৪এ নবেম্বর একটি বিবৃতির মাধ্যমে—কাগজে বেরিয়েছিল—বলেছিলেন যে পশ্চিমবাংলায় ৬ লক্ষ একর কৃষিযোগ্য পতিত জমি আছে। তার দুই বছর পরে আমাদের মন্ত্রী ডাঃ আর. আমেদ, তাঁর বাজেট স্পীচে বলেছিলেন এখানে চাষযোগ্য পতিত জমির পরিমাণ ৮ লক্ষ একর। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই যে রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে একে ভিত্তি করে আজ আলোচনা বিশেষ করে চলবে। এই রিপোর্টে ডাক্তার মেঘনাদ সাহার বিবৃতির কথা কিম্বা ডাক্তার আমেদের বাজেট স্পীচের কথা লেখা নেই—না থাকার স্পষ্ট কারণ হচ্ছে ডাক্তার মেঘনাথ সাহার মত একজন বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিকের বিবৃতির প্রতিবাদ করার সাহস খুব কম লোকের থাকতে পারে। আর ডাক্তার আমেদ গভর্নমেন্টের নিজেদের লোক, কাজেই তাঁর কথার প্রতিবাদ কি করে করা যায়? সুতরাং গভর্নমেন্ট এই দুটো বিবৃতি একেবারে উড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁরা আশ্রয় নিয়েছেন ঈশাক কমিটি রিপোর্টের উপর—ঈশাক কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪৪-৪৫ সালে। সেই রিপোর্টে বলা হয়েছিল পশ্চিম বাংলার কৃষিযোগ্য পতিত জমির পরিমাণ ১১ লক্ষ একর। অবশ্য গভর্নমেন্ট বলেছেন যে সেই রিপোর্ট প্রায় ১৪-১৫ বছর আগে প্রকাশ করা হয়েছিল, তারপরে অবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। সুতরাং সেই রিপোর্টকে ভিত্তি করে কোন পরিকল্পনা করা যায় না। গভর্নমেন্ট এর পরই বলেছেন যে সম্প্রতি ৯টা জেলায়—৯টা জেলায় কেন, এই রিপোর্টে বলা হয়েছে যে চব্বিশপরগনা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি জেলায় অনুসন্ধান করে দেখা গেছে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুরা যেতে চায়, বিশেষ করে মেদিনীপুরে প্রভৃতি জায়গায় যেতে চায় এবং ৯টা জেলায় জমি খোঁজ করে তাঁরা দেখেছেন যে ১ লক্ষ ৩৮ হাজার একর চাষযোগ্য

তারপরে সরকার বলেছেন কোয়েশ্চেন অফ ফোর্স এটা উঠে না, এটা খুব ঠিক কথা, কারণ আমরা যে মার্চ এপ্রিল মাসে যে সংগ্রাম করেছিলাম যে জোর করে কাউকে দণ্ডকারণ্যে পাঠান হবে না। এটা সরকার মেনে নিয়েছেন। আশা করি সরকার এটা সর্বান্তকরণে মেনে চলবেন। কারণ এর মধ্যে আমার কাছে রিপোর্ট আসছে যদিও ডিরেক্ট ফোর্স এ্যাপ্লাই করা হচ্ছে না তবে ইনডাইরেক্ট ফোর্স করা হচ্ছে। উদ্বাস্তুদের ডোল, স্পেশ্যাল ডায়েট, মেডিসিন, ব্লিচিং পাউডার, টি. বি গ্র্যান্ট বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। এবং নানারকম ফ্রিকশনের চেষ্টা করা হচ্ছে। আমি সরকারকে বলছি এ ধরনের কাজ করে কোন লাভ হবে না এবং এ ধরনের কাজ থেকে তারা বিরত হউন। উদ্বাস্তুরা বাংলার বাহিরে যেতে অনিচ্ছুক নয়, তারা আন্দামানে গিয়েছে, সেখানে পুনর্বসতি পেয়েছে। আমি বলি তারা যদি যেতে চায় স্বেচ্ছায় যাক। গভর্নমেন্টের এ বিষয়ে বল প্রয়োগের দরকার নেই। এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Sj. Pramatha Ranjan Thakur:

মাননীয় স্পীকার স্যার, পূর্বেও এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে কিন্তু আজকে আমি একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি যে লেফটিস্টদের বক্তৃতার ভিতরে তেমন একটা হিট প্রস্তুত করতে পারছেন না। এতে বোঝা যায় তাদের যেন অনেকটা ডিফিটিস্ট মেন্টালিটি হয়ে পড়েছে। তারা মনে মনে স্বীকার করে নিয়েছেন যে দণ্ডকারণ্য ছাড়া এই উদ্বাস্তুদের গত্যন্তর নেই। এই বিষয়টা আমি বুঝতে পারছি তাদের বক্তৃতার টোন থেকে।

[4-50—5 p.m.]

একটা কথা বামপন্থীদলের নেতা বলেছেন যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনার জন্য একশো কোটি টাকা খরচ করতে চান, তাহলে পশ্চিমবাংলায় উদ্বাস্তুদের জন্য এর কিছু টাকা খরচ করতে রাজী নন কেন? তারা কতকগুলি প্রজেক্ট করেছেন যেমন দামোদর ভ্যালী, বাখরা-নাংগাল ড্যাম, এইরকম অনেক কিছু করেছেন এবং ডেভেলপমেন্ট যাতে হয় সেইজন্য নানা রকম স্কীম নিয়ে চেষ্টা করছেন। সেইরকম আজকে দণ্ডকারণ্য প্রজেক্টও তাঁদের একটি পরিকল্পনা। এর মধ্যে একটা বিশেষ জিনিস রয়েছে। তারা প্রেফারেন্স দিয়েছেন পূর্ববঙ্গ উদ্বাস্তুদের। পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুরা যদি এখানে বাস করবার জন্য সেটল্ড করতে চায় তাহলে তার জন্য তাদের সম্পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হবে। এ বিষয়ে এখন আমাদের কর্তব্য কি? আজ পশ্চিম বাংলার অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে। দেখা যাচ্ছে এখানে আজ লোকসংখ্যা অত্যন্ত বেড়েছে এবং বেকার সমস্যাও অত্যন্ত বেশি, তা ছাড়া সারপ্লাস উদ্বাস্তু যারা ক্যাম্পে রয়েছে তাদের দুর্গতির সীমা নেই। এতে উপায় কি? এখানে অনেক সময় অনেক কথা আলোচনা হয় যে বাংলাদেশে অনেক জমি রয়েছে, [illegible] সেখানে এনে বসিয়ে দেওয়া হয় না কেন? বামপন্থীদের নেতা যে রিপোর্ট পড়ে শুনিয়েছেন তাতে পশ্চিম-বাংলায় অনেক জায়গা আছে বলেছেন। কিন্তু তিনি নিজে সারা পশ্চিমবাংলা ঘুরে কি দেখে এসেছেন? সে সম্বন্ধে কি তাঁর কোন বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে? কিছুই নেই। অমুক অফিসাররা কবে কি বলেছেন, তাঁদের রিপোর্টের উপর নির্ভর করে বলছেন যে পশ্চিমবাংলায় এত জমি আছে। আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য, পশ্চিমবাংলার কৃষকদের জন্য জমি থাকা দরকার। তা ছাড়া ল্যান্ডলেস পেজ্যান্ট, তাদের জমির প্রয়োজন, তাদের জমি দিতে হবে।

মিঃ স্পীকার, স্যার, উদ্বাস্তু সম্বন্ধে অনেক কথা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত উদ্বাস্তু কারা, সে সম্বন্ধে একটা ডেফিনেসন হওয়া দরকার। হু আর দি রিয়াল রিফিউজিস? সর্দার প্যাটেলের কাছে রিফিউজিস সম্বন্ধে একটা ডেফিনিসন চেয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন কমিউন্যাল ইস্ট-বেঙ্গলে যদি কেউ বাস করতে না চায়, সেই রকম কেউ এখানে বাস করতে এলে তাকে সাদরে গ্রহণ করতে হবে। পূর্ববঙ্গের তারাই প্রকৃত রিফিউজি। বহু ভাই-বোন, যারা এখানে এসেছে এবং যারা সেটল্ড করেছে ও যারা ক্যাম্পে আছে তাদের অবস্থা কি? তারা বলছে পূর্ববঙ্গে না খেতে পেয়ে তারা এখানে এসেছে। তাহলে পূর্ববঙ্গে যে সমস্ত মুসলমানরা না খেতে পেয়ে মরছে তারাও এখানে আসবে। তাদের দোষ কি? কিন্তু আমাদের গভর্নমেন্ট তাদের সবাইকে খাওয়াতে বাধ্য, এমন কথা হতে পারে না। গভর্নমেন্ট ভুল করুক আর যাই করুক কতকগুলি লোকের বিপন্ন অবস্থা দেখে তাদের থাকবার জন্য ক্যাম্পের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সেখানে কিরকম হেকটিক লাইফ তা আপনারা সবাই জানেন। এই সমস্ত [illegible] অভিযোগ হচ্ছে

যে আজ তারা লেফটিস্টদের হাতে পড়ে বিভ্রান্ত হচ্ছে এবং নানাভাবে তাদের কাছ থেকে কমিউনিস্ট পার্টির লোকেরা সাবস্ক্রিপশন আদায় করে থাকে। তিন লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা সাবস্ক্রিপশন ক্যাম্প অধিবাসীদের কাছ থেকে কমিউনিস্ট পার্টির হাতে এসেছে, অথচ তারা ক্যাম্প রিফিউজিদের জন্য কিছুই করেন নি। ঐ টাকা দিয়ে তাদের অনেক কিছু ভাল করতে পারতেন ; কিন্তু তা না করে তারা ঐ টাকা নিজেদের প্রপাগেন্ডার জন্য ব্যয় করছেন, রিফিউজিদের নামে আন্দোলন করেন। আমার পূর্বে এই ফিল্ডে কেউ নামেন নি। আমি প্রথম রিফিউজি নিয়ে যখন আন্দোলন করি, তখন ও'রা বলতেন আমি জনসংঘের হয়ে, হিন্দু সভার হয়ে কাজ করছি। এখন ও'রা বলছেন আন্দোলন করে রিফিউজিদের এই পশ্চিমবাংলায় রাখতে চান। কিন্তু সে সময় চলে গিয়েছে, যে সময় রিফিউজিদের জন্য অনেক কিছু আপনারা করতে পারতেন। এখন যখন গভর্নমেন্ট তাদের দণ্ডকারণ্যে পাঠাতে চাচ্ছেন, আপনারা শুধু শুধু অপোজিসন দিচ্ছেন। এতে আমাদের দেশের লোকেরই ক্ষতি করছেন। আপনারা বলছেন পশ্চিমবাংলা ইনডাস্ট্রিয়ালাইজড হলে, এদের জন্য অনেক কিছু ব্যবস্থা করা যায়। আমার অভিজ্ঞতা পূর্ববঙ্গের রিফিউজিদের সম্পর্কে আপনাদের চেয়ে কিছু কম নয়। আপনাদের কোন অভিজ্ঞতাই নেই। আপনারা যে বলছেন ইন্ডাস্ট্রির কথা, তা কোথায় গড়ে তুলবেন? কয়টা ইন্ডাস্ট্রির দ্বারা আপনারা কয়টি পরিবারকে ভরণপোষণ দিতে পারেন সে সম্বন্ধে কোন আইডিয়া আপনাদের কি আছে? যাঁরা লিডার এই সমস্ত কথা বলে রিফিউজিদের উত্তেজিত করে বেড়াচ্ছেন, তাঁদের কলকাতার বাইরে কি আছে না আছে সে সম্বন্ধে কোন আইডিয়া নেই। তাঁরা কেবল কলকাতা নিয়ে মেতে থাকেন তাঁরা কলকাতায় বসে আন্দোলন করতে চান। আজ পশ্চিম বাংলায় ল্যান্ড আছে কি না আছে এই নিয়ে গোলমাল। সরকার বলছেন নেই, ও'রা বলছেন আছে। যদি থাকে তাহলে সেখানে গিয়ে তাঁরা দেখিয়ে দিন। আমরা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলেছিলাম আমার মত লোকের কথায় ঠাকুরনগরে সরকার দুই তিন লক্ষ টাকা ব্যয় করতে পেরেছেন। [illegible] নারা বড় বড় লীডার আপনাদের কথায় এইরূপ অনেক অনেক টাকা সরকার ব্যয় করতে [illegible]। এখানে আরও জমি আছে সেটা আগে বের করুন। সুন্দরবনের কথা অনেকে বলে [illegible] সেখানকার প্রবলেম কি জানেন? আমি যখন ১৯৩৭ সালে প্রথম এসেমব্লীতে আসি [illegible] তখনও সুন্দরবনের যে সমস্যা সে সমস্যা কোন গভর্নমেন্ট সলভ করতে পারে নি। সেখানকার প্রবলেম আজও সলভড হয় নি, হলে সেখানে যারা আদিবাসী রয়েছে তারা কেন চাষ করতে জমি পায় না? পশ্চিম বাংলার কোথায় কতখানি জমি আছে তা যেন সকলের নখদর্পণে রয়েছে। আর মন্ত্রী মহাশয়দের ব্যাপারও বুঝি না, কেন যে তাঁরা সব বিষয়ে বামপন্থীদের সঙ্গে কম্প্রোমাইজ করতে যান বুঝি না। এরকম করলে আপনারা গভর্নমেন্ট চালাতে পারবেন না। এবং এই প্রকার গভর্নমেন্ট বেশি দিন সমর্থন করা যাবে না। রিফিউজি নাম ধরে যারা এসেছে আমি চাই তাদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন হোক। দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনাকে তাই স্বাগত জানাই। দশ বছরের মধ্যে দণ্ডকারণ্য সুন্দর জায়গা হতে পারে সেখানে অনেক রকম ফসল হতে পারে। সেখানকার সুবিধা কেন আমরা ছাড়তে যাব? আমার কমিউনিস্ট বন্ধুদের আমি একটা কথা বলি। রাশিয়ার জার নিকোলাস দ্বিতীয় আলাস্কা বলে যে জায়গাটা আমেরিকার ছিল সেই জায়গাটা আমেরিকার কাছে বিক্রী করে দিল, তার পর বলল অ্যালাস্কা তুষার আবৃত বলে আমেরিকাকে দিয়ে ফেলেছি —কি ভুল আমরা করেছি। আমি তাই বলি আমরা খেতে চাই, বাঁচতে চাই, জগতে যখন এসেছি তখন বাঁচার সমস্যা প্রথম। মানুষ অন্ন অন্ন করে যাতে না মরে তাই আগে দেখতে চাই, কিন্তু গভর্নমেন্টকে একটা কথা না বলে পারি না, কেন যে তারা এই লেফটিস্টদের কাছে কথায় কথায় নতি স্বীকার করেন বুঝি না, এটা উচিত নয়। এরকম করলে কাজ করা যাবে না। আপনারা সোজা সকলকে দণ্ডকারণ্যে পাঠিয়ে দিন, আমি বলছি আমিও সেখানে যাব এবং দেখব। আপনারাও আসুন না। বৃদ্ধ ডাক্তার সুরেশ বাঁড়ুজ্জে মহাশয় তিনি করেছিলেন অভয় আশ্রম. .

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

উনি কি বৃদ্ধ?

Sj. Pramatha Ranjan Thakur:

ওঁর শক্তিসামর্থ্য এখনও আছে যদিও সেদিন ওঁর বাহাত্তর বছর পূর্ণ হল। তিনি যদি দণ্ডকারণ্যে যেতে চান, আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চলুন। চলুন আমরা দেখাব কি কি আমরা করতে পারি।

[5—5-15 p.m.]

ঐরকম কত অভয় আশ্রম সেখানে গড়ে তুলতে পারবো। আর ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ আপনার উপরে আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে, আপনিও আসুন আমাদের সঙ্গে। এখানে যারা উদ্বাস্তু লীডাররা এসেছে আসুন আমরা সকলে হাত মিলিয়ে সেখানে যাই। সেখানে কিরকম সুযোগ-সুবিধা আছে আর একটা বাংলা রচনা করতে পারি কিনা দেখি। আগে থেকেই কেন আপনারা উতলা হন, কেন শুধু শুধু আন্দোলন করেন। আর একটা কথা শুনে আমার খুব দুঃখ হল। এই ক্যাম্পবাসীদের কাছ থেকে কতকগুলি এখানকার লীডার এমনভাবে জোর করে সার্বক্রিপশন আদায় করছে এবং সেখানকার লোকরা আমার কাছে আসে এবং বলে যে সেখানকার এমন অবস্থা যে আমরা ত দণ্ডকারণ্যে যেতে চাই কিন্তু ক্যাম্পএ আমাদের কোনরকম দরখাস্ত করতে দেবে না, বেরোতে দেবে না, কিছু করতে দেবে না, আমরা কি করি। আমরা সাত-আট বৎসর এখানে বসে আছি। প্রায় সকলের শরীরই ডিসএ্যাবলড হয়ে গিয়েছে, কোনরকম কর্ম করবার শক্তি নেই। এইরকমভাবে ছেলেপিলেদেরও কোন ভবিষ্যৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি না। আমরা এইরকম ডোল নিয়ে ক্যাম্পএ বাস করতে চাই না, আমাদের একটা ভবিষ্যত থাকা দরকার। আমাদের যথেষ্ট শিক্ষা হয়ে গিয়েছে এই লেফটিস্টদের পিছনে ঘুরে ঘুরে, এদের কথা শুনে শুনে আমরা আমাদের সর্বস্বহারা হয়েছি। আজ আপনি আমাদের সাহায্য করুন। কিন্তু আমি প্রথমে আমাদের পূর্ববঙ্গের লীডারদের এই দণ্ডকারণ্যে পুনর্বসতি কর্মে সাহায্য করিতে অগ্রণী হইতে বলি। ঐ কয়েকজনকে সঙ্গে করে আমি নিজেই সেখানে যেতে প্রস্তুত আছি এবং আমি নিজেই সেখানে বসবাস করতে রাজী আছি। এই কথা বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

[At this stage the House was adjourned for ten minutes.]

[*After adjournment*]

[5-15—5-25 p.m.]

Sj. Hemanta Kumar Basu:

স্পীকার মহোদয়, দণ্ডকারণ্যে পরিকল্পনা সম্বন্ধে আলোচনার জন্য এই সভা আহূত হয়েছে। দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনার আমরা কেউই বিরোধী নই বা তার বিরোধিতা করছি না। আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে যে বাংলাদেশকে শিল্পে এবং কৃষিতে উন্নত করতে হবে।

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay: Sir, neither the Minister nor the Deputy Ministers are present in the House.

Sj. Hemanta Kumar Basu:

আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে যে—

Dr. Prafulla Chandra Ghose: Sir, no Minister or Deputy Minister of the Department is present in the House.

Mr. Speaker: I have already sent a man with a message.

Sj. Jyoti Basu:

ওখানে কে আছে—

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed: I will take notes.

Mr. Speaker: Dr. Ahmed, I may say that it is also not fair to the House that no Minister of the department should be present in the House.

Dr. Prafulla Chandra Ghosh: Besides the Minister, there are two Ministers of State and Deputy Ministers and none of them can find time when an important matter like this is being discussed.

[At this stage the Hon'ble Prafulla Chandra Sen entered the Chamber.]

Sj. Hemanta Kumar Basu:

দণ্ডকারণ্যের কেউ আমরা বিরোধী নই এবং ভারতবর্ষের শিল্পে সৌষ্ঠব, লক্ষ্মীশ্রী বেড়ে উঠুক এটা আমরা সকলেই চাই। দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনায় বিরোধিতা করার কোন আবশ্যকতা নাই বা আমরা কেউ করি না। আমার কথা হচ্ছে বাংলাদেশের শিল্প এবং কৃষির উন্নতি করা এবং বাংলাদেশের খাদ্যসম্পদ বাড়ান। সেদিক থেকে এই পুনর্বাসন পরিকল্পনা আমরা গ্রহণ করছি। কিন্তু সরকারের সব নীতির মধ্যে আমরা দেখছি যে যাদের পুনর্বাসন ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করেছে—বায়নানামার মধ্য দিয়েই হোক স্কোয়াটার্স কলোনী রেগুলারাইজেশনের মধ্য দিয়েই হোক—সেইসমস্ত পরিকল্পনা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিচ্ছেন। যারা জমি কিনবে তাদের ল্যান্ড পার্চেজ লোন দেওয়া হচ্ছে না, যক্ষ্মারোগীদের সাহায্য দেওয়া হচ্ছে না। কেলেঘাইতে যাদের বসান হয়েছে তাদের সেখানে এমন টিউবওয়েলের ব্যবস্থা হয়েছে যে জল তোলা অত্যন্ত কঠিন এবং শ্রমসাধ্য। মেডিক্যাল ফেসিলিটিসও তাদের কিছু নাই। এই শীতে কম্বলের ব্যবস্থা নাই, অত্যন্ত অবহেলিত অবস্থায় তারা আছে। ইউ. সি. আর. সির আন্দোলনের ফলে যে সরকার আগে বলতেন বাংলাদেশে জায়গা নাই, ইউ সি আর সির মেমোরেন্ডাম দেওয়ার ফলে, জায়গা দেখিয়ে দেবার ফলে সরকার কেলেঘাই এবং হেরোভাঙ্গা পরিকল্পনা গ্রহণ করেন কিন্তু সেই পরিকল্পনা অনুসারে সেটাকে বাস্তবে রূপায়িত করার চেষ্টা আমি দেখছি না এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি হেরোভাঙ্গাতে নয় হাজার একর জমিতে যেভাবে উন্নতিসাধন করা উচিত সেভাবে তা করা হচ্ছে না, কেলেঘাইয়েরও উন্নতিসাধন করা হচ্ছে না। কাজেই আমরা দেখছি সরকারের সমস্ত চেষ্টা দণ্ডকারণ্যের উপর পড়েছে। বাংলাদেশে যতটুকু পুনর্বাসন করা যেতে পারে সেটার অবহেলা করা হয়েছে। কাজেই আজকে যে দণ্ডকারণ্যের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে কোন প্রশ্ন উঠেছে তা নয়, তা আমরা করতেও চাই না। এখানে যে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হতে পারে সেটার উপরই আমি জোর দিচ্ছি। জমির সম্বন্ধে ডাক্তার রায় আমাদের কাছে অনেক তথ্য দিয়েছেন। ইসাক কমিটির যে রিপোর্ট ছিল সেটা বর্তমানে কার্যকরী নয়, সেই অনুসারে জমি নাই। কাজেই তিনি যে অফিসারকে তদন্তের ভার দিয়েছিলেন তার যে রিপোর্ট তাতে আমরা দেখছি কিছু উদ্বাস্তুকে এখানে পুনর্বাসন দেওয়া যেতে পারে কিন্তু বাকী লোককে দণ্ডকারণ্যে যাওয়া ছাড়া আর কোন রাস্তা নাই। আমি একটা তথ্য সরকারের কাছে উপস্থিত করছি। সেটা হল এই—

"The latest available information regarding classification of land in West Bengal is shown in the September 1958 issue of the Agricultural Situation in India published by the Ministry of Food and Agriculture, Government of India. The figures refer to the year 1955-56 and include changes due to States reorganisation which are as follows:—

Total geographical area—21.8 lakh acres

Forests—19.1 lakh acres.

Not available for cultivation—

(a) land put to non-agricultural uses—2.2 lakh acres.

(b) barren and unculturable land—36.1 lakh acres.

Other uncultivated land excluding fallows—

(a) permanent pastures and other grazing land—0.4 lakh acres.

(b) land under miscellaneous tree crops and groves not included in net area sown—15.8 lakh acres.

(c) culturable waste—1.9.

Fallow lands—

(a) fallow lands other than current fallows—8.9 lakh acres.

(b) current fallows—2.4 lakh acres".

[5-25—5-35 p.m.]

কাজেই এই হচ্ছে পুরোপুরি জমির হিসেব। যা ১৯৫৪-৫৬ সালে গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়ার মিনিস্ট্রি থেকে এই ফিগার পাবলিশ করেছেন, এতে দেখা যাচ্ছে কালচারেবল ওয়েস্ট ল্যান্ড ১:৯ লাখ। ফ্যালো ল্যান্ড আদার দ্যান কারেন্ট ফ্যালোজ ৮·৯ একরস। কাজেই ১০:৮ একারস জমি চাষের কাজে লাগানো যেতে পারে। সুতরাং যে কথা ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় তাঁর আমেরিকা যাওয়ার আগে বলেছিলেন যে ১০ লাখ একর চাষের কাজে লাগানো যেতে পারবে—এটা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার ফিগারের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। কাজেই বাংলাদেশে যে জমি নাই বলে উদ্বাস্তুদের বসবাসের সম্ভাবনা এখানে নাই, তা নয়। বাংলাদেশে যে জমি রয়েছে তাতে ক্যাম্পের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দেওয়া সম্পূর্ণ সম্ভব। আমরা যদি তিন একর করে জমি প্রতি পরিবারকে দিই এবং যে জমি ওয়ান ক্রপ তাতে যদি দুটো ক্রপ হয় তাহলে এ্যাভারেজ প্রায় ৫ ক্রপস গিয়ে দাঁড়ায় তাহলে ৩৩ হাজার উদ্বাস্তু ফ্যামিলির জন্য প্রায় ১·৩২ লাখ একর-এর প্রয়োজন হবে। আমরা যদি বাড়িয়েও বলি তাহলে এক লক্ষ ৫০ হাজার একর জমির দরকার হবে। কাজেই সেদিক থেকে যে ১০·৮ লক্ষ একর জমির ভিতর ১ লক্ষ ৫০ হাজার একর জমি ৩৩ হাজার পরিবারকে আমরা বিলি করি তাহলে আরও অনেক জমি থেকে যাবে। প্রায় ৮ লক্ষ একর জমি অবশিষ্ট থেকে যাবে। এখন কথা হচ্ছে উদ্বাস্তুদের ঐ জমি দিতে পশ্চিমবঙ্গের চাষীদের বিরোধিতা হতে পারে। বাগজলা স্কীম ও সোনারপুর স্কীম নিয়ে যা হয়েছে। কিন্তু এখানে কথা হচ্ছে ঐ সোনারপুর বাগজোলা ফ্যালো অবস্থাতেই পড়েছিল এবং যেহেতু উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সমস্যা নিয়ে আন্দোলন হয় সেই জনাই সে জমিগুলির উদ্ধার হয়েছে। যদি রিহ্যাবিলিটেশনের কোয়েশ্চেন না থাকত তাহলে সোণারপুর বাগজোলার ডেভেলপমেন্ট হত না। সেইভাবে পশ্চিম বাংলায় আরও যেসব ফ্যালো ল্যান্ড পড়ে আছে সেগুলি যদি আমরা ডেভেলপ করি তাহলে উদ্বাস্তু সমস্যারও সমাধান হবে এবং পশ্চিমবাংলার চাষীরাও জমি পাবে। কাজেই আমি উদ্বাস্তুদের দণ্ডকারণ্যে পাঠিয়ে দেওয়ার বিরোধিতা করি। স্বেচ্ছায় যে যাবে যাক। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশ থেকেই দণ্ডকারণ্যে যাবার জন্য সব লোককে এ্যালাও দেওয়া হোক। কারণ দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা সুপারিশ হয়-এ আমরা চাই। কিন্তু বাংলাদেশের উন্নতির জন্য বাংলাদেশের বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য বাংলাদেশের কৃষির উন্নতির জন্য আমাদের যে দাবী তার মধ্যে দণ্ডকারণ্যের প্রশ্ন নাই। বাংলাদেশে পুনর্বাসনের প্রশ্নই আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় হয়ে রয়েছে। কাজেই সেইদিক থেকে একথা আমরা বলছি। তারপরে যে আপত্তি তোলা হয় পশ্চিম বাংলার কৃষকদের জমি দেওয়া যাচ্ছে না বলে, সেদিক থেকে আমি বলব—এস্টেট একুইজিশন এ্যাক্ট অনুসারে যে জমি পাওয়া উচিত ছিল সে জমি পাওয়া যায় নাই। যে জমি পাওয়া গেছে সে জমিও এখনো পর্যন্ত যেসব লোকের কম জমি রয়েছে সেই রকম চাষীদের মধ্যে আজও পর্যন্ত ভাগ করে দেওয়া হয় নাই বা যেসমস্ত জমির অধিকাংশ জমিদারেরা নিজেদের ভাগে রেখে দিয়েছে তার সম্বন্ধেও বিশেষ কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। আমরা শুনেছিলাম ৬ লক্ষ একর জমি এস্টেট একুইজিশন এ্যাক্ট থেকে পাওয়া যাবে তা পাওয়া যায় নাই। কাজেই পশ্চিম বাংলার কৃষকদের সোনারপুর বাগজোলা সম্বন্ধে যে বিরোধিতা আমরা দেখছি সে বিরোধিতা নিরস্ত হয়ে যাবে যদি বাংলাদেশের সমস্ত ফ্যালো কারেন্ট ল্যান্ড-এর যে তালিকা দিয়েছেন সরকার থেকে সেগুলি আমরা সম্পূর্ণভাবে ডেভেলপ করতে পারি।

তারপরে অনেক কলোনীতে মুসলমানদের বাড়িতে যেসমস্ত স্কোয়াটার্স রয়েছে তারা অনেকেই সে জায়গা কিনেছে, তাদের ডিডস রয়েছে সে দলিল রেজেস্ট্রী হয়েছে, তবু তাদের সরকার থেকে টাকা দেওয়া সম্পূর্ণ বন্ধ করা হয়েছে, এইভাবে বন্ধ করার দরুণ তাদের যে কতখানি ক্ষতি হয়েছে কি রকম দুরবস্থার মধ্যে যে তারা পড়েছে সে সম্বন্ধে কি ভারত গভর্নমেন্ট কি আমাদের সরকার কেউ কিছু চিন্তা করছেন না।

তারপরে কন্ট্রিবিউটেড স্কীম গ্রহণ করবার পর সেই স্কীমে যারা এসেছে তাদেরও টাকা দেওয়া হচ্ছে না। ফলে তাদের সব কিছু হাফ ফিনিসড হয়ে পড়ে আছে। সুতরাং, সবদিক দিয়েই সরকারী অব্যবস্থার জন্য রেফিউজিরাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। শিয়ালদায় অনেক রিফিউজি রয়েছে শুনেছি সেই রিফিউজিদেরও নাকি ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু সেখানকার

খবর এই যে সেখানে বহুসংখ্যক শিশু মৃত্যু ঘটেছে। আর এইরকম শীতকালের ঠাণ্ডায় খোলা জায়গায় একটা অমানুষিক অবস্থার মধ্যে শিয়ালদহে রিফিউজীরা রয়েছে, এটা নিশ্চয় আপনি উপলব্ধি করবেন।

তারপর যেসমস্ত স্কীম সম্বন্ধে পি. আর ঠাকুর মহাশয় যে কথা বলেছেন সেইসব স্কীম সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করতে রাজী আছি যদি যদি গভর্নমেন্ট আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন। দণ্ডকারণ্যের জন্য যে টাকা খরচ করবেন তারচেয়ে কম খরচে আমরা গভর্নমেন্টের সঙ্গে সহযোগিতা কোরে সেই সমস্ত স্কীম কার্যে পরিণত করবার দায়িত্ব গ্রহণ করতে রাজী আছি। যদি সরকার আমাদের মেমোরেন্ডাম অনুসারে সহযোগিতা করতে রাজী না হন, তাহলে উদ্বাস্তুরা বাধ্য হবে সক্রিয় আন্দোলন আরম্ভ করতে।

Sj. Khagendra Nath Naskar:

স্পীকার মহাশয়, আজকে দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনাকে বানচাল করার জন্য এবং সেই পরিকল্পনাকে বাধা দেবার জন্য বিরোধীপক্ষ থেকে নানা রকম যুক্তি দেওয়া হচ্ছে। এই ব্যাপারে বিরোধীপক্ষের নেতা যে যুক্তি দিয়েছেন তাতে আছে সুন্দরবনে রিফিউজি রিহ্যাবিলিটেশনের কথা। আমি সুন্দরবন সম্বন্ধে যতদূর জানি তাতে এই অবস্থা হচ্ছে যে সেখানে আজ যারা বসবাস করছে তাদের নিজেদের অনেকের জমিজমা নেই। সেখানে ল্যান্ড দেবার এত বেশী হয়েছে যে নতুন ল্যান্ড রিফর্ম এ্যাক্ট অনুযায়ী যদি তাদের ল্যান্ড দিতে হয় তাহলে প্রতি পরিবার দুই বিঘা করে জমি পাবে কিনা সন্দেহ। এখন এই যেখানে অবস্থা সেখানে আবার রিফিউজি-দের মধ্যে যদি সেই জমি দেবার যুক্তি বিরোধীপক্ষের নেতা দেন তাহলে কি যে অবস্থা সে সম্বন্ধে একটু আলোচনা করতে চাই। আজও আমরা দেখি যে এখানে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ টাকা টেস্ট রিলিফ এবং খয়রাতি সাহায্য দিতে হয়। এখানে প্রতি বৎসর অভাব চাষ হলেও আসে না হলেও আসে। সেজন্য তারা অভাবের তাড়নায় গ্রাম ছেড়ে কোলকাতায় চলে আসতে বাধ্য হয়। অতএব এই যেখানে ল্যান্ড প্রবলেম সেখানে আবার নতুন করে যদি নতুন লোকের রিহ্যাবিলিটেশনের প্রশ্ন আনা হয় তাহলে সেখানে যে কাল্টিভেবল ল্যান্ড আছে তার কিছুটা বাস্তু জমিতে পরিণত হবে এবং তাতে কাল্টিভেবল ল্যান্ডের পরিমাণ আরও কমে যাবে। অর্থাৎ সেখানে যারা বসবাস করছে তারা উদ্বাস্তুতে পরিণত হবে এবং তখন আবার তাদের রিহ্যাবিলি-টেশন দেবার কথা আসবে। সুতরাং সেখানে রিফিউজিকে জমি দিতে গেলে তারা আন্দোলন করবে এবং তাতে স্থায়ী সমস্যার সমাধান হবে না। সেজন্য আমি বলব যে এই পরিকল্পনাকে বাধা দেবার জন্য অলটারনেটিভ যে প্রপোজাল আনা হয়েছে সেই প্রোপোজাল বাস্তবতা শূন্য এবং তাতে সুন্দরবনের মানুষের ক্ষতি হবে। অতএব আমি বলব যে এই সরকারী পরিকল্পনাকে সবরকমে বিরোধীপক্ষের সহযোগিতা করা উচিত। অন্যথায় যদি ওঁদের বিরোধী দলের কথা মত চলা হয় তাহলে সেখানকার চাষী পরিবার বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এই কথা বলে তাঁরা যে প্রস্তাব এনেছেন আমি তার বিরোধিতা করছি।

[5-35—5-45 p.m.]

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

স্যার দণ্ডকারণ্য স্কীমটা হল একটা ডেভলপমেন্ট স্কীম এবং এর সঙ্গে পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের পরিকল্পনাকে ইন্টিগ্রেট করে দেওয়া হয়েছে। এই সমস্ত কারণে এর গুরুত্ব বাংলাদেশের কাছে খুব বড় করে দেখা দিয়েছে। আমি নীতিগতভাবে এই দণ্ডকারণ্য স্কীমকে সমর্থন জানাই। আমি শালপাড়া ক্যাম্প, উল্টোডাঙ্গা ক্যাম্প, শিয়ালদহ স্টেশনে যখন যাই তখন যে মর্মস্পর্শী দৃশ্য দেখি তার ফলেতে এই পরিকল্পনা সমর্থন করি। এইসব জায়গায় দেখি যে মায়ের কোলে শিশু সন্তান না খেতে পেয়ে শীতের রাতে তারা কুঁকড়ে মারা যাচ্ছে। আমি দেখেছি যে এইসব ক্যাম্পের নারীদের চরম অবমাননা হচ্ছে। আমি দেখেছি অবাঙ্গালী বহু রেস্টুরেন্টে আমাদের মা বোনেরা পেটের জ্বালায় পরিচারিকার কাজ নেয় এবং তারপর রাতের গোপন অন্ধকারে পিছল পথ দিয়ে তারা যে কোথায় চলে যায় তা আমরা কেউ জানি না। কিছুদিন আগে সংবাদপত্রে আমরা মঠ লেনের ঘটনা সম্বন্ধে পড়েছি এবং জেনেছি যে এর মধ্যে যেসমস্ত মেয়েরা জড়িত ছিল তাদের মধ্যে অনেকে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত আমাদের বোনেরা।

আজ যদি তাদের মানুষের মত বেঁচে থাকবার উপযোগী অবস্থার সৃষ্টি হয়, যদি নির্বাসনে তাদের যেতে হয়, যদি দণ্ডকারণ্যে সত্যই তাদের এরকমভাবে ব্যবস্থা করা হয় যে তারা সেখানে খেয়ে পড়ে থাকবেন, নিজেদের সম্ভ্রম এবং ইজ্জত নিয়ে মানুষের মত তারা বেঁচে থাকতে পারবেন তা হলে তাকে নিশ্চয়ই আমি সাদরে জানাবো এবং এই পটভূমিকায় দণ্ডকারণ্য স্কীমকে আমি আমার দলের পক্ষ থেকে সমর্থন জানাচ্ছি কিন্তু স্যার, তার সঙ্গে সঙ্গে এই পরিকল্পনা সঠিক-ভাবে কার্যকরী হবে কিনা সে সম্পর্কে আমাদের মনে কিছুটা সন্দেহ এবং আশঙ্কা রয়েছে তার কারণগুলি আমি আপনার কাছে বলছি। কেন্দ্রীয় সরকারের উপর এই পরিকল্পনা কার্যকরী করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে এবং কেন্দ্রীয় সরকার এই দায়িত্ব দিয়েছেন কেন্দ্রীয় পুনর্বাসনমন্ত্রী শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না মহাশয়ের উপর। যে সংবেদনশীল মন, যে মানবিকতাবোধ, যে সহানুভূতি এই সমস্ত পূর্ব বাংলার ছিন্নমূল মানুষের পুনর্বাসনের জন্য থাকা দরকার—সেই ব্যবস্থা করতে গেলে যে প্রাণ এবং মন থাকা দরকার, আমার মনে হয় যাঁরা উচ্চতর কর্তৃপক্ষ তাঁদের বিশেষ করে কেন্দ্রীয় সরকারের যিনি মন্ত্রী তাঁর অভাব আছে। এটাকে ভিত্তিহীন নয়, আমি তার প্রমাণ দিচ্ছি। আপনি জানেন, স্যার, যে কয়েক মাস আগে দার্জিলিংএ বিভিন্ন রাজ্যের প্রতি-নিধিদের যে সম্মেলন হোল, সেই সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় ছিল যে, বিভিন্ন রাজ্যে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের বন্দোবস্ত হোতে পারে কিনা। যে পরিবেশের মধ্যে সেই সম্মেলন হওয়া উচিত ছিল, যে আন্তরিকতার সঙ্গে সেই সম্মেলন হওয়া উচিত ছিল সেটা সেখানে ছিল না, সেটার অভাব সেখানে ছিল। রিচমণ্ড হিলে গিয়ে খান্না বসলেন, সেখানে মদের ফোয়ারা বইল। আমি জানি স্যার, সেখানে যে রিসেপশন পার্টি দেওয়া হয়েছিল বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিদের নিয়ে তাতে বলডান্স হয়েছিল। সেখান থেকে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হোল.....

Mr. Speaker:

কি সিদ্ধান্ত হল সেটা বলুন—কে কি খেলো না খেলো তাতে আপনাদের আপত্তি কেন?

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

আপত্তি হচ্ছে যে সেখানে উপযুক্ত পরিবেশের অভাব ছিল। সেখানে ঘোষিত হল যে বিভিন্ন রাজ্যে উদ্বাস্তুদের জন্য নাকি জমি নেই। যদি আন্তরিকতার সঙ্গে, সহানুভূতিপ্রবণ মন নিয়ে তাঁরা আলোচনা করতেন তা হলে জমি বেরুতো, কারণ আমরা দেখছি তারপর শ্রীরামমূর্তি দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনার কথা যখন পেশ করলেন তখন দেখা গেল যে বিরাট অঞ্চল পড়ে রয়েছে - দণ্ডকারণ্য স্কীম সরকারের পক্ষ থেকে গ্রহণ করা হোক। আমি জিজ্ঞাসা করতে পারি কি, দণ্ডকারণ্য ডেভেলপমেন্ট অথরিটি যেটা সেট আপ করা হয়েছে তাতে উড়িষ্যার চীফ সেক্রেটারী প্রতিনিধি আছেন মধ্যপ্রদেশের ডিভিসনাল কমিশনার আছেন, অন্ধ্র থেকে একজন প্রতিনিধি আছেন অথচ যে পশ্চিম বাংলার উদ্বাস্তুদের জন্য এই পরিকল্পনা তাদের কোন প্রতিনিধি কেন নেওয়া হয় নি? আমাদের সরকার এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী শ্রী খান্নার কাছে চিঠি দিয়ে আজও পর্যন্ত তার কোন উত্তর পান নি। জবাব দিন আমাদের মন্ত্রীরা যাঁরা আছেন তার উত্তর পেয়েছেন কিনা? শ্রী খান্নাকে আমাদের পশ্চিমবাংলা বিধান পরিষদ নির্বাচিত করেছেন রাজ্যসভায়, সেজন্য তিনি আজকে কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী হতে পেরেছেন। আজকে এখানে হিসাব দাখিল করা হোক যে তিনি কতজন তাঁর প্রভাবাধীন অফিসার নিযুক্ত করেছেন তার হিসাব আমরা চাচ্ছি। কিন্তু আমাদের পশ্চিম বাংলার পক্ষ থেকে ডাক্তার রায় লিখেছিলেন মিঃ কে কে রায়কে জয়েন্ট চীফ এডমিনিস্ট্রেটর নিয়োগ করা হউক, ২০এ তারিখে এই মাসের যুগান্তরে বেরিয়েছে—আমি জানতে চাই মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে মিঃ ক্রেচারের জায়গায় নয় তার সহকারী হিসেবে জয়েন্ট চীফ এডমিনিস্ট্রেটরের কথা বলা হয়েছিল, সেটা তারা প্রত্যাখ্যান করেছেন। ডাঃ রায় দুখানা চিঠি দিয়েছেন কিন্তু এখনও পর্যন্ত শ্রীযুক্ত খান্না তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। হাইয়েস্ট এক্সিকিউটিভ সেখানে পশ্চিম বাংলার কোন প্রতিনিধি নেই। অথচ পশ্চিম বাংলার যে সমস্যা সেই সমস্যার ব্যাপারে পূর্ব বাংলার যে উদ্বাস্তু তাদের পুনর্বাসনের ব্যাপারে আমরা দেখছি কোন দিক থেকে প্রতিনিধিত্ব নেই। যদি আন্তরিকতা থাকত তাহলে আমার মনে হয়, এ জিনিস হত না। শুধু তাই নয় ৪ঠা জানুয়ারি আগামী কাল থেকে কথা ছিল যে সেখানে উদ্বাস্তুদের প্রথম দল পাঠান হবে। আমি [illegible] জানি এবং এর উত্তর চাই যে সেই তারিখ আবার পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে কিনা, এটার জবাব আমি

চাই। এবং এই পরিকল্পনা করতে গিয়ে যে সিরিয়াসনেস থাকা দরকার সেই সিরিয়াসনেস নেই। অথচ এই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কাছে নন-ক্যাম্প রিফিউজি যারা তাদের জন্য এই ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট তিন কোটি ১১ লক্ষ টাকা পশ্চিমবঙ্গ সরকার চেয়েছিলেন অথচ ৫৯ লক্ষ টাকা তিনি মঞ্জুর করেছেন। আবার পূজার আগে সেই টাকার মধ্যে মাত্র ১০ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে এবং তার কিছুদিন পরে ৬ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। এই ১৬ লক্ষ টাকা কিন্তু ১৯৫৬-৫৭ সালের। যেসমস্ত পার্ট-পেইড লোন দেবার কথা ছিল তা দিতেই এই টাকা ফুরিয়ে যাবে, ১৯৫৮-৫৯এর টাকা পাওয়া যাবে না।

আরও সব থেকে হৃদয়হীন এবং ইনাহিউমেন কাজ করেছেন স্টেটসম্যান পত্রিকা যার খবর দিয়েছে যে টি বি বেড তৈরি হয়েছে। টি বি পেশেন্টদের জন্য যে সমস্ত যদিও কয়েকটা ভুয়া কেস ধরা পড়েছে, তাও আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কমচারীরাই ধরেছিলেন—সেই বোর্ড তৈরি করে আজকে তিনি হুকুম জারি করেছেন যে প্রত্যেকটা টি বি রোগীদের পারসোনাল বোর্ডের সামনে হাজির হতে হবে। সে যত দূরে থাকুক তাতে কিছু আসে যায় না। স্যার, সব মহম্মদ তোগলগী ব্যাপার চলেছে এর ফল আজ কি হচ্ছে? ১৯৫৮ সালের জুন পর্যন্ত যে যেরকম গ্র্যান্ট পেয়েছে টি বি রোগী তাকে নিজে কপস্থিত হতে হবে, না হলে তার সে টাকা বন্ধ হয়ে যাবে। অথচ এদিকে আবার ড্রাস্টিক কারটেইলমেন্ট করেছেন। একটা জেলায় আমি জানি ৩৯ হাজার টাকার জায়গায় ২৫ হাজার টাকা আজকে সেখানে মঞ্জুর হয়েছে। টি বি রোগীদের জন্য যে গ্র্যান্ট পর্যন্ত আজকে কেটে দেওয়া হচ্ছে। আজকে পূর্ববাংলা থেকে উদ্বাস্তু যে দণ্ডকারণ্যে যাবে তাতে সন্দেহ দেখা দিচ্ছে। তার সাথে যে মোড অফ রিক্রুটমেন্ট অফ ইউনিট ইন চার্জ—আমাদের সরকারের সাথে কোন পরামর্শ না করে আজকে তাদের সেখানে রিক্রুট করা হচ্ছে। এবং এই রিক্রুট করার কিছুটা পলিটিক্যাল কান্সিডারেশন করা হচ্ছে।

[5-45—5-55 p.m.]

শ্রীবিনয় সেন, এই ডস্ট্রেক্ট এ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট ইন রিফিউজি রিহ্যাবিলিটেশন ডাইরেক্টরেটে হবার জন্য দরখাস্ত করেছিলেন এবং হি ওয়াজ ফাউন্ড টু বি আনফিট, সিলেক্টেড হয় নি। তাঁকে আজকে ইউনিটস ইন চার্জ হিসাবে একজন অফিসার করে নিয়োগ করা হয়েছে, এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে না।

তারপর, স্যার, ক্যাম্প থেকে নিয়ে যাওয়ার বেলায় বিভিন্ন সংস্থা হয়েছে, অর্থাৎ different stages from camp to rehabilitation site in Dandakaranya, সে সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত কোন কিছু করা হয়েছে কিনা আমার সন্দেহ। কারণ যে ক্যাটেগরিজেশন যে ক্লাসিফিকেশন এখান থেকে করে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল, সেটা এখনও পর্যন্ত করা হয় নি। এর অর্থ হচ্ছে এই, এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে এই দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা সম্বন্ধে যে সকল কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে কোন আন্তরিকতা আছে কিনা, সে সম্বন্ধে আমাদের মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

তারপর, স্যার, দণ্ডকারণ্য সম্বন্ধে আপনি জানেন যে সবচেয়ে বেশি প্রচার করা হচ্ছে যে সেখানে খনিজ সম্পদের কথা। বলা হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ভাল পাথর, লোহা ইত্যাদি সেখানে আছে। ৪ঠা অক্টোবর তারিখে এক সংবাদিক সম্মেলনে শ্রী এ. কে. সেনকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে দণ্ডকারণ্যের জমিতে উদ্বাস্তুদের অধিকার কি রকম হবে? তারা সেখানকার খনিজ সম্পদ আহরণ করবার অধিকার পাবে কিনা? না, তারা দণ্ডকারণ্যে গিয়ে শুধু কৃষি জমির স্বত্ব পাবে? তারা বড় জোর সেখানে পাট বুনবে আর হাল চষ করবে।

ইস্টবেঙ্গল রিলিফ কমিটির পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাভাজন মেঘনাদ সাহার প্রতিনিধিত্বে যেসমস্ত প্রস্তাব ও সর্ত জানান হয়েছে সেগুলি আমি সমর্থন করি। এখানে, স্যার, আপনাকে জানাতে চাই, ঐ স্থান পুনর্বাসনের পক্ষে উপযুক্ত কিনা, সে সম্বন্ধে, সমস্ত দলের লোক নিয়ে গিয়ে সেখানে সরাসরি তদন্ত করা হোক। সর্বভারতীয় কমিটির মতে যদি দেখা যায় যে ঐ স্থান পুনর্বাসনের উপযুক্ত, তাহলে সরকারপক্ষ থেকে ঘোষণা করা হোক যে তাদের অর্থনৈতিক

পুনর্বাসন না হওয়া পর্যন্ত, তাদের আর্থিক সাহায্যের গ্যারান্টি দেওয়া হবে। দ্বিতীয়ত, একমাত্র বাঙ্গালী কর্মচারীকে নিযুক্ত করতে হবে, যাতে বাঙ্গালী উদ্বাস্তুদের আচার ব্যবহার, তাদের প্রাণের কথা সে ঠিকমত বুঝতে পারে। তৃতীয়, পুনর্বাসনের সময়, প্রত্যেকটি উদ্বাস্তুর পশ্চিমবাংলায় পুনর্বসতি স্থাপনের পর অন্য রাজ্যে বসতি স্থাপনেও অনুমতি দিতে হবে। চতুর্থ, যেসকল জমি আবাদযোগ্য, সেগুলি উদ্বাস্তুদের মধ্যে বিতরণ করতে হবে। পঞ্চম, ঐ স্থানে যেসমস্ত ব্যবসা বাণিজ্য, শিল্প প্রতিষ্ঠান হবে, তাতে চাকরীর ব্যাপারে উদ্বাস্তুদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। ষষ্ঠ, ঐ অঞ্চলকে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ অধীনে আনতে হবে। কারণ আমরা চাই ঐ স্থানে ইস্টবেঙ্গলের যেসমস্ত উদ্বাস্তুরা যাবে, তাদের ভাষা, তাদের সামাজিক রীতিনীতি যাতে ঠিক ঠিক রক্ষিত হয়, সে বিষয় যেন চেষ্টা করা হয়। সেটা যদি সম্পূর্ণ হয় এবং সেই সম্পর্কে যদি সম্পূর্ণ আশ্বাস, গ্যারান্টি ও প্রতিশ্রুতি আমরা পশ্চিমবাংলা সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পাই তাহলে আমার বিশ্বাস যে সন্দেহ আজ আমাদের সকলের মনে দেখা দিচ্ছে, সে সন্দেহ দূর হয়ে যাবে। আজ জনসাধারণের মনে যে কনফিউসন সৃষ্টি হয়েছে, ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়েছে, সেটা দূর হবে, এবং সত্যি সত্যি দণ্ডকারণ্যে পুনর্বাসনের যে কাজ, সেই কাজ সুষ্ঠুভাবে হয়ে উঠতে পারবে এবং পুনর্বাসনের জন্য পূর্ববঙ্গ থেকে যেসমস্ত উদ্বাস্তু এসেছে তাদের সেখানে ঠিক ঠিকমত পুনর্বাসন হবে, তারা আবার মানুষের মত ইজ্জত নিয়ে, সম্ভ্রম নিয়ে বাঁচবার সুযোগ পাবে।

Sj. Jagannath Majumder:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজকে পুনর্বাসনের নীতি সম্বন্ধে যে আলোচনা চলছে বিরোধীদলের নেতা জ্যোতিবাবু যে আলোচনা উদ্বোধন করলেন সেই আলোচনা আমি মন দিয়ে শুনেছি। তাঁর বক্তব্যের ভেতর অনেকখানি অভিনবত্ব আমি দেখতে পেয়েছি। আমি নদীয়া জেলাতে থাকি সেখানে উদ্বাস্তুদের সংখ্যা পঞ্চাশ ভাগেরও বেশী রয়েছে, সুতরাং উদ্বাস্তু সমস্যার প্রকৃত রূপ সবসময় আমাদের চোখের সামনে ধরা পড়ে। যে সমস্ত অবাস্তব কথা তিনি বলেছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলতে চাই যে নদীয়া জেলাতে যেসমস্ত উদ্বাস্তুর পুনর্বাসন হয়েছে তাদের অবস্থা যদি আমরা দেখি তাহলে কখনও আমাদের বলতে ইচ্ছা হবে না যে আরও উদ্বাস্তু এনে এই নদীয়া জেলার মধ্যে বা আশেপাশে বসাই। এটা সংখ্যাতত্ত্বের কথা নয়, আজও সংখ্যাতত্ত্ব ধরে আরও কিছু রিফিউজি এখানে বসান যায়, কিন্তু তার চেয়ে দিনের পর দিন কিভাবে তারা বাস করছে সেটা দেখা বেশী দরকার। আজ নদীয়া জেলায় প্রায় সাত লক্ষের উপর বাস্তুহারাদের পুনর্বাসন হয়েছে বলা হয়েছে। কিন্তু সেইসব রিফিউজি যখন ছোট ছোট ছেলেমেয়ে কোলে নিয়ে খাবারের জন্য হাহাকার করে ঘুরে বেড়ায়, পুরুষেরা যখন চাকরীর জন্য, কাজের জন্য, খাবারের জন্য, ভোটের জন্য ঘুরে বেড়ায় তখন মনে হয় পশ্চিমবঙ্গে হোক বা বাইরে হোক বা যেখানে হোক তাদের অবিলম্বে পুনর্বাসন দেওয়া উচিত—জায়গার প্রশ্ন তখন উঠা উচিত বলে মনে হয় না, বিশেষ করে ক্যাম্প রিফিউজিরা যাদের সংখ্যা প্রায় আড়াই লক্ষ—যারা পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে তাদের যদি কোন অনুর্বর জায়গায় পুনর্বাসন দেওয়া হয় তাহলে সরকারী নীতি অকৃতকার্য হবে যেমন হয়েছে নদীয়া জেলাতে। আমি মনে করি দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা বিভিন্ন দিক থেকে দেখলে আমাদের সকলের এটা সমর্থন করা উচিত এবং এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে যে কথা জ্যোতিবাবু বলেছেন যে পশ্চিমবাংলার বাইরে রিফিউজিদের পাঠানর রীতি দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনার মধ্যে সূচিত হয়েছে সেটা নতুন কোন ব্যাপার নয়। ১৯৫৪ সাল থেকে পশ্চিম বাংলার বাইরে বাস্তুহারাদের পাঠানোর নীতি গৃহীত হয়েছে এবং বিভিন্ন প্রদেশে বাস্তুহারাদের পাঠানোর পরিকল্পনা তখন থেকে চলে আসছে বিহার, উড়িষ্যা, ইউ, পি প্রভৃতি বিভিন্ন রাজ্যে এই উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন হয়েছে। অবশ্য তখন প্রশ্ন ছিল যে এই যে বিভিন্ন জায়গায় এদের পুনর্বাসন হচ্ছে এতে করে এরা অর্থাৎ এই রিফিউজিরা এদের সমাজ হারিয়ে ফেলেছে অন্যান্য জাতির মধ্যে নিজেদের বিশেষত্ব, ব্যক্তিত্ব, ও সামাজিকতা হারিয়ে ফেলছে, সেজন্যে এদের একত্রীভূত করে এক জায়গায় পুনর্বাসন দেওয়া দরকার। আমি মনে করি সেদিক থেকে এই দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা। জ্যোতিবাবু আরও একটি কথা বলেছেন যে এই যে ১০০ কোটি টাকা এই পরিকল্পনায় ব্যয় করা হবে সেটা কেন পশ্চিমবঙ্গে খরচ করে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে না। জ্যোতিবাবু জানেন কিনা জানি না—এটা পুনর্বাসন

বিভাগের টাকা নয়, কেন্দ্রীয় সরকারের ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টের টাকা। যদি আজ পূর্ব-বঙ্গের লোক সেখানে না যায়, আমার মনে হয় অন্যান্য প্রদেশের লোক সেখানে যাবে। পূর্ব-বঙ্গের উদ্বাস্তুদের সেখানে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে সেটা যে ভাল জিনিস হয়েছে এটা অস্বীকার করা যায় না। এখানে চিন্তা করে দেখতে হবে অন্যান্য প্রদেশের লোকের সঙ্গে উদ্বাস্তুদের সমান সুযোগ দিলে ভাল হবে, না এদের অগ্রাধিকার দিলে আমরা বেশী উপকৃত হব। শুধু আন্দোলন করলে চলবে না, বাস্তব অবস্থার সম্মুখীন আমাদের হতে হবে। যদি এই পরিকল্পনায় কোন গলদ থাকে, দলমত নির্বিশেষে সকলের এগিয়ে এসে সেটা দূর করবার চেষ্টা করতে হবে।

[5-55—6-5 p.m.]

যেমন একটা গলদ আমার মনে হয় এই যে একটা ডেড লাইন দেওয়া হয়েছে যে জুলাই মাসের পর সমস্ত ক্যাম্প বন্ধ করে দেওয়া হবে। একটা প্রশ্ন হচ্ছে, এই যে জুলাই মাস শেষ তারিখ, কিন্তু আজ পর্যন্ত রিফিউজিদের সেখানে নিয়ে যাওয়া হল না। এই জুলাই মাসের মধ্যে সমস্ত ক্যাম্প রিফিউজিদের যদি সেখানে নিয়ে যাওয় সম্ভব না হয় তাহলে গভর্নমেন্টের এই যে ঘোষণা এটাও অবাস্তবে পরিণত হবে। এই সমস্ত জিনিস আরও ভাল করে আরও খুটিয়ে দেখা দরকার এবং যে কথা যতীনবাবু বলেছেন যে স্থানীয় প্রতিনিধিদের সেখানে নিয়ে গিয়ে সমস্ত জিনিসটা দেখান দরকার, দেখে তারা বুঝুন এবং বিরুদ্ধ দলের, কংগ্রেস দলের এখানকার বা বাইরের প্রতিনিধি স্থানীয় লোক যদি তাঁরা দেখেন তাহলে দেখবেন—যে দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা সম্বন্ধে অনেক ভুল ভেঙ্গে যাবে। স্পীকার মহাশয়, আপনিও লিখেছেন এবং আপনি আমাদের নদীয়া জেলাতে বহু সভাসমিতিতে বলেছেন যে অপর্যাপ্ত খনিজ সম্পদ ও কৃষিসম্ভার রয়েছে, সেখানে কৃষি চাষের সম্ভাবনা রয়েছে মৎস্য চাষের সম্ভাবনা রয়েছে, সেখানে বৃষ্টিপাত স্বাভাবিক বাংলাদেশের মতই বৃষ্টিপাত, সবদিক থেকে এই জায়গা আমাদের বাঙ্গালীদের বসবাসের পক্ষে যোগ্য স্থান একথা আমরা শুনেছি এবং ছবি দেখে ও বক্তৃতা দিয়ে একথা আমাদের বুঝানো হয় এবং সমস্ত জিনিসটা আমরা বুঝি। কিন্তু এইসব জিনিস বা এইসব সম্ভাবনার ক্ষেত্র প্রতিনিধি স্থানীয় লোকেরা সেখানে গিয়ে দেখে আসুন এবং তাঁরাই এটা প্রচার করুন। এটা কোন দলগত প্রশ্ন নয়। আজকে রিফিউজিদের প্রশ্ন দলনির্বিশেষে সকলেই আমরা চাই এদের পুনর্বাসন বাংলাদেশের মধ্যেই হোক বা বাংলাদেশের বাইরে হোক, জ্যোতিবাবু বলছিলেন কৃষিকে উন্নত করে, শিল্পকে উন্নত করে যাতে এদের পুনর্বাসন করা যায়, যারা ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসিত হয়েছে অথচ অর্থনৈতিক পুনর্বাসন হয় নি তাদের জন্য এ প্রশ্নটি দরকারই খুব এবং যারা এখানকার বাসিন্দা তাদের ষ্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং বাড়ানোর জন্যও কৃষি ও শিল্পকে বাড়ানো দরকার। কিন্তু তাই বলে দণ্ডকারণ্য গ্রহণ করবো না এ পরিকল্পনা গ্রহণ করবো না, এটা ঠিক নয়। কারণ আমরা এই সুযোগ যদি পাই, এই অগ্রাধিকার যদি পাই তাহলে কেন আমরা এটা গ্রহণ করবো না? আমরা জানি আগে আন্দামান নিয়ে এই প্রশ্ন উঠেছিল এবং তখন অনেকে বাধা দিয়েছিলেন কিন্তু যারা আন্দামানে গিয়ে পুনর্বাসন পেয়েছে তারা কেউ ফেরত আসে নি। এবং সেখানে এখন আরও বেশি লোক যেতে চায়। এই দণ্ডকারণ্যের ব্যাপারেও যে কথা আমাদের বিরোধী পক্ষ বলুন না কেন, অথবা বিভিন্ন দলের বিভিন্ন রকম মত এখানে প্রকাশ পেয়েছে তাতে দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা বর্জন করার কোনও জোরালো যুক্তি নেই। আমরা নদীয়া জেলাতে থাকি, নদীয়া জেলার ক্যাম্প থেকে এবং বাইরে থেকে বহু লোক উদগ্রীব দণ্ডকারণ্যে যাবার জন্যে। আমি নিজে হাতে বহু দরখাস্ত পাঠিয়ে দিয়েছি। সেইসব লোক উদগ্রীব হয়ে আছে যে আমরা দণ্ডকারণ্যে যেতে চাই। হয়ত তারা এখানে কিছু টাকা পেয়েছে জমি পেয়েছে কিন্তু তা দিয়ে তাদের পুনর্বাসন হয় নি। তারা দণ্ডকারণ্যে যেতে চায়, সেখানে হয়ত বেশী জমি পাবে, সেখানে মাটির নীচে খনিজ সম্পদ আছে, সেই খনিজ সম্পদ তুলতে পারবে, সেখানে তারা কাজ পাবে। বিশেষ করে তারা এই দণ্ডকারণ্যের দিকে আকৃষ্ট হয়েছে বেশী করে, কারণ এটা হবে কর্মসংস্থানের পুনর্বাসন। আজকে আমাদের দেশে পশ্চিমবঙ্গে যে পুনর্বাসন হয়েছে, তাতে পুনর্বাসনের বদলে রিলিফএর খাতে বেশী খরচ হয়েছে। আর এই দণ্ডকারণ্যে যে পুনর্বাসন সেটা অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের ভিত্তিতে বা .... ভিত্তিতে পুনর্বাসন। কাজেই এই দুইএর মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। আজ ভারত গভর্নমেন্ট তাদের নিয়ে যাবে এবং সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে তাদের নিয়ে যাবে

এবং তাদের কর্মসংস্থান করে দেবে। এইটাই হচ্ছে দণ্ডকারণ্যের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বস্তু। এইজন্যই আজকে আকৃষ্ট হচ্ছে ক্যাম্পের এবং বাইরের জনসাধারণ। কারণ তাদের অনেকে পুনর্বাসন লোন এবং অন্যান্য সাহায্য পাওয়া সত্ত্বেও পুনর্বাসিত হতে পারে নি, তাদের কর্মসংস্থান হয় নি। দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনার ভিতর এই কর্মসংস্থানের নীতি রয়েছে এবং যত পরিবার যাবে প্রত্যেক পরিবারকে হয় কৃষিতে, না হয় ট্রাক্টর, না হয় পরিবাহন, না হয় বিভিন্ন কো-অপারেটিভ, এতে তাদের কর্মসংস্থান হবে বলে তারা মনে করছে যদি এই দণ্ডকারণ্যের সামিল তারা হতে পারে। তারা যদি সেখানে যেতে পারে তাহলে বর্তমানের এই হীন অবস্থা থেকে তারা মুক্তি পাবে। বিশেষ করে ক্যাম্প রিফিউজিরা, যাদের জন্য প্রতি বৎসর ৬ কোটি টাকা খরচ হচ্ছে। এতে কি তারা সুখী? আমরা মনে করি না যে ক্যাম্প রিফিউজিরা এতে সুখী। ৮ ১০ বৎসর ডোলের ওপর নির্ভর করে নিষ্কর্মা হয়ে থাকলে মনুষ্যত্ব নষ্ট হয়ে যায় সে অবস্থা অনুভব করে তারা মনে করে যে এটা মানবিকতার প্রশ্ন। মানবিকতার দিক থেকে এই দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা সমস্ত মানুষের প্রত্যেকের দলগত নির্বিশেষে গ্রহণ করা উচিত—এই বলে আমার বক্তব্য আমি শেষ করছি।

Sj. Siddhartha Sankar Roy: Mr. Speaker, Sir, listening to the debate today I could not help going back to the 5th July, 1957, when this very matter was discussed by these accredited representatives of the State of West Bengal in this august Assembly and on which date I had the doubtful honour of winding up the debate on behalf of the Government of West Bengal. Sir, on that date I spoke on behalf of the Government on the instructions of our Refugee Relief Minister and I wanted a particular condition to be mentioned in my speech and it was with his authority that I said: "These being the facts and the offer of the Government being there of setting up an autonomous body if we, as the State of West Bengal, can have an effective representation on the body and we are allowed to settle and rehabilitate as many of the East Bengal refugees as possible, I do not see how we can oppose the scheme." One condition that I wanted to impose before I took up the responsibility of winding up the debate on behalf of the Government of West Bengal was this that Bengal must be represented in whatever authority that will be formed for the purpose of settling refugees in Dandakaranya.

Sir, I am sorry to see the honourable members opposite have forgotten the resolution that was passed. The resolution was moved by Shri Jyoti Basu and the following conditions were imposed, that is to say, the Assembly took note of the resolution and was of the opinion that (a) the West Bengal Government should ascertain from the Government of India the details of the proposed scheme for the development of Dandakaranya; (b) thereafter call a conference of the representatives of the different parties and groups in this House and place the scheme before it for consideration; and (c)—this is most important—that implementation of the scheme when finally approved should be undertaken by a statutory body in which the West Bengal Government should be adequately represented. That was the resolution passed by this Assembly. Has the Government seen to it as to whether the Government of India paid any heed whatsoever to this unanimous resolution of this Assembly? Sir, I shall say that Bengal's honour has been soiled, its opinion flouted and its views totally brushed aside in so far as this very important scheme vitally affecting the life of the Bengalee was concerned.

Sir, personally speaking I say this with all the authority that I command. I am not opposed to this scheme but if the people see time and again that whatever assurances the Government gives, not only through the medium of notifications, not only through the medium of the press, but assurances solemnly given on the floor of the House are not kept, are not honoured, I for one cannot blame any one if he says "I am not going to

trust the Government in the implementation of the scheme because lakhs of refugees will be thrown in the hands of a chaotic and mad Government." I say, Sir, I as a Minister of the State of West Bengal had categorically said on instructions from that Hon'ble Minister sitting there, Mr. Prafulla Chandra Sen, that Bengal will be represented in this authority. Will the Hon'ble Minister say why was this not done? Further, there was another condition that the scheme will be approved by all the parties.

[6-5—6-15 p.m.]

Was such approval taken? Was the approval of all the parties in the Assembly taken? No. Even then although the Government may be negligent, although the Government may be reckless, although the Government may be inefficient, we can yet try to really see that the scheme succeeds by (a) taking only the willing refugees to Dandakaranya, and (b) by insisting on a representative from West Bengal being placed in the Authority. I see sitting there one of the best officers of the Government of West Bengal, Shri N. K. Roy Chowdhury. Why is he not associated with this very important scheme? He is in charge of refugee rehabilitation here. Representatives from the States of Madhya Pradesh, Bihar, and Orissa are there, but there is no representative from West Bengal from where people are supposed to be taken into this forbidden area. I would request you to forget the closing of camps by July next. You cannot rehabilitate two lakhs of people in Dandakaranya. If you try to take two lakhs of people to Dandakaranya in July, 1959, in August, 1959, the whole lot will come back and you will find again the poor refugees suffering at Howrah Station as they did at Sealdah station.

Mr. Speaker: I am sorry to interrupt you, Mr. Roy. You cannot refer in this House to any person sitting in the gallery be he one of our finest officers or the worst one.

Sj. Siddhartha Sankar Roy: All right, Sir.

My next suggestion is that there should be phased rehabilitation. Send 30,000 or 50,000 of the refugees who are willing to go. Let them go to Dandakaranya. If they find that the site is suitable for them, they themselves will give the best publicity and propaganda. They shall write back to other refugees "Come to Dandakaranya; we are happy here; our rights have been maintained and here we have no danger". In view of all this I would request the Government to drop the idea of abolishing these camps in July, 1959. If they stick to this forcibly and abolish the camps in July, 1959, the whole scheme instead of being beneficial would be a failure.

[Several honourable members rose to speak.]

Sj. Subodh Banerjee: Sir, I am on my legs and you know, Sir, exactly what the arrangement of the House is. When a member is on his legs, another member cannot stand.

Mr. Speaker: I did not transgress the laws. You can speak.

Sj. Subodh Banerjee:

স্পীকার মহাশয়, আজকের আলোচনায় কংগ্রেস পক্ষ থেকে কিছু কিছু বন্ধু উদ্বাস্তু ভাই-বোনদের জন্য অনেক চোখের জল ফেলেছেন। আমি একথা বলছি না যে, তাঁদের দরদের অভাব আছে। কিন্তু আপত্তি সেখানে যেখানে দরদকে রাজনৈতিক মূলধন হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

তাঁদের দরদ কোথায় থাকে যখন কংগ্রেস পার্টি মিটিংএ উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সম্পর্কে নীতি নির্ধারিত হয়? দরদ কোথায় ছিল দেশশাসনের ১১ বছর ধরে? কেন এই দরদ এতদিন বাস্তবে রূপায়িত হয় নাই? উদ্বাস্তু মা-বোনেরা শেয়ালদা স্টেশনে শীতে ঠক ঠক করে কাঁপছে, —কত শিশু মরছে কত মায়ের গাল বেয়ে অশ্রুধারা বয়ে যাচ্ছে, এইভাবে উদ্বাস্তুদের ১১ বছর কেটেছে, সেই ১১ বছর সরকার কেন তাদের জন্য বন্দোবস্ত করেন নাই? আর আজ বলছেন এখানে তাদের বাস করার মতন স্থান নেই, সুতরাং দণ্ডকারণ্য যেতে হবে।

বলা হচ্ছে যে, উদ্বাস্তুদের নিয়ে গিয়ে দণ্ডকারণ্যে নতুন বাংলার সৃষ্টি হবে! শুনতে চমৎকার লাগে। বৃহত্তর বাংলা চমৎকার কথা, ছাত্রজীবনে এককালে আমিও তাতে যোগ দিয়েছিলাম, বৃহত্তর বাংলার কথা তখন আমিও বলেছি। কিন্তু বর্তমানে যে বৃহত্তর বঙ্গের কথা বলা হচ্ছে আর সেইদিনের বৃহত্তর বঙ্গ এক বস্তু নয়। বাংলার বাইরে স্থায়িভাবে বাস করবেন তবুও বাঙ্গালীই থাকবে—এ কল্পনা আর করবেন না, আর এ রঙ্গীন ছবি আঁকবেন না। বিহারের বাঙ্গালীদের দিকে তাকিয়ে দেখুন, আসামের বাঙ্গালীদের দিকে তাকিয়ে দেখুন। সেখানে তারা নতুন বাংলা গড়তে পেরেছে কি? সেখানে আজ তাদের বাঙ্গালীত্ব যেতে বসে নি কি? সেখানে নিষ্পেষণের দাপটে বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব মরে যাচ্ছে। তাদের সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব বিপর্যস্ত; মাতৃ ভাষায় কথা বলার অধিকার পর্যন্ত লুপ্ত হতে চলেছে। অত্যাচারের চাপে বাঙ্গালীত্ব যেখানে মরতে বসেছে, এই অবস্থায় যাঁরা নতুন বাংলার কথা বলেন তাঁরা কি সুস্থ মস্তিষ্ক? একবার বাঙ্গালী বাঙ্গালী করে চেচান হচ্ছে আবার এক জাতীর বুলি কপচান হচ্ছে। এতে মনে হয় এইসব লোকের ন্যাশন ও ন্যাশনালিটি সম্পর্কে বিশেষ কোন ধারণা নেই। ভারতবর্ষের জাতীয়তার কথা বলব আবার বাঙ্গালী, বাঙ্গালী, করে চেঁচাব—এ কি কথা? যে কথা বলছিলাম। বিভিন্ন রাজ্যে বাসকারী বাঙ্গালীর দিকে তাকান—উড়িষ্যার বাঙ্গালীর দিকে তাকিয়ে দেখুন, বাংলা কথা বলতে পারে না, বিহারের ভাগলপুরে দেখবেন যেন সেখানে বাঙ্গালী বাংলা কথা বলতে ভুলে গিয়েছে। এখন থেকে উদ্বাস্তুদের নিয়ে গিয়ে নতুন বাংলা গড়বার চেষ্টা করবেন? মধ্যপ্রদেশের হিন্দীর দাপাট তার উপর আসবে না? বাস্তব যা নয় তা যদি কল্পনা করা যায় তা কখনো বাস্তবে রূপায়িত হবে না। এইভাবে সাংস্কৃতিক অত্যাচার চলছে। এইদিক থেকে ন্যাশনালিটির সাংস্কৃতিক অধিকারের দিক থেকে বিচার করে দণ্ডকারণ্যে উদ্বাস্তু প্রেরণের আমি বিরোধীতা করি।

তৃতীয় কথা, পি. আর. ঠাকুর মহাশয় আমাদের কিছু আঘাত করবার চেষ্টা করেছেন। তিনি একজন উদ্বাস্তু বলে নিজেকে দাবী করেছেন। কলকাতায় রয়েছে তাঁর বড় বাড়ী। নিশ্চয়ই তিনি রিফিউজি!! আগেভাগে এসে নদীয়ার একটা ঠাকুর কলোনী করেছেন? তাতে লাভের পরিমাণ কত হয়েছে তা আর বলব না। আমরা ঠাকুর মশাইদের মত লোককে উদ্বাস্তু মনে করি না, এ'রা হচ্ছেন বাস্তুহারা আন্দোলনের বাস্তুঘুঘু। (হাস্য)
সুতরাং কেউ এ'দের কথার কোন গুরুত্ব দেবেন বলে আমি মনে করি না।

আমাদের বামপন্থীদের ওখানে গিয়ে বাস করতে বলেছেন কোন কোন কংগ্রেসী সদস্য। তাতে আমার আপত্তি নাই। কিন্তু, স্পীকার মহাশয়, আপনি কয়েকজন মন্ত্রীকে, ধরুন উদ্বাস্তু-মন্ত্রী প্রফুল্লবাবু আর মুখ্যমন্ত্রী বিধানবাবুকে নিয়ে দণ্ডকারণ্যে যান। সেখানে গিয়ে সকলে মিলে উদ্বাস্তুদের সঙ্গে বাস করুন, ঐভাবে জীবনযাপন করুন যেমনভাবে তারা দণ্ডকারণ্যে বাস করবে। জনসাধারণের সঙ্গে মিলেমিশে থেকে প্লেন লিভিং এ্যান্ড হাই থিংকিংকে বাস্তবে রূপায়িত করুন।

এই প্রসঙ্গে কয়েকটা কথা এখানে বলবার চেষ্টা করা হয়েছে—

১নং কথা, দণ্ডকারণ্যে এত চাষী পরিবার এত অচাষী পরিবার পাঠান হবে এ কথা হয়েছে। একথা বলার প্রয়োজন কি? আমি জিজ্ঞাসা করি, কৃষি কাজ যারা করে তাদের যে কৃষি কাজই বংশানুক্রমে করতে হবে—একথা কি বেদে লেখা আছে? এটা কি বেদবাক্য নাকি? যাঁরা মনে করেন যে, কৃষি পরিবারভুক্ত উদ্বাস্তুকে কৃষি কাজেই নিযুক্ত করতে হবে, শিল্পের তাদের কোন-রূপেই নিয়োগ করা হবে না তাদের মাথায় কোন বস্তু আছে কিনা আমার সন্দেহ হয়। বস্তু

থাকলেও তা খিদ্‌ ছাড়া অন্য কিছু। যদি কোন দেশ এই নীতি গ্রহণ করে তাহলে সে দেশের উন্নতি হতে পারে না। পৃথিবীর যে-কোন দেশের শিল্পোন্নয়নের ইতিহাস বিবেচনা করুন। দেখবেন যে শ্রমিক এসেছে—কৃষক কুল হতে। সর্বত্রই দেখবেন

working class comes from the peseantry. Surplus peasants have always formed the working class.

চাষীর ঘরের ছেলেকে যদি বংশানুক্রমে চাষই করতে হয় তাহলে শিল্পের জন্য মজুর মিলবে না। তাই যে চাষী সে বরাবরই চাষী থাকবে—এ চিন্তা যেমন অনৈতিহাসিক, তেমনি অবৈজ্ঞানিকও বটে।

[6-15—6-25 p.m.]

কংগ্রেসী নেতারা বক্তৃতা দিচ্ছেন যে দেশকে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে শিল্পোন্নত করতে হবে। ভারতবর্ষে শিল্প যদি গড়তে হয় তাহলে তার শ্রমিক জনসাধারণ থেকে আনতে হবে যাদের বৃহত্তম অংশ হচ্ছে কৃষক। কিন্তু ঐখানেই ক্রমে বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে। কৃষককে শুধু কৃষির কাজ দিতে হবে একথা ভাবা বাতুলতা মাত্র।

তারপরের প্রশ্ন, দণ্ডকারণ্যে উদ্বাস্তুরা কেন যাবে? আমাদের অভিজ্ঞতা আছে যে, উদ্বাস্তু পুনর্বাসনে যত টাকা ব্যয়িত হয় তার ৫০ পারসেন্ট অপব্যয় হয়েছে। মোট খরচ যা হচ্ছে তার শতকরা ৫০ ভাগ রিলিফ বাবদে এবং আর বাকীটা রিহ্যাবিলিটেশন বাবদে খরচ হয়েছে। এই রিহ্যাবিলিটেশন বাবদে যে ব্যয় হয় তার অর্ধেকই অপব্যয় হচ্ছে। এটা আমার কথা নয়, এটা মিনিস্টিরিয়াল কমিটির রিপোর্ট। আপনারা দণ্ডকারণ্যে ১০০ কোটি টাকা খরচ করতে যাচ্ছেন কিন্তু সেখানে কি গ্যারান্টি আছে যে এই ১০০ কোটি টাকার মধ্যে ৫০ কোটি টাকা আবার অপব্যয় হবে না। কি গ্যারান্টি আছে যে আবার ডেজারসন হবে না। এই টাকা জনসাধারণের টাকা। আবার এই টাকা নয় ছয় হলে জনসাধারণেরই ক্ষতি। তাই আমার জিজ্ঞাসা যে যদি ৫০ কোটি টাকা অপব্যয় হয় এবং তার জন্য জনসাধারণকে ভুগতে হয় তাহলে তার জন্য কে দায়ী হবে? এই ঝুঁকি আপনারা কেন নিচ্ছেন? তাই আমার বিকল্প প্রস্তাব আছে। এখানে আমার বক্তব্য যে এই ১০০ কোটি টাকা এই পশ্চিম বাংলায় খরচ করুন। এই ১০০ কোটি টাকা দিয়ে পশ্চিম বাংলার শিল্প গঠিত হলে রিফিউজিদের এতে চাকরি দেওয়া যাবে। তাতে পারমানেন্টলি লাভবান হওয়া যাবে এবং এর দ্বারা এই রাজ্যের অর্থনীতি শক্তিশালী হবে বা এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ বৃদ্ধি পাবে। সেজন্য এই সুযোগ কেন আমরা ছাড়ব? এইরকম একটা নিশ্চিত অবস্থা ছেড়ে আমরা অনিশ্চয়তার পেছনে দৌড়াব? আমি জানি এখানে সরকারের যুক্তি হবে এই যে, আমরা কোন শিল্প গড়ব? এই রাজ্যে যে শিল্প গড়ে তোলার পক্ষে সুবিধা ও প্রয়োজন আছে সেই শিল্পই করবেন। পশ্চিমবাংলার শিল্পের দিক থেকে অনেক সুবিধা আছে—এক্সচেঞ্জের প্রবলেম কথা উঠতে পারে। এখানে আমার জিজ্ঞাসা যে দণ্ডকারণ্যের জন্য এক্সচেঞ্জের প্রবলেম নেই? যে টাকাটা দণ্ডকারণ্যে খরচ করতে যাচ্ছেন সেটা পশ্চিমবাংলায় খরচ করুন না কেন? দণ্ডকারণ্যের বেলায় করেন এক্সচেঞ্জ আসে আর পশ্চিমবাংলায় বেলায় করেন এক্সচেঞ্জ আসে না এ কি যুক্তি? সরাসরি বলে দিন না যে পশ্চিমবাংলার জন্য ১শো কোটি টাকা খরচ করবো না। তাহলে আমরা বুঝব যে, আপনারা বোঝেন, জনসাধারণও বোঝে যে যাক বাবা কংগ্রেস গভর্নমেন্ট খোলাখুলি কথা বলেছেন। সব সাফ হয়ে যাক, ধাপ্পা দেবার কি প্রয়োজন আছে? আপনারা বলেন যে, শিল্প গড়তে গেলে অনেক সময় লাগবে ততদিন তো ফেলে রাখা যায় না চমৎকার কথা। কে মহাপ্রভুদের মাথায় দিব্যি দিয়ে বলেছিল যে ১১ বছর বসে থাকুন? রিফিউজিরা কি বলেছিলেন—প্রভু, আমাদের পুনর্বসতির ব্যবস্থা করবেন না, ক্যাম্পের মধ্যে আমাদের আটকে রেখে দিন ছাগল, গরু, ভেড়ার মতন আর ডোল দিয়ে যান—তাতো বলেন নি। ১১ বছর কি একটা সোজা সময়; এই সময়ের মধ্যে কেন তাঁদের ব্যবস্থা করেন নি? আজ এসে বলছেন কি করবো? আর তার জবাব দিতে হবে আমাদের? আপনারা গদীতে বসে রয়েছেন, আপনারা একের পর এক ভুল করবেন আর শেষ মুহূর্তে তার প্রায়শ্চিত্ত রিফিউজিরা করবে? এই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত আপনাদেরই করতে হবে। ১১ বছর কেন ভুল করেছেন, কেন আপনারা শিল্প গড়ার কথা বলেন নি? সুতরাং সমস্ত দিক থেকে চিন্তা করার দরকার আছে। এভাবে ভঙ্গি ... দণ্ডকারণ্যে না পাঠিয়ে ১শো কোটি টাকা যা দণ্ডকারণ্যে

খরচ হোতে যাচ্ছে তা যদি পশ্চিমবাংলায় খরচ করা যায় তাহলে শুধু উদ্বাস্তুদের দিক থেকে নয়, পশ্চিমবাংলার রাজস্বের দিক থেকে এবং পশ্চিমবাংলার বাসিন্দাদের দিক থেকে লাভ হবে।

এর সাথে সাথে আর একটা কথা না বলে পারছি না সেটা হচ্ছে, উদ্বাস্তু বিভাগের কর্মচারীদের কথা। সে সম্পর্কে আপনারা কিছু চিন্তা করেছেন কি? আবার ফুড ডিপার্টমেন্টের কর্মচারীর মত এদের হাল হবে নাকি? ২২ হাজার লোক ভেসে ভেসে বেড়াবেন যাঁরা এতদিন উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য খাটলেন। আমি উর্ধ্বতন কর্মচারীদের কথা বলছি না। তাঁদের ব্যবস্থা সরকার করবেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এখানে একজন নন-ম্যাট্রিক ১৭শো টাকা মাইনে পেতেন; দণ্ডকারণ্যে তিনি ১৭শো না ২ হাজার টাকার মাইনের একটা চাকরি জুটিয়ে নিলেন। তিনি খাঁ সাহেবের শালা বা ভগ্নিপতি। যাক তাঁদের কথা ছেড়ে দিলাম কিন্তু সেখানে মধ্যবিত্ত ঘর থেকে অসংখ্য ছেলেমেয়ে চাকরি করতে এসেছেন তাঁদের কি আবার দণ্ডকারণ্যে নিয়ে যেতে চান? তাঁরা দু জায়গায় সংসার চালাবেন, না, কি তাঁরা চাকরি হারাবেন? কাজেই তাঁদের কথা বিবেচনা করার দরকার আছে। [illegible] কর্মসংস্থানের পরিকল্পনা কোথায়? তাঁরা যদি আন্দোলন করেন তাহলে তো বলবেন তোমরা সরকারী কর্মচারী, তোমরা রাজনীতির মধ্যে কেন নাক গলাচ্ছ? বামপন্থীদল তোমাদের এজিটেট করাচ্ছে, তোমাদের চাকরি খেয়ে দেওয়া হবে। ভাল কথা—এগুলো ভেড়ের ভেড়ে, পেছনে নিবংশের ব্যাটা।,আপনারা তাঁদের জন্য কিছু করবেন না, আর তাঁরা যদি নিজেরা কিছু করতে যায় তাহলে তাঁদের সাজা ভোগ করতে হবে। দেখা যাচ্ছে উদ্বাস্তু বিভাগের [illegible] বিকল্প চাকরির কোন পরিকল্পনা আপনাদের নেই। আপনাদের পরিকল্পনা কেবল টাকা উড়াবার পরিকল্পনা—এই পরিকল্পনায় জনসাধারণের ভাল হতে পারে না।

Dr. Prafulla Chandra Ghosh: Mr. Speaker, Sir. From the speeches of some of the Congress members it appeared to me that as if we were discussing this Dandakaranya problem for the first time in this House. They probably forgot that we passed a unanimous resolution in this House. Reference to that has been made by Shri Siddhartha Shankar Ray. But the West Bengal Government of the Congress people have repudiated that unanimous resolution. I want to make it absolutely clear, they have not fulfilled those conditions. Still we are blamed if we criticise them. It is a very nice position we are in. Not merely that, we are living in an unreal world. In the last Assembly meeting I said we have one Minister, two Ministers of State and one Deputy Minister in this Refugee Rehabilitation Department. None of them have gone to Dandakaranya. I believe even now they have not gone to Dandakaranya. Still they want us to accept Dandakaranya scheme in its totality. That means they want us to sign a blank sheet of paper. Is it right, Sir, to ask any honourable gentleman to sign on a blank sheet of paper? Shri M. C. Khanna, the Refugee Minister of the Centre, asked Shri Haridas Mitra, the Secretary of the Bastuhara Sammelan, "Are you prepared to go to Dandakaranya? We shall make arrangement for that.". Shri Mitra was not unwilling to go, and I made this offer on the floor of the House that I was prepared to go; but we were not asked to go, we were only asked to support the Dandakaranya scheme. Sir, I ask the Ministers concerned, I ask Dr. Roy, the Chief Minister, is that the co-operation that Government wants from us?

[6-25—6-35 p.m.]

I don't think honourable co-operation will be denied from our side; dishonourable co-operation will be spurned. That is our position. We have already said—I said before and I say today also—that we are not against going to any place in India, even outside India, if the Government wants to take the refugees, but we must know whether there will be rehabilitation of refugees, or something will happen as at Sealdah Station, or some other

place. We must know before we can ask the refugees to go. That is why my friends, specially Dr. Suresh Chandra Banerjee—he went to jail for the refugees—wanted to be assured that no coercion will be there, nobody will be taken by coercion. Dr. Roy in his statement had said that no force would be used. I am glad Dr. Roy said so. But I want to make it clear also that there should not be any indirect pressure of any kind, such as stoppage of grant or dole, or things like that, as in that case they will be forced to go. But, where is the plan for refugee rehabilitation? I said that this should be circulated before. At that time I said that taking 4.9 or 5 as number of a family, between 80 to 90 thousand people could go to Dandakaranya within the next two or three years, under the present arrangements. But you don't give us the complete plan You don't give us the complete picture. I have said this several times. The Refugee Rehabilitation Minister says 32 lakhs of people have come over to West Bengal, and even 50 per cent have not been properly rehabilitated. I entirely agree with him. I only say that the percentage would be even more. That is the only difference. What you are going to do? Give us the whole scheme; then we can say whether to support it or not. But partial scheme, nobody can support. Eighty thousand will be going there and you will be closing the camps in July Where will others go? Will they be given potassium cyanide or be gassed. I donot understand Let us have a complete picture Both the Rehabilitation Minister at the Centre and the Minister in the State, Shri P. C. Sen should give us a complete picture. But he is absolutely silent. He does not say yes or no. He will speak last of all and after him nobody can say anything, and this Assembly will be adjourned That is the only business, we see, Sir I have always insisted on this that the Minister in charge of the department must give us the complete picture Without that nobody can say anything, nobody can do anything Therefore, I say, Sir, if the blame is to be apportioned the blame goes more on the Congress bench and the treasury bench. Even a Congress member--Shri Jagannath Majumdar-- has said one thing about the dead-line of July, that it should not be too rigid I am glad even some Congressmen have the courage to speak the truth I hope that members even of the treasury bench will have the courage to speak the truth Why a unanimous resolution could not be accepted by the Central Ministry? They must take us into confidence If they do not take us into confidence what can we do, Sir? Therefore, we cannot take them into confidence. They do not trust us, they call us perverse, and they say, because they have majority they will carry everything by the majority They say, "if people have no confidence in us why are we in a majority here? And so, whatever nonsense we do, we are sensible people". Just as, it is said, even an urgly woman belongs to the fair sex, so whatever a minister may say, Sir, he is honourable. For five years they may continue to say nonsense. I do not know if that is the position.

In a democracy the majority must trust the Opposition. If the Opposition says something reasonable they must accept it, they must not consider the question of prestige and the Opposition must not say what is unreasonable. That is the question. We have said this thing. Let us go to Dandakaranya. I am prepared to go with Dr. B. C. Roy and Mr. P. C. Sen and see Dandakaranya and if we come to the conclusion that Dandakaranya is good I shall not care if this party or that party, the Congress party or even the P.S.P.—my party—says "No, no, it is not good". I shall still say it is good if I find it to be good, because I do not consider the refugee question as a political question. It must be above all politics—Congress politics, P.S.P. politics and every kind of politics. We must not exploit the suffering humanity. That is my only consideration.

It has been said by my friend Sj. Jatin Chakrabarty that he does not like them only to be agriculturists or weavers. But I think an agriculturist should be as honourable as the Agriculture Minister Dr. R. Ahmed, and if the agriculturist can get as good food as Dr. R. Ahmed gets or Dr. Roy gets, what is the harm in making them agriculturists? I have just now come from a country, Israil, where I have seen a gentleman, a doctorate of the Berlin University, and his wife, a student of science in Berlin. They have come to Israil and for 15 years in their own hands they worked in agricultural farm and even the Prime Minister of that country worked in an agricultural farm. So agriculture is not a dishonourable profession, is not a bad profession. Therefore I say no one should think that the agriculturist is doing a bad thing, but the only thing is that he must be assured of a balanced diet, he must be assured that there will be proper education for his children, he must be assured that he gets medical treatment, as good medical treatment as Dr. Ahmed can get, and if that can be assured, I am sure refugees will go to Dandakaranya. Now, as you say you will not apply force, let 3000, 4000 or 5000 of them go. If they find the place quite good you will not have to carry on propaganda. They will write letters and thousands and thousands will go and you will find it difficult to rehabilitate them because you will not find sufficient accommodation. I want that in refugee rehabilitation there must be complete integrated plan but that is lacking. I want that from our Rehabilitation Minister, Shri Prafulla Chandra Sen. There are 32 lakhs of people. He said in the last Assembly that 15 or 16 lakhs have not been rehabilitated. What he will do then? I agree with him in one point that the people should not remain in camps; that demoralizes them and it has already demoralised them sufficiently; there should be no more demoralisation, but they should go to a place where they can be properly rehabilitated. Unless that is done, simply Dandakaranya Scheme cannot be considered as a separate entity altogether. If you treat that as a separate entity altogether, you will commit a grievous blunder and you will not solve the refugee problem. I want an assurance from the Refugee Rehabilitation Minister as to what will be done and what will not be done. Let him clearly say that.

With these words, Sir, I close.

[6-35—6-45 p.m.]

Sj. Apurba Lal Majumdar:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, দণ্ডকারণ্য সম্পর্কে সরকারের তরফ থেকে যে প্রস্তাব রাখা হয়েছে সে সম্পর্কে আমি একটি কথা আগে বলব। এর আগে সরকারপক্ষ থেকে শুনেছি যে এক লাটে অনেক জমি পাওয়া যাচ্ছে। দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা সম্বন্ধে যে সমস্ত কাগজপত্র সরকার আমাদের কাছে উত্থাপিত করেছেন তা থেকে দেখা যায় যে তিনটি জেলাতে দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা রূপায়িত করা হচ্ছে তার ভিতরে সারা পশ্চিমবাংলার পরিধির সমান এই যে তিনটি জেলা এর বিভিন্ন অঞ্চলে একশর উপরে গ্রাম তৈরি হবে। একশটি উপনিবেশ যখন তৈরি করা হবে তখন একটি উপনিবেশ থেকে আর একটি উপনিবেশের দূরত্ব ৫০ থেকে ১০০ মাইল। দশ বছর পরে যে রেল পথ যাবে তা থেকে এক একটি গ্রামের দূরত্ব হবে কোথাও ৫০ মাইল কোথাও ১০০ মাইল। মালকানগিরি পরিকল্পনা যা করা হয়েছে সেটা ১২০ মাইল দূরে হবে। তা ছাড়া একটা ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যে এক লাটে একটি বিরাট জায়গা যখন গড়ে উঠবে তখন বাংলার সাংস্কৃতিক জীবন সেখানে নাকি গড়ে উঠবে। ওখানে ৩০ লক্ষাধিক লোকের পুনর্বাসন হবে, আমাদের এখান থেকে ৮০ হাজার উদ্বাস্তু যাবে। এই ৮০ হাজার উদ্বাস্তুদের সঙ্গে আমাদের রেলপথের যোগাযোগ থাকবে না, সাধারণ যোগাযোগ রাখা সম্ভব হবে না, তারপর সেখানে জঙ্গল পথের মধ্য দিয়ে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামেতে যেতে হবে। সারা প[illegible]

মধ্যে যদি একটিমাত্র রেলপথ থাকে তাহলে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যাওয়ার অসুবিধার কথা মনে করলে কি করে একটি নটে ওখানে একটি বড় উপনিবেশ গড়ে উঠতে পারে তা আমাদের বোধগম্য হয় না। সরকারের তরফ থেকে তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। কোরাপুট সম্পর্কে তথ্য পাচ্ছি—

> District is constituted of four tracts or countries each of them is separated by natural boundaries.

কোরাপুটের যে ডিস্ট্রিক্ট গেজেট তাতে দেখছি—

> the scope of artificial irrigation is small and the livestock is extremely poor.

তাদেরই তথ্য অনুসারে দেখছি সেই অঞ্চলে এক লক্ষের বেশি ল্যান্ডলেস লেবারারস আছে। তারপর কালাহান্ডির কথা—সেখানকার এগ্রিকালচারাল পপুলেশনের শতকরা ২০ ল্যান্ডলেস লেবারারস। এই গেল কালাহান্ডি জেলার অবস্থা। আমি দেখছি ১৯৩৮ থেকে ১৯৫৩ পর্যন্ত প্রতি বারে যে সমস্ত ক্রপ সেখানে হয় তা ফেলইওর হয়েছে। কাজেই বাংলাদেশের লোক নিয়ে ছিন্নবিচ্ছিন্ন গ্রামের মধ্যে বসানর যে প্রচেষ্টা, এখানে সরকারের কাছে আমি জানতে চাইছি বাংলাদেশের বাইরে যে সমস্ত উপনিবেশ গড়ে তোলা হয়েছে সেখানকার লোকদের একবার পাঠিয়ে দেবার পরে আর কি খবরদারী করে থাকেন? গত পূজোর সময় আমি আন্দামান গিয়েছিলাম এবং সেখানে গিয়ে আমার অভিজ্ঞতা হয়েছে যে সরকার একবার উদ্বাস্তুদের বাইরে পাঠাতে পারলে চিরকালের জন্য নিশ্চিন্ত হন, আর খোঁজখবর নেন না। নর্থ আন্দামান, মিডল আন্দামান সম্পর্কে কি তথ্য জানা যায়? সার বি বি বুদ্ধ এ্যাসিসটেন্ট সয়েল কেমিস্ট, তিনি নর্থ আন্দামান সম্পর্কে লিখছেন

> "It is of undulating topography and is most unsuitable for paddy cultivation The approach to the area is very bad There is no perennial sweet water source anywhere nearby The refugees are frantically digging pits to get drinking water In general the area is very bad for long-term cultivation"

তিনি মন্তব্য করেছেন

> "It is surprising how such an area can be selected for clearance without studying the soil condition All the existing families should be shifted to some other suitable area "

তারপর ডিগলীপুর উপনিবেশ সম্বন্ধে লিখছেন

> "As the trees have been extricated from both the banks of the streams, the soil from the banks is gradually washing away As a result all the rivulet beds are widening and gradually they will be silted up Flood control measures are essential in this area."

তারপর প্রতিটি ক্যাম্প সম্বন্ধে বলেছেন, ক্যাম্প নং ৪ সম্বন্ধে লিখেছেন—

> "In camp No. 4 the topography is undulating At many places there are large patches of stony areas and are not suitable for paddy cultivation unless they are removed".

আটলান্টা যে সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন—

> "There are large patches of Sandy loam soil area most unsuitable for paddy cultivation."

এইভাবে দেখা যায় প্রত্যেকটি উপনিবেশ সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছেন বা সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন এই সমস্ত জায়গা যা নির্বাচন করা হয়েছে সেখানে যোগাযোগের ব্যবস্থাটা পর্যন্ত নেই। এদিকে কংগ্রেসী বন্ধুরা বলেন ওটা ডাইরেক্টলি আন্ডার সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, এখানকার অবস্থা আরও জটিল, কারণ এখানকার পরিকল্পনা তিনটি রাজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ। একবার সেখানে উদ্বাস্তুদের পাঠাতে পারলে সরকার তাদের সম্বন্ধে যে নীরব এবং নিশ্চিন্ত থাকবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সেখানে ইরিগেশনের লিমিটেড স্কোপ—যেমন আন্দামানে দেখে এসেছি যা অবস্থা সেখানে সৃষ্টি হয়েছে এখানেও সেইরকম অবস্থার সৃষ্টি হবে।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, দণ্ডকারণ্য সম্বন্ধে এখানে যে আলোচনা হল তাতে বিরোধী পক্ষ থেকে যে সবাই একই কথা বলেছেন তা নয়। কেউ কেউ বলেছেন বাংলার বাইরে দণ্ডকারণ্যে আমাদের যাওয়া উচিত। সেখানে যদি এই পরিকল্পনায় কোন দোষত্রুটি থাকে তা সংশোধন করা উচিত, তবে দণ্ডকারণ্যে যাওয়া উচিত। আবার কেউ কেউ বলেছেন পশ্চিমবঙ্গেই পুনর্বাসন আরও বহু লোকের হবার সম্ভাবনা আছে, কাজে কাজেই দণ্ডকারণ্যে যাবার প্রয়োজন নেই। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে দণ্ডকারণ্যে যদি নিয়ে যেতে হয় তাহলে ৩১এ জুলাইএর মধ্যে যে ক্যাম্পগুলি বন্ধ করার কথা আছে তা আরও বেশিদিন রাখতে হবে, যদিও সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা বলেছেন ক্যাম্পগুলির নৈতিক অবনতি হচ্ছে এবং ক্যাম্পে থাকলে পর তাদের পুনর্বাসনের মনোভাব থাকবে না। পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র চিত্র যদি আমাদের সামনে ধরে রাখি তাহলে শুধু দণ্ডকারণ্য কেন, অন্য প্রদেশেও উদ্বাস্তু ভাই-বোনেরা কেন, বহু লোককেই যেতে হবে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে ৭ লক্ষ পরিবার আছে যারা বর্গাদার। তাদের জমি নেই অথচ তারা কৃষক। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে ৬ লক্ষ ১৮ হাজার পরিবার আছে যারা কৃষি মজুর, তাদের জমির উপর নির্ভর করতে হয় কিন্তু তাদের জমি নেই। তারাও জমি চায়। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে মাত্র ৬ বিঘা জমি আছে—শূন্য থেকে ছয় বিঘা পর্যন্ত—প্রায় ৫ লক্ষ ৪২ হাজার পরিবারের। তারা আমাদের কাছে দাবী জানায় যে আমাদের আরও বেশি জমি দেওয়া হোক যাতে আমরা আমাদের সংসারযাত্রা নির্বাহ করতে পারি। আমাদের এখানে মাননীয় সদস্যরা স্বীকার করেছেন, ডাঃ ঘোষও বলেছেন, এখানে যে ৩২ লক্ষ উদ্বাস্তু ভাই-বোনেরা আছেন তাদের মধ্যে যাদের আমরা পুনর্বাসনের জন্য সাহায্য দিয়েছি তাদের অর্ধেক, (অবশ্য তাঁদের মতে অর্ধেকের বেশি)—সত্য সত্যই ভালভাবে পুনর্বাসন হয় নি। কাজে কাজেই এই সমগ্র চিত্র আমাদের সামনে রেখে আমাদের দেখতে হবে— আমাদের এখানে যে ১৪ লক্ষ পরিবার কৃষি কাজ করে বর্গাদার হিসাবে ও কৃষি মজুর হিসাবে যাদের জমি নেই, এবং ৫ লক্ষ ৪২ হাজার পরিবার যাদের ৬ বিঘা পর্যন্ত জমি আছে, তাদের জমির ক্ষুধা আমরা মিটাতে পারি কিনা। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে যেসমস্ত জমি রয়েছে বিভিন্ন জেলায়, সেসমস্ত জমি সকলেই জানেন, যে সাবমার্জিনাল বা মার্জিনাল, সে জমিতে ধান হবে না। সেখানে অন্যান্য ফসল হয়ত আমরা তৈরি করতে পারি, কিন্তু সে জমি চাষের উপযোগী করতে ২-৩-৪ বৎসর সময় লাগবে। হেড়োভাঙ্গার কথা বলেছেন একজন মাননীয় সদস্য। হেড়োভাঙ্গায় ৮ হাজার ৭ শত একর জমি শেষ পর্যন্ত পুনর্বাসনের জন্য আমরা পাবো। আমরা সেখানে ৫৫০টি পরিবার পাঠিয়েছি এবং সেখানে ৭৫০ একর জমি পুনর্বাসনের উপযোগী করেছি। কিন্তু এ কথা আমরা সকলেই জানি যে নোনা জল এসে সেইসব জমি নোনা হয়ে গিয়েছে এবং সেই নুন দূর করতে গেলে অন্ততঃ ২-৩ বৎসর সময় দরকার।

[6-45—6-55 p.m.]

সবাই জানেন, মাননীয় স্পীকার মহাশয় আপনিও জানেন, বাগজোলাতে আমরা অনেক টাকা খরচ করেছিলাম যাতে আমরা সেখানে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে পারি। আমরা সোনারপুরে আড়াপাচে অনেক টাকা খরচ করেছিলাম যাতে উদ্বাস্তু ভাই-বোনদের সেখানে পুনর্বাসন হয়। কিন্তু স্থানীয় লোকেরা সেখানে আন্দোলন করে যে আমাদের জমি নাই, আমরা খেতে পাচ্ছি না, সরকারের তরফ থেকে কোটি কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে, রিলিফ দেওয়া হচ্ছে, আমাদের জমি দিতে হবে। কাজেকাজেই পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র চিত্র যদি আমাদের সামনে ধরি তাহলে পশ্চিমবঙ্গে যে আর জমি নাই সে বিষয়ে কারও কোন সন্দেহ থাকবে না। আর জ্যোতিবাবু নানা দেশের কথা বললেন—চীনদেশ খুব বেশি ফসল ফলাচ্ছে। অন্ততঃ আমাদের চেয়ে যে বেশি ফলাচ্ছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সেখানে উৎপাদন বেশি, স্পেনে বেশি, ইটালীতে বেশি, আমাদের এখানে কথাও তিনি বলেছেন। কিন্তু জ্যোতিবাবু একটা কথা বোধ হয় ভুলে গেছেন যে চীনদেশের (শ্রীযুক্ত জ্যোতি বসু: না ভুলি নি) সমগ্র জমির মাত্র ১১ ভাগ, শতকরা মাত্র ১১ ভাগ জমি চাষ হয়। চীনদেশের যে চাষযোগ্য জমি আছে তার মাত্র ৫০ ভাগ জমি চাষ হয়। আর আমাদের বাংলাদেশে যে জমি আছে তার শতকরা ৭৫ ভাগ জমিতে চাষ হয় এবং চাষের জমির শতকরা ৮৭ ভাগ জমিতে চাষ হয়। এমন জমিতে চাষ হয় যে জমিতে চাষ করা উচিত

নয়। (শ্রীযুক্ত জ্যোতি বসুঃ এক ফসলী জমি) আমাদের যে বনভূমি—জমির পরিমাণের শতকরা ২৫ ভাগ ভূমি বনভূমি থাকা উচিত। এই সমস্ত জিনিস বিবেচনা যদি করি তাহলে [illegible] আর খুব বেশি লোককে পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভবপর হবে না।

আর একটা কথা, মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনি জানেন যারা এসেছেন তাদের অধিকাংশই থাকতে চান নদীয়া জেলায়। আজ ৭ লক্ষের উপর ভাইবোন একমাত্র নদিয়া জেলায় রয়েছেন, সেখানে আগে ছিল লোকসংখ্যা ৭ লক্ষ এখন হয়েছে ১৪ লক্ষ, ৮ লক্ষের উপর পুনর্বাসনের চেষ্টা করছে ২৪-পরগনা জেলায়, যে জেলায় স্থানীয় লোকের জমির ক্ষুধা রয়েছে। আমাদের কলকাতা শহরেই ৫ লক্ষের উপর উদ্বাস্তু ভাই-বোনেরা রয়েছে, কিন্তু যেখানে জমি পতিত আছে যেমন বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর সেখানে উদ্বাস্তুরা যেতে চাচ্ছে না। (শ্রীযুক্ত চিত্ত বাসুঃ কে বলেছে?) আমি বলছি। আজকে উদ্বাস্তু ভাই-বোনদের বীরভূম, বাঁকুড়ায় পাঠিয়েছিলাম তাদের অনেকে সেখান থেকে চলে এসেছে। শেয়ালদা স্টেশনে যে উদ্বাস্তুরা আছেন তাদের কথা অনেকে উল্লেখ করেছেন। আমরা খোঁজ করে দেখেছি তাদের কোন কাজকর্ম নাই। বাঁকুড়া থেকে চলে এসেছে, বর্ধমান, বীরভূম থেকে চলে এসেছে; আসানসোলের অনেক জমিতে চেষ্টা করেও ফসল ফলাতে পারে নি। কাজেই এসমস্ত জিনিস চোখের সামনে রেখে সমগ্র চিত্র যদি দেখি তাহলে সকলেই স্বীকার করবেন যে দণ্ডকারণ্যে আরও বেশি লোকের যাওয়া উচিত। দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা হবে কি হবে না এ নিয়ে অনেকের মনে প্রশ্ন জাগে। সকলেই মনে করেন এটা হয়ত শুধু উদ্বাস্তুদের জনাই একটা পরিকল্পনা রচিত হয়েছে। মোটেই তা নয়। উদ্বাস্তুরা যাক বা না যাক পশ্চিমবঙ্গ থেকে লোক যাক বা না যাক দণ্ডকারণ্যে যাবার জন্য অন্য প্রদেশের লোক খুব আগ্রহশীল। পাঞ্জাব থেকে লোক যেতে চাইছে, লক্ষ লক্ষ লোক যেতে চাইছে, তারা খোঁজ করছে, প্রস্তাব করছে না, দেখে আসতে চাচ্ছে না সেখানে যেতে চাচ্ছে। তারা সেখানে গিয়ে দেশকে ভালভাবে তৈরি করতে চান, সেখানে মাত্র ১২০ জন লোকসংখ্যা প্রতি বর্গমাইলে কিছু আদিবাসী আছে। এখানে পশ্চিম বাংলায় ৯০০ জন প্রতি বর্গমাইলে। সেখানে বৃষ্টিপাত আছে, ৫০ থেকে ৬০ ইঞ্চি, সেখানে নদ-নদী আছে, মাটিতে তলায় অনেক সম্পদ আছে। কাজেকাজেই সে জায়গা যদি আমরা ভালভাবে তৈরি করতে পারি তাহলে বঙ্গদেশ কেন সমগ্র ভারতবর্ষেরই কল্যাণ হবে। কাজেকাজেই দণ্ডকারণ্যে যাওয়ার জন্য আমাদের প্রস্তুত হতে হবে। আমরা এসেম্বলীতে পূর্বে যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলাম তাতে এই কথাই ছিল যে সেখানে যদি স্ট্যাটুটারি বডি হয় তাতে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের লোক থাকবে। সেখানে একটা এডমিনিস্ট্রেশন সৃষ্টি করা হয়েছে, সেখানে পশ্চিমবাংলার একজন সুদক্ষ কর্মচারীকে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। সেখানে যে সমস্ত বাঙ্গালীরা যাবেন পুনর্বাসনের জন্য তিনি তাঁদের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। চারজন জোনাল অফিসার আগে রাজবন্দী ছিলেন এবং তাঁরা সুদক্ষ, তাঁরা সেখানে গিয়ে কাজ করবেন। কাজে কাজেই সেখানে যদি আমরা যাই এবং সে দেশটাকে গড়ে তুলি তাহলে ১৯৫৯ সালের ৩১শে জুলাইয়ের মধ্যে দশ হাজার পরিবারকে নয়, এবং বাকি পরিবারকেও আমরা পাঠাতে পারব। যদি পাঠাতে না পারি নিশ্চয়ই কেন্দ্রীয় সরকার ক্যাম্পগুলি বন্ধ করবেন। ইতিমধ্যে আমরা বহু ক্যাম্পের তরফ থেকে দরখাস্ত পেয়েছি তাঁরা স্বেচ্ছায় যেতে চান। যাঁরা স্বেচ্ছায় যাবেন না, তাঁরা এখানে থাকতে পারেন, কিন্তু তাঁদের ছয় মাসের ডোল নিয়ে ক্যাম্প থেকে চলে যেতে বলা হবে। আর যাঁরা যেতে চান, তাঁরা সেখানে গিয়ে পুনর্বাসনের সমস্ত সুযোগ সুবিধা পাবেন।

আমরা যেসমস্ত দরখাস্ত পাচ্ছি লোকের কাছ থেকে তাতে মনে হচ্ছে যে হয়ত ১৯৫৯ সালের ৩১শে জুলাইয়ের মধ্যে ক্যাম্পগুলি বন্ধ করে দিতে পারব। এবং আমাদের পুনর্বাসনের যে সমস্যা তা আংশিক সমাধান করতে পারব। বাকি থাকবে যারা তাদের কথা ভাবুন। যাঁরা বাকি টাকা ধার নিয়েছেন, কিন্তু সে টাকা কোন কাজে লাগাতে পারেন নাই, যারা কৃষক, স্মল ট্রেডার্স লোন নিয়েছে, হাজার হাজার লোক স্মল ট্রেডার্স লোন নিয়ে কিছুই করতে পারে নি, এটা আমরা প্রাইভেট কলোনী ও গভর্নমেন্ট কলোনীতে গিয়ে গিয়ে দেখেছি, এবং তাঁরা বলেছেন— মহাশয়, ক্যাম্পের লোকেরা যদি না যায়, আমরা যাব। আমাদের দণ্ডকারণ্যে পাঠিয়ে দিন, আমরা সেখানে যাব। কাজে কাজেই যারা ক্যাম্পে আছেন তাঁরা যদি ঐ পুনর্বাসন পান তাহলে তাঁদের সর্বাঙ্গীন কল্যাণই হবে। আর না পেলে তাদের সর্বনাশ হবে।

And whereas, by virtue of section 3 of the Bihar and West Bengal (Transfer of Territories) Act, 1956 (50 of 1956), certain territories which formed part of the State of Bihar (hereinafter referred to as the *said territories*) were transferred to the State of West Bengal *from the 1st day of* November, 1956;

And whereas, by virtue of section 43 of the said Act, the levy of estate duty on agricultural lands in the said territories continues to be governed by the provisions of the Estate Duty Act, 1953, although in the rest of the State of West Bengal, the Estate Duty Act, 1953 (34 of 1953), does not apply in relation to estate duty in respect of agricultural land;

And whereas, it appears to this Assembly to be desirable that the Estate Duty Act, 1953, as now in force, should cease to regulate estate duty in respect of agricultural lands situated in the said territories also on and from the 1st day of April, 1959;

Now therefore this Assembly hereby resolves in pursuance of Article 252 of the Constitution that the Estate Duty Act, 1953 (34 of 1953), should not apply to estate duty in respect of agricultural lands situated in the said territories on and from the 1st day of April, 1959, and the Estate Duty Act, 1953, may be amended accordingly by Parliament by law

Sir, the intention is clear In the Estate Duty Act there was a proposal to introduce estate duty on agricultural income Now, at that time the Assembly resolved that it would be better if the money is not handed over to the Central Government, and if necessary Government of West Bengal would levy the tax themselves Now, an anomaly has arisen because of the cession of certain territories from Bihar to West Bengal Bihar resolved that estate duty would be levied by the Centre on the agricultural income derived from those territories These territories having now come to West Bengal there has arisen a situation in which in most part of West Bengal it is not introduced and in only the ceded territories it is functioning In order to remove this anomaly it is proposed that there should be one uniform arrangement all over West Bengal, and the Government of India should not realise tax in the shape of estate duty on agricultural land in those territories also

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I have only one point to make, and that is very short It is this Bihar and West Bengal (Transfer of Territories) Act, 1956, has been passed on 1st September, 1956. This is a belated resolution, but still I would say this resolution, though imperfect, is welcome. I say that two years and four months have passed Just after the passing of that Act, Bihar and West Bengal (Transfer of Territories) Act, this resolution would have been timely. The Central Government is realising some amount of estate duty from agricultural lands in the transferred territory. Now we are getting only 22.8 per cent. of the duty—duty on jute, duty on income tax, union excise duty and estate duty. Whether it is of other income, or agricultural property, we are getting only 22.8 per cent. Therefore, we are getting much less than one-fourth of the income which is being realised under these heads by the Central Legislature. Therefore if we had passed an Estate Duty Act it would have been better. I would say that the Central Legislature has got the power to levy estate duty on all properties, and with regard to agricultural property if the State Legislature so desire they can include them. In list 2, item 48 we have power to levy estate duty on agricultural land and under list 2, item 47, we can levy duty on agricultural property, in respect of succession. Therefore along with the resolution had there been a paragraph to this

effect that this Government is going to levy estate duty on agricultural property, that would have been timely and that would have been welcomed. Therefore, though I have not moved any formal amendment I would suggest to the Hon'ble Minister that after paragraph 3 of the resolution he may insert a paragraph in this way—"And whereas the State Legislature of West Bengal is desirous of introducing a legislation for the levy of the estate duty on agricultural lands in West Bengal;" it would have been better.

I would say that the estate duty is payable by the richer section of the people and other provinces—about five major States—have accepted an estate duty. Of course, the Central Government is taking the lion's share of it, but they are getting something out of it. Now, if this resolution is passed without a corresponding legislation on our behalf, then the richer section of the transferred territories may be relieved of a duty but at the same time we shall be deprived of some share out of it, though the share is very small. Therefore, I would request the Hon'ble Minister to accept this verbal amendment and if he accepts this the position would be that in near future he would be bringing before the House an Estate Duty Act on agricultural land. Now, we are paying a large sum of money as compensation for the acquisition of estates under the Estates Acquisition Act. Besides, the value of the agricultural property has increased to a great extent. Therefore, this poor State of ours should have a share out of this

This resolution would be going to the Centre We have adduced no other reason. The only reason which has been adduced by the Hon'ble Minister is this; in the rest of Bengal there is no such duty and therefore for the purpose of bringing uniformity he is passing the resolution and requesting the Central Parliament to amend the Estate Duty Act to that extent so that transferred territories may be excluded therefrom. Along with this if he had a paragraph to this effect that we are going to pass such a legislation, the argument would have been stronger, that is, from our people we are going to levy such a duty; therefore, you, the Central Government, desist from realising this duty from the people of this State.

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: Mr Speaker, Sir, I can assure Mr. Panda that the suggestion that he has made is under the consideration of the Government. As a matter of fact, as he possibly knows and knows perfectly well and the House knows perfectly well, the situation has undergone a very great change after the abolition of zemindaries. Now, actually it has to be seen whether there are many persons who derive very big income from very big properties after the Zemindary Abolition Act. Now, Sir, the whole question is being examined. The occasion for this resolution is that the Central Government are going to introduce certain changes in their Act. Therefore they have sought our opinion. Our opinion definitely is that we should not hand over this money to the Centre and depend for a share of that money on the discretion of the Centre. That is the point at issue. Therefore, Sir, after this point has been disposed of, the other question will be duly considered.

The Special Motion of the Hon'ble Bimal Chandra Sinha that—

Whereas by resolutions passed by the Legislative Assembly and Legislative Council of the State of Bihar on the 12th March, 1954, and the 15th March, 1954, respectively, in pursuance of Article 252 of the Constitution, the Estate Duty Act, 1953 (34 of 1953), passed by Parliament was adopted in the State of Bihar in so far as it relates to estate duty in respect of agricultural land;

And whereas, by virtue of section 3 of the Bihar and West Bengal (Transfer of Territories) Act, 1956 (50 of 1956), certain territories which formed part of the State of Bihar (hereinafter referred to as the said territories) were transferred to the State of West Bengal from the 1st day of November, 1956;

And whereas, by virtue of section 43 of the said Act, the levy of estate duty on agricultural lands in the said territories continues to be governed by the provisions of the Estate Duty Act, 1953, although in the rest of the State of West Bengal, the Estate Duty Act, 1953 (34 of 1953), does not apply in relation to estate duty in respect of agricultural land;

And whereas, it appears to this Assembly to be desirable that the Estate Duty Act, 1953, as now in force, should cease to regulate estate duty in respect of agricultural lands situated in the said territories also on and from the 1st day of April, 1959;

Now therefore this Assembly hereby resolves in pursuance of Article 252 of the Constitution that the Estate Duty Act, 1953 (34 of 1953), should not apply to estate duty in respect of agricultural lands situaed in the said territories on and from the 1st day of April, 1959, and the Estate Duty Act, 1953, may be amended accordingly by Parliament by law
was then put and agreed to.

GOVERNMENT BILL

[7-5—7-15 p.m.]

The Chandernagore (Assimilation of Laws) (Amendment) Bill, 1958

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Sir, I beg to introduce the Chandernagore (Assimilation of Laws) (Amendment) Bill, 1958.

(Secretary then read the title of the Bill.)

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Sir, I beg to move that the Chandernagore (Assimilation of Laws) (Amendment) Bill, 1958, be taken into consideration.

Sir, laws of West Bengal were applied to Chandernagore by the Chandernagore (Assimilation of Laws) Act, 1955. One of the provisions of that Act was that all laws which immediately before the appointed day extended to or were in force in the State of West Bengal generally shall, as from that day, extend to or, as the case may be, come into force in Chandernagore. This word "generally" has been interpreted by the High Court meaning that only those Acts which are applicable to the whole of West Bengal are only applied to Chandernagore. In order to set at rest this doubt about the meaning, this amending Bill is being put before the House and what we are doing is that three Acts, the West Bengal Land Development and Planning Act, 1948, the West Bengal Non-Agricultural Tenancy Act 1949, and the West Bengal Estates Acquisition Act, 1953, shall extend to and be deemed always to have extended to Chandernagore with effect from the appointed day. The appointed day has been defined in the original Act as the day on which Chandernagore merged in West Bengal. Therefore, some of the amendments which want to have retrospective effect are covered by this amendment. Some of the amendments are with regard to Thika Tenancy Act. I can tell you that Thika Tenancy Act applies only to Calcutta and Howrah, not to any other portion of West Bengal, and the West Bengal Non-Agricultural Tenancy Act is the corresponding Act which applies to the rest of West Bengal and that is being extended there. There is one amendment by Sj. Chatterjee. It is a verbal amendment. He wants to place this Section under Section 3. I consulted my legal advisers and they are of the opinion that the place where we are putting is the proper place. It is only a question of putting this Section here or putting that section there. Therefore, it is immaterial. I do not think that there can be any objection to this Bill being passed by the House.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyaya:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজ যে এমেন্ডমেন্ট আনা হয়েছে আমি তাকে সমর্থন করি। এই এমেন্ডমেন্ট আনার গোড়ার ইতিহাস হচ্ছে এই যে দেড় বছর পূর্বে চন্দননগর থেকে জনসাধারণের একটা মেমোরেন্ডাম আমরা বিমলবাবুর কাছে দিই এবং বিমলবাবু সেটা জুডিসিয়াল ডিপার্টমেন্টে পাঠিয়ে দেন। আমি যে এমেন্ডমেন্ট দিয়েছিলাম সেটা শুধু ভুলে ছিল। অর্থাৎ ৮নং না হয়ে ৩নং(এ) হওয়া উচিত ছিল। তার কারণ ৩নং এ ঐ বিষয়ে উল্লেখ করা আছে এবং তার সঙ্গে থাকলেই ভাল ছিল। আপনি যখন লিগ্যাল ওপিনিয়ন দিয়েছেন এবং আমরা অনেকে আগে থেকে জানি যে লিগ্যাল ওপিনিয়ন থেকে এমেন্ডমেন্ট দিলে হয়ত একটু [illegible] লাগে। এর পূর্বে আমার মন্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে যখন আলাপ হয়েছিল তখন তিনি বলেছিলেন যে এর মধ্যে একটা বস্তু আছে। কিন্তু এখানে আমার একটা কথা বলবার আছে যে আপনার শুনেছেন যে মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে যেদিন থেকে এাপয়েন্টেড ডে সেদিন থেকে এফেক্ট নেবে। নেবে। এই এাপয়েন্টেড ডে হচ্ছে সেকেন্ড অক্টোবর ১৯৫৪ সাল। এই ১৯৫৪

সালের সেকেন্ড অক্টোবরের পর চন্দননগরের বহু দরিদ্র টেনান্ট উম্বাস্তু হয়ে গেছে। সুতরাং আজকে যদি আবার রেট্রোসপেকটিভ এফেক্ট হয় তাহলে এর ফলটা কি হবে সেটা আমি মন্ত্রী মহাশয়ের কাছ থেকে শুনতে চাই। আজ চন্দননগরের বহু দরিদ্র বিধবা এখন যে তারা কোথায় ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছে তা আমি বলতে পারি না। কিন্তু আজ যদি রেট্রোসপেকটিভ এফেক্ট হয় তাহলে কোন পুলিসের থ্রু দিয়ে বা আমাদের যে সিক্রেট সার্ভিস আছে তার ভেতর দিয়ে সেই বৃদ্ধাকে ধরে নিয়ে এসে তার ঘর তৈরি করে দিয়ে আবার তাকে বাস্তু ফিরিয়ে দেওয়া হবে কিনা সেই প্রশ্নই আমি জিজ্ঞাসা করি। এই সম্পর্কে আর একটা কথা বলি যে যখন চন্দননগর মার্জার এ্যাক্ট হয়েছিল তখন পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ বিষয়ে অবহিত হন নি। শুধু এই ব্যাপারেই নয় শিক্ষার ক্ষেত্রে, মেডিক্যাল ডিপার্টমেন্ট ইত্যাদির বেলায় তাঁরা অবহিত হন নি। অর্থাৎ যে ট্রিটি হয়েছিল এবং তার যে টার্মস ছিল সেই টার্মসের বিরুদ্ধে ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের রাইটার্স বিল্ডিং থেকে খবর গিয়েছিল যে সেখানে হাসপাতালে যেসব কর্মচারী আছে তাঁদের এক্সামিন দিতে হবে, পি, এস, সির সামনে হাজির হতে হবে। অথচ সেই ট্রিটি-এর ক্লজের ভেতরে লেখা আছে যে পশ্চিমবাংলা সরকার যদি মনে করেন যে কোন কর্মচারীকে সেখান থেকে সরাতে হবে তাহলে এক মাসের মধ্যে নোটিস দিতে হবে এবং তারপর তিন মাস কেটে গেলে তাকে আর সরাতে পারবেন না। আমার মনে হয় এই ট্রিটি ক্লজগুলি তারা দেখেন নি, তাই জন্য এমন সমস্ত কাজ করেছেন যার জন্য শেষকালে তাদের পিছিয়ে আসতে হয়েছে এবং সেখানে সত্যই তাদের একটু হিউমিলিয়েটেড হতে হয়েছে। তাই জন্য আমি আশা করব যে শুধু চন্দননগর এ্যাসিমিলেশন এ্যাক্ট নয় অন্য যেসমস্ত চন্দননগরে আইন আছে এবং চন্দননগর সম্পর্কে যে একটা ইন্টারনেশন্যাল ট্রিটি আছে অনুগ্রহ করে দেখে নেন, যাতে শেষকালে বেইজ্জত না হতে হয়। আমরা জানি এডুকেশন ক্ষেত্রে, হেল্থ ক্ষেত্রেও হয়েছেন। এবং সেখানকার জনসাধারণ যেন উম্বাস্তু না হয়, তারা যেন বিপদে না পড়ে সেইটুকু দেখতে অনুরোধ করছি। কারণ এই যেসব আইন আনতে হয়েছে তার কারণ হচ্ছে হাই কোর্ট ডিস্ট্রিক্ট কোর্টএর রায় নাকচ করে দিয়েছে। এই নিয়ে যখন রিপ্রেজেন্টেশন করা হয়েছিল তার ফলেই সরকার এই আইনটা এনেছেন। আমার মূল বক্তব্য হচ্ছে যে দরিদ্র টেনান্ট যারা উম্বাস্তু হয়ে গিয়েছিল তাদের রেট্রসপেকটিভ এফেক্টএ তাদের কি ক্ষতিপূরণ হবে এবং তাদের কি করে ফিরিয়ে এনে তাদের ভিটিতে বসান হবে সেই সম্বন্ধে কিছু কথা আমি মন্ত্রী মহাশয়ের কাছ থেকে শুনতে চাই।

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Sir, this Bill has a very limited scope and, therefore, I need not dwell upon the subjects referred to by my honourable friend which are outside the scope of this Bill. This Bill provides for retrospective effect of the relevant Acts from the date of the merger and it will be for the court to decide as to what the effect of retrospective operation of the Acts will be. That is all I would like to say.

The motion of the Hon'ble Iswar Das Jalan that the Chandernagore (Assimilation of Laws) (Amendment) Bill, 1958, be taken into consideration, was then put and agreed to.

Clauses 1 and 2

The question that clauses 1 and 2 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Preamble

The question that the preamble do stand part of the Bill was then put and agreed to.

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Sir, I beg to move that the Chandernagore (Assimilation of Laws) (Amendment) Bill, 1958, as settled in the Assembly, be passed.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay:

স্যার, আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করছি, যারা ভিটা ছেড়ে চলে গিয়েছেন তাদের ব্যাপার কোর্ট ডিসাইড করবে কিন্তু আমি বলছি জালান সাহেব যেন এক্সপ্লেন করে দেন যে পদ্ধতিতে তারা আবার তাদের ভিটা ফিরে পাবে।

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Sir, it is not for me to say just now as to what the court's attitude will be, but so far as retrospective effect is concerned, it is there and whatever legally follows will be there.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay: I would like to know from you as Judicial Minister as to what will be the judicial implication.

The Hon'ble Iswar Das Jalan: I cannot say what the court's decision will be.

The motion of the Hon'ble Iswar Das Jalan that the Chandernagore (Assimilation of Laws) (Amendment) Bill, 1958, as settled in the Assembly, be passed, was then put and agreed to.

Mr. Speaker: The House stands adjourned *sine die*.

Adjournment

The House was accordingly adjourned *sine die* at 7-15 p.m.

Note.—The Assembly was prorogued with effect from the 6th January, 1959, by notification No. 32A.R., dated the 8th January, 1959, and published in the "Calcutta Gazette, Extraordinary" dated the 8th January, 1959.

H-42

WBGP-61/2-43A-700